Contents
যঈফ
সুনানে ইবনে মাজাহ
তাহক্বীক্ব
আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)
অনুবাদ ও বিন্যাস
আহসানুল্লাহ্ বিন সানাউল্লাহ্
প্রকাশনায়
শায়খ আলবানী একাডেমী

যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ

তাহক্বীক্ব
যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ ও বিন্যাস
আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ
এম.এ (ফার্স্ট ক্লাস), দাওরা হাদীস, এম.এম. 'আরাবীয়্যাহ

প্রকাশনায়
শায়খ আলবানী একাডেমী

Contents

যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ

প্রকাশনায় ঃ শায়খ আলবানী একাডেমী
৬৯/১ পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১১৯৯-১৪৯৩৮০, ০১৯১-৩১১০৯১

প্রথম সংস্করণ ঃ
ডিসেম্বর ২০০৬ ঈসায়ী

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
আহ্সান কম্পিউটার্স
সাকিব, রানা ও ডালিম

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মোহাম্মাদ আলী ও হুমায়ূন কবীর

মুদ্রণ ঃ
হাবীব প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯ নবরায় লেন, ইসলামপুর, ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ
চারশত পঁচাত্তর (বাংলাদেশী টাকা)
পঁয়তাল্লিশ (সউদী রিয়াল)
এগার (ইউএস ডলার)

DDIF SUNAN IDN MAJAN
Published by : Sheikh Albani Academy
09/1 Purana Meghaltuly, Dhaka-1100
Mebile : 01199-149330, 0191-311091
First editien : Decembar 2000
Price tk. 475.00 (Feur hundred seventy five) enly.

Contents

সম্পাদনা পরিষদ

Contents

সম্পাদনা পরিষদের সুচিন্তিত মতামত

ان الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد و على اله و صحبه أجمعين .

বর্তমান বিশ্বের যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও প্রকৃত আল্লামাহ শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর তাহক্বীক্বকৃত **'যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ'** অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। তাঁর এ তাহক্বীক্ব গ্রন্থ বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মৌলিক হাদীস গ্রন্থ হিসাবে সুনান ইবনু মাজাহর এমনিতেই যতেষ্ঠ কদর রয়েছে। তার সাথে বিশ্বসেরা এ মুহাদ্দিসের তাহক্বীক্ব যুক্ত হওয়ায় এর কদর আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা বাহুল্য, শায়খ আলবানীর তাহক্বীক্ব ছাড়া প্রসিদ্ধ সুনান গ্রন্থ অধ্যায়ন আজ চিন্তাই করা যায় না। সাধারণ পাঠক, 'আলিমসমাজ নির্বিশেষে সকলের জন্য সুনান ইবনু মাজাহ গ্রন্থ আলবানীর তাহক্বীক্বসহ অধ্যায়ন যেন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অতি মূল্যবান এ তাহক্বীক্ব গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় প্রকাশ হওয়া অত্যন্ত জরুরী। গ্রন্থটিতে বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহ থেকে যঈফগুলোর বঙ্গানুবাদ আলাদাভাবে প্রকাশ হওয়াটা বহু দিনের প্রত্যাশাও বটে। মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে অবশেষে **শায়খ আলবানী একাডেমীর** উদ্দেগে **'যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ'** গ্রনন্থখানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হল। সেজন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

গ্রন্থখানির অনুবাদের কাজ ও বিন্যাস পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন সত্যিই প্রশংসনীয়। আমাদের স্নেহধন্য তরুণ 'আলিম ও লিখক **শায়খ আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ** কর্তৃক এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থখানির অনুবাদ, মনমুগ্ধকর সজ্জায়ন রীতি ও তথ্য উপস্থাপন দেখে আমরা রীতিমত অবাক ও মুগ্ধ। মহামূল্যবান বহু গ্রন্থ হতে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এ ধরনের অতি চমৎকার ও মূল্যবান তথ্য পেশ করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। মূলত তার এ ধরনের তথ্য সংযোজন গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিয়েছে। তরুণ 'আলিমকে এরূপ কঠিন ও মহৎ কাজ অত্যন্ত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দেয়ায় আমরা মারহাবা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। তার এ অগ্রযাত্রাকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। মহান আল্লাহ তার প্রচেষ্ঠাকে কবুল করুন, তার যোগ্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিন এবং যাদের সহযোগিতায় গ্রন্থখানি প্রকাশিত হল প্রত্যেককেই উত্তম প্রতিদান দান করুন।- আমীন!

আমাদের বিশ্বাস, সমগ্র বিশ্বের ন্যায় এ দেশেও অনূদিত এ তাহক্বীক্ব গ্রন্থ ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করবে। ইতিমধ্যে সর্বমহলে এর যতেষ্ঠ সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করছি এবং আশা করছি গ্রন্থটি সংগ্রহের মাধ্যমে সাধারণ পাঠক, 'আলিমসমাজ, লিখক, বক্তা সকলেই উপকৃত হবেন।

আল্লাহ আমাদের সকলকে জেনে বুঝে সঠিকভাবে 'আমাল করার তাওফিক দান করুন। - আমীন!

বিনীত

সম্পাদনা পরিষদ

Contents

ইমাম ইবনু মাজাহ্র জীবনী

যে সমস্ত মুহাদ্দিস হাদীস সংগ্রহ, সংকলন ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) তাঁদের অন্যতম। তিনি অসাধারণ মেধা, দক্ষতা ও প্রতিভার গুণে নিরন্তর সাধনা চালিয়ে সুনান ইবনু মাজাহ গ্রন্থখানি সংকলন করেন। যা প্রসিদ্ধ ছয়খানি গ্রন্থের ষষ্ঠগ্রন্থ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। নিম্নে সংক্ষেপে ইমাম ইবনু মাজাহ্র জীবনী ও তাঁর সুনান গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল।

নাম ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ আল কাযভীনী। তাঁকে ইবনু মাজাহ বলার কারণ নিয়ে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ বলেছেন, ইবনু মাজাহ তাঁরই বিশেষণ। কারো মতে, এটা তাঁর পিতার উপাধি ছিল। কেউ বলেছেন, এটা দাদার উপাধি ছিল। তবে শাহ 'আব্দুল 'আযীয, আবুল হাসান সিন্দি এবং মুরতাযা যাবিদী বলেন, মাজাহ ছিল তাঁর মায়ের উপাধি।

জন্ম ঃ তিনি ২০৯ হিজরীতে ২০শে রমাযান ইরাকের আযম বা উত্তর-পশ্চিম ইরাকের কাযভীন নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা ঃ ইমাম ইবনু মাজাহ বাল্যকাল থেকেই হাদীস শিক্ষার অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন। কেননা তাঁর জন্মস্থান কাযভীন শহরটি তৃতীয় খালীফাহ 'উসমান (রাযিঃ)-এর শাসনামলে বিজিত হওয়ার পর থেকেই ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। হিজরীয় তৃতীয় শতকের শুরু থেকেই এটি ছিল ইল্মে হাদীসের প্রাণ কেন্দ্র। মূলতঃ তাঁর বাল্যকাল ছিল ইসলামী দুনিয়ার জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ। তাঁর সময়ে খালীফার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বিশিষ্ট বিদ্যানুরাগী খালীফাহ মামূনুর রশীদ।

দেশভ্রমণ ঃ তিনি বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকেই হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশে মাদীনাহ, মাক্কাহ, কূফা, বাস্রাহ, বাগদাদ, দামিস্ক, মিসর, তিগ্রীস, ইস্পাহান, খুরাসান প্রভৃতি হাদীসের কেন্দ্রসমূহে সফর করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশে তার এই সফর ২৩০ হিজরীর পর থেকে শুরু হয়।

শিক্ষকবৃন্দ ঃ ইমাম ইবনু মাজাহ্র অসংখ্য উস্তায ছিলেন। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকজন হলেন ঃ 'আলী ইবনু মুহাম্মাদ আবুল হাসান ত্বানাফিসী, আবূ হাজার বিজলী, 'আমর ইবনু রাফি', ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাইয়ান তামীমী, 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আবী শাইবাহ্, মুহাম্মাদ ইবনু আবূ খালিদ আবূ বাক্র কাযভীনী, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমির হায্রামী, 'আব্দুল্লাহ আশাজ্জ, হুসায়ন ইবনু মুহাম্মাদ, সালিহ ইবনু হাইসাম, আহমাদ ইবনু ইব্রাহীম দাত্তাকী, আহমাদ ইবনু সিনান ওয়াস্তী, 'আব্বাস 'আম্মারী, আকাবাহ ইবনু মুকার্রম ও আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে মুনযীর আযমী (রহঃ) প্রমুখ।

ছাত্রবৃন্দ ঃ ইমাম ইবনু মাজাহ্র ছাত্রের সংখ্যাও অসংখ্য। তাদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন হলেন ঃ আবুল হাসান কাত্তান, ঈসা ইবনু আবসার, ইব্রাহীম ইবনু দীনার, সুলাইমান ইবনু ইয়াযীদ,

আহমাদ ইবনু ইব্‌রাহীম কায্‌ভীনী, হুসায়ন ইবনু 'আলী ইবনে বারানিয়াদ, আবূ তৈয়্যাব আহমাদ ও মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা সাফ্‌ফার (রহঃ) প্রমুখ।

ইমাম ইবনু মাজাহ্‌র গ্রহণযোগ্যতা ঃ ইমাম ইবনু মাজাহ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী (রহঃ) বলেন ঃ নিশ্চয় তিনি ছিলেন হাদীসের হাফিয, সত্যবাদী ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

ঐতিহাসিক ইবনু খাল্লিকান বলেন, ইমাম ইবনু মাজাহ ছিলেন হাদীসের ইমাম এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞানে পারদর্শী। মূলতঃ তার পাণ্ডিত্য ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ইবনুল জাওযী ও আবূ ইয়ালা খালীলীসহ বহু বিদ্যান প্রশংসনীয় মন্তব্য পেশ করেছেন।

মৃত্যু ঃ ইমাম ইবনু মাজাহ্‌র মৃত্যু কোথায় হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে এতটুকু জানা যার যে, তিনি ২৭৩ হিজরীতে সোমবার মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৪ বছর।

গ্রন্থাবলী ঃ ইমাম ইবনু মাজাহ্‌র বিশেষ কয়েকটি গ্রন্থ হলো ঃ

১। হাদীসের আলোকে কুরআন মাজীদের বিরাট তাফসীর গ্রন্থ।

২। আত্‌-তারীখ। ইবনু খাল্লিকান একে তারীখে মালীহ নামে বর্ণনা করেছেন। এতে সহাবাগণের যুগ থেকে গ্রন্থকারের সময় পর্যন্ত বিস্তারিত ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

হাফিয ইবনু কাসীর বলেন, ইমাম ইবনু মাজাহ্‌র তাফসীর ও তারীখ উভয় গ্রন্থই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

৩। আস্‌-সুনান। যা ইমাম ইবনু মাজাহ্‌র অনন্য ও শ্রেষ্ঠ হাদীস গ্রন্থ।

সুনানু ইবনে মাজাহ্‌র স্বীকৃতি ঃ ইমাম ইবনু মাজাহ্‌র গ্রন্থ সম্পর্কে ইমাম আবূ যুর'আহ বলেন ঃ আমার ধারণা, এই গ্রন্থ যদি মানুষের হাতে পৌঁছে তাহলে বর্তমান সময় পর্যন্ত রচিত সমস্ত যা অধিকাংশ গ্রন্থই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।[১]

হাফিয ইবনু কাসীর বলেন ঃ অবশ্য এটি অত্যন্ত চমকপ্রদ গ্রন্থ। ফিক্বহের দৃষ্টিতে এর অধ্যায়সমূহ খুবই চমৎকার ও মজবুত।[২]

ইবনু মাজাহ্‌র সুনান গ্রন্থের স্থান ঃ সাধারনত ইবনু মাজাহ্‌র সুনান গ্রন্থখানি ছয়খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হয়। এতে যঈফ হাদীসের সংখ্যা সুনান আবূ দাউদ, সুনানু নাসাঈ ও জামে আত্‌ তিরমিযী'র তুলনায় কিছু বেশী হওয়ার কারণে ছয়খানি হাদীস গ্রন্থে এর স্থান সর্বশেষে। মুহাদ্দিস সানাদী বলেন, "যা হোক, মর্যাদা ও সম্মানের দিক দিয়ে ইবনু মাজাহ্‌র গ্রন্থ অপর পাঁচটি গ্রন্থের নীচে ও পরে অবস্থিত।"[৩]

---

[১] তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ- ইমাম ইবনু মাজাহ্‌র জীবনীতে।
[২] বা'য়িসুল হাসীস ইলা মা'রিফাতি 'উলূমিল হাদীস। (পৃষ্ঠা ১৯)
[৩] আল্লামা সিন্দির মুকাদ্দামাহ শরহু ইবনে মাজাহ।

কিন্তু প্রসিদ্ধ পাঁচটি গ্রন্থের পরে সুনান ইবনু মাজাহকে ষষ্ঠ গ্রন্থের মর্যাদা দান নিয়ে মত পার্থক্যও আছে। বলা হয়, আবুল ফাযল মুহাম্মাদ ইবনু ত্বাহির (মৃত্যু ৫০৭ হিঃ) এই গ্রন্থকে সর্বপ্রথম ছয়টি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন স্বীয় 'আত্বরাফ কুতুবুস সিত্তাহ' ও 'শুরুত্ব আয়িম্মাহ সিত্তাহ' গ্রন্থে। পরবর্তীকালের অনেক মুহাদ্দিস তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেন। কিন্তু ইবনু সাকান (মৃত্যু ৩৫৩ হিজরী), ইবনু মানদাহ (মৃত্যু ৯৫ হিজরী), মুহাদ্দিস রাযীন ইবনু আমীর (মৃত্যু ৬০৬ হিজরী), এবং আবূ যাফর ইবনু যুবায়র (রহঃ) প্রমুখ 'আলিমগণের মতে ষষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে মুয়াত্তা ইমাম মালিক। 'আব্দুল গণি নাবলূসী (রহঃ) বলেন, পূর্বাঞ্চলীয় আলিমগণের নিকট ষষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে সুনান ইবনু মাজাহ। আর পশ্চিমাঞ্চলীয় আলিমগণের মতে ষষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম মালিকের মুয়াত্তা।

হাফিয ইবনু রজাব ইমাম যুহরী সূত্রে বলেন ঃ মাতরূক ও মাজহুল বর্ণনাকারীদের একটি দল যেমন আয়লী, 'আবদুল কুদ্দুস ইবনে হাবীব, মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ মাসলূব, বাহরুস সিকা ও তাদের অনুরূপ পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারীদের থেকে ইমাম তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী- এঁদের কেউ বর্ণনা করেননি। অথচ তাদের কতকের থেকে ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন। এদিক থেকে ইবনু মাজাহ'র সুনান গ্রন্থখানি অবশিষ্ট গ্রন্থাবলীর চেয়ে মর্যাদার দিক দিয়ে নিচু স্তরে পৌঁছে যায়। কেবল পরবর্তী যুগের একটি দল ছাড়া কেউ সুনান ইবনু মাজাহ গ্রন্থটিকে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাবলীর পর্যায়ে গণ্য করেননি।[৪]

এমনকি আল্লামা সিররী বলতেন ঃ ইবনু মাজাহ যেসব বর্ণনায় একক হয়ে গেছেন সেগুলোতে বহু সংখ্যক মুনকার হাদীস রয়েছে।

হাফিয শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী আল হুসায়নী লিখেছেন ঃ আমি আমাদের উস্তায হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল মিয্‌যী (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ ইবনু মাজাহ যেসব বর্ণনায় একক হয়ে গেছেন তার সবগুলোই দুর্বল।[৫] অর্থাৎ হাদীসের পাঁচজন ইমাম যেসব হাদীস বর্ণনা করেননি বরং কেবল ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন সেগুলো। তার এই লিখনীর মাধ্যমে এটাই স্পষ্ট হচ্ছে যে, তাঁর উস্তাযের বক্তব্যের সাথে তিনিও একমত। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্যটি রিজালের ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য। হাদীসগুলোতে একে ঢালাও তাবে প্রয়োগ করা সঠিক হবে না।[৬]

কতিপয় হাফিয সুনানু দারিমীকে ষষ্ঠ গ্রন্থ গণ্য করেছেন। সালাহউদ্দীন খালীল আলা'ঈর মতও তাই। ত্বাহির আল জাযায়িরী (রহঃ) বলেন ঃ ইবনু মাজাহ এমন ব্যক্তিদের থেকেও হাদীসাবলী বর্ণনা

---

[৪] দেখুন ঃ শরহু 'ইলাল আত্ তিরমিযী (২৯৪ পৃষ্ঠা)। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলূব থেকে হাদীস বর্ণনায় ইবনু মাজাহ একক হয়ে যাননি বরং তিরমিযীও তার থেকে বর্ণনা করেছেন জামে গ্রন্থে। দেখুন, মীযানুল ই'তিদাল (৩/৫৬১), খুলাসাহ তাহযীবুল কামাল (২/৪০৭)।

[৫] আর হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন ঃ হাফিয আল মিয্‌যী বলেছেন ঃ অগ্রগণ্য কথা হচ্ছে , ইবনু মাজাহ যা এককভাবে বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। দেখুন ঃ তাওযীহুল আফকার (১/২২৩) আল্লামা আমীর সান'আনী প্রণীত।

[৬] দেখুন ঃ তাহযীবুত তাহযীব (৯/৫৩১-৫৩২)। বাহ্‌র পাতা (৬৫ আলিফ)- এ রয়েছে ঃ হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন, আল্লামা মিয্‌যী এখানে রিজালের উদ্দেশ্য করেছেন, হাদীসাবলীর নয়। কেননা ইবনু মাজাহ্‌র একক বর্ণনাগুলোতে সহীহ হাদীসও রয়েছে।

করেছেন যারা মিথ্যাবাদীতায় সন্দেহতাজন এবং হাদীস চোর। সেজন্য কতিপয় মুহাদ্দিস বলেছেন, সুনানু দারিমী গ্রন্থকে ষষ্ঠ গ্রন্থ গণ্য করা উচিত। কেননা এতে দুর্বল বর্ণনাকারীদের সংখ্যা কম, শায ও মুনকার হাদীস দুর্লভ। যদিও এতে মুরসাল ও মাওকুফ পর্যায়ের হাদীসাবলী রয়েছে তথাপি এটি ইবনু মাজাহ্‌র চেয়ে অগ্রগণ্য।[৭]

ইমাম যাহাবী বলেন ঃ আবূ আবদুল্লাহ্‌র সুনান কিতাবটি সুন্দর যদি না তাতে নিকৃষ্ট পর্যায়ের হাদীস এনে নোংরা না করতেন। তবে এরূপ হাদীস খুব বেশি নেই।[৮]

সুনান ইবনু মাজাহ্‌র বিন্যাস পদ্ধতি ঃ ইমাম ইবনু মাজাহ লক্ষাধিক হাদীস যাচাই বাছাই করে গ্রন্থটিতে মোট ৪৩৪১টি হাদীস স্থান দিয়েছেন। তার মধ্যকার ৩০০২টি হাদীস এমন যেগুলো পাঁচটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সবগুলোতে বা কোন কোনটিতে রয়েছে। এছাড়া ১৩৩৯টি হাদীস ব্যতিক্রম। যেগুলো প্রসিদ্ধ পাঁচজন হাদীস গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। এতে ৩৭টি পরিচ্ছেদ এবং ১৫৪৫টি অধ্যায় রয়েছে। উল্লেখ্য পাণ্ডুলিপির ভিন্নতার কারণে কেউ কেউ হাদীসের সংখ্যা, পরিচ্ছেদ ও অধ্যায়ের সংখ্যা নির্ণয়ে কম-বেশি করেছেন।

প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী ঃ ইবনু মাজাহতে বিশেষ কিছু প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী হচ্ছেন ঃ আবুল হাসান কাত্তান (রহঃ), সুলাইমান ইবনু ইয়াযীদ, আবু জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, আবু বাকর হামিদ আযহারী ও ইব্রাহীম ইবনু দীনার।

সালাসিয়াত ঃ অর্থাৎ যে সমস্ত বর্ণনার সানাদে নাবী ﷺ এবং ইমাম ইবনু মাজাহ্‌র মধ্যবর্তী তিনজন বর্ণনাকারী আছেন, ইবনু মাজাহতে এরূপ বর্ণনার সংখ্যা পাঁচটি। সুনান আবূ দাউদ ও জামে আত্ তিরমিযীতে এরূপ বর্ণনার সংখ্যা একটি। সহীহ মুসলিম এবং সুনানু নাসাঈতে এরূপ একটিও নেই।

সুনান ইবনু মাজাহ্‌র কতিপয় ভাষ্যগ্রন্থ ঃ সুনান ইবনু মাজাহ্‌র অনেকগুলো আংশিক ও পূর্ণাঙ্গ ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। যার কয়েকটি হলো ঃ

১। বিমা তামাস্‌সা ইলাইহিল হাজাহ্ 'আলা সুনানে ইবনে মাজাহ- শায়খ সিরাজুদ্দীন 'উমার ইবনু 'আলী (মৃত্যু ৮০৪)।

২। আদ্-দামীরী, আদ্-দীবাজা ফী শারহে সুনানে ইবনে মাজাহ।

৩। জালালুদ্দীন সুয়ূতীর (মৃত ৯১১) মিসবাহু যুজাজাহ।

৪। শরহু সুনানে ইবনে মাজাহ- হাফিয আব্দুল হাসান সিন্দি।

৫। শরহু মিফতাহিস সুনান- ফুয়াদ 'আব্দুল বাকী।

৬। মিসবাহুল যুজাজাহ ফী যাওয়ায়িদে ইবনে মাজাহ- আল্লামা বুসয়রী (মৃত্যু ৮৪০ হিঃ)।

---

[৭] দেখুন তাওযীহুল নাযর (পৃষ্ঠা ১৫৩), মুক্বাদামাহ ইবনুস সালাহ্ (পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫)।
[৮] দেখুন ঃ তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায (২/৬৩৬)।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর পরিচিতি

মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তাঁর প্রিয় রসূল ﷺ-এর মুখ নিসৃত বাণীকে কলুষমুক্ত করে যাচাই-বাছাই ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর মুসলিমদের সম্মুখে বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করার তাওফীক যে কয়জন বান্দাহকে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে হাফিয যাহাবী (রহঃ) ও হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ)-এর পর আল্লামা নাসিরুদ্দীন (রহঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর পুরো নাম আবূ 'আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)।

জন্ম ঃ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) ১৯১৪ ঈসায়ী সনে পূর্ব ইউরোপের একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলবেনিয়ার রাজধানী কুদরাহ্তে জন্মগ্রহণ করেন। আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করার কারণে তিনি 'আলবানী' নামে অভিহিত হন। তাঁর পিতার নাম নূহ নাতাজী আলবানী। তিনি তৎকালীন সময়ে একজন প্রসিদ্ধ হানাফী 'আলিম ছিলেন। তিনি ঈমান রক্ষার্থে পরবর্তীতে সিরিয়ায় হিজরত করেন।

শিক্ষা-দীক্ষা ঃ দামিশ্কের একটি মাদ্রাসা হতে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তাঁর পিতার বন্ধু শায়খ সায়ীদ আল-বুরহানীর নিকট ফিক্হের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং আরবী সাহিত্য ও বালাগাত প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। একবার তিনি মিশরের আল্লামা রশীদ রিযা সম্পাদিত "আল-মানার" এর একটি সংখ্যায় ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধই তাঁকে হাদীস চর্চা ও রিজাল শাস্ত্রের গবেষণায় পিপাসার্ত করে তুলে। পরবর্তীতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, সাধারণ মুসলিমদের সামনে আল্লাহর নাবী ﷺ-এর বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করবেন। আল্লাহ তাঁর এই ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দান করার তাওফীক দান করেছেন এবং তার জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

কর্মজীবন ঃ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) নিজেই বলেছেন- "আল্লাহ আমাকে অসংখ্য সম্পদ দান করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, আমার পিতা আমাকে ঘড়ি মেরামত করার কাজ শিখানো।" যৌবনের প্রথম দিকে তিনি ঘড়ি মেরামত করে জীবিকা অর্জন করেন। কিন্তু পাশাপাশি অধিকাংশ সময় তিনি হাদীস অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং বই লেখার কাজে ব্যয় করতেন। তিনি মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। কর্ম জীবনের অধিকাংশ সময়েই তিনি গবেষণা, লেখালেখি ও বক্তৃতা দানে ব্যস্ত থাকেন। এর ফলে হাজার বছর ধরে হাদীস শাস্ত্রের যে খিদমাত হয়নি, বিংশ শতাব্দীতে তিনি তা করার তাওফীক লাত করেন।

রচনাবলী ঃ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩০০। তার মধ্যে কয়েকটি হলো ঃ (১) সিলসিলাতুল আহা-দীসিয যঈফাহ্ ওয়াল মাউযূ'আহ (২) সিলসিলাতুল আহা-দীসিস সহীহাহ্ (৩) ইরওয়া-উল গালীল ফী তাখরীজি মানা-রিস সাবীল, (৪)

মুখতাসার সহীহ মুসলিম লিল মুনযিরী, (৫) মুখতাসার সহীহুল বুখারী, (৬) সহীহ সুনানে আবী দাউদ, (৭) যঈফ সুনানে আবী দাউদ, (৮) সহীহ তিরমিযী, (৯) যঈফ তিরমিযী, (১০) সহীহ সুনানে নাসাঈ, (১১) যঈফ সুনানে নাসাঈ, (১২) সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ, (১৩) যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ (১৪) সহীহ জামিউস সগীর, (১৫) যঈফ জামিউস সগীর, (১৬) সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, (১৭) সহীহ আদাবুল মুফরাদ, (১৮) যঈফ আদাবুল মুফরাদ, (১৯) তাহ্ক্বীক্ব মিশকাতুল মাসাবীহ (২০) আদাবুয যিফাফ, (২১) আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদয়িহা, (২২) সিফাতু সলাতিন্ নাবী ﷺ, (২৩) সলাতুত তারাবীহ, (২৪) সলাতুল ঈদাইন ফিল মুসাল্লা, (২৫) গায়াতুল মারাম, (২৬) তাহজিরুস্ সাজিদ, (২৭) কিস্সাতু মাসীহিদ্ দাজ্জাল, (২৮) হিজাবুল মারয়াতি মুসলিমাহ, (২৯) হাজ্জাতুন্ নাবী ﷺ , (৩০) আল ইস্রা ওয়াল মি'রাজ, (৩১) রাওযুন নাযীর, (৩২) তা'লকির রাগীব, (৩৩) রিসালাহ বিদ'আত, ইত্যাদি।

আলবানী সম্পর্কে মতামত ঃ শায়খ 'আব্দুল 'আযীয বিন বা-য্ তাকে যুগ মুহাদ্দিস নামে অভিহিত করেছেন। ইসলামী যুবকদের বিশ্ব সংগঠন-আন্নাদওয়াতুল 'আ-লামিয়্যাহ লিশ্শাবা-বিল ইসলামী'র জেনারেল সেক্রেটারী ডঃ মা-নি' ইবনু হাম্মাদ আল্জুহানী বলেন, আল্লামা আলবানী সম্পর্কে বলা যায় যে, বর্তমান যুগে আকাশের নীচে তাঁর চেয়ে বড় হাদীস বিশারদ আর কেউ নেই। ডঃ সুহায়িব হাসান বলেন, আলবানী বিংশ শতকের হাদীস শাস্ত্রের মু'জিযাহ (অলৌকিক ঘটনা)।

মৃত্যু ঃ ১৯৯৯ ঈসায়ী সনের ২ অক্টোবর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) জর্ডানের রাজধানী আম্মানে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদানের জন্য বিশ্ববাসী তাঁকে স্মরণ করে রাখবে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন-আমীন।

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং শতকোটি দরূদ ও সালাম জানাই প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

বহু হাদীস গ্রন্থের মধ্যকার অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সুনানু ইবনে মাজাহ"। যাকে ছয়টি বিশেষ গ্রন্থের একটি গণ্য করা হয়। প্রায় সকল মাদ্‌রাসাতেই এ গ্রন্থখানি গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয়। বিভিন্ন ফিক্বাহ গ্রন্থের বহু মাসআলাহও রচিত হয়েছে এ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসসমূহকে কেন্দ্র করে। তাই 'আলিমগণ ও সর্বসাধারণ মুসলিমদের নিকট গ্রন্থখানির গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এ কথা তো সবারই জানা যে, ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের মধ্যকার সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম বাদে অবশিষ্ট চারটি গ্রন্থেই কম-বেশি দোষযুক্ত হাদীস রয়েছে। সে হিসাবে সুনান ইবনু মাজাহতেও দুর্বল, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাই এ ধরনের হাদীসগুলোকে চিহ্নিত ও পৃথক না করে যে কোন হাদীস থেকে মাসআলাহ গ্রহণ করে 'আমালে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচারে উদ্যোগী হওয়া একেবারেই অনুচিত। কারণ ভিত্তিহীন হাদীস মোতাবেক 'আমাল করাতে যেমন কল্যাণ নিহীত নেই, তেমনি ঐসব হাদীস প্রচারেও রয়েছে ভয়াবহ পরিণতি।

তাই তো মিথ্যা ও দুর্বলতার ভেড়াজাল থেকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশুদ্ধ হাদীসগুলোকে উদ্ধারের জন্য প্রতিটি যুগেই হাদীসশাস্ত্রের বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। সেই ধারাবাহিকতায় তাঁদেরই একজন হচ্ছেন এ সময়ের কালজয়ী রিজালবিদ ও যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)। যিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রজ্ঞা খাটিয়ে বিভিন্ন প্রমাণাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে বহু গ্রন্থে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে প্রচারিত মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হাদীসগুলোকে চিহ্নিত করে তা থেকে সহীহ হাদীসগুলোকে পৃথক করেছেন। সুনান ইবনু মাজাহ্‌র তাহক্বীক্ব গ্রন্থখানি তাঁরই অমূল্য অবদানের একটি। তিনি সুক্ষাতিসুক্ষ্মভাবে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে গ্রন্থটিতে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে দুর্বল ও ভিত্তিহীন হাদীসগুলোকে পৃথক করে সেগুলোর সমন্বয়ে **"যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ"** গ্রন্থ রচনা করেন। আর অবশিষ্ট সহীহ ও 'আমালযোগ্য হাদীসগুলোর সমন্বয়ে রচনা করেন **"সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ"** গ্রন্থ।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর সূক্ষ্ম তাহক্বীক্ব অনুপাতে সুনানু ইবনে মাজাহ গ্রন্থে 'আমালের অযোগ্য, দুর্বল ও ভিত্তিহীন হাদীসের সংখ্যা ৮৭৬ টি অর্থাৎ প্রায় নয়শত। মূলতঃ সুনানু ইবনে মাজাহতে ঐ পরিমাণ দুর্বল হাদীস থাকাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। শায়খ আলবানী (রহঃ) ছাড়াও সুনানু ইবনে মাজাহ্‌র বহু বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকার তাঁদের ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলীতে ইবনু মাজাহ্‌র বহু হাদীসকে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং বহু সানাদের দোষণীয় দিক তুলে ধরেছেন। শায়খ আলবানীর পূর্বেকার অনেক বর্ষিয়ান 'আলিম ও বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিসও ইবনু মাজাহতে অধিক পরিমাণ দুর্বল হাদীস থাকার কথা ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা বুসয়রী (রহঃ) ইমাম ইবনু মাজাহ ছয়টি হাদীস গ্রন্থ প্রণেতার মধ্যকার যেসব হাদীস বর্ণনায় একক হয়ে গেছেন কেবল সেই পর্যায়ের

১৩৩৯ টি হাদীসের সমন্বয়ে "মিসবাহুয যুজাজাহ ফী যাওয়ায়িদে ইবনে মাজাহ" গ্রন্থ রচনা করে সেখানে ৪২৮ টি হাদীসের সানাদকে নির্ভরযোগ্য ও সহীহ, ১৯৯টি হাদীসকে হাসান, ৬১৩ টি হাদীসের সানাদকে দুর্বল এবং ৯৯ টি হাদীসের সানাদকে নিকৃষ্ট, মুনকার ও মিথ্যাবাদীদের বলে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ আল্লামা বুসয়রী (রহঃ) এর তাহক্বীক্ব মোতাবেক সুনানু ইবনে মাজাহ্‌র শুধু একক বর্ণনাগুলোতেই ৭১২ টি হাদীস দুর্বল, বাজে ও মিথ্যুকদের সানাদে বর্ণিত। রিজালশাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, সুনানু ইবনে মাজাহতে দলীলের অযোগ্য হাদীসের সংখ্যা প্রায় ১০০০ (এক হাজার)।

অতএব ভেজালযুক্ত হাদীস অনুপাতে 'আমাল করার নির্বুদ্ধিতা ও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা হাদীস প্রচারের ভয়াবহতা থেকে পরিত্রাণের জন্য দুর্বল ও দোষযুক্ত হাদীসগুলোকে চিহ্নিত করে তা জনসম্মুখে প্রকাশ করার গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই গুরুত্ব অনুধাবন করেই আমি **"যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ"** গ্রন্থখানি অনুবাদে মনোনিবেশ করি।

আমার এই অনুবাদকৃত গ্রন্থটিতে আমি বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ও চমকপ্রদ তথ্য সংযোজন করেছি, যা শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর 'যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে ছিল না। তা হচ্ছে ঃ

এক ঃ গ্রন্থের শুরুতে হাদীস শাস্ত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা, গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হাদীসের পরিচিতি, যঈফ হাদীস 'আমালযোগ্য কিনা, যেসব কথার দ্বারা বর্ণনাকারীদের দুর্বলতা ও দোষ প্রকাশ পায় তার স্তর ইত্যাদি বিষয় সংযোজন করেছি। যা সাধারন পাঠকদের জন্য এ গ্রন্থ অনুধাবনে সহায়ক হবে।

দুই ঃ যেসব দোষের কারণে বর্ণিত হাদীসগুলোকে দুর্বল হিসাবে চিহিত করা হয়েছে তা উল্লেখের জন্য গ্রন্থটিতে অসংখ্য পাদটিকা সংযোজন করেছি। সেখানে সংক্ষিপ্তকারে বর্ণিত হাদীস ও তার সানাদসমূহের দোষ-ত্রুটি এবং শায়খ আলবানীর পাশাপাশি আরো অন্যান্য যেসব মুহাক্কিক ও মুহাদ্দিস হাদীসটিকে দুর্বল বলে মত ব্যক্ত করেছেন তা উপস্থাপন করেছি। যা সাধারন পাঠকদের জন্য গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতায় দৃঢ়তা যোগাবে বলে আমার বিশ্বাস। যে সমস্ত গ্রন্থাবলীর সাহায্যে এবং যে পদ্ধতি অবলম্বনে এ কাজ সম্পন্ন করেছি তা নিম্নরূপ ঃ

(ক) যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহতে হাদীসের হুকুম প্রদানের পর শায়খ আলবানী (রহঃ) তাঁর প্রণীত ও তাহক্বীক্বকৃত যেসব গ্রন্থের তাখরীজ উল্লেখ করেছেন ঐসব গ্রন্থাবলী থেকে বর্ণিত হাদীসের দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি যা আলোচনা করেছেন তা উপস্থাপন করেছি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাঁর তাহক্বীক্বকৃত সিলসিলাহ যঈফাহ্‌, সিলসিলাহ্‌ সহীহাহ্‌, ইরওয়াউল গালীল, তামামুল মিন্নাহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত, গায়াতুল মারাম, তাহজীরুস সাজিদ ইত্যাদি গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়েছি।

(খ) এ গ্রন্থে বর্ণিত যেসব হাদীসের দোষ শায়খ আলবানীর ইঙ্গিতকৃত তাহক্বীক্ব গ্রন্থে উল্লেখ নেই, বা ইঙ্গিতকৃত যেই তাহক্বীক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমার কাছে নেই বা যেগুলোর শেষে আলবানীর কোন তাহক্বীক্ব গ্রন্থের তাখরীজ উল্লেখ নেই সেক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীস ও সানাদের ত্রুটি অণ্বেষনের জন্য আমি সুনানু ইবনে মাজাহ্‌র বিভিন্ন শরাহ ও তাখরীজ গ্রন্থের শরনাপন্ন হয়েছি। তন্মধ্যে শায়খ আবুল

হাসান সিন্দি (রহঃ)-এর 'শারহু সুনানে ইবনে মাজাহ' এবং ফুয়াদ 'আব্দুল বাকীর ব্যাখ্যা সমন্বিত ডঃ মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইনের সুনানু ইবনে মাজাহ্‌র উপর তাখরীজ গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

(গ) যে সমস্ত হাদীস দুর্বল হওয়ার কারণ সুনান ইবনু মাজাহ্‌র বিভিন্ন শরাহ গ্রন্থেও পাইনি, সেক্ষেত্রে সহযোগীতা নিয়েছি বিশ্বের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও মনীষীদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা, প্রবন্ধ ও তাহক্বীক্বকৃত গ্রন্থাবলীর। তন্মধ্যে আল্লামা শাওক্বানী (রহঃ)-এর "নাইলুল আওতার", ইবনুল কাইয়্যিম জাওযীর "যাদুল মা'আদ" ঃ তাহক্বীক শুআইব আরনাউত্ব ও 'আব্দুল ক্বাদীর আরনাউত্ব, "মুসনাদ লি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল" ঃ তাহক্বীক্ব আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (রহঃ), মুহাম্মাদ শামসুল হাক্ব 'আযীমাবাদীর "তা'লীকু মুগনী 'আলা সুনানে দারাকুতনী", সূয়ুতীর "জামেউস সাগীর" ঃ তাখরীজ মাহ্‌দী রামারদাশ, ইবনুল কাইয়্যিমের "আওনুল মা'বুদ" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কিতাবের পাদটিকায় যে গ্রন্থ থেকে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে, তথ্য প্রদান শেষে ঐ গ্রন্থ, গ্রন্থের লিখক বা মুহাক্কিকের নাম উল্লেখ করেছি। যেন বিস্তারিত জানতে আগ্রহী পাঠক উল্লিখিত গ্রন্থে তা দেখে নিতে পারেন।

আমি আমার সীমিত জ্ঞানে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এ গ্রন্থে বর্ণিত প্রতিটি হাদীস দুর্বল হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার কারণ উপস্থাপন করতে। আল্‌হামুদলিল্লাহ উপরোল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বনে অধিকাংশ হাদীসেরই দুর্বল দিক প্রকাশে সক্ষম হয়েছি। আর যেগুলো অবশিষ্ট রয়েছে যেগুলোর দোষনীয় দিকসমূহ পরবর্তীতে সংযোজনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

তবে বলা বাহুল্য যে, পাদটিকায় শায়খ আলবানীর তাহক্বীক্বকৃত গ্রন্থাবলী ছাড়া অন্যান্য যে সকল গ্রন্থ থেকে হাদীস দোষযুক্ত হওয়ার দিকগুলো উপস্থাপন করেছি, তা নিশ্চয় শায়খ আলবানী কর্তৃক দোষী করণের দৃষ্টিকোণের তুলনায় কমই উপস্থাপিত হয়েছে। মুলতঃ তাঁর মত বিজ্ঞ তাহক্বীক্ববিদের গবেষণালব্ধ লিখনী থেকে প্রতিটি বর্ণনার দুর্বলতার কারণ পেশ করা সম্ভব হলে হয়ত আরো অনেক দোষনীয় দিকই স্পষ্ট হয়ে যেত।

তিন ঃ সুনানু ইবনে মাজাহ্‌র বর্ণিত হাদীসটি অর্থগতভাবে হোক বা শব্দগতভাবে, একই সানাদে হোক বা ভিন্ন সানাদে আরো যে সমস্ত হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, সেসব গ্রন্থের নাম এবং তথায় বর্ণিত হাদীসটির ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করেছি। পুস্তকের পাদটিকায় এ ধরনের প্রায় ৫০টি গ্রন্থের তাখরীজ বর্ণনা করেছি। যেমন সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, মুয়াত্তা মালিক, আহমাদ, দারিমী, দারাকুতনী, ইমাম বায়হাক্বী'র- সুনানুল কুবরা, সুনানুস সাগীর ও শু'আবুল ঈমান, ইমাম ত্বাবারানী'র- মু'জামুল কাবীর, আত্তসাত্ব ও সাগীর, সহীহ ইবনু হিব্বান, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ, মুসনাদ আবূ ইয়ালা, কিতাবুল আসার, মুস্তাদরাক হাকিম, ইবনু আসাকির, তারীখে দামিস্ক, তারীখে বাগদাদ, ইমাম বুখারীর- তারীখ ও আদাবুল মুফরাদ, মুসান্নাফ 'আব্দুর রায্‌যাক, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ইবনু 'আদীর আল-কামিল, আবূ নূ'আইমের-হিলয়্যা ও আখবারে আসবাহান, ইবনুল জারুদ-আল মুনতাকা, ইবনুল জাওযীর মাওযু'আত, তাহাভী, ইমাম শাফিঈ'র কিতাবুল উম্ম, মুসনাদে হুমাইদী, রাওইয়ানী'র মুসনাদ, তায়ালিসি, 'আব্‌দ ইবনু হুমাইদ এর আল-মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ, মুসনাদ আবূ 'আওয়ানা, ইবনু হাযামের আল-মুহাল্লা, 'উক্বাইলীর 'আয-যু'আফা, কাযায়ী, মুসনাদে শিহাব, দায়লামী, ইবনুস্‌ সুন্নী, দুলাবীর আল-কুনা সহ বিভিন্ন গ্রন্থাবলী।

Contents

চার ঃ শায়খ আলবানী যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ্‌তে কেবল হাদীসের মাতান উল্লেখ করাকে যথেষ্ট মনে করেছেন। যেহেতু অনূদিত এই গ্রন্থের পাদটিকায় হাদীসের সানাদের দোষ উপস্থাপন করেছি, সে হিসাবে হাদীসের মূল আরবী 'ইবারাতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সানাদ উল্লেখ করেছি এবং পাঠকদের সুবিধার্থে সানাদস্থ দোষী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে দিয়েছি।

পাঁচ ঃ অত্র গ্রন্থে দুটি পরিশিষ্ট সংযোজন করেছি। যার প্রথমাংশে সুনানু ইবনে মাজাহ সম্পর্কে ইমাম আবূ যুর'আহর বক্তব্যকে ঘিরে ডঃ সা'দী আল-হাশিমী (রহঃ)-এর গবেষণাপূর্ণ চমৎকার ও গুরুত্ববহ লিখনী রয়েছে। সেখানে ইমাম আবূ যুর'আহর বক্তব্যের বিশ্লেষণ ও খণ্ডনসহ সুনানু ইবনে মাজাহ্‌র এমন ১২৫জন বর্ণনাকারীর তালিকা পেশ করা হয়েছে, যাদের সূত্রে হাদীস বর্ণনায় ইমাম ইবনু মাজাহ ছয় গ্রন্থকারের মধ্যকার একক হয়ে গেছেন এবং ঐসব বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকেই ইমাম আবূ যুর'আহ দুর্বল, মুনকার, সন্দেহভাজন ও হাদীস জালকারী বলে অভিহিত করেছেন। আর দ্বিতীয়াংশে সংযোজন করেছি শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ নু'মানীর তাহক্বীকসহ তাঁর রচিত (ما تمس اليه الحاجه لمن يطالع سنن ابن ماجه) গ্রন্থ হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ। যেখানে ইবনু মাজাহ্‌র এমন ৩৪ টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোকে ইবনুল জাওযী তার 'মাওযু'আত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং আরো ৭ টি এমন হাদীস যেগুলোকে অন্যান্য মুহাদ্দিস বানোয়াট বলেছেন যা বানোয়াট বলে সন্দেহ করেছেন।

ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে ইবনু মাজাহ্‌র একক বর্ণনাগুলোর সমন্বয়ে রচিত 'মিসবাহুয যুজাজাহ ফী যাওয়ায়িদে ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে উল্লিখিত আল্লামা বুসয়রী (রহঃ)-এর প্রদত্ত তাহক্বীক্বী হুকুম সহ বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিশিষ্টে সংযোজন করা হবে।

মহান আল্লাহর দরবারে হাজারো শুকরিয়া জানাচ্ছি যে, তিনি আমার মত এক নগন্য বান্দাহকে এই মহৎকাজ আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঐসব বিজ্ঞ 'আলিমগণের প্রতি যারা তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমার এই অনুবাদ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পর্যবেক্ষণ ও সম্পাদনায় শামিল হয়েছেন। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই সেসব দ্বীনী ভাইয়ের প্রতি যারা আমাকে এ কাজে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন এবং প্রুফ সংশোধনে সময় দিয়েছেন। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের প্রতিও। কেননা মূল হাদীস অনুবাদের ক্ষেত্রে তাদের প্রকাশনা থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি। আল্লাহ তাদের সকলকেই উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন!

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে **"যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ"** গ্রন্থখানি পুরোটা এক খণ্ডে প্রকাশিত হলো। ইনশাআল্লাহ অচিরেই **"সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ"** তিন খণ্ডে প্রকাশ করা হবে।

সম্মানিত পাঠকদের প্রতি পুস্তক অনুবাদ এবং তথ্য উপস্থাপনে কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানালে তা সাদরে গ্রহণের অঙ্গীকার থাকল।

আল্লাহ আমাদের সকলকে যঈফ হাদীস বর্জন করে সহীহ হাদীস মোতাবেক 'আমাল করার তাওফীক দান করুন। –আমীন

বিনীত

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

Contents

যা জানা জরুরী

বর্ণনাকারীদের গুণ বিচারে গ্রহণযোগ্য হাদীসের প্রকারসমূহ ঃ

বর্ণনাকারীদের গুণ বিচারে গ্রহণযোগ্য হাদীস প্রধানত দু' প্রকার ঃ (১) সহীহ, (২) হাসান। এর প্রত্যেকটির আবার দু'টি প্রকার রয়েছে। অতএব, গ্রহণযোগ্য ও দলিলযোগ্য হাদীস চার প্রকার।

১। **সহীহ লিযাতিহী** ঃ যে হাদীসের সানাদ অবিচ্ছিন্ন হয়, বর্ণনাকারীরা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ আয়ত্বশক্তির অধিকারী হন এবং সানাদটি শা'জ ও মু'আল্লাল না হয় সে হাদীসকে সহীহ বা সহীহ লিযাতিহী। গ্রহণযোগ্য হাদীসগুলোর মধ্যে সহীহ লিযাতিহী'র মর্যাদা সবচেয়ে বেশী।

২। **হাসান লিযাতিহী** ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তিতে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে কিন্তু সহীহ হাদীসের অবশিষ্ট চারটি শর্ত বহাল আছে তাকে হাসান লিযাতিহী হাদীস বলা হয়।

৩। **সহীহ লিগাইরিহী (অন্যের কারণে সহীহ)** ঃ যদি হাসান হাদীসের সানাদ সংখ্যা অধিক হয় তখন এর দ্বারা হাসান রাবীর মাঝে যে ঘাটতি ছিল তা পূরণ হয়ে যায়। এরূপ অধিক সানাদে বর্ণিত হাসান হাদীসকে সহীহ লিগাইরিহী বলা হয়।

৪। **হাসান লিগাইরিহী (অন্যের কারণে হাসান)** ঃ অজ্ঞাত ব্যক্তির হাদীস একাধিক সানাদে বর্ণিত হলে তাকে হাসান লিগাইরিহী বলা হয়। এটি মূলত দুর্বল হাদীস। কিন্তু যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং এর বর্ণনাকারী ফাসিক ও মিথ্যার দোষে দোষী না হয় তখন এটি অন্যান্য সূত্রগুলোর কারণে হাসান এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এর মান হাসান লিযাতিহী'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

যঈফ বা অগ্রহণযোগ্য হাদীসের প্রকারসমূহ

যে হাদীসে হাসান লি গাইরিহী হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ বা দুর্বল হাদীস বলে। ইমাম নাবাবী বলেন, যে হাদীসের (বর্ণনাকারীর মাঝে) সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ হাদীস বলে। এরূপ হাদীস অগ্রহণযোগ্য।

প্রধানতঃ দু'টি কারণে হাদীস প্রত্যাখ্যাত হয়। (১) সানাদ থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যাওয়া, (২) বর্ণনাকারী সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকা। এই অভিযোগ বর্ণনাকারীর দ্বীনদারী সম্পর্কিত হতে পারে আবার আয়ত্বশক্তি সম্পর্কিতও হতে পারে। নিম্নে যে সকল হাদীস অগ্রহণযোগ্য ও ত্রুটিযুক্ত হাদীস শাস্ত্রে সেগুলোর পরিভাষাগত পরিচয় তুলে ধরা হলো ঃ

১। **মু'আল্লাক** ঃ যে হাদীসে সানাদের শুরু থেকে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে তাকে মু'আল্লাক বলা হয়।

২। **মুনকাতি** ঃ হাদীসের সানাদে যে কোন স্থান থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়াকে মুনকাতি বলা হয়।

৩। **মুরসাল** ঃ যে হাদীসের সানাদের শেষ ভাগে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাবিঈর মাঝে ঘাটতি পড়ে গেছে তাকে মুরসাল বলা হয়।

মুরসাল হাদীসকে প্রত্যাখ্যাত শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখ করার কারণ হলো উহ্য বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে না জানা। কেননা, উক্ত উহ্য ব্যক্তি সহাবীও হতে পারেন, তাবিঈও হতে পারেন। দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি দুর্বলও হতে পারেন, আবার নির্ভরযোগ্যও হতে পারেন ইত্যাদি।

তবে যদি উক্ত তাবিঈ সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি কেবল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কারো নিকট থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন না, তাহলে মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসটিকে মুলতবী রাখার পক্ষপাতী। কেননা, তাতে সন্দেহ বহাল থেকে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মালিক (রহঃ) মুরসাল হাদীস সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণের মত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) তা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেছেন, যদি তা অন্য একটি সানাদে বর্ণিত হবার কারণে শক্তি সঞ্চয় করে, চাই সে সানাদ মুত্তাসিল হোক বা মুরসাল; তবে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এর দ্বারা উহ্য ব্যক্তি মৌলিকভাবে নির্ভরযোগ্য হবার সম্ভাবনা জোরদার হবে। হানাফীদের মধ্যে আবূ বাক্‌র রাজী ও মালিকীদের মধ্যে আবুল ওলীদ রাজী বর্ণনা করেছেন ঃ কোন বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য এবং অনির্ভরযোগ্য সব ধরনের ব্যক্তি থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন, তাহলে তার মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না, এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

৪। **মু'দাল** ঃ হাদীসের সানাদ থেকে ধারাবাহিকভাবে দু' বা ততোধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে গেলে তাকে মু'দাল বলে।

৫। **মুদাল্লাস** ঃ সানাদের ত্রুটিকে গোপন করে তার প্রকাশ্যকে সুন্দর করে তুলে ধরা। অর্থাৎ বর্ণনাকারী সানাদে স্বীয় শায়খের নাম গোপন রেখে তার উপরস্থ শায়খের নামে এমনভাবে হাদীস বর্ণনা করা যেন তিনি নিজেই তার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন। অথচ তিনি তার কাছ থেকে শুনেননি। এরূপ হাদীসকে মুদাল্লাস বলা হয়। সানাদে তাদ্‌লীস বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। মুদাল্লাস হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আর মুদাল্লিস ব্যক্তি যদি যঈফ হয় তাহলে তার সবই বাতিল।

৬। **শা'য** ঃ একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা যদি তার চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা সাথে গড়মিল হয় (বিপরীত হয়) তাহলে তাকে শা'য বলা হয়। শা'য হাদীস সহীহ নয়। এটি হাদীস শাস্ত্রের জন্য দোষণীয়।

৭। **মা'রূফ** ঃ যদি দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনায় গড়মিল দেখা যায় তাহলে যার বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দেয়া হয় তাকে মা'রূফ বলে। অন্য কথায় পরস্পর বিরোধী দু'টি যঈফ হাদীসের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত কম যঈফ তাকে মা'রূফ বলা হয়।

৮। **মুনকার** ঃ মা'রূফ হাদীসের বিপরীতে অধিকতর দুর্বল হাদীসকে মুনকার বলা হয়। মুনকার হাদীস ত্রুটিযুক্ত।

৯। **মাতরূক** ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদীতায় সন্দেহভাজন অর্থাৎ দৈনন্দিন ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলার কারণে যার হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হয় তাকে মাতরূক বলে। তবে খাঁটি মনে

তাওবাহ্ করে যদি সে সত্য পথ অবলম্বন করে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে পরবর্তীতে তার হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০। মাওযু বা বানোয়াট ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রসূলের নামে বানোয়াট হাদীস তৈরী করে তবে তার হাদীসকে মাওযু বা বানোয়াট বলা হয়। বানোয়াট হাদীস সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য এবং তা বর্ণনা করা হারাম। হাদীস জালকারী খাঁটি মনে তাওবাহ করলেও তা গ্রহণ করা হবে না।

১১। মুবহাম ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী পরিচয় ভাল করে জানা যায়নি যার দ্বারা তার দোষ-গুণ যাচাই করা যায় তাকে মুবহাম বলা হয়। সহাবী ব্যতিত কারোর মুবহাম হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১২। মুদ্‌রাজ ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী নিজের অথবা অন্য কারোর কথা সংযোজন করে দেয় **তাকে মুদরাজ বলা হয়। মুদরাজ** সানাদের ক্ষেত্রেও হতে পারে আবার মাতানের মধ্যেও হতে পারে। **হাদীসে এরূপ সংযোজন করা হারাম।**

কতিপয় পরিভাষা

১। মুতাওয়াতির ঃ মুতাওয়াতির বলা হয় সেই হাদীসকে যেটিকে এতো অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পক্ষে সাধারনত মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়।

২। খবরু ওয়াহিদ ঃ আভিধানিক অর্থে সেই হাদীসকে বলা হয় যেটিকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে খবরু ওয়াহিদ বলা হয় যার মধ্যে মুতাওয়াতির হাদীসের শর্তাবলী একত্রিত হয়নি। এই খবরু ওয়াহিদ তিন প্রকার ঃ

(ক) মাশহূর ঃ আভিধানিক অর্থে যে হাদীস মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যদিও সেটি মিথ্যা হয় সেটিকেই মাশহূর বলা হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে মাশহূর বলা হয় যেটি তিন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তবে তার (মাশহূর) স্তরটি মুতাওয়াতিরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি।

(খ) 'আযীয ঃ সেই হাদীসকে বলা হয় যার সানাদের প্রতিটি স্তরে দু' জন করে বর্ণনাকারী রয়েছে।

(গ) গরীব ঃ যে হাদীসের সানাদের কোন এক স্তরে মাত্র একজনে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসটিকেই বলা হয় গরীব হাদীস।

৩। মারফূ ঃ নাবী ﷺ-এর কথা বা কাজ বা সমর্থনকে বলা হয় 'মারফূ' হাদীস।

৪। মাওকূফ ঃ সহাবীর কথা বা কর্ম বা সমর্থনকে বলা হয় 'মাওকূফ'।

৫। মাক্বতূ ঃ তাবিঈ বা তার পরের কোন ব্যক্তির কথা বা কাজকে বলা হয় 'মাক্বতূ'।

৭। মুত্তাসিল ঃ যে মারফূ বা মাওকূফ-এর সানাদটিতে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই তাকে 'মুত্তাসিল' বলা হয়।

৮। **মাহ্‌ফূয** ঃ যে হাদীসটি বেশি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন তাকে বলা হয় 'মাহফুয' হাদীস। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

৯। **মাজহূল** ঃ যে বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা গুণাবলী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকে 'মাজহূল' বলা হয়। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১০। **জাহালাত** ঃ যে সানাদের কোন বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না সে সানাদটিকে জাহালাত (অজ্ঞতা) সম্বলিত সানাদ বলা হয়।

১১। **তাবে'** ঃ তাবে' বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা কেবল অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী সহাবী একই ব্যক্তি হবেন।

১২। **শাহিদ** ঃ শাহিদ বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এতে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী (সহাবী) ভিন্ন হবেন একই ব্যক্তি হবেন না।

১৩। **মুতাবা'আত** ঃ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াত'। এটি দুই প্রকার ঃ

(ক) মুতাবা'আতু তাম্মাহ ঃ যদি সানাদের প্রথম অংশের বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য বর্ণনাকারী মিলে যায়, তাহলে তাকে 'মুতাবা'আত তাম্মাহ' বলা হয়।

(খ) মুতাবা'আতু কাসিরাহ ঃ যদি সানাদের মাঝের কোন বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য কোন বর্ণনাকারী মিলে যায় তাহলে তাকে 'মুতাবা'য়াতু কাসিরা' বলা হয় ।

১৪। **মুসাহ্‌হাফ** ঃ আভিধানিক অর্থে তাসহীফ বলা হয় লিখতে এবং পড়তে ভুল করাকে।

পারিভাষিক অর্থে মুসাহ্‌হাফ বলা হয় ঃ শব্দ অথবা অর্থের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের শব্দে পরিবর্তন ঘটানোকে।

তাসহীফ সানাদ ও মাতান উভয়ের মধ্যেই সংঘটিত হয় । সাধারণত শিক্ষক বা শায়খের নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করে গ্রন্থরাজী হতে হাদীস গ্রহণকারী বর্ণনাকারী তাসহীফ-এর পতিত হয়ে থাকেন।

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ)-এর নিকট মুসাহ্‌হাফ বলা হয় নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের সানাদে ব্যক্তির নামের বা হাদীসের ভাষার কোন শব্দের অক্ষরের এক বা একাধিক নুকতাকে শব্দের আকৃতি ঠিক রেখে পরিবর্তন করাকে।

দুর্বলতার কথা উল্লেখ না করে দুর্বল হাদীস বর্ণনা করা জায়িয নয়

অধিকাংশ সংকলক, বিশেষ করে বর্তমান যুগের সংকলকদের মাঝে তাদের মাযহাবী ও নিজস্ব মতপার্থক্যের কারণে এমন অভ্যাস পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, তারা নির্দ্বিধায় নাবী ﷺ-এর দিকে সম্পর্কিত করে দুর্বল হাদীসাবলী বর্ণনা করছেন। অথচ হাদীসগুলো যে দুর্বল, সে ব্যাপারে তারা মোটেই সতর্ক করছেন না। সুন্নাত সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে কিংবা তৎসম্পর্কিত কিতাবাদী অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণে অনুৎসাহী বা অলসতা প্রদর্শনের কারণে তাদের দ্বারা এরূপ আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে। কেউ কেউ তো দুর্বল হাদীসসমূহের মধ্যকার বিশেষত ফাযায়িলে 'আমাল সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাপারে একেবারে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন!

আবূ শাম্মাহ (রহঃ) 'আল বায়ি'স 'আলা ইনকারুল বিদ্'ঈ ওয়াল হাওয়াদিস' গ্রন্থে (৫৪ পৃষ্ঠায়) বলেন ঃ

এরূপ আচরণ হাদীস বিশারদ মুহাক্কিকগণ ও উসূল ও ফিক্বাহবিদ 'আলিমগণের দৃষ্টিতে ভুল ও অন্যায়। বরং উচিত হলো, হাদীসের অবস্থান জানা থাকলে তা জানিয়ে দেয়া। অন্যথায় নাবী ﷺ-এর বাণীতে বর্ণিত শাস্তিতে নিপতিত হতে হবে ঃ (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)

"যে ব্যক্তি আমার সূত্রে এমন হাদীস বর্ণনা করল ধারণা করা হচ্ছে যে, সেটি মিথ্যা। সে ব্যক্তি দু' মিথ্যুকের অন্যতম মিথ্যুক।" (সহীহ মুসলিম)

এই হুকুম তাদের জন্য যারা ফাযীলাত সম্পর্কিত দুর্বল হাদীসাবলীর ব্যাপারে নীরব থাকেন! তাহলে আহকাম ও অনুরূপ বিষয়ক হাদীসের ক্ষেত্রে কেমন হুকুম হতে পারে?

জেনে রাখুন, যিনি এমনটি করবেন, তিনি নিম্নের দুই ব্যক্তির কোন একজন হবেন ঃ

এক ঃ হয়ত তিনি ঐ হাদীসগুলোর দুর্বলতা অবহিত আছেন কিন্তু সেগুলোর দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্ক করছেন না। এরূপ ব্যক্তি মুসলিমদের সঙ্গে প্রতারণাকারী এবং উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত শাস্তির অধিকারী। ইবনু হিব্বান তার 'আয-যু'আফা' গ্রন্থে (১/৭-৮) বলেছেন ঃ

"এই হাদীস প্রমাণ করে, কোন মুহাদ্দিস যখন জেনে বুঝে নাবী ﷺ-এর বাণী বলে এমন হাদীস প্রচার করে, যা নাবী ﷺ-এর সূত্রে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত নয়, তাহলে ঐ মুহাদ্দিস দুই মিথ্যুকের একজন মিথ্যুক গণ্য হবেন। উপরন্তু হাদীসের বাহ্যিকতা আরো কঠোর সংবাদ দিচ্ছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার সূত্রে এমন হাদীস বর্ণনা করল **ধারণা করা হচ্ছে যে,** সেটা মিথ্যা ......। সুতরাং কোন বর্ণনার ব্যাপারে সেটি সহীহ কি সহীহ নয়, এ ধরনের যে কোন সংশয়ই এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থের অন্তর্ভুক্ত।"

[হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, "তাহলে ঐ ব্যক্তির কিরূপ অবস্থা হবে যে এরূপ হাদীস মোতাবেক 'আমাল করে?"]

ইবনু 'আব্দুল হাদী 'আস্সারিমুল মান্কী' গ্রন্থে (১৬৫-১৬৬ পৃষ্ঠায়) বক্তব্যটি নাকল করেছেন এবং একে সমর্থন করেছেন।

দুই ঃ হয়ত তিনি হাদীসটির দুর্বলতা অনবহিত। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিও গুনাহগার, অপরাধী। কারণ তিনি কিছু না জেনে কোন কথাকে নাবী ﷺ-এর দিকে সম্পর্কিত করলেন কেন? নাবী ﷺ তো বলেই দিয়েছেন ঃ (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)

"মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনবে তাই হাদীস হিসাবে বর্ণনা করবে।" [৯]

অতএব এমন ব্যক্তির ভাগ্যে নাবী ﷺ-এর উপর মিথ্যারোপকারীর পাপ বর্তাবে। কেননা নাবী ﷺ ইশারা করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি যা কিছু শুনে তাই হাদীস বলে বর্ণনা করে সে নিঃসন্দেহে নাবী ﷺ-এর উপর মিথ্যারোপকারীর অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে যারা কেবল কোন কিতাব হতে হাদীস পাওয়া মাত্রই যাচাই বাছাই না করে তা বর্ণনা শুরু করে দেয় তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। দু' কারণে এরূপ লোক দু' মিথ্যুকের একজন মিথ্যুক বলে গণ্য হবে। প্রথমতঃ সে নাবী ﷺ-এর উপর মিথ্যারোপ লাগিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সে এই মিথ্যাকে প্রচার করেছে!

ইবনু হিব্বান আরো বলেছেন (১/৯) ঃ "এই হাদীসে মানুষের জন্য ধমকি এসেছে যে, সে যা কিছুই শুনেছে সেটির বিশুদ্ধতা নিশ্চিতরূপে না জানা পর্যন্ত যেন প্রচার না করে।"

ইমাম নাবাবী (রহঃ) স্পষ্ট করে বলেছেন, যে ব্যক্তি হাদীসের দুর্বলতা অবহিত নয়, তার জন্য হালাল হবে না গবেষণা ব্যতিরেকে ঐ হাদীসকে দলীলরূপে গ্রহণ করা। তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, যদি যাচাই বাছাই করার যোগ্যতা থাকে তাহলে তা পরীক্ষা করে দেখা। অথবা যাচাইয়ের জ্ঞান না থাকলে আহলি 'ইল্মের কাউকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়া।[১০] **(মুক্বাদ্দামাহ তামামুল মিন্নাহ)**

হাদীসের সহীহ্ ও যঈফ পার্থক্য করার যোগ্যতা যার নেই তাকে 'আলিম বলা যায় না

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও ইমাম ইসহাক ইবনু রাহাওয়াইহি (রহঃ) বলেন ঃ

(إن العالم إذا لم يعرف الصحيح و السقيم، و الناسخ و المنسوخ من الحديث لا يسمى عالما)

"কোন আলিম যখন হাদীসের সহীহ ও যঈফ, নাসিখ এবং মানসূখ পার্থক্য করতে পারবে না, তাকে 'আলিম বলে অভিহিত করা যাবে না।"

এটি আবূ 'আব্দুল্লাহ হাকিম "মা'রিফাতু উলূমুল হাদীস" গ্রন্থে (৬০ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন ঃ

(ليس يسلم رجل حدث ما سمع، ولا يكون إماما أبدا و هو يحدث بكل ما سمع)

---

[৯] ইমাম মুসলিম এটি তার সহীহ গ্রন্থের মুকাদ্দামায় ক্রমিক নং ৫-এ বর্ণনা করেছেন। এটি বর্ণিত আছে সহীহাহ্ (২০৫)।

[১০] ক্বাওয়ায়িদুত তাহ্দীস।

“এ কথা খুব ভালভাবে জেনে নাও, যদি কোন ব্যক্তি যা শুনে তাই বলে বেড়ায় তবে সে ব্যক্তি মিথ্যা থেকে নিরাপদ নয়। আর যে ব্যক্তি (যাচাই বাছাই ছাড়াই) যা শুনেছে তাই হাদীস বলে প্রচার করে বেড়ায় সে কখনো ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়।”

অতএব হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সহীহ ও যঈফের পার্থক্য নিরূপণ করা ওয়াজিব। কেননা বান্দার উপর যে ‘ইল্‌ম আল্লাহর দলীল হবে তা কেবল কুরআন ও সুন্নাহ। যা হবে সংশয়ের উর্ধ্বে। অতএব খতীব, বক্তা ও মুদার্‌রিসগণের উচিত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর মিথ্যাপোবাদ চাপানোর ন্যায় মহাপাপ হতে নিজেদেরকে রক্ষার্থে হাদীস প্রচার ও শিক্ষাদানের সময় সতর্ক থাকা। **(মুক্বাদ্দামাহ সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)**

দুর্বল হাদীসের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অথবা করেছেন ঃ এরূপ বলা অনুচিত

ইমাম নাবাবী (রহঃ) ‘আল-মাজমু‘আহ শারহুল মুহাজ্জাব’ গ্রন্থে (১/৬৩) বলেন ঃ “হাদীস বিশারদ মুহাক্কিক ‘আলিমগণ ও অন্যান্যরা বলেছেন ঃ কোন হাদীস দুর্বল হলে তাতে এ কথা বলা যাবে না যে ঃ

(قال رسول الله (ص) أو فعل، أو أمــر أو نهــى أو حكــم ...) – রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অথবা করেছেন অথবা নির্দেশ দিয়েছেন, অথবা নিষেধ করেছেন অথবা হুকুম করেছেন ইত্যাদি যা সিগায়ে জাযাম (দৃঢ় অর্থবোধক শব্দ) দ্বারা প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে এ কথাও বলা যাবে না যে, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন অথবা বলেছেন, কিংবা উল্লেখ করেছেন ইত্যাদি যা এর সমার্থবোধক শব্দ। অনুরূপভাবে তাবিঈ এবং তার পরবর্তীদের ক্ষেত্রেও এমন কথা বলা যাবে না, যদি হাদীসটি দুর্বল হয়ে থাকে। এসবের কোনটিতেই সিগায়ে জাযাম ব্যবহার করা যাবে না। বরং এর প্রত্যেকটিতেই এ কথা বলতে হবে ঃ (رُوي عنه، أو نُقل عنه، أو حُكي عنه...، أو يُــذكر،.....)- তার সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সূত্রে নাক্বল করা হয়েছে, তার সূত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে, অথবা উল্লেখ করা হয়েছে ইত্যাদি শব্দ, যা সিগায়ে তাম্‌রীয-এর অর্থ প্রকাশ করে, সিগায়ে জাযাম নয়। মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, সিগায়ে জাযাম গঠিত হয়েছে সহীহ ও হাসান হাদীসের জন্য। আর সিগায়ে তাম্‌রীয গঠিত হয়েছে এ দু’টো ছাড়া অন্যগুলোর জন্য। তাই সিগায়ে জাযামকে সহীহ হাদীস ছাড়া অন্যক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা অনুচিত। কেননা তা বিশুদ্ধতার অর্থ দেয় ......।” **(মুক্বাদ্দামাহ তামামুল মিন্নাহ)**

ইবনু সালাহ বলেছেন ঃ যখন তুমি সানাদবিহীনভাবে দুর্বল হাদীস বর্ণনা করবে, তখন তাতে বলবে না যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এই এই বলেছেন। এছাড়াও অনুরূপ অর্থবোধক আলফাযুল জাযিমাহ। কেননা এরূপ শব্দ প্রমাণ করে যে, নাবী ﷺ সত্যিই তা বলেছেন। তাই দুর্বল হাদীসের ক্ষেত্রে বলবে ঃ

(رُوِيَ عن رسول الله كذا كذا أو بلغنا عنه كذا كذا)

“রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূত্রে এই এই বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূত্র দিয়ে আমাদের নিকট এই এই পৌঁছেছে।” এ ধরনের কথা হাদীসটি সহীহ ও দুর্বল হওয়ার মাঝে সংশয়ের হুকুম দেয়। তাই

যে হাদীসের বিশুদ্ধতা তোমার কাছে স্পষ্ট হবে, সে ক্ষেত্রে তুমি বলবে ঃ (قــال رســول الله ﷺ) "রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।" **(মুক্বাদ্দামাহ সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)**

ফাযায়িলে 'আমালের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস আমল করা জায়িয কিনা?

'আক্বীদাহ ও আহকামের ক্ষেত্রে যেমন হালাল, হারাম, বেচা-কেনা, বিবাহ, ত্বালাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর 'আমাল করা যাবে না। কিন্তু অধিকাংশ আহ্‌লি 'ইল্‌ম ও তাদের ছাত্রদের মাঝে এ কথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, ফাযায়িলে 'আমালের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস 'আমাল করা জায়িয। তাদের ধারণা এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কেনই বা এমনটি হবে না, ইমাম নাবাবী তার কিতাবে এ সম্পর্কে ঐকমত্যের কথা বর্ণনা করেছেন? কিন্তু তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা স্পষ্টই প্রশ্নের সম্মুখীন। কেননা এ বিষয়ে যে মত পার্থক্য আছে তা জানা বিষয়। হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন ঃ "হাদীসের উপর 'আমালের ক্ষেত্রে আহকাম অথবা ফাযায়িলের মধ্যকার কোন পার্থক্য নেই। কেননা এগুলোর প্রত্যেকটিই শারী'আত।" সেজন্যই কতিপয় মুহাক্কিক 'আলিম বলেছেন, দুর্বল হাদীসের উপর কোনক্রমেই আমল করা যাবে না। আহকামের ক্ষেত্রেও নয়, ফাযীলাতের ক্ষেত্রেও নয়। যেমন শায়খ জামালুদ্দীন কাশিমী (রহঃ) তার "কাওয়ায়িদুল হাদীস" (পৃষ্ঠা ১১৩) গ্রন্থের মধ্যে একদল ইমামের মতামত উল্লেখ করেছেন। যাঁরা কোন অবস্থাতেই দুর্বল হাদীসের উপর 'আমাল করাকে বৈধ মনে করেননি। যেমন ইবনু মা'ঈন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবূ বাক্‌র আল-'আরাবী ও আরো অনেকে। তাঁদের দলে ইবনু হায্‌ম এবং আল্লামা শাওকানীও রয়েছেন।

হাফিয ইবনু রাজাব "শারহুত-তিরমিযী" (ক্বাফ ২/১১২) গ্রন্থে বলেন ঃ "ইমাম মুসলিম কর্তৃক তার সহীহ গ্রন্থের মুকাদ্দিমাহতে উল্লেখিত তাষ্যগুলোর বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, যাদের থেকে আহকামের হাদীসগুলো বর্ণনা করা হয়ে থাকে তাদের ন্যায় ব্যক্তিদের নিকট ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে তারগীব (উৎসাহমূলক) এবং তারহীবের (তীতিমূলক) হাদীসগুলোও বর্ণনা করা যাবে না।"

আমি (আলবানী) বলছি, নিঃসন্দেহে এটাই সঠিক এবং তা কয়েকটি কারণে ঃ

প্রথমতঃ বিনা মতভেদে 'আলিমগণের নিকট দুর্বল হাদীস দুর্বল ধারণা বা অনুমানের অর্থ বহন করে। তাই ঐকমত্যে এর উপর 'আমাল জায়িয নয়। অতএব যে ব্যক্তি এর থেকে ফাযায়িলে 'আমাল সম্পর্কিত দুর্বল হাদীসকে পৃথক করবে তাকে অবশ্যই এর দলীল দিতে হবে। হায় আফসোস, কোথায় পাবেন দলীল!

আল্লাহ তা'আলা তো একাধিক আয়াতে অনুমানের উপর তিত্তি করে 'আমাল করাকে অপছন্দ করেছেন সেখানে কিভাবে বলা যায় দুর্বল হাদীসের উপর 'আমাল করা যাবে ঃ

وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

অর্থ ঃ "এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসু নয়।" **(সূরাহ আন-নাজম ২৭-২৮)**

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ

অর্থ ঃ "তারা কেবলমাত্র অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।" **(সূরাহ আন-নাজম ২৩)**

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

اياكُمْ وَ الظن، فَانَ الظن أكْذَبُ الحَدِيْث

অর্থ ঃ "তোমরা অনুমান করা থেকে নিজেদের রক্ষা কর, কারণ অনুমানই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মিথ্যা (হাদীস) কথা।" **(বুখারী ও মুসলিম)**

দ্বিতীয়তঃ আমি তাঁদের বক্তব্যে বুঝেছি ঃ ফাযায়িলে 'আমাল দ্বারা তারা এমন 'আমালকে বুঝাচ্ছেন বা শারী'আত বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং যা দ্বারা শারীঈ দলীল প্রতিষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি হাদীসটি দুর্বলও হবে। যেখানে 'আমালের কোন নির্দিষ্ট সাওয়াবের উল্লেখ থাকবে, যা উক্ত 'আমালকারী লাভ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে । তাদের উপরোক্ত বক্তব্যের এরূপ অর্থই বুঝেছেন কতিপর 'আলিম। যেমন 'আলী আল-ক্বারী (রহঃ)। তিনি "মিরক্বাত" গ্রন্থে ৯২/৩৮০) বলেছেন ঃ

"ফাযায়িলে 'আমালের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস মোতাবেক 'আমাল করা যাবে যদি হাদীসটি বেশি দুর্বল না হয়। যেমন এ ব্যাপারে ইজমা' হওয়ার কথা বলেছেন ইমাম নাবাবী। তাঁর এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে **এমন ফাযায়িল যা কিতাব অথবা সুন্নাহ দ্বারা প্রমানিত ও প্রতিষ্ঠিত**।"

এমনটি হলে তদানুযায়ী 'আমাল করা যাবে যদি দলিলযোগ্য অন্য কোন সহীহ বর্ণনা দ্বারা 'আমালটি শারী'আত সম্মত বলে সাব্যস্ত হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ মতের জমহুর প্রবক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে এরূপ উদ্দেশ্য করেননি। কেননা আমরা দেখেছি, তাঁরা এমন কতগুলো দুর্বল হাদীসের উপর 'আমাল করেছেন বা অন্য কোন প্রমানযোগ্য হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ ইক্বামাতের জবাবে 'আক্বামাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বাক্য বলাকে মুস্তাহাব মনে করা। অথচ এ সম্পর্কে বণিত হাদীসটি দুর্বল। আর এই হাদীস ছাড়া দলিলযোগ্য অন্য কোন হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়নি। এ সত্ত্বেও তারা এটিকে মুস্তাহাব বলেছেন। অথচ মুস্তাহাব হচ্ছে পাঁচটি আহকামের অন্যতম একটি। যা অবশ্যই প্রমাণযোগ্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হতে হয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আমি লোকদেরকে যে দিকে আহবান করছি তা হচ্ছে এই যে, দুর্বল হাদীসের উপর কোন অবস্থাতেই 'আমাল করা যাবে না, চাই ফাযায়িলের ক্ষেত্রে হোক বা মুস্ত াহাবগুলোর ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্যকিছুর ক্ষেত্রে হোক।

জেনে রাখুন! যারা দুর্বল হাদীসের উপর ফাযায়িলের ক্ষেত্রে 'আমাল করা যাবে এরূপ কথা বলেছেন তাদের পক্ষে কুরআন ও হাদীস হতে কোনই দলীল নেই। দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এমন ধরনের একটি দলীলও ভাদের কোন 'আলিমের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র একে অপর হতে কতিপয় উক্তি বা ভাষ্য উল্লেখ করেছেন। বা তর্কের স্থলে গ্রহণযোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও তাদের ভাষ্যের মধ্যেও মতদ্বন্দ্ব লক্ষণীয়, যেমন ইবনুল হুমাম বলেছেন ঃ "দুর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়, জাল হাদীস দ্বারা নয়।"

অতঃপর তিনি মুহাক্কিক জালালুদ্দীন আদ-দাওয়ানী হতে নাক্বল করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ "আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, দুর্বল হাদীস দ্বারা শরী'আতের পাঁচটি আহকাম (তথা ফার্‌য, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরূহ ও হারাম) সাব্যস্ত হয় না।"

লক্ষ্য করুন! ইবনুল হুমাম বলেন দুর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়, অথচ তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, সকলের ঐক্যমতে পাঁচটি আহকামের কোনটিই সাব্যস্ত হয় না। যার মধ্যে মুস্তাহাবও রয়েছে। অতএব তার কথায় দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। তিনি আদ-দাওয়ানী হতে যে বক্তব্য বর্ণনা করেছেন তাই সঠিক। কারণ ধারণা বা অনুমানের দ্বারা কোন 'আমাল করা হতে শারী'আতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যেটি সম্পর্কে আপনারা অবহিত হয়েছেন। যারা দুর্বল হাদীসের উপর ফাযীলাতের ক্ষেত্রে 'আমাল করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন তারা ধারণার বশবর্তী হয়েই তার উপর শর্ত সাপেক্ষে 'আমাল করা যাবে বলে মত প্রদান করেছেন। বা সম্পূর্ণ আল্লাহর নির্দেশনা বিরোধী হয়ে যাচ্ছে।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) 'আল-ক্বায়িদাতুল জালীলাহ ফিত্ তাওয়াস্‌সুল ওয়াল ওয়াসীলাহ' (৮২ পৃষ্ঠা) গ্রন্থে বলেছেন ঃ

"শারী'আতের মধ্যে যঈফ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করা জায়িয হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো সহীহ বা হাসান পর্যায়ভুক্ত এরূপ প্রমাণিত না হবে। তবে ইমাম আহমাদ ও আরো কতিপর 'আলিম ফাযীলাতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসকে বর্ণনা করা জায়িয বলেছেন যদি মূল 'আমালটি শারঈ সহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তা প্রমাণিত হয় এবং উক্ত সাব্যস্ত হওরা 'আমালটির ফাযীলাতে বর্ণিত হাদীসটি মিথ্যা নয় বলে জানা না যায়। আর এরূপ হলে হয়তো সাওয়াবটি সত্য বলা জায়িয হতে পারে।

কোন ইমামই বলেননি যে, যঈফ হাদীস দ্বারা কোন বস্তুকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হিসাবে সাব্যস্ত করা জায়িয, যে ব্যক্তি এরূপ বলবেন তিনি ইজমার বিপরীত কথা বলবেন।"

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) আরো বলেন ঃ "ইমাম আহমাদ এবং তার ন্যায় কোন ইমাম শারী'আতের মধ্যে এ ধরনের হাদীসের উপর নির্ভর করেননি। যে ব্যক্তি ইমাম আহমাদ হতে এরূপ বর্ণনা করেছে যে, তিনি দুর্বল হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন (যেটি সহীহও নয় আবার হাসান পর্যায়ভুক্তও নয়)। তিনি ভুল করেছেন।"

(মুক্বাদ্দামাহ তামামুল মিন্নাহ, সহীহ জামিঈস সগীর, মুক্বাদ্দামাহ সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ ১ম খণ্ড ৫০-৫২, ও অন্যান্য)

হাফিয ইবনু হাজার-এর নিকট দুর্বল হাদীসের উপর 'আমাল করার শর্তাবলী ঃ

হাফিয শাখাবী (রহ) বলেন, আমি আমার শায়খকে বার বার বলতে শুনেছি, দুর্বল হাদীসের উপর তিনটি শর্তে 'আমাল করা যাবে ঃ

১। হাদীসটি যেন বেশী দুর্বল না হয়। অতএব মিথ্যুক, মিথ্যার দোষে দোষী এবং অস্বাভাবিক **ভুলকারীদের একক** বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীসের উপর 'আমাল করা **যাবে না।**

২। যে 'আমালের ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে সেই 'আমালটির মূল সাব্যস্ত হতে হবে। অতএব যে **'আমালে কোন** ভিত্তিই নেই সেই 'আমালের ক্ষেত্রে ফাযীলাত বর্ণিত হয়ে থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে **না।**

৩। কম দুর্বল হাদীসের উপর 'আমাল করার সময় এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, সেটি **শারী'আত** হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ সাব্যস্ত হয়েছে এরূপ বিশ্বাস রাখলে, তা রসূল ﷺ-এর **রেফারেন্সে বলতে** হবে। অর্থাৎ এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, রসূল ﷺ তার উপর 'আমাল করার **জন্য বলেছেন।**

শর্তগুলোর ব্যাখ্যা ঃ

প্রথম শর্তে বলা হয়েছে ঃ ফাযীলাতের ক্ষেত্রে কম দুর্বল হাদীসের উপর 'আমাল করা যাবে। এই **ফাযীলাত অর্জনের** বিষয়টি কোন 'আমাল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হতে পারে আবার কোন 'আমাল ছেড়ে **দেয়ার ক্ষেত্রেও** হতে পারে। তবে দুর্বল হাদীসগুলোর মধ্য হতে কোনটি কম দুর্বল আর কোনটি বেশী **দুর্বল** তা আগে নির্ণয় করতে হবে। অতঃপর যেটি কম দুর্বল সেটির উপর 'আমাল করা যেতে পারে। **কিন্তু** কোনটি সহীহ, কোনটি দুর্বল, কোনটি কম দুর্বল এবং কোনটি বেশী দুর্বল তা পার্থক্য করার **দায়িত্ব** কার? সন্দেহ নেই; নিশ্চয় এ বিষয়ে যারা পণ্ডিত ও বিজ্ঞ তাঁদেরকেই তা করতে হবে দু'টি **কারণে ঃ**

১। **পৃথক** না করলে যঈফকে সহীহ হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে মনে করে তার উপর 'আমাল করলে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর মিথ্যারোপের ন্যায় বিপদেও পড়তে হতে পারে।

২। অনুরূপভাবে কম দুর্বলকে বেশী দুর্বল হতে পৃথক করতে হবে, যাতে কোন ব্যক্তি ফাযীলাতের ক্ষেত্রেও বেশী দুর্বল হাদীসের উপর 'আমাল করে উল্লেখিত একই বিপদে না পড়ে। কিন্তু এরূপ পার্থক্যকারী বিজ্ঞ আলিমদের সংখ্যা অতীব নগণ্য।

দ্বিতীয় শর্তে বলা হয়েছে ঃ যে কর্মটির ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে সে কর্মটির মূল থাকতে হবে। অর্থাৎ তা সহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে। অন্যথায় মূলহীন 'আমালের জন্য ফাযীলাতের ক্ষেত্রে কম দুর্বল হাদীসের উপরও 'আমাল করা যাবে না।

উল্লেখ্য দুর্বল হাদীস দ্বারা 'আলিমদের ঐকমত্যে কোন 'আমালই সাব্যস্ত হয় না। যদিও সেটি মুস্তাহাব হয়। অতএব 'আমালই যদি সাব্যস্ত না হয়ে থাকে, তাহলে 'আমাল এবং ফাযীলাত উভয়টি যে হাদীসের মধ্যে একই সাথে বর্ণিত হয়েছে, সে হাদীস দ্বারা কোন অবস্থাতেই ফাযীলাত সাব্যস্ত হতে পারে না। যদিও হাদীসটি কম দুর্বল হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে মূলটি সহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে না।

তৃতীয় শর্তে বলা হয়েছে ঃ কম দুর্বল হাদীসের উপর 'আমাল করা যাবে, তবে এ বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, তা রসূলুল্লাহ ﷺ হতে সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ হতে পারে তিনি দুর্বল কথাটি বলেননি। ফলে তাঁর উপর 'আমাল করতে গিয়ে মিথ্যারোপ করার মত বিপদে পড়তে হতে পারে।

সম্মানিত পাঠক! যখন নাবী ﷺ-এর হাদীস তেবে কম দুর্বল হাদীসের উপর 'আমাল করা যাবে না, তখন তার উপর কোন স্বার্থে 'আমাল করবেন? এটি কি তেবে দেখার বিষয় নয়? এছাড়া সহীহ হাদীসের মধ্যে বর্ণিত ফাযীলাত সম্পর্কিত হাদীসগুলোর একচর্তুথাংশ হাদীসের উপর কি আমরা 'আমাল করতে সক্ষম হয়েছি? সবিনয়ে এ প্রশ্নটি আপনাদের সমীপে রাখছি।

(আকমাল হুসাইন অনূদিত- যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭-৪৮)

আল্লামা আলবানী বলেন ঃ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা বহু 'আলিমকে আমরা এই শর্তগুলোর ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করতে দেখছি। তারা কোন হাদীস সহীহ না যঈফ তা না জেনেই তার উপর 'আমাল করছেন। আর যখন হাদীসটির দুর্বলতা অবহিত হন তখন দুর্বলতার পরিমান তারা জানতে চান না। সেটি কি কম দুর্বল না বেশি দুর্বল? অতঃপর সেই দুর্বল হাদীস মোতাবেক 'আমালের পক্ষে এমনতাবে প্রচারণা করেন ঠিক যেমনটি করতেন হাদীসটি সহীহ হলে! সেজন্যই মুসলমানদের মাঝে এমন অনেক ইবাদাত বৃদ্ধি পেয়েছে যা মোটেই সহীহ নয়। পক্ষান্তরে মুসলমানরা এমন বহু সহীহ ইবাদাত থেকে সরে গিয়েছে যা প্রমানযোগ্য সানাদসমূহের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। **(মুক্বাদ্দামাহ তামামুল মিন্নাহ)**
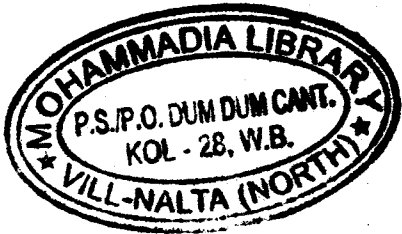
নং	মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দোষণীয় উক্তিগুলোর ছয়টি স্তর	হুকুম	
১	**প্রথমতঃ** যে শব্দ মুবালাগার (বাড়তি অর্থের) প্রমাণ বহন করে; যেমন উমুক ব্যক্তি **মানুষের** মধ্যে সবচাইতে বেশি মিথ্যুক বা সে হচ্ছে মিথ্যাব শেষ সীমায় বা সে মিথ্যার স্ত **ম্ভ** বা সে মিথ্যার খণি অথবা এরূপ অর্থবোধক ভাষ্য।	প্রথম চার স্তরের ভাষ্যগুলো হতে যে কোন একটির দ্বারা দোষণীয় কোন বর্ণনাকারীর হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি শাহিদ হিসাবে বা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেও না।	৫ ও ৬ নং স্তরের যে কোন একটি ভাষ্য যদি কোন বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে বলা হয় তাহলে তার হাদীস পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যেতে পারে।
২	**প্রথমটির** চেয়ে একটু নীচু পর্যায়ের যদিও এ স্তরের শব্দগুলোও মুবালাগার অর্থ বহণ **করে। যেমন** ঃ উমুক ব্যক্তি দাজ্জাল বা সে মিথ্যাবাদী বা অত্যাধিক জালকারী বা হাদীস **জাল করে** বা মিথ্যা বলে।		
৩	**উমুক** ব্যক্তি মিথ্যার বা জাল করার দোষে দোষী বা সে হাদীস চুরি করে কিংবা সে বর্জিত বা **মাতরূক** (পরিত্যাজ্য) বা ধ্বংসপ্রাপ্ত বা হাদীসে বহিঃস্কৃত বা তাকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যার **দোষে** পরিত্যাগ করেছেন বা তাকে মূল্যায়ন করা হয় না বা সে নির্ভরশীল নয় অথবা যেসব ভাষ্য অনুরূপ অর্থ বহণ করে।		
৪	**উমুক** ব্যক্তির হাদীস পরিত্যাগ করা হয়েছে বা সে হাদীসের ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত বা নিতান্তই **দুর্বল** বা একেবারেই দুর্বল বা মুহাদ্দিসগণ তাকে নিক্ষেপ করেছেন বা তার হাদীস লিখার **যোগ্য নয়** বা তার নিকট হতে বর্ণনা করাই হালাল নয় বা সে কিছুই না। তবে শেষোক্ত **ভাষ্য ইবনু** মাঈন ব্যতিত অন্য সকলের নিকট, কারণ তাব নিকট এ ভাষ্য দ্বারা যে ব্যক্তি **কম** হাদীস বর্ণনা করেছে তাকে বুঝানো হয়ে থাকে।		
৫	**উমুক** ব্যক্তির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না বা তাকে তাঁরা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন বা সে **মুযতারিবুল** হাদীস (হাদীস উলটপালটকারী) বা দুর্বল বা তার অস্বীকার যোগ্য হাদীস **রয়েছে** বা তাঁর বহু অস্বীকার যোগ্য হাদীস রয়েছে বা সে মুনকারুল হাদীস (হাদীসে **অস্বীকৃত**)। তবে ইমাম বুখারী কারো সম্পর্কে শেষোক্ত মন্তব্য করলে তার হাদীস বর্ণনা **করাই হালাল নয়**।		
৬	**উমুক ব্যক্তির** ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে বা কিছু সমালোচনা করা হয়েছে বা তাকে **একবার অস্বীকার** করা হয়েছে অন্যবার স্বীকার করা হয়েছে বা সে সেরূপ নয় বা সে **শক্তিশালী নয়** বা সে দৃঢ় নয় বা সে দলীল নয় বা সে ভাল নয় বা সে হাফিয নয় বা তার **মধ্যে বিরূপ মন্তব্য** রয়েছে বা তার মধ্যে অজ্ঞতা রয়েছে বা তার মুখস্থ বিদ্যায় ত্রুটি **রয়েছে** বা **তার** হাদীস প্রায় দুর্বল ভুক্ত বা তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে বা উমুক **ব্যক্তি সম্পর্কে** মুহাদ্দিসগণ কথোপকথন করেছেন বা তার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে বা **তার ব্যাপারে** মুহাদ্দিসগণ চুপ থেকেছেন। তবে ইমাম বুখারী যখন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে **শেষের ভাষ্য দু'টি** বলেন, তখন তিনি তা দ্বারা বুঝিয়ে থাকেন ঐ ব্যক্তিকে যার হাদীসকে **মুহাদ্দিসগণ** মিথ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করেছেন।		

مراتب الجرح

١. الأولى ما دل على المبالغة نحو : فلان أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب، أو هو ركن الكذب، أو معدنه، أو نحو ذلك.

٢. ثم الثانية ما دون ذلك وإن اشتملت على المبالغة نحو : فلان دخال، أو كذاب، أو وضاع وكذا يضع الحديث أو يكذب.

٣. فلان متهم بالكذب أو الوضع أو يسرق الحديث أو ساقط أو متروك أو هالك ذاهب الحديث أو تركوه أو لا يعتبر به أو ليس يثقة أو نحو ذلك.

٤. فلان رد حديثه أو مردود الحديث أو ضعيف جدًا أو واه بمرة أو طرحوه أو لا يكتب حديث أو لا تحل الرواية عنه، أو ليس بشيء عند غير ابن معين. لأنه يريد بـ ليس بشيء، أن أحاديثه قليلة.

٥. فلان لا يحتج به أو ضعفوه أو مضطرب الحديث أم ضعيف أو له ما ينكر أو له مناكير الحديث عند غير البخاري. لأن البخاري إذا قال في الراوي أنه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه.

٦. فلان فيه مقال أدنى مقال أو ينكر مرة ويعرف أخرى أو ليس بذاك أو ليس بالقوي أو ليس بالمتين أو ليس بحجة أو بعمدة أو ليس بالحافظ أو فيه شيء أو فيه جهالة أو شيء الحفظ أو لين الحديث أو فيه لين. أو فلان تكلموافيه أو فلان نظر أو سكتوا عنه عند غير البخاري. لأن فلان فيه نظر أو فلان سكتوا عنه يقةلهما البخاري فيمن تركوا حديثه.

وحكمه

الحكم في أهل هذه المراتب أنه لا يحتج بأحد من أهل الأربع الأول منها ولا يستشهد به ولا يعتبر.

وكل من ذكر في الخامسة والسادسة يعتبر بحديث أن يخرج للاعتبار.

শায়খ আলবানীর তাহক্বীক্ব অনুপাতে যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হাদীসসমূহের অবস্থানগত পরিমান

এই গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসসমূহের ধারাবাহিক ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী দোষযুক্ত হাদীসের ক্রমিক নম্বর তুলে ধরা হলো ঃ

(موضوع) বানোয়াট হাদীস

৪, ৮, ১১, ২৭, ৪১, ৪৭, ৮৮, ১৩৪, ১৭১, ১৮৪, ২২৭, ২৪৩, ২৫৫, ২৬১, ২৬৭, ২৭৯, ২৯০, ৩৪৩, ৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৬, ৪২২, ৪৫৮, ৪৭০, ৪৯৪, ৫১৮, ৫৪৪, ৫৫২, ৫৫৪, ৫৫৮, ৬০৮, ৬৩৩, ৬৫৮, ৬৬১, ৬৬৪, ৬৬৭, ৬৭২, ৭২২, ৮০৭, ৮০৮, ৮১৯, ৮২৩, ৮৬১, ৮৬৬। মোট ৪৪ টি।

(ضعيف جدّا) খুবই দুর্বল হাদীস

২, ১৪, ২০, ৩১, ৩৭, ৩৮, ৪২, ৫৩, ৫৪, ৬১, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৭৫, ৮৫, ৮৭, ৯৫, ১০৯, ১১৩, ১২১, ১২৩, ১২৬, ১৩০, ১৪২, ১৫১, ১৬৫, ২০০, ২১৩, ২১৪, ২২০, ২২৩, ২২৪, ২৪১, ২৪২, ২৫৬, ২৬০, ২৬১, ২৬৬, ২৭১, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০, ২৯৬, ২৯৭, ৩০৩, ৩১২, ৩১৮, ৩২৮, ৩৩২, ৩৪০, ৩৪৯, ৩৫৮, ৩৬২, ৩৬৬, ৪০৯, ৪১৫, ৪৩৩, ৪৩৫, ৪৪২, ৪৫৪, ৪৬৪, ৪৭৫, ৪৭৮, ৪৮৩, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৯০, ৪৯১, ৫১৯, ৫২৭, ৫২৮, ৫৫১, ৫৫৬, ৫৬০, ৫৬৬, ৫৬৮, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৮৩, ৬০৭, ৬১৪, ৬২৫, ৬৩০, ৬৪১, ৬৪৪, ৬৪৯, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৯, ৬৬৯, ৭০০, ৭৩৮, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯৩, ৭৯৭, ৮০৫, ৮১২, ৮২৪, ৮৩০, ৮৩৩, ৮৪০, ৮৪৪, ৮৫০, ৮৬০, ৮৬৭, ৮৭৬। মোট ১১১ টি।

(ضعيف الإسناد جدّا) খুবই দুর্বল সানাদে বর্ণিত হাদীস

২২৬, ৫৯৫, ৬০৯, ৬২১, ৬২৩, ৬২৭। মোট ৬ টি।

(منكر) মুনকার হাদীস

৮২, ৮৩, ৯৪, ১০৪, ১১৬, ১১৭, ১৫৯, ১৭৪, ১৮৭, ১৯২, ১৯৩, ২০২, ২১৯, ২৩০, ২৩৫, ২৪৪, ২৬৪, ২৮১, ২৮৭, ৩০০, ৩০৪, ৩৫৫, ৩৭৩, ৩৯৫, ৪১১, ৪৬৬, ৫৮৮, ৬৬৪, ৬৯৪, ৭১৫, ৭২৪, ৭৫৩, ৮৫৫, ৮৫৮। মোট ৩৪ টি।

(منكر جدّا) খুবই মুনকার হাদীস

২১। মোট ১ টি।

(مرسل) মুরসাল হাদীস

৩৮৬। মোট ১ টি।

(شاذ) শায হাদীস

২০৮, ২১০, ২৫৪, ৩৬৮, ৩৮০, ৩৮৮, ৪০৩, ৫৯৬, ৭২৫, ৭৩১, ৭৩৭। মোট ১১ টি।

(ضعيف) দুর্বল হাদীস

উপরোল্লিখিত ক্রমিক নম্বর এর হাদীসগুলো ছাড়া অবশিষ্ট প্রায় ৬৬৮ টি হাদীস দুর্বল।

Contents

যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ্‌র দোষযুক্ত হাদীসসমূহের অধ্যায় ভিত্তিক সংখ্যা

Contents

সচীপত্র | فهرس

মুক্বাদ্দিমাহ		اَلْــمُقَدِّمَةُ
বিষয়	Page/পৃষ্ঠা	الموضوع
অনুচ্ছেদ-২ ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের মর্যাদা দান এবং এর বিরোধিতাকারীর প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ	1	٢- باب تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ عَارَضَهُ
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ বিদ'আত ও ঝগড়া পরিহার করা	2	٧- باب اجْتِنَابِ الْبِدَعِ وَالْجَدَلِ
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ রায় ও কিয়াস বর্জন করা	5	٨- باب اجْتِنَابِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ঈমান প্রসঙ্গে	6	٩- باب فِي الإِيمَانِ
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ তাক্বদীর প্রসঙ্গে	9	١٠- باب فِي الْقَدَرِ
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণের ফাযীলাত প্রসঙ্গে	11	١١- باب فِي فَضَائِلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযি.)-এর ফাযীলাত	11	فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه
'উমার (রাযি.)-এর ফাযীলাত	11	فَضْلِ عُمَرَ رضى الله عنه
'উসমান (রাযি.)-এর ফাযীলাত	12	فَضْلِ عُثْمَانَ رضى الله عنه
'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযি.)-এর ফাযীলাত	13	فَضْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه
'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযি.)-এর ফাযীলাত	14	فَضْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه
'আব্বাস ইবনু 'আব্দিল মুত্তালিব (রাযি.)-এর ফাযীলাত	14	فَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضى الله عنه
হাসান ও হুসায়ন ইবনু 'আলী ইবনে আবী ত্বালিব (রাযি.)-এর ফাযীলাত	15	فَضْلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَىْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنهم
সালমান, মিক্বদাদ ও আবূ যার (রাযি.)-এর ফাযীলাত	16	فَضْلِ سَلْمَانَ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ
বিলাল (রাযি.)-এর ফাযীলাত	16	فَضَائِلِ بِلاَلٍ
আনসারদের ফাযীলাত	17	فَضْلِ الأَنْصَارِ

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

বিশেষ সংযোজন

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْـــمُقَدِّمَةُ

মুক্বাদ্দিমাহ

٢– باب تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ عَارَضَهُ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের মর্যাদা দান এবং এর বিরোধিতাকারীর প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ

١–١٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَلاَّدِ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، أَنْبَأَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَظُنُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي هُوَ أَهْنَاهُ وَأَهْدَاهُ وَأَتْقَاهُ .

ضعيف : منقطع ، ويغني عنه الحديث المذكور في الصحيح ٢٠.

১-১৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যখন তোমাদের কাছে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করব, তখন তোমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদমর্যাদা, ধার্মিকতা ও আল্লাহ-ভীতির প্রতি খেয়াল রাখবে।[১]

দুর্বল ঃ মুনকাতি, সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে (২০) এর উপর প্রাধান্যযোগ্য হাদীস রয়েছে।

٢–٢١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، حَدَّثَنَا الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " لاَ أَعْرِفَنَّ مَا يُحَدَّثُ أَحَدُكُمْ عَنِّي الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ اقْرَأْ قُرْآنًا . مَا قِيلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ فَأَنَا قُلْتُهُ " .

ضعيف جدا : سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة ٤٨٠١.

---

[১] আহমাদ (২৬৩৭, ৩৯০), **দারিমী (৫৯১)**। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই মাতান বর্ণনায় **গ্রন্থকার** একক হয়ে গেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির বলেছেন, এর সানাদটি ইনকিতা (বিচ্ছিন্ন) হওয়ায় দুর্বল। সানাদে 'আওন ইবনু **'আবদুল্লাহ** হাদীসটি তার পিতা থেকে শুনেননি। তার পিতা সূত্রে তার হাদীসটি মুরসাল। সানাদে ইবনু 'আজলান হচ্ছে **মুহাম্মাদ**। **– তাহক্বীক্ব ঃ** আহমাদ মুহাম্মাদ **শাকির (রহঃ)**

Contents

২-২১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি এমন লোকদের পরিচয় তুলে ধরছি, যার নিকট তোমাদের কেউ আমার হাদীস বর্ণনা করবে, আর তখন সে তার আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় বলবে ঃ কুরআন পাঠ কর। কোন উত্তম কথা বলা হলে তখন (মনে করবে যে) আমি নিজেই তা বলেছি।[২]

খুবই দুর্বল ঃ সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ্ ওয়াল মাওযু'আহ (১০৮৪)।

٧- باب اجْتِنَابِ الْبِدَعِ وَالْجَدَلِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ বিদ'আত ও ঝগড়া পরিহার করা

٣-٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ الْمَدَنِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ **أَبِي إِسْحَاقَ**، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ الْكَلاَمُ وَالْهَدْىُ فَأَحْسَنُ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ أَلاَ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ شَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ أَلاَ لاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ أَلاَ إِنَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ وَإِنَّمَا الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ أَلاَ إِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ أَلاَ إِنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ أَلاَ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ لاَ يَصْلُحُ بِالْجِدِّ وَلاَ بِالْهَزْلِ وَلاَ يَعِدِ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لاَ يَفِي لَهُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ صَدَقَ وَبَرَّ . وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ كَذَبَ وَفَجَرَ . أَلاَ وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا " .

ضعيف : ظلال الجنة ٢٥

৩-৪৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বস্তুত এ দু'টি জিনিস অত্যন্ত গুরুত্বহ ঃ কালাম এবং হিদায়াত। অতঃপর সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিদায়াত। হুঁশিয়ার! তোমরা (দীনের মধ্যে) নবাবিস্কৃত বিষয় হতে বিরত থাকবে। কেননা দীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত বিষয় হচ্ছে নিকৃষ্ট কাজ। প্রত্যেক নবাবিস্কৃত বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রতিটি বিদ'আতই গুমরাহী। সাবধান! (শয়তান) যেন তোমাদের

---

[২] আহমাদ (৮৫৮৩, ৯৮৯৯)। হাদীসের সানাদে মাক্ববুরী হলো 'আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনু আবু সাঈদ মাক্ববুরী। ইমাম বুখারী (রাঃ) বলেছেন, মুহাদ্দীসগণ তাকে বর্জন করেছেন। অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম যাহাবী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে মাতরূক। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বলেছেন, আমি তার মাজলিসে বসে জানতে পারলাম তার মাঝে মিথ্যাবাদীতা রয়েছে। – **যঈফাহ্**

(অন্তরে) দীর্ঘায়ুর ধারণা সৃষ্টি করতে না পারে, তাহলে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে যাবে। হুঁশিয়ার! নিশ্চয়ই যা কিছু আসার, তা অভ্যন্ত নিকটে; আর যা দূরবর্তী, তা আসার নয়। জেনে রাখো! সে অবশ্যই দুর্ভাগা, যে মায়ের গর্ভ থেকেই হতভাগ্য হয়ে জন্মলাভ করে এবং সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে অন্যের মাধ্যমে উপদেশ নেয়। জেনে রাখ! মু'মিনের সাথে লড়াই করা কুফরী এবং তাকে গালি দেয়া ফাসিকী। কোন মুসলিমের জন্য তার ভাইকে তিন দিনের বেশি পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। সাবধান! তোমরা মিথ্যা হতে দূরে থাকবে। কেননা মিথ্যা দিয়ে সফলতা অর্জন ও অনর্থক কথা হতে বিরত থাকা যায় না। কারোর জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, সে তার শিশু সন্তানের সাথে ওয়াদা করে তা পূরণ করবে না। কারণ মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। পক্ষান্তরে সততা নেককাজে নিয়ে যায় আর নেককাজ মানুষকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। মূলত সত্যবাদী সম্পর্কে বলা হয় ঃ সে সত্য বলেছে এবং নেককাজ করেছে। আর মিথ্যাবাদী সম্পর্কে বলা হয় ঃ সে মিথ্যা বলেছে এবং পাপাচারে জড়িয়েছে। জেনে রাখ! বান্দাহ যখন মিথ্যা বলে, তখন আল্লাহর নিকট তার নাম মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়।[৩]

দুর্বল ঃ যিলালুল জান্নাহ (২৫)।

٤-٤٩. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو هَاشِمِ بْنُ أَبِي خِدَاشٍ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا **مُحَمَّدُ بْنُ مِحْصَنٍ**، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلاَ صَلاَةً وَلاَ صَدَقَةً وَلاَ حَجًّا وَلاَ عُمْرَةً وَلاَ جِهَادًا وَلاَ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ " .

موضوع : الضعيفة ١٤٩٣

৪-৪৯। হুযাইফাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ কোন বিদ'আতীর সওম, সলাত, সদাকাহ, হাজ্জ, উমরাহ, জিহাদ, ফিদইয়াত, ন্যায়পরায়ণতা– এসবের কিছুই কবূল করবেন না। সে ইসলাম হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন আটা হতে পশম বেরিয়ে যায়।[৪]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (১৪৯৩)।

---

[৩] বুখারী (৬০৯৪), মুসলিম (২৬০৬,২৬০৭), তিরমিযী (১৯১৭), আবূ দাউদ (৪৯৮৯),আহমাদ (৩৬৩১,৩৭১৯,৩৮৩৫,৪০৮৪,৪০৯৭,২৭৮৪০,৪১৭৬), দারিমী (২৭১৫)। হাদীসের সানাদে আবূ ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছে।

[৪] সানাদে অবস্থিত মুহাম্মাদ ইবনু মিহসানকে মিথ্যাবাদী । যেমনটি বলেছেন ইবনু মাঈন ও আবূ হাতিম। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, মুহাদ্দিসগণ তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। আল্লামা বুসয়রী একটু শিথিলতা প্রদর্শন করে 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদটি দুর্বল। এতে মুহাম্মাদ ইবনু মিহসান রয়েছেন। মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্যে সে দূর্বল। – **যঈফাহ্**

Contents

٥-٥٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنَا **بِشْرُ بْنُ مَنْصُورِ الْخَيَّاطُ**، عَنْ٦٩٣ **أَبِي زَيْد**، عَنْ أَبِي **الْمُغِيرَة**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَبَى اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ " .

ضعيف : الضعيفة ١٤٩٢، ظلال الجنة ٣٩ .

৫-৫০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বিদ'আত বর্জন না করা পর্যন্ত আল্লাহ কোন বিদ'আতী লোকের সৎ 'আমাল কবূল করবেন না।[৫]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৪৯২), যিলালুল জান্নাহ (৩৯)।

٦-٥١. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ **سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلاَهَا ".

سنده ضعيف : وفي متنه قلب, بينه حريث أبي أمامة عند أبي داود، وبيانه في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢٧٣، الروض النضير ٨٥٨، الضعيفة ١٠٥٦.

৬-৫১। আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যাকে বাতিল জেনে বর্জন করল তার জন্য জান্নাতের কিনারায় একটি প্রাসাদ তৈরি করা হবে। আর যে ব্যক্তি সত্যবাদী হয়েও ঝগড়া বর্জন করল, তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে প্রাসাদ তৈরি করা হবে আর যে ব্যক্তি চরিত্রকে সুন্দর করল, তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে প্রাসাদ তৈরি করা হবে।[৬]

এর সানাদ দুর্বল ঃ আর এর মাতানে উলটপালট আছে। বা আবূ দাউদে আবূ উমামাহ (রাঃ)-এর হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ (২৭৩), রাওযুন নাযীর (৮৫৮), যঈফাহ্ (১০৫৬)।

٨- باب اجْتِنَابِ الرَّأْىِ وَالْقِيَاسِ

---

[৫] ইবনু আবী 'আসিম 'সুন্নাহ' (ক্বাফ৪/২), এবং দায়লামী (১/১/৮০)। এর সানাদে ধারাবাহিকতাবে কতগুলো অপরিচিত লোকের সমাবেশ ঘটেছে। ইমাম আবূ যুর'আহ বলেছেন, আমি সানাদের আবু যায়দ, তার শায়খ এবং বিশরকে চিনতে পারিনি। ইমাম যাহাবীও একই ধরনের মন্তব্য পেশ করেছেন। – **যঈফাহ্**

আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এই হাদীসের সানাদের প্রত্যেক ব্যক্তি মাজহুল। – **আয-যাওয়ায়িদ**

[৬] তিরমিযী (১৯৯৩)। সানাদের সালামাহ ইবনু অরদান লাইসী জমহুর ইমামগণের নিকট সে দুর্বল। আর সেজন্যই হাফিয (রহ) তার দুর্বল হওয়ার বিষয়টি দৃঢ় করেছেন 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে। ইমাম যাহাবী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে তার উল্লেখ করে বলেছেন, ইমাম দ্বারাকুতনী ও অন্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম হাকিম বলেছেন, আনাস সূত্রে তার বর্ণিত হাদীসের অধিকাংশই মুনকার। –**যঈফাহ্**

Contents

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ রায় ও কিয়াস বর্জন করা

٧-٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ **ابْنِ أَنْعُمٍ، - هُوَ الإِفْرِيقِيُّ** - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ " .

ضعيف : مشكاة المصابيح ٢٣٩، ضعيف أبي داود ٤٩٦ .

৭-৫৪। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ‘ইল্‌ম তিন প্রকার, আর যা এর বাইরে, তা অতিরিক্ত। কুরআনের মুহকাম আয়াত, কিংবা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ অথবা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ তার উত্তরাধিকারদের মাঝে ইনসাফ ভিত্তিক বণ্টন।[৭]

দুর্বল ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ (২৩৯), যঈফ আবী দাউদ (৪৯৬)।

٨-٥٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، سَجَّادَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ**، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ " لاَ تَقْضِيَنَّ وَلاَ تَفْصِلَنَّ إِلاَّ بِمَا تَعْلَمُ فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ فَقِفْ حَتَّى تُبَيِّنَهُ أَوْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فِيهِ " .

موضوع : الضعيفة ٢\٢٧٥-٢٧٦ .

৮-৫৫। মু‘আয ইবনু জাবাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (গভর্নর হিসাবে) ইয়ামানে প্রেরণের সময় বললেন ঃ তুমি তোমার অনবহিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত যা ব্যাখ্যা দিবে না। আর তোমার উপর কোন বিষয় কঠিন মনে হলে তুমি বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অথবা তুমি এ বিষয় আমাকে লিখিতভাবে অবহিত করবে।[৮]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (২/২৭৫-২৭৬)।

٩-٥٦. حَدَّثَنَا **سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ**، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلاً حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ الْمُوَلَّدُونَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الأُمَمِ فَقَالُوا بِالرَّأْىِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا " .

ضعيف : الضعيفة ٤٣٣٦.

---

[৭] সানাদে ইবনু আন‘উম ইফরীক্বী হাদীসবিশারদগণের নিকট দুর্বল। তাকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল কাত্তান ও অন্যরা দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, আমি ইফরীক্বীর হাদীস লিখি না। **–ইরওয়াউল গালীল**

[৮] হাফিয ‘আত-তাক্বরীব’ গ্রন্থে বলেন ঃ “সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ মাসলুব সম্পর্কে আহমাদ ইবনু সালিহ বলেছেন, সে চার হাজার মিথ্যা হাদীস রচনা করেছে। ইমাম আহমাদ বলেন, মানসূর তাকে যিনদীক্ব (বেদীন) হওয়ার কারনে হত্যা করে সুলে দেন।” আহমাদ, হাকিম, বুসয়রী ও ইবনু হিব্বান তাকে হাদীস জালকারী বলেছেন। **– যঈফাহ**

৯-৫৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনু 'আস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ বনু ইসরাঈলের সকল কাজকর্ম ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক ছিল, যতক্ষণ না তাদের মাঝে দাসীর গর্ভে সন্তান হয়। অতঃপর মনগড়া ফাতাওয়াহ দিয়ে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করে।[৯]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৩৩৬)।

٩- باب في الإيمان

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ঈমান প্রসঙ্গে

١٠-٦٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نِزَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " صِنْفَانِ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ لَيْسَ لَهُمَا فِي الإِسْلاَمِ نَصِيبٌ الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ "

ضعيف : المشكاة ١٠٥ ,ظلال الجنة ٣٣٤ و ٣٣٥ .

১০-৬৩। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এই উম্মাতের দু'টি সম্প্রদায়ের জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই। তারা হচ্ছে ঃ মুরজিয়াহ এবং কাদ্‌রিয়াহ।[১০]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১০৫), যিলালুল জান্নাহ (৩৩৪, ৩৩৫)।

---

[৯] তাবারানী এবং বায্‌যার (ফায়যুল কাদীর ৭৩৬২)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে এর সানাদকে দুর্বল বলেছেন । ড. মুস্তফা মুহাম্মদ হুসাইন বলেন, এর সানাদে সুওয়ায়িদ ইবনু সাঈদকে ইমাম যাহাবী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

এই অনুচ্ছেদে এই হাদীসের পরই সুনানু ইবনে মাজাহ'র কতিপয় নুসখাহ-তে অতিরিক্তভাবে বিশুদ্ধ সানাদে সুফয়ান ইবনু 'উআইনাহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ

(لم يزل أمر الناس معتدلا حتى نشأ فلان بالكوفة ، و ربيعة الرأي بالمدينة ، و عثمان البتي بالبصرة ، فوجدناهم من أبناء سبايا الأمم)

মানুষের কাজ-কর্ম ততদিন পর্যন্ত সঠিক ছিল যতদিন না তাদের মাঝে কুফা থেকে জনৈক ব্যক্তি এবং মাদীনাহ থেকে রায়পন্থী রবী'আহ ও বাসরাহ থেকে 'উসমান আল-বাত্তী'র আবির্ভাব ঘটেছে। আর আমরা তাদেরকে দাসীর গর্ভের সন্তানরূপেই পেয়েছি।

এটি প্রমাণিত আছে আল্লামা বুসয়রীর নুসখাহ "মিসবাহুয যুজাজ ফী যাওয়ায়িদে ইবনে মাজাহ" (১/১১ লেবানন ছাপা) হাফিয মিয্‌যী (রহঃ)ও হাদীসটিকে ইবনে মাজাহ'র দিকে সম্পৃক্ত করেছেন "তুহফাতুল আশরাফ' গ্রন্থে (১৩/২২৩)। আর সম্ভবত সেজন্যই এ যুগে প্রকাশিত সুনানু ইবনে মাজাহ'র পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীসটিকে গোপন বা বিলুপ্ত করেছেন আবূ হানিফার কতিপয় পক্ষপাতিত্বকারী। কেননা হাদীসে বর্ণিত (فلان) তথা "কুফার জনৈক ব্যক্তি" দ্বারা তিনিই উদ্দেশ্য। যেমন তা স্পষ্ট হয়েছে ইবনু আব্‌দিল বার্ ও অন্যদের বর্ণনাতে, যা "সিলসিলাহ যঈফাহ্" গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। **–আলবানী**

[১০] তিরমিযী। প্রমাণযোগ্য হাদীসে এসেছে ঃ (... لا يردان عليَّ الحوض ، ولا يدخلان الجنة ...) অর্থাৎ এ দু'দলের লোকেরা নাবী (সাঃ) এর সঙ্গে হাওযে কাওসারে মিলিত হবে না এবং জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না। –সহীহাহ (২৭৪৮)।

١١-٦٦. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا **عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ صَالِحٍ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ**، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالأَرْكَانِ " . قَالَ أَبُو الصَّلْتِ لَوْ قُرِئَ هَذَا الإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَرَأَ .

موضوع : الضعيفة ٢٢٧١

১১-৬৬। 'আলী ইবনু আবী তালিব ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঈমান হচ্ছে অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও দীনী বিধানসমূহ কার্যে পরিণত করণের নাম। আবূ সাল্‌ত বলেন ঃ এ সানাদ যদি কোন পাগলের উপর পড়া হয়, তবে সে সুস্থ হয়ে যাবে।[১১]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (২২৭০)।

١٢-٧١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الإِخْلاَصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَعِبَادَتِهِ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ مَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ " . قَالَ أَنَسٌ وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَبَلَّغُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ هَرْجِ الأَحَادِيثِ وَاخْتِلاَفِ الأَهْوَاءِ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ يَقُولُ اللَّهُ ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ قَالَ **خَلَعُوا الأَوْثَانَ وَعِبَادَتَهَا** ﴿**وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ**﴾ وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾

ضعيف : التعليق الرغيب ١\٢٣.

১২-৭১। আনাস ইবনু মালিক ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর বন্দেগীতে কাউকে অংশীস্থাপন না করে, সলাত আদায় ও যাকাত প্রদান করে দুনিয়া ত্যাগ করল, সে তো এরূপ অবস্থায় মারা গেল যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট।

---

[১১] উকাইলী 'আয-যুআফা'' (৪০৬), দুলাবী 'কুনা' (২/১১), ইবনু জারীর আত-তাবারী 'আত-তাহযীব' (২/১৯৬/১৫২০), আজরী 'শারীআহ' (১৩০-১৩১ পৃষ্ঠা), বায়হাকী 'শুআব' (১/১২), আবু নু'আইম 'আখবারে আসবাহান' (১/১৩৮), খাতীব (১০/৩৪৩-৩৪৪), তার সূত্রে ইবনুল জাওযী মাওযূ'আত (১/১২৮), ইবনু আব্দুল হাদী 'জুযউ আহাদীস ওয়া হিকাইয়াত' (৩২৯/২)। হাদীসের সানাদে আবূ সাল্‌ত হারাবী রয়েছে। আল্লামা উকাইলী বলেছেন, সানাদের মূসা ইবনু জা'ফার এর হাদীস অসংরক্ষিত যা আবূ সাল্‌ত বহন করেছে। তার নাম হলো 'আব্দুস সালাম ইবনু সালীহ। ইমাম যাহাবী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে বলেছেন, কতিপয় ইমাম তাঁকে মিথ্যাবাদীতায় সন্দেহভাজন বলেছেন। আবু যুর'আহ বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু আদী বলেছেন, সে সন্দেহভাজন। অন্যান্যরা বলেছেন, সে রাফিজী। **–যঈফাহ্**

আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্যে আবু সাল্‌ত দুর্বল হওয়ায় এই হাদীসের সানাদ দুর্বল। আল্লামা সুয়ূতী এবং মানাবীও তাকে দুর্বল বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

আনাস ﷺ বলেন ঃ এটা তো আল্লাহর দীন, যা নিয়ে রসূলগণ আগমন করেছেন এবং তাঁরাও স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিজেদের মনগড়া কোন কিছু সংমিশ্রণ ব্যতিরেকেই তা প্রচার করেছেন।

যার সত্যতা কুরআনের শেষ দিকে অবতীর্ণ আয়াতে রয়েছে, আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾

"যদি তারা তাওবাহ করে, বর্ণনাকারী বলেন ঃ মূর্তি পূজা পরিহার করে, সলাত আদায় করে এবং যাকাত দেয়।" (সূরা তাওবাহ ৯ ঃ ৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾

"যদি তারা তাওবাহ করে, সলাত আদায় করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই।" (সূরা তাওবাহ ৯ ঃ ১১)[১২]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/২৩)।

١٣-٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيُّ**، حَدَّثَنَا **نِزَارُ بْنُ حَيَّانَ**، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الإِسْلَامِ نَصِيبٌ أَهْلُ الإِرْجَاءِ وَأَهْلُ الْقَدَرِ " .

ضعيف : المشكاة ١٠٥، ظلال الجنة ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٩٤٨ .

১৩-৭৪। ইবনু 'আব্বাস ও জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের দু'টি সম্প্রদায়ের জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই। একটি হল, মুরজিয়া সম্প্রদায় আর অপরটি কাদ্‌রিয়াহ সম্প্রদায়।[১৩]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১০৫), যিলালুল জান্নাহ (৩৩৪, ৩৩৫, ৯৪৮)।

١٤-ز : ٤. حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ، سَعِيدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا **إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ** - عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ.

ضعيف جدا : لكن الاثار بذلك مستفيضة عن السلف، وقد روي مرفوعا، ولا يصح : الضعيفة ١١٢٣.

---

১২ বায়হাকী (৮/১৭৭), হাকিম (১/২৮৭)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে এর সানাদকে দুর্বল বলেছেন। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

১৩ ইবনে মাজাহ এই বর্ণনায় একক হয়ে গেছেন। সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ লাইসী অজ্ঞাত এবং নিযার ইবনু হাইয়ান দুর্বল। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

১৪–ব ঃ ৪। আবূ হুরাইরাহ ও ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ ঈমান বাড়ে এবং কমেও।[১৪]

খুবই দুর্বল ঃ কিন্তু সালাফগণ সূত্রে আসারটি ঐভাবে মুত্তাফিয আছে। বর্ণনাটি মারফু সূত্রেও বর্ণিভ হয়েছে, সেটি সহীহ নয় ঃ যঈফাহ্ (১১২৩)।

١٥–ز : ٥. حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ، حَدَّثَنَا **إِسْمَاعِيلُ**، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَارِثِ، – **أَظُنُّهُ** – عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ الإِيمَانُ يَزْدَادُ وَيَنْقُصُ .

ضعيف .

১৫–য ঃ ৫। আবূ দারদা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাসও পায়।
দুর্বল।

١٠– باب فِي الْقَدَرِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ তাক্বদীর প্রসঙ্গে

١٦–٨٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا شَيْئًا مِنَ الْقَدَرِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ " .

ضعيف : المشكاة ١١٤ .

১৬–৮৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ মুলাইকাহ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি 'আয়িশাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে তাক্বদীর সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলেন। তখন তিনি ['আয়িশাহ ﷺ] বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তাক্বদীর সম্পর্কে আলোচনা করবে, ক্বিয়ামাতের দিন তাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাক্বদীর সম্পর্কে আলোচনা বর্জন করবেন, তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না।[১৫]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১১৪)।

١٧–٨٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الْجَرَّارُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ أَبِي الْمُسَاوِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ الْكُوفَةَ أَتَيْنَاهُ فِي نَفَرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ . فَقُلْنَا

---

[১৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে হাদীসের এই সানাদকে দুর্বল বলেছেন। -**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে হাদীসের এই সানাদকে দুর্বল বলেছেন । -**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

لَهُ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " يَا عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَسْلِمْ تَسْلَمْ " . قُلْتُ وَمَا الإِسْلاَمُ فَقَالَ " تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَتُؤْمِنُ بِالأَقْدَارِ كُلِّهَا خَيْرِهَا وَشَرِّهَا حُلْوِهَا وَمُرِّهَا " .

ضعيف : ظلال الجنة ١٣٥ .

১৭-৮৬। শা'বী (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আদী ইবনু হাতিম ﷺ কূফায় আগমন করলে আমরা কূফার একদল ফকীহের সঙ্গে তাঁর নিকট এসে তাকে বলি ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে থেকে আপনি যা শুনেছেন, তা আমাদেরকে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ একদা আমি নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হই, তিনি বললেন ঃ হে 'আদী ইবনু হাতিম! ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তিতে থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইসলাম কী? তিনি বললেন ঃ তুমি এরূপ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। আর তাক্বদীরের তাল-মন্দ, স্বাদ-বিস্বাদ সব কিছুতে ঈমান আনবে।[১৬]

খুবই দুর্বল ঃ যিলালুল জান্নাহ (১৩৫)।

١٨-٨٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ**، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لاَ يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ وَلاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ لِلْخَطِيئَةِ يَعْمَلُهَا " .

ضعيف : الصحيحة ١٥٤.

১৮-৮৯। সাওবান ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সৎ 'আমাল ছাড়া অন্য কিছুতেই আয়ু বৃদ্ধি পায় না এবং দু'আ ছাড়া তাক্বদীর পরিবর্তন হয় না। (ভুল কাজ তথা গুনাহের কারণেই মানুষকে তার জীবিকা হতে বঞ্চিত করা হয়।)[১৭]

দুর্বল ঃ সহীহাহ (১৫৪)।

---

[১৬] আহমাদ (১৭৭৯৬, ১৮৮৮)। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এই হাদীসের সানাদ দুর্বল। -আয-যাওয়ায়িদ

[১৭] আহমাদ (৫/২৭৭, ২৮০, ২৮২), ইবনু আবী শায়বাহ 'মুসান্নাফ' (১২/১৫৭/২), মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ ফিরয়াবী 'মা আসনাদা সুফয়ান (১/৪৩/১), তাহাভী 'মুশকিল' (৪/১৬৯), তাবারানী 'কাবীর' (১/১৪৭/২), আবু মুহাম্মাদ আদল আল মাযলাদী 'যাওয়ায়িদ' (২/২২৩/২-২৪৬/২), রাওইয়ানী 'মুসনাদ' (২৫/১৩৩/১), হাকিম (১/৪৯৩), আবূ নু'আইম 'আখবারে আসবাহান' (২/৬০), বাগাভী 'শরহে সুন্নাহ' (৪/৮১/২), ক্বাযায়ী (৭১/১), আব্দুল গণী মাকদেসী 'আদ দু'আ' (১৪২-১৪৩)। হাদীসের সানাদের ইবনু আবীল জা'দ-এর নাম কতিপয় সূত্রে উল্লেখ নেই। কেউ বলেছেন, তার নাম সালিম ইবনু আবীল জা'দ। আর কেউ বলেছেন, 'আব্দুলাহ ইবনু আবীল জা'দ। যদি সে প্রথম জন হয়, তাহলে বর্ণনাটি মুনকাতি, কেননা সালিম, সাওবান হতে শুনেনি। আর যদি দ্বিতীয় জন হয়, তাহলে সে অজ্ঞাত। যেমনটি ইবনু কাত্তান বলেছেন। যদিও ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী 'আল মীযান' গ্রন্থে সেদিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আব্দুলাহকে যদিও সিকাহ বলা হয়েছে কিন্তু তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। **–সহীহাহ্**

Contents

١١- باب فِي فَضَائِلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণের ফাযীলাত প্রসঙ্গে

فَضْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ

আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযি.)-এর ফাযীলাত

١٩-٩٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ " هَكَذَا نُبْعَثُ".

ضعيف : المشكاة ٦٠٥٤, الصحيحة ٨٢٤, تخريج الاحاديث المختارة ٥١٩-٥٢٠.

১৯-৯৮। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র ও 'উমার ﷺ-এর মাঝ থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আমরা এভাবেই (ক্বিয়ামাতের দিন) উত্থিত হবো।[১৮]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৬০৫৪), সহীহাহ (৮২৪), তাখরীজুল আহাদীসিল মুখতারাহ (৫১৯, ৫২০)।

فَضْلُ عُمَرَ ﷺ

'উমার (রাযি.)-এর ফাযীলাত

٢٠-١٠٢. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ الْحَوْشَبِيُّ**، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلاَمِ عُمَرَ .

ضعيف جدا.

২০-১০২। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'উমার যখন ﷺ ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন জিব্‌রীল ('আ.) অবতরণ করে বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ ﷺ! আকাশের বাসিন্দারা 'উমার ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণ করাতে আনন্দিত।[১৯]

খুবই দুর্বল।

---

[১৮] তিরমিযী (৩৬৬৯)।

[১৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু খিরাশ সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। অবশ্য কেবল ইবনু হিব্বান তাকে 'আস-সিকাত' এ উল্লেখ করেছেন। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٢١-١٠٣. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ، أَنْبَأَنَا **دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدِينِيُّ**، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ عُمَرُ وَأَوَّلُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ".

منكر جدا : الضعيفة ٢٤٨٥ .

২১-১০৩। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে তাঁর সঙ্গে মুসাফাহা করেছেন, তিনি হলেন 'উমার (রাঃ)। আর যে লোক প্রথমে তাঁকে সালাম দিবে এবং যে লোক প্রথমে তাঁর হাত ধরবে (বাই'আত করবে) এ কাজ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে।[২০]

খুবই মুনকার ঃ যঈফাহ্ (২৪৮৫)।

فَضْلِ عُثْمَانَ رضي الله عنه

'উসমান (রাযি.)-এর ফাযীলাত

٢٢-١٠٨. حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي **عُثْمَانُ بْنُ خَالِدٍ**، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ".

ضعيف : الضعيفة ٢٢٩١ .

২২-১০৮। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক নাবীর জন্যই জান্নাতে একজন সঙ্গী থাকবে। আর সেখানে আমার সঙ্গী হবেন 'উসমান ইবনু 'আফফান (রাঃ)।[২১]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২২৯১)।

---

[২০] ইবনু আবু 'আসিম 'সুন্নাহ' (২২৪৫) 'আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ 'ফাযায়িল' (১/৪০৮/৬৩০), ইবনুল জাওযী 'আল-'ইলাল' (১/১৯২/৩০৮), ইবনু আসাকির (১৩/৩৮)। হাদীসের সানাদে দাউদ ইবনু 'আত্বা রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইমাম আহমাদ বলেছেন, সে কিছুই না। যেমন ইমাম যাহাবীর 'আল-মীযান' গ্রন্থে রয়েছে। অতঃপর তিনি তার এই হাদীস টেনে এনে বলেন, এটি খুবই মুনকার বর্ণনা। **-যঈফাহ্**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে দাউদ ইবনু 'আত্বা দুর্ভল হওয়ার ব্যপারে সকলে একমত। হাফিয ইবনু কাসীর 'জামি'উল মাসানীদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই হাদীসটি খুবই মুনকার। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২১] ইবনু আবূ 'আসিম 'সুন্নাহ' (২/৫৮৯/১২৮৯), উকাইলী 'আয-যুআফা' (৩/১৯৯), ইবনু আসাকির (১/১০০/১)। আল্লামা উকাইলী বলেছেন, সানাদে 'উসমান ইবনু খালীদ 'উসমানীর হাদীস সন্দেহজনক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই হাদীসটি কেবল তার থেকেই জানা গেছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, সে দুর্বল, তার বহু মুনকার বর্ণনা আছে। ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। হাকিম আবূ 'আব্দুল্লাহ ও আবূ নু'আইম আসবাহানী বলেছেন, সে মালিক ও অন্যদের সূত্রে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করে থাকে। ইবনু হিব্বান বলেছেন, তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। হাফিয বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। **-যঈফাহ্**

Contents

٢٣-١٠٩. حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي **عُثْمَانُ بْنُ خَالِدٍ**، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ عُثْمَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ " يَا عُثْمَانُ هَذَا جِبْرِيلُ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَكَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِمِثْلِ صَدَاقِ رُقَيَّةَ عَلَى مِثْلِ صُحْبَتِهَا " .

ضعيف : الضعيفة ٤٨٢٤ .

২৩-১০৯। আবূ হুরাইরাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ 'উসমান রাঃ-এর সঙ্গে মাসজিদের দরজায় সাক্ষাৎ করে বলেন ঃ হে 'উসমান! ইনি জিব্রীল ('আ.)। তিনি আমাকে জানালেন, আল্লাহ তোমার সঙ্গে উম্মু কুলসুম রাঃ-এর বিবাহ দিয়েছেন। তার মোহর হবে রুকাইয়া রাঃ-এর অনুরূপ।[২২]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৮২৪)।

فَضْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযি.)-এর ফাযীলাত

٢٤-١١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ **عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ**، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَأَخُو، رَسُولِهِ ﷺ وَأَنَا الصِّدِّيقُ الأَكْبَرُ، لاَ يَقُولُهَا بَعْدِي إِلاَّ كَذَّابٌ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ .

باطل : وعباد بن عبد الله ضعيف. قله الذهبي في (التلخيص).

২৪-১১৯। 'আব্বাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আলী রাঃ বলেছেন ঃ আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূলের ভাই। আমি সিদ্দীকে আকবার (সবচেয়ে বড় সত্যবাদী) আমার পরে একমাত্র মিথ্যাবাদীই এরূপ বলতে পারে। লোকেদের মাঝে আমি সাত বছর বয়সের পূর্বে সলাত আদায় করেছি।[২৩]

বাতিল ঃ সানাদে 'আব্বাদ বিন 'আব্দুল্লাহ দুর্বল বর্ণনাকারী। যা ইমাম যাহাবী তার 'আত-তালখীস' গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন।

---

[২২] বায়হাকী ৯৯/২৮৫), ইবনুল জাওযী 'আল-ইলাল'। তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ নয়। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে 'উসমান ইবনু খালিদ হাদীস বিশারদগণের ঐকমত্যে দুর্বল। ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। হাকিম আবূ 'আব্দুল্লাহ ও আবূ নু'আইম আসবাহানী বলেছেন, সে মালিক ও অন্যদের সূত্রে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করে থাকে। ইবনু হিব্বান বলেছেন, তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। হাফিয বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। **–যঈফাহ্**

[২৩] হাকিম

فَضْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ

‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাযি.)-এর ফাযীলাত

٢٥-١٣٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ **الْحَارِثِ**، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لاَسْتَخْلَفْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ " .

ضعيف : المشكاة٢٢٢ ، الضعيفة ٢٣٢ .

২৫-১৩৬। ‘আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি পরামর্শ ছাড়া কাউকে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে চাইলে ইবনু উম্মু ‘আব্দ ﷺ-কেই প্রতিনিধি বানাতাম।[২৪]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৬২২২), যঈফাহ্ (২৩২৭)।

فَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ

‘আব্বাস ইবনু ‘আব্দিল মুত্তালিব (রাযি.)-এর ফাযীলাত

٢٦-١٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النَّخَعِيِّ، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ**، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ كُنَّا نَلْقَى النَّفَرَ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فَيَقْطَعُونَ حَدِيثَهُمْ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَأَوُا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ وَاللَّهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّي" .

ضعيف : الضعيفة ٤٤٣٠ .

২৬-১৩৯। ‘আব্বাস ইবনু ‘আবদুল মুত্তালিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুরায়শ গোত্রের লোকদের সমাবেশে তাদের আলোচনার প্রাক্কালে উপস্থিত হলে তারা তাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দিত। ফলে আমরা বিষয়টি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ মানুষের কি হলো যে, তারা নিজেদের মধ্যকার আলোচনাকালে আমার লোকজন দেখতে পেলে স্বীয় কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়! আল্লাহর শপথ! কোন ব্যক্তির অন্তরে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আমার আত্মীয়তার কারণে তাদেরকে ভালবাসবে।[২৫]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৪৩০)।

---

[২৪] তিরমিযী (২/৩১২), আহমাদ (১/৯৫)। হাদীসের সানাদে হারিস হলো আ'ওয়ার। সে দুর্বল। ইবনু মাদীনী ও অন্যরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব, আমরা হারিসের হাদীস থেকেই তা জানতে পেরেছি। **–যঈফাহ্**

[২৫] আহমাদ (**১৭৭৫**)। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর রিজাল নির্ভরযোগ্য। কিন্তু বলা হয়, ‘আব্বাস সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব এর বর্ণনাটি মুরসাল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٢٧-١٤٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً فَمَنْزِلِي وَمَنْزِلُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تِجَاهَيْنِ وَالْعَبَّاسُ بَيْنَنَا مُؤْمِنٌ بَيْنَ خَلِيلَيْنِ " .

موضوع : الضعيفة ٣٠٣٤، لكن الجملة الاولي في الاتخاذ صحيحة ، فانظر الصحيح ٧٦ .

২৭-১৪০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়েছেন, যেমনটি বন্ধু বানিয়েছিলেন ইব্‌রাহীম ('আ.)-কে। ক্বিয়ামাতের দিন জান্নাতের মধ্যে আমার ও ইব্‌রাহীম ('আ.)-এর অবস্থান মুখোমুখী হবে। আর 'আব্বাস (রাঃ) আমাদের দুই বন্ধুর মাঝে একজন মু'মিন হিসাবে অবস্থান করবে।[২৬]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (৩০৩৪), কিন্তু প্রথম বাক্যটি সহীহ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। দেখুন সহীহ গ্রন্থে (৭৬)।

فَضْلُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهم

হাসান ও হুসায়ন ইবনু 'আলী ইবনে আবী ত্বালিব (রাযি.)-এর ফাযীলাত

٢٨-١٤٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ صُبَيْحٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ " أَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ " .

ضعيف : المشكاة ٦١٥٤، الضعيفة ٦٠٢٨ .

২৮-১৪৪। যায়দ ইবনু আরক্বাম (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী, ফাতিমাহ, হাসান ও হুসায়ন (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ যারা তোমাদের সাথে মিত্রতা করবে, আমিও তাদের সাথে মিত্রতা করব। আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আমিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।[২৭]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৬১৫৪), যঈফাহ্ (৬০২৮)।

---

[২৬] হাকিম (৩/১৭৭)। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে 'আব্দুল ওয়াহ্‌হাব এর দুর্বলতার ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণ একমত। বরং তার সম্পর্কে আবূ দাউদ বলেছেন, সে হাদীস জাল করত। ইমাম হাকিম বলেছেন, সে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করে। আর তার শাইখ ইসমাঈল শেষ বয়সে সংমিশ্রণ করত। ইবনু রজব বলেন, গ্রন্থকার এতে একক হয়ে গেছেন। আর এটি বানোয়াট। কেননা সানাদের 'আব্দুল ওয়াহ্‌হাব হলো এর মুসিবত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৭] তিরমিযী (৩৮৭০)। তিনি একে দুর্বল বলেছেন এই বলে যে, সানাদে উম্মু সালামাহ'র মুক্তদাস সুবাইহ অপরিচিত।**- মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

فَضْلِ سَلْمَانَ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ

সালমান, মিক্বদাদ ও আবূ যার (রাযি.)-এর ফাযীলাত

٢٩-١٤٨. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيد، قَالاَ حَدَّثَنَا **شَرِيكٌ**، عَنْ **أَبِي رَبِيعَةَ الإِيَادِيِّ**، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ" . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ " عَلِيٌّ مِنْهُمْ" . يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثًا " وَأَبُو ذَرٍّ وَسَلْمَانُ وَالْمِقْدَادُ".

ضعيف : الضعيفة ١٥٤٩.

২৯-১৪৮। বুরাইদাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ চার ব্যক্তিকে ভালবাসতে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ করেছেন এবং তিনি আমাকে এ কথা জানিয়েছেন যে, তিনিও তাদেরকে ভালবাসেন। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! তারা কারা? তিনি বললেন ঃ 'আলী ﷺ তাদেরই একজন। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। (অবশিষ্ট তিনজন হলেন) আবূ যার, সালমান ও মিক্বদাদ ﷺ।[২৮]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৫৪৯)।

فَضَائِلِ بِلاَلٍ

বিলাল (রাযি.)-এর ফাযীলাত

٣٠-١٥١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ شَاعِرًا، مَدَحَ بِلاَلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ خَيْرُ بِلاَلٍ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَبْتَ لاَ بَلْ بِلاَلُ رَسُولِ اللَّهِ خَيْرُ بِلاَلٍ .

ضعيف .

৩০-১৫১। সালিম ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক কবি বিলাল ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ-এর প্রশংসা করে বললেন ঃ বিলাল ইবনু 'আবদুল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম বিলাল। তখন ইবনু 'উমার ﷺ বললেন ঃ তুমি তো মিথ্যা বললে। না, বরং তুমি বল ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিলালই সর্বোত্তম বিলাল।[২৯]

দুর্বল।

---

[২৮] আল্লামা বুসয়রী 'তারীখুল কাবীর' (৩১ পৃষ্ঠা), তিরমিযী (২/২৯৯), আবু নু'আইম 'হিলয়্যা' (২/১৭২), হাকিম (৩/১৩০), এবং আহমদ (৫/৩৫৬)। হাদীসের সানাদে শারীক দুর্বল। তার স্মৃতি ঘাটতি কারণে তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সত্যবাদী কিন্তু অধিক পরিমাণে ভুল করেন। ইমাম যাহাবী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে বলেছেন, কাত্তান বলেছেন, তিনি সংমিশ্রণে অভ্যস্ত। আবু হাতিম বলেন, তার বহু ভুল আছে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, সে হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী নয়। তাছাড়া সানাদে রয়েছে আবু রাবী'আহ ইয়াদী । ইমাম যাহাবী স্বয়ং 'আল-মীযান' গ্রন্থের সূত্রে আল্‌কুনা গ্রন্থে বলেছেন, তাকে দুর্বলদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, আবু হাতিম বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার।– **যঈফাহ্**

[২৯] ইমাম ইবনে মাজাহ এতে একক হয়ে গেছেন। –**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

فَضْلِ الأَنْصَارِ

আনসারদের ফাযীলাত

٣١-١٦٤. دَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " رَحِمَ اللَّهُ الأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ " .

ضعيف جدا بهذا اللفظ : الضعيفة ٣٦٤٠ صحيح بلفظ : (اللهم! اغفر للأنصار وأبناء الأنصار......) ق .

৩১-১৬৪। ‘আম্‌র ইবনু ‘আওফ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ আনসারদের, তাঁদের সন্তানদের এবং তাঁদের সন্তানের সন্তানদের প্রতি দয়া করুন।[৩০]

উপরোক্ত শব্দে খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩৬৪০), তবে নিম্নোক্ত শব্দে সহীহ ঃ (اللهم ! اغفرللأ نصار و ابناء الأنصار)। বুখারী ও মুসলিম।

١٣- باب فِيمَا أَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় যা অস্বীকার করে

٣٢-١٨١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ قَالَ " كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ ثُمَّ خَلَقَ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ " .

ضعيف : ظلال الجنة ٦١٢، مختصر العلوى ١٩٣و٢٥٠.

৩২-১৮১। আবূ রাযীন ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! মাখলূক সৃষ্টি করার পূর্বে আমাদের রব্ব কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, একটি মেঘের মধ্যে, যার নীচে এবং উপরে বায়ু ছিল এবং পানি ছিল। এরপর তিনি মাখলূক সৃষ্টি করেন এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।[৩১]

দুর্বল ঃ যিলালুল জান্নাহ (৬১২), মুকতাসারুল ‘আলাভী (১৯৩, ২৫০)।

---

[৩০] আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে এর সানাদকে দুর্বল বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩১] তিরমিযী (৩১০৯), আহমাদ (১৫৭৫৫, ১৫৭৬৭)।

٣٣-١٨٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا **أَبُو عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ**، حَدَّثَنَا **الْفَضْلُ الرَّقَاشِيُّ**، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ . قَالَ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ ﴿سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ﴾ قَالَ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَلاَ يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَىْءٍ مِنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ " .

ضعيف : تخريج الطحاوية ١٨٢ المشكاة ٦٦٤، مختصر العلو ٢٥١ .

৩৩-১৮৩। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতীরা তাদের নি'আমাত উপভোগে নিমগ্ন থাকবে, হঠাৎ তাদের সম্মুখে একটি নূর বিচ্ছুরিত হবে। তখন তারা তাদের মাথা উত্তোলন করে দেখতে পাবে যে, তাদের রব তাদের উপর দিক দিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তিনি বলছেন ঃ হে জান্নাতবাসী! "আস্সালামু ''আলাইকুম" (তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এটাই হলো আল্লাহর উল্লেখিত বাণীর তাৎপর্য– "পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে সালাম, শান্তি"– (সূরা ৩৬ ঃ ৫৮)। তিনি বলেন ঃ এরপর আল্লাহ তা''আলা তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন এবং তারাও তাঁর প্রতি দৃষ্টি দিবে। এ সময় জান্নাতীরা জান্নাতের কোন নি'মাতের দিকেই ফিরে তাকাবে না, যতক্ষণ তারা আল্লাহর সাক্ষাতে মশগুল থাকবে। পরিশেষে তাদের মাঝে পর্দা পড়ে যাবে এবং তাদের প্রতি তাঁর নূর ও বারাকাত তাদের আবাসস্থলে অবশিষ্ট থাকবে।[৩২]

দুর্বল ঃ তাখরীজুত্ তাহাভীয়াহ (১৮২), মিশকাত (৫৩৬৪), মুকতাসারুল 'আলাভী (২৫১)।

٣٤-١٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ كُنْتُ بِالْبَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ وَفِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ " مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ " . قَالُوا السَّحَابُ . قَالَ " وَالْمُزْنُ " . قَالُوا وَالْمُزْنُ . قَالَ " وَالْعَنَانُ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالُوا وَالْعَنَانُ . قَالَ " كَمْ تَرَوْنَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ " . قَالُوا لاَ نَدْرِي . قَالَ " فَإِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا إِمَّا وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا

---

[৩২] ইবনুল জাওযী এটিকে 'আল-মাওযু'আত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ সানাদে। সে হল আবু 'আসিম 'আবাবদানী, ফায্ল সূত্রে। অতঃপর তিনি বলেন, এটি বানোয়াট বর্ণনা। সানাদে ফায্ল মন্দ লোক। আল্লামা উকাইলী বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ সূত্র ব্যতীত এটি জানা যায় না, আর এটির অনুসরণ করা যায় না। ড. মুস্তফা বলেন, আমি দেখেছি উকাইলী বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ আবু 'আসিম 'আব্বাদানী মুনকারুল হাদীস। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

وَسَبْعِينَ سَنَةً وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ " . حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ " ثُمَّ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلاَفِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِنَّ الْعَرْشُ بَيْنَ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ اللَّهُ فَوْقَ ذَلِكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ".

ضعيف : ظلال الجنة ٥٥٧، الضعيفة ١٢٤٧، المشكاة ٥٧٢٦ .

৩৪–১৯২। ‘আব্বাস ইবনু ‘আবদুল মুত্তালিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাত্হা নামক জায়গায় একটি দলের সঙ্গে ছিলাম এবং তাদের মাঝে রসূলুল্লাহ ﷺ-ও ছিলেন। তখন তাঁর কাছ দিয়ে একখণ্ড মেঘ অতিক্রম করলে তিনি সেদিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন ঃ তোমরা একে কি নামে অতিহিত করে থাক? তারা বলল ঃ মেঘ। তিনি বললেন ঃ এবং বৃষ্টিও, তারা বলল ঃ বৃষ্টিও। তিনি বললেন ঃ তোমাদের ধারণা মতে কালো মেঘও। আবূ বাক্র ﷺ বলেন, তারা বলল ঃ কালো মেঘও। তিনি বললেন ঃ তোমাদের এবং আসমানের মাঝে দূরত্ব কতটুকু? তারা বলল ঃ আমরা অনবহিত। তিনি বললেন ঃ তোমাদের এবং আসমানের মাঝে দূরত্ব ৭১ অথবা ৭২ অথবা ৭৩ বছরের দূরত্ব রয়েছে। অনুরূপ উর্ধ্বাকাশের দূরত্ব। এভাবে তিনি সাতটি আসমান গণনা করেন। অতঃপর সপ্তম আসমানের উপরে একটি সমুদ্র রয়েছে, যার উপরিভাগ ও নিচভাগের ব্যবধান এক আসমান হতে অন্য আসমানের দূরত্বের সমপরিমাণ। তার উপরে আছে আটজন মালায়িকাহ (ফেরেশতা), যাঁদের গোঁড়ালি ও হাঁটুর ব্যবধান এক আসমান হতে অন্য আসমানের দূরত্বের সমপরিমাণ। অতঃপর তাঁদের পিঠে অবস্থিত রয়েছে ‘আরশ্, যায় উপর ও নীচের ব্যবধান হচ্ছে এক আসমান হতে অন্য আসমানের দূরত্বের সমান। অতঃপর এরই উপরে রয়েছেন বারাকাতময় মহান আল্লাহ।[৩৩]

দুর্বল ঃ যিলালুল জান্নাহ (৫৭৭), যঈফাহ্ (১২৪৭), মিশকাত (৫৭২৬)।

٣٥–١٩٩. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ إِلَى ثَلاَثَةٍ لِلصَّفِّ فِي الصَّلاَةِ وَلِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَلِلرَّجُلِ يُقَاتِلُ - أُرَاهُ قَالَ - خَلْفَ الْكَتِيبَةِ " .

ضعيف : الضعيفة ٣١٠٣ .

৩৫–১৯৯। আবূ সা‘ঈদ খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় তিনটি বিষয় দেখে আল্লাহ হাসেন ঃ (১) সলাতের কাতারের জন্য, (২) ঐ ব্যক্তির জন্য, যে গভীর রাতে সলাতে রত থাকে এবং (৩) ঐ ব্যক্তির জন্য, যে সৈন্যদের পালানোর পরও যুদ্ধ চালিয়ে যায়।[৩৪]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩১০৩)।

---

[৩৩] তিরমিযী (৩৩২), আবূ দাউদ (৪৭২৩)।

[৩৪] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এই সানাদের সমালোচনা আছে। **-আয-যাওয়ায়িদ**

Contents

١٤- باب مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ যে লোক কোন ভাল কিংবা মন্দ কাজের প্রচলন করে

٣٦-٢٠٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى شَيْءٍ إِلاَّ وُقِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَزِمًا لِدَعْوَتِهِ مَا دَعَا إِلَيْهِ وَإِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلاً " .

ضعيف : التعليق الرغيب ١٥٠ , ظلال الجنة ١١٢ .

৩৬-২০৭। আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন আহ্বানকারী যে জিনিসের দিকে আহ্বান জানায় (দা'ওয়াত দেয়), ক্বিয়ামাতের দিন তাকে সেই আহ্বানের সঙ্গেই দাঁড় করানো হবে, যদিও সে মাত্র একজন ব্যক্তিকেই আহ্বান করে থাকে।[৩৫]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/৫০), যিলালুল জান্নাহ (১১২)।

١٥- باب مَنْ أَحْيَا سُنَّةً قَدْ أُمِيتَتْ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ যে ব্যক্তি কোন মৃত সুন্নাত জীবিত করে

٣٧-٢٠٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي **كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِ النَّاسِ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لاَ يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئًا " .

ضعيف جدا : ظلال الجنة ٤٢, المشكاة ١٦٨ .

৩৭-২০৯। 'আম্র বিন 'আওফ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার পরে আমার কোন মৃত সুন্নাত জীবিত করবে, সে তদনুযায়ী 'আমালকারী লোকদের অনুরূপ নেকী পাবে। এতে লোকেদের নেকি বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কোন বিদ'আত উদ্ভাবন করবে, যে কাজে আল্লাহ ও তাঁর রসূল অসন্তুষ্ট, তাঁর উপর তদনুযায়ী 'আমালকারী লোকদের অনুরূপ গুনাহ বর্তাবে। এতে 'আমালকারী গুনাহের পরিমাণ হ্রাস পাবে না।[৩৬]

খুবই দুর্বল ঃ যিলালুল জান্নাহ (৪২), মিশকাত (১৬৮)।

---

[৩৫] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। **–আয-যাওয়ায়িদ**

[৩৬] তিরমিযী (২৬৭৭)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান। কিন্তু ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য, এই হাদীসটি হাসান- এ কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়, প্রত্যাখ্যাত। আর তা কেনই বা অগ্রহণযোগ্য হবে না ইমাম শাফেয়ী ও আবূ দাউদ সানাদের কাসীর সম্পর্কে বলেছেন, সে মিথ্যার খনিগুলোর মধ্যে অন্যতম খনি। ইবনু হিব্বান বলেছেন, তার পিতা হতে তার দাদা সূত্রে তার বানোয়াট নুসখাহ রয়েছে। আর এ জন্য আলিমগণ ইমাম তিরমিযী কর্তৃক সহীহ আখ্যায়িত করণে নির্ভরশীল হননি। যেমনটি যাহাবী বলেছেন। **–মিশকাতঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

١٦– باب فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয় তার ফাযীলাত

٣٨-٢١٥. حَدَّثَنَا **عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ** بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ **أَبِي عُمَرَ**، عَنْ **كَثِيرِ بْنِ زَاذَانَ**، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَفِظَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ " .

ضعيف جدا : المشكاة ٢١٤١, التعليق الرغيب ٢٢١٠ .

৩৮–২১৫। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং এর হিফাযাত করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর তিনি তার পরিবারের এমন দশ ব্যক্তির জন্য তার সুপারিশ কবূল করবেন, যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত ছিল।[৩৭]

খুবই দুর্বল ঃ মিশকাত (২১৪১), তা'লীকুর রাগীব (২/২১০)।

---

[৩৭] আহমাদ (১২৭১), তিরমিযী (২৯০৫), দারিমী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব। সানাদে বর্ণনাকারী হাফ্স ইবনু সুলাইমান শক্তিশালী নয়। সে হাদীসে দুর্বল। **-মিশকাত;তাহক্বীক্ব আলবানী**

আহমাদ শাকির বলেছেন, এর সানাদ খুবই দুর্বল। সানাদে 'আমর ইবনু 'উসমান দুর্বল। ইমাম নাসায়ী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে বলেছেন (২৩); তিনি মাতরুক, এবং 'আল-জারহ ওয়াত্-তা'দীল' গ্রন্থে (৩/১/২৪৯) তিনি আবূ হাতিম সূত্রে বলেছেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা আছে। তিনি বয়োবৃদ্ধ অন্ধ লোক ছিলেন। তিনি মুখস্থ থেকে মানুষের কাছে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করতেন।

এবং সানাদে হাফস আবূ 'উমার। তিনি হলেন, হাফস ইবনু সুলাইমান আল-বায্যায ক্বারী। যিনি "কিরাআতু হাফ্স" এর লিখক বলে পরিচিত। তিনি হাদীস বর্ণনায় মাতরুক! অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে। আর ইমাম বুখারী 'আব-যুআফা' গ্রন্থে (৯) বলেন, "হাদীসবিশারদগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, "ইয়াহইয়া বলেছেন, আমাকে শু'বা সংবাদ দিয়ে বলেছেন, হাফস্ ইবনু সুলাইমান আমার কাছ থেকে একটি কিতাব নিয়েছে কিন্তু সে তা থেকে বর্ণনা করবে না। তিনি বলেন, সে লোকদের কাছ থেকে কিতাব নিত অতঃপর তা মানসুখ করে দিত।" অর্থাৎ সে এমন কিতাব মানসুখ করত যা সে শুনেনি। অতঃপর সে তা দিয়ে এমন হাদীস বর্ণনা করত যেন সে তা নিজেই শুনেছিল। তাকে আরো দুর্বল বলেছেন ইমাম আহমাদ, ইবনুল মাদীনী, ইবনু মাহদী, মুসলিম ও অন্যরা।

এবং সানাদে কাসীর ইবনু যাজান, সে অজ্ঞাত। ইবনু মাঈন বলেছেন, আমি তাকে চিনি না। ইমাম আবূ যুর'আহ ও আবূ হাতিম বলেন, সে অজ্ঞাত। দেখুন জারহ ওয়াত-তা'দীল (৩/২/১৫১)। হাদীসের ক্রুটি হচ্ছে ক্বারী হাফস। কেননা 'আমর ইবনু 'উসমান বর্ণনাতে একক হয়ে যাননি। হাদীসটি 'আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ মুহাম্মাদ ইবনু বাক্কার হতে হাফস সূত্রে (১২৭৭)-তে বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী বর্ণনা করেছেন আলী ইবুন হাজার হতে হাফ্স সূত্রে। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব। এই সানাদ ছাড়া হাদীসটির অন্য সানাদ আমরা অবহিত নই। আর এটির কোন সহীহ সানাদ নেই। হাফস ইবনু সুলাইমান আবূ 'উমার বায্যায কুফীকে হাদীসে দুর্বল বলা হয়।

–তাহক্বীক্ব ঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির

٣٩-٢١٦. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْرَءُوهُ وَارْقُدُوا فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٌّ مِسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِيَ عَلَى مِسْكٍ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٢ | ٢٠٦, التعليق علي صحيح ابن خزيمة ١٥٠٩, المشكاة ٢١٤٣- التحقيق الثاني

৩৯-২১৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কুরআন শিক্ষা কর, তা তিলাওয়াত করতে থাক এবং বিনিদ্র রাত্রি বাপন কর। কেননা কুরআন এবং যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে– এর উপমা হচ্ছে মৃগনাভী পরিপূর্ণ মিশ্কের ন্যায়, যার সুগন্ধি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করার পর নিদ্রায় বিভোর হয়ে রাত অতিবাহিত করে, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ মিশ্কের মত, যার মধ্যে মৃগনাভী ভর্তি করে মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়।[৩৮]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২০৬), তা'লীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ (১৫০৯), মিশকাত (২১৪৩)।

٤٠-٢١٨. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِبٍ الْعَبَّادَانِيُّ، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْبَحْرَانِيِّ**، عَنْ **عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ**، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا أَبَا ذَرٍّ لأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ١ | ٥٦ و ٢ | ٢١١ .

৪০-২১৮। আবূ যার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন ঃ হে আবূ যার! সকাল বেলায় কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ' রাক'আত (নাফল) সলাতের চেয়েও উত্তম। আর সকালে জ্ঞানের কোন অনুচ্ছেদ শিক্ষা করা চাই তুমি তদনুযায়ী 'আমাল কর বা না কর সেটাও তোমার জন্য এক হাজার রাক'আত সলাতের চেয়ে উত্তম।[৩৯]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/৫৬, ২/২১১)।

---

[৩৮] তিরমিযী (২৮৭৬), নাসায়ী।

[৩৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ এবং 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জাদ'আন দুর্বল। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ বাহরানী অজ্ঞাত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।**

١٧- باب فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ 'আলিমগণের মর্যাদা ও 'ইল্‌ম অর্জনের প্রতি উৎসাহ দান

٤١ -٢٢١. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا **رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ** أَبُو سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ".

موضوع : المشكاة ٢١٧, التعليق الرغيب ١ | ٦١, تمام المنة ١١٥ .

৪১-২২১। ইবনু 'আব্বাস ﵄ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ **বলেছেন ঃ শায়ত্বনের** উপর একজন ফাকীহ এক হাজার 'ইবাদাত গুযার বান্দার চেয়েও বেশি শক্তিশালী।[80]

বানোয়াট ঃ মিশকাত (২১৭), তা'লীকুর রাগীব (১/৬১), তামামুল মিন্নাহ (১১১৫)।

٤٢ -٢٢٣. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ**، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ " .

ضعيف جدا : المشكاة ٢١٨، التعليق الرغيب ١ | ٥٤، الضعيفة ٤١٦، تخريج فقه السيره ٧١.

৪২-২২৩। আনাস ইবনু মালিক ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অযোগ্য লোকের নিকট 'ইল্‌ম গচ্ছিত রাখা শূকরের গলায় মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণ হার পরানোর নামান্তর।[81]

খুবই দুর্বল ঃ মিশকাত (২১৮), তা'লীকুর রাগীব (১/৫৪), যঈফাহ্ (৪১৬), তাখরীজু ফিকহুস সিরাহ (৭১)।

٤٣ -٢٢٧. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي عَاتِكَةَ، عَنْ **عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ**، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَقَبْضُهُ أَنْ يُرْفَعَ". وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ " الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الأَجْرِ وَلاَ خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ".

ضعيف : التعليق الرغيب ١ | ٥٩, الاروء ٢ | ١٤٣,المشكاة ، الرد علي بليق ١٦٦

---

[80] তিরমিযী (২৬৮১)। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন। মুলতঃ এর সমস্যা হল, সানাদের রাওহ ইবনু জানাহ। সে খুবই দুর্বল, হাদীস জাল করণে সন্দেহতাজন। আল্লামা সামাখী তার এই হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, মুনকার। এছাড়া হাদীসটি ইবনু আদ্দিল যার (১/২৬) বর্ণনা করেছেন আবূ হুরাইরাহ সূত্রে। এর সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আয়ায মিথ্যাবাদী। **–মিশকাত ; তাহক্বীক্ব আলবানী।**

[81] এর সানাদ খুবই দুর্বল হওয়ার কারণ হল, সানাদে হাফস ইবনু সুলাইমান মিথ্যাবাদীতা ও হাদীস জাল করণে সন্দেহভাজন। হাদীসটি বায়হাকী 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে 'মুসলিম' শব্দ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এই হাদীসের মাতান প্রসিদ্ধ এবং এর সানাদ দুর্বল। এটি অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যার সবগুলোই দুর্বল। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী।**

৪৩-২২৭। আবূ উমামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এই 'ইল্ম উঠিয়ে নেয়ার পূর্বেই (তা সংরক্ষণ অপরিহার্য ভেবে) আঁকড়ে ধরো। আর কব্য হওয়ার অর্থ হচ্ছে উঠিয়ে নেয়া। অতঃপর তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্র করে বললেন ঃ এভাবে। অতঃপর বললেন ঃ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই সাওয়াবের অংশীদার। আর অন্যান্য লোকদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই।[৪২]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/৫৯), ইরওয়াহ (২/১৪৩), মিশকাত, রাদ্দু 'আলা বালীক্ব (১৬৬)।

٤٤-٢٢٨. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا **دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ**، عَنْ **بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ**، عَنْ **عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ وَالأُخْرَى يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " كُلٌّ عَلَى خَيْرٍ هَؤُلاَءِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَهَؤُلاَءِ يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا " . فَجَلَسَ مَعَهُمْ .

ضعيف : الضعيفة ١١.

৪৪-২২৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করেন। তখন সেখানে দু'টি সমাবেশ হচ্ছিল। এক সমাবেশের লোকজন কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিক্‌রে মশগুল ছিল, আর অপর সমাবেশটি ছিল শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানে নিয়োজিত। তখন নাবী ﷺ বললেন ঃ প্রত্যেকেই ভাল কাজে নিয়োজিত। এই সমাবেশের লোকজন কুরআন তিলাওয়াত করছেন এবং আল্লাহর নিকট দু'আ করছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের দান করতে পারেন, আবার না-ও করতে পারেন। আর এই সমাবেশের লোকজন শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানে নিয়োজিত আছেন। আর আমি প্রেরিত হয়েছি শিক্ষক হিসাবে। অতঃপর তিনি তাদের সাথে বসে পড়লেন।[৪৩]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১১)।

---

[৪২] দারিমী (২৪০), বায়হাকী (১/১৪৯), খাতীব 'তারীখ' (২/২১২), ইবনু 'আব্দিল বার (১/২৮), ইবনু আসাকির (১২/২৮৪/১-২)। হাদীসের সানাদে 'আলী ইবনু ইয়াযীদ হল আলহানী। সে দুর্বল। আল্লামা মানাবী বলেছেন, এর সানাদে 'আলী ইবনু ইয়াযীদ রয়েছে। আল্লামা মুনযিরী 'ফায়যুল কাদীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সে দুর্বল। তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। **-ইরওয়াউল গালীল**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, জমহুরের মতে সানাদের 'আলী ইবনু ইয়াযীদ দুর্বল। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।**

[৪৩] দারিমী (৩৪৯), বায়হাকী (২/৪৬৫), হাকিম (৪/১১৮)। হাদীসের সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের নীচের বর্ণনাকারীরা সকলেই দুর্বল, তারা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিরোধীতা করেছে। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে দাউদ, বাক্‌র এবং আব্দুর রহমান এরা সবাই দুর্বল। হাফিয ইরাকী 'তাখরীজুল ইহয়া' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদটি দুর্বল। **-যঈফাহ্**

Contents

٢٠- باب ثَوْابِ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ জনগণকে কল্যাণকর বিষয়ে শিক্ষাদাতার পুরস্কার

٤٥-٢٤٣. حَدَّثَنَا **يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ** بْنِ كَاسِبٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي **إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ**، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ١ | ٧٩، الاروء ٦ | ٢٩.

৪৫-২৪৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ একজন মুসলিমের জন্য ‘ইল্ম শিক্ষা করে তা অপর মুসলিম ভাইকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে সর্বোত্তম সদাকাহ।[88]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/৫৭), ইরওয়াহ (৬/২৯)।

٢١- باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوطَأَ عَقِبَاهُ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ যে ব্যক্তি নিজের পেছনে পেছনে অন্যের চলাকে অপছন্দ করে

٤٦-٢٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا **مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ**، حَدَّثَنِي **عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ**، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ وَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَهُ فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النِّعَالِ وَقَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ فَجَلَسَ حَتَّى قَدَّمَهُمْ أَمَامَهُ لِئَلاَّ يَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَىْءٌ مِنَ الْكِبْرِ .

ضعيف : التعليق الرغيب ١ | ٨٧ و ٣ | ٢٩٤.

৪৬-২৪৫। আবূ উমামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ প্রচণ্ড গরমের দিনে ‘বাক্বী’ ক্ববরস্থানের দিকে বেরুলেন। লোকজন তাঁর পেছনে পেছনে হেঁটে যেত। যখন তিনি জুতার শব্দ শুনতেন, তখন তাঁর কাছে সেটা অপ্রিয় লাগত। তিনি তখন বসে পড়তেন, ফলে লোকজন তাঁর আগে চলে যেতো। (তিনি এরূপ এজন্যই করতেন) যেন তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার স্থান না পায়।[85]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/৮৭, ৩/২৯৪)।

---

[88] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদের ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম দুর্বল। অনুরূপ সানাদের ইয়াকুব। আর হাসান, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে হাদীসটি শুনেননি যা অনেকেই বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।**

[85] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদের বর্ণনাকারীর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন বলেন, সানাদের মু'আন ইবনু রিফা'আহকে কেবল ইবনু মাঈন দুর্বল বলেছেন। আর সানাদে 'আলী ইবনু ইয়াযীদ দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

٢٢- باب الْوَصَاة بِطَلَبَةِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ 'ইল্‌ম শিক্ষার্থীদের প্রতি উপদেশ

٤٧ -٢٤٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا **الْمُعَلَّى بْنُ هِلاَلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ**، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ نَعُودُهُ حَتَّى مَلأْنَا الْبَيْتَ فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ نَعُودُهُ حَتَّى مَلأْنَا الْبَيْتَ فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَلأْنَا الْبَيْتَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ لِجَنْبِهِ فَلَمَّا آنَا قَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ مِنْ بَعْدِي يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَحَيُّوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ ". قَالَ فَأَدْرَكْنَا وَاللَّهِ أَقْوَامًا مَا رَحَّبُوا بِنَا وَلاَ حَيَّوْنَا وَلاَ عَلَّمُونَا إِلاَّ بَعْدَ أَنْ كُنَّا نَذْهَبُ إِلَيْهِمْ فَيَجْفُونَا.

موضوع : الضعيفة ٣٣٤٩ .

৪৭-২৪৮। ইসমাঈল (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাসান (রহ.)-এর নিকট তাঁর সেবার উদ্দেশে গেলাম, এমনকি আমরা ঘর পূর্ণ করে ফেললাম। তখন তিনি তাঁর পা-দু'টো গুটিয়ে নিয়ে বললেন ঃ আমরা আবূ হুরাইরাহ ﵁-এর সেবা করার জন্য গিয়েছিলাম, এমনকি আমরা ঘর পূর্ণ করে ফেলেছিলাম। তখন তিনি তাঁর পা-দু'টো গুটিয়ে নিয়ে বললেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেবা করার জন্য গিয়েছিলাম, এমনকি আমরা ঘর পূর্ণ করে ফেলেছিলাম। সে সময় তিনি পার্শ্বদেশে ভর করে শুয়ে ছিলেন। তিনি আমাদের দেখে তাঁর পা-দু'টো গুটিয়ে নিলেন। অতঃপর বললেন ঃ শিঘ্রই আমার পরে তোমাদের কাছে অনেক লোক 'ইল্‌ম শিক্ষার উদ্দেশে আসবে। তোমরা তাদের শুভেচ্ছা জানাবে, সম্মান করবে এবং 'ইল্‌ম শিক্ষা দিবে।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা এমন সম্প্রদায় পেয়েছি যাদের কাছে যাওয়ার পর তারা আমাদের শুভেচ্ছা জানায়নি, সম্মান করেনি এবং 'ইল্‌ম শিক্ষাও দেয়নি; বরং তারা আমাদের প্রতি খেয়ালই করেনি।[৪৬]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (৩৩৪৯)।

٤٨ -٢٤٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ **أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ**، قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنَا " إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّهُمْ سَيَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا " .

ضعيف : المشكاة ٢١٥.

---

[৪৬] হাকিম (১/৮৫)। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদের মু'আল্লা ইবনু হিলালকে ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন ও অন্যরা মিথ্যাবাদী বলেছেন। সকলেই তাকে হাদীস জাল করণের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন এবং সানাদে ইসমাঈল সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। –আয-যাওয়ায়িদ

Contents

৪৮-২৪৯। আবূ হারূন 'আব্দী (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ-এর নিকট আসতাম, তখন তিনি বলতেন ঃ তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ ﷺ উপদেশ মোতাবেক মুবারাকবাদ জানাচ্ছি। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলতেন ঃ লোকেরা তোমাদের অনুগত। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন দীন শিক্ষার উদ্দেশে তোমাদের কাছে আসবে। তারা তোমাদের কাছে এলে তোমরা তাদেরকে উত্তম কাজের উপদেশ দিবে।[৪৭]

দুর্বল ঃ মিশকাত (২১৫)।

٢٣- باب الانْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ 'ইল্ম দ্বারা উপকৃত হওয়া ও তদনুযায়ী 'আমাল করা

٤٩-٢٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ **يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيِّ**، عَنْ **عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ**، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَقُولُونَ نَأْتِي الأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا . وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لاَ يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلاَّ الشَّوْكُ كَذَلِكَ لاَ يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلاَّ" . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا .

ضعيف : التعليق الرغيب ١ | ٦٩، المشكاة ٦٢٢، الضعيفة ١٢٥٠.

৪৯-২৫৫। ইবনু 'আব্বাস ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার উম্মাতের কতক লোক দীনী জ্ঞান অর্জন করবে এবং তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে আর বলবে ঃ আমরা নেতাদের কাছে যাই এবং তাদের কাছে থেকে দুনিয়ার সম্পদ লাভ করি আর আমরা আমাদের দীনকে তাদের থেকে 'আলাদা করে রাখি। অথচ এমনটি হওয়ার নয়। যেমন নাকি কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ হতে ফল নেয়ার সময় হাতে কাঁটা লেগে থাকে, ঠিক তেমনি ভারা তাদের কাছে গিয়ে পাপ হতে রক্ষা পেতে পারে না।

মুহাম্মাদ ইবনু সাব্বাহ (রহ.) বলেন ঃ পাপ ছাড়া তারা কিছুই লাভ করতে পারে না।[৪৮]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/৬৯), মিশকাত (২৬২), যঈফাহ্ (১২৫০)।

---

[৪৭] তিরমিযী (২৬৫০,২৬৫১)। এর সানাদে আবূ হারুন আল-'আবদী রয়েছে। ইমাম শু'বাহ বলতেন, সে দুর্বল। তার নাম হল, 'উমারাহ ইবনু জাবীন। মুলতঃ সে খুবই দুর্বল। কতিপয় ইমাম তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। **-মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

[৪৮] সানাদের 'উবাইদুল্লাহর কারণে সানাদটি দুর্বল। সে হল 'উবাইদুল্লাহ ইবনু মুগীরাহ ইবনু আবু বুরদাহ। ইমাম যাহাবী বলেন, তার সূত্রে আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া ইবনু 'আব্দুর রহমান কিনদী একক হয়ে গেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, তিনি অজ্ঞাত। আর তা কেনই বা হবে না তাকে তো কেউই নির্ভরযোগ্য বলেননি, এমনকি ইবনু হিব্বানও না। **-যঈফাহ্**

٥٠-٢٥٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا **عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ الْبَصْرِيِّ**، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ " وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ قَالَ " أُعِدَّ لِلْقُرَّاءِ الْمُرَائِينَ بِأَعْمَالِهِمْ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَزُورُونَ الأُمَرَاءَ " . قَالَ الْمُحَارِبِيُّ الْجَوَرَةَ .

ضعيف : التعليق الرغيب ١ | ٣٣، المشكاة ٢٧٥، الضعيفة ٥٠٢٣ .

৫০–২৫৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা 'জুব্বুল হুয্ন' হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! 'জুব্বুল হুয্ন' আবার কি? তিনি বললেন ঃ জাহান্নামের একটি উপত্যকা, যা হতে রক্ষার জন্য জাহান্নাম দৈনিক চারশ' বার আশ্রয় প্রার্থনা করে। বলা হলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! তাতে কারা প্রবেশ করবে? তিনি বললেন ঃ তা ঐ সব ক্বারীর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যারা মানুষকে দেখানোর উদ্দেশে কাজ করে থাকে। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ক্বারী তারাই, যারা শাসক শ্রেণীর সান্নিধ্যে আসে।[৪৯]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/৩৩), মিশকাত (২৭৫), যঈফাহ্ (৫০২৩)।

٥١-٢٥٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ **نَهْشَلٍ**، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ، صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ

ضعيف .

৫১–২৫৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি 'আলিম সমাজ 'ইল্ম অর্জনের পর তা সংরক্ষণ করে এবং তা যোগ্য 'আলিমদের কাছে অর্পণ করে, তাহলে তারা অবশ্যই সে যুগের অধিবাসীদের নেতৃত্ব দিবে। কিন্তু তারা 'ইল্মকে দুনিয়াপ্রেমিদের নিকট পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশে ব্যবহার করেছে, ফলশ্রুতিতে তারা তাদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন ও 'আলাদা হয়েছে।[৫০]

দুর্বল ।

---

[৪৯] তিরমিযী (২৩৮৩)। হাদীসের সানাদে 'আম্মার ইবনু সাঈফ দুর্বল এবং আবূ মু'আয বাসরী'র নাম হল সুলাইমান ইবনু আরকাম। সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। অতএব হাদীসটি খুবই দুর্বল। **–মিশকাত; তাহক্বীক্ব আলবানী**

[৫০] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে নাহশাল ইবনু সাঈদ রয়েছে। বলা হয়, সে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে। আবার বলা হয়, সে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٥٢-٢٥٨. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَأَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْهُنَائِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهُنَائِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ".

ضعيف : الضعيفة ٥٠١٧، التعليق الرغيب ١ | ٦٩.

৫২-২৫৮। ইবনু 'উমার ؓ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশে 'ইল্‌ম অর্জন করল কিংবা অর্জিভ 'ইল্‌মের দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর (সন্তুষ্টি প্রত্যাশা) করল, সে যেন জাহান্নামে স্বীয় বাসস্থান বানিয়ে নিল।[৫১]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৫০১৭), তা'লীকুর রাগীব (১/৬৯)।

٢٤– باب مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ، فَكَتَمَهُ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ কাউকে 'ইল্‌ম সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করার পর তা গোপন করলে

٥٣-٢٦٣. حَدَّثَنَا **الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ** الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّرِيِّ**، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثًا فَقَدْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ".

ضعيف جدا : الضعيفة ١٥٠٧، التعليق الرغيب ١ | ٧٤.

৫৩-২৬৩। জাবির ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এই উম্মাতের শেষ যুগের লোকেরা যখন পূর্ববর্তীদের অভিসম্পাভ করবে, তখন যে ব্যক্তি একটি হাদীস গোপন করবে সে যেন আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবকে গোপন করল।[৫২]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৫০৭), তা'লীকুর রাগীব (১/৭৪)।

٥٤-٢٦٥. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حِبَّانَ بْنِ وَاقِدٍ الثَّقَفِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا **مُحَمَّدُ بْنُ دَابٍ**، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ كَتَمَ عِلْمًا مِمَّا يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ فِي الدِّينِ أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ ".

---

[৫১] তিরমিযী (২৬৫৫)।

[৫২] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে হুসাইন ইবনু আবী সির্‌রী মিথ্যাবাদী। এছাড়া সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু সির্‌রী দুর্বল। **–যঈফাহ্**

'আত্বরাফ' গ্রন্থে রয়েছে, 'আব্দুল্লাহ ইবনু সির্‌রী, মুহাম্মদ ইবনু মুনকাদিরীকে পায়নি। তাদের মাঝে তৃতীয় কোন ব্যক্তির মাধ্যম রয়েছে। অতএব সানাদে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

ضعيف جدا : بهذا التمام ، وفي الصحيح ما يغني عنه، التعليق الرغيب ١ | ٧٣ .

৫৪-২৬৫। আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহর দীনের কাজে মানুষের উপকার নিহীত আছে এমন 'ইল্ম যে ব্যক্তি গোপন করল, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামাতের দিন আগুনের লাগাম পরাবেন।[৫৩]

খুবই দুর্বল ঃ এর সম্পূর্ণটাই, আর সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে এ ব্যাপারে প্রাধান্যযোগ্য হাদীস রয়েছে, তা'লীকুর রাগীব (১/৭৩)।
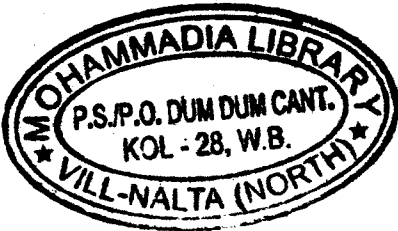
[৫৩] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু দাব রয়েছে। ইমাম আবু যুরআহ এবং অন্যরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন, হাদীস জাল করণে সম্পৃক্ত করেছেন। **-আয-যাওয়ায়িদ**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

١ - كتاب الطهارة وسننها

অধ্যায়-১ ঃ পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ

٧- باب السِّوَاكِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ মিসওয়াক করা

٥٥-٢٩١. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " تَسَوَّكُوا فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَمَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إِلاَّ أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَىَّ وَعَلَى أُمَّتِي وَلَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ وَإِنِّي لأَسْتَاكُ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ مَقَادِمَ فَمِي".

ضعيف : التعليق الرغيب ١ / ١٠١- ١٠٢.

৫৫-২৯১। আবূ উমামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মিসওয়াক কর। কেননা মিসওয়াক মুখ পবিত্র করে এবং পবিত্র সন্তুষ্টি লাভ করে। জিবরীল ('আ.) যখনই আমার কাছে আসেন, তখনই আমাকে মিসওয়াক করার উপদেশ দেন। এমনকি আমি আশংকা করছিলাম যে, তা আমার ও আমার উম্মাতের উপর ফার্‌য করা হবে। আমি যদি আমার উম্মাতের উপর কষ্টের আশংকা না করতাম, তাহলে আমি উম্মাতের জন্য মিসওয়াক করা ফার্‌য করে দিতাম। আমি এতই মিসওয়াক করে থাকি যে, তাতে আমার মুখের সম্মুখভাবে দাঁতের গোড়ায় জখম হওয়ার আশংকা হয়।[৫৪]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/১০১, ১/১০২)।

٩- باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ পায়খানায় প্রবেশকালে যা বলতে হবে

٥٦-٣٠٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ **عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ**، عَنْ **عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ**، عَنِ **الْقَاسِمِ**، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " .

---

[৫৪] আহমাদ (২১৭৬৬)।

ضعيف : الضعيفة .

৫৬-৩০২। আবূ উমামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশ করলে এ কথা বলা থেকে যেন বিরত না থাকে– اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجَسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " "হে আল্লাহ! আমি অপবিত্রতা ও ক্ষতিকর বিতাড়িত শায়তনের হাত থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[৫৫]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ ।

١٠– باب مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ পায়খানা হতে বের হওয়ার সময় যা বলতে হবে

٥٧-٣٠٤. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ **إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ**، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي " .

ضعيف : المشكاة ٣٧٤، الارواء ٥٣، الضعيفة ٥٦٥٨ .

৫৭-৩০৪। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন পায়খানা থেকে বের হতেন তখন বলতেন ঃ "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীভূত করেছেন এবং নিরাপত্তা দান করেছেন"।[৫৬]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৩৭৪), ইরওয়াহ (৫৩), যঈফাহ্ (৫৬৫৮)।

١١– باب ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْخَلاَءِ وَالْخَاتَمِ فِي الْخَلاَءِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ পায়খানায় অবস্থানকালে মহান আল্লাহ্র যিক্র করা ও আংটি পরা

٥٨-٣٠٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ .

ضعيف : المشكاة ٣٤٣, ضعيف أبي داود ٤, مختصر الشمائل المحمدية ٥٧

---

[৫৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেছেন, যখন কোন সানাদে 'উবাইদুল্লাহ ইবনু যাহর, 'আলী ইবনু ইযায়ীদ এবং কাসিম একত্র হবে তাহলে সেটা তাদের হাতের তৈরী কারসাজি হবে.. ..। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৫৬] সানাদের ইসমাঈলের কারণে সানাদটি দুর্বল। সে হল মাক্কী। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে হাদীসে দুর্বল। আল্লামা বুসয়রী "আয-যাওয়ায়িদ" গ্রন্থে বলেছেন, সে সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। আর উপরোক্ত শব্দে হাদীসটি অপ্রমাণিত। **–ইরওয়াউল গালীল**

৫৮-৩০৬। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ পায়খানায় প্রবেশের সময় স্বীয় আংটি খুলে রাখতেন।[৫৭]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৩৪৩), যঈফ আবী দাউদ (৪), মুখতাসার শামায়িলি মাহমুদিয়্যাহ (৭৫)।

١٢- باب كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ গোসলখানায় পেশাব করা অপছন্দনীয়

٥٩-٣٠٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ **الْحَسَنِ**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَهْ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ إِنَّمَا هَذَا فِي الْحَفِيرَةِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ . فَمُغْتَسَلاَتُهُمُ الْجِصُّ وَالصَّارُوجُ وَالْقِيرُ فَإِذَا بَالَ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لاَ بَأْسَ بِهِ .

ضعيف بهذا التمام، والشطر الأول منه صحيح : المشكاة ٣٥٣و ضعيف أبي داود ٦.

৫৯-৩০৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় পেশাব না করে, কেননা তা হতেই যাবতীয় সংশয় সৃষ্টি হয়ে থাকে।

'আলী ইবনু মুহাম্মাদ ত্বনাফিসীয়্যু (রহ.) বলেন, এই নির্দেশ সেই সময়ের জন্য প্রযোজ্য, যখন গোসলখানা কাঁচা ছিল। এ যুগে যেহেতু গোসলখানা ইট, চুনা পাথর ও সুরকি দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে, সেহেতু কেউ পেশাব করে উক্ত স্থানে পানি ঢেলে দিলে দোষণীয় হবে না।[৫৮]

প্রথম অংশ ব্যতীত পুরোটাই দুর্বল ঃ মিশকাত (৩৫৩), যঈফ আবী দাউদ (৬০)।

١٤- باب فِي الْبَوْلِ قَاعِدًا

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ বসে পেশাব করা

---

[৫৭] আবূ দাউদস (১৯), নাসায়ী (৫২১৩), তিরমিযী (১৭৪৬)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান গরীব। ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন, এই হাদীসটি মুনকার। মুলতঃ আবূ দাউদের কথাটিই সঠিক। আর সেজন্যই জমহুর এটিকে দুর্বল বলেছেন। **-মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

হাদীসটি আরো বর্ণনা করেছেন ইবনু হিব্বান, হাকিম (১/১৮৭) আনাস সূত্রে। ইমাম হাকিম ও যাহাবী এতে নীরব থেকেছেন। **-তাহক্বীক্ব ঃ মাহ্দী রামারদাশ মুহাম্মাদ**

[৫৮] বুখারী (৪৮৪২), আবূ দাউদ (২৭), তিরমিযী (২১), নাসায়ী (৩৬)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব, অর্থাৎ দুর্বল। এর ত্রুটি হল, এটি "আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল হতে হাসান এর বর্ণনা । সানাদে হাসান একজন মুদাল্লিস এবং সে আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে। অতএব বর্তমান যুগের যারা একে সহীহ বলেছেন তাদের কথায় ধোঁকায় পড়া চলবে না। তবে গোসলখানায় পেশাব করা নিষেধের সম্পর্কে সহীহ হাদীস রয়েছে। দেখুন সহীহ আবী দাউদ (২১ নং)। **-মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

Contents

٦٠-٣١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ **عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ**، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ " يَا عُمَرُ لاَ تَبُلْ قَائِمًا " . فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ .

ضعيف : المشكاة ٣٦٣، الضعيفة ٩٣٤ .

৬০–৩১১। ‘উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখে বললেন ঃ হে ‘উমার! দাঁড়িয়ে পেশাব করবে না। এরপর আমি কখনোই দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।[৫৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৩৬৩), যঈফাহ্ (৯৩৪)।

٦١-٣١٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا .

ضعيف جدا : الضعيفة.

৬১–৩১২। জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করতে বারণ করেছেন।[৬০]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ ।

٦٢-٣١٣. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ - فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا - قَالَ الرَّجُلُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنْهَا . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْبَوْلُ قَائِمًا أَلاَ تَرَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ يَقُولُ قَعَدَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ .

৬২–৩১৩। আহমাদ বিন ‘আবদুর রহমান আল-মাখযুমী বলেন ঃ সুফ্ইয়ান সাওরী (রহ.) ‘আয়িশাহ ﷺ-এর বর্ণিত হাদীস ঃ “আমি তাঁকে ﷺ বসে পেশাব করতে দেখেছি” বর্ণনা করলেন।(ক) তখন জনৈক ব্যক্তি বলল ঃ এই হাদীস আমি তাঁর চেয়ে বেশি অবগত আছি।(খ)

আহমাদ ইবনু ‘আবদুর রহমান (রহ.) বলেন, আরবদের রীতি ছিল দাঁড়িয়ে পেশাব করা। তুমি কি তা ‘আবদুর রহমান ইবনু হাসান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীসে লক্ষ্য করনি? তিনি বলেছেন ঃ মহিলারা যেভাবে বসে পেশাব করে তিনি সেভাবে বসে পেশাব করতেন।[৬১](গ)

---

[৫৯] তিরমিযী (১২), হাকিম (৪/৩০২), তাম্মাম ‘আল্-ফাওয়ায়িদ’ (ক্বাফ ২/২১৩), বাইহাকী (১/১০২)। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, হাদীসের এই সানাদ দুর্বল। কারণ সানাদে ‘আব্দুল কারীম দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। **–যঈফাহ্**

[৬০] বাইহাকী (১/১১২)

[৬১] (ক) এই অনুচ্ছেদে তার হাদীসটি সহীহ গ্রন্থে রয়েছে। (খ) এর দ্বারা তিনি হুযাইফার হাদীসের দিকে ইশারা করেছেন, যা সহীহ ইবনে মাজাহ’তে আছে এর পূর্বের অনুচ্ছেদে। আর সেখানে রয়েছে যে, তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব

Contents

باب كَرَاهَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ وَالاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ -১৫

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ ও ইস্তিঞ্জা করা অপছন্দনীয়

٦٣-٣١٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ مَا تَغَنَّيْتُ وَلاَ تَمَنَّيْتُ وَلاَ مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

ضعيف جدا .

৬৩–৩১৬। ‘উসমান ইবনু ‘আফফান ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যখন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বাই‘আত গ্রহণ করেছি তখন থেকে আমি আর সঙ্গীত পরিবেশন করিনি, মিথ্যা কথা বলিনি এবং ডান হাতে আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি।

খুবই দুর্বল।

١٧– باب النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ পেশাব-পায়খানার সময় ক্বিবলাহমুখী হওয়া নিষেধ

٦٤-٣٢٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، مَوْلَى الثَّعْلَبِيِّينَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الأَسَدِيِّ، وَقَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ .

ضعيف : ضعيف أبي داود ٢ .

৬৪–৩২৪। নাবী ﷺ-এর সাহাবী মা‘কাল ইবনু আবী মা‘কাল আসাদী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দুই কিবলার দিকে মুখ করে মল-মুত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন।[৬২]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (২)।

١٨– باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْكُنُفِ وَإِبَاحَتِهِ دُونَ الصَّحَارَى

করেছেন। এটাই প্রমাণিত। –দেখুন, তামামুল মিন্নাহ (৬৪ পৃষ্ঠা) । (গ) তার হাদীসটি সহীহ ইবনে মাজাহ’তে আছে (অনুচ্ছেদ ২৬)। **–আলবানী**

[৬২] আহমাদ (১৭৩৮৩, ২৬, ৭৪৮), আবু দাউদ (১০)। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, বলা হয়, সানাদের আবূ যায়দ এর অবস্থা অজ্ঞাত। এ কারণে হাদীসটি দুর্বল। **–আয-যাওয়ায়িদ**

Contents

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ ঘরে ক্বিবলাহমুখী হয়ে ইস্তিঞ্জা করার অনুমতি আছে, তা মুবাহ; তবে উন্মুক্ত স্থানে করা যাবে না

٦٥-٣٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ **عِيسَى الْحَنَّاطِ**، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ . قَالَ عِيسَى فَقُلْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ فِي الصَّحْرَاءِ لاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّ الْكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ اسْتَقْبِلْ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ .

ضعيف جدا .

৬৫-৩২৭। ইবনু ‘উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমি দেখতে পেলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ বেষ্টনী সম্পন্ন টয়লেটে বসে আছেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডল কিবলার দিকে ছিল।

ঈসা (রহ.) বলেন ঃ আমি এ বিষয়ে শা‘বী (রহ.)-কে বললাম। তখন তিনি বললেন ঃ ইবনু ‘উমার ﷺ ও আবূ হুরাইরাহ ﷺ সত্যই বলেছেন। আবূ হুরাইরাহ ﷺ-এর উক্তি ঃ মাঠে-ময়দানে (উন্মুক্ত স্থানে) কেউ ক্বিবলার দিকে মুখ করবে না এবং ক্বিবলাকে পেছনে রাখবে না। আর ইবনু ‘উমার ﷺ-এর উক্তি ঃ অবশ্য ঘরের মাঝে কোন ক্বিবলা নেই। সুতরাং সেখানে তুমি যেদিকে ইচ্ছা মুখ ফিরাতে পার।[৬৩]

খুবই দুর্বল।

٦٦- ز : **٢٠**. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

قَالَ عِيسَى فَقُلْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ صَدَقَ أَبِي هُرَيْرَةْ و صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ فَأَنَّه كَنِيفُ صنعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَا قِبلَةَ (له) وَ تستقبل فِيهِ حَيْثُ شِئتَ .

ضعيف جدا .

৬৬-য ঃ ২০। ইবনু ‘উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর পায়খানায় ক্বিবলাহমুখী বসতে দেখেছি।

---

[৬৩] আহমাদ (৫৬৮২, ৫৭০৭, ৫৯০৫), বায়হাকী (১/৯৭), হাকিম (১/১৬৭)। সানাদের ঈসা ইবনু আবী ঈসা হান্নাত্বকে আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। দেখুন, সামনের ৮৪৯ নং হাদীসের টীকা।

'ঈসা (রহ.) বলেন ঃ আমি এ বিষয়ে শা'বী (রহ.)-কে বললাম। তখন তিনি বললেন আবূ হুরাইরাহ ও ইবনু 'উমার সত্যই বলেছেন। কেননা ঘরটি নাবী (সা.) এর জন্য বানানো হয়েছিল,যার কিবলা ছিল না। সুতরাং সেখানে যেদিকে ইচ্ছা মুখ ফিরানো যাবে।[৬৪]

খুবই দুর্বল।

٦٧-٣٢٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ **حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ**، عَنْ **خَالِدٍ الْحَذَّاءِ**، عَنْ **خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ**، عَنْ **عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ**، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ فَقَالَ " أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ " .

ضعيف : الضعيفة ٩٤٧.

৬৭-৩২৮। 'আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এমন সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা হলো যারা (প্রস্রাব-পায়খানার সময়) স্বীয় লজ্জাস্থানকে ক্বিবলামুখী করতে অপছন্দ করে। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তাদের ঐরূপ করতে দেখেছি। তোমরা প্রস্রাব-পায়খানার সময় ক্বিবলাহমুখী হয়ে বসবে।[৬৫]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৯৪৭)।

١٩- باب الاِسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ পেশাব করার পর পবিত্রতা অর্জন

٦٨-٣٣٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا **زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ**، عَنْ **عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ الْيَمَانِيِّ**، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " .

ضعيف : الضعيفة ١٦٢١.

---

[৬৪] আহমাদ (৫৬৮২, ৫৭০৭, ৫৯০৫), বায়হাকী (১/৯৭), হাকিম (১/১৬৭)। সানাদের ঈসা ইবনু আবী ঈসা হান্নাত্বকে আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। দেখুন, সামনের ৮৪৯ নং হাদীসের টিকা।

[৬৫] বুখারী 'তারীখুল কাবীর' তাহাভী (২/৩৩৬), দারাকুতনী (২২), তায়ালিসি (১/৪৬), আহমাদ, ইবনু আসাকির (৫/৫৩৭/১)। এই সানাদটি দুর্বল। কারণ এর বহু সমস্যা রয়েছে। (১) সানাদে হাম্মাদ ইবনু সালামার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে..। (২) সানাদে খালিদ আল হায্যার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে..। (৩) খালিদ ইবনু আবী সাল্ত অজ্ঞাত লোক। তিনি ন্যায় পরায়নতার দিক দিয়ে অপ্রসিদ্ধ এবং আয়ত্ব শক্তির দিক দিয়ে অপরিচিত। ইমাম আহমাদ বলেছেন, তিনি পরিচিত নন। আব্দুল হাক্ব ইশাবীলী বলেছেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তাকে চেনা যায় না। হাদীসটি খালিদ হায্যা তার সূত্রে এটা বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি মুনকার। (৪) খালিদ ইবনু আবী সাল্ত, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী জা'ফর ইবনু রাবীআহর বিপরীত করেছেন..। (৫) সানাদে 'আরাক ও 'আয়িশার মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। (৬) এবং ভাষার মধ্যে অপ্রিয় বস্তু রয়েছে। **–যঈফাহ্**

৬৮–৩৩০। ইয়াযদাদ ইয়ামানী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ পেশাব করবে, তখন স্বীয় লজ্জাস্থান তিনবার পবিত্র করে নিবে।[৬৬]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৬২১)।

٢٠ - باب مَنْ بَالَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ যে ব্যক্তি পেশাব করার পর উযূ করেনি

٦٩-٣٣١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى التَّوْأَمِ**، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ يَبُولُ فَاتَّبَعَهُ عُمَرُ بِمَاءٍ فَقَالَ " مَا هَذَا يَا عُمَرُ " . قَالَ مَاءٌ . قَالَ " مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً "

ضعيف : المشكاة ٣٦٨، ضعيف أبي داود ٩ .

৬৯–৩৩১। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ পেশাব করার জন্য বেরুলেন। 'উমার ﷺ পানি নিয়ে তাঁর পিছে-পিছে চললেন। তখন তিনি বললেন ঃ হে 'উমার! এটা কি? 'উমার ﷺ বললেন ঃ পানি। তিনি ﷺ বললেন ঃ যখনই আমি পেশাব করি, তখনই 'উযূ করার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়নি। আমি এরূপ করলে তা সুন্নাতে (মুয়াক্কাদায়) পরিণত হয়ে যাবে।[৬৭]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৩৬৮), যঈফ আবী দাউদ (৯)।

٢١ - باب النَّهْىِ عَنِ الْخَلاَءِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ চলাচলের পথে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ

٧٠-٣٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا **ابْنُ لَهِيعَةَ**، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ يُضْرَبَ الْخَلاَءُ عَلَيْهَا أَوْ يُبَالَ فِيهَا .

ضعيف : الارواء ١ | ١٠١ و ١٠٢ و ٣١٩ .

---

[৬৬] আহমাদ (১৮৫৭৪, ১৮৫৭৫), ইবনু আবূ শাইবাহ (১/১২/২)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, যামআহ ইবনু সালীহ দুর্বল। –**যঈফাহ্**

ইবনু হাজার বলেছেন, সানাদে ঈসা অজ্ঞাত লোক, এবং তার পিতা সাহাবী কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। –তাখরীজ ঃ **ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৬৭] আহমাদ (২৪১২২), আবূ দাউদ (৪২)। এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ হল, এটি "আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াহইয়া আত্-তাওয়াম এর বর্ণনা, ইবনু আবী মুলাইমা হতে তার মাতা থেকে 'আয়িশা সূত্রে। সানাদের এই "আব্দুল্লাহ সম্পর্কে হাফিয বলেছেন, সে দুর্বল। তাছাড়া তার বিপরীত করেছেন আইয়ূব সাখতায়ানী। তিনি বলেছেন, "আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মুলাইকা হতে "আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস সূত্রে ঃ রাসূল (সাঃ) .. ।(হাদীস)। এটি বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ (৩৭৬), এর সানাদ বুখারী শর্তে সহীহ।- **মিশকাতঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

৭০-৩৩৪। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ চলাচলের রাস্তায় সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অথবা তিনি সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করতেও নিষেধ করেছেন।[৬৮]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (১/১০১, ১০২, ৩১৯)।

٢٣- باب الارْتِيَادِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ পেশাব-পায়খানার সময় পর্দা করা

٧١-٣٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَنْ لاَكَ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْخَلاَءَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَمْدُدْهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ ابْنِ آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ " -

ضعيف : ضعيف ابي داود ٨ ، ضعيفة ١٠٢٨، لكن الأمر بايتار الاستجمار صحيح ، وهو في الصحيح ٤٤- باب .

৭১-৩৪১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ ঢিলা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে চাইলে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। যে এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো। আর যে এরূপ করলো না, তার কোন দোষ নেই। আর কেউ খিলাল করলে, যেন দাঁতের ফাঁক থেকে নির্গত জিনিস বাইরে নিক্ষেপ করে। কারোর মুখ থেকে লালা বের হলে, সে যেন তা গিলে ফেলে। যে এরূপ করল, সে উত্তম কাজ করল। আর যে এরূপ করল না, তার কোন অসুবিধা নেই। আর কেউ পায়খানায় গমন করলে যেন পর্দা করে। অন্য কিছু না পেলে বালুর স্তূপ করে তার মাধ্যমে পর্দা করবে। কেননা শায়ত্বন বানী আদামের মলদ্বার নিয়ে খেলা করে। যে এরূপ করল, সে উত্তম কাজ করল। আর যে এরূপ করল না, তার কোন দোষ নেই।[৬৯]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাঊদ (৮), যঈফাহ্ (১০২৮)। কিন্তু বিজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করার বিধানটি সহীহ। এর প্রমাণ রয়েছে সহীহ ইবনু মাজাহ- অনুচ্ছেদ (৪৪)।

و في رواية " وَمَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ لاَكَ فَلْيَبْتَلِعْ "

ضعيف دون قوله : (من اكتحل فليوتر) .

---

[৬৮] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। তবে এর মাতানের সহীহ শাওয়াহিদ আছে। (সানাদে ইবনু লাহী'আহ দুর্বল বর্ণনাকারী)। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৬৯] দারিমী (১/১৬৯-১৭০), তাহাভী (১/৭২), ইবনু হিব্বান (১৩২), বায়হাক্বী (১/৯৪, ১০৫), আহমাদ (২/৩৭১)। সানাদে হুসাইন হুবরানী অজ্ঞাত ব্যক্তি। যেমন হাফিয বলেছেন 'আত্-তালখীস' (৩৭ পৃষ্ঠা), অনুরূপ আত্-তাক্বরীব। খাযরাজীর 'আল-খুলাসাহ' গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম যাহাবী বলেছেন, তাকে চেনা যায়নি। **–যঈফাহ**

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কেউ সুরমা ব্যবহার করলে যেন বিজোর সংখ্যক করে। যে এমনটি করল, সে ভালই করল। আর যে এরূপ করল না, তার কোন দোষ নেই। কারো মুখ থেকে কিছু বের হলে সে যেন তা উদগীরণ করে ফেলে দেয়।

দুর্বল, তবে (من اكتحل فليوتر) কথাটি বাদে।

٧٢-٣٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ**، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الشِّعْبِ فَبَالَ حَتَّى أَنِّي آوِي لَهُ مِنْ فَكِّ وَرِكَيْهِ حِينَ بَالَ .

ضعيف .

৭২–৩৪৫। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মল-মূল ত্যাগ করার জন্য পাহাড়ের গিরিপথে চলে যেতেন। তিনি যখন পেশাব করতেন, তখন আমি তাঁর পিছন দিকে আঁড় হয়ে থাকতাম।[৭০]

দুর্বল।

٢٨– باب الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা

٧٣-٣٦٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ **جَابِرٍ**، عَنْ **زَيْدٍ الْعَمِّيِّ**، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ ثَلاَثًا . قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَعَلْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً وَطُهُورًا .

ضعيف .

৭৩–৩৬২। 'আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ মলদ্বার তিনবার ধৌত করতেন। ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন ঃ আমরা এর উপর 'আমাল করেছি এবং আমরা একে নিরাময় ও পবিত্র হিসাবে পেয়েছি।[৭১]

দুর্বল।

---

[৭০] বায়হাকী (২/৪১২)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেছেন, সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু জাকওয়ান হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইবনু হিব্বান প্রথমে তাকে 'আস-সিকাত' এ উল্লেখ করে পরে তাকে 'আয-যুআফা' গ্রন্থে তুলে ধরেন এবং বলেন, তার দ্বারা দলিল গ্রহণ বর্জিত। ইমাম নাসায়ী ও দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭১] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদে যায়দ 'আম্মী দুর্বল। এছাড়া সানাদে জাবির আল-জো'ফী রয়েছে। তাকে যদিও সো'বা ও সুফিয়ান নির্ভরযোগ্য বলেছেন কিন্তু আইয়ূব সাখতায়ানী বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

٣٠- باب تَغْطِيَةِ الإِنَاءِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ পাত্র ঢেকে রাখা

٧٤-٣٦٧. حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا **حَرِيشُ بْنُ الْخِرِّيتِ**، أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَضَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً إِنَاءً لِطَهُورِهِ وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ .

ضعيف .

৭৪-৩৬৭। 'আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য রাতে তিনটি পানির পাত্র মুখ বন্ধ করে রেখে দিতাম। একটি পাত্র উযূর জন্য, একটি মিসওয়াকের জন্য আর অন্যটি পান করার জন্য।[৭২]

দুর্বল।

٧٥-٣٦٧ . حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا **مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ**، حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ وَلاَ صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلاَّهَا بِنَفْسِهِ .

ضعيف جدا : الضعيفة ٤٢٥٠.

৭৫-৩৬৭। ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উযূর পানি কারো নিকট হস্তান্তর করতেন না এবং সেই সম্পদও হস্তান্তর করতেন না, যা তিনি সদাক্বাহ করতেন। বরং তিনি নিজেই তা নিজ সম্পন্ন করতেন।[৭৩]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪২৫০)।

٣٢- باب الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে উযূ করা এবং এ ব্যাপারে অনুমতি প্রসঙ্গে

٧٦-٣٧٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْهِرَّةُ لاَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ لأَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ " .

---

[৭২] আবূ দাউদ (৫৬, ১৩৪৬), বায়হাকী (১/২৪৭)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এটি দুর্বল। কেননা সানাদে হারীশ ইবনু খিররীত এর দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৩] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে মুত্বাহ্হার ইবনু হাইসাম এর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

ضعيف : أعله ابن خزيمة بالوقف : تعليقي علي صحيح ابن خزيمة ٨٢٨ و ٩٢٩، الضعيفة ٢١٥١ .

৭৬–৩৭৫। আবূ হুরাইরাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বিড়াল সলাত নষ্ট করে না। কেননা সে ঘরের আসবাবেরই অন্তর্ভুক্ত।[৭৪]

দুর্বল ঃ ইবনু খুযাইমাহ একে মাওকুফ বলে দোষী করেছেন ঃ তা'লীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ (৮২৮, ৮২৯), যঈফাহ্ (১৫১২)।

٣٤– باب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ স্ত্রীর ব্যবহৃত উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার নিষেধ

٧٧–٣٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ **الْحَارِثِ**، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ.

ضعيف .

৭৭–৩৮১। 'আলী ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এবং তাঁর পরিবার একই পাত্র হতে গোসল করতেন। তবে তাঁদের একজন অন্যজনের অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করতেন না।[৭৫]

দুর্বল।

٣٧– باب الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ নাবীয নামক শরবত দিয়ে উযূ করা

٧٨–٣٩٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ **أَبِي زَيْدٍ**، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ " عِنْدَكَ طَهُورٌ " . قَالَ لاَ إِلاَّ شَىْءٌ مِنْ نَبِيذٍ فِي إِدَاوَةٍ . قَالَ " تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ " . فَتَوَضَّأَ .

ضعيف : ضعيف أبي داود ١٠، المشكاة ٤٨٠ .

---

[৭৪] ইবনু খুযাইমাহ (৮২৮), ইবনু আদী 'কামিল' (২২৯-২৩০), হাকিম (১/২৫৪-২৫৫)। হাদীসের সানাদে 'আব্দুর রহমান ইবনু আবূ যিনাদ এর স্মরণশক্তির ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। **–যঈফাহ্**

[৭৫] আহমাদ (৫৭৩)। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। **–আয-যাওয়ায়িদ**

আহমাদ শাকির বলেন, সানাদের হারিস এর কারণে এর সানাদটি খুবই দুর্বল। **–তাহক্বীক্ব ঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (রহঃ)**

Contents

৭৮–৩৯০। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ লাইলাতুন জিন্ন-এ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে উযূর পানি আছে কি? তিনি বললেন ঃ না; অবশ্য একটি পাত্রে কিছু নাবীয আছে। তিনি ﷺ বললেন ঃ খেজুর পবিত্র এবং পানিও পবিত্র। অতঃপর তিনি উযূ করলেন।[৭৬]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (১০), মিশকাত (৪৮০)।

٧٩–٣٩١. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا **ابْنُ لَهِيعَةَ**، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ " مَعَكَ مَاءٌ " . قَالَ لاَ إِلاَّ نَبِيذًا فِي سَطِيحَةٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ صُبَّ عَلَىَّ " . قَالَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ بِهِ .

ضعيف : ضعيف لأبي داود أيضا .

৭৯–৩৯১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ ইবনু মাস'উদ ﷺ-কে লাইলাতুন জিন্ন-এ বললেন ঃ তোমার কাছে পানি আছে কি? তিনি বললেন, না, অবশ্য একটি পাত্রে নাবীয আছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ খেজুর পবিত্র এবং পানিও পবিত্র। আমাকে তা ঢেলে দাও। তখন আমি তাঁকে নাবীয ঢেলে দিলে তিনি তা দিয়ে উযূ করেন।[৭৭]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ।

٣٩– باب الرَّجُلِ يَسْتَعِينُ عَلَى وُضُوئِهِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ উযূ করতে অন্যের সাহায্য গ্রহণ এবং তার পানি ঢালার বর্ণনা

٨٠–٣٩٧. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي **الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ**، حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ الأَزْدِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فِي الْوُضُوءِ .

ضعيف .

---

[৭৬] তিরমিযী (৭৭), আবূ দাউদ (৮৪), আহমাদ (৩৭৭৩, ৪২৮৪)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসের মূল বিষয় বর্তায় আবূ যায়িদ এর উপর। সে হাদীস বিশারদগণের নিকট অজ্ঞাত। যেমনটি তিরমিযী ও অন্যরা উল্লেখ করেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

(আবূ যায়িদ অজ্ঞাত) সেজন্যই ইমাম বাগাবী শারহে সুন্নাহ গ্রন্থে বলেছেন, তার হাদীস প্রতিষ্ঠিত নয়। **–মিশকাতঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

[৭৭] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, ইবনু 'আব্বাসের হাদীসটিতে গ্রন্থকার একক হয়ে গেছেন। এর সানাদে ইবনু লাহী'আহ দুর্বল। **–আয-যাওয়ায়িদ**

৮০-৩৯৭। সাফওয়ান ইবনু 'আসসাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সফরে ও বাড়িতে থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর উযূর পানি ঢেলে দিতাম।[৭৮]

দুর্বল।

٨١-٣٩٨. حَدَّثَنَا كُرْدُوسُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ رَوْحٍ، حَدَّثَنَا أَبِي رَوْحُ بْنُ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ أُمِّ عَيَّاشٍ، وَكَانَتْ، أَمَةً لِرُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ أُوَضِّئُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ .

ضعيف .

৮১-৩৯৮। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেয়ে রুকাইয়াহ ﷺ-এর দাসী উম্মু 'আইয়্যাশ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযূ করাতাম। আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম, আর তিনি বসে থাকতেন।[৭৯]

দুর্বল।

٤٠ – باب الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ هَلْ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ কোন ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করাবে কি?

٨٢-٤٠١. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَلاَ عَلَى مَا وَضَعَهَا " .

منكر بزيادة : (ولا علي ما وضعها) ، وهو في م دونها : صحيح لأبي داود ٩٣ .

৮২-৪০১। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠার পর উযূ করার ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন তার হাত ধোয়ার পূর্বে পানিতে প্রবেশ না করায়। কেননা সে অবহিত নয় যে, তার হাত কোথায় রাত্রি যাপন করেছে এবং তার হাত সে কোথায় রেখেছিল।

মুনকার এই অতিরিক্ত অংশের কারণে ঃ (ولا علي ما وضعها) , মুসলিমে এ অংশটি বাদে বর্ণিত আছে, সহীহ আবী দাউদ (৯৩)।

---

[৭৮] এর সানাদে ওয়ালীদ ইবনু উকবাহ অজ্ঞাত লোক। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ মাজহুল। আর সানাদের 'আব্দুল কারীম সম্পর্কে মতভেদ আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٤١ - باب مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ উযূর সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা

٨٣-٤٠٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ **عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ** بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُحِبُّ الأَنْصَارَ ".

منكر بالشطر الثاني : الضعيفة ٢١٦٦ و ٤٨٠٦ .

৮৩-৪০৬। সাহল ইবনু সা'দ সা'য়িদী ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যার উযূ নেই, তার সলাত নেই। যে লোক উযূর সময় বিসমিল্লাহ বলে না, তার উযূ হয় না। যে লোক নাবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করে না, তার সলাত হয় না। আর যে লোক আনসারদের ভালবাসে না, তারও সলাত হয় না।[৮০]

দ্বিতীয় বাক্যটি মুনকার ঃ যঈফাহ্ (২১৬৬, ৪৮০৬)।

٤٥ - باب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ উযূর অঙ্গ একবার একবার করে ধোয়া

٨٤-٤١٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ، عَنْ **ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ الثُّمَالِيِّ**، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ قُلْتُ لَهُ حُدِّثْتَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ نَعَمْ .

ضعيف : المشكاة ٤٢٢ .

৮৪-৪১৬। সাবিত ইবনু আবী সফীয়্যাহ সুমালী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ জা'ফার ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ উযূর অঙ্গ একবার করে ধৌত করেছেন? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ। আমি বললাম ঃ তিনি কি দু'বার দু'বার এবং তিনবার তিনবার করেও উযূর অঙ্গ ধৌত করতেন। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।[৮১]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪২২)।

---

[৮০] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওযায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এটি দুর্বল। সানাদে "আব্দুল্লাহ মুহাইমিন সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৮১] তিরমিযী (৪৫)। সানাদে সাবিত ইবনু আবী সাফিয়্যাহ হল, আবূ হামযাহ শুমালী। সে দুর্বল। **-মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

٤٧– باب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ উযূর অঙ্গসমূহ একবার, দু'বার এবং তিনবার করে ধোয়া

٥٨–٤٢٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنِي مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنِي **عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ " هَذَا وُضُوءُ مَنْ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً إِلاَّ بِهِ " . ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ " هَذَا وُضُوءُ الْقَدْرِ مِنَ الْوُضُوءِ " . وَتَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَقَالَ " هَذَا أَسْبَغُ الْوُضُوءِ وَهُوَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ " .

ضعيف جدا : الضعيفة ٤٧٣٥، الارواء ٨٥، التعليق الرغيب .

৮৫–৪২৫। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ উযূর অঙ্গগুলো একবার-একবার করে ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ এটা এমন উযূ যা ব্যতীত আল্লাহ সলাত কবূল করেন না। অতঃপর তিনি উযূর অঙ্গ দু'বার দু'বার করে ধৌত করলেন এবং বললেন ঃ এই উযূই যথেষ্ট। অতঃপর তিনি উযূর অঙ্গ তিনবার-তিনবার করে ধৌত করলেন এবং বললেন ঃ এটা হলো পরিপূর্ণ উযূ। এটাই আমার উযূ এবং আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম ('আ.)-এরও উযূ। যে ব্যক্তি এভাবে উযূ করবে এবং উযূর শেষে বলবে ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল" তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খোলা হবে, যে দরজা দিয়েই ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৮২]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফা (৪৭৩৫), ইরওয়াহ (৮৫), তা'লীকুর রাগীব (১/৯৮)।

٨٦–٤٢٦. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَعْنَبٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ**، عَنْ **زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ**، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ

---

[৮২] দারাকুতনী (৩০), বায়হাকী (১/৮০), আহমাদ (৫৭৩৫) এবং আবূ ইয়ালা (২৬৭/২)। হাদীসের সানাদে যায়দ আম্মী দুর্বল। যেমন 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে রয়েছে। আর 'আত-তালখীস' গ্রন্থে (৩০) এসেছে, সে মাতরুক। হাফিয (রহঃ) 'ফাত্হ' গ্রন্থে হাদীসটির দুর্বলতার প্রতি দৃঢ়মত ব্যক্ত করে বলেন, "হাদীসটি দুর্বল। এটি ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। এর আরো অন্যান্য সানাদ রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি দুর্বল।" ইমাম তাইমিয়্যাহও একে দুর্বল বলেছেন, 'ইখতিয়ারাত' গ্রন্থে (১১)। **-ইরওয়াউল গালীল**

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ " هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ " . أَوْ قَالَ " وُضُوءٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً " . ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ " هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الأَجْرِ " . ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا فَقَالَ " هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي " .

ضعيف : الضعيفة أيضا, الارواء ٨٥ .

৮৬-৪২৬। উবাই ইবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ পানি চাইলেন। এরপর তিনি একবার-একবার করে উযূর অঙ্গ ধৌত করলেন এবং বললেন ঃ এটা হচ্ছে উযূর আবশ্যকীয় রূপ অথবা তিনি বললেন ঃ এটা ঐ ব্যক্তির উযূ, যা ব্যতীত আল্লাহ তার সলাত কবূল করবেন না। এরপর তিনি উযূর অঙ্গগুলো দু'বার-দু'বার করে ধুলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ এটা ঐ ব্যক্তির উযূ, যে এভাবে উযূ করবে, আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। অতঃপর তিনি উযূর অঙ্গ তিনবার-তিনবার করে ধৌত করলেন এবং বললেন ঃ এটা হচ্ছে আমার ও আমার পূর্ববর্তী নাবী-রসূলগণের উযূ।[৮৩]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্, ইরওয়াহ (৮৫)।

٤٨- باب مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوَضُوءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّعَدِّي فِيه

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ সঠিকভাবে উযূ করা এবং তাতে সীমালঙ্ঘন না করা

٨٧-٤٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا **خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ**، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ وَلَهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ " .

ضعيف جدا : المشكاة ٤١٩ .

৮৭-৪২৭। উবাই ইবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় উযূর জন্য একটি শায়ত্বন রয়েছে যাকে 'ওয়ালাহান' বলা হয়। অতএব তোমরা পানির সংশয় হতে সাবধানতা অবলম্বন করবে।[৮৪]

খুবই দুর্বল ঃ মিশকাত (৪১৯)।

---

[৮৩] দারাকুতনী। এটি দুর্বল হওয়ার কারণ হল, সানাদের যায়দ ও তার সূত্রে বর্ণনাকারী দুর্বল। **-ইরওয়াউল গালীল** আল্লামা বুসয়রীও তাদের দুজনকে দুর্বল বলেছেন 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৮৪] তিরমিযী (৫৭)। তিনি বলেন, এই হাদীসটি গরীব। হাদীস বিশারদগণের দৃষ্টিতে এর সানাদ মজবুত নয়। কেননা খারিজাহ ব্যতিত কেউ এর সানাদ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। আর সে আমাদের সাথীগণের নিকট শক্তিশালী নয়। আসলে সে খুবই দুর্বল। হাফিয "আত-তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন, সে মাতরুক, সে মিথ্যাবাদীদের সূত্রে হাদীস তাদলীস করত। বলা হয়, ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। **-মিশকাতঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

ইবনুল মুবারক তাকে দুর্বল বলেছেন। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٨٨- ٤٣٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً يَتَوَضَّأُ فَقَالَ " لاَ تُسْرِفْ لاَ تُسْرِفْ " .

موضوع : الضعيفة ٤٧٨٢.

৮৮-৪৩০। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে উযূ করতে দেখে বলেন ঃ অপচয় করো না, অপচয় করো না।[৮৫]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (৪৭৮২)।

٨٩- ٤٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا **ابْنُ لَهِيعَةَ**، عَنْ **حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيِّ**، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ " مَا هَذَا السَّرَفُ " . فَقَالَ أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ " نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ " .

ضعيف : الضعيفة أيضا, الارواء ١٤٠, المشكاة ٤٢٧, الرد علي بليق ٩٨ .

৮৯-৪৩১। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ﷺ-এর নিকট গেলেন। তখন তিনি উযূ করছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এটা কিরূপ অপচয়? (সা'দ) বললেন ঃ উযূতেও অপচয় আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। যদিও তুমি প্রবাহমান পানির উপর অবস্থান কর না কেন।[৮৬]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্, ইরওয়াহ (১৪০), মিশকাত (৪২৭), রাদ্দু 'আলা বালীক্ব (৯৮)।

٥٠ - باب مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ দাড়ি খিলাল করা

٩٠- ٤٣٨. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الْوَاحِدِ** بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ثُمَّ شَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا.

ضعيف : صحيح أبي داود أيضا .

---

[৮৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে বাক্বিয়্যাহ একজন মুদাল্লিস। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৮৬] আহমাদ (২/২২১)। এর সানাদ দুর্বলহওয়ার কারণ হল, সানাদে ইবনু লাহী'আহ র স্মৃতি বিভ্রাট রয়েছে। এজন্যই হাফিয 'আত-তালখীস' গ্রন্থে এর সানাদকে দুর্বল বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। অনুরূপ আল্লামা বুসয়রী 'যাওয়ায়িদে' (ক্বাফ ৩২/৪) বলেছেন, সানাদটি হাই ইবনু ''আব্দুল্লাহ ও ''আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী'আহ র দুর্বলতার কারণে দুর্বল। **–ইরওয়াউল গালীল**

৯০-৪৩৮। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ উযূ করার সময় স্বীয় কপালের দুই পাশ (ধীরে ধীরে) ঘষতেন। অতঃপর তিনি স্বীয় আঙ্গুল দিয়ে নীচের দিক হতে দাড়ি খেলাল করতেন।[৮৭]

দুর্বল ঃ সহীহ আবী দাঊদ।

٥٤- باب تَخْلِيلِ الأَصَابِعِ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ আঙ্গুল খিলাল করা

٩١-٤٥٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا **مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، حَدَّثَنِي أَبِي**، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ.

ضعيف : المشكاة ٤٢٩ .

৯১-৪৫৫। আবূ রাফি' ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন উযূ করতেন, তখন স্বীয় আংটি নাড়াচাড়া করতেন।[৮৮]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪২৯)।

٥٨- باب مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ উযূ করার পর পানি ছিটানো

٩٢-٤٦٨. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَمَةَ الْيَحْمَدِيُّ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا **الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ**، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ".

ضعيف : ١٣١٢ ، الصحيحة ٢ | ٥١٩-٥٢، المشكاة ٣٦٧ .

৯২-৪৬৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি যখন উযূ করবে, তখন পানি ছিটিয়ে দিবে।[৮৯]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৩১২), সহীহাহ (২/৫১৯-৫২০), মিশকাত (৩৬৭)।

---

[৮৭] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আব্দুল ওয়াহিদ রয়েছে। তার ব্যাপারে মতভেদ আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৮৮] হাদীসের সানাদে মা'মার ও তার পিতা রয়েছে। ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, তারা দু'জনেই দুর্বল। আর বর্ণনাটি সহীহ নয়। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে মা'মার ও তার পিতাকে দুর্বল বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

(উল্লেখ্য হাদীসটি দারাকুতনীতেও বর্ণিত আছে তিনটি সানাদে। সেগুলো অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল হবার কারণ আল্লামা আলবানী মিশকাতের তাহক্বীক্বে -৪২৯ নং এ তুলে ধরেছেন।)

[৮৯] তিরমিযী (১/৭১/৫০), উকাইলী (৮৫পৃ:)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। আমি মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী)-কে বলতে শুনেছি, সানাদের হাসান ইবনু 'আলী হাশিমী হাদীস বর্ণনায় মুনকার। মুলতঃ সানাদের হাসান ইবনু 'আলী সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। **–যঈফাহ্**

٥٩- باب الْمَنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ উযূ ও গোসলের পর রুমাল ব্যবহার

٩٣-٤٧١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ**، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ .

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

৯৩-৪৭১। ক্বায়স ইবনু সা'দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাদের কাছে এলেন, আমরা তাঁর গোসলের জন্য পানি রাখতাম। ফলে তিনি গোসল করলেন। অতঃপর আমি তাঁর নিকট একটি রঙ্গীন চাদর নিয়ে আসলাম। তিনি স্বীয় শরীরে তা জড়ালেন। মনে হচ্ছে আমি যেন তাঁর পেটের উপর কুসুম বর্ণের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।[৯০]

দুর্বল ঃ তালীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

٦٢- باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ ঘুম থেকে জেগে উযূ করা

٩٤-٤٨١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ أَبِي مَطَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ نَوْمُهُ ذَلِكَ وَهُوَ جَالِسٌ . يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ .

منكر : صحيح ابي داود ١٢٢٩ .

৯৪-৪৮১। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ কখনো বসে নিদ্রা যেতেন।[৯১]

মুনকার ঃ সহীহ আবী দাঊদ (১২২৯)।

٦٤- باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযূ না করার অনুমতি

٩٥-٤٨٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ طَلْقٍ الْحَنَفِيَّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ " لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ".

---

[৯০] আবূ দাঊদ (৫১৮৫), আহমাদ (১৫-৫০, ২৩৩৩২)। আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির বলেছেন, সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু শুরাহবীল সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম নীরব থেকেছেন। আর ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার তাকে মাজহুল বলেছেন। – **তাহক্বীক্ব ঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (রহঃ)**

[৯১] বাইহাকী (১/১৫০)

Contents

ضعيف جدا : وفي الصحيح ما يغني عنه، فراجعه .

৯৫–৪৮৯। আবূ উমামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। ফলে তিনি বললেন ঃ এটাতো তোমার শরীরের অংশ বিশেষ।[৯২]

খুবই দুর্বল ঃ সহীহ গ্রন্থে এর উপর প্রাধান্যযোগ্য হাদীস রয়েছে। অতত্রব সেখানে দেখুন।

٦٥- باب الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযূ করা

٩٦-٤٩٢. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدِ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَيَقُولُ صُمَّتَا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

ضعيف .

৯৬–৪৯২। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তাঁর উভয় কানে স্বীয় দু'হাত রেখে বলতেন, এই কানদ্বয় বধির হয়ে যাক, যদি আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে না শুনে থাকি। তিনি ﷺ বলেছেন ঃ আগুনে স্পর্শ করা (পাকানো) জিনিস খাওয়ার পর তোমরা উযূ করবে।[৯৩]

দুর্বল।

٦٧- باب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ উটের গোশত খাওয়ার পর উযূ করা

٩٧-٥٠١. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - وَكَانَ ثِقَةً وَكَانَ الْحَكَمُ يَأْخُذُ عَنْهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ " .

ضعيف : صحيح أبي داود ١٧٧..

৯৭–৫০১। উসায়দ ইবনু হুযায়র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা বকরীর দুধ পান করার পর উযূ করবে না, তবে উটের দুধ পান করলে উযূ করবে।[৯৪]

---

[৯২] তিরমিযী (৮৫), নাসায়ী (১৬৫), আবূ দাউদ (১৮২), আহমাদ (১৫৮৫৭)।

[৯৩] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে খালিদ ইবনু ইয়াযীদকে একদল নির্ভরযোগ্য বলেছেন আর অন্যদল বলেছেন দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৯৪] আহমাদ (১৮৬১৭)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত এর দুর্বলতা ও তাদলীসের কারণে এর সানাদটি দুর্বল। তাছাড়া অন্যরা তার বিপরীত করেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

দুর্বল ঃ সহীহ আবী দাঊদ (১৭৭)।

٩٨-٥٠٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا **بَقِيَّةُ**، عَنْ **خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ** بْنِ هُبَيْرَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : (قلت فذكر مثله ، و فيه جمل اخرى أوردته من أجلها في الصحيح).

৯৮–৫০২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ--।

(আমি (আলবানী) বলি, অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। আর তাতে ভিন্ন কয়েকটি বাক্য রয়েছে , সেজন্য আমি তা "সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।)[৯৫]

٦٨- باب الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ দুধ পানের পর কুলি করা

٩٩-٥٠٦. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ حَلَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاةً وَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ وَقَالَ " إِنَّ لَهُ دَسَمًا " .

ضعيف عن أنس ، وثبت عنه خلافه ، لكنه صح من حديث ابن عباس ، وهو في الصحيح رقم : ٥٠٣ .

৯৯–৫০৬। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বকরীর দুধ দোহন করে তা পান করলেন। অতঃপর তিনি পানি চাইলেন এবং তাঁর মুখে পানি নিয়ে কুলি করে বললেন নিশ্চয় এতে চর্বি রয়েছে।

আনাস সূত্রে দুর্বল। তবে এর সূত্রে তার বিপরীত বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু বিষয়টি ইবনু 'আব্বাসের হাদীসে সহীহ প্রমাণ হয়েছে। আর এটি রয়েছে সহীহ ইবনু মাজাহ (ক্রমিক নং ৫০৩)।

٦٩- باب الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ চুমু দেয়ার পর উযূ করা

١٠٠-٥٠٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ **حَجَّاجٍ**، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ **زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ**، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ وَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ وَرُبَّمَا فَعَلَهُ بِي.

ضعيف

---

[৯৫] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদে বাক্বিয়্যাহ ইবনু ওয়ালীদ মুদাল্লিস এবং সে আন্ আন্ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে। সানাদে খালিদ ইবনু 'উমার এর অবস্থা অজ্ঞাত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

বর্ণনাকারীর নাম 'উমার হওয়াটাই সঠিক। যেসব পাণ্ডুলিপিতে 'আমর রয়েছে তা ভুল। **-আলবানী**

১০০-৫০৮। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ উযূ করতেন। অতঃপর চুমু দিতেন এবং সলাত আদায় করতেন কিন্তু (পুনরায়) উযূ করতেন না। তিনি প্রায়ই আমার সাথে এমন আচরণ করতেন।[৯৬]

দুর্বল।

٧٠– باب الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْىِ

অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ মযী বের হলে উযূ করা

١٠١–٥١٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي حَبِيبِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَمَعَهُ عُمَرُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ مَذْيًا فَغَسَلْتُ ذَكَرِي وَتَوَضَّأْتُ . فَقَالَ عُمَرُ أَوَ يُجْزِئُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ . قَالَ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ .

ضعيف الإسناد .

১০১-৫১২। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি 'উমার ﷺ-কে সাথে নিয়ে উবাই ইবনু কা'ব ﷺ-এর নিকট আসেন। ফলে তিনি তাঁদের সম্মুখে বেরিয়ে আসলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমার মযী বের হয়, সেজন্য আমি আমার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলি এবং উযূ করি। তখন 'উমার ﷺ বললেন, এ ব্যাপারে এরূপ করা যথেষ্ট কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। 'উমার ﷺ বললেন ঃ আপনি কি তা রসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।[৯৭]

সানাদ দুর্বল।

٧٣– باب الْوُضُوءِ عَلَى الطَّهَارَةِ

অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ উযূ থাকাবস্থায় পুনরায় উযূ করা

١٠٢–٥١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ**، عَنْ **أَبِي غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ**، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي مَجْلِسِهِ فِي الْمَسْجِدِ

---

[৯৬] আহমাদ (২৩৮০৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে। এছাড়া সানাদে যাইনাব সাহমিয়্যাহ সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, তার দ্বারা দলিল দেয়া যাবে না। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

আহমাদ শাকির বলেছেন, সানাদে হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত এবং যাইনাব সাহ্মিয়্যাহ রয়েছে । তিনি হলেন যাইনাব ইবনুতু মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনু 'আস। যিনি 'আমর ইবনু শু'আইব এর চাচী। ইমাম দারাকুতনী তাকে মাজহুল বলেছেন এবং বলেছেন, তার দ্বারা দলিল দেয়া যাবে না। ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। – **তাহক্বীক্ব ঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির**

[৯৭] বাইহাকী (২/২৫৪), বুসয়রী বলেন, এর মূল হাদীস বুখারী ও মুসলিমে আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَفَرِيضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ قَالَ أَوَ فَطِنْتَ إِلَيَّ وَإِلَى هَذَا مِنِّي فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ لاَ لَوْ تَوَضَّأْتُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ لَصَلَّيْتُ بِهِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَا لَمْ أُحْدِثْ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى كُلِّ طُهْرٍ فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ " . وَإِنَّمَا رَغِبْتُ فِي الْحَسَنَاتِ .

ضعيف : المشكاة ٢٩٣، ضعيف أبي داود ٩، تمام المنة .

১০২-৫১৮। আবূ গুতায়ফ হুযালী (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর কাছে শুনেছি, তিনি মাসজিদের ভিতর এক মাজলিসে ছিলেন। যখন সলাতের সময় হলো, তখন তিনি উঠলেন এবং উযূ করে সলাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি আবার তাঁর মাজলিসে ফিরে গেলেন। অতঃপর ‘আসরের সলাতের সময় হলে তিনি উঠলেন এবং উযূ করে সলাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় তাঁর মাজলিসে গেলেন। এরপর যখন মাগরিবের সলাতের সময় হলো, তখন তিনি উঠলেন এবং উযূ করে সলাত আদায় করলেন। এরপর তিনি তাঁর মাজলিসে আবার ফিরে গেলেন। আমি বললাম ঃ আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন। প্রত্যেক সলাতের জন্যই উযূ ফারয, না সুন্নাত? তিনি বললেন ঃ না। আমি যদি ফাজ্‌রের সলাতের জন্য উযূ করতাম, তাহলে অবশ্যই উক্ত উযূ দিয়ে সমস্ত সলাত আদায় করতাম। যতক্ষণ না আমার উযূ ভঙ্গ হয়। তবে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেকবার উযূ থাকা অবস্থায় উযূ করবে, তার জন্য দশটি সাওয়াব রয়েছে। আর আমি সাওয়াবের কাজে খুবই আগ্রহী।[৯৮]

দুর্বল ঃ মিশকাত (২৯৩), যঈফ আবী দাঊদ (৯), তামামুল মিন্নাহ।

٧٦- باب الْحِيَاضِ

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ কূপের বর্ণনা

١٠٣-٥٢٥. حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلاَبُ وَالْحُمُرُ وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا فَقَالَ " لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ " .

ضعيف : الضعيفة ١٦٠٩، المشكاة ٤٨٨.

---

[৯৮] তিরমিযী (৫৯)। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদের ‘আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ আফরীক্বী দুর্বল। পাশাপাশি সে তাদলীসও করত। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেছেন, এছাড়া সানাদে আবূ গুত্বাইফ প্রকৃতগত ও অবস্থাগত ভাবে অজ্ঞাত। (যা হাদীস বর্ণনায় যঈফ বলে প্রসিদ্ধি)। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ হল, সানাদে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ দুর্বল এবং আবূ গুত্বাইফ অজ্ঞাত। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

Contents

১০৩–৫২৫। আবূ সা'ঈদ খুদরী ﵁ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ-কে এমন কুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যা মাক্কাহ ও মাদীনার মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত, যা হতে হিংস্র প্রাণী, কুকুর ও গাধা পানি পান করে, অতএব তার পানি কি পবিত্র? তখন তিনি বললেন ঃ জন্তুগুলো যা পান করেছে, তা তাদের জন্যই ছিল আর অবশিষ্ট যা আছে, তা আমাদের জন্য পবিত্র।[৯৯]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৬০৯), মিশকাত (৪৮৮)।

١٠٤–٥٢٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا **شَرِيكٌ**، عَنْ **طَرِيفِ بْنِ شِهَابٍ**، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ فَإِذَا فِيهِ جِيفَةُ حِمَارٍ . قَالَ فَكَفَفْنَا عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ " . فَاسْتَقَيْنَا وَأَرْوَيْنَا وَحَمَلْنَا .

منكر بقصة الجيفة : والمرفوع منه صحيح بقصة أخري ، ولذلك ذكرته في الصحيح أيضا : المشكاة ، صحيح أبي داود ٥٩، الإرواء ٤١، التعليق على إزالة الدهش ٢ .

১০৪–৫২৬। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি কুয়ার কাছে উপনীত হলাম, তাতে একটি মৃত গাধা ছিল। তিনি বলেন ঃ ফলে আমরা তার পানি ব্যবহার হতে বিরত থাকি। অবশেষে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। তিনি বললেন ঃ কোন বস্তু পানিকে অপবিত্র করতে পারে না। অতঃপর পানি পান করলাম, পরিতৃপ্ত হলাম এবং (বিভিন্ন পাত্রে ভরে) আমাদের সঙ্গে নিলাম।[১০০]

মুনকার, জাকিয়্যার কিসসা সহকারে ঃ আর অন্য কিসসা সহকারে তার সূত্রে সহীহ মারফূ বর্ণনা রয়েছে। সেজন্য আমি একে উল্লেখ করেছি সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে ঃ মিশকাত, সহীহ আবী দাঊদ (৫৯), ইরওয়াহ (১৪), তা'লীক 'আলা ইযালাতিদ দাহ্শ (২)।

١٠٥–٥٢٧. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا **رِشْدِينُ**، أَنْبَأَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ " .

ضعيف : الضعيفة ٢٦٤٤ .

---

[৯৯] এর সানাদ খুবই দূর্বল। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (ক্বাফ ৩৯/২) বলেছেন, এর সানাদের 'আব্দুর রহমান ইবনু যায়দ ইবনু আসলাম সম্পর্কে ইমাম হাকিম বলেছেন, সে তার পিতা সূত্রে বানোয়াট হাদীসবলী বর্ণনা করে। ইবনুল জাওযী বলেছেন, সকলের ঐকমত্যে সে দুর্বল। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

[১০০] বায়হাকী (২/৪৫১)। হাদীসের সানাদে শারীক দুর্বল। এছাড়া সানাদে ত্বারীফ এর ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত যে, সে হাদীসে দুর্বল। **–ইরওয়াউল গালীল**

১০৫-৫২৭। আবূ উমামাহ বাহিলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পানির গন্ধ, স্বাদ ও রং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত কোন জিনিস পানিকে অপবিত্র করতে পারে না।[১০১]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৬৪৪)।

٧٩- باب الأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ মাটির এক অংশ অপর অংশকে পবিত্র করে

١٠٦-٥٣٨. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا **إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْيَشْكُرِيُّ**، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ الْمَسْجِدَ فَنَطَأُ الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا " .

ضعيف .

১০৬-৫৩৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা মাসজিদে আসা-যাওয়ার সময় অপবিত্র যমীন অতিক্রম করে থাকি। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যমীনের একাংশ অপরাংশকে পবিত্র করে দেয়।[১০২]

দুর্বল।

٨٤- باب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ উভয় মোজার উপর মাসেহ করা

١٠٧-٥٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا **عُمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى**، عَنْ **عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ " هَلْ مِنْ مَاءٍ " . فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ لَحِقَ بِالْجَيْشِ فَأَمَّهُمْ .

ضعيف .

১০৭-৫৫৪। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ পানি আছে কি? এরপর তিনি উযূ করলেন এবং তাঁর

---

[১০১] বায়হাকী (২/৪২৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে রিশদীন এর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১০২] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদে ইয়াশকুরী অজ্ঞাত লোক। ইমাম যাহাবী বলেছেন, এবং তার শায়খের দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করলেন। অতঃপর তিনি সৈন্যদলের সাথে মিলিত হলেন এবং তাদের নেতৃত্ব দিলেন।[১০৩]

দুর্বল।

٨٥- باب فِي مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِه

অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মাসেহ করা

١٠٨-٥٥٦. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ**، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ .

ضعيف : ضعيف أبي داود ٢٢، المشكاة ٥٢١ .

১০৮–৫৫৬। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মাসেহ করেছেন।[১০৪]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাঊদ (২২), মিশকাত (৫২১)

١٠٩-٥٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا **بَقِيَّةُ**، عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ دَفَعَهُ " إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالْمَسْحِ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ هَكَذَا مِنْ أَطْرَافِ الأَصَابِعِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ وَخَطَّطَ بِالأَصَابِعِ .

ضعيف جدا : ضعيف أبي داود .

১০৯–৫৫৭। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, লোকটি উযূ করছিল এবং স্বীয় মোজাদ্বয় ধৌত করছিল। তখন তিনি তাকে হাত দিয়ে

---

[১০৩] বায়হাকী (১/২৭৩)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদটি দুর্বল, মুনকাতি। আবু যুর'আহ বলেছেন, সানাদের আত্বা আল-খুরাসানী হাদীসটি আনাস (রাঃ) হতে শুনেনি। আর উকাইলী বলেছেন, সানাদে 'উমার ইবনু মুসান্না'র হাদীস অসংরক্ষিত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১০৪] বুখারী (১৮২,২০৩, ২০৬, ৩৬৩, ৩৮৮, ২৯১৮, ৪৪২১, ৫৭৯৭, ৫৭৯৯), মুসলিম (২৭৪), তিরমিযী (৯৭, ৯৮, ১০০), নাসায়ী (৮২, ৯৭, ১০৯, ১২৩, ১২৪, ১২৫), আবূ দাউদ (১৪৯৫, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৯), আহমাদ (১৭৬৬৮, ১৭৬৭৫, ১৭৬৭৯, ১৭৬৯২, ১৭৭০৫, ১৭৭১০, ১৭৭২৮), মালিক (৭৩), দারিমী (৭১৩)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি ক্রটিযুক্ত। আমি আবু যুর'আহ এবং মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী) কে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তারা বলেছেন, এটি সহীহ নয়। ইমাম আবু দাউদও অনুরূপ ভাবে এটিকে দুর্বল বলেছেন। এর ক্রুটি হল ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা)। সেজন্যই এটি 'যঈফ সুনান' এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদের ওয়ালীদ একজন মুদাল্লিস। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

নিষেধ করলেন এবং বললেন ঃ আমাকে মাসেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত দিয়ে এরূপ করতে বললেন যে, তিনি স্বীয় আঙ্গুল দিয়ে রেখা টেনে পায়ের নলা পর্যন্ত নিলেন।[১০৫]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (১৯)।

٨٧– باب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ

অনুচ্ছেদ-৮৭ ঃ অনির্ধারিত সময়ের জন্য মাসেহ করা

١١٠–٥٦٣. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيَّانِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ عِمَارَةَ، – وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ الْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا – أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ يَوْمًا قَالَ " وَيَوْمَيْنِ " . قَالَ وَثَلاَثًا حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ لَهُ " وَمَا بَدَا لَكَ " .

ضعيف : ضعيف أبي داود ٢٠–٢١ .

১১০–৫৬৩। উবাই ইবনু 'ইমারাহ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তাঁর ঘরে রসূলুল্লাহ ﷺ উভয় কিবলার দিকে মুখ করে সলাত আদায় করতেন। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন ঃ আমি কি মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বললেন ঃ একদিন? আবার বললেন ঃ দু' দিন। পুনরায় বললেন ঃ তিনদিন করবে। এমনকি তিনি সাত সংখ্যা পর্যন্ত পৌঁছলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ তোমার যতদিন ইচ্ছে হয়।[১০৬]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (২০-২১)।

٨٩– باب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৮৯ ঃ পাগড়ীর উপর মাসেহ করা

١١١–٥٦٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَأَى

---

[১০৫] এই হাদীসটি 'যাওয়ায়িদ' এর অন্তর্ভুক্ত, যেমন তা আছে "তুহফাতুল আশরাফ" গ্রন্থে (২/৩৭৬)। অথচ আল্লামা বুসয়রী তা "মিসবাহুয যুজাজাহ" গ্রন্থে তুলে ধরেননি। আর আল্লামা সিন্দি ইবনে মাজাহর হাশিয়াহ-তে (১/১৯৬) বলেছেন "এর সানাদে বাক্বিয়্যাহ সম্পর্কে সমালোচনা আছে। – **আলবানী**

[১০৬] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, হাদীস বিশারদগণের ঐকমত্যে এটি দুর্বল হাদীস।–তাখরীজ ঃ **ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

رَجُلاً يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ امْسَحْ عَلَى خُفَّيْكَ وَعَلَى خِمَارِكَ وَبِنَاصِيَتِكَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .

ضعيف .

১১১-৫৬৯। যায়দ ইবনু সূহান রাঃ-এর মুক্ত দাস আবূ মুসলিম রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি সালমান রাঃ-এর সাথে ছিলাম। তিনি তখন জনৈক ব্যক্তিকে উযূ করার জন্য স্বীয় মোজা খুলতে দেখেন। ফলে সালমান রাঃ তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার মোজাদ্বয়ের উপর, পাগড়ীর উপর এবং তোমার মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ কর। কেননা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে মোজাদ্বয় এবং পাগড়ীর উপর মাসেহ করতে দেখেছি।

দুর্বল।

١١٢-٥٧٠. حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ .

ضعيف : ضعيف : أبي داود ١٨ .

১১২-৫৭০। আনাস ইবনু মালিক রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযূ **করতে দেখেছি, তাঁর মাথায় তখন কিত্বরী পাগড়ী ছিল।** অতঃপর তিনি পাগড়ীর নীচ দিয়ে হাত প্রবেশ **করালেন এবং মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ করলেন কিন্তু পাগড়ী খুললেন না।**

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাঊদ (১৮)।

اَبْوَابُ التَّيَمُّمِ

তায়াম্মুম সম্পর্কে

٩٤- باب مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৪ ঃ অপবিত্রতার গোসল

١١٣-٥٨٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِي وَخَالَتِي فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ كَانَ يُفِيضُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُدْخِلُهَا فِي الإِنَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا نَغْسِلُ رُءُوسَنَا خَمْسَ مِرَارٍ مِنْ أَجْلِ الضُّفْرِ .

ضعيف جدا : ضعيف أبي داود ٣٣ .

১১৩-৫৮০। জুমাই' ইবনু 'উমায়র তাইমী ﵀ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার ফুফু ও খালার সাথে 'আয়িশাহ ﵂-এর নিকট এসে তাঁকে প্রশ্ন করলাম ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ অপবিত্রতা হতে কিভাবে গোসল করতেন? 'আয়িশাহ ﵂ বললেন ঃ তিনি প্রথমে তাঁর উভয় হাতে তিনবার পানি ঢালতেন, এরপর পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করাতেন। তারপর তিনবার মাথা ধৌত করতেন। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিতেন। অতঃপর সলাতে দাঁড়াতেন। অবশ্য চুলের বেনীর কারণে আমরা আমাদের মাথা পাঁচবার ধৌত করতাম।[১০৭]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (৩৩)।

٩٧- باب فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

অনুচ্ছেদ-৯৭ ঃ অপবিত্রতার গোসল সেরে স্ত্রীর গোসলের পূর্বে তাকে জড়িয়ে ধরে উষ্ণতা লাভ করা

١١٤-٥٨٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا **شَرِيكٌ**، عَنْ **حُرَيْثٍ**، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ .

ضعيف : المشكاة ٤٥٩ ، ضعيف أبي داود ٤٤، الضعيفة ٥٦٥٧.

---

[১০৭] বুখারী (২৪৮, ২৫৮, ২৬২, ২৬৩), মুসলিম (৩১৬, ৩১৮), তিরমিযী (১০৪), নাসায়ী (২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ৪২৩, ৪২৪), আবূ দাউদ (২৪০, ২৪৬), আহমাদ (২৩৭৩৬, ২৩৮৯০, ২৪১২৭, ২৪১৭৯, ২৪৫৮৪, ২৪৭৫৫, ২৪৮৮১, ২৫৪৬৪, ২৫৩৩২, ২৫৬০৯) মালিক (১০০), দারিমী (৭৪৮)। আল্লামা মুনযিরী বলেছেন, সানাদের জুমাই' ইবনু 'উমাইর এর হাদীস দ্বারা দলির গ্রহণ করা যায় না। – **'আওনুল মা'বূদ**

Contents

১১৪–৫৮৬। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ অপবিত্রতা থেকে গোসল করতেন অতঃপর আমার গোসলের পূর্বে আমার থেকে উষ্ণতা লাভ করতেন।[১০৮]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪৫৯), যঈফ আবী দাউদ (৪৪), যঈফাহ্ (৫৬৫৭)।

١٠٥ – باب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

অনুচ্ছেদ-১০৫ ঃ বিনা উযূতে কুরআন তিলাওয়াত করা

١١٥–٦٠٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ**، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي الْخَلاَءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلاَ يَحْجُبُهُ – وَرُبَّمَا قَالَ وَلاَ يَحْجُزُهُ – عَنِ الْقُرْآنِ شَىْءٌ إِلاَّ الْجَنَابَةُ .

ضعيف : المشكاة ٤٦٠، ضعيف أبي داود ٣١، الإرواء ١٩٢ و ٤٨٥، تمام المنة .

১১৫–৬০০। 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব ﷺ-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ পায়খানায় যেতেন এবং প্রয়োজন পূরণ শেষে আসতেন। এরপর তিনি আমাদের সঙ্গে রুটি-গোশত খেতেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর কোন জিনিস তাঁকে এরূপ করা হতে বিরত রাখত না বরং তিনি প্রায়ই বলতেন ঃ অপবিত্রতা ছাড়া কোন কিছুই তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত হতে বিরত রাখে না।[১০৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪৬০), যঈফ আবী দাঊদ (৩১), ইরওয়াহ (১৯২, ৪৮৫), তামামুল মিন্নাহ।

١١٦–٦٠١. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا **مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ**، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ " .

منكر : المشكاة ٤٦١، الإرواء ١٩٢ .

---

[১০৮] তিরমিযী (১২৩), বায়হাকী (৭/১৯২)। এর সানাদ দুর্বল হওয়ায় কারণ হচ্ছে, সানাদে রয়েছে হাদীস বর্ণনা করেছেন শারীক, হুরাইস হতে। সানাদে শারীক হল ইবনু "আব্দুল্লাহ আল-কাযী। তার স্মরণ শক্তি খারাপ। আর সানাদে হুরাইস হল ইবনু আবী মাত্বার আবু 'আমির হান্নাত। সে দুর্বল। ইমাম বুখারী ও নাসায়ী তাকে বর্জন করেছেন। সেই হল এই সানাদের মুসিবত। অতএব 'মিরআত' গ্রন্থে (১/৩৩৩) যে রয়েছে "এর সানাদ হাসান"-তা হাসান নয়! **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

[১০৯] আবূ দাউদ (২২৯), নাসায়ী (১/৫২), তিরমিযী (১/২৭৩), আহমাদ, তায়ালিসি (১০১), তাহাভী (১/৫২), ইবনুল জারুদ 'আল-মুনতাকা' (৫২-৫৩), দারাকুত্নী, ইবনু আবী শায়বাহ (১/৩৬/১), হাকিম (১/১৫২), ইবনু আদী 'কামিল' এবং বায়হাকী (১/৮৮-৮৯)। হাদীসের সানাদে "আব্দুল্লাহ ইবনু সালিমার স্মরণ শক্তি শেষ বয়সে বিকৃত হয়ে যায় এবং তার সূত্রে 'আমর ইবনু সুররা ঐ অবস্থায়ই হাদীসটি বর্ণনা করেন। এ কারণে হাদীসটি সন্দেহজনক ও দুর্বল গণ্য হয়। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীস অনুসরণের অযোগ্য। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হাদীস বিশারদগণের কেউ হাদীসটিকে দলিল রূপে গ্রহণ করেননি। **–ইরওয়াউল গালীল**

১১৬–৬০১। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অপবিত্র পুরুষ ও ঋতুবতী নারী কুরআন তিলাওয়াত করবে না।[১১০]

মুনকার ঃ মিশকাত (৪৬১), ইরওয়াহ (১৯২)।

١١٧– ز : ٣٨. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ**، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ " .

منكر : المشكاة ٤٦١ ، الإرواء ١٩٢ .

১১৭–য ঃ ৩৮। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অপবিত্র পুরুষ ও ঋতুবতী নারী যেন কুরআন থেকে কিছুই তিলাওয়াত না করে।[১১১]

মুনকার ঃ মিশকাত (৪৬১), ইরওয়াহ (১৯২)।

١٠٦– باب تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ

অনুচ্ছেদ-১০৬ ঃ প্রতিটি পশমের গোড়ায় নাপাকী থাকা প্রসঙ্গে

١١٨–٦٠٢. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا **الْحَارِثُ بْنُ وَجِيه**، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ " .

ضعيف : المشكاة ٤٤٣، ضعيف : أبي داود ٣٧، الروض النضير ٧٠٤ .

১১৮–৬০২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় প্রতিটি পশমের গোড়ায় অপবিত্রতা আছে। অতএব তোমরা (ভাল করে) চুল ধৌত করবে এবং ত্বক পরিষ্কার করবে।[১১২]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪৪৩), যঈফ আবী দাউদ (৩৭), রাওযুন নাযীর (০৪)।

---

[১১০] তিরমিযী (১/২৩৬), আবুল হাসান কাত্তান 'আয-যাওয়ায়িদ' (৫৯৬), খাতীব 'তারীখে বাগদাদ' (২/১৪৫), উকাইলী 'আয-যুআফা' (৩১ পৃঃ), ইবনু আদী 'কামিল' (১০/২), দারাকুত্নী (৪৩ পৃঃ), ইবনু আসাকির 'তারীখে দামিস্ক (২/২৪৪), এবং বায়হাকী (১/৮৭)। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, এতে প্রশ্ন রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেছেন, এটি ইসমাঈল ইবনু 'আয়্যাশের বর্ণনা। সে হিজাজ ও ইরাকবাসীর সূত্রে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। এটি তার হিজাজবাসীর সূত্রে বর্ণনা। অতএব এটি দুর্বল। আল্লামা উকাইলী বলেছেন, "আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা ইমাম আহমাদ সূত্রে বলেন, তিনি বলেছেন, এটি বাতিল। তিনি ইসমাঈল ইবনু 'আয়্যাশকে সন্দেহ করেছেন। **–ইরওয়াউল গালীল**

[১১১] এর সানাদেও ইসমাঈল ইবনু 'আয়্যাশ রয়েছে। তাই এর ত্রটিও উপরোক্ত (১১৬ নং হাদীসের বর্ণিত) ত্রুটির অনুরূপ।

[১১২] আবূ দাউদ (২৪৮), তিরমিযী (১০৬)। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব। সানাদে বর্ণনাকারী হারীস ইবনু ওয়াজীহ অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। এ হাদীসটি আমাদের কাছে কেবল তার মাধ্যমেই পৌছেছে। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, তার হাদীসটি মুনকার এবং সে দুর্বল। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

Contents

١١٩-٦٠٣. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا " . قُلْتُ وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ قَالَ " غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً " .

ضعيف : ضعيف أبي داود ٣٧, الضعيفة ٣٨٠١ .

১১৯-৬০৩। আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, এক জুমু'আহ হতে আরেক জুমু'আহ এবং আমানাত আদায়, এর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের জন্য কাফফারা। আমি বললাম ঃ আমানাত আদায়ের অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ অপবিত্রতার গোসল করা। কেননা প্রতিটি পশমের গোড়ায় অপবিত্রতা আছে।[১১৩]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (৩৭), যঈফাহ্ (৩৮০১)।

١٢٠-٦٠٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا **حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ**، عَنْ **عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ**، عَنْ **زَاذَانَ**، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ " . قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعَرِي . وَكَانَ يَجُزُّهُ .

ضعيف : ضعيف أبي داود ٣٨، الروض النضير ٧٠٤ ، تخريج الأحاديث المختارة ٤٢٧ – ٤٣١، إرواء الغليل ١٣٣، الضعيفة ٩٣٠.

১২০-৬০৪। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাঃ) সূত্রে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নাপাকীর গোসল করার সময়ে স্বীয় শরীরের একটি পশম পরিমাণ স্থান ভিজানো ছেড়ে দিবে, সে যেন গোসলই করেনি; তাকে এই এই পরিমাণ জাহান্নামের শাস্তি দেয়া হবে। 'আলী (রাঃ) বলেন ঃ এরপর থেকে আমি আমার চুলের সঙ্গে দুশমনি করে আসছি– ফলে তিনি মাথা মুণ্ডন করে ফেলতেন।[১১৪]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (৩৮), রাওযুন নাযীর (৭০৪), তাখরীজুল আহাদীসিল মুখতারাহ (৪২৭-৪৩১), ইরওয়াউল গালীল (১৩৩), যঈফাহ্ (৯৩০)।

---

[১১৩] বায়হাকী (১/১৬৭)।

[১১৪] আবূ দাউদ (২০৯), ইবনু আবী শায়বাহ 'মুসান্নাফ' (২/৩৫), দারিমী (১/১৯২), বাইহাকী (১/১৭৫) এবং আহমাদ (১/৯৪, ১০১)। হাদীসটির চারটি দোষ রয়েছে। (১) সানাদে জাযান বিতর্কিত বর্ণনাকারী, (২) সানাদে হাম্মাদ সন্দেহভাজন, (৩) সানাদের আত্বা ইবনু সায়িব মস্তিস্ক বিকৃতির পূর্বে ও পরে সর্বাবস্থায় দুর্বল (৪) এ বর্ণনাটি মস্তিস্ক বিকৃতির পূর্বের না পরের না জানা যায়নি।

ইমাম নাবাবী বলেছেন, হাদীসটি দুর্বল। সানাদের আত্বাকে মস্তিস্ক বিকৃতির আগেই দুর্বল বলা হয়েছে। সানাদে হাম্মাদের অনেক সন্দেহ প্রবণতা আছে, এবং তার সানাদে জাযান এর ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। **–যঈফাহ্**

١١٣ – باب مَا جَاءَ فِي الاسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ-১১৩ ঃ গোসলের সময় পর্দা করা

١٢١-٦٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا **الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ**، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ **أَبِي عُبَيْدَةَ**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلاَةٍ وَلاَ فَوْقَ سَطْحٍ لاَ يُوَارِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى".

ضعيف جدا : الضعيفة ٤٨١٨ .

১২১–৬২০। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন জিনিস দিয়ে আড়াল না করা পর্যন্ত তোমাদের কেউ যেন খোলা ময়দানে বা ছাদের উপরে গোসল না করে, যদিও সে দেখতে পায় না কিন্তু তাকে তো দেখা হয়।[১১৫]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৮১৮)।

١٢٦ – باب فِي مَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ

অনুচ্ছেদ-১২৬ ঃ ঋতুবতী মহিলার মাসজিদে প্রবেশ হতে বিরত থাকা

١٢٢-٦٥٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِي **الْخَطَّابِ الْهَجَرِيِّ**، عَنْ **مَحْدُوجٍ الذُّهْلِيِّ**، عَنْ **جَسْرَةَ**، قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ " إِنَّ الْمَسْجِدَ لاَ يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلاَ لِحَائِضٍ " .

ضعيف : ضعيف أبي داود ٣١ ، تمام المنة .

১২২–৬৫০। উম্মু সালামাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ এই মাসজিদের বারান্দায় প্রবেশ করে উচ্চকণ্ঠে এ মর্মে ঘোষণা দিলেন যে, অপবিত্র পুরুষ এবং ঋতুবতী নারীর মাসজিদে প্রবেশ করা বৈধ নয়।[১১৬]

---

[১১৫] দারাকুত্‌নী (১/২৭১)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদটি দুর্বল। কেননা সানাদে হাসান ইবনু 'উমারাহ সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। বলা হয়, তার হাদীস বর্জনের ব্যাপারে সকলে একমত হয়েছেন। আর সানাদে আবু 'উবাইদাহ, বলা হয়; তিনি হাদীসটি তার পিতা 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ হতে শুনেননি।–তাখরীজ ঃ **ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১১৬] বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে মাহদূজ কে নির্ভরযোগ্য বলা হয়নি এবং সানাদে আবুল খাত্তাব অজ্ঞাত লোক। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

এর মূল বিষয় বর্তায় সানাদের জাসরাহ ইবনুতু দাজাজাহ এর উপর। তিনি তার স্বীয় বর্ণনাতে উলটপালট করেছেন। একবার বলেছেন ঃ আয়িশা হতে, আবার বলেছেন ঃ উম্মু সালামাহ হতে। আর সানাদে ইযতিরাবের (উলটপালট) কারণে হাদীস সন্দেহের মধ্যে পড়ে যাওয়াব ব্যাপারটি মুহাদ্দিসগণের নিকট পরিচিত বিষয়। কেননা তা বর্ণনাকারীর স্মরণ শক্তি দুর্বল হওয়া প্রমাণ করে। জাসরাহ-কে এমন কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি যার নির্ভরযোগ্যতায় নির্ভর করা যায়। বরং ইমাম বুখারী বলেছেন, তার কাছে আশ্চর্যকর জিনিস আছে। এ ধরনের একদল এই হাদীসকে

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাঊদ (৩১), তামামুল মিন্নাহ।

١٢٨ – باب النُّفَسَاء كَمْ تَجْلسُ

অনুচ্ছেদ-১২৮ ঃ নিফাসগ্রস্তা মহিলারা কত দিন অপেক্ষা করবে

١٢٣-٦٥٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ سَلاَّمِ بْنِ سُلَيْمٍ، - أَوْ سَلْمٍ شَكَّ أَبُو الْحَسَنِ وَأَظُنُّهُ هُوَ أَبُو الأَحْوَصِ - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ .

ضعيف جدا : صحيح أبي داود ٣٢٩، الضعيفة ٥٦٥٣ .

১২৩-৬৫৫। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ নিফাসগ্রস্ত মহিলাদের সময়সীমা সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন নির্ধারণ করতেন। অবশ্য এর পূর্বেই পবিত্র হয়ে গেলে সেটা ভিন্ন বিষয়।

খুবই দুর্বল ঃ সহীহ আবী দাঊদ (৩২৯), যঈফাহ্ (৫৬৫৩)।

١٢٩ – باب مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَته وَهِيَ حَائضٌ

অনুচ্ছেদ-১২৯ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা

١٢٤-٦٥٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

ضعيف : ضعيف أبي داود ، ٤١ والثابت في الصحيح برقم ٥٤٦ .

১২৪-২৫৬। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে নাবী ﷺ তাকে অর্ধ দীনার সদাক্বাহ করার নির্দেশ দিতেন।[১১৭]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাঊদ (৪১), আর এটি প্রমাণিত আছে সহীহ ইবনু মাজাহ ক্রমিক নং (৬৪৫)।

١٣٢ – باب إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ إِلاَّ بِخِمَارٍ

অনুচ্ছেদ-১৩২ ঃ প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা ওড়না পরে সলাত আদায় করবে

١٢٥-٦٦٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيد، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَاخْتَبَأَتْ مَوْلاَةٌ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " حَاضَتْ " . فَقَالَتْ نَعَمْ . فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ فَقَالَ " اخْتَمِرِي بِهَذَا " .

ضعيف : جلباب المرأة ص : ٩٤ .

দুর্বল বলেছেন, যেমন খাত্তাবী বলেছেন। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়। আব্দুল হক্ব বলেছেন, প্রমাণযোগ্য নয়। ইবনু হাযম বলেছেন, বাতিল। – **তামামুল মিন্নাহ ঃ আলবানী**

[১১৭] তিরমিযী (১৩৬), নাসায়ী (২৮৯, ৩৭০), আবূ দাঊদ (২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২১৬৮, ২১৬৯), আহমাদ (২০৩৩, ২১২২, ২২০২,২৪৪৫, ২৫৯০, ২৭৮৪, ২৮৩৯, ৩১৩৫, ৩৪১৮, ৩৪৬৩), দারিমী (১১০৫)।

১২৫–৬৬০। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ তাঁর কাছে আসলেন। তখন তাঁর গৃহপরিচারিকা (তাঁকে দেখে) পর্দার আড়ালে চলে গেল। নাবী ﷺ বললেন ঃ সে কি প্রাপ্তবয়স্কা? 'আয়িশাহ ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন তিনি ﷺ নিজ পাগড়ী থেকে এক টুকরা ছিঁড়ে দিলেন এবং বললেন ঃ তুমি এটা দিয়ে তোমার মাথা ঢেকে নাও।[১১৮]

দুর্বল ঃ জালবাবুল মারআহ (৯৪ পৃষ্ঠা)।

١٣٤ – باب الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

অনুচ্ছেদ-১৩৪ ঃ পট্টির উপর মাসেহ করা

١٢٦–٦٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ **عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ**، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ .

ضعيف جدا : تمام المنة .

১২৬–৬৬৩। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাহুর একটি হাড় ভেঙ্গে গেল। ফলে আমি নাবী ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে পট্টির উপর মাসেহ করার নির্দেশ করলেন।[১১৯]

খুবই দুর্বল ঃ তামামুল মিন্নাহ।

---

[১১৮] তিরমিযী (৩৭৭), আবূ দাঊদ (৬৪১, ৬৪২), আহমাদ (২৪৬৪১, ২৫৩০৫, ২৫৬৯৪), বায়হাকী (৪/২৪২)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আব্দুল কারীম হল ইবনুল মুখারিক। তাকে ইমাম আহমাদ ও অন্যরা দুর্বল বলেছেন। বরং ইবনু আব্দুল বার বলেছেন, সে সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১১৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আমর ইবনু খালিদ রয়েছে। তাকে ইমাম আহমাদ ও ইবনু মাঈন মিথ্যাবাদী বলেছেন। আর ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইমাম ওয়াকী এবং আবু যুর'আহ বলেছেন, সে হাদীস জাল করত। ইমাম হাকিম বলেছেন, সে যায়দ ইবনু আলী সূত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

ইবনু হাজার বুলূগুল মারাম গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসটি ইবনে মাজাহ খুবই নিকৃষ্ট সানাদে বর্ণনা করেছেন। এর ব্যখ্যাকার আল্লামা সিনআনী বলেন, হাদীসটিকে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, আহমাদ ও অন্যরা অস্বীকার করে বলেছেন, নিশ্চয় এটি 'আমর ইবনু খালিদের বর্ণনা। সে একজন মিথ্যাবাদী। ইমাম নাবাবী বলেন, হাফিযগণ এই হাদীসটি দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে একমত। ইবনু আবী হাতিম 'আল-ইলাল' গ্রন্থে তার পিতা সূত্রে বলেছেন, এই হাদীসটি বাতিল। এটির কোনই ভিত্তি নেই। **–তামামুল মিন্নাহ ঃ আলবানী**

١٣٦ – باب الْمَجِّ فِي الإِنَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৩৬ ঃ পাত্রের পানিতে মুখের লালা পড়লে

١٢٧–٦٦٥. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ **عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ**، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِدَلْوٍ فَمَضْمَضَ مِنْهُ فَمَجَّ فِيهِ مِسْكًا أَوْ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ وَاسْتَنْثَرَ خَارِجًا مِنَ الدَّلْوِ .

ضعيف .

১২৭–৬৬৫। ওয়ায়িল رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখতে পেলাম, নাবী ﷺ-এর নিকট এক বালতি পানি আনা হলো। তিনি তা হতে কুলি করলেন এবং তাতে মিশকের ন্যায় (সুগন্ধি যুক্ত) মুখের লালা নিক্ষেপ করলেন কিংবা তা ছিল মৃগনাভীর চেয়েও সুগন্ধী। আর নাকের ময়লা বালতির বাইরে ঝেড়ে ফেললেন।[১২০]

দুর্বল।

١٣٧ – باب النَّهْيِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ

অনুচ্ছেদ-১৩৭ ঃ অপরের লজ্জাস্থান দেখা নিষেধ

١٢٨–٦٦٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ **مَوْلًى، لِعَائِشَةَ** عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا نَظَرْتُ - أَوْ مَا رَأَيْتُ - فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطُّ.

ضعيف : الإرواء ١٨١٢، المشكاة ٣١٢٣، آداب الزفاف ص ١٠٩ الطبعة الجديدة، الروض النضير ٨٠٩، مختصر الشمائل المحمدية ٣٠٨ .

১২৮–৬৬৮। আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ'র লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিনি।[১২১]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (১৮১২), মিশকাত (৩১২৩), আদাবুয যিফাফ (১০৯ পৃষ্ঠা), রাওযুন নাযীর (৮০৯), মুখতাসার শামায়িলি মাহমুদিয়্যাহ (৩০৮)।

---

[১২০] বাইহাকী (১/৩৭১)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ মুনকাতি। কেননা সানাদের 'আব্দুল জাব্বার ইবনু ওয়ারিস তার পিতা হতে শুনেনি। এ মত ব্যক্ত করেছেন ইবনু মাঈন ও অন্যরা। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১২১] আহমাদ (২৩৮২৩), বায়হাকী (১/২০৯)। আল্লামা বুসয়রী যাওয়ায়িদে বলেছেন (ক্বাফ ৪৫/১), এই সানাদটি দুর্বল। সানাদে 'আয়িশায় মুক্তদাসের নাম উল্লেখ করা হয়নি। হাদীসটি তিরমিযী 'শামায়িল' গ্রন্থে মাহমুদ ইবনু গায়লান হতে ওয়াকী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির এক বর্ণনায় এসেছে 'আয়িশার মুক্তদাস আরেক বর্ণনায় এসেছে মুক্তদাসী। অতএব সে নারী না পুরুষ এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। **– ইরওয়াউল গালীল**

Contents

١٣٨- باب مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ

অনুচ্ছেদ-১৩৮ ঃ অপবিত্রতার গোসলে শরীরের কোন অংশে পানি না পৌঁছলে যা করতে হয়

١٢٩-٦٦٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ **أَبِي عَلِيٍّ الرَّحَبِيِّ**، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ بِجُمَّتِهِ فَبَلَّهَا عَلَيْهَا . قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا.

ضعيف : التعليق على ابن ماجه .

১২৯-৬৬৯। ইবনু 'আব্বাস রাঃ সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ অপবিত্রতার গোসল করলেন, অতঃপর দেখলেন যে, তাঁর শরীরের এক স্থানে পানি পৌঁছায়নি। ফলে তিনি এক আঁজলা পানি আনিয়ে ঐ স্থানটি ভিজালেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁর চুল ভিজালেন।[১২২]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

١٣٠-٦٧٠. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ**، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَأَكَ " .

ضعيف جدا : تخريج الأحاديث المختارة ٤٤٥ .

১৩০-৬৭০। 'আলী রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একলোক নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল ঃ আমি অপবিত্রতার গোসল করে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করেছি। অতঃপর আমি সকালবেলা দেখলাম যে, এক নখ পরিমাণ স্থানে পানি পৌঁছেনি। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যদি তুমি ঐ স্থান তোমার হাত দিয়ে মাসেহ করে নিতে, তাই যথেষ্ট হতো।[১২৩]

খুবই দুর্বল ঃ তাখরীজুল আহাদীসিল মুখতারাহ (৪৪৫)।

---

[১২২] আহমাদ (২১৮১)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে আবু 'আলী আয-রাহাবী সকলের ঐকমত্যে দুর্বল । **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

আহমাদ শাকির বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে আবূ 'আলী আর-রাহাবী হচ্ছে হুসাইন ইবনু কায়স ওয়াসিত্বী। সে দুর্বল। ইমাম বুখারী 'কাবীর' (১/২/৩৮৯) গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম আহমাদ তার হাদীস বর্জন করেছেন। অনুরূপ রয়েছে 'সাগীর' (১৬১) এবং আয-যুআফা গ্রন্থে। আর ইমাম নাসাঈ 'আব-যুআফা' গ্রন্থে বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। ইমাম আবূ হাতিম বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, মুনকারুল হাদীস। **–তাহক্বীক্ব আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির**

[১২৩] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ এর দুর্বলতার কারণে এর সানাদটি দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٢ - كِتَابُ الصَّلاَةِ

অধ্যায়-২ ঃ সলাত

٩- باب مِيقَاتِ الصَّلاَةِ فِى الْغَيْمِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ মেঘাচ্ছন্ন দিনে সলাতের সময়

١٣١-٧٠٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ " بَكِّرُوا بِالصَّلاَةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ ".

ضعيف مرفوعا : الإرواء ٥٥٢ ، التعليق الرغيب ١|١٦٩، تخريج الإيمان لابن أبي شيبة ١٥|٤٨، ٤٩، تمام المنة، تخريج حقيقة الصيام ٤١ : خ .

১৩১–৭০০। বুরাইদাহ আসলামী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা মেঘাচ্ছন্ন দিনে জলদি সলাত আদায় করবে।[১২৪]

মারফু হিসেবে দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (২৫৫), তা'লীকুর রাগীব (১/১৫৯), তাখরীজুল ঈমান ইবনু আবী শাইবাহ (১৫/৪৮, ৪৯), তামামুল মিন্নাহ, তাখরীজু হাকীকাতুস সিয়াম (৪১), বুখারী।

---

[১২৪] বুখারী (৫৫৩, ৫৯৪), নাসায়ী (৪৭৪), আহমাদ (২২৪৪৮, ২২৪৫০, ২২৫১৭, ২২৫৩৬), বায়হাকী (১/৪৫২)।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٣ – كِتَابُ الأَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيْهَا

অধ্যায়-৩ ঃ আযান ও তার সুন্নাত

١– باب بَدْءِ الأَذَانِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ আযানের সূচনা

١٣٢–٧١٤. حَدَّثَنَا **مُحَمَّدُ بْنُ خَالِد** بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَشَارَ النَّاسَ لِمَا يُهِمُّهُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَذَكَرُوا الْبُوقَ فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ الْيَهُودِ ثُمَّ ذَكَرُوا النَّاقُوسَ فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ النَّصَارَى فَأُرِيَ النِّدَاءَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَطَرَقَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلاً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلاَلاً بِهِ فَأَذَّنَ . قَالَ الزُّهْرِيُّ وَزَادَ بِلاَلٌ فِي نِدَاءِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي

ضعيف : وبعضه صحيح : ق .

১৩২–৭১৪। ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। সলাতের জন্য একত্র হওয়ার ব্যাপারে নাবী ﷺ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। তাঁরা শিঙ্গা সম্পর্কে আলোচনা করেন; কিন্তু তা ইয়াহূদীদের (যন্ত্র) হওয়ায় তিনি তা অপছন্দ করেন। অতঃপর তাঁরা নাকূসের কথা বলেন, কিন্তু সেটাও নাসারাদের যন্ত্র হওয়ায় তিনি অপছন্দ করেন। সেই রাতেই এক আনসারীকে স্বপ্নে আযানের পদ্ধতি দেখানো হলো, যাঁর নাম ছিল 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু। 'উমার ইবনু খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও রাতে একই ধরনের স্বপ্ন দেখেন। অতঃপর আনসারী সহাবী রাতেই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসেন। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলে তিনি আযান দেন।

যুহরী (রহ.) বলেন, বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাজ্‌রের সলাতে ঃ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ "ঘুমের চেয়ে সলাত উত্তম" অতিরিক্ত সংযোজন করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তা বহাল রাখেন।

'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমিও তো এ ব্যক্তির অনুরূপ স্বপ্নে দেখেছি, কিন্তু সে আমার চেয়ে অগ্রগামী হয়েছে।[১২৫]

দুর্বল ঃ তবে এর অংশ বিশেষ সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিম।

---

[১২৫] বুখারী (৬০৪), মুসলিম (৩৭৭), তিরমিযী (১৯০), নাসায়ী (৬২৬), আহমাদ (৬৩২১)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু খালিদকে ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন, আবূ যুর'আহ এবং অন্যান্যরা দুর্বল বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٣- باب السُّنَّةِ فِي الأَذَانِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ আযানের পদ্ধতি

١٣٣-٧١٧. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ**، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ " إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ

ضعيف : الإرواء ٢٣١، المشكاة ٦٥٣، الروض النضير ٣٣٣، الثمر المستطاب .

১৩৩-৭১৭। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়াযযিন সা'দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল ﷺ-কে তাঁর দুই কানের ছিদ্রপথে আঙ্গুল ঢুকানোর নির্দেশ দিয়ে বললেন ঃ এতে করে তোমার আওয়াজ আরো উঁচু হবে।[১২৬]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (২৩১), মিশকাত (৬৫৩), রাওযুন নাযীর (৩৩৩), আসসামারুল মুসতাত্বাব।

١٣٤-٧١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا **بَقِيَّةُ**، عَنْ **مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ**، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلاَتُهُمْ وَصِيَامُهُمْ " .

موضوع : المشكاة ٦٨٨، الضعيفة ٩٠١.

১৩৪-৭১৯। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মুয়াযযিনের কাঁধে মুসলিমদের দু'টি দায়িত্ব অর্পিত আছে। তা হল ঃ তাদের সলাত এবং তাদের সিয়াম।[১২৭]

বানোয়াট ঃ মিশকাত (৬৮৮), যঈফাহ্ (৯০১)।

١٣٥-٧٢٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِيُّ، عَنْ **أَبِي إِسْرَائِيلَ**، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلاَلٍ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ.

ضعيف : الإرواء ٢٣٥، المشكاة ٦٤٦.

---

[১২৬] হাদীসের সানাদে 'আব্দুর রহমন ইবনু সা'দ দুর্বল। আল্লামা বুসয়রীও এর সানাদকে তার কারণে দুর্বল বলেছেন। ইমাম হাকিম ও যাহাবী এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। **–ইরওয়াউল গালীল**

[১২৭] বায়হাকী (১/৪০৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৪৭) বলেছেন, সানাদে বাক্বিয়্যাহ ইবনু ওয়ালীদ কর্তৃক তাদলীস সংঘটিত হওয়ায় এই সানাদটি দুর্বল। এছাড়া সানাদে তার শায়খ মারওয়ান তার চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট। ইমাম বুখারী ও অন্যরা বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবূ আরুবাহ আল্‌হারানী বলেছেন, সে হাদীস জালকারী। **–যঈফাহ্**

১৩৫–৭২২। বিলাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ফাজ্‌রের সলাতে তাসবীব "ঘুমের চেয়ে সলাত উত্তম" বলার নির্দেশ দেন এবং 'ইশার সলাতের আযানে তাসবীব করতে নিষেধ করেন।[১২৮]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (২৩৫), মিশকাত (৬৪৫)।

١٣٦-٧٢٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا **الإِفْرِيقِيُّ**، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ " .

ضعيف : الإرواء ٣٣٧، المشكاة ٦٤٨، الضعيفة ٣٥، ضعيف أبي داود ٨٢ .

১৩৬–৭২৪। যিয়াদ ইবনু হারিস সুদায়ী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কোন এক সফরে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তাঁর নির্দেশে আমি আযান দিলাম। বিলাল ﷺ ইক্বামাত দেয়ার ইচ্ছা করলেন। ফলে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমার ভাই সুদায়ী আযান দিয়েছে। আর যে আযান দিবে সে ইক্বামাতও দিবে।[১২৯]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (৩৩৭), মিশকাত (৬৪৮), যঈফাহ্ (৩৫), যঈফ আবী দাঊদ (৮২)।

٤– باب مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ মুয়াযযিনের আযানের জওয়াবে যা বলতে হয়

١٣٧-٧٢٦. حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو الْفَضْلِ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي أُمُّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ قَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ .

ضعيف : تعليقي على صحيح ابن خزيمة ٤١٢، ويغني عنه ما في الصحيح .

---

[১২৮] তিরমিযী (১৯৮), আহমাদ (২৩৩৯৫)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, সানাদে বর্ণনাকারী আবূ ইসরাঈল হাদীস বিশারদগণের নিকট শক্তিশালী বা নির্ভরযোগ্য নয়। আর আবূ ইসরাঈল এই হাদীসটি হাকাম ইবনু 'উআইনাহ হতে কখনোও শুনেনি। বরং তিনি হাসান হতে উমারাহ'র মাধ্যমে হাকামের কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করেছেন। উমারাহ খুবই দুর্বল। কিন্তু হাদীসটির অর্থ বিশুদ্ধ। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

ফাজ্‌রের প্রথম আযানে (الصلاة خير من النوم) "ঘুমের চেয়ে সলাত উত্তম" বলা সহীহ। এ ব্যাপারে একাধিক হাদীস রয়েছে। এ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে– তামামুল মিন্নাহ (১৪৬-১৪৭ পৃষ্ঠা) । **-তাহক্বীকক্ব আলবানী**

[১২৯] আবূ দাঊদ (৫১৪), তিরমিযী, আবু নু'আইম 'আখবারে আসবাহান' (১/২৬৫-২৬৬), বায়হাকী (১/৩৯৯), ইবনু আসাকির (১/৪০০) ও আহমাদ (৪/১৬৯)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, আমরা একে ইফরীক্বীর হাদীস বলে জানি। সে হাদীসবিশারদগণের নিকট দুর্বল। তাকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল কাত্তান ও অন্যরা দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, আমি ইফরীক্বীর হাদীস লিখি না। ইমাম বায়হাকী এবং বাগাবীও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। **–ইরওয়াউল গালীল**

১৩৭-৭২৬। উম্মু হাবীবাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ তিনি দিনে-রাতে তাঁর নিকট যখনই অবস্থান করতেন তখন মুয়াযযিনের আযান শুনতে পেলে মুয়াযযিন যা বলতেন, তিনিও তাই বলতেন।

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ (৪১২)। সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে এর উপর প্রাধান্যযোগ্য হাদীস রয়েছে।

٥- باب فَضْلِ الأَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ আযান ও মুয়ায্যিনদের ফাযীলাত

١٣٨-٧٣٣. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا **حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى**، أَخُو سُلَيْمٍ الْقَارِي عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ " .

ضعيف : ضعيف أبي داود ٩١, المشكاة ١١١٩ .

১৩৮-৬৩৩। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তি আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার উত্তম ক্বারী ইমামত করবে।[১৩০]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (৯১), মিশকাত (১১১৯)।

١٣٩-٧٣٤. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُخْتَارُ بْنُ غَسَّانَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الأَزْرَقُ الْبُرْجُمِيُّ، عَنْ **جَابِرٍ**، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَذَّنَ مُحْتَسِبًا سَبْعَ سِنِينَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ " .

ضعيف : المشكاة ٦٦٤، الضعيفة ٨٥٠.

১৩৯-৭৩৪। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় সাত বছর আযান দেয়, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম হতে মুক্তির ঘোষণা লিখে দেন।[১৩১]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৬৬৪), যঈফাহ্ (৮৫০)।

---

[১৩০] এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারন হচ্ছে, সানাদে হুসাইন ইবনু ঈসা রয়েছে। জমহুর তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী এই হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, মুনকার। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

[১৩১] তিরমিযী, তাবারানী (৩/১০৯/২), ইবনু বিশরান (২/১২৫/১), খাতীব 'তারীখ' (১/২৪৭)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। অর্থাৎ দুর্বল। উকাইলী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে বলেছেন, তার সানাদে দুর্বলতা আছে। ইমাম বাগাবীও সানাদটি দুর্বল বলেছেন। সানাদে জাবির হল 'ইবনু ইয়াযীদ আল জো'ফী। সে দুর্বল। উপরন্তু কোন কোন ইমাম বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী, সে রাফিযী ছিল। **–যঈফাহ্**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٤ – كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ

অধ্যায়-৪ ঃ মাসজিদ ও জামা'আত

١ – باب مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا

অনুচ্ছেদ-১ ঃ আল্লাহর জন্য মাসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে

١٤٠–٧٤٤. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا **الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ**، عَنِ **ابْنِ لَهِيعَةَ**، حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ".

ضعيف : الروض النضير ٨٨٣ .

১৪০–৭৪৪। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ সম্পদ দিয়ে আল্লাহর উদ্দেশে মাসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।[১৩২]

দুর্বল ঃ রাওযুন নাযীর (৮৮৩)।

٢ – باب تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ মাসজিদ সৌন্দর্য করা

١٤١–٧٤٧. حَدَّثَنَا **جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ**، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَرَاكُمْ سَتُشَرِّفُونَ مَسَاجِدَكُمْ بَعْدِي كَمَا شَرَّفَتِ الْيَهُودُ كَنَائِسَهَا وَكَمَا شَرَّفَتِ النَّصَارَى بِيَعَهَا ".

ضعيف : الضعيفة ٢٧٣٣, صحيح أبي داود تحت الحديث ٤٧٤ ، وفيه أنه صح نحوه عن ابن عباس موقوفا .

১৪১–৭৪৭। ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার বিশ্বাস, আমার পরে তোমরা তোমাদের মাসজিদসমূহকে ইয়াহূদীদের উপাসনালয় ও খৃস্টানদের গীর্জার মত আকাশচুম্বী প্রাসাদরূপে নির্মাণ করবে।[১৩৩]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৭৩৩), সহীহ আবী দাউদ (৪৭৪ নং) হাদীসের নিচে, তাতে এর অনুরূপ সহীহ বর্ণনা ইবনু 'আব্বাস সূত্রে মাওকুফভাবে বর্ণিত আছে।

---

[১৩২] আল্লামা বুসয়রী "আয-যাওয়ায়িদ" গ্রন্থে বলেছেন, 'আলী (রাঃ)-এর হাদীসের সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদে ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম একজন মুদাল্লিস এবং সে এটিকে আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে। এছাড়া তার শায়খ ইবনু লাহী'আহ দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১৩৩] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদের জুবারাহ ইবনু মুগাল্লাস মিথ্যাবাদী। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

١٤٢-٧٤٨. حَدَّثَنَا **جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ**، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ **أَبِي إِسْحَاقَ**، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ زَخْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ " .

ضعيف جدا : الضعيفة ٤٤٧ .

১৪২-৭৪৮। 'উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন সম্প্রদায়ের সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হল, তারা তাদের মাসজিদগুলোকে চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করে।[১৩৪]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৪৭)।

٣- باب أَيْنَ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যেখানে মাসজিদ নির্মাণ বৈধ

١٤٣-٧٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الدَّلاَّلُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَاغِيَتُهُمْ .

ضعيف : ضعيف أبي داود ٦٧ .

১৪৩-৭৫০। 'উসমান ইবনু আবুল 'আস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ 'উসমান ইবনু আবুল 'আস ﷺ-কে সেখানে মাসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন যেখানে তায়িফবাসীর প্রতিমা ছিল।

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাঊদ (৬৭)।

١٤٤-٧٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا **مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ**، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَسُئِلَ، عَنِ الْحِيطَانِ، تُلْقَى فِيهَا الْعَذِرَاتُ فَقَالَ " إِذَا سُقِيَتْ مِرَارًا فَصَلُّوا فِيهَا " . يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

ضعيف : التعليق على ابن ماجه .

১৪৪-৭৫১। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তাঁকে এমন প্রাচীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা হতো। তখন তিনি নাবী ﷺ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন ঃ কয়েকবার পানি ঢালার পর সেখানে সলাত আদায় করতে পারবে।[১৩৫]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

---

[১৩৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আবূ ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং জুবারাহ ইবনু মুগাল্লাস একজন মিথ্যুক। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১৩৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক রয়েছে। সে তাদলীস করত এবং সে এটিকে আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٤- باب الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ যেসব স্থানে সলাত আদায় অপছন্দনীয়

١٤٥-٧٥٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ **زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ**، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ .

ضعيف : الإرواء ٢٨٧ .

১৪৫-৭৫৩। ইবনু ‘উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সাতটি স্থানে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ ময়লা ফেলার স্থানে, কসাইখানায়, ক্ববরস্থানে, রাস্তার চলাচলের জায়গায় গোসলখানায়, উটশালায় এবং কা‘বা ঘরের ছাদের উপর।[১৩৬]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (২৮৭)।

١٤٦-٧٥٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا **أَبُو صَالِحٍ**، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ **ابْنِ عُمَرَ**، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " سَبْعُ مَوَاطِنَ لاَ تَجُوزُ فِيهَا الصَّلاَةُ ظَاهِرُ بَيْتِ اللَّهِ وَالْمَقْبَرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْحَمَّامُ وَعَطَنُ الإِبِلِ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ".

ضعيف : الإرواء أيضا ٢٨٧، المشكاة ٧٣٨ .

১৪৬-৭৫৪। ‘উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাত জায়গায় সলাত আদায় জায়িয নয়। তা হলো ঃ বাইতুল্লাহর (কা‘বা ঘরের) ছাদে, ক্ববরস্থানে, ময়লা ফেলার স্থানে, কসাইখানায়, গোসলখানায়, উটশালায় ও রাস্তার চলাচল পথে।[১৩৭]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (২৮৭), মিশকাত (৭৩৮)।

٥- باب مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ

---

[১৩৬] তিরমিযী (২/২৭৭), ‘আব্‌দ ইবনু হুমাইদ ‘মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ’ (ক্বাফ ৮৪/২), তাহাভী ‘শরহে মা‘আনী’ (১/২২৪), বায়হাকী (২/২২৯-২৩০)। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, হাদীসের সানাদে যায়দ ইবনু জাবীরাহ একক হয়ে গেছে। ইবনু আব্দিল বার বলেছেন, তার দুর্বলতার ব্যপারে সকলে একমভ। ইমাম সাজী বলেছেন, সে দাউদ ইবনু হুমাইন সূত্রে খুবই মুনকার হাদীস বর্ণনা করে (অর্থাৎ এই হাদীস)। হাফিয ‘আত-তাক্বরীব’ গ্রন্থে বলেছেন, সে মাতরুক এবং ‘আত-তালখীস’ গ্রন্থে বলেছেন, সে অত্যান্ত দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, সানাদটি ঐভাবে শক্তিশালী নয়। **–ইরওয়াউল গালীল**

[১৩৭] তিরমিযী (৩৪৬)। হাদীসের সানাদে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ ও ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার ‘উমরী দুর্বল। বিস্তারিত দেখুন, **– ইরওয়াউল গালীল**

Contents

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ মাসজিদে যেসব কাজ অপছন্দনীয়

١٤٧-٧٥٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، حَدَّثَنَا **زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ** الأَنْصَارِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " خِصَالٌ لاَ تَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ لاَ يُتَّخَذُ طَرِيقًا وَلاَ يُشْهَرُ فِيهِ سِلاَحٌ وَلاَ يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ وَلاَ يُنْشَرُ فِيهِ نَبْلٌ وَلاَ يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نِيءٍ وَلاَ يُضْرَبُ فِيهِ حَدٌّ وَلاَ يُقْتَصُّ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ وَلاَ يُتَّخَذُ سُوقًا".

ضعيف : التعليق الرغيب ١ | ١٢١، الضعيفة ١٤٩٧، وصحت منه الخصلة الأولى : الصحيحة ١٠٠١ .

১৪৭–৭৫৫। ইবনু 'উমার ﷺ হতে রসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় কাজ মাসজিদে করা অনুচিত ঃ মাসজিদকে যাতায়াতের পথ বানানো যাবে না, সেখানে অস্ত্র প্রদর্শনী করা যাবে না, বর্শা দিয়ে শিকার করা যাবে না, কামান বহন করা যাবে না, কাঁচা গোশত নিয়ে অতিক্রম করা যাবে না, হদ কায়িম করা যাবে না, কারোর কিসাস নেয়া যাবে না এবং মাসজিদকে বাজারে পরিণত করা যাবে না।[১৩৮]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/১২৪), যঈফাহ্ (১৪৯৭), তবে বর্ণিত প্রথম অভ্যাসটি সহীহ ঃ সহীহাহ (১০০১)।

١٤٨-٧٥٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَارَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ١ | ١٢٠-١٢١، الأجوبة النافعة ٥٥، الإرواء ٧ | ٣٦٢ .

১৪৮–৭৫৭। ওয়াসিলাহ ইবনু আসক্বা' ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মাসজিদগুলোকে শিশু, পাগল, দুস্কৃতকারী, বেচাকেনা, ঝগড়া-বিবাদ, হৈ-চৈ, হদ কায়িম এবং অস্ত্রশস্ত্রের উত্তোলন থেকে সুরক্ষিত রাখবে। তোমরা ঘরের দরজার নিকট মল-মূত্র ত্যাগের জন্য ঢিলা-কুলুপ রাখবে আর জুমু'আর দিনে শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করবে।[১৩৯]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/১২০-১২১), আল-আজওয়াবাতুন নাফি'আহ (৫৫),ইরওয়াহ (৭/৩৬২)।

٦- باب النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

---

[১৩৮] ইবনু আদী (১৪৫/১)। ইবনু আদী বলেছেন, হাদীসটি অসংরক্ষিত (গায়রে মাহফুয)। সানাদের যায়দ ইবনু জাবীরাহ খুবই দুর্বল। যেমন হাফিয বলেছেন, সে মাতরূক। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন (১/৯৫), এর সানাদ দুর্বল, কারণ সানাদের যায়দ ইবনু জাবীরাহ্'ব দুর্বলতার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত পোষণ করেছেন। ইবনু আদী বলেছেন, সে দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকল হাদীস বিশারদ একমত। **-যঈফাহ্**

ডঃ মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন বলেন, অনুরূপভাবে আল্লামা সুয়ূতী এবং মানাবীও তাকে দুর্বল বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১৩৯] হাদীসটির বহু সানাদ রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি সানাদই নিকৃষ্ট। আব্দুল হাক্ব বলেছেন, এটির কোনই ভিত্তি নেই। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ মাসজিদে ঘুমান

١٤٩-٧٥٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ يَعِيشَ بْنَ قَيْسِ بْنِ طِخْفَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ، مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " انْطَلِقُوا " . فَانْطَلَقْنَا إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ وَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ شِئْتُمْ نِمْتُمْ هَاهُنَا وَإِنْ شِئْتُمُ انْطَلَقْتُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ " . قَالَ فَقُلْنَا بَلْ نَنْطَلِقُ إِلَى الْمَسْجِدِ .

ضعيف مضطرب .

১৪৯-৭৫৯। আসহাবে সুফ্‌ফার অন্যতম সদস্য ক্বায়স ইবনু তিখফা ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন, চলো। ফলে আমরা 'আয়িশাহ ؓ-এর ঘরে গেলাম এবং পানাহার করলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন ঃ তোমাদের ইচ্ছে হলে এখানে ঘুমাতে পার, আবার ইচ্ছে হলে মাসজিদে চলে যেতে পার। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমরা বললাম, আমরা বরং মাসজিদেই চলে যাই।[১৪০]

দুর্বল ঃ মুযতারিব।

٩- باب تَطْهِيرِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ মাসজিদ পবিত্র রাখা এবং তা সুগন্ধিময় করা

١٥٠-٧٦٤. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ** بْنِ أَبِي الْجَوْنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَخْرَجَ أَذًى مِنَ الْمَسْجِدِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ١ | ١١٩

১৫০-৭৬৪। আবূ সা'ঈদ খুদরী ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাসজিদ থেকে ময়লা অপসারণ করে, আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।[১৪১]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/১১৯)।

---

[১৪০] আবূ দাউদ (৫০৪০)।

[১৪১] এর সানাদে 'আব্দুর রাহমান ইবনু সুলাইমান রয়েছে। 'আল কাশিফ' গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম আবু দাউদ তাকে দুর্বল বলেছেন। –তাখরীজ ঃ **ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

١٥١-٧٦٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ **خَالِدِ بْنِ إِيَاسٍ**، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَسْرَجَ فِي الْمَسَاجِدِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ .

ضعيف جدا :التعليق على ابن ماجة .

১৫১-৭৬৭। আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামীম দারী ﷺ হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মাসজিদে বাতি জ্বালিয়েছিলেন।[১৪২]

খুবই দুর্বল ঃ তালীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

١٤- باب الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ সলাত আদায়ের উদ্দেশে গমন

١٥٢-٧٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُوَفَّقِ أَبُو الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا **فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ**، عَنْ **عَطِيَّةَ**، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَاىَ هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلاَ بَطَرًا وَلاَ رِيَاءً وَلاَ سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ - أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ " .

ضعيف : الضعيفة ٢٤، التعليق الرغيب ١ | ١٣١، التوسل أنواعه وأحكامه ٩٣-٩٩، تمام المنة .

১৫২-৭৫৮। আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ ঘর হতে সলাতের উদ্দেশে বের হয় এবং বলে ঃ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَاىَ هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلاَ بَطَرًا وَلاَ رِيَاءً وَلاَ سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ আল্লাহ তার প্রতি রহমাতের দৃষ্টিতে তাকান এবং সত্তর হাজার মালাক (ফেরেশতা) তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[১৪৩]

---

[১৪২] আল্লামা বুসয়রী 'আয-মাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, বর্ণনাটি মাওকুফ। আর এর সানাদে খালিদ ইবনু ইয়াস সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১৪৩] আহমাদ (৩/২১), ইবনুস্ সুন্নী (৮৩নং)। দু'টি কারণে হাদীসটির সানাদ দুর্বল। (১) সানাদে ফুযায়িল ইবনু মারকুফ দুর্বল। ইমাম আবু হাতিম বলেছেন, সে দুর্বল, তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম হাকিম বলেছেন, সে সহীহ'র শর্তের মধ্যে পড়ে না। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে ভুল করত এবং আত্বিয়্যাহ সূত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করত। (২) সানাদে আত্বিয়্যাহ আল-আওফী দুর্বল। ইবনু হাজার 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে সত্যবাদী তবে অনেক ভুল করত। ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে দুর্বল। ইবনু দাহিয়া বলেছেন, সে বহু বানোয়াট ও দুর্বল হাদীসের সানাদকে সহীহ বা হাসান বলে উল্লেখ করত।

হাদীসটির তৃতীয় আরেকটি দুর্বলতা আছে। তা হল ইযতিরাব (উলটপালট)। একবার এসেছে মারফুভাবে, আরেকবার এসেছে মাওকুফভাবে। **–যঈফাহ্**

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৪), তা'লীকুর রাগীব (১/১৩১), আত-তাওয়াস্সুল আনওয়ায়িহি ওয়া আহকামিহি (৯৩-৯৯), তামামুল মিন্নাহ।

١٥٣-٧٨٦. حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا **الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ**، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمَشَّاءُونَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ أُولَئِكَ الْخَوَّاضُونَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ "

ضعيف : التعليق الرغيب ١ | ١٣٠، الضعيفة ٢٠٥٩.

১৫৩–৭৮৬। আবূ হুরাইরাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যারা রাতের অন্ধকারে মাসজিদে যাতায়াত করে, তারাই আল্লাহর রহমাতের অনুসন্ধানকারী।[১৪৪]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/১৩০), যঈফাহ্ (২০৫৯)।

١٩- باب لُزُومِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ মাসজিদমুখী হওয়া এবং সলাতের জন্য অপেক্ষায় থাকা

١٥٤-٨٠٩. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ **دَرَّاجٍ**، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ- الآيَةَ .

ضعيف : المشكاة ٧٢٣، الضعيفة تحت حديث ١٦٨٢، التعليق الرغيب ١ | ١٣١-١٣٢.

১৫৪–৮০৯। আবূ সা'ঈদ খুদরী রাঃ হতে রসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তিকে বার বার মাসজিদে আসতে দেখলে, তোমরা তার জন্য ঈমানের সাক্ষী দিবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "আল্লাহর মাসজিদসমূহের আবাদ তো তারাই করবে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে...।" (সূরাহ তাওবাহ ৯ ঃ ১৮)[১৪৫]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৭২৩), যঈফাহ্ (১৬৮২) নং হাদীসের নিচে, তা'লীকুর রাগীব (১/১৩১-১৩২)।

---

[১৪৪] ইবনু মাজাহ এতে একক হয়ে গেছেন। (সানাদে ওয়ালিদ একজন মুদাল্লিস)। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১৪৫] তিরমিযী (২৬১৭, ৩০৮৩), আহমাদ (২৭৩০৮, ২৭৩২৫), দারিমী (১২২৩)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব। মূলতঃ এর সানাদ দুর্বল। সানাদে দাররাজ আবুস্ সাম্হ রয়েছে। তার বহু মুনকার হাদীস আছে। **-মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٥ – كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاتِ وَالسُّنَّةِ فِيْهَا

অধ্যায়-৫ ঃ সলাত কায়িম ও তার সুন্নাত

٢– باب الاستعاذة في الصّلاة

অনুচ্ছেদ-২ ঃ সলাতের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করা

١٥٥–٨١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ **عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ**، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا – ثَلَاثًا – الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا – ثَلَاثًا – سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً – ثَلَاثَ مَرَّاتٍ – اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ " . قَالَ عَمْرٌو هَمْزُهُ الْمُوتَةُ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ .

ضعيف بهذا التمام : الإرواء أيضا ٢ | ٥٤، المشكاة ٨١٧، ضعيف أبي داود ١٣٠ وانظر :الصحيح .

১৫৫–৮১৪। জুবায়র ইবনু মুত্ব'ইম ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যখন তিনি সলাত শুরু করতেন, তখন "আল্লাহু আকবার কাবীরা" তিনবার "আলহাম্‌দুলিল্লাহি কাসীরা" তিনবার এবং "সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসিলা" তিনবার বলতেন। তিনি আরো বলতেন ঃ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ "হে আল্লাহ! আমি বিতাড়িত শায়ত্বনের শায়ত্বনী, তার অশ্লীল কবিতা এবং তার দাম্ভিকতা হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।"

'আমর (রহ.) বলেন ঃ 'হাম্‌যিহী' অর্থ শায়ত্বনী; 'নাফ্‌সিহী' অর্থ তার অশ্লীল কবিতা এবং 'নাফখিহী' অর্থ তার অহংকার।[১৪৬]

এর পূরোটাই দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (২/৫৪), মিশকাত (৭১৭), যঈফ আবী দাউদ (১৩০), দেখুন ঃ সহীহ গ্রন্থ।

---

[১৪৬] তায়ালিসি (৯৪৭), আবু দাউদ (৮৬৪), ইবনু জারুদ (৯৬), হাকিম (১/২৩৫), বায়হাকী (২/৩৫), আহমাদ (৪/৮৫), তাবারানী 'কাবীর' এবং ইবনু হাসান 'মুহাল্লা' (৩/২১৮)। সানাদের 'আসিম আনাযীকে কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি কেবল ইবনু হিব্বান ছাড়া। 'আসিমের প্রকৃত নাম পরিচয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কোন বর্ণনায় এসেছে 'আম্‌র ইবনু সুর্‌রা, আসিম আনাযী হতে। কোন বর্ণনায় এসেছে 'আমর ইবনু সুর্‌রা, আনাযার জনৈক ব্যক্তি হতে, আর কোন বর্ণনায় এসেছে 'আমর ইবনু সুর্‌রা, 'আব্বাদ ইবনু 'আসিম হতে। 'আসিমের নাম নিয়ে এই মতভেদ দিক নির্দেশনা দিচ্ছে সে একজন অপরিচিত লোক। সম্ভবত এ জন্যই ইমাম বুখারী বলেছেন, তা সহীহ নয়। **–ইরওয়াউল গালীল**

٤– باب افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সলাতের ক্বিরাআত শুরু করা

١٥٦–٨٢٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ وَقَلَّمَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشَدَّ عَلَيْهِ فِي الإِسْلاَمِ حَدَثًا مِنْهُ فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقْرَأُ ـبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِـ فَقَالَ أَىْ بُنَىَّ إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ فَإِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ رَجُلاً مِنْهُمْ يَقُولُهُ فَإِذَا قَرَأْتَ فَقُلِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

ضعيف : التعليق على ابن ماجه .

১৫৬–৮২২। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামে নতুন কিছুর উদ্ভাবনকে অধিকতর মন্দ তাবার লোক আমার পিতার চেয়ে কমই দেখেছি। তিনি আমাকে সলাতে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়তে শুনে বললেন ঃ হে বৎস! বিদ‘আত হতে বিরত থাক। কেননা, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বাক্‌র, ‘উমার ও ‘উসমান ﷺ-এর সঙ্গে সলাত আদায় করেছি। কিন্তু আমি তাঁদের কাউকে (স্বরবে) বিসমিল্লাহ পড়তে শুনিনি। অতএব তুমি কিরাআত শুরু করলে الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ দিয়েই তা আরম্ভ করবে।[১৪৭]

দুর্বল ঃ তালীক ‘আলা ইবনে মাজাহ।

٧– باب الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যুহর ও ‘আসর সলাতে ক্বিরাআত

١٥٧–٨٣٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا **الْمَسْعُودِيُّ**، حَدَّثَنَا **زَيْدٌ الْعَمِّيُّ**، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ اجْتَمَعَ ثَلاَثُونَ بَدْرِيًّا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا تَعَالَوْا حَتَّى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ مِنَ الصَّلاَةِ . فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلاَثِينَ آيَةً وَفِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَقَاسُوا ذَلِكَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ .

ضعيف : لكن المرفوع منه له طريق آخر عند (م) ٢ | ٣٨ دون لفظة القياس .

---

[১৪৭] তিরমিযী (২৪৪), নাসায়ী (৯০৮), আহমাদ (১৬৩৪৫)।

Contents

১৫৭-৮৩৫। আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্য হতে ত্রিশজন বাদ্‌রী সাহাবী একত্রিত হয়ে বললেন ঃ আসুন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নীরবে পঠিত (যুহর ও আসর) সলাতের কিরাআত সম্পর্কে অনুমান করি। তাঁদের মধ্যকার দু'জন সাহাবীও এ নিয়ে বিরোধ করেননি যে, তিনি ﷺ যুহরের প্রথম রাক'আতে ত্রিশ আয়াত এবং দ্বিতীয় রাক'আতে তার অর্ধেক (পনের আয়াত) পড়েছেন। এমনি করে তাঁরা অনুমান করলেন যে, যুহরের দ্বিতীয় রাক'আতের পঠিত কিরাআতের পরিমাণ তিনি 'আসরের সলাতে পাঠ করতেন।[১৪৮]

দুর্বল ঃ কিন্তু তার সূত্রে মারফুভাবে তার আরেকটি সানাদ রয়েছে মুসলিমে (২/৩৮) তে কিয়াস শব্দ বাদে।

٨- باب الْجَهْرِ بِالآيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যুহর ও 'আসর সলাতে কখনো সশব্দে ক্বিরাআত পাঠ

١٥٨- ٨٣٧. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الآيَةَ بَعْدَ الآيَاتِ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ .

ضعيف : الضعيفة ٤١٢٠.

১৫৮-৮৩৭। বারা' ইবনু 'আযিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে যুহরের সলাত আদায় করতেন। সে সময় আমরা তাঁর থেকে সূরাহ লুক্বমান ও সূরাহ যারিয়াতের কোন কোন আয়াত শুনতে পেতাম।[১৪৯]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪১২০)।

٩- باب الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ মাগরিব সলাতের ক্বিরাআত

١٥٩- ٨٤٠. حَدَّثَنَا **أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ**، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ ـ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ــــ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

منكر : المشكاة ٨٥٠، صفة الصلاة، والمحفوظ أنه كان يقرأ بهما في سنة المغرب كما يأتي برقم ١١٧٧ في الصحيح .

---

[১৪৮] মুসলিম (৪৫২), নাসায়ী (৪৭৫,৪৭৬), আবু দাউদ (৮০৪), আহমাদ (১১৩৯৩), দারিমী (১২৮৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে যায়দ আম্মী দুর্বল। আর সানাদে মাসঊদী তার শেষ বয়সে সংমিশ্রণ করত। আর আবূ দাউদ এটি তার থেকে সংমিশ্রণের পর শুনেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১৪৯] নাসায়ী (৯৭১)।

১৫৯-৮৪০। ইবনু ‘উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ মাগরিবের সলাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়তেন।[১৫০]

মুনকার ঃ মিশকাত (৮৫০), ‘সিফাতুস সলাত’, মাহফুয হচ্ছে তিনি উক্ত সূরাদ্বয় মাগরিবের সুন্নাতে পড়তেন, যেমন আসবে সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে ক্রমিক নং (১১৭৭)-তে।

١١ – باب الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ ইমামের পেছনে ক্বিরাআত পাঠ

١٦٠ -٨٤٦. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا " .

ضعيف : صحيح أبي داود تحت الحديث ٧٧٧، وأصله في (م) .

১৬০-৮৪৬। আবূ সা‘ঈদ খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফারয অথবা অন্যান্য সলাতের প্রত্যেক রাক‘আতে সূরাহ ফাতিহা ও অন্য একটি সূরাহ না পাঠ করবে, তার সলাত হবে না।[১৫১]

দুর্বল ঃ সহীহ আবী দাউদ (৭৭৭) নং হাদীসের নিচে, এর মূল রয়েছে মুসলিমে।

١٦١ -٨٤٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَقْرَأُ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ أَفِي كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَعَمْ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَ هَذَا.

ضعيف الإسناد .

১৬১-৮৪৯। আবূ দারদা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ ইমাম ক্বিরাআত পাঠ করার সময় আমিও কি ক্বিরাআত পাঠ করব? তিনি বললেন ঃ একবার জনৈক ব্যক্তি নাবী ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিল। প্রত্যেক সলাতেই ক্বিরাআত রয়েছে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন দলের একজন বলল ঃ এটা ওয়াজিব হয়ে গেছে।[১৫২]

সানাদ দুর্বল।

---

[১৫০] হাদীসের রিজাল নির্ভরযোগ্য, তবে সানাদে আহমাদ ইবনু বুদাইল ছাড়া। স্মৃতি বিভ্রাটের কারণে তার মাঝে দুর্বলতা আছে। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, তাতে সমস্যা নেই। ইবনু ‘আদী বলেছেন, সে হাফ্য ইবনু গিয়াস ও অন্যদের সূত্রে এমন সানাদে হাদীস বর্ণনা করেছে যা আমি অস্বীকার করি। তার এই হাদীসটি হাফ্য সূত্রের। হাফিয ফাত্‌হ গ্রন্থে বলেছেন, বাহ্যিকভাবে এর সানাদ সহীহ কিন্তু এটি দোষযুক্ত। ইমাম দারাকুতুনী বলেছেন, সে তার কতিপয় বর্ণনায় ভুল করেছে। **-মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী [উল্লেখ্য সকল প্রকার সলাতে ইমামের পেছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠের সহীহ বর্ণনা আছে]**

[১৫১] আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে বলেছেন, এটি দুর্বল। সানাদের অঅবূ সুফয়ান সা’দী সম্পর্কে ইবনু আব্দুল বার বলেছেন, সে দুর্বল, এ ব্যাপারে সকলে একমত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১৫২] নাসায়ী (৯২৩), আহমাদ (২৬৯৮২)। আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে বলেছেন, বর্ণনাটি মাওকুফ। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

١٢- باب في سَكْتَتَيِ الإِمَامِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ ইমামের নীরবতা অবলম্বনের স্থান

١٦٢-٨٥١. حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ جَمِيلٍ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ **الْحَسَنِ**، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِينَةِ فَكَتَبَ أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ . قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ قَالَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ . ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَإِذَا قَرَأَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾. قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ.

ضعيف : الإرواء ٥٠٥، المشكاة ٨٠٨، ضعيف ابي داود ١٣٣-١٣٠ .

১৬২-৮৫১। সামুরাহ ইবনু জুনদুব ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নীরবতা অবলম্বনের স্থান (সাকতা) দু'টি যা রসূলুল্লাহ ﷺ হতে হিফাযাত করেছি। কিন্তু 'ইমরান ইবনু হুসায়ন ؓ তা অস্বীকার করেন। আমরা বিষয়টি মাদীনাতে উবাই ইবনু কা'ব ؓ-এর নিকট লিখে পাঠালাম। তিনি জবাবে লিখলেন ঃ সামুরাহ ؓ বিষয়টি স্মরণ রেখেছেন।

সা'ঈদ (রহ.) বলেন, আমরা ক্বাতাদাহ ؓ-কে বললাম ঃ নীরবতা থাকার স্থান দু'টি কি কি? তিনি বললেন ঃ যখন তিনি তাঁর সলাতে প্রবেশ করতেন এবং যখন তিনি কিরাআত সমাপ্ত করতেন।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ তিনি যখন "গাইরিল মাগযূবি "আলাইহিম ওয়ালায্-যাল্লীন" পড়তেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ কিরাআত শেষে শ্বাস নেয়ার জন্য তিনি নীরব থাকতেন, এতে করে লোকজন অবাক হয়ে যেতো।[১৫৩]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (৫০৫), মিশকাত (০৮), যঈফ আবী দাঊদ (১৩৩-১৩৫)।

١٦٣-٨٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابَ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ قَالَ سَمُرَةُ حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلاَةِ سَكْتَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَسَكْتَةً عِنْدَ الرُّكُوعِ . فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَكَتَبُوا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ .

ضعيف : المصدر نفسه .

---

[১৫৩] ইমাম দারাকুত্নী বলেছেন, সানাদের হাসান হাদীসটি সামুরাহ হতে শুনেছেন কিনা এনিয়ে মতভেদ আছে। কেননা তিনি সামুরাহ হতে কেবলমাত্র আক্বিকাহ সম্পর্কিত একটি হাদীস শুনেছেন। তাছাড়া হাসান বাসরী সম্মানিত লোক হলেও তিনি হাদীস তাদলীস করতেন। তাই এ হাদীস দলিল যোগ্য নয়। -বিস্তারিত দেখুন **–ইরওয়াউল গালীল**

১৬৩-৮৫২। সামুরাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি সলাতে নীরব থাকার দু'টি স্থান (সাক্‌তা) স্মরণ রেখেছি। একটি কিরাআতের পূর্বে এবং অপরটি রুকূর সময়। তখন 'ইমরান ইবনু হুসায়ন ﷺ তা অস্বীকার করেন। ফলে তাঁরা মাদীনাতে উবাই ইবনু কা'ব ﷺ-এর নিকট বিষয়টি লিখে পাঠান। তখন তিনি সামুরাহ ﷺ-এর অভিমতকে সঠিক বলেন।[১৫৪]

দুর্বল।

١٤- باب الْجَهْرِ بِآمِينَ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ সশব্দে আমীন বলা

١٦٤-٨٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا **بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ**، عَنْ أَبِي **عَبْدِ اللَّهِ** ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ " غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ " . قَالَ " آمِينَ " . حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الأَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ .

ضعيف : الصحيحة تحت الحديث ٤٦، ضعيف أبي داود ٤٦٦.

১৬৪-৮৬০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ বলতেন; তখন তিনি আমীন বলতেন। এমনকি প্রথম কাতারের লোকজন তা শুনতে পেত এবং এতে মাসজিদ কেঁপে উঠত।[১৫৫]

দুর্বল ঃ সহীহাহ (৪৬৫) নং হাদীসের নিচে, যঈফ আবী দাউদ (৪৬৬)।

١٦٥-٨٦٤. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلاَّلُ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو مُسْهِرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صُبَيْحٍ الْمُرِّيُّ، حَدَّثَنَا **طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو**، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَىْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى آمِينَ فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمِينَ " .

ضعيف جدا : التعليق الرغيب ١ | ١٧٨-١٧٩، وهو ثابت دون (فأكثروا...) كما في الصحيح .

---

[১৫৪] তিরমিযী (২৫১), আবূ দাউদ (৭৭৭), আহমাদ (১৯৫৭৭, ১৯৬১৯, ১৯৬৫৩, ১৯৭১৬, ১৯৭৩১, ১৯৭৫৩), দারিমী (১২৪৩)।

[১৫৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আবূ 'আব্দুল্লাহকে চেনা যায়নি। আর সানাদে বিশর রয়েছে। ইমাম আহমাদ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে। তবে হাদীসটি ইবনু হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে ভিন্ন সানাদে বর্ণনা করেছেন। –তাখরীজ ঃ **ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[উল্লেখ্য সঠিক হল, জেহরী ক্বিরাআতের সলাতে ইমাম, মুক্তাদী সকলকেই সশব্দে আমীন বলতে হবে। এ ব্যাপারে সহীহ বর্ণনা আছে।]

১৬৫–৮৬৪। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদীরা অন্য কোন জিনিসে এতটা ঈর্ষান্বিত হয় না যতটা হয় তোমাদের 'আমীন' বলাতে। অতএব বেশি বেশি 'আমীন' বলবে।[১৫৬]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/১৭৮-১৭৯), (فأكثروا ...) কথাটি বাদে এটি প্রমাণযোগ্য, যেমন আছে সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে।

١٨– باب مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর সময় যা বলতে হয়

١٦٦–٨٨٦. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ **أَبِي عُمَرَ**، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، يَقُولُ ذُكِرَتِ الْجُدُودُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ رَجُلٌ جَدُّ فُلاَنٍ فِي الْخَيْلِ . وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فُلاَنٍ فِي الإِبِلِ . وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فُلاَنٍ فِي الْغَنَمِ . وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فُلاَنٍ فِي الرَّقِيقِ . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَتَهُ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَةِ قَالَ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " . وَطَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَهُ بِالْجَدِّ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ .

ضعيف : التعليق على ابن ماجه، لكن صح منه الدعاء المذكور، فانظر صفة الصلاة، والشطر الأول منه في الصحيح في هذا الباب.

১৬৬–৮৮৬। আবূ জুহাইফাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করছিলেন আর ঐ অবস্থায়ই তাঁর সামনে লোকজন ধন-সম্পদ নিয়ে আলোচনা করছিল। এক ব্যক্তি বলল অমুকের নিকট অনেক ঘোড়া আছে। আরেকজন বলল ঃ অমুকের নিকট অনেক উট আছে। আরেকজন বলল ঃ অমুকের নিকট অনেক দাস আছে। রসূলুল্লাহ ﷺ শেষ রাক'আতের রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে বললেন ঃ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " রসূলুল্লাহ جد শব্দটি উচ্চৈঃস্বরে বললেন, যেন লোকজন বুঝতে পারে, তারা যা বলছিল, তা যথার্থ নয়।[১৫৭]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ, কিন্তু তার থেকে উপরোক্ত দু'আটি সহীহ প্রমাণ আছে, অতত্রব দেখুন সিফাতুস সলাত, আয় বর্ণনাটির প্রথম অংশ রয়েছে সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে এই অনুচ্ছেদেই।

---

[১৫৬] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদের ত্বালহা ইবনু 'আমর দুর্বল হওয়ার ব্যপারে সকলে একমত। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১৫৭] বায়হাকী (২/৩৫), হাকিম (১/২৩৫), দারাকুত্নী (১/২৯৯)। বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আবূ 'উমার অজ্ঞাত। তার অবস্থা জানা যায়নি। –তাখরীজ ঃ **ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

١٩- باب السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ সাজদাহ

١٦٧-٨٩٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا **شَرِيكٌ**، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

ضعيف : الإرواء ٣٥٧، المشكاة ٨٩٨، تعليقي على صحيح ابن خزيمة ٦٢٦ و ٦٢٩ ضعيف أبي داود ١٥١، تمام المنة، التعليقات الجياد .

১৬৭-৮৯০। ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে সাজদার সময় উভয় হাতের পূর্বে উভয় হাঁটু রাখতে দেখেছি। আর যখন তিনি সাজদাহ হতে উঠতেন, তখন তিনি তাঁর দু'হাত দু'হাঁটুর পূর্বে উঠাতেন।[১৫৮]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (৩৫৭), মিশকাত (৮৯৮), তালীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ (৬২৬, ৬২৯), যঈফ আবী দাউদ (১৫১), তামামুল মিন্নাহ, তালীকাতুল জিয়াদ।

٢٠- باب التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ রুকূ' ও সাজদাহ্‌র তাসবীহ

١٦٨-٨٩٥. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي، **إِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ** يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ " . فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ " .

ضعيف : الإرواء ٣٣٤, المشكاة ٨٧٩، تعليقي على صحيح ابن خزيمة ٦٠٠، ضعيف أبي داود ١٥٢، تخريج مساجلة علمية ٩.

১৬৮-৮৯৫। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির জুহানী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيم আয়াতটি নাযিল হলে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন ঃ তোমরা একে তোমাদের রুকূর (তাসবীতে) অন্ত

---

[১৫৮] আবূ দাউদ (৮৩৮), নাসায়ী (১/১৬৫), তিরমিযী (২/৫৬), দারিমী (১/৩০৩), তাহাভী (১/১৫০), দারাকুত্‌নী (১৩১-১৩২), হাকিম (১/২২৬), তার সূত্রে বায়হাকী (২/৮)। এই সানাদটি দুর্বল। মুহাদ্দিসগণ এ নিয়ে মতভেদ করেছেন। ইমাম দারাকুত্‌নী বলেছেন, সানাদে শারীক সূত্রে ইয়াযীদ একক হয়ে গেছেন। আর শারীক যেখানে একক হয়ে যান সেখানে তিনি মজবুত নন। -বিস্তারিত দেখুন; **ইরওয়াউল গালীল**

ভুক্ত করে নাও। আর যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন ঃ তোমরা একে তোমাদের সাজদার (তাসবীহ্তে) অন্তর্ভুক্ত করে নাও।[১৫৯]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (৩৩৪), মিশকাত (৮৭৯), তালীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ (০০), যঈফ আবী দাউদ (১৫২), তাখরীজু মাসাজিলাতু ইলমিয়্যাহ (৯)।

١٦٩-٨٩٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ **عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ**، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ . ثَلاَثًا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى . ثَلاَثًا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ " .

ضعيف : المشكاة ٨٨٠، ضعيف أبي داود ١٥٥.

১৬৯-৮৯৮। ইবনু মাস'উদ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রুকূতে যায়, তখন সে যেন তার রুকূতে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ বলে। সে এরূপ করলে তার রুকূ পূর্ণ হবে। আর তোমাদের কেউ যখন সাজদায় যায় তখন সে যেন তার সাজদায় তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى বলে। যখন সে এরূপ করবে তার সাজদাহ পূর্ণ হবে আর এটা হচ্ছে তার ন্যূনতম সংখ্যা।[১৬০]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৮৮০), যঈফ আবী দাউদ (১৫৫)।

٢٢- باب الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ দুই সাজদাহ্র মাঝে বসা

١٧٠-٩٠٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ **أَبِي إِسْحَاقَ**، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ " .

ضعيف : صحيح أبي داود تحت الحديث ٨٣٨ ، الضعيفة ٤٧٨٧، المشكاة ١٠٣.

১৭০-৯০২। 'আলী رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ তুমি দু' সাজদার মাঝে কুকুরের মত বসবে না।[১৬১]

দুর্বল ঃ সহীহ আবী দাউদ (৮৩৮) নং হাদীসের নিচে, যঈফাহ্ (৪৭৮৭), মিশকাত।

---

[১৫৯] আহমাদ (৪/১৫৫), আবু দাউদ (৮৬৯), তাহাভী (১/১৩৮), হাকিম (১/২২৫) বায়হাকী (২/৮৬), তায়ালিসি (১০০০)। ইমাম যাহাবী বলেছেন, সানাদে ইয়্যাস অপরিচিত। আজলী বলেছেন, তাতে কোন সমস্যা নেই। ইমাম যাহাবীর মতটিই অতি কাছাকাছি। **-ইরওয়াউল গালীল**

[১৬০] তিরমিযী (২৬১), আবূ দাউদ (৮৮৬), দারাকুতনী (১/৩৫৩)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এর সানাদ মুত্তাসিল নয়। কেননা আওন, ইবনু মাসউদের সাক্ষাত পায়নি। **-মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

[১৬১] হাদীসের সানাদে আবূ ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছে।

١٧١-٩٠٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا **الْعَلاَءُ أَبُو مُحَمَّدٍ**، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ " إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلاَ تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ ضَعْ أَلْيَتَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ وَأَلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالأَرْضِ " .

موضوع : الضعيفة ٢٦١٤ .

১৭১-৯০৪। আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ তুমি সাজদাহ হতে তোমার মাথা উত্তোলনের সময় কুকুরের ন্যায় বসবে না। তোমার উভয় নিতম্ব দু'পায়ের মাঝে রাখবে এবং তোমার দু'পায়ের পিঠ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রাখবে।[১৬২]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (২৬১৪)।

٢٤- باب مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ তাশাহহুদ প্রসঙ্গে

١٧٢-٩١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ " بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ " .

ضعيف : صفة الصلاة الأصل .

১৭২-৯১২। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কুরআনের সূরাহ শিক্ষা দেয়ার মতই তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ

بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ .

"আল্লাহর নামে শুরু করেছি। মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক 'ইবাদাত আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমাত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের

---

[১৬২] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদের আ'লা আবু মুহাম্মাদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান ও হাকিম বলেছেন, সে আনাস সূত্রে বানোয়াট হাদীসবলী বর্ণনা করে। ইমাম বুখারী ও অন্যরা বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। আর ইবনুল মাদীনী বলেন, সে হাদীস জাল করত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

উপর সালাম বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। আমি আল্লাহর নিকট জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই।"[১৬৩]

দুর্বল ঃ সিফাতুস্ সলাত।

٢٥- باب الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ নাবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ

١٧٣-٩١٦. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَيَانٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا **الْمَسْعُودِيُّ**، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَحْسِنُوا الصَّلاَةَ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ . قَالَ فَقَالُوا لَهُ فَعَلِّمْنَا . قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلاَتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

ضعيف : تخريج فضل الصلاة على النبي ﷺ .

১৭৩-৯১৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, তখন তোমরা তাঁর প্রতি উত্তমরূপে দরূদ পাঠ করবে। কেননা তোমাদের জানা নেই যে,সম্ভবতঃ তা তাঁর সামনে পেশ করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন ঃ সাহাবীগণ তাঁকে বললেন ঃ আপনি আমাদের শিক্ষা দিন। তিনি বলেন, তোমরা বলবে ঃ

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلاَتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكعَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

---

[১৬৩] নাসায়ী (১১৭৫)।

"হে আল্লাহ! আপনি আপনার প্রশান্তি, আপনার রহমাত ও বারাকাত আপনার বান্দা ও রসূল, রসূলকুল শিরোমণি, মুত্তাকীগণের ইমাম, সর্বশেষ নাবী, কল্যাণ ও মঙ্গলের ইমাম, রহমাতের রসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি নাযিল করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে মাকামে মাহমূদে (জান্নাতের চরম প্রশংসিত স্থানে) পৌছে দিন, যার জন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমাত নাযিল করুন, যেরূপ আপনি রহমাত নাযিল করেছেন ইব্‌রাহীম ('আ.) ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর বংশধরদের উপর বারাকাত দান করুন, যেরূপ বারাকাত দান করেছেন ইব্‌রাহীম ('আ.) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, গৌরবান্বিত।[১৬৪]

দুর্বল ঃ তাখরীজু ফাজলুস সলাত 'আলা ন্নাবী ﷺ (৬১)।

٢٨– باب التَّسْلِيم

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ সালাম ফিরানো

١٧٤–٩٢٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ **أَبِي إِسْحَاقَ**، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ صَلاَةً ذَكَّرَنَا صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ تَرَكْنَاهَا فَسَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ .

منكر : التعليق على ابن ماجه، وأما السلام يمينا ويسارا فصحيح بما قبله في الصحيح.

১৭৪–৯২৭। আবূ মূসা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী ﷺ উটের যুদ্ধের দিন আমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন। তার সলাত দেখে আমাদের রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাতের কথা স্মরণ হল। জানি না, আমরা কি সেই পদ্ধতি ভুলে গিয়েছিলাম, নাকি আমরা তা পরিত্যাগ করেছিলাম! তিনি তাঁর ডান ও বামদিকে সালাম ফিরান।[১৬৫]

মুনকার ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ, তবে ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরানো সহীহ প্রমাণ আছে এর পূর্বের হাদীসে সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে।

٣٠– باب رَدِّ السَّلاَمِ عَلَى الإِمَامِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ ইমামের সালামের জওয়াব দেয়া

١٧٥–٩٣١. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ **الْحَسَنِ**، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَرُدُّوا عَلَيْهِ " .

---

[১৬৪] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর রিজাল নির্ভরযোগ্য। তবে সানাদে মাস'উদী তার শেষ বয়সে সংমিশ্রন করত। হাদীসটি তার প্রথম দিকের না শেষ দিকের তা পার্থক্য করা যায়নি। অতএব বর্জন করাটাই আবশ্যক। যেমনটি ইবনু হিব্বান বলেছেন। –**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১৬৫] সানাদে আবূ ইসহাক একজন মুদাল্লিস। সে শেষ বয়সে সংমিশ্রন করত। –**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

ضعيف : الإرواء ٣٦٩، ضعيف أبي داود ١٧٨، الضعيفة ٢٥٦٤ .

১৭৫-৯৩১। সামুরাহ ইবনু জুনদুব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ **বলেছেন ঃ ইমাম সালাম ফিরালে** তোমরা তার উত্তর দেবে।[১৬৬]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (৩৬৯), যঈফ আবী দাউদ (১৭৮), যঈফাহ্ (২৫৬৪)।

١٧٦–٩٣٢. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.

ضعيف : الإرواء ٢|٨٨ .

১৭৬-৯৩২। সামুরাহ ইবনু জুনদুব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আমাদের ইমামদের প্রতি এবং একে অন্যের প্রতি সালাম প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।[১৬৭]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (২/৮৮)।

٣١– باب وَلاَ يَخُصُّ الإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ ইমাম কেবল নিজের জন্য দু'আ করবে না

١٧٧–٩٣٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَؤُمُّ عَبْدٌ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ " .

ضعيف : ضعيف أبي داود ١١-١٢ .

১৭৭-৯৩৩। সাওবান ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ইমামত করার সময় দু'আর মধ্যে যেন অন্যান্যদের বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য দু'আ না করে। যদি সে এরূপ করে, তাহলে সেতো মুক্তাদীদের প্রতি খিয়ানাত করল।[১৬৮]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (১১-১২)।

٣٦– باب مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ মুসল্লী যা দিয়ে সুত্‌রাহ বানাবে

١٧٨–٩٥٣. حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو

---

[১৬৬] হাদীসটি হাসান বাসরী সামুরাহ হতে শুনেছেন কিনা এ নিয়ে মতভেদ আছে। তাছাড়া তিনি তাদলীস করতেন, যেমন হাফিয ও অন্যরা বলেছেন এবং তিনি আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। **–ইরওয়াউল গালীল**

[১৬৭] এটিও সামুরাহ সূত্রে হাসান বাসরীর বর্ণনা। তাই এর ক্রটিও (১৭৫নং) হাদীসের সানাদের অনুরূপ।

[১৬৮] তিরমিযী (৯৬৫৭)। সানাদে বাক্বিয়্যাহ ইবনু ওয়ালীদ একজন মুদাল্লিস। সে এটি আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে।

بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ، حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ " .

ضعيف : المشكاة ٧٨١، ضعيف أبي داود ١٠٧ .

১৭৮–৯৫৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ সলাত আদায় করলে সে যেন তার সামনে কোন কিছু রেখে দেয়। যদি কিছু না পায় তাহলে যেন সামনে লাঠি খাড়া করে রাখে। যদি তাও না পায়, তাহলে যেন (যমীনের উপর) দাগ টেনে দেয়। অতঃপর তার সামনে দিয়ে কিছু অতিক্রম করলে তাতে তার সলাতের কোন ক্ষতি হবে না।[১৬৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৭৮১), যঈফ আবী দাউদ (১০৭)।

٣٧– باب الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّي

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা

١٧٩–٩٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ **عَمِّهِ**، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَىْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلاَةِ كَانَ لأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا " .

ضعيف : المشكاة ٧٨٧، التعليق الرغيب ١ | ١٩٣–١٩٤، صحيح أبي داود تحت الحديث ٦٩٨ .

১৭৯–৯৫৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি জানত যে, স্বীয় মুসল্লী ভাইয়ের সামনে দিয়ে অতিক্রমে কি হবে, তাহলে সে এরূপ পদক্ষেপ নেয়ার চেয়ে একশত বছর দাঁড়িয়ে থাকা অধিক ভাল মনে করত।[১৭০]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৭৮৭), তা'লীকুর রাগীব (১/১৯৩-১৯৪), সহীহ আবী দাউদ (৬৯৮) নং হাদীসের নিচে।

---

[১৬৯] আহমাদ (৭৩৪৫), বায়হাকী (৫/১১৯)। এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ হচ্ছে, এতে খুব কঠিন উলটপালট ও দু'জন অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে। এ কারণে একদল ইমাম একে দুর্বল বলেছেন। যাদের মধ্যে ইমাম আহমাদও রয়েছেন। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

[১৭০] আহমাদ (৮৬২০)। এর সানাদ সম্পর্কে মুনযিরী 'আত-তারগীব' গ্রন্থে বলেছেন 'সহীহ'। কিন্তু এতে প্রশ্ন রয়েছে। যা "তা'লীকুর রাগীব' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সারকথা হল, তাতে একজন সমালোচিত এবং অন্যজন অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ সমালোচিত। কেননা সানাদে 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমানের চাচা রয়েছে। তার নাম হল 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আব্দুল্লাহ। ইমাম আহমাদ বলেন, তার হাদীসসমূহ মুনকার । আল্লামা সুয়ূতী জামিউস সাগীর গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন, এবং আল্লামা মানাবী তাতে নীরব থেকেছেন। –তাখরীজ **ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

٣٨– باب مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ .

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ যেসব কাজ সলাত বিনষ্ট করে দেয়

١٨٠–٩٥٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ،** - هُوَ قَاصُّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - **عَنْ أَبِيهِ،** عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ فَرَجَعَ فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَضَتْ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ " هُنَّ أَغْلَبُ " .

ضعيف : تمام المنة | ما يباح في الصلاة .

১৮০–৯৫৮। উম্মু সালামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ উম্মু সালামাহ ﷺ-এর ঘরে সলাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় সম্মুখ দিয়ে 'আবদুল্লাহ অথবা 'উমার ইবনু আবূ সালামাহ অতিক্রম করছিলেন। তখন অতিক্রম করতে তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করলেন। ফলে সে ফিরে আসে। অতঃপর যাইনাব বিনতু উম্মে সালামাহ ﷺ অতিক্রম করতে চাইলে তিনি তাকেও ইশারায় নিষেধ করলেন কিন্তু তিনি (সামনে দিয়ে) চলে গেলেন। ফলে রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় শেষে বললেন ঃ এরাই (নারীরা) বেশি বাড়াবাড়ি করে থাকে।[১৭১]

দুর্বল ঃ তামামুল মিন্নাহ/সলাতে যা করা বৈধ অনুচ্ছেদে।

٤٢– باب مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ৪২ ঃ সলাতে যেসব কাজ অপছন্দনীয়

١٨١–٩٧٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا **هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيُّ،** عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلاَتِهِ " .

ضعيف : الضعيفة ٧٧٧ .

১৮১–৯৭৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এটা শোভনীয় নয় যে, মানুষ তার সলাত আদায় সমাপ্ত না করেই বারবার স্বীয় কপাল মাসেহ করবে।[১৭২]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৮৭৭)।

---

[১৭১] আহমাদ (২৫৯৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কতিপয় সানাদে তার পিতা হতে পরিবর্তে তার মাতা হতে রয়েছে। তাদের দুজনকেই চেনা যায়নি। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

এব সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ হল, সানাদে এমন লোক রয়েছে যাকে চেনা যার না। এ জন্যই ইবনুল কাত্তান ও আল্লামা বুসয়রী এটিকে দুর্বল বলেছেন। **–তামামুল মিন্নাহ ঃ আলবানী**

[১৭২] হাদীসের সানাদে হারূন ইবনু 'আব্দিল্লাহ ইবনু হুদাইর দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীস অনুসরণ করা যাবে না। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্যদের সূত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সে সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। **–যঈফাহ্**

Contents

١٨٢-٩٧٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ **الْحَارِثِ**، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ " .

ضعيف : الإرواء ٣٧٨، الضعيفة ٤٧٨٧.

১৮২-৯৭৫। 'আলী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি সলাত আদায়ের অবস্থায় তোমার আঙ্গুলগুলো মটকাবে না।[১৭৩]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (৩৭৮), যঈফাহ্ (৪৭৮৭)।

١٨٣-٩٧٧. حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا **أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ**، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلاَةِ فَفَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَصَابِعِه .

ضعيف : الإرواء ٣٧٩ ، التعليق الرغيب ١ | ١٢٣-١٢٤، المشكاة ٩٩٤ .

১৮৩-৯৭৭। কা'ব ইবনু 'উজরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে সলাত আদায় অবস্থায় এক হাতের আঙ্গুল আরেক হাতের আঙ্গুলের মাঝে প্রবেশ করতে দেখে। তার আঙ্গুলগুলো খুলে দেন।[১৭৪]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (৩৭৯), তা'লীকুর রাগীব (১/১২৩-১২৪), মিশকাত (৯৯৪)।

١٨٤-٩٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَلاَ يَعْوِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ " .

موضوع بزيادة (ولايعوي) صحيح بدونها : المشكاة ٩٩٣, الضعيفة ٢٤٢٠ .

১৮৪-৯৭৮। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারোর হাই আসলে সে যেন স্বীয় হাত মুখের উপর রাখে এবং কোনরূপ শব্দ যেন না করে। কেননা শাইত্বান এরূপ আচরণে হাসে।[১৭৫]

---

[১৭৩] বায়হাকী (৩/৯৭)। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদে হারিস ইবনু 'আব্দুল্লাহ আ'ওয়ার যুহাইর হামাদানী দুর্বল। কোন কোন মুহাদ্দিস তাকে সন্দেহভাজন বলেছেন। **–ইরওয়াউল গালীল**

[১৭৪] তিরমিযী (৩৮৬), আবূ দাউদ (৫৬২), আহমাদ (১৭৬৩৭, ১৭৬৪৬, ১৭৬৬৪), দারিমী (১৪০)। এর সানাদে আবূ বাক্র ইবনু 'আয়্যাশ যদিও বুখারীর রিজালভুক্ত তথাপি তার স্মৃতি দুর্বলতা রয়েছে। তিনি সানাদে এবং মাতানে বিপরীত করেছেন। **–ইরওয়াউল গালীল**

[১৭৫] বুখারী (৩২৮৯), তিরমিযী (২৭৪৬, ২৭৪৭), আবূ দাউদ (৫০২৮), আহমাদ (৭২৫২, ৭৫৪৫, ৯২৪৬, ১০৩১৭, ১০৩২৯), বায়হাকী (৩/১০৩)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের 'আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

বানোয়াট (ولايعوي) অতিরিক্ত সহকারে, কিন্তু এই অতিরিক্ত অংশ বাদে সহীহ ঃ মিশকাত (৯৯৬), যঈফাহ্ (২৪২০)।

١٨٥-٩٧٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ **أَبِي الْيَقْظَانِ**، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْبُزَاقُ وَالْمُخَاطُ وَالْحَيْضُ وَالنُّعَاسُ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ " .

ضعيف : الضعيفة ٣٣٧٩ .

১৮৫-৯৭৯। সাবিত (রাঃ)-এর পিতা হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সলাতরত অবস্থায় থুথু ফেলা, ঘ্রাণ নেয়া, হায়য আসা ও নিদ্রামগ্ন হওয়া শাইত্বানের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।[১৭৬]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩৩৭৯)।

٤٣- باب مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ লোকজন অপছন্দ করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাদের ইমামাত করে

١٨٦-٩٨٠. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ **الإِفْرِيقِيِّ**، عَنْ **عِمْرَانَ بْنِ عَبْدٍ**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاَةٌ الرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَالرَّجُلُ لاَ يَأْتِي الصَّلاَةَ إِلاَّ دِبَارًا - يَعْنِي بَعْدَ مَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ - وَمَنِ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا " .

ضعيف : إلا الجملة الأولى منه فصحيحة، ومن أجلها أوردته في الصحيح أيضا : المشكاة ١١٢٣، التعليق الرغيب ١ / ١٧٠، صحيح الترغيب ٤٨٣-٤٨٦، ضعيف أبي داود ٩٢، صحيح أبي داود ٦٠٧ .

১৮৬-৯৮০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির সলাত কবূল হয় না। (১) যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামত করে অথচ তারা তাকে অপছন্দ করে। (২) যে ব্যক্তি সলাতের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর সলাত আদায় করে এবং (৩) যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলাম বানায়।[১৭৭]

দুর্বল ঃ তবে এর প্রথম বাক্যটি সহীহ। এজন্যই আমি একে সহীহ গ্রন্থে তুলে ধরেছি। মিশকাত (১১২৩), তা'লীকুর রাগীব (১/১৭০), সহীহ আত-তারগীব (৪৮৩-৪৮৬), যঈফ আবী দাউদ (৯২), সহীহ আবী দাউদ (৬০৭)।

---

[১৭৬] বায়হাকী (৩/১২০), দারাকুত্‌নী (১/৩৪৬)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের আবু ইয়াকজান এর নাম হল, 'উসমান ইবনু উসায়র। সে দুর্বল, এ ব্যাপারে সকলে একমত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১৭৭] আবূ দাঊদ। এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ হচ্ছে, সানাদে 'আব্দুর রাহমান ইবনু যিয়াদ ইফরীক্বী দুর্বল, এবং 'ইমরান ইবনু 'আব্দুল মু'আফিরী অজ্ঞাত। তবে হাদীসের প্রথম বাক্যটি বিশুদ্ধ। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

١٨٧-٩٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَرْحَبِيُّ، حَدَّثَنَا **عُبَيْدَةُ بْنُ الأَسْوَدِ**، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " ثَلاَثَةٌ لاَ تَرْتَفِعُ صَلاَتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ " .

منكر بهذا اللفظ، وحسن بلفظ : (العبد الآبق) مكان (أخوان متصارمان) : التعليق أيضا، غاية المرام ٢٤٨ المشكاة ١١٢٨ .

১৮৭-৯৮১। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে রসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন ব্যক্তির সলাত তাদের মাথার এক বিঘত উপরে উঠে না- (১) ঐ ব্যক্তি, যে কোন সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেয় অথচ তারা তাকে অপছন্দ করে; (২) ঐ নারী যে রাত কাটায় অথচ তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট এবং (৩) পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী দুই ভাই।[১৭৮]

উপরোক্ত শব্দে মুনকার ঃ তবে (أخوان متصارمان) এর স্থানে (العبد الآبق) শব্দ যোগে বর্ণনাটি হাসান। তা'লীক, গায়াতুল মারাম (২৪৮), মিশকাত (১১২৮)।

٤٤ - باب الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ দু'জনে জামা'আত হয়

١٨٨-٩٨٢. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ**، عَنْ **أَبِيهِ**، عَنْ جَدِّهِ، عَمْرِو بْنِ جَرَادٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ " .

ضعيف : الإرواء ٤٨٩، المشكاة ١٠٨١ .

১৮৮-৯৮২। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দুই বা দুয়ের অধিক লোকে জামা'আত হয়।[১৭৯]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (৪৮৯), মিশকাত (১০৮১)।

---

[১৭৮] বায়হাকী (৩/১২৭)। হাদীসের সানাদে 'উবাইদাহ ইবনু আসওয়াদকে ইবনু হিব্বান তাদলীসের দোষে সন্দেহ করেছেন। তিনি বলেছেন, তার শ্রবণটি স্পষ্ট হলেই তার হাদীস ধর্তব্য হবে। এই হাদীসে তার শ্রবন স্পষ্ট হয়নি। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

[১৭৯] তাহাভী (১/১৮২), দারাকুত্‌নী (১০৫ পৃঃ), বায়হাকী (৩/৬৯), খাতীব 'তারীখে বাগদাদ' (৮/৪১৫), এবং ইবনু আসাকির (১৫/৯৫/২)। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, হাদীসটি একদল রাবীঈ ইবনু বদর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সে দুর্বল বর্ণনাকারী। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' (ক্বাফ ৬২/২) বলেছেন, এই সানাদটি রাবীঈ এবং তার পিতা বদর ইবনু 'আমরের দুর্বলতার কারণে দুর্বল। তার দুর্বলতা হল, তাকে চিনতে না পাড়া। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তার অবস্থা জানা যায়নি, জাহালাত রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন, সে মাজহুল। তার অনুরূপ অবস্থা রাবীঈ এর দাদা 'আমর ইবনু জারাদ এর। অতএব সানাদটি খুবই নিকৃষ্ট। **–ইরওয়াউল গালীল**

Contents

٤٧- باب مَا يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ ইমামের কর্তব্য

١٨٩-٩٩٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ **أُمِّ غُرَابٍ**، عَنِ امْرَأَةٍ، يُقَالُ لَهَا **عَقِيلَةُ** عَنْ سَلاَمَةَ بِنْتِ الْحُرِّ، أُخْتِ خَرَشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً لاَ يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ " .

ضعيف : ضعيف أبي داود ٩٠ .

১৮৯-৯৯২। খারাশাহ (রাঃ)-এর ভগ্নী সালামাহ বিনতু হুর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মানুষের উপর এমন সময় আসবে, যখন তারা ঘণ্টার পর ঘণ্ট দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেও তাদের নিয়ে সলাত আদায় করার জন্য কোন ইমাম পাবে না।[১৮০]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (৯০)।

٥٥- باب فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ কাতারের ডানদিকে দাঁড়ানোর ফাযীলাত

١٩٠-١٠١٤. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ".

ضعيف : ضعيف ابي داود ١٠٣ .

১৯০-১০১৪। 'আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর মালায়িকাহ (ফেরেশতাগণ) কাতারের ডানপার্শ্বের (লোকদের) উপর রহমাত বর্ষণ করেন।

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (১০৩)।

١٩١-١٠١٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلاَبِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ **لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ**، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ تَعَطَّلَتْ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنَ الأَجْرِ".

ضعيف : التعليق الرغيب ١|١٧٥ .

---

[১৮০] আবূ দাউদ (৫৮১), আহমাদ (২৬৫৯৬), বায়হাকী (৩/১০১)। এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ হল, সানাদে 'আক্বিলাহ এবং উম্মু গুরাব ত্বালহা রয়েছে। উভয়ের অবস্থা জানা যায়নি। তবে হাদীসটি হাসান। দেখুন আবূ দাউদ (১/৫৮), 'আব্দ ইবনু হুমাইদ (১৫৬৬ নং) এবং বায়হাকী (৩/১২৯)। - **তাহক্বীক্ব আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির**

১৯১-১০১৬। ইবনু 'উমার ﵄ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-কে বলা হলো, মাসজিদের বামদিক তো শূন্য হয়ে গেছে। তখন নাবী ﷺ বললেন ঃ যারা মাসজিদের বামদিকের খালি স্থান পূরণ করবে, তাদেরকে দ্বিগুণ সাওয়াব দেয়া হবে।[১৮১]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/১৭৫)।

٥٦- باب الْقِبْلَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ ক্বিবলাহ

١٩٢-١٠١٧. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَقَامُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ . قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِمَالِكٍ أَهَكَذَا قَرَأَ ﴿وَاتَّخِذُوا﴾ قَالَ نَعَمْ .

ضعيف : منكر بهذا اللفظ, والمعروف : الذي في الصحيح ١٠١٨ .

১৯২-১০১৭। জাবির ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা ঘরের তওয়াফ শেষে মাকামে ইব্‌রাহীমে আসেন। তখন 'উমার ﵁ বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! এটাতো আমাদের পিতা ইব্‌রাহীম ('আ.)-এর দাঁড়ানোর স্থান যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى "তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে সলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।"[১৮২]

দুর্বল ঃ উপরোক্ত শব্দে মুনকার। আর মা'রুফ হাদীসটি রয়েছে সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে (১০১৮)।

١٩٣-١٠١٩. حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَصُرِفَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ

---

[১৮১] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে লাইস ইবনু আবী সুলাইম দুর্বল। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১৮২] বুখারী (১৫৫৭, ১৫৬৮, ১৫৭০, ১৬৫১, ১৭৮৫, ২৫০৬, ৪৩৫২, ৭২৩০, ৭৩৬৭), মুসলিম (১২১৩, ১২১৫, ১২১৬, ১২১৮, ১২৬৩, ১২৭৩, ১২৭৯, ১২৯৯), তিরমিযী (৮৫৬, ৮৫৭, ৮৬২, ৮৬৯, ৮৮৬, ৮৯৭, ৯৪৭, ২৯৬৭, ৩৭৮৬), নাসায়ী (২১৪, ২৯১, ৩৯২, ৪২৯, ৬০৪, ২৭১২, ২৭৪০, ২৭৪৩, ২৭৪৪, ২৭৫৬, ২৭৬১, ২৭৬২, ২৭৬৩, ২৭৯৮, ২৮০৫, ২৮৭২, ২৯৩৯, ২৯৪৪, ২৯৬২, ২৯৬৩, ২৯৬৯, ২৯৭০, ২৯৭১, ২৯৭২, ২৯৭৩, ২৯৭৪, ২৯৭৫, ২৯৮১, ২৯৮২, ২৯৮৩, ২৯৮৪, ২৯৮৫, ২৯৯৪, ৩০২১, ৩০২২, ৩০৫৩, ৩০৫৪, ৩০৭৪, ৩০৭৫, ৩০৭৬, ৪৪১৯), আবূ দাউদ (১৭৮৫, ১৭৮৭, ১৭৮৮, ১৭৮৯, ১৮১২, ১৮৮০, ১৮৯৫, ১৯০৫, ১৯০৬, ১৯০৭, ১৯৪৪, ৩৯৬৯), আহমাদ (১৩০৭২, ১৩৮০১, ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, ১৪০০০, ১৪০০৯, ১৪০৩১, ১৪১৬১, ১৪২৫০, ১৪৪৮৪, ১৪৫২৫, ১৪৫৮৯, ১৪৬২১, ১৪৬৬৭, ১৪৭৩৫, ১৪৮২১, ১৪৮৫১), মালিক (৮১৬, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৪০), দারিমী (১৮০৫, ১৮৪০, ১৮৫০, ১৮৯৯)।

Contents

بَعْدَ دُخُولِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِشَهْرَيْنِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَكْثَرَ تَقَلُّبَ وَجْهِهِ فِي السَّمَاءِ وَعَلِمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِ نَبِيِّهِ ﷺ أَنَّهُ يَهْوَى الْكَعْبَةَ فَصَعِدَ جِبْرِيلُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ وَهُوَ يَصْعَدُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ يَنْظُرُ مَا يَأْتِيهِ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ الآيَةَ فَأَتَانَا آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ صُرِفَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَنَحْنُ رُكُوعٌ فَتَحَوَّلْنَا فَبَنَيْنَا عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا جِبْرِيلُ كَيْفَ حَالُنَا فِي صَلاَتِنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ " . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ .

منكر : فيه زيادات كثيرة على رواية ق : صفة الصلاة .

১৯৩-১০১৯। বারা' ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা দীর্ঘ আঠার মাস রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করি। মাদীনায় প্রবেশের দুই মাস পর কা'বার দিকে ক্বিবলাহ পরিবর্তন করা হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করতেন, তখন অধিকাংশ সময়ে তিনি তাঁর চেহারা আকাশের দিকে ফিরাতেন। আল্লাহ তাঁর নাবীর মনের তাবনা অবহিত যে, তিনি কা'বাকে পছন্দ করেন। এ সময় জিবরীল ('আ.) আরোহণ করেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টি তাঁর অনুসরণ করে; যখন তিনি আকাশ ও যমীনের মাঝ দিয়ে উঠছিলেন এবং তিনি কি হুকুম নিয়ে আসছেন তা প্রত্যক্ষ করছিলেন তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ "আমি দেখেছি, আপনি আপনার চেহারা বারবার আকাশের দিকে ফিরাচ্ছেন..... ।"

অতঃপর আমাদের নিকট একজন আগন্তুক এসে বললেন ঃ কা'বা ঘরের দিকে ক্বিবলাহ ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ আমরা তখন বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে দুই রাক'আত সলাত আদায় করেছি। আমরা রুকূতে থাকাবস্থায় আমাদের ক্বিবলাহ পরিবর্তন করি এবং অবশিষ্ট সলাত বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে আদায় করি। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে জিব্রীল! আমাদের সেই সলাতের অবস্থা কি; যা আমরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে আদায় করেছি? তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ "আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করবেন না।"[১৮৩]

মুনকার ঃ এতে বুখারী মুসলিমের বর্ণনার উপর অতিরিক্ততা আছে ঃ সিফাতুস্ সলাত।

٦٢- باب مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ

---

[১৮৩] বুখারী (৪১, ৩৯৯, ৪৪৮৬, ৪৪৯২, ৭২৫২), মুসলিম (৫২৫), তিরমিযী (৩৪০), নাসায়ী (৪৮৮, ৪৮৯, ৭৪২), আহমাদ (১৮০২৬, ১৮০৬৮)।

Contents

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ সলাতরত অবস্থায় কংকর স্পর্শ করা

١٩٤-١٠٣٦. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ **أَبِي الأَحْوَصِ اللَّيْثِيِّ**، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى ".

ضعيف : الإرواء ٣٧٧, المشكاة ١٠٠١, التعليق الرغيب ١ | ١٩٢, نقد التاج ٩٠, تعليقي على صحيح ابن خزيمة ٩١٣-٩١٤, ضعيف أبي داود ١٧٥ .

১৯৪-১০৩৬। আবূ যার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সলাতে দাঁড়ানোর পর যেন কংকর না সরায়। কেননা তখন রহমাত তার অতিমুখী হয়।[১৮৪]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (৩৭৭), মিশকাত (১০০১), তা'লীকুর রাগীব (১/১৯২), নাকদুত তাজ (০), তালীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ (৯১৩-৯১৪), যঈফ আবী দাউদ (১৭৫)।

٦٤- باب السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ ঠাণ্ডা ও গরমের কারণে কাপরের উপর সাজদাহ করা

١٩٥-١٠٤٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ **إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ .

ضعيف : الإرواء ٣١٢ .

১৯৫-১০৪০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রহমান ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাদের নিকট এলেন এবং আমাদেরকে নিয়ে 'আবদুল আশহাল গোত্রের মাসজিদে সলাত আদায় করলেন। সাজদার সময় আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি উভয় হাত তাঁর কাপড়ের উপর রেখেছেন।[১৮৫]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (৩১২)।

---

[১৮৪] আবূ দাউদ (৯৪৫), নাসায়ী, (১/১৭৭), তিরমিযী (২/২১৯), দারিমী (১/৩২২), ইবনু জারুদ (১১৬), তাহাভী 'মুশকিল' (২/১৮৩), ইবনু আবী শায়বাহ (২/৯৬/২), বায়হাকী (২/২৮৪) এবং আহমাদ (৫/১৫০)। এর সানাদের আবুল আহওয়াস কে ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি। তার আদালাত ও স্মরণ শক্তি প্রমাণিত নয়। তাই ইবনু কাত্তান বলেছেন, তার অবস্থা জানা যায়নি। ইমাম নাববী বলেছেন, তাতে জাহালাত রয়েছে। হাফিয বলেছেন, সে মাকবুল। অর্থাৎ মুতাবি'আতের ক্ষেত্রে, অন্যথায় শিথিল। সুতরাং সে দুর্বল। **–ইরওয়াউল গালীল**

[১৮৫] আহমাদ (১৮৪৭৪), ইবনু আবী শায়বাহ 'মুসান্নাফ' (১/১০৩/২)। এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ, সানাদে ইসমাঈল হচ্ছে ইবনু আবী হাবীবাহ। সে দুর্বল, যেমন 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে এসেছে। **–ইরওয়াউল গালীল**

١٩٦-١٠٤١. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، أَخْبَرَنِي **إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ** الأَشْهَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُتَلَفِّفٌ بِهِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ يَقِيهِ بَرْدَ الْحَصَى .

ضعيف : الإرواء أيضا .

১৯৬-১০৪১। সাবিত ইবনু সামিত ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ 'আবদুল আশহাল গোত্রে সলাত আদায় করলেন। তাঁর গায়ে একখানা চাদর জড়ানো ছিল। তিনি পাথরের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য স্বীয় দুই হাত ঐ চাদরের উপর রাখেন।[১৮৬]

দুর্বল ঃ ইরওয়া।

٧١- باب عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ কুরআন মাজীদে তিলাওয়াতে সাজদাহ্‌র সংখ্যা

١٩٧-١٠٦٤. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ سَجَدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهُنَّ النَّجْمُ .

ضعيف : ضعيف أبي داود ٢٣٨ و ٢٣٩ .

১৯৭-১০৬৪। আবূ দারদা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-এর সাথে সূরা নাজ্‌মের সাজদাহসহ এগারটি সাজদাহ্ করেছেন।[১৮৭]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (২৩৮, ২৩৯)।

١٩٨-١٠٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا **عُثْمَانُ بْنُ فَائِدٍ**، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنِ الْمَهْدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُيَيْنَةَ بْنِ خَاطِرٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِيهَا

---

[১৮৬] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের ইব্রাহীম ইবনু ইসমাঈল সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, মুনকারুল হাদীস। অন্যান্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ ও 'আজলী তাকে সিকাহ বলেছেন। এছাড়া সানাদের 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্দুর রহমানকে দোষী বা নির্ভরযোগ্য বলতে কাউকে দেখিনি। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

সানাদে ইব্‌রাহীম ইবনু ইসমাঈল হল, ইবনু আবী হাবীবাহ। সেও তার পিতার ন্যায় দুর্বল। **–ইরওয়াউল গালীল**

[১৮৭] তিরমিযী (৫৬৮), আহমাদ (২৬৯৪৮)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন, এর সানাদ খুবই নিকৃষ্ট। ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী বলেন, অর্থাৎ সানাদটি দুর্বল। **–'আওনুল মা'বূদ**

Contents

مِنَ الْمُفَصَّلِ شَيْءٌ الأَعْرَافُ وَالرَّعْدُ وَالنَّحْلُ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَرْيَمُ وَالْحَجُّ وَسَجْدَةُ الْفُرْقَانِ وَسُلَيْمَانُ سُورَةُ النَّمْلِ وَالسَّجْدَةُ وَفِي ص وَسَجْدَةُ الْحَوَامِيمِ .

ضعيف : المصدر نفسه .

১৯৮–১০৬৫। আবূ দারদা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সাথে এগারটি (তিলাওয়াতে) সাজদাহ করেছি, যাতে সূরা মুফাস্সাল ছিল না। (যেসব সূরায় সাজদাহ করেছি তা হলো) ঃ আ'রাফ, রা'দ, নাহ্ল, বানী ইসরাঈল, মারইয়াম, হাজ্জ, সাজদাতুল ফুরক্বান, নাম্ল, আস-সাজদা, সোয়াদ এবং হা-মীম সংযুক্ত সূরাহসমূহ।[১৮৮]

দুর্বল ।

١٩٩–١٠٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا **الْحَارِثُ بْنُ سَعِيدٍ الْعُتَقِيُّ**، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنَيْنٍ**، - مِنْ بَنِي عَبْدِ كُلَالٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ .

ضعيف : مشكاة ١٠٢٩، ضعيف أبي داود ٢٤٨، تمام المنة.

১৯৯–১০৬৬। 'আম্র ইবনু 'আস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কুরআনুল কারীমের পনেরটি সাজদাহ পড়িয়েছেন। তাতে সূরাহ মুফাস্সালে তিনটি এবং সূরাহ হাজ্জে দু'টি সাজদাহ আছে।[১৮৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১০২৯), যঈফ আবী দাউদ (২৪৮), তামামুল মিন্নাহ।

٧٢- باب إِتْمَامِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ যথাযথভাবে সলাত আদায় করা

٢٠٠–١٠٧١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ فَوَضَعَ

---

[১৮৮] তিরমিযী (৫৬৮), আহমাদ (২৬৯৪৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'উসমান ইবনু ফায়িদ দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১৮৯] এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ হল, সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুনাইন এর জাহালাত আছে। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

আল্লামা মুনযিরী ও ইমাম নাবাবী এটিকে হাসান বলেছেন। কিন্তু কখনোই এটি হাসান নয়। কেননা এতে অজ্ঞাত ব্যক্তিবর্গ রয়েছে। তাই তো হাফিয 'আত-তালখীস' গ্রন্থে মুনযিরী ও নাবাবীর হাসান কথাটি উদ্ধৃতির পর বলেছেন, "আর এটিকে দুর্বল বলেছেন আব্দুল হাক্ব ও ইবনুল কাত্তান। এর সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুনাইন-অজ্ঞাত লোক এবং তার সূত্রে বর্ণনাকারী হারিস ইবনু সাঈদকেও চেনা যায়নি। ইবনু মাকুলাহ বলেছেন, তার এই হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস নেই।" বরং হাদীসটির সানাদ দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি এটি এর বিপরীত সহীহ হাদীসেরও পরিপন্থী। **–তামামুল মিন্নাহ ঃ আলবানী**

يَدَيْهِ فِي الإِنَاءِ سَمَّى اللَّهَ وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُقِيمُ صُلْبَهُ وَيَقُومُ قِيَامًا هُوَ أَطْوَلُ مِنْ قِيَامِكُمْ قَلِيلاً ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ تِجَاهَ الْقِبْلَةِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ مَا اسْتَطَاعَ فِيمَا رَأَيْتُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى وَيَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ .

ضعيف جدا : التعليق على ابن ماجة، وأكثره ثابت في أحاديث .

২০০-১০৭১। 'আম্‌রাহ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ ﷺ-কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাতের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তিনি উযূ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে পাত্রে দু'টো হাত রেখে পূর্ণরূপে উযূ করতেন। অতঃপর ক্বিবলাহমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত উভয় কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এরপর রুকূতে উভয় হাত হাঁটুতে রাখতেন এবং হাত দু'টো পৃথক করে রাখতেন। এরপর মাথা উঠিয়ে পিঠ সোজা করেদাঁড়াতেন। তোমরা যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক তিনি তার চেয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। অতঃপর সাজদায় যেতেন এবং তাঁর উভয় হাত ক্বিবলাহমুখী করে রাখতেন। আমি বথাসম্ভব তাঁকে হাত দু'টোকে পৃথক রাখতে দেখেছি। অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পায়ের পাতা খাড়া করে রাখতেন। তিনি বাম দিকে ঝুঁকে বসতে অপছন্দ করতেন।[১৯০]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ, এর বেশিরভাগই একাধিক হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

٧٤- باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ সফরে দুই ওয়াক্ত সলাত একত্রে আদায় করা

٢٠١-١٠٧٨. حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ **عَبْدِ الْكَرِيمِ**، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَطَاوُسٍ، أَخْبَرُوهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْجِلَهُ شَيْءٌ وَلاَ يَطْلُبُهُ عَدُوٌّ وَلاَ يَخَافُ شَيْئًا.

ضعيف .

২০১-১০৭৮। মুজাহিদ, সা'ঈদ ইবনু জুবায়র, 'আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ ও তাউস (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। ইবনু 'আব্বাস ﷺ তাঁদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সফর অবস্থায় মাগরিব ও 'ইশার সলাত একত্রে আদায় করতেন [illegible]তাতে কোন তাড়াহুড়া, শত্রুর ভয় এবং কোন কিছুর আশঙ্কা থাকত না।[১৯১]

দুর্বল।

---

[১৯০] আবূ দাউদ (৭৭৬)।

[১৯১] আহমাদ (১৮৭৭)। ২০১। সানাদের 'আব্দুল কারীম সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। দেখুন, পূর্বের ৬০ নং হাদীসের টীকা।

٧٥- باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ সফরে নফল সলাত আদায় প্রসঙ্গে

٢٠٢-١٠٨١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ السُّبْحَةِ، فِي السَّفَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ - فَقَالَ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْحَضَرِ وَصَلاَةَ السَّفَرِ فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا .

منكر : مخالف للحديث الذي قبله في الصحيح ولحديث أخر عن ابن عباس نفسه في الإرواء ٢ | ٥-٦ .

২০২-১০৮১। উসামাহ ইবনু যায়দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ত্বাউসের নিকট সফরে সলাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন হাসান ইবনু মুসলিম ইবনু ইয়ান্নাক (রহ.) তাঁর নিকট বসা ছিলেন। তিনি বলেন ঃ ত্বাউস (রহ.) আমাকে বললেন, তিনি ইবনু 'আব্বাস ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ মুকীম ও সফর অবস্থার সলাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং আমরা মুকীম ও মুসাফির উভয় অবস্থায়ই ফারয্ সলাতের পূর্বে এবং পরে সলাত আদায় করি।[১৯২]

মুনকার ঃ এর পূর্বের হাদীসের বিপরীত হওয়ার কারণে, যা রয়েছে সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে এবং আরেকটি হাদীসের জন্য, যা ইবনু আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ইরওয়াহ (২/৫-৬)।

٧٦- باب كَمْ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ কোন জনপদে অবস্থানকালে মুসাফির কতদিন সলাত কসর করবে?

٢٠٣-١٠٨٥. حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلاَنِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ**، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلاَةَ .

ضعيف : الإرواء ٣-٢٦-٢٧، ضعيف أبي داود ٢٢٦.

২০৩-১০৮৫। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহ বিজয়ের বছরে সেখানে পনের রাত অবস্থান করেছেন। সে সময় তিনি সলাতে কসর করতেন।[১৯৩]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (৩/২৬-২৭), যঈফ আবী দাঊদ (২২৬)।

---

[১৯২] আহমাদ (২০৬৫)।

[১৯৩] বুখারী (১০৮০, ৪২৯৮, ৪৩০০), তিরমিযী (৫৪৯), আবূ দাঊদ (১২৩০), বায়হাকী। হাদীসের সানাদে একদল ইবনু 'আব্বাসের উল্লেখ করেননি। অতএব বর্ণনাটি মুরসাল। সানাদে ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস এবং সে হাদীসটিকে আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে। অতএব তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। **-ইরওয়াউল গালীল**

٧٨- باب في فَرْضِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ জুমু'আহ্‌র সলাত ফার্‌য

٢٠٤-١٠٩٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بُكَيْرٍ **أَبُو خَبَّابٍ**، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ **الْعَدَوِيُّ**، عَنْ **عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ**، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَبَادِرُوا بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي يَوْمِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ اسْتِخْفَافًا بِهَا أَوْ جُحُودًا بِهَا فَلاَ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ وَلاَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلاَ وَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَلاَ زَكَاةَ لَهُ وَلاَ حَجَّ لَهُ وَلاَ صَوْمَ لَهُ وَلاَ بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلاَ لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً وَلاَ يَؤُمَّنَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلاَ يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلاَّ أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ " .

ضعيف : الإرواء ٥٩١، التعليق الرغيب ١ | ٢٦٠، الرد على بليق ٢٧٣ .

২০৪-১০৯০। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবাহ দিলেন। তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর নিকট তাওবাহ করবে এবং কর্মব্যস্ততার পূর্বে দ্রুত সৎ 'আমাল সম্পন্ন করবে। তোমরা তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং বেশি পরিমাণে যিক্‌রের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলবে। আর গোপনে ও প্রকাশ্যে বেশি পরিমাণ সদাক্বাহ প্রদান করবে। ফলে তোমাদের রিয্‌ক দেয়া হবে, সাহায্য করা হবে এবং তোমাদের অবস্থা উন্নতি করা হবে। তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ এই স্থানে, এই দিনে, এই মাসে এবং এই বছরে তোমাদের উপর ক্বিয়ামাত দিন পর্যন্ত জুমু'আর সলাত ফারয্‌ করেছেন। অতএব যে লোক আমার জীবদ্দশায় অথবা আমার মৃত্যুর পরে, তার জন্য ন্যায়পরায়ণ অথবা অত্যাচারী শাসক থাকা সত্ত্বেও জুমু'আর সলাতকে হালকা মনে করবে কিংবা অস্বীকারবশতঃ তা বর্জন করবে, আল্লাহ তার বিক্ষিপ্ত বিষয়কে একত্রিত করবেন না এবং কোন কাজে বারাকাত দিবেন না। হুশিয়ার! তার সলাত, যাকাত, হাজ্জ, সাওম এবং কোন সৎ 'আমাল গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ না সে তাওবাহ করবে। যে লোক তাওবাহ করবে, আল্লাহ তার তাওবাহ কবূল করেন। সাবধান! কোন নারী, কোন পুরুষের, কোন বেদুঈন, কোন মুহাজিরের এবং কোন পাপাচারী কোন মু'মিন ব্যক্তির ইমামাত করবে না। তবে তা যদি শাসকের নির্দেশ হয় এবং তার তরবারি ও চাবুকের ভয় থাকে, তবে সেক্ষেত্রে ভিন্ন কথা।[১৯৪]

---

[১৯৪] উকাইলী 'আয-যুআফা'' (২২০), ইবনু আদী 'কামিল' (২১৫-২১৬), বায়হাকী (২/৯০, ১৭১)। হাদীসটির সানাদে তিনটি দোষ রয়েছে। (১) সানাদে আলী ইবনু যায়দ দুর্বল। সে হল, ইবনু জাদ'আন। (২) সানাদে আদাভী। তার সম্পর্কে হাফিয বলেছেন, সে মাতরুক। ইমাম ওয়াক্বী তার উপর হাদীস জাল করণের আরোপ লাগিয়েছেন। ইমাম

Contents

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (৫৯১), তা'লীকুর রাগীব (১/২৬০), রাদ্দু 'আলা বালীক্ব (২৭৩)।

٨٢– باب مَا جَاءَ فِي التَّهْجِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ জুমু'আহ্র সলাত আদায়ে জলদি করা

٢٠٥-١١٠٣. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَوَجَدَ ثَلاَثَةً قَدْ سَبَقُوهُ فَقَالَ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ الأَوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ" . ثُمَّ قَالَ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ.

ضعيف : الظلال ٦٢٠، الضعيفة ٢٨١٠، تمام المنة .

২০৫–১১০৩। 'আলক্বামাহ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জুমু'আর সলাতের উদ্দেশে বের হলাম। তিনি মাসজিদে গিয়ে তিন ব্যক্তিকে অগ্রগামী দেখতে পেয়ে বললেন ঃ আমি চার জনের মধ্যে চতুর্থজন। অবশ্য চার জনের মধ্যে চতুর্থজনও দূরে নয়। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ জুমু'আর সলাতে উপস্থিত হওয়ার ক্রমানুসারে লোকেরা ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট বসবে। সর্বাগ্রে প্রথম আগমনকারী, এরপর দ্বিতীয় আগমনকারী, অতঃপর তৃতীয় আগমনকারী। এরপর তিনি বললেন ঃ চারজনের চতুর্থজন। তবে চারজনের চতুর্থজনও দূরে নয়।

দুর্বল ঃ যিলাল (৬২০), যঈফাহ্ (২৮৪০), তামামুল মিন্নাহ।

٨٤– باب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ জুমু'আহ্র সলাতের ওয়াক্ত

٢٠٦-١١١١. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، **حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ**، مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ .

ضعيف .

বায়হাকীও তাকে এর দ্বারা দোষী করেছেন। তিনি বলেছেন, ইমাম বুখারী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার, তার হাদীস অনুসরণযোগ্য নয়। হাফিয 'আত-তালখীস' গ্রন্থে বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট (বা তার হাদীসটি বাজে)। ইবনু আব্দিল বার বলেছেন, এই হাদীসের সানাদ নিকৃষ্ট। (৩) সানাদে আবূ খাব্বাব হাদীস বর্ণনায় শিথিল। সে হাদীসের সানাদে বৈপরিত্য করেছে। যা একটি দোষ। – **ইরওয়াউল গালীল**

২০৬–১১১১। নাবী ﷺ-এর মুয়াযযিন সা'দ সূত্রে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এমন সময়ে আযান দিতেন যে, সূর্য পশ্চিমাকাশে জুতার ফিতার ন্যায় ঢলে পড়তো।[১৯৫]

দুর্বল।

٨٥– بَاب مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ জুমু'আহ্‌র দিনের খুত্‌বাহ

٢٠٧–١١١٧. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ**، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى عَصًا .

ضعيف : الضعيفة ٩٦٨، الروض النضير ٣٣٦ .

২০৭–১১১৭। সা'দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন যুদ্ধের সময় খুৎবাহ দিতেন তখন ধনুকের উপর ভর করে খুৎবাহ দিতেন। আর যখন জুমু'আর খুৎবাহ দিতেন, তখন খুৎবাহ দিতেন লাঠির উপর ভর করে।[১৯৬]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৯৬৮), রাওযুন নাযীর (৩৩৬)।

٨٧– بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ-৮৭ ঃ ইমামের খুত্‌বাহ চলাকালে মাসজিদে প্রবেশ প্রসঙ্গে

٢٠٨–١١٢٤. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالاَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ " قَالَ لاَ . قَالَ " فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

شاذ بزيادة : (قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ) ، التعلقات الجياد .

২০৮–১১২৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ ও জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ খুৎবাহ দিচ্ছিলেন এমন সময় সুলায়ক গাত্বাফানী আসলে নাবী ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি কি (এখানে) আসার

---

[১৯৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের 'আব্দুর রহমান ইবনু সা'দ সকল মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্যে দুর্বল। ইবনু কাত্তান বলেছেন, তার এবং তার পিতার উভয়ের অবস্থাই জানা যায়নি। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[১৯৬] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে সা'দ এর সন্তানাদি ও তার পিতা 'আব্দুর রহমান এর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

আগে দু'রাক'আত সলাত আদায় করেছ? সে বলল ঃ না। তিনি ﷺ বললেন ঃ তাহলে তুমি সংক্ষেপে দু'রাক'আত সলাত আদায় করে নাও।[১৯৭]

শায (قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ) **অতিরিক্ত যোগে ঃ** তা'লীকাতুল জিয়াদ।

٨٨- باب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَخَطِّي النَّاسَ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-৮৮ ঃ জুমু'আহ্‌র দিনে মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া নিষেধ

٢٠٩-١١٢٦. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا **رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ**، عَنْ **زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ**، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتُّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ ".

ضعيف : التعليق الرغيب ١ | ٢٥٦، نقد التاج ٢١٩، المشكاة ١٣٩٢ .

২০৯-১১২৬। মু'আয ইবনু আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক জুমু'আর দিনে মানুষের ঘাড় টপকে সামনে অগ্রসর হয়, (ক্বিয়ামাতের দিন) তাকে জাহান্নামের সেতু বানানো হবে।[১৯৮]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/২৫৬), নাকদুত তাজ (২১৯), মিশকাত (১৩৯২)।

٨٩- باب مَا جَاءَ فِي الْكَلاَمِ بَعْدَ نُزُولِ الإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ-৮৯ ঃ মিম্বার হতে ইমামের অবতরণের পর কথা বলা

٢١٠-١١٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا **جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ**، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَلَّمُ فِي الْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

شاذ : ضعيف أبي داود ٢٠٩، والمحفوظ : أنه في صلاة العشاء : صحيح أبي داود ١٩٧ : م .

২১০-১১২৭। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ জুমু'আর দিন মিম্বার হতে অবতরণ করে প্রয়োজনীয় কথা বলতেন।[১৯৯]

শায ঃ যঈফ আবী দাঊদ (২০৯), আর মাহফুজ হল সেটা ছিল এশার সলাতের সময়। সহীহ আবী দাঊদ (১৯৭), মুসলিম।

---

[১৯৭] বুখারী (৯৩০, ৯৩১, ১১৭০), মুসলিম (৮৭৫), তিরমিযী (৫১০০), আবূ দাঊদ (১১১৫, ১১১৬), নাসায়ী (১৩৯৫, ১৪০০, ১৪০৯), দারিমী (১৫৫১, ১৫৫৫), আহমাদ (১৩৭৫৯, ১৩৮৯৭, ১৩৯৯৬, ১৪৫৪২,১৪৬৪৯)।

[১৯৮] তিরমিযী (৫১৩), আহমাদ (১৫১৮২), এবং বায়হাকী (৩/২৪৭)। এর সানাদে রিশদীন ইবনু সা'দ এবং যাব্বান ইবনু ফায়িদ দু'জনেই দুর্বল। **-মিশকাত; তাহক্বীক্ব আলবানী**

[১৯৯] তিরমিযী (৫১৭), নাসায়ী (১৪১৯), আহমাদ ৯১১৮৭৫)। সানাদে জারীর ইবনু হাযিম দুর্বল। **-তাহক্বীক্ব ঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির**

٩٢- باب مَا جَاءَ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ

অনুচ্ছেদ-৯২ ঃ জুমু'আহ্র সলাত আদায়ের জন্য কত দূর হতে আসতে হবে

٢١١-١١٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ**، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ إِنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

ضعيف .

২১১-১১৩৪। ইবনু 'উমার رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর দিন কুবাবাসী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জুমু'আর সলাত আদায় করতো।[২০০]

দুর্বল।

٩٣- باب فِيمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ-৯৩ ঃ বিনা 'উজরে জুমু'আহ্র সলাত বর্জন করলে

٢١٢-١١٣٨. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ " .

ضعيف : المشكاة ١٣٧٤ ، ضعيف أبي داود ١٩٥-١٩٨ .

২১২-১১৩৮। সামুরাহ ইবনু জুনদুব رضي الله عنه হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে জুমু'আর সলাত ছেড়ে দিল, সে যেন একটি দীনার সদাক্বাহ করে, যদি এরূপ সামর্থ্য না থাকে, তবে অর্ধ দীনার সদাক্বাহ করে।[২০১]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৩৭৪), যঈফ আবী দাউদ (১৯৫-১৯৮)।

٩٤- باب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৪ ঃ জুমু'আহ্র পূর্বে সলাত প্রসঙ্গে

٢١٣-١١٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا **بَقِيَّةُ**، عَنْ **مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ**، عَنْ **حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ**، عَنْ **عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ**، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْكَعُ مِنْ قَبْلِ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لاَ يَفْصِلُ فِي شَىْءٍ مِنْهُنَّ .

ضعيف جدا : الأجوبة النافعة ٣٢ .

---

[২০০] হাকিম (৪/১৪০)। সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার দুর্বল। -**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২০১] নাসায়ী (১৩৭২), আবূ দাউদ (১০৫৩), আহমাদ (১৯৫৮২)। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে কুদামাহ ইবনু আবরাহ অজ্ঞাত। যেমন হাফিজ ইবনু হাজার 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন। ইবনে মাজাহতে এটি মুনকাতিভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেমন বলেছেন আল্লামা মুনযিরী। -**মিশকাত; তাহক্বীক্ব আলবানী**

২১৩-১১৩৯। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ জুমু'আর সলাতের পূর্বে কোন ব্যবধান না করেই (এক সালামে) চার রাক'আত সলাত আদায় করতেন।[২০২]

খুবই দুর্বল ঃ আল আজওয়াবাতুন নাফিআহ (৩২)।

٩٩- باب مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৯ ঃ জুমু'আহ্‌র দিন দু'আ কবূলের একটি মুহূর্ত আছে

٢١٤-١١٤٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ لاَ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلاَّ أُعْطِيَ سُؤْلَهُ " قِيلَ أَىُّ سَاعَةٍ قَالَ " حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ إِلَى الاِنْصِرَافِ مِنْهَا " .

ضعيف جدا : التعليق الرغيب ١ | ٢٥٠-٢٥١, ضعيف الترغيب ٤٤٣, صحيح الترغيب ١ | ٢٩٧ .

২১৪-১১৪৮। 'আম্‌র ইবনু 'আওফ মুযানী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যদি কোন বান্দা ঐ মুহূর্তে আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করে তাহলে তার প্রার্থিত জিনিস তাকে দেয়া হয়। বলা হলো ঃ সেটি কোন সময়? তিনি বললেন ঃ সলাত শুরু হওয়া থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের মাঝে।[২০৩]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/২৫০-২৫১), যঈফ আত-তারগীব (৪৪৩), সহীহ আত-তারগীব (১/২৯৭)।

١٠٠- باب مَا جَاءَ فِي ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদ-১০০ ঃ বার রাক'আত সুন্নাত সলাত প্রসঙ্গে

٢١٥-١١٥٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا **مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ**، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ - أَظُنُّهُ قَالَ - قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ - أَظُنُّهُ قَالَ - وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ١ | ٢٠١، وهو صحيح بلفظ : (وأربع ركعات قبل الظهر) : الصحيحة ٢٣٤٧ .

---

[২০২] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে দুর্বল বর্ণনাকারীদের সমাবেশ ঘটেছে। (১) সানাদে আত্বিয়্যাহ সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। (২) হাজ্জাজ একজন মুদাল্লিস। (৩) মুবাশশির ইবনু উবাইদ মিথ্যাবাদী। (৪) এবং বাকিয়্যাহ ইবনু ওয়ালীদ একজন মুদাল্লিস। -**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২০৩] তিরমিযী (৪৯০)।

২১৫-১১৫২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে বার রাক'আত সলাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে। (তা হলো) ফাজ্‌রের পূর্বে দু'রাক'আত, যুহরের পূর্বে দু'রাক'আত এবং পরে দু'রাক'আত। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমার ধারণা, তিনি বলেছেন ঃ 'আসরের পূর্বে দু'রাক'আত, মাগরিবের পরে দু'রাক'আত এবং আমার ধারণা তিনি বলেছেন, ইশার পরে দু'রাক'আত।[২০৪]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/২০১), তবে বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হচ্ছে এই শব্দে ঃ (وأربع ركعات قبل الظهر) "যোহরের পূর্বে চার রাকআত" সহীহাহ (২৩৪৭)।

١٠١- باب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ-১০১ ঃ ফাজ্‌রের পূর্বে দুই রাক'আত সলাত

٢١٦-١١٥٧. حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ **أَبِي إِسْحَاقَ**، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الإِقَامَةِ .

ضعيف الإسناد .

২১৬-১১৫৭। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ইক্বামাতের পূর্বে দু'রাক'আত সলাত আদায় করতেন।[২০৫]

সানাদ দুর্বল।

١٠٥- باب مَا جَاءَ فِي الأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ-১০৫ ঃ যুহরের আগে চার রাক'আত সলাত

٢١٧-١١٦٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ **قَابُوسَ**، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ أَىُّ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا قَالَتْ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ .

ضعيف .

২১৭-১১৬৭। ক্বাবূস (রহ.)-এর পিতা সূত্রে বর্ণিত। আমার পিতা 'আয়িশাহ ﷺ-এর কাছে (এ মর্মে) লোক প্রেরণ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোন সলাত সব সময় আদায় করা অধিক

---

২০৪ নাসায়ী (১৮১১)। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদের ইবনু আসবাহানী দুর্বল। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

২০৫ হাদীসের সানাদে আবূ ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছে।

পছন্দনীয় ছিল? তিনি বললেন ঃ তিনি ﷺ যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সলাত আদায় করতেন। তিনি তাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং রুকূ ও সাজদাহ উত্তমভাবে আদায় করতেন।[২০৬]

দুর্বল।

١٠٦– باب مَنْ فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ-১০৬ ঃ কারো যুহরের পূর্বের চার রাক'আত সলাত ছুটে গেলে

٢١٨-١١٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِد الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ.

ضعيف : تمام المنة، الضعيفة ٤٢٠٨، والمعروف بلفظ : (بعدها) لم يذكر الركعتين .

২১৮-১১৬৯। 'আয়িশাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সলাতের পূর্বে চার রাক'আত ছুটে যেত, তখন তিনি তা যুহরের পরের দু'রাক'আত সুন্নাতের পর আদায় করতেন।[২০৭]

দুর্বল ঃ তামামুল মিন্নাহ, যঈফাহ্ (৪২০৮), তবে মারুফ হল (بعدها) শব্দে। তাতে দুই রাকাতের উল্লেখ নেই।

١٠٧– باب مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ-১০৭ ঃ যুহরের পরের দুই রাক'আত সলাত ছুটে গেলে

٢١٩-١١٧٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ **يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَانْطَلَقْتُ مَعَ الرَّسُولِ فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِي لِلظُّهْرِ وَكَانَ قَدْ بَعَثَ سَاعِيًا وَكَثُرَ عِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَكَانَ قَدْ أَهَمَّهُ شَأْنُهُمْ إِذْ ضُرِبَ الْبَابُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَلَسَ يَقْسِمُ مَا جَاءَ بِهِ . قَالَتْ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى الْعَصْرِ . ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ " أَشْغَلَنِي أَمْرُ السَّاعِي أَنْ أُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ " .

منكر : صحيح أبي داود ١١٥٥، وفيه ما يغني عن هذا .

---

[২০৬] আহমাদ (২৩৬৪৪)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদের ব্যাপারে সমালোচনা আছে। কেননা সানাদের ক্বাবূস সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইবনু হিব্বন ও ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে দুর্বল। আর ইবনু মাঈন ও আহমাদ বলেছেন, নির্ভরযোগ্য। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২০৭] তিরমিযী (৪২৬)।

২১৯-১১৭০। 'আবদুল্লাহ ইবনু হারিস ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়াহ ﵁ এক লোককে উম্মু সালামাহ ﵂-এর নিকট প্রেরণ করেন। আমিও ঐ লোকের সঙ্গে চললাম। তিনি উম্মু সালামাহ ﵂-কে (যুহরের শেষে দু'রাক'আত সুন্নাত সলাত আদায় সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলেন। ফলে তিনি বললেন ঃ একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে যুহরের সলাতের জন্য উযূ করেন, তখন তিনি এক লোককে সদাক্বাহ আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। সে সময় তাঁর নিকট অনেক মুহাজির উপস্থিত ছিলেন; যাদের অবস্থা তাঁকে চিন্তান্বিত করেছিল। হঠাৎ দরজায় দেখা হলো। তিনি সেদিকে বেরিয়ে গেলেন এবং যুহরের সলাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি বসে আগত মাল বণ্টন করতে লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ 'আসর পর্যন্ত এ বণ্টন চলতে থাকলো। অতঃপর তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করে দু'রাক'আত সলাত আদায় করে বললেন ঃ বণ্টন কাজের ব্যস্ততা আমাকে যুহরের পরের দু'রাক'আত সলাত আদায় হতে বিরত রেখেছে। সেজন্য সে দু'রাক'আত সলাত আমি 'আসর সলাতের পরে আদায় করলাম।[২০৮]

মুনকার ঃ সহীহ আবূ দাউদ (১১৫৫)। সেখানে এর উপর প্রাধান্যযোগ্য হাদীস রয়েছে।

١١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ-১১৩ ঃ মাগরিবের পর ছয় রাক'আত (আওয়াবীন) সলাত

٢٢٠-١١٧٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ، أَخْبَرَنِي **عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمٍ الْيَمَامِيُّ**، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ".

ضعيف جدا : الروض النضير ٧١٩، التعليق الرغيب ٢٠٤/١، الضعيفة ٤٦٩، وسيأتي ١٣٩٢ .

২২০-১১৭৮। আবূ হুরাইরাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে ছয় রাক'আত সলাত আদায় করবে এবং এর মাঝে কোনরূপ মন্দ কথা বলবে না, তাকে বার বৎসরের 'ইবাদাতের সাওয়াব দেয়া হবে।[২০৯]

খুবই দুর্বল ঃ রাওযুন নাযীর (৭১৯), তা'লীকুর রাগীব (১/২০৪), যঈফাহ্‌ (৪৬৯), যা আসছে (১৩৯২)।

---

[২০৮] বুখারী (১২৩৩, ৪৩৭০), মুসলিম (৮৩৪), নাসায়ী (৫৭৯, ৫৮০), আবু দাউদ (১২৭৩), আহমাদ (২৬১১১), দারিমী (১৪৩৬)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেননা সে তাদলীস করত এবং সে এটিকে আন্ আন শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে। হাদীসটি ইমাম বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২০৯] তিরমিযী (২/২৯৯), ইবনু নাসর (৩৩ পৃঃ), ইবনু শাহীন 'আত-তারগীব' (২/২৭২)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। আমরা এটিকে 'উমার ইবনু আবী খাস'আম ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে অবহিত নই। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী-কে বলতে শুনেছি, 'উমার ইবনু আবী খাস'আম হাদীস বর্ণনায় মুনকার। তিনি তাকে খুবই দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার জীবনীতে বলেছেন, তার দুটি মুনকার হাদীস রয়েছে। যার অন্যতম এই হাদীসটি। **-যঈফাহ্‌**

٢٢١-١١٨٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا **الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ**، قَالَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ أُوتِرُ قَالَ أَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ . قَالَ إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ الْبُتَيْرَاءُ فَقَالَ سُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . يُرِيدُ هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ .

ضعيف .

২২১-১১৮৮। মুত্তালিব ইবনু 'আবদুল্লাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক ইবনু 'উমার ﵄-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি বিত্‌রের সলাত কিভাবে আদায় করব? তিনি বললেন ঃ তুমি বিত্‌রের সলাত এক রাক'আত আদায় করবে। লোকটি বলল ঃ আমার ভয় হয়, লোকজন আমাকে শিকড়কাটা বলবে। তখন তিনি বললেন ঃ (তা) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সুন্নাত। তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন, এটাই হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর সুন্নাত বা রীতি।[২১০]

দুর্বল।

١١٩- باب مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

অনুচ্ছেদ-১১৯ ঃ যে ব্যক্তি দু'আর সময় দু'হাত উঠায় এবং তা দিয়ে স্বীয় চেহারা মাসেহ করা

٢٢٢-١١٩٣. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ **صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ الأَنْصَارِيِّ**، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلاَ تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ " .

ضعيف : الإرواء ٤٣٤، الصحيح ٥٩٥ .

২২২-১১৯৩। ইবনু 'আব্বাস ﵄ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তুমি আল্লাহর নিকট দু'আ করবে, তখন তোমার দু'হাতের তালু সম্মুখে রেখে দু'আ করবে, দু'হাতের পিঠ সম্মুখে রেখে দু'আ করবে না। আর দু'আর শেষে উভয় হাত দিয়ে তোমার চেহারা মাসেহ করবে।[২১১]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (৪৩৪), সহীহাহ (৫৯৫)।

١٢٤- باب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

---

[২১০] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদের রিজাল নির্ভরযোগ্য কিন্তু তা মুনকাতি। ইমাম বুখারী বলেছেন, সানাদের মুত্তালিব কোন সাহাবী হতে শুনেছেন বলে আমি জানি না। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২১১] ইবনু নাসর 'কিয়ামুল লাইল' (১৩৭ পৃষ্ঠা), তাবারানী 'কাবীর' (৩/৯৮/১) এবং হাকিম (১/৫৩৬)। সানাদে ইবনু হাস্‌সান এর কারণে সানাদটি দুর্বল। কেননা সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার, যেমনটি ইমাম বুখারী বলেছেন। আর ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে প্রমাণযোগ্যদের সূত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করত। আর ইবনু আবী হাতিম 'আল-ইলাল' গ্রন্থে (২/৩৫১) বলেছেন, আমি আমার পিতাকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মুনকার। **–ইরওয়াউল গালীল**

Contents

অনুচ্ছেদ-১২৪ ঃ সফরে বিত্‌র সলাত

٢٢٣-١٢٠٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ . قُلْتُ وَكَانَ يُوتِرُ قَالَ نَعَمْ .

ضعيف جدا .

২২৩-১২০৫। 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার ﵄ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সফর অবস্থায় দু'রাক'আত সলাত আদায় করতেন, এতে বেশি করতেন না। তিনি রাতে তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করতেন। আমি বললাম ঃ তিনি কি বিত্‌রের সলাত আদায় করতেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।[২১২]

খুবই দুর্বল।

٢٢٤-١٢٠٦ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ، عُمَرَ قَالاَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ وَالْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ .

ضعيف جدا : المشكاة ١٣٥٠ .

২২৪-১২০৬। ইবনু 'আব্বাস ﵄ ও ইবনু 'উমার ﵄ সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ সফর অবস্থায় দু'রাক'আত সলাতের রীতি প্রবর্তন করেছেন। আর এই দু'রাক'আতই হচ্ছে পূর্ণ সলাত; ক্বসর নয়। সফর অবস্থায় বিত্‌রের সলাত আদায় সুন্নাত।[২১৩]

খুবই দুর্বল ঃ মিশকাত (১৩৫০)।

١٣٧ - باب مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৩৭ ঃ সলাতে অংশবিশেষের উপর ভিত্তি করে অবশিষ্ট অংশের আদায় করা

٢٢٥-١٢٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا **إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ**، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَصَابَهُ قَىْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْىٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ " .

ضعيف : التعليق على أحكام عبد الحق ، التعليق على سبل السلام .

---

[২১২] আহমাদ (২১৫৭)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে জাবির আল-জো'ফী মিথ্যাবাদী। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২১৩] আহমাদ (২১৫৭)। এর সানাদ খুবই দুর্বল। কেননা সানাদে জাবির হল ইবনু ইয়াযীদ আল-জো'ফী। সে সন্দেহভাজন। যেমন আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন (কাফ ৭৫/২)-তে। **-মিশকাত; তাহক্বীক্ব আলবানী**

২২৫-১২৩৪। 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কারো যদি সলাতরত অবস্থায় নাক দিয়ে রক্ত ঝরে, মুখ দিয়ে খাদ্যদ্রব্য বেরিয়ে আসে অথবা মযী বের হয়। তবে সে যেন ফিরে গিয়ে উযূ করে নেয়। অতঃপর পূর্বের সলাতের উপর ভিত্তি করে সলাত আদায় করে। আর এ সময় সে কোন কথাবার্তা বলবে না।[২১৪]

দুর্বল ঃ তালীক 'আলা আহকামি আবদিল হাক্ব, তালীক 'আলা সুবুলিস সালাম।

١٣٩ – باب مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْمَرِيضِ

অনুচ্ছেদ-১৩৯ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির সলাত

٢٢٦-١٢٣٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ **جَابِرٍ**، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى جَالِسًا عَلَى يَمِينِهِ وَهُوَ وَجِعٌ .

ضعيف الإسناد جدا .

২২৬-১২৩৮। ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে তাঁর অসুস্থাবস্থায় তাঁর ডানদিকের উপর ভর করে সলাত আদায় করতে দেখেছি।[২১৫]

সানাদ খুবই দুর্বল।

١٤٥ – باب مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ-১৪৫ ঃ ফাজ্‌রের সলাতে দু'আ কুনূত পড়া

٢٢٧-١٢٥٦. حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا **مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى**، زُنْبُورٌ حَدَّثَنَا **عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ**، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ .

موضوع : التعليق على ابن ماجة .

২২৭-১২৫৬। উম্মু সালামাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফাজ্‌রে দু'আ কুনূত পাঠ করতে বারণ করা হয়েছে।[২১৬]

---

[২১৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের ইসমাঈল ইবনু 'আয়্যাশ দু'জন হিজাযী থেকে বর্ণনা করেছে। তাদের সূত্রে তার এ বর্ণনাটি দুর্বল। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২১৫] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, হাদীসের সানাদে জাবির আল-জো'ফী সন্দেহভাজন। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২১৬] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়ালা, আনবাসাহ ইবনু 'আব্দুর রহমান এবং 'আব্দুল্লহ ইবনু নাফি' এরা সবাই দুর্বল। উম্মু সালামাহ হতে নাফি'র শ্রবণ বিশুদ্ধ নয়। **–আয-যাওয়ায়িদ**

ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন বলেছেন, সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়ালা যুনবুর সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। আর সানাদে আনবাসাহ ইবনু 'আব্দুর রহমান ইবনু ইয়ালা যুনবুর সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। আর সানাদে আনবাসাহ ইবনু 'আব্দুর

Contents

বানোয়াট ঃ তালীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

١٤٦ – باب مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪৬ ঃ সলাতরত অবস্থায় সাপ ও বিচ্ছু হত্যা

٢٢٨–١٢٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ عَقْرَبًا وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ .

ضعيف .

২২৮–১২৬১। ইবনু আবী রাফি' (রহ.)-এর পিতামহ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ সলাতরত অবস্থায় একটি বিচ্ছু হত্যা করেছেন।[২১৭]

দুর্বল।

١٤٨ – باب مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ

অনুচ্ছেদ-১৪৮ ঃ সলাত আদায়ের মাকরূহ সময়

٢٢٩–١٢٦٧. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ - أَوْ قَالَ يَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنَا الشَّيْطَانِ - فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا فَإِذَا دَلَكَتْ - أَوْ قَالَ زَالَتْ - فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا فَلاَ تُصَلُّوا هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلاَثَ " .

ضعيف : ضعيف الجامع ١٤٧٢ .

২২৯–১২৬৭। আবূ 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সূর্য শাইত্বানের দু'শিংয়ের মধ্য দিয়ে উদিত হয়। অথবা তিনি বলেছেন ঃ সূর্যের সাথে শাইত্বানের দু'টো শিং-ও উদিত হয়। আর সূর্য যখন ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যায়, তখন শাইত্বান তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সূর্য যখন

রহমান ইবনু 'উয়াইনাহকে ইমাম আবূ দাউদ সিজিস্তানী এবং ইমাম তিরমিযী দুর্বল বলেছেন। আবু যুর'আহ রাযী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট, মুনকারুল হাদীস। আবূ হাতিম রাযী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণণায় মাতরুক, সে হাদীস জাল করত। ইমাম বুখারী বলেছেন, মুহাদ্দিসগণ তাকে বর্জন করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন, সে কিছুই না। এছাড়া সানাদে রয়েছে 'আব্দুল্লাহ ইবনু নাফি কুরাশী। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, সে দুর্বল। আলী ইবনুল মাদানী বলেছেন, সে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২১৭] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে মিনদাল দুর্বল। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন বলেন, সানাদে মানদাল ইবনু আলী দুর্বল। তেমনি সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী রাফি কুরাশী হাশিমীও দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

মধ্যাকাশে আসে, তখন সে আবার এর নিকটবর্তী হয়। এরপর সূর্য যখন ঢলে পড়ে, তখন সে তা হতে পৃথক হয়ে যায়। অবশেষে সূর্য যখন অস্তমিত হওয়ায় উপক্রম হয়, তখন সে এর সন্নিকটবর্তী হয়। আর সূর্য যখন অস্তমিত হয়ে যায়, তখন সে এ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কাজেই তোমরা এ তিন সময় সলাত আদায় করবে না।[২১৮]

দুর্বল ঃ যঈফ আল-জামে (১৪৭২)।

١٥٢- باب مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوف

অনুচ্ছেদ-১৫২ ঃ সূর্যগ্রহণের সলাত

٢٣٠-١٢٧٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ لِشَىْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ " .

منكر بزيادة (فإذا تجلى ...) إلخ : جزء الكسوف, المشكاة ١٤٩٣ , الإرواء ١٣١, التعليق على صحيح ابن خزيمة ١٤٠٢-١٤٠٤, تمام المنة، التعليق على التنكيل ٢ | ٣٩٠ ويغني عنه ما قبله .

২৩০-১২৭৭। নু'মান ইবনু বাশীর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্য গ্রহণ হয়। ফলে তিনি ভীত অবস্থায় বেরিয়ে পড়েন, তখন তাঁর কাপড় মাটিতে হেঁচড়াচ্ছিল, অবশেষে তিনি মাসজিদে উপস্থিত হলেন এবং সূর্যগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সলাত আদায় করতে থাকলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ মানুষের ধারণা, কোন মহান ব্যক্তির মৃত্যুর কারণেই চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হয়। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়। কোন লোকের জন্ম বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হয় না, বরং আল্লাহ তাঁর কোন সৃষ্টির প্রতি যখন তাজাল্লী নিক্ষেপ করেন, তখন সেটা তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে যায়।[২১৯]

মুনকার, এই অংশ অতিরিক্ত যোগে (فإذا تجلى...)–শেষ পর্যন্ত। জুযউল কুসূফ, মিশকাত (১৪৯৩), ইরওয়াহ (১৩১), তালীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ (১৪০২-১৪০৪), তামামুল মিন্নাহ, তালীক 'আলাত্ তানকীল' (২/৩৯০) আর এর পূর্বের বর্ণনাটি এর উপর প্রাধান্য পেয়েছে।

٢٣١-١٢٧٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ **ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ**، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْكُسُوفِ فَلاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا .

ضعيف : المشكاة ١٤٩٠، تعليقي على صحيح ابن خزيمة ١٣٩٧، ضعيف أبي داود ٢١٦، جزء الكسوف، تمام المنة.

---

[২১৮] নাসায়ী (৫৫৯), আহমাদ (১৮৫৮৪, ১৮৫৯১), মালিক (৫১০)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ মুরসাল, রিজাল সিকাত। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২১৯] নাসায়ী (১৪৮৫, ১৪৮৮,১৪৮৯, ১৪৯০) আবূ দাউদ (১১৯৩)।

Contents

২৩১-১২৭৯। সামুরাহ ইবনু জুনদুব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে সূর্য গ্রহণের সলাত আদায় করেছেন। কিন্তু আমরা তাঁর থেকে কোন শব্দ শুনতে পাইনি।[২২০]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৪৯০), তালীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ্ (১৩৯৭), যঈফ আবী দাউদ (২১৬), জুযউল কুসূফ, তামামুল মিন্নাহ।

١٥٣- باب مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৫৩ ঃ সলাতুল ইস্‌তিস্‌কা (বৃষ্টি প্রার্থনার সলাত)

٢٣٢-١٢٨٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الأَيْمَنَ عَلَى الأَيْسَرِ وَالأَيْسَرَ عَلَى الأَيْمَنِ .

ضعيف : التعليق على صحيح ابن خزيمة ١٤٠٩ و ١٤٢٢ .

২৩২-১২৮৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ ইস্‌তিস্‌কার সলাত আদায়ের জন্য বের হন। তখন তিনি আযান ও ইক্বামাত ছাড়া আমাদের নিয়ে দু'রাক'আত সলাত আদায় করেন। তারপর তিনি আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং ক্বিবলামুখী হয়ে তাঁর উভয় হাত তুলে আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। এরপর তিনি তাঁর চাদর ডানদিক বামদিকের উপর এবং বামদিক ডানদিকের উপর উল্টিয়ে নেন।[২২১]

দুর্বল ঃ তালীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ (১৪০৯, ১৪২২)।

١٥٤- باب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৫৪ ঃ ইস্‌তিস্‌কার সলাতে দু'আ

٢٣٣-١٢٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ **حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ**، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعٍ وَلاَ يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ . فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا طَبَقًا مَرِيعًا غَدَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ " . ثُمَّ نَزَلَ فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ إِلاَّ قَالُوا قَدْ أُحْيِينَا .

ضعيف : الإرواء ٢ | ١٤٥-١٤٦، تمام المنة .

---

[২২০] এর সানাদে দুটি দোষ আছে। (১) সানাদে সা'লাবা ইবনু 'ইবাদ রয়েছে। ইবনু হাযম ও অন্যরা বলেছেন, সে অজ্ঞাত। আর ইবনু হাজার ইঙ্গিত করেছেন যে, সে হাদীস বর্ণনায় শিথিল। (২) বর্ণনাটি স্পষ্ট সহীহ হাদীসের পরিপন্থি। সহীহ হাদীসে নাবী (সাঃ)-এর স্বরবে কির'আত পড়ার কথা উল্লেখ আছে। **–মিশকাত; তাহক্বীক্ব আলবানী**

[২২১] আহমাদ (৮১২৮), বায়হাকী (৮/১১৭)।

২৩৩–১২৮৬। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি আপনার নিকট এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এসেছি অনাবৃষ্টির কারণে যাদের রাখাল পশুর খাবার ব্যবস্থা করতে পারেনি এবং যাদের উট দুর্বল হয়ে পড়েছে। তখন তিনি ﷺ মিম্বারে উঠলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর এ বলে দু'আ করলেন ঃ ".اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا طَبَقًا مَرِيعًا غَدَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ" "হে আল্লাহ! আমাদের এমন বৃষ্টি দিন, যা ফসল উৎপাদনকারী, পর্যাপ্ত, বিলম্বে নয়, এখনই।" এরপর তিনি মিম্বার হতে অবতরণ করলেন। আর লোকজন বলাবলি করল ঃ আমাদের উপর মুষলধারায় বৃষ্টি হয়েছে।[২২২]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (২/১৪৫-১৪৬), তামামুল মিন্নাহ।

١٥٨– باب مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৫৮ ঃ দুই ঈদের খুত্বাহ

٢٣٤–١٣٠٣. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ** بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ الْمُؤَذِّنِ، حَدَّثَنِي **أَبِي**، عَنْ **أَبِيهِ**، عَنْ **جَدِّهِ**، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ .

ضعيف : الإرواء ٦٤٧، الروض النضير ٣٣٧ .

২৩৪–১৩০৩। মুয়াযযিন সা'দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ খুতবাতে অধিক পরিমাণে তাকবীর বলতেন। তিনি ﷺ দুই ঈদের খুতবায় বেশি বেশি তাকবীর পড়তেন।[২২৩]

দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (৬৪৭), রাওযুন নাযীর (৩৩৭)।

٢٣٥–١٣٠٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا **أَبُو بَحْرٍ**، حَدَّثَنَا **إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ**، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ . .

منكر سندا ومتنا : والمحفوظ : أن ذلك في خطبة، ومن حديث جابر بن سمرة كما في (م) : التعليق على ابن خزيمة ٢ | ٩٤٣.

২৩৫–১৩০৫। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার দিন বের হলেন। এরপর দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিলেন, অতঃপর কিছুক্ষণ বসে পুনরায় দিলেন।[২২৪]

---

[২২২] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এটি সহীহ, সানাদের ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়। কেননা এটি ইবনু 'আব্বাস সূত্রে হাবীব ইবনু আবী সাবিতের বর্ণনা। সে একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আব্ আন্ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে। **–ইরওয়াউল গালীল**

[২২৩] হাকিম (৩/৬০৭), বায়হাকী (৩/২৯৯)। সানাদের 'আব্দুর রহমান ইবনু সা'দ দুর্বল। আর সানাদে তার পিতা ও দাদার অবস্থা জানা যায়নি। **–ইরওয়াউল গালীল**

[২২৪] আল্লামা বুসয়রী 'আর-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসটি নাসায়ী 'সুনানুস সুগরা' গ্রন্থে জাবির এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে "ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন" কথাটি নেই। আর ইবনে মাজাহ'র সানাদে ইসমাঈল ইবনু মুসলিম রয়েছে, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত, এবং সানাদে আবূ বাহর দুর্বল। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

সানাদ ও মাতান উভয়ই মুনকার ঃ আর মাহফুজ হল ঃ ঐরূপ ঘটেছিল জুম'আহ্র খুতবাহতে। এ সম্পর্কে জাবির ইবনু সামুরাহ বর্ণিত হাদীস, যেমন রয়েছে 'মুসলিম' তালীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ (২/৩৪৯)।

١٦٢– باب مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ يَوْمَ الْعِيدِ مِنْ طَرِيقٍ وَالرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ-১৬২ ঃ ঈদগাহে এক পথ দিয়ে যাওয়া ও ভিন্ন পথ দিয়ে ফিরে আসা

٢٣٦-١٣١٤. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ**، أَخْبَرَنِي **أَبِي**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارَيْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِ الْفَسَاطِيطِ ثُمَّ انْصَرَفَ فِي الطَّرِيقِ الأُخْرَى طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَدَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى الْبَلاَطِ .

ضعيف : الروض النضير ٣٣٥ .

২৩৬-১৩১৪। সা'দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ যখন দুই ঈদের সলাতের জন্য বের হতেন, তখন সা'ঈদ ইবনু আবুল 'আস ﷺ-এর ঘরের কাছ দিয়ে আসহাবে ফাসাত্বীত্ব-এর দিক হতে ঈদগাহে যেতেন। অতঃপর সলাত শেষে অন্য পথ দিয়ে তথা বনূ যুরায়কের পথ ধরে আম্মার ইবনু ইয়াসার ও আবূ হুরাইরাহ ﷺ-এর ঘরের নিকট দিয়ে বিলাত নামক স্থানের দিকে ফিরে আসতেন।[২২৫]

দুর্বল ঃ রাওযুন নাযীর (৩৩৫)।

١٦٣– باب مَا جَاءَ فِي التَّقْلِيسِ يَوْمَ الْعِيدِ

অনুচ্ছেদ-১৬৩ ঃ ঈদের দিন দফ বাজানো

٢٣٧-١٣١٨. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ شَهِدَ **عِيَاضٌ الأَشْعَرِيُّ** عِيدًا بِالأَنْبَارِ فَقَالَ مَالِي لاَ أَرَاكُمْ تُقَلِّسُونَ كَمَا كَانَ يُقَلَّسُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

ضعيف : الضعيفة ٤٢٨٥ .

২৩৭-১৩১৮। 'আমির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইয়ায আশ'আরী ﷺ আনবার নামক স্থানে ঈদের সলাতে উপস্থিত হন। তখন তিনি বললেন ঃ কি হল, তোমাদের কেন এমন দফ বাজাতে দেখছি না, যেমনটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বাজানো হতো?[২২৬]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪২৮৫)।

---

[২২৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের 'আব্দুর রহমান ও তার পিতার দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। ড. মুস্তাফা মুহাম্মাদ হুসাইন বলেন, সানাদে 'আব্দুর রহমান ইবনু সা'দ দুর্বল এবং সা'দ ইবনু 'আম্মার ইবনু সা'দ হল আনসারী মুয়াজ্জিন। সে লুপ্ত (মাসতুর)। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২২৬] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদে 'ইয়াজ আশ'আরী রয়েছে। ইবনে মাজাহতে তার শুধু এই হাদীসটি আছে বরং মৌলিক পাঁচটি হাদীস গ্রন্থের সংকলকগণ তার থেকে বর্ণনা করেননি। **-আয-যাওয়ায়িদ**

Contents

٢٣٨-١٣١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ **أَبِي إِسْحَاقَ**، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ وَقَدْ رَأَيْتُهُ إِلاَّ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقَلَّسُ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ .

ضعيف : الضعيفة أيضا .

২৩৮-১৩১৯। কায়স ইবনু সা'দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একটি বিষয় প্রত্যক্ষ করেছি, তা হলো ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ঈদুল ফিত্‌রের দিন 'দফ' বাজানো হতো।[২২৭]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (ঐ)।

١٦٥- باب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৬৫ ঃ দুই ঈদের সলাতে নারীদের গমন

٢٣٩-١٣٢٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا **حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ**، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ بَنَاتِهِ وَنِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ .

ضعيف : التعليق على ابن ماجة .

২৩৯-১৩২৫। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ দু'ঈদে তাঁর কন্যাদের ও স্ত্রীদের (ঈদগাহে) নিয়ে যেতেন।[২২৮]

দুর্বল ঃ তালীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

١٦٧- باب مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ مَطَرٌ

অনুচ্ছেদ-১৬৭ ঃ বৃষ্টির সময় ঈদের সলাত মাসজিদে আদায় করা

٢٤٠-١٣٣٠. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى، عُبَيْدَ اللَّهِ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَصَابَ النَّاسَ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ .

ضعيف : المشكاة ١٤٤٨، رسالة صلاة العيدين ص : ٢١-٢٢، ضعيف أبي داود ٢١٣ .

---

[২২৭] আহমাদ (১৫০৫৩)। হাদীসের সানাদে আবূ ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছে।

[২২৮] আহমাদ (২০৫৫, ৩৩০৫)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে ইবনু আরত্বাত এর তাদলীসের কারণে হাদীসটি দুর্বল। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

২৪০-১৩৩০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একবার ঈদের দিন বৃষ্টিপাত হয়। ফলে তিনি লোকদের নিয়ে মাসজিদে ঈদের সলাত আদায় করেন।[২২৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৪৪৮), রিসালাহ সলাতুল ঈদাইন (২১-২২ পৃষ্ঠা), যঈফ আবী দাউদ (২১৩)।

١٦٨– باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السِّلاَحِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ

অনুচ্ছেদ-১৬৮ ঃ ঈদের দিন অস্ত্র সজ্জিত হওয়া

٢٤١-١٣٣١. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا **نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ**، حَدَّثَنَا **إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ**، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلاَحُ فِي بِلاَدِ الإِسْلاَمِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ .

ضعيف جدا : الضعيفة ٥٦٥٤، مختصر البخاري ١|٢٣٦ .

২৪১-১৩৩১। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ দু'ঈদে ইসলামী দেশগুলোকে অস্ত্র-সজ্জিত হতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য শত্রু মুকাবিলার ক্ষেত্রে তা করা যাবে।[২৩০]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৫৬৫৪), মুখতাসার বুখারী (১/২৩৬)।

١٦٩– باب مَا جَاءَ فِي الاغْتِسَالِ فِي الْعِيدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৬৯ ঃ উভয় ঈদের দিন গোসল করা

٢٤٢-١٣٣٢. حَدَّثَنَا **جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ**، حَدَّثَنَا **حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ**، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى .

ضعيف جدا : الإرواء ١٤٦ .

---

[২২৯] হাদীসের সানাদে ঈসা ইবনু 'আব্দুল আ'লা ইবনু আবী ফারওয়াতাহ অজ্ঞাত ব্যক্তি। অনুরূপ তার শায়খ উবাইদুলাহ আত্-তায়মী। **–যাদুল মা'আদ ঃ তাখরীজ শুআইব আরনাউত্ব ও আব্দুল ক্বাদির আরনাউত্ব**

[২৩০] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে নায়িল ইবনু নাজীহ ও ইসমাঈল ইবনু যিয়াদ দু'জনেই দুর্বল। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন বলেন, সানাদের নায়িল ইবনু নাজীহকে ইমাম যাহাবী দুর্বল বরেছেন। ইবনু আদী বলেছেন, তার হাদীসসমূহ খুবই অন্ধকার, বিশেষত সাওরী হতে। ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। উকাইলী বলেছেন, তার হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। ইবনে মাজাহতে তার শুধু এই হাদীসটিই আছে। সানাদের ইসমাঈল ইবনু যিয়াদ সম্পর্কে ইবনু আদী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে দাজ্জাল, কিতাবে তাকে উল্লেখ করা হালাল নয়। ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে নিকৃষ্ট। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এ হাদীসটিই আছে। -**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

২৪২-১৩৩২। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিন গোসল করতেন।[২৩১]

খুবই দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (১৪৬)।

٢٤٣-١٣٣٣. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا **يُوسُفُ بْنُ خَالِد**، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ، - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَكَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ .

موضوع : الإرواء أيضا .

২৪৩-১৩৩৩। সহাবী ফাকিহ ইবনু সা'দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিত্‌র, ঈদুল আযহা ও 'আরাফার দিন গোসল করতেন।[২৩২]

ফাকিহ ﷺ স্বীয় পরিবারের লোকদের এ দিনগুলোতে গোসল করার নির্দেশ দিতেন।

বানোয়াট ঃ ইরওয়াহ ঐ।

١٧٢- بَابِ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

অনুচ্ছেদ-১৭২ ঃ রাতে ও দিনে দুই রাক'আত করে সলাত আদায়

٢٤٤-١٣٤٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .

منكر : بزيادة التسليم، و المحفوظ دونها كما سيأتي في الصحيح باب-١٨٧: صحيح ابي داود ١١٦٨ و الضعيفة ٢٣٧.

২৪৪-১৩৪০। উম্মু হানী বিনতু আবূ ত্বালিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহ বিজয়ের দিন আট রাক'আত চাশতের সলাত আদায় করেছেন এবং প্রতি দু'রাক'আতে সালাম ফিরিয়েছেন।[২৩৩]

---

[২৩১] বায়হাকী (৩/২৭৮)। ইমাম বায়হাকী সানাদের হাজ্জাজ ইবনু তামীম এর কারণে একে দোষযুক্ত বলেছেন। তিনি বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী নয়। ইবনু আদী বলেছেন, তার বর্ণনাবলী অপ্রতিষ্ঠিত। আল্লামা তুরকামানী বলেছেন, সানাদে জুবারাহ এর অবস্থা হাজ্জাজের চেয়েও মারাত্মক। ইমাম বুখারী বলেছেন, জুবারাহ হাদীস বর্ননায় মুযতারিব। ইমাম নাসায়ী ও অন্যরা বলেছেন, দুর্বল। আর ইবনু মাঈন বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী। ইমাম আহমাদ তার কতিপয় হাদীসকে মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছেন। **-ইরওয়াউল গালীল**

[২৩২] আহমাদ (১৬২৭৯)। হাদীসের সানাদে ইউসূফ ইবনু খালিদ সিমতী মিথ্যাবাদী, খাবীস। যেমন ইবনু মাঈন বলেছেন। আর ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে হাদীস জাল করত। ইমাম হাকিম এই হাদীস ও উপরোক্ত (২৪২ নং) হাদীস সম্পর্কে 'আত-তালখীস' গ্রন্থে (১৪৩ পৃঃ) বলেছেন, উভয়টির সানাদ দুর্বল। **-ইরওয়াউল গালীল**

[২৩৩] বুখারী (২৮০, ৩৫৭, ১১০৪, ১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮), মুসলিম (৩৩৬০), তিরমিযী (৪৭৮,২৭৩৪), নাসায়ী (২২৫,৪১৫), আবূ দাঊদ (১২৯০, ১২৯১), মালিক (৩৫৮, ৩৫৯), আহমাদ (২৬৩৪৮, ২৬৩৫৬, ২৬৩৬৪, ২৬৮৩৩, ২৬৮৪০, ২৬৮৪২), দারিমী (১৪৫২, ১৪৫৩)।

মুনকার ঃ সালাম অতিরিক্ত যোগে, আর মাহফুয হচ্ছে সালাম ব্যতিরেকে। যেমন তা শীঘ্রই আসবে সহীহ ইবনু মাজাহ (অনুচ্ছেদ- ১৮৭), সহীহ আবূ দাউদ (১১৬৮) এবং যঈফাহ্ (২৩৭)।

٢٤٥-١٣٤١. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ **أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ**، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ " .

ضعيف : الضعيفة ٤٠٢٣ .

২৪৫–১৩৪১। আবূ সা'ঈদ ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতি দু'রাক'আত শেষে একবার সালাম ফিরাবে।[২৩৪]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪০২৩)।

٢٤٦-١٣٤٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَدَاعَةَ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ " .

ضعيف : نقد التاج الجامع ١٢٣، التعليق الرغيب ١ | ١٨٦، تعليقي على صحيح ابن خزيمة ١٢١٢ ة ١٢١٣، ضعيف أبي داود ٢٣٨.

২৪৬–১৩৪২। ইবনু আবী ওয়াদা'আহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রাতের সলাত দু' দু' রাক'আত করে। প্রতি দু' রাক'আতের শেষদিকে রয়েছে তাশাহহুদ। অতি বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রতার সঙ্গে সলাত আদায় করবে এবং বলবে ঃ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন"। যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, তার সলাত হবে ক্রুটিপূর্ণ।

দুর্বল ঃ নাকদুত তাজ আল-জামে (১২৩), তা'লীকুর রাগীব (১/১৮৬), তা'লীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ (১২১২, ১২১৩), যঈফ আবী দাউদ (২৩৮)।

١٧٣- باب مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-১৭৩ ঃ রমাযান মাসে রাতের কিয়াম (তারাবীহর সলাত)

٢٤٧-١٣٤٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ، كِلاَهُمَا عَنِ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ لَقِيتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ

---

[২৩৪] আল্লামা বুখারী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আবূ সুফয়ান সা'দী সম্পর্কে ইবনু আব্দিল বার বলেছেন, সকলে একমত হয়েছেন যে, সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ، سَمِعْتَهُ مِنْ، أَبِيكَ يَذْكُرُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . قَالَ نَعَمْ . حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ " شَهْرٌ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٢/٧٣, الرد على بليق ٣٥، والشطر الثاني منه صحيح كما تقدم في الصحيح رقم ١٣٤٣ .

২৪৭–১৩৪৫। নায্‌র ইবনু শাইবান (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সালামাহ ইবনু 'আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, আপনি আপনার পিতা হতে রমাযান মাস সম্পর্কে যে হাদীস শুনেছেন, তা আমার কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রমাযান মাস সম্পর্কে আলোচনায় বলেছেন ঃ রমাযান এমন মাস, আল্লাহ তোমাদের উপর যে মাসের সিয়াম পালন ফারয করেছেন। আর আমি রমাযানের কিয়াম (তারাবীহকে) তোমাদের উপর সুন্নাত হিসেবে প্রবর্তন করেছি। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সাওয়াবের আশায় এ মাসে সওম পালন ও কিয়াম (তারাবীহ সলাত) আদায় করবে, সে তার গুনাহ হতে এমনভাবে মুক্ত হবে, যেন আজ তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে।[২৩৫]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/৭৩), রাদ্দু 'আলা বালীক্ব (৩৫), তবে হাদীসের দ্বিতীয় অংশটি বিশুদ্ধ। যেমন তা গত হয়েছে সহীহ ইবনু মাজাহ (১৩৪৩) নং এ।

١٧٤ - باب مَا جَاءَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-১৭৪ ঃ রাতের নফল সলাত

٢٤٨-١٣٤٩. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَدَثَانِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا **سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ**، حَدَّثَنَا **يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ** بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ لِسُلَيْمَانَ يَا بُنَىَّ لاَ تُكْثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ الرَّجُلَ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

ضعيف : الروض النضير ٢٢٢, التعليق الرغيب ١ | ٢٢٤ .

২৪৮–১৩৪৯। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ একদা সুলাইমান ইবনু দাঊদ ('আ.)-এর মা সুলাইমানকে বললেন ঃ হে বৎস! তুমি রাতে বেশি ঘুমাবে না, কেননা রাতের অধিক নিদ্রা মানুষকে ক্বিয়ামাতের দিন ফকীর বানিয়ে ছাড়বে।[২৩৬]

---

[২৩৫] নাসায়ী (২২০৮, ২২১০)।

[২৩৬] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসের সানাদে সুনায়দ ইবনু দাউদ ও তার শাইখ ইউসুফ ইবনু মুহাম্মাদ দু'জনেই দুর্বল। আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, এই হাদীসটি ইবনুল জাওযী 'মাওযুআত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং সানাদের ইউসুফ ইবনু মুহাম্মাদ এর কারণে একে দোষযুক্ত বলেছেন। কেননা সে মাতরুক। আল্লামা আবুল হাসান

দুর্বল ঃ রাওযুন নাযীর (২২২), তা'লীকুর রাগীব (১/২২৪)।

٢٤٩-١٣٥٠. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُوسَى أَبُو يَزِيدَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ " .

ضعيف : الضعيفة ٤٦٤٤ .

২৪৯-১৩৫০। জাবির (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতের বেলায় অধিক সলাত আদায় করে, দিনে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়।

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৬৪৪)।

١٧٦- باب فِي حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ-১৭৬ ঃ সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত

٢٥٠-١٣٥٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا **أَبُو رَافِعٍ**، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ فَأَخْبَرْتُهُ . فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنِ أَخِي بَلَغَنِي أَنَّكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا وَتَغَنَّوْا بِهِ فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٢ | ٢١٥، لكن قوله : (وتغنوا به ..) إلخ صحيح : صفة الصلاة .

২৫০-১৩৫৪। 'আবদুর রহমান ইবনু সায়িব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) আমাদের কাছে এলেন, তখন তিনি দৃষ্টিহীন ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কে? আমি তাঁকে নিজের পরিচয় দিলাম। তিনি বললেন ঃ সুস্বাগতম, হে আমার ভাতিজা! আমার নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত কর। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই এ কুরআন চিন্তার উপকরণ হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই তোমরা কুরআন তিলাওয়াতের সময় কাঁদবে। যদি কান্না না আসে, তাহলে তোমরা কান্নার ভাব করবে এবং সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করবে। যে লোক সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২৩৭]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২১৫), কিন্তু তার বক্তব্য : (وتغنوا به ..) শেষ পর্যন্ত ,এটি সহীহ। সিফাতুস সলাত।

সিন্দি বলেছেন, আমি বলি, তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় সালিহ। আর ইবনু আদী বলেছেন, আমি আশা করি, তাতে কোন সমস্যা নেই। -**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৩৭] আবূ দাউদ (১৪৬৯), আহমাদ (১৪৭৯, ১৫১৫, ১৫৫২)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আবূ রাফি' এর নাম হল, ইসমাঈল ইবনু রাফি'। সে দুর্বল, মাতরুক। -**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٢٥١-١٣٥٧. حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، مَوْلَى فَضَالَةَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَلَّهُ أَشَدُّ أَذَنًا إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ ".

ضعيف : التعليق الرغيب ٢ | ٢١٥، الضعيفة ٢٩٥١ .

২৫১-১৩৫৭। ফাযালাহ ইবনু 'উবায়দ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ গায়িকার মালিক তার গায়িকার গান যতটুকু মনোযোগ দিয়ে শোনে, আল্লাহ উঁচু স্বরে মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারীর প্রতি তার চেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকেন।

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২১৫), যঈফাহ্ (২৯৫১)।

١٧٨- باب مَا جَاءَ فِي كَمْ يُسْتَحَبُّ يُخْتَمُ الْقُرْآنُ

অনুচ্ছেদ-১৭৮ ঃ কুরআন মাজীদ কত দিনে খতম করা মুস্তাহাব

٢٥٢-١٣٦٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ فَنَزَّلُوا الأَحْلاَفَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأَنْزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنِي مَالِكٍ فِي قُبَّةٍ لَهُ فَكَانَ يَأْتِينَا كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَيُحَدِّثُنَا قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ حَتَّى يُرَاوِحَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَأَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُنَا مَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ " وَلاَ سَوَاءَ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ مُسْتَذَلِّينَ فَلَمَّا خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ نُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيُدَالُونَ عَلَيْنَا " . فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَبْطَأَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَأْتِينَا فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَبْطَأْتَ عَلَيْنَا اللَّيْلَةَ . قَالَ " إِنَّهُ طَرَأَ عَلَىَّ حِزْبِي مِنَ الْقُرْآنِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أُتِمَّهُ " . قَالَ أَوْسٌ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ تُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ قَالُوا ثَلاَثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلاَثَ عَشْرَةَ وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ .

ضعيف : دفاع عن الحديث ٣٦، ضعيف أبي داود ٢٤٦ .

২৫২-১৩৬২। আওস ইবনু হুযাইফাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা সাক্বীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তাঁরা তাঁদের বন্ধু মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ রাঃ-এর মেহমান ছিলেন। আর রসূলুল্লাহ ﷺ বনূ মালিকের তাঁবুতে মেহমান হলেন। তিনি প্রত্যহ রাতে 'ইশার পরে আমাদের নিকট এসে দু' পায়ের উপর দাঁড়িয়ে হাদীস বর্ণনা করতেন। এমনকি হাদীস বর্ণনার সময় কখনো এক পা পরিবর্তন করে অন্য পায়ের উপর ভর করতেন। তিনি আমাদের নিকট বেশির ভাগই তাঁর নিজ বংশ কুরায়শদের কাছ থেকে যে আচরণ পেয়েছিলেন, তা

বর্ণনা করতেন আর বলতেন ঃ এ কথা বলাতে কোন দোষ নেই যে, আমরা ছিলাম দুর্বল ও লাঞ্ছিত। আমরা যখন মাদীনার দিকে বেরিয়ে আসলাম, তখন আমাদের ও তাদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হতো। যুদ্ধে কখনো আমরা তাদের উপর জয়লাত করতাম আবার কখনো তারা আমাদের উপর জয়লাত করতো। এক রাতে তিনি তার পূর্ব নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বিলম্বে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আজ রাতে আপনি আমাদের নিকট বিলম্বে এসেছেন। তিনি বললেন ঃ আমার কুরআনের কিছু অংশ অবশিষ্ট ছিল, তাই তা পূর্ণ করে বের হওয়া অপছন্দ করলাম।

আওস (রহ.) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনারা কিতাবে কুরআনের অংশ নির্ধারিত করে তিলাওয়াত করতেন? তাঁরা বললেন ঃ কখনো তিন দিনে, পাঁচ দিনে, সাত দিনে, নয় দিনে, এগার দিনে, তের দিনে এবং কখনো মুফাস্সাল পদ্ধতিতে।

দুর্বল ঃ দিফাউ আনিল হাদীস (৩৬), যঈফ আবী দাউদ (২৪৬)।

١٧٩ – باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-১৭৯ ঃ রাতের সলাতে ক্বিরাআত

٢٥٣–١٣٦٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِت، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي لَيْلَى، قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا فَمَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ فَقَالَ " أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَوَيْلٌ لأَهْلِ النَّارِ " .

ضعيف : ضعيف أبي داود ١٥٤ .

২৫৩–১৩৬৯। আবূ লাইলা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর রাতে নাফল সলাত আদায়রত অবস্থায় আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করেছি। অতঃপর তিনি 'আযাবের আয়াত তিলাওয়াতের সময় বলেছেন ঃ " أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَوَيْلٌ لأَهْلِ النَّارِ " "আমি আল্লাহর নিকট জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাই, ধ্বংস তো জাহান্নামীদের জন্যই।"[২৩৮]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (১৫৪)।

١٨١ – باب مَا جَاءَ فِي كَمْ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-১৮১ ঃ রাতে কত রাক'আত সলাত আদায় করবে

٢٥٤–١٣٧٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

شاذ : صحيح ابي داود ١٢٠٥ ة ١٢٠٩ و ١٢١٠ و ١٢١٢ و ١٢٢٠، تمام المنة، والمحفوظ : (إحدى عشرة ركعة) : ق.

---

[২৩৮] আবূ দাউদ (৮৮১)। এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা আনসারী রয়েছে। সে সত্যবাদী, কিন্তু স্মরণ শক্তি খুবই দুর্বল বা খারাপ। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

২৫৪-১৩৭৭। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ রাতে তের রাক'আত সলাত আদায় করতেন।[২৩৯]

শায ঃ সহীহ আবী দাউদ (১২০৫, ১২০৯, ১২১০, ১২১২, ১২২০), তামামুল মিন্নাহ, আর মাহফুয হল "এগার রাকআত" বুখারী ও মুসলিম।

١٨٥ - باب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৮৫ ঃ মাগরিব ও 'ইশার মাঝে সলাত

٢٥٥-١٣٩١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا **يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدِينِيُّ**، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " .

موضوع : التعليق الرغيب ١ | ٢٠٤-٢٠٥، الضعيفة ٤٦٧، تخريج مساجلة علمية ١٧ .

২৫৫-১৩৯১। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাগরিব ও 'ইশার (সলাতের) মাঝে বিশ রাক'আত সলাত আদায় করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।[২৪০]

বানোয়াট ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/২০৪-২০৫), যঈফাহ্ (৪৬৭), তাখরীজু মুসাজালাতু 'ইল্মিয়্যাহ (১৭)।

٢٥٦-١٣٩٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي **عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمٍ الْيَمَامِيُّ**، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْتْ لَهُ عِبَادَةَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً " .

ضعيف جدا : التعليق الرغيب أيضا ١ | ٢٠٤، الضعيفة ٤٦٩ .

---

[২৩৯] বুখারী (৬১৯, ৬২৬, ৯৯৪, ১১৩৯, ১১৬৪, ১১৬৫, ৬৩৯০)।

[২৪০] ইবনু শাহীন 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব' (ক্বাফ ১৭২/১, ২৭৭-২৭৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের ইয়াকুব ইবনুল ওয়ালীদ সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন, সে বড় বড় মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। সে হাদীস জাল করত। ইবনু মাঈন এবং আবূ হাতিম তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। **-যঈফাহ্**

আল্লামা জাওযাজানী ও আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে অনির্ভরযোগ্য। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে কিছুই না। হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। 'আমর ইবনু ফাল্লাস বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন একবার বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। আরেকবার বলেছেন, মিথ্যাবাদী। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

২৫৬-১৩৯২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাক'আত সলাত আদায় করে এবং এর মাঝে কোনরূপ মন্দ কথা না বলে, (এর বিনিময়ে) তাকে বারো বছরের (নাফল) 'ইবাদাতের সাওয়াব দেয়া হয়।[২৪১]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/২০৪) যঈফাহ্ (৪৬৯)।

١٨٦- باب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ-১৮৬ ঃ ঘরে নফল 'ইবাদাত

٢٥٧-١٣٩٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ **عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو**، قَالَ خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ مِمَّنْ أَنْتُمْ قَالُوا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ . قَالَ فَبِإِذْنٍ جِئْتُمْ قَالُوا نَعَمْ . قَالَ فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ . فَقَالَ عُمَرُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " أَمَّا صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَنُورٌ فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ ".

ضعيف : تخريج الأحاديث المختارة ٢٤٨-٢٤٩، التعليق الرغيب ١ | ١٥٩، التعليق على ابن ماجة .

২৫৭-১৩৯৩। 'আসিম ইবনু 'আম্‌র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকের একটি প্রতিনিধি দল 'উমার ﷺ-এর উদ্দেশে রওয়ানা হলো। যখন তারা 'উমারের নিকট উপস্থিত হলো, তখন 'উমার ﷺ তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কারা? তারা বলল ঃ ইরাকীদের প্রতিনিধি। তিনি বললেন ঃ তোমরা অনুমতি নিয়ে এসেছো কি? তারা বলল ঃ হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তারা তাঁকে কোন ব্যক্তির সলাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। 'উমার ﷺ বললেন ঃ আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির স্বীয় ঘর সলাত আদায় করাটা হচ্ছে নূর। অতএব তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে নূরান্বিত কর।[২৪২]

দুর্বল ঃ তাখরীজুল আহাদীসিল মুখতারাহ (২৪৮-২৪৯), তা'লীকুর রাগীব (১/১৫৯), তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

١٨٧- باب مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الضُّحَى

অনুচ্ছেদ-১৮৭ ঃ চাশ্‌তের সলাত

٢٥٨-١٣٩٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ " .

ضعيف : الروض الضير ١١١، التعليق الرغيب ١ | ٥٣٢، المشكاة ١٣١٦ .

---

[২৪১] তিরমিযী (৪৩৫)। সানাদে 'উমার ইবনু আবী খাস'আম দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৪২] আহমাদ (৮৭)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, মুসান্নিফ সাহেব হাদীসটি দুটি সানাদে বর্ণনা করেছেন। সানাদ দুটির মূল বিষয় বর্তায় সানাদের 'আসিম ইবনু 'আমর এর উপর। সে দুর্বল। আল্লামা উকাইলী তাকে 'আয-যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীস প্রমাণযোগ্য নয়। আর হাদীসটির সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

২৫৮–১৩৯৯। আনাস ইবনু মালিক ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি বারো রাক'আত চাশ্‌তের সলাত আদায় করে, আল্লাহ জান্নাতে তার জন্য একটি স্বর্ণের প্রাসাদ নির্মাণ করেন।[২৪৩]

দুর্বল ঃ রাওযুন নাযীর (১১১), তা'লীকুর রাগীব (১/২৩৫), মিশকাত (১৩১৬)।

٢٥٩-١٤٠١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ **النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ**، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ " .

ضعيف : المشكاة ١٣١٨، التعليق الرغيب ١ | ٢٣٥ .

২৫৯–১৪০১। আবূ হুরাইরাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চাশ্‌তের দু' রাক'আত সলাতের সংরক্ষণ করে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়; যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়।[২৪৪]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৩১৮), তা'লীকুর রাগীব (১/২৩৫)।

١٨٩ – باب مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ-১৮৯ ঃ সলাতুল হাজাত (বিশেষ প্রয়োজনে সলাত)

٢٦٠-١٤٠٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ، عَنْ **فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيِّ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ أَسْأَلُكَ أَلاَّ تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا لِي ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ " .

ضعيف جدا : المشكاة ١٣٢٧، التعليق الرغيب ١ | ٢٤٢-٢٤٣ .

২৬০–১৪০৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা আসলামী ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট বেরিয়ে এসে বললেন ঃ আল্লাহর কাছে কিংবা তাঁর কোন সৃষ্টির কাছে কারো কোন

---

[২৪৩] তিরমিযী (৪৭৩)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। এর এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্র আমরা জানি না। **–মিশকাত**

[২৪৪] তিরমিযী (৪৭৬), আহমাদ (৯৪২৩, ১০০৭০, ১০১০২)। সানাদের নাহ্‌হাস দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, আমরা কেবল এটি নাহ্‌হাস ইবনু ক্বাহম এর হাদীস থেকেই জেনেছি। **–মিশকাত; তাহক্বীক্ব আলবানী**

প্রয়োজন থাকলে সে যেন উযূ করে দু' রাক'আত সলাত আদায় করে নেয়, অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করে ঃ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ أَسْأَلُكَ أَلاَّ تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا لِي "পরম সহনশীল ও দয়ালু আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ পবিত্র, মহান আরশের প্রতিপালক। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার অবধারিত রহমাত, আপনার অফুরন্ত মাগফিরাত, প্রত্যেক ভালকাজের গানীমাত এবং যাবতীয় পাপের কাজ হতে নিরাপত্তা চাইছি। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার যাবতীয় গুনাহ আপনি ক্ষমা করে দিন, আমার চিন্তা দূর করে দিন, আমার ঐ প্রয়োজন পূর্ণ করুন যাতে আপনি সন্তুষ্ট।"

অতঃপর সে আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য প্রার্থনা করবে, কেননা আল্লাহ তা নির্ধারণ করে থাকেন।[২৪৫]

খুবই দুর্বল ঃ মিশকাত (১৩২৭), তা'লীকুর রাগীব (১/২৪২-২৪৩)।

١٩١- باب مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

অনুচ্ছেদ-১৯১ ঃ ১৫ই শা'বানের রাতের বর্ণনা

٢٦١-١٤٠٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا **ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ**، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا . فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ أَلاَ مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلاَ مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلاَ كَذَا أَلاَ كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ " .

ضعيف جدا أو موضوع : المشكاة ١٣٠٨، التعليق الرغيب ٢ | ٨١، الضعيفة ٢١٣٢، لكن نلزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا ثابت، فيه أحاديث تقدم بعضها في الصحيح ١٨٢-باب فهي تغني عن هذا .

২৬১-১৪০৭। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ১৫ শা'বানের রাত আসলে তোমরা ঐ রাতে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে এবং ঐ দিনে সিয়াম পালন করবে। কেননা ঐ দিন সূর্য ডোবার পর আল্লাহ দুনিয়ার নিকটস্থ আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন ঃ

---

[২৪৫] তিরমিযী, নাসায়ী (৩২৫৩), আবূ দাউদ (১৫৩৮), আহমাদ (১৪২৯৭)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব। এর সানাদের ব্যাপারে সমালোচনা আছে। সানাদে ফায়িদ ইবনু 'আব্দুর রহমান হাদীসে দুর্বল। মুলতঃ সে খুবই দুর্বল। ইমাম হাকিম বলেছেন, সে ইবনু আবী আওফা সূত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে।- **মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

ডঃ মুস্তফা মুহাম্মদ হুসাইন বলেন, ফায়িদ ইবনু 'আব্দুর রহমান মাতরূক। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

আছে কি কোন ক্ষমাপ্রার্থী? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। আছে কি কোন রিয্ক প্রার্থী? আমি তাকে রিয্ক প্রদান করব। আছে কি কোন অসুস্থ ব্যক্তি? আমি তাকে সুস্থতা দান করব। ফাজরের সময় হওয়া পর্যন্ত তিনি এভাবে বলতে থাকেন।[২৪৬]

খুবই দুর্বল অথবা বানোয়াট ঃ মিশকাত (১৩০৮), তা'লীকুর রাগীব (২/৮১), যঈফাহ্ (২১৩২), কিন্তু প্রত্যেক রাতে দুনিয়ার আসমানে প্রতিপালকের অবতরণ করা প্রামাণিত আছে। এ প্রসঙ্গে একাধিক হাদীস রয়েছে, যার কতিপয় সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে (অনুঃ ১৮২) আছে। যা উপরিউক্ত বর্ণনার উপর প্রধান্য পাচ্ছে।

٢٦٢-١٤٠٨. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو بَكْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا **حَجَّاجٌ**، عَنْ **يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ**، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ " . قَالَتْ قَدْ قُلْتُ وَمَا بِي ذَلِكَ وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ . فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ " .

ضعيف : المشكاة ١٢٩٩ .

২৬২-১৪০৮। 'আয়িশাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক রাতে আমি নাবী ﷺ-কে (বিছানায়) না পেয়ে তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। অতঃপর তাকে বাক্বী ক্বরস্থানে আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন অবস্থায় দেখতে পেলাম। তিনি ﷺ বললেন ঃ হে 'আয়িশাহ! তোমার কি আশংকা, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমার উপর অবিচার করবেন? 'আয়িশাহ রাঃ বলেন, আমি বললাম ঃ তাতো আমার জন্য একেবারেই অসমীচীন। বরং আমি ভেবেছি, আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর নিকট গিয়েছেন। তখন তিনি ﷺ বললেন ঃ মহান আল্লাহ ১৫ শা'বানের রাতে দুনিয়ার নিকটস্থ আকাশে অবতরণ করেন এবং কাল্ব গোত্রের বকরীর পশমের চেয়ে অধিক লোককে ক্ষমা করেন।[২৪৭]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১২৯৯)।

---

[২৪৬] ইবনুল জাওযী 'আল-ইলাল' (২/ ৫৬৯), বায়হাকী, 'শুআবল ঈমান' (৩/৩৭৮-৩৭৯)। এই সানাদ সকলের ঐকমত্যে দুর্বল, উপরন্তু বানোয়াট। সানাদে ইবনু আবী সাবরাহ রয়েছে। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, ইবনু সাবরাহ'র দুর্বলতার কারণে এর সানাদটি দুর্বল। ইবনু সাবরাহ'র নাম হল, আবু বাক্র ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবু সাবরাহ। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ও ইবনু মাঈন বলেছেন, সে হাদীস জাল করত। ইবনু রজব বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। আল্লামা মুনযিরীও তারগীব' গ্রন্থে (২/৮১) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। **-যঈফাহ্**

ইমাম বুখারী ইবনু আবী সাবরাহকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম নাসায়ী, আবূ দাউদ ও দারাকুত্বনী বলেছেন, সে মাতরূক। ইবনু হাজার আসকালানী 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন,সকল মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। ইবনু আর্রাক্ব স্বীয় 'কাজ্জাবীন' তথা মিথ্যাবাদী রাবী সংগ্রহ নামক গ্রন্থে ইবনু আবী সাবরাহকেও উল্লেখ করেছেন। আরো বিস্তারিত দেখুন ঃ **"ইত্হাফুল খুল্লান বিমা অরাদা ফী লায়লাতিন নিসফ মিন শা'বান" সিলসিলাহ আনসারিয়্যাহ প্রথম এর অন্তর্গত** (১৩-১৪ পৃঃ)

[২৪৭] তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, "আমি মুহাম্মাদ তথা ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, তিনি এই হাদীসকে দুর্বল বলেছেন।" ইমাম বুখারীর পূর্ণ বক্তব্য রয়েছে জামে আত-তিরমিযীর (১/১৪৩)-তে। তিনি আরো বলেছেন, সানাদের ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর হাদীসটি 'উরওয়াহ থেকে শুনেনি, এবং হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর থেকে শুনেনি। **-মিশকাত: তাহক্বীক্ব আলবানী**

١٩٢ – باب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ وَالسَّجْدَةِ عِنْدَ الشُّكْرِ

অনুচ্ছেদ-১৯২ ঃ সলাত এবং শোকরানা সাজদাহ

٢٦٣-١٤١١. حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَف حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَتْنِي شَعْثَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ رَكْعَتَيْنِ .

ضعيف : التعليق على ابن ماجة .

২৬৩-১৪১১। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। আবূ জাহলের শিরোচ্ছেদের সুসংবাদের দিনে রসূলুল্লাহ ﷺ দু' রাক'আত শোকরানা সলাত আদায় করেছেন।[২৪৮]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

١٩٦ – باب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

অনুচ্ছেদ-১৯৬ ঃ বাইতুল মুকাদ্দাস মাসজিদে সলাত প্রসঙ্গে

٢٦٤-١٤٢٨. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ، عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ، مَوْلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ . قَالَ " أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ فَإِنَّ صَلاَةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ " . قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ قَالَ " فَتُهْدِي لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَنْ أَتَاهُ " .

منكر : ضعيف أبي داود ٦٨ ، تحذير الساجد ١٩٨ .

২৬৪-১৪২৮। নাবী ﷺ-এর আযাদকৃত দাসী মাইমূনাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমাদের বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন ঃ তাতো হাশরের ময়দান এবং সকলের একত্রিত হওয়ার স্থান। তোমরা সেখানে এসে সলাত আদায় করবে। কেননা সেখানে সলাত আদায় অন্যান্য স্থানের হাজার সলাতে চেয়ে উত্তম। আমি বললাম ঃ আমি যদি সেখানে যেতে অসমর্থ হই তাহলে এক্ষেত্রে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন ঃ ঐ মাসজিদে বাতি জ্বালানোর জন্য তুমি যায়তুন হাদিয়া পাঠাবে। যে লোক এমনটি করলো, সে যেন সেখানে উপস্থিত থাকলো।[২৪৯]

মুনকার ঃ যঈফ আবী দাঊদ (৬৮), তাহযীরুস সাজিদ (১৯৮)।

---

[২৪৮] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে শা'সা রয়েছে। কাউকেই তাকে নির্ভরযোগ্য বা দোষী বলতে শুনিনি। আর সানাদে সালামাহ ইবনু রাজাকে ইবনু মাঈন শিথিল বলেছেন। ইবনু আদী বলেছেন, সে এমন হাদীসাবলী বর্ণনা করে যার অনুসরন করা যার না। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে দুর্বল। আবু যুর'আহ বলেছেন, সত্যবাদী ! **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৪৯] আহমাদ (২৭০৭৯)।

١٩٨- باب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

অনুচ্ছেদ-১৯৮ ঃ জামে মাসজিদে সলাত আদায়

٢٦٥-١٤٣٤. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **أَبُو الْخَطَّابِ الدِّمَشْقِيُّ**، حَدَّثَنَا **رُزَيْقٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الأَلْهَانِيُّ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلاَةٍ وَصَلاَتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاَةً وَصَلاَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلاَةٍ وَصَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلاَةٍ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ " .

ضعيف : المشكاة ٧٥٢, التعليق الرغيب ٢ | ١٣٦ .

২৬৫–১৪৩৪। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির নিজ ঘরে সলাত আদায়ে এক সলাতের সাওয়াব রয়েছে এবং এলাকার মাসজিদে তার সলাত আদায়ে রয়েছে পঁচিশ সলাতের সাওয়াব। জামে' মাসজিদে তার সলাত আদায়ে রয়েছে পাঁচশত সলাতের সাওয়াব। মাসজিদুল আকসায় তার সলাত আদায়ে রয়েছে পঞ্চাশ হাজার সলাতের সাওয়াব। আমার মাসজিদে (মাসজিদে নাববীতে) সলাত আদায়ে রয়েছে পঞ্চাশ হাজার সলাতের সাওয়াব। আর মাসজিদুল হারামে (কা'বায়) তার সলাতে আদায়ে রয়েছে এক লক্ষ সলাত আদায়ের সাওয়াব।[২৫০]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৭৫২), তা'লীকুর রাগীব (২/১৩৬)।

٢٠٥- باب مَا جَاءَ فِي أَيْنَ تُوضَعُ النَّعْلُ إِذَا خُلِعَتْ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-২০৫ ঃ সলাত আদায়ের সময় জুতা খুলে কোথায় রাখবে

٢٦٦-١٤٥٤. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ** بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ وَلاَ تَجْعَلْهُمَا عَنْ يَمِينِكَ وَلاَ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِكَ وَلاَ وَرَاءَكَ فَتُؤْذِيَ مَنْ خَلْفَكَ ".

---

[২৫০] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদের আবুল খাত্তাব দিমাস্কি'র অবস্থা জানা যায়নি এবং সানাদের রুযাইক্ব এর ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবু যুর'আহ সূত্রে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি বলেছেন, তাতে কোন সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান তাকে 'আস-সিকাত' এবং 'আয-যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে প্রসিদ্ধ নয়। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

এর সানাদ দুর্বলহওয়ার কারণ হল, সানাদে রুযাইক্ব আবূ 'আব্দুল্লাহ আলহানীর ব্যাপারে মতভেদ আছে। তার থেকে এটি বর্ণনা করেছেন আবুল খাত্তাব দিমাস্কী। সে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী তাঁর এই হাদীস তুলে ধরে বলেছেন, এটি খুবই মুনকার। **–মিশকাত; তাহক্বীক্ব আলবানী**

ضعيف جدا : وما بين طرفيه قوي في : صحيح أبي داود ٦٦١، الروض النضير ١٠٦٢، تعليقي على ابن خزيمة ١٠١٦، الضعيفة ٩٨٨ .

২৬৬-১৪৫৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি তোমার দু' পায়ে জুতা পরিধান করবে, যদি জুতা খুলে ফেল, তাহলে তা তোমার দু' পায়ের মাঝে রাখবে। তুমি তা তোমার ডানে, তোমার সঙ্গীর ডানে এবং তোমার পিছনে রাখবে না। কেননা এতে তোমার পেছনের লোক কষ্ট পাবে।[২৫১]

খুবই দুর্বল ঃ তবে দু' পার্শ্বের মাঝে কথাটির মজবুত বর্ণনা আছে ঃ সহীহ আবী দাঊদ (৬৬১), রাওযুন নাযীর (১০৬২), তা'লীক 'আলা ইবনে খুযাইমাহ (১০১৬), যঈফাহ্ (৯৮৮)।

---

[২৫১] হাকিম (১/৩৪৯)। সানাদের 'আব্দুল্লাহ মাতরুক। যেমন 'আত-তাক্বরীব' ও 'আয-যুআফা'' গ্রন্থে এসেছে। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদটি দুর্বল। সানাদের 'আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। **–যঈফাহ্**

ড. মুস্তফা বলেছেন, সে মাতরুক। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٦ - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

অধ্যায়-৬ ঃ জানাযা

١- باب مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ রোগী দেখতে যাওয়া প্রসঙ্গে

٢٦٧-١٤٥٩. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ**، حَدَّثَنَا **ابْنُ جُرَيْجٍ**، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَعُودُ مَرِيضًا إِلاَّ بَعْدَ ثَلاَثٍ .

موضوع : الضعيفة ١٤٥، المشكاة ١٥٨٧ .

২৬৭-১৪৫৯। আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ তিন দিন পর অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন।[২৫২]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (১৪৫), মিশকাত (১৫৮৭)।

٢٦٨-١٤٦٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ، عَنْ **مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الأَجَلِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَهُوَ يَطِيبُ بِنَفْسِ الْمَرِيضِ " .

ضعيف : المشكاة ١٥٧٢, الضعيفة ١٨٤ .

---

[২৫২] আবু শাইখ 'আল-আখলাক' (২৫৫), এবং ইবনু আসাকির (১৬/২৬৬/২)। হাদীসের সানাদে মাসলামাহ সকলের ঐকমত্যে মাতরুক। ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবূ নু'আইম বলেছেন, সে দুর্বল। ইবনুল জাওযী ও ইমাম বায়হাকী বলেছেন, মাসলামাহ মাতরুক। ইবনু আবী হাতিম 'আল-ইলাল' গ্রন্থে বলেছেন, আমি আমার পিতাকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বললেন, হাদীসটি বাতিল, জাল,এবং মাসলামাহ দুর্বল। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে এ কথাকে সমর্থন করেছেন। মুলতঃ মাসলামাহ-কে বর্জনের ব্যাপারে সকলে একমত, সে সন্দেহতাজন। ইমাম বায়হাকী 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করে বলেছেন, এর সানাদ মজবুত নয়। হাফিয একে 'তাহযীবুত তাহযীব' গ্রন্থে মাসলামাহ'র মুনকার বর্ণনা বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী ও আবূ যুর'আহ বলেছেন, মাসলামাহ হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইবনু আদী বলেছেন, তার হাদীসসমূহ গায়রে মাহফূয। মুলত মুহাদ্দিসগণের নিকট মাসলামাহ মাতরুক, মিথ্যার দোষে দোষী, মুনকার এবং বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী। এছাড়া সানাদে ইবনু জুরাইজ একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে। **–যঈফাহ্, এবং তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

২৬৮–১৪৬০। আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা রোগী দেখতে গেলে তার দীর্ঘায়ু কামনা করবে; যদিও তা কিছুই প্রতিরোধ করবে না, তথাপিও তা রোগীর অন্তর পরিতৃপ্ত করে।[২৫৩]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৫৭২), যঈফাহ্ (১৮৪)।

٢٦٩-١٤٦١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا **صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ**، حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلاً فَقَالَ " مَا تَشْتَهِي " . قَالَ أَشْتَهِي خُبْزَ بُرٍّ . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ " ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ " .

ضعيف : المشكاة ١٥٩٢ .

২৬৯–১৪৬১। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে বললেন ঃ তোমার আকাঙ্ক্ষা কি? সে বলল ঃ আমার গমের রুটি খেতে ইচ্ছে করছে। নাবী ﷺ বললেন ঃ কারো কাছে গমের রুটি থাকলে সে যেন তা তার ভাইয়ের জন্য পাঠায়। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের কারোর রোগী কিছু খেতে চাইলে সে যেন তাকে খেতে দেয়।[২৫৪]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৫৯২)

٢٧٠-١٤٦٢. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا **أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ**، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ **يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ " أَتَشْتَهِي شَيْئًا أَتَشْتَهِي كَعْكًا " . قَالَ نَعَمْ . فَطَلَبُوا لَهُ .

ضعيف .

---

[২৫৩] তিরমিযী (৩/১৭৭), ইবনু আদী (২/৩২৪)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, বর্ণনাটি গরীব। অর্থাৎ দুর্বল। ইবনুল জাওযী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ নয়। আল্লামা মানাবী ইমাম নাবাবী হতে নকল করে 'আল-আযকার' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। এর সমস্যা হল সানাদের মূসা। ইবনুল জাওযী তার হাদীসকে 'আল-মাওযু'আত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং সুয়ূতী তা সমর্থন করেছেন। সানাদের মুসা সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী ও অন্যরা বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইবনুল জাওযী বলেছেন, মূসা হাদীস বর্ণনায় মাতরূক। ইবনু আবী হাতিমের পিতা বলেছেন, এ হাদীসটি মুনকার, এটি যেন বানোয়াট, সানাদে মূসা খুবই দুর্বল। হাফিয 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে শিথিলতা আছে। **–যঈফাহ্**

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেছেন, মূসা দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, সে কিছুই না। তার হাদীস লিখা হয় না । ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীসসমূহ মুনকার। আবূ দাউদ সিজিস্তানী বলেছেন, তার হাদীস লিখা হতো না। আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। –তাখরীজ ঃ **ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৫৪] বায়হাকী (৯/১৬৩)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে সাফওয়ান ইবনু হুবাইরাহ রয়েছে। ইবনু হিব্বান তাকে 'আস-সিকাত' এ উল্লেখ করেছেন। নুফাইলী বলেছেন, তার হাদীস অনুসরণযোগ্য নয়। 'আত-তাক্বরীবুত তাহযীব" গ্রন্থে রয়েছে, সে হাদীসে শিথিল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

২৭০-১৪৬২। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এক অসুস্থ ব্যক্তির পরিচর্যার জন্য তার নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাকে বললেন ঃ তোমার কি কিছু (খাওয়ার) আকাঙ্ক্ষা হয়? তুমি কি কা'কা (পারস্য দেশীয় রুটি) খেতে চাও? সে বলল, হ্যাঁ। ফলে তারা তার জন্য তা খোঁজ করে।[২৫৫]

দুর্বল।

٢٧١-١٤٦٣. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ **مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ**، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ " إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلاَئِكَةِ ".

ضعيف جدا : المشكاة ١٥٨٨، الضعيفة ١٠٠٣ .

২৭১-১৪৬৩। 'উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাকে বললেন ঃ তুমি যখন রুগ্ন ব্যক্তির কাছে যাবে, তখন তুমি তাকে তোমার জন্য দু'আ করতে বলবে। কেননা, তার দু'আ মালায়িকাহ্‌র (ফেরেশতাদের) দু'আর মতই।[২৫৬]

খুবই দুর্বল ঃ মিশকাত (১৫৮৮), যঈফাহ্ (১০০৩)।

٣- باب مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ الْمَيِّتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ মৃত্যুপথ যাত্রীকে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'-এর তালকীন দেয়া

٢٧٢-١٤٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا **كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ**، عَنْ **إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ**، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لِلأَحْيَاءِ قَالَ " أَجْوَدُ وَأَجْوَدُ " .

---

[২৫৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবান রুকাশীর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। ডঃ মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেছেন, এর সানাদে 'আব্দুল হামীদ ইবনু 'আব্দুর রহমান হিম্মানী রয়েছে। সে সত্যবাদী, তবে ভুল করে এবং সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আব্বান রুকাশী দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৫৬] এর সানাদে দু'টি দোষ রয়েছে। (১) সানাদে মাইমুন ও 'উমার এর মাঝে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা)। তাই আল্লামা বুসয়রী, মুনযিরী, নাবাবী ও হাফিয সানাদকে হাসান বা নির্ভরযোগ্য বললেও তারা সকলেই বলেছেন, সানাদটি মুনকাতি যা সানাদে মাইমুন ইবনু মিহরান 'উমার হতে শুনেননি বা মাইমুন উমায়ের যুগ পাননি। কিন্তু তারা আরেকটি দোষের ব্যাপারে অসচেতন ছিলেন। তা হল (২) সানাদে জা'ফর ইবনু বুরকান সূত্রে বর্ণনাকারী কাসীর ইবনু হিশাম নয়, যা বাহ্যত দেখা যাচ্ছে। বরং উভয়ের মাঝে এমন এক ব্যক্তি আছে যিনি সন্দেহতাজন। যা হাসান ইবনু 'উরফাহ বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কাসীর ইবনু হিশাম ঈসা ইবনু ইব্রাহীম হাশিমী হতে, তিনি জা'ফার ইবনু বুরকান হতে, তিনি মাইমুন ইবনু মিহরান হতে। এটি বর্ণনা করেছেন ইবনুস সুন্নী 'আমালুল ইয়াওমি অল্-লাইলাহ' (১৭৮ পৃষ্ঠা)। সানাদের এই ঈসা সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও নাসায়ী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবু হাতিম বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। **–যঈফাহ্**

ضعيف : المشكاة ١٦٢٦, الضعيفة ٤٣١٧, لكن جملة : (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) صحت في أحاديث أخرى كما تقدم في الصحيح .

২৭২-১৪৬৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথ যাত্রীদের 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম, সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আযীম, আল্‌হামদুলিল্লাহি রাব্বিল "আলামীন" তালকীন দেবে। তারা বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! জীবিত (সুস্থ) লোকদের ক্ষেত্রে এ দু'আ পাঠ করাটা কেমন হয়? তিনি বললেন ঃ চমৎকার বটে, চমৎকার বটে![২৫৭]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৬২৬), যঈফাহ্ (৪৩১৭), কিন্তু হাদীসের ভাষ্য ঃ (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) "তোমরা তোমাদের মৃত্যু পথযাত্রীকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তালকীন করাও।" এটি অন্যান্য একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। যেমন সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে গত হয়েছে।

٤- بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ إِذَا حُضِرَ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ রোগীর নিকট উপস্থিত হয়ে যা বলতে হয়

٢٧٣-١٤٧٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ **أَبِي عُثْمَانَ**، - وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ - عَنْ **أَبِيهِ**، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اقْرَءُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ " . يَعْنِي ﴿يس﴾ .

ضعيف : المشكاة ١٦٢٢, الإرواء ٦٨٨, الضعيفة٥٨٦١ .

২৭৩-১৪৭০। মা'কাল ইবনু ইয়াসার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথ যাত্রীর কাছে সূরাহ ইয়াসীন পাঠ করবে।[২৫৮]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৬২২), ইরওয়াহ (৬৮৮), যঈফাহ্ (৫৮৬১)।

---

[২৫৭] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের ইসহাককে দোষী বা নির্ভরযোগ্য বলতে কাউকে দেখেনি, এবং সানাদের কাসীর ইবনু যায়দ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন, আমি তাতে সমস্যা দেখি না। ইবনু মাঈন বলেছেন, সে কিছুই না। পুনরায় বলেছেন, তাতে সমস্যা নেই। আবার বলেছেন, সে মজবুত নয়। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে দুর্বল। আবার বলা হয়, সে সিকাহ। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

সানাদে ইসহাক ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর হল, ইবনু আবী তালিব। তার অবস্থা অজ্ঞাত। কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেননি। **–মিশকাত; তাহক্বীক্ব আলবানী**

[২৫৮] আবূ দাউদ (৩১২১), ইবনু আবী শায়বাহ (৪/৭৪ হিন্দের ছাপা), হাকিম (১/৫৬৫), বায়হাকী (৩/৩৮৩), তায়ালিসি (৯/৩১), আহমাদ (৫/২৫, ২৭), জিয়া মাকদেসী 'আত্তয়ালীহ' (ক্বাফ ১৩-১৪)। হাদীসের সানাদে তিনটি দোষ রয়েছে, (১) সানাদে আবু উসমানের জাহালাত (২) তার পিতার জাহালাত (৩) সানাদে ইযতিরাব। এ কারণেই ইবনু কাত্তান এটিকে ক্রুটিযুক্ত বলেছেন, যেমন 'আত-তালখীস' গ্রন্থে রয়েছে (১৫৩), এবং তিনি বলেছেন, আবূ বাকর ইবনুল আরাবী ইমাম দারাকুতনী সূত্রে নকল করেছেন যে, তিনি বলেছেন, এই হাদীসের সানাদ দুর্বল এবং মাতান মাজহুল। **–ইরওয়াউল গালীল**

Contents

٢٧٤-١٤٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبًا الْوَفَاةُ أَتَتْهُ أُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنْ لَقِيتَ فُلاَنًا فَاقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلاَمَ . قَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ يَا أُمَّ بِشْرٍ نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ . قَالَتْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ " . قَالَ بَلَى . قَالَتْ فَهُوَ ذَاكَ .

ضعيف : المشكاة ١٦٣١, لكن المرفوع منه صحيح يأتي إن شاء الله في الصحيح ٣٧-الزهد | باب – ٣٢) .

২৭৪-১৪৭১। কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ('আবদুর রহমান) বলেন ঃ যখন কা'ব (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় হলো, তখন বিশ্‌র বিনতু বারাআ ইবনু মা'রূর (রাঃ) তার নিকট এসে বললেন ঃ হে আবূ 'আবদুর রহমান! আপনি অমুকের সাক্ষাৎ পেলে তাকে আমার পক্ষ হতে সালাম জানাবেন। তিনি বললেন ঃ হে উম্মু বিশ্‌র! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, আমি এখন এর চেয়ে জরুরী কাজে ব্যস্ত আছি। উম্মু বিশ্‌র বললেন ঃ হে আবূ 'আবদুর রহমান! আপনি কি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেনি যে, মু'মিনদের রূহ সবুজ পাখির মধ্যে জান্নাতের বৃক্ষের সঙ্গে ঝুলে থাকে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, উম্মু বিশ্‌র বললেন ঃ এটাই হচ্ছে আসল কথা।[২৫৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৬৩১), কিন্তু তার থেকে সহীহ মারফু বর্ণনা রয়েছে। যা ইনশাআল্লাহ আসবে সহীহ ইবনু মাজাহ (৩৭ যুহদ/অনুঃ ৩২)।

٢٧٥-١٤٧٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَمُوتُ فَقُلْتُ اقْرَأْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّلاَمَ .

ضعيف : المشكاة ١٦٣٣ .

২৭৫-১৪৭২। মুহাম্মাদ ইবনু মুন্‌কাদির (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর কাছে তার মৃত্যুকালে উপস্থিত হয়ে বললাম ঃ আপনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমার সালাম পৌঁছে দিবেন।[২৬০]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৬৩৩)।

---

[২৫৯] তিরমিযী (১৬৪১), নাসায়ী (২০৭৩), আহমাদ (১৫৩৪৯, ১৫৩৬০, ১৫৩৬৫, ২৬৬২৫), মালিক (৫৬৬), বায়হাকী। সানাদটি মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আন্‌ আন্‌ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে। সে একজন মুদাল্লিস। তাছাড়া ইমাম আহমাদ এই ঘটনাটি এ বর্ণনার বিপরীতে সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন (৩/৪৫৫)-তে। **– মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

[২৬০] আহমাদ (১১২৬৩, ১৮৯৮৮)। এর সানাদ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু সানাদে আহমাদ ইবনু আযহার ব্যতীত। আহমাদ আল হাকিম বলেছেন, সে বয়োঃবৃদ্ধ ছিল, ফলে প্রায়ই তাকে তালক্বীন করানো হতো। ইবনু হিব্বান 'আস-সিকাত' গ্রন্থে বলেছেন, সে ভুল করত। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

٥- باب مَا جَاءَ فِي الْمُؤْمِنِ يُؤْجَرُ فِي النَّزْعِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ মু'মিন ব্যক্তিকে মৃত্যু যন্ত্রণার কারণে প্রতিদান দেয়া হয়

٢٧٦-١٤٧٣. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا حَمِيمٌ لَهَا يَخْنُقُهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ مَا بِهَا قَالَ لَهَا " لاَ تَبْتَئِسِي عَلَى حَمِيمِكِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ " .

ضعيف : الضعيفة ٤٧٧٢ .

২৭৬-১৪৭৩। 'আয়িশাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে এলেন। তখন তাঁর কাছে তার এক আত্মীয় মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। নাবী ﷺ তাঁকে চিন্তামগ্ন দেখে বললেন ঃ তোমার আত্মীয়ের জন্য তুমি নিরাশ হয়ো না। কেননা এজন্য তাকে (তাল) প্রতিদান দেয়া হবে।[২৬১]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৭৭২)।

٢٧٧-١٤٧٥. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا **نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ**، حَدَّثَنَا **مُوسَى بْنُ كَرْدَمٍ**، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَتَى تَنْقَطِعُ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ مِنَ النَّاسِ قَالَ " إِذَا عَايَنَ " .

ضعيف جدا : التعليق على ابن ماجة .

২৭৭-১৪৭৫। আবূ মূসা রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ বান্দার পরিচিতি মানুষের কাছ থেকে কখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়? তিনি বললেন ঃ সে যখন (মৃত্যুর মালাককে) প্রত্যক্ষ করে।[২৬২]

খুবই দুর্বল ঃ তালীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

---

[২৬১] বায়হাকী (১/৩০৪)।

[২৬২] বায়হাকী (৩/৩৯৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ্ব গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের নাসর ইবনু হাম্মাদকে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও অন্যরা মিথ্যাবাদী বলেছেন। আবুল ফাতহ্ আল আযাদী তাকে হাদীস জাল করণে সম্পৃক্ত করেছেন। ডঃ মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেছেন, সানাদের নাসর ইবনু হাম্মাদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন। মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ বলেছেন, সে হাদীস থেকে বহিস্কৃত। নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। ইয়াকুব ইবনু হাজ্জাজ বলেছেন, সে হাদীস থেকে বহিস্কৃত। নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। ইয়াকুব ইবনু শায়বাহ বলেছেন, সে কিছুই না। আবু যুর'আহ রাযী বলেছেন, তার হাদীস লিখা হতো না। ইবনে মাজাহতে তার এ হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস নেই। এছাড়া সানাদে মূসা ইবনু কারদাম কুফী সম্পর্কে আযদী বলেছেন, লাইসা বিজালিক। ইমাম যাহাবী বলেছেন, জাহাল। ইবনে মাজাহতে তার এই হাদীস ছাড়া আর অন্য কোন হাদীস নেই। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٨- باب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ মৃতের গোসল

٢٧٨-١٤٨٢. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ **ابْنِ جُرَيْجٍ**، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ " لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ " .

ضعيف جدا : الإرواء ٢٦٩, تخريج الأحاديث المختارة ٤٩١-٤٩٢, الثمر المستطاب, الصلاة .

২৭৮-১৪৮২। ‘আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাকে বললেন ঃ তুমি তোমার উরু খোলা রাখবে না এবং কোন জীবিত ও মৃতের উরুর দিকে দৃষ্টি দিবে না।[২৬৩]

খুবই দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (২৬৯), তাখরীজুল আসাদীসিল মুখতারাহ (৪৯১-৪৯২), আসসামারুল মুসতাত্বাব, আস্‌সলাত।

٢٧٩-١٤٨٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا **بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ**، عَنْ **مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ**، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُونَ".

موضوع : الضعيفة ٤٣٩٥ .

২৭৯-১৪৮৩। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমানাতের সাথে তোমাদের মৃতদের গোসল দিবে।[২৬৪]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (৪৩৯৫)।

٢٨٠-١٤٨٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا **عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ**، عَنْ **عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ**، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَأَى خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " .

ضعيف جدا : التعليق الرغيب ٤ | ١٧٠ .

---

[২৬৩] আবূ দাউদ (৩১৪০, ৪০১৫), আহমাদ (১২৫২), বায়হাকী (৩/৪০০)। এর সানাদে ইবনু জুরাইজ একজন মুদাল্লিস এবং সে আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে। - **ইরওয়াউল গালীল**

[২৬৪] হাকিম (১/৩৫৪)। আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে বাকিয়্যাহ একজন মুদাল্লিস এবং সে আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে, এবং সানাদের মুবাশশির ইবনু ‘উবাইদ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন, তার হাদীসসমূহ মিথ্যা, বানোয়াট। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, সে হাদীস বানাতো এবং মিথ্যা বলতো। –**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

২৮০-১৪৮৭। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক মৃতকে গোসল দেয়, কাফন পরায়, সুগন্ধি লাগায়, বহন করে নিয়ে যায়, জানাযার সলাত আদায় করে এবং তার যে সব গোপনীয় বিষয় সে দেখেছে, তা প্রকাশ না করে, সে লোক স্বীয় গুনাহ হতে এমন নিষ্পাপ হয়ে যায় যেন তার মা তাকে সদ্য প্রসব করেছে।[২৬৫]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৪/১৭০)।

١٠- باب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ নাবী ﷺ-এর গোসল প্রসঙ্গে

٢٨١-١٤٨٨. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الأَزْهَرِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا **أَبُو بُرْدَةَ**، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَمَّا أَخَذُوا فِي غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ الدَّاخِلِ لاَ تَنْزِعُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَمِيصَهُ .

منكر : التعليق على ابن ماجة .

২৮১-১৪৮৮। বুরাইদাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহাবীগণ যখন নাবী ﷺ-কে গোসল দিতে শুরু করেন, তখন ভিতর থেকে একজন আহ্বানকারী তাদের আহ্বান করে বলেন ঃ তোমরা রসূল ﷺ-এর দেহ থেকে জামা খুলবে না।[২৬৬]

মুনকার ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

٢٨٢-١٤٩٠. حَدَّثَنَا **عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ**، حَدَّثَنَا **الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدِ** بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِي بِئْرِ غَرْسٍ " .

ضعيف : الضعيفة ١٢٣٧ .

---

[২৬৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদটি দুর্বল। সানাদে 'আমর ইবনু খালিদ রয়েছে। ইমাম আহমাদ ও ইবনু মাঈন বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী। ডঃ মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেন, সানাদে 'আব্বাদ ইবনু কাসীর সাকাফী মাতরূক এবং 'আমর ইবনু খালিদ কুরাশী সেও মাতরূক। ওয়াক্বী তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৬৬] বায়হাকী (৪/২১)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে আবু বুরদাহ'র দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। তার নাম হল 'আমর ইবনু ইয়াযীদ তায়মী। আব হাকিমের বক্তব্য- হাদীসটি সহীহ এবং আবূ বুরদাহ হল,ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল্লাহ-এটা সংশয় মাত্র , যা আল্লামা মিযযী 'আল-আত্বরাফ' ও 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ডঃ মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেছেন, এর সানাদে 'আমর ইবনু ইয়াযীদ কূফীকে ইবনু হিব্বান সিকাহ বলেছেন। আর ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, তার হাদীসে কিছুই নেই। আবূ দাঊদ সিজিস্তানী বলেছেন, সে খুবই নিকৃষ্ট। আবু হাতিম রাযী বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়, হাদীস বর্ণনায় মুনকার, মুরজিয়া। উকাইলী বলেছেন, তার হাদীস অনুসরণ করা যায় না। ইবনে মাজাহতে তার এ হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস নেই। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

২৮২–১৪৯০। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন আমি মৃত্যুবরণ করব তখন তোমরা আমাকে গারস্ কূপ হতে সাত মশ্‌ক পানি দিয়ে গোসল করাবে।[২৬৭]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১২৩৭)।

١١– باب مَا جَاءَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ নাবী ﷺ-এর কাফন প্রসঙ্গে

٢٨٣–١٤٩٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ **يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ**، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ .

ضعيف

২৮৩–১৪৯৩। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনটি কাপড়ে কাফন পরানো হয়। তা হলো ঃ তাঁর মৃত্যুর সময়ে পরিহিত জামা এবং নাজরানের তৈরী দু'টি চাদর।[২৬৮]

দুর্বল।

١٢– باب مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَفَنِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ মুস্তাহাব কাফন

٢٨٤–١٤٩٥. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ **حَاتِمِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ**، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ " .

ضعيف : المشكاة ١٦٤١ .

---

[২৬৭] ইবনু নাজ্জার 'তারীখ' (১০/১২৯/১)। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এই সানাদটি দুর্বল। সানাদে 'আব্বাদ ইবনু ইয়াকুব সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে রাফিযী পন্থী দাঈ ছিল। এ সত্ত্বেও সে মাশহুরদের সূত্রে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করতো। অতএব তাকে বর্জন করা আবশ্যক। ইমাম যাহাবীও 'আব্বাদকে 'আয-যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বানের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তাকে দুর্বল বলেছেন। এছাড়াও সানাদে হুসাইন ইবনু যায়দকে ইমাম যাহাবী 'আয-যুআফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, তার হাদীসে এমন জিনিষ আছে যা চেনা যায় এবং মুনকার। **–যঈফাহ্**

[২৬৮] আবূ দাঊদ (৩১৫৩), আহমাদ (২৮৫৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই হাদীসটি দুর্বল। এর দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। কেননা সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

Contents

২৮৪–১৪৯৫। 'উবাদাহ ইবনু সামিত ﵁ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ উত্তম কাফন হচ্ছে হুল্লাহ।[২৬৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৬৪১)।

١٣- باب مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَيِّتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ মৃতকে কাফনে আবৃত করার পর দেখা

٢٨٥-١٤٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا **أَبُو شَيْبَةَ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ " لاَ تُدْرِجُوهُ فِي أَكْفَانِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ " . فَأَتَاهُ فَانْكَبَّ عَلَيْهِ وَبَكَى .

ضعيف : التعليق على ابن ماجة .

২৮৫–১৪৯৭। আনাস ইবনু মালিক ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাবী ﷺ-এর ছেলে ইব্‌রাহীম মারা যান, তখন নাবী ﷺ লোকদের বলেন ঃ আমি না দেখা পর্যন্ত তাকে কাফনে জড়াবে না। অতঃপর তিনি এসে তার উপর ঝুকে পড়েন এবং কেঁদে ফেলেন।[২৭০]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

١٥- باب مَا جَاءَ فِي شُهُودِ الْجَنَائِزِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ জানাযায় উপস্থিত হওয়া

٢٨٦-١٥٠٠. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ **أَبِي عُبَيْدَةَ**، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ.

ضعيف : أحكام الجنائز ص ١٢١ .

২৮৬–১৫০০। আবূ 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জানাযার অনুসরণ করে, সে যেন খাটের চারদিকে বহন করে। কেননা এরূপ করা সুন্নাত। এরপর ইচ্ছা করলে সে ধরতেও পারে, আবার ছেড়েও দিতে পারে।[২৭১]

দুর্বল ঃ আহকামুল জানায়িয (১২১ পৃষ্ঠা)।

---

[২৬৯] আবূ দাউদ (৩১৫৬)। সানাদে হাতিম ইবনু আবী নাসর অজ্ঞাত। যেমন 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে এসেছে। এর দুর্বলতা কঠোর হওয়ায় আবূ দাউদের বর্ণনা একে শক্তিশালী করবে না। **–মিশকাত; তাহক্বীক্ব আলবানী**

[২৭০] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদের আবূ শায়বাহ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে আনাস সূত্রে এমন হাদীস বর্ণনা করে যা তার হাদীসই নয়। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা হলাল নয়। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে আশ্চর্যজনক ব্যক্তি। আবূ হাতিম বলেছেন, সে হাদীসে দুর্বল। হাদীস বর্ণনায় মুনকার। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৭১] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, হাদীসটি মাওকুফ, মুনকাতি। কেননা সানাদে আবূ 'উবাইদাহ এটি তার পিতা হতে শুনেনি। আবূ হাতিম, আবূ যুর'আহ ও অন্যান্যর তা-ই বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٢٨٧-١٥٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ **لَيْثٍ**، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَأَى جِنَازَةً يُسْرِعُونَ بِهَا قَالَ "لِتَكُنْ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ".

منكر : مخالف للحديث المتقدم في الصحيح برقم ١٤٩٩

২৮৭-১৫০১। আবূ মূসা রাঃ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একবার তিনি একটি জানাযা দ্রুত নিয়ে যেতে দেখে বললেন ঃ তোমাদের উচিত ধীর-গতিতে চলা।[২৭২]

মুনকার ঃ এটি সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে (১৪৯৯) নং এ বর্ণিত হাদীসের বিপরীত।

٢٨٨-١٥٠٢. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا **بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ**، عَنْ أَبِي **بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ**، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا رُكْبَانًا عَلَى دَوَابِّهِمْ فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ " أَلاَ تَسْتَحْيُونَ أَنَّ مَلاَئِكَةَ اللَّهِ يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ رُكْبَانٌ " .

ضعيف : أحكام الجنائز ص ٧٥ | الملحق , المشكاة ١٦٧٢ .

২৮৮-১৫০২। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুক্ত দাস সাওবান রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ এক জানাযায় লোকদেরকে বাহনে করে যেতে দেখে বললেন ঃ তোমাদের কি লজ্জা নেই, আল্লাহর মালায়িকাহ পায়ে হেঁটে চলছেন অথচ তোমরা বাহনে করে যাচ্ছ।[২৭৩]

দুর্বল ঃ আহকামুল জানায়িয (৭৫ পৃষ্ঠা), মিশকাত (১৬৭২)।

١٦ - باب مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ জানাযার সামনের দিকে চলা

٢٨٩-١٥٠٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ **أَبِي مَاجِدَةَ الْحَنَفِيِّ**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا " .

ضعيف : المشكاة ١٦٦٩

---

[২৭২] আহমাদ (১৯১৯৬), হাকিম (১/৩৬২)। এর সানাদে লাইস ইবনু আবী সুলাইম দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৭৩] তিরমিযী (১০১২), আবূ দাউদ (৩১১৭)। এর সানাদে বাক্বিয়্যাহ ইবনু ওয়ালীদ সত্যবাদী, কিন্তু দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে তার অনেক তাদলীস বর্ণনা রয়েছে। সানাদে আরো রয়েছে বাকর ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মারইয়াম গাস্সানী। তাকে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমাদ একবার বলেছেন, দুর্বল, আরেকবার বলেছেন, সে কিছুই না। আবু হাতিম রাযী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। সে সংমিশ্রণ করতো। আবূ যুর'আহ বলেন, সে দুর্বল, হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আল্লামা জাওয়াজানী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী নয়। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

সানাদে আবূ বাকর ইবনু আবী মারইয়াম দুর্বল। **–মিশকাত; তাহক্বীক্ব আলবানী**

Contents

২৮৯–১৫০৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জানাযার পিছনে যেতে হয় আগে নয়। যে লোক জানাযার আগে যায়, সে জানাযায় অংশগ্রহণ করেনি বলে ধর্তব্য হবে।[২৭৪]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৬৬৯)।

١٧- باب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّسَلُّبِ، مَعَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ খালী গায়ে লাশের সঙ্গে যাওয়া নিষেধ

٦٩٠-١٥٠٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا **عَلِيُّ بْنُ الْحَزَوَّرِ**، عَنْ **نُفَيْعٍ**، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، وَأَبِي، بَرْزَةَ قَالاَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى قَوْمًا قَدْ طَرَحُوا أَرْدِيَتَهُمْ يَمْشُونَ فِي قُمُصٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَبِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُونَ - أَوْ بِصُنْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُونَ - لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونَ فِي غَيْرِ صُوَرِكُمْ " . قَالَ فَأَخَذُوا أَرْدِيَتَهُمْ وَلَمْ يَعُودُوا لِذَلِكَ.

موضوع : المشكاة ١٧٥٠

২৯০–১৫০৭। আহমাদ ইবনু 'আবদাহ (রহ.), 'ইমরান ইবনু হুসায়ন ও আবূ বারযাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তারা বলেন ঃ আমরা একবার রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক জানাযার জন্য বের হলাম। তিনি একদল লোককে পরিধেয় সাধানণ পোশাক বাদ দিয়ে বিশেষ জামা পরিধান করে চলতে দেখেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি জাহিলী যুগের রীতি গ্রহণ করছ? অথবা জাহিলী যুগের ন্যায় আচরণ করছ? আমার ইচ্ছা হয় তোমাদের চেহারা বিকৃতির জন্য বদ্দু'আ করি। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তখন তারা তাদের স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করে এবং কখনোই ঐরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করেনি।[২৭৫]

---

[২৭৪] তিরমিযী, আবূ দাউদ (৩১৮৪)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, বর্ণনাকারী আবূ মাজিদাহ একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। **–মিশকাত; তাহক্বীক্ব আলবানী**

আল্লামা আবুল হাসান সিন্দি বলেছেন, ইমাম তিরমিযী সানাদের **আবূ** মাজিদাহ'র অবস্থার কারণে এই হাদীসকে **দুর্বল** বলেছেন..। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (বুখারী)-কে বলতে শুনেছি, তিনি এই আবূ মাজিদাহকে দুর্বল বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৭৫] এর সানাদ খুবই নিকৃষ্ট। কারণ, সানাদে 'আলী ইবনুল হাযাওয়ার রয়েছে। নুফাই' সূত্রে সে হল, ইবনুল হারীস আবূ দাউদ আল-আ'মা। সে মিথ্যাবাদী, হাদীস জাল করণে সন্দেহভাজন। আর প্রথম জন মাতরুক। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে নুফাই' ইবনুল হারীস আবূ দাউদ আ'মা রয়েছে। সকলেই তাকে বর্জন করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও অন্যরা তাকে হাদীস জাল করণের দোষে দোষী করেছেন। আর সানাদে 'আলী ইবনুল হাযাওয়ার সেও অনুরূপভাবে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস, তার কাছে আপত্তিকর বিষয় আছে। তিনি আরেকবার বলেছেন, তার ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে। ডঃ মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেছেন, সানাদের 'আলী ইবনুল হাযাওয়ারকে ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম মুনকারুল হাদীস বলেছেন। ইমাম

Contents

বানোয়াট ঃ মিশকাত (১৭৫০)।

١٨- باب مَا جَاءَ فِي الْجَنَازَةِ لاَ تُؤَخَّرُ إِذَا حَضَرَتْ وَلاَ تُتْبَعُ بِنَارٍ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ জানাযা উপস্থিত হলে বিলম্ব না করা ও আগুন নিয়ে তার অনুসরণ না করা

٢٩١-١٥٠٨. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي **سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ**، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ تُؤَخِّرُوا الْجَنَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ " .

ضعيف : المشكاة ٦٠٥.

২৯১-১৫০৮। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জানাযা উপস্থিত হলে তোমরা আর বিলম্ব করবে না।[২৭৬]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৬০৫)।

١٩- باب مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ যে ব্যক্তির জানাযা একদল মুসলিম আদায় করে

٢٩٢-١٥١٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ**، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ الشَّامِيِّ، - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَتَقَالَّ مَنْ تَبِعَهَا جَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ صُفُوفٍ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَا صَفَّ صُفُوفٌ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَيِّتٍ إِلاَّ أَوْجَبَ ".

ضعيف : أحكام الجنائز ١٠٠

নাসায়ী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। জাওযাজানী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনা থেকে বহিস্কৃত। ইয়াকুব ইবনু সুফিয়ান বলেছেন, চেনার উদ্দেশ্য ছাড়া তার হাদীস লিখা ও উল্লেখ করা যাবে না।। এছাড়া সানাদের নুফাই' ইবনুল হারীসকে কাতাদাহ মিথ্যাবাদী বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার ব্যাপার মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন। আবু হাতিম রাযী বলেছেন, মুনকারুল হাদীস, হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। ইমাম আহমাদ বলেছেন, সে বলতো, আমি 'উবাদাহ হতে শুনেছি, অথচ সে তার থেকে কিছুই শুনেছি। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৭৬] তিরমিযী (১৭১), আহমাদ (৮৩০), বায়হাকী (৪/৪০)। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। এর সানাদে সাঈদ ইবনু 'আব্দুল্লাহ আল জুহানী রয়েছে। তাকে ইবনু হিব্বান ও আজলী নির্ভরযোগ্য বলেছেন, আর আবূ হাতিম বলেছেন, সে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, মাকবূল। অর্থাৎ মুতাবি'আতের ক্ষেত্রে। কিন্তু এর মুতাবি'আত নেই। তবে হাদীসটির অর্থ সহীহ। **-মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

Contents

২৯২-১৫১২। মালিক ইবনু হুবাইরাহ শামী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন জানাযা তার নিকট নিয়ে আসা হত এবং লোকজন কম হত, তখন তাদেরকে তিনি তিন কাতারে বিভক্ত করতেন। অতঃপর জানাযার সলাত আদায় করতেন। তিনি আরো বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে মৃতের জানাযায় তিন কাতার মুসলিম অংশগ্রহণ করেছে, সেতো (জান্নাত) অপরিহার্য করে নিয়েছে।[২৭৭]

দুর্বল ঃ আহকামুল জানায়িয (১০০)।

٢٢- باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ জানাযায় ক্বিরাআত পড়া

٢٩٣-١٥١٨. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنِي **شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ**، حَدَّثَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ الأَنْصَارِيَّةُ، قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

ضعيف

২৯৩-১৫১৮। উম্মু শারীক আনসারী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জানাযায় সূরাহ ফাতিহা পাঠ করতে আদেশ করেছেন।[২৭৮]

দুর্বল।

٢٣- باب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ জানাযার সলাতে দু'আ প্রসঙ্গে

٢٩٤-١٥٢٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ **حَجَّاجٍ**، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ أَبُو بَكْرٍ وَلاَ عُمَرُ فِي شَىْءٍ مَا أَبَاحُوا فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ . يَعْنِي لَمْ يُوَقِّتْ .

ضعيف

২৯৪-১৫২৩। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বাক্র এবং 'উমার ﷺ আমাদের জন্য জানাযার সলাতের ক্ষেত্রে যে বৈধতা (সুযোগ) রেখেছেন, তা অন্য কোন সলাতে রাখেননি; অর্থাৎ সময় নির্ধারণ করেননি।[২৭৯]

দুর্বল।

---

২৭৭ তিরমিযী (১০২৮), আবূ দাঊদ (৩১৬৬), আহমাদ (১৬২৮৩)। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল একজন মুদাল্লিস এবং সে এটিকে আব্ আব্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে।

২৭৮ আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের শাহর ইবনু হাওশাবকে আহমাদ, ইবনু মাঈন ও অন্যরা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আর ইবনু আওফ তাকে বর্জন করেছেন। ইমাম বায়হাকী তাকে দুর্বল বলেছেন এবং ইমাম নাসায়ী, হাম্মাদ ও অন্যরা তাকে শিথিল বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

২৭৯ আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদে হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত এর তাদলীস খুব বেশি। সে এদিক দিয়ে খুব প্রসিদ্ধ। আর সে এটিকে আব্ আব্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٢٤– باب مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ জানাযার সলাতে চার তাকবীর

٢٩٥-١٥٢٤. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا **خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ**، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، . أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا .

ضعيف

২৯৫–১৫২৪। 'উসমান ইবনু আফফান (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ 'উসমান ইবনু মায'উন (রাঃ)-এর জানাযার সলাত চার তাকবীরে আদায় করেছেন।[২৮০]

দুর্বল।

٢٦– باب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الطِّفْلِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ শিশুর জানাযা

٢٩٦-١٥٣١. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **الْبَخْتَرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ " .

ضعيف جدا : الإرواء ٧٢٥.

২৯৬–১৫৩১। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের শিশুদের জানাযার সলাত আদায় কর। কেননা তারা তোমাদের অগ্রগামী (সম্বল)।[২৮১]

খুবই দুর্বল ঃ ইরওয়াহ (৭২৫)।

٢٧– باب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذِكْرِ وَفَاتِهِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছেলের জানাযা ও তার মৃত্যুর বর্ণনা

٢٩٧-١٥٣٤. حَدَّثَنَا **عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ**، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا **هِشَامُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ**، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ الْقَاسِمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ

---

[২৮০] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদে খালিদ ইবনু ইলয়াস দুর্বল, এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৮১] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (ক্বাফ ৯৪/১) বলেছেন, এই সানাদটি দুর্বল। সানাদে বাখতারী ইবনু 'উবাইদকে ইমাম আবূ হাতিম, ইবনু আদী, দারাকুতনী ও ইবনু হিব্বান দুর্বল বলেছেন। আযদী বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী। তার সম্পর্কে আব নু'আইম আসবাহানী ও হাকিম নুক্কাশ বলেছেন, সে তার পিতা সূত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে দুর্বল, মাতরুক, তার পিতা অজ্ঞাত, এবং 'আত-তালখীস' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। **–ইরওয়াউল গালীল**

خَدِيجَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَرَّتْ لُبَيْنَةُ الْقَاسِمِ فَلَوْ كَانَ اللَّهُ أَبْقَاهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رَضَاعَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ تَمَامَ رَضَاعِهِ فِي الْجَنَّةِ " . قَالَتْ لَوْ أَعْلَمُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهَوَّنَ عَلَيَّ أَمْرَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَى فَأَسْمَعَكِ صَوْتَهُ " . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلْ أُصَدِّقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

ضعيف جدا : التعليق على ابن ماجة.

২৯৭-১৫৩৪। হুসায়ন ইবনু 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র কাসিম মৃত্যুবরণ করেন, তখন খাদীজাহ ﷺ বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! কাসিমের জন্য যথেষ্ট দুধ রয়েছে, আল্লাহ যদি তাকে দুধপানের সময়সমীমা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তার দুধপানের সময়সীমা জান্নাতে পূর্ণ করা হবে। খাদীজাহ ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তার ব্যাপারে আমি যদি অবহিত হতে পারতাম তবে শান্তি পেতাম। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি চাইলে আমি মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করতে পারি। ফলশ্রুতিতে তার শব্দও তোমাকে শোনানো হবে। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! বরং আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূরে কথা বিশ্বাস করি।[২৮২]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

٢٨- باب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَدَفْنِهِمْ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ শহীদদের জানাযার সলাত ও দাফন

٢٩٨-١٥٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا **عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ**، عَنْ **عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ**، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ بِدِمَائِهِمْ .

ضعيف : المشكاة ١٦٤٣, الإرواء ٧٠٩ .

২৯৮-১৫৩৭। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের শহীদদের লোহার পোষাক খুলে ফেলার এবং তাদেরকে রক্তাক্ত কাপড়ে দাফন করার নির্দেশ প্রদান করেন।[২৮৩]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৬৪৩), ইরওয়াহ (৭০৯)।

---

[২৮২] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদের হিশাম ইবনু ওয়ালীদকে নির্ভরযোগ্য বা দোষী সাব্যস্ত করতে কাউকে দেখিনি। আল্লামা আবুল হাসান সিন্দি বলেছেন, আমি বলি, বরং 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে এসেছে, সে পরিত্যাক্ত (মাতরুক)। আর সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'ইমরানকে আবূ হাতিম বলেছেন, সালিহ। ইবনু হিব্বান তাকে 'আস-সিকাত' এ উল্লেখ করেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৮৩] আবূ দাউদ (৩১৩৪), বায়হাকী (৮/২১৮), আহমাদ (২২১৮)। প্রত্যেকেই আলী ইবনু 'আসিম সানাদে 'আত্বা ইবনু সায়িব হতে ...। এর সানাদটি দুর্বল হওয়ার কারণ হল, সানাদে 'আত্বা ইবনু সায়িব সংমিশ্রণ করত। আর সানাদে 'আলী ইবনু 'আসিম সত্যবাদী, কিন্তু তিনি ভুল করতেন। যেমন হাফিয বলেছেন। **–ইরওয়াউল গালীল**

٣٠- باب مَا جَاءَ فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي لاَ يُصَلَّى فِيهَا عَلَى الْمَيِّتِ وَلاَ يُدْفَنُ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ যে সময়ে মৃতের জানাযা ও দাফন করা যায় না

٢٩٩-١٥٤٤. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا **الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ**، عَنِ **ابْنِ لَهِيعَةَ**، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ " .

ضعيف : الضعيفة ٣٩٧٤, وهو مخالف لحديث اخر في الصحيح.

২৯৯-১৫৪৪। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃতের জানাযার সলাত আদায় করো রাতে হোক বা দিনে।[২৮৪]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩৯৭৪), এটি অন্য একটি হাদীসের বিপরীত যা রয়েছে সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে।

٣٠٠-١٥٤٦. حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ **مُجَالِدٍ**، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ مَاتَ رَأْسُ الْمُنَافِقِينَ بِالْمَدِينَةِ وَأَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنْ يُكَفِّنَهُ فِي قَمِيصِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَفَّنَهُ فِي قَمِيصِهِ وَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾.

منكر : بزيادة الوصية : التعليق على ابن ماجة, أحكام الجنائز ١٦٠ .

৩০০-১৫৪৬। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনাফিক সর্দার মাদীনায় মৃত্যুবরণ করে। সে অসিয়ত করে যায়, তার জানাযা যেন নাবী ﷺ পড়ান এবং তাঁর জামা দিয়ে যেন তার কাফন দেয়া হয়। তাই তিনি ﷺ তার জানাযার সলাত আদায় করেন, তাঁর জামা দিয়ে তার কাফন দেন এবং তার ক্ববরের পাশে দাঁড়ান। তখন আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ "তাদের কেউ মারা গেলে তার জানাযার সলাত কস্মিনকালেও আদায় করবেন না এবং তার ক্ববরের পাশেও দাঁড়াবেন না।"[২৮৫]

মুনকার ঃ ওয়াসিয়াত অতিরিক্ত যোগে ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ, আহকামুল জানায়িয (১৬০)।

٣٠١-١٥٤٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا **الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ**، حَدَّثَنَا **عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ**، عَنْ **أَبِي سَعِيدٍ**، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " صَلُّوا عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ " .

ضعيف : الإرواء ٢|٣٠٩ .

---

[২৮৪] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদে ইবনু লাহী'আহ হ দুর্বল এবং ওয়ালীদ মুদাল্লিস। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৮৫] সানাদের মুজালিদ দুর্বল।

Contents

৩০১-১৫৪৭। ওয়াসিলা বিন আস্‌কা ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মৃতের জানাযার সলাত আদায় কর এবং প্রত্যেক আমীরের নেতৃত্বে জিহাদ কর।[২৮৬]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২/৩০৯)।

٣٦- باب مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ কবরস্থানে প্রবেশকালে যা বলতে হয়

٣٠٢-١٥٦٨. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا **شَرِيكُ** بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَقَدْتُهُ - تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَإِنَّا بِكُمْ لاَحِقُونَ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ " .

ضعيف : الإرواء ٣ | ٢٣٧, الروض النضير ٧٧٥, وهو صحيح دون (اللهم لا..) ولذلك أوردته في الصحيح أيضا .

৩০২-১৫৬৮। ‘আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী ﷺ-কে আমি পাচ্ছিলাম না। তখন তিনি বাক্বী ক্ববরস্থানে ছিলেন। সেখানে তিনি বলছিলেন ঃ

" السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَإِنَّا بِكُمْ لاَحِقُونَ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ "

“হে ক্ববরের মু'মিন অধিবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা আমাদের জন্য অগ্রগামী আর আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবো। হে আল্লাহ! তাদের পুরস্কার হতে আমাদের বঞ্চিত করো না এবং তাদের পরে আমাদের বিপদে ফেল না।”[২৮৭]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৩/২৩৭), রাওযুন নাযীর (৭৭৫), তবে (اللهم لا..) বাক্যটি বাদে সহীহ। এ জন্যই আমি একে বর্ণনা করেছি সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে।

---

[২৮৬] দারাকুতনী (১৮৫)। ইমাম দারাকুতনী সানাদের আবূ সাঈদকে অজ্ঞাত বলেছেন। বাহ্যিকভাবে সে হল, মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ মাসলুব শামী ..। সে মিথ্যুক, হাদীস জালকারী। এছাড়াও সানাদে দুটি দোষ আছে। তা হল, (১) সানাদে ‘উতবাহ ইবনু ইয়াকযান রয়েছে। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে অনির্ভরযোগ্য। (২) সানাদে হারিস ইবনু নাহবান। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে হাদীস বর্ননায় মুনকার। **–ইরওয়াউল গালীল**

আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদে উতবাহ ইবনু ইয়াকযান দুর্বল, হারিস ইবনু নাহবান সকলের ঐকমত্যে দুর্বল এবং আবূ সাঈদ মাসলূব মিথ্যাবাদী। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৮৭] তায়ালিসি (১৪২৯), আহমাদ (৬/৭৬, ৭১, ১১১), ইবনুস সুন্নী। এর সানাদে শারীক এর স্মরণশক্তি মন্দ এবং সে এই সানাদে ইযতিরাব (উলটপালট) করেছে। যেমন আমি তা বর্ণনা করেছি **‘তা'লীকাতুল জিয়াদ ‘আলা যাদুল মা'আদ’** গ্রন্থে। **–ইরওয়াউল গালীল**

Contents

٣٨- باب مَا جَاءَ فِي إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ মৃতকে ক্ববরে রাখা প্রসঙ্গে

٣٠٣-١٥٧٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا **مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ**، أَخْبَرَنِي **مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ** بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ سَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَعْدًا وَرَشَّ عَلَى قَبْرِهِ مَاءً .

ضعيف جدا : المشكاة ١٧١٩ .

৩০৩-১৫৭৩। আবূ রাফি‘ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সা‘দ ﷺ-কে ক্ববরে রেখে তাঁর ক্ববরে পানি ছিটিয়ে দেন।[২৮৮]

খুবই দুর্বল ঃ মিশকাত (১৭১৯)।

٣٠٤-١٥٧٤. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ **عَطِيَّةَ**، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَاسْتُقْبِلَ اسْتِقْبَالاً وَاسْتُلَّ اسْتِلاَلاً .

منكر : أحكام الجنائز ١٥٠ .

৩০৪-১৫৭৪। আবূ সা‘ঈদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ক্বিবলার দিক হতে ক্ববরে রাখা হয় এবং তাঁর চেহারা মুবারাক ক্বিবলাহমুখী রাখা হয় এবং তাঁর ক্ববরে পানি ছিটিয়ে দেয়া হয়।[২৮৯]

মুনকার ঃ আহকামুল জানায়িয।

٣٠٥-١٥٧٥. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَلْبِيُّ**، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الأَوْدِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ حَضَرْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ فَلَمَّا وَضَعَهَا فِي اللَّحْدِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ . فَلَمَّا أُخِذَ فِي تَسْوِيَةِ اللَّبِنِ عَلَى اللَّحْدِ قَالَ اللَّهُمَّ أَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ جَافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا وَصَعِّدْ رُوحَهَا وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا . قُلْتُ يَا ابْنَ عُمَرَ أَشَىْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ قَالَ إِنِّي إِذًا لَقَادِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بَلْ شَىْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

ضعيف : وفي الصحيح طرف من أوله .

---

[২৮৮] এর সানাদে মিনদাল ইবনু ‘আলী দুর্বল এবং মুহাম্মাদ ইবনু ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু রাফি‘ মাতরূক। **-মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদে মিনদাল ইবনু ‘আলী দুর্বল এবং সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু ‘উবাইদুল্লাহ সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৮৯] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদে আত্বিয়্যাহ আল-আওফীকে ইমাম আহমাদ দুর্বল বলেছেন। -তাখরীজ **ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৩০৫-১৫৭৫। সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার ﷺ-এর সঙ্গে একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি ক্ববরে লাশ রাখার সময় বললেন ঃ بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ। আর ক্ববরের উপর মাটি সমান করে দেয়ার সময় তিনি বললেন ঃ اللَّهُمَّ أَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ جَافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا وَصَعِّدْ رُوحَهَا وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا। আমি বললাম ঃ হে ইবনু 'উমার! আপনি কি এ কথা রসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছেন, নাকি আপনার নিজের থেকেই এরূপ বলছেন? তিনি বললেন ঃ আমি এরূপ বলার সামর্থ্য রাখি? বরং আমি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকেই এ কথা শুনেছি।[২৯০]

দুর্বল ঃ আর সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে এর প্রথম দিক হতে বর্ণিত আছে।

٤١- باب مَا جَاءَ فِي حَفْرِ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ ক্ববর খনন করা

٣٠٦-١٥٨١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا **مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ**، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ **الأَدْرَعِ السُّلَمِيِّ**، قَالَ جِئْتُ لَيْلَةً أَحْرُسُ النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا رَجُلٌ قِرَاءَتُهُ عَالِيَةٌ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مُرَاءٍ . قَالَ فَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ فَفَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ فَحَمَلُوا نَعْشَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " ارْفُقُوا بِهِ رَفَقَ اللَّهُ بِهِ إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " . قَالَ وَحَفَرَ حُفْرَتَهُ فَقَالَ " أَوْسِعُوا لَهُ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ " . فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ حَزِنْتَ عَلَيْهِ . فَقَالَ " أَجَلْ إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " .

ضعيف .

৩০৬-১৫৮১। আদরা' সুলামী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে নাবী ﷺ-কে পাহারা দেয়ার উদ্দেশে এলাম। সে সময় একলোক উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করছিল। অতঃপর নাবী ﷺ বের হলেন। আমি তখন বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! এ একজন লোক দেখানো 'আমালকারী। বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর লোকটি মাদীনায় মারা গেল, মানুষেরা তার কাফন পরানোর কাজ শেষ করলো। তারা তার লাশ বহন করে নিয়ে গেল। নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা তার প্রতি দয়াপ্রবণ হও, আল্লাহও তার প্রতি দয়া দেখাবেন। কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসত। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তার ক্ববর খনন করা হল। নাবী ﷺ বললেন ঃ তার ক্ববরকে আরো প্রশস্ত কর।

---

[২৯০] তিরমিযী (১০৪৬), আবূ দাউদ (৩২১৩), আহমাদ (৪৭৯৭, ৪৯৭০)। বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদে হাম্মাদ ইবনু 'আব্দুর রহমান সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

আল্লাহও তার প্রতি সদয় হবেন। সাহাবীদের কেউ কেউ বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনি তার ব্যাপারে চিন্তিত! তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে তালবাসত।[২৯১]

দুর্বল।

٤٧- باب مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ ক্ববর যিয়ারাত

٣٠٧-١٥٩٣. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا **ابْنُ جُرَيْجٍ**، عَنْ **أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ**، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ " .

ضعيف : المشكاة ١٧٦٩, التعليق الرغيب ٤|١٨٠, أحكام الجنائز ١٨٠, وقد صح في أحاديث أخر دون جملة التزهيد, انظر الصحيح برقم :٤٨-باب

৩০৭-১৫৯৩। ইবনু মাস'উদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে ক্ববর যিয়ারাত করতে বারণ করেছিলাম। তবে এখন তোমরা ক্ববর যিয়ারাত করতে পার। কেননা তা দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করায় এবং আখিরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।[২৯২]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৭৬৯), তা'লীকুর রাগীব (৪/১৮০), আহকামুল জানায়িয (১৮০), তবে التزهيد বাক্য বাদে একাধিক হাদীসে তা সহীহভাবে বর্ণিত আছে। দেখুন সহীহ ইবনু মাজাহ (৪৮ অনুচ্ছেদ)।

٥٠- باب مَا جَاءَ فِي اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ মহিলাদের জন্য জানাযা অনুসরণ করা

٣٠٨-١٦٠٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِد، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ **إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلْمَانَ**، عَنْ **دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ**، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ فَقَالَ " مَا يُجْلِسُكُنَّ " . قُلْنَ نَنْتَظِرُ الْجَنَازَةَ . قَالَ " هَلْ تَغْسِلْنَ " . قُلْنَ لاَ . قَالَ " هَلْ تَحْمِلْنَ " . قُلْنَ لاَ . قَالَ " هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي " . قُلْنَ لاَ . قَالَ " فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ " .

ضعيف : الضعيفة ٢٧٤٢ .

---

[২৯১] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের আদরা' আস-সুলামী এই হাদীস ছাড়া ছয়টি **হাদীস** গ্রন্থে আর নেই। এছাড়া সানাদে মূসা ইবনু 'উবাইদাহ সম্পর্কে বলা হয়, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার অথবা দুর্বল। **আবার** বলা হয়, নির্ভরযোগ্য, দলিল যোগ্য নয়। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৯২] আহমাদ (৪৩০৭)। এর সানাদ দুর্বল। আল্লামা বুসয়রী একে হাসান বলেছেন। কিন্তু সানাদে ইবনু **জুরাইজ** এর আন্ আন্ শব্দযোগে বর্ণনা এসেছে, (সে একজন মুদাল্লিস)। **–মিশকাত; তাহক্বীক্ব আলবানী**

এছাড়া সানাদে আইয়ূব ইবনু হানী রয়েছে। ইবনু মাঈন বলেছেন, সে দুর্বল। ইবনু হাতিম বলেছেন, সালিহ। **আর** ইবনু হিব্বান তাকে 'আস-সিকাত' এ উল্লেখ করেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৩০৮–১৬০০। 'আলী ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে এলেন। সে সময় মহিলারা বসা ছিল। ফলে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জন্য বসে আছ? তারা বলল ঃ আমরা জানাযার অপেক্ষা করছি। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি (লাশ) গোসল দিবে? তারা বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জানাযা বহন করবে? তারা বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি মৃতকে ক্ববরে রাখতে অংশগ্রহণ করবে? তারা বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ অতএব তোমরা ফিরে যাও, কেননা তোমাদের জন্য তা পুণ্য ছাড়া কেবল পাপই বৃদ্ধি করবে।[২৯৩]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৭৪২)।

٥٣– باب مَا جَاءَ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা

٣٠٩–١٦٠٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " دَعْهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ " .

ضعيف : الضعيفة ٢٧٤٢ .

৩০৯–১৬০৯। আবূ হুরাইরাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ একটি জানাযায় ছিলেন। 'উমার ﵁ জনৈক মহিলাকে (কান্নাকাটি) করতে দেখে ধমক দিলে নাবী ﷺ বললেন ঃ হে 'উমার! তাকে কাঁদতে দাও। কেননা চোখ অশ্রু ঝরায়, আত্মা বেদনা বিধুর এবং প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী।[২৯৪]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৭৪২)।

٣١٠–١٦١٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ**، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهَا قُتِلَ أَخُوكِ . فَقَالَتْ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . قَالُوا قُتِلَ زَوْجُكِ . قَالَتْ وَاحُزْنَاهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَرْأَةِ لَشُعْبَةً مَا هِيَ لِشَىْءٍ " .

ضعيف : الضعيفة ٣٢٣٣ .

---

[২৯৩] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের দীনার আবূ 'উমার। যদিও ওয়াকী তাকে সিকাহ্ বলেছেন এবং ইবনু হিব্বান 'আস-সিকাত' এ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আবূ হাতিম বলেছেন, সে মাশহূর নয়। আযদী বলেছেন, সে মাতরুক। খালীলী 'আল-ইরশাদ' গ্রন্থে বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী। এছাড়া সানাদের ইসমাঈল ইবনু সুলাইমান সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেছেন, সালিহ। কিন্তু ইবনু হিব্বান তাকে 'আস-সিকাত' এ উল্লেখ করে বলেছেন, সে ভুল করত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৯৪] হাকিম (১/৩৪৮)।

৩১০-১৬১৩। হামনাহ বিন্‌তু জাহাশ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তাকে বলা হলো যে, তার ভাইকে হত্যা (শহীদ) করা হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন"। তারা বললেন ঃ তোমার স্বামীকে হত্যা (শহীদ) করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ হায়, আমরা তার জন্য চিন্তিত। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয় স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের এমন ভালবাসা রয়েছে, যা অন্য কিছুতে নেই।[২৯৫]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩২৩৩)।

٣١١-١٦١٥. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ **إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ**، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرَاثِي .

ضعيف : (الضعيفة) (٤٧٢٤)

৩১১-১৬১৫। ইবনু আবী আওফা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আর্তনাদ করতে নিষেধ করেছেন।[২৯৬]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৭২৪)।

٥٥- باب مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ

٣١٢-١٦٢٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ **هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ**، عَنْ **أُمِّهِ**، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَذَكَرَ مُصِيبَتَهُ فَأَحْدَثَ اسْتِرْجَاعًا - وَإِنْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا - كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَهُ يَوْمَ أُصِيبَ " .

ضعيف جدا : ضعيفة ٤٥٥١ .

৩১২-১৬২৩। হুসায়ন বিন 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির উপর বিপদ আসার পর সে যদি তা স্মরণ করে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন" পাঠ করে তাহলে আল্লাহ তাকে বিপদের দিন হতে আরম্ভ করে বিপদ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত সাওয়াব দিয়ে থাকেন।[২৯৭]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৫৫১)।

---

[২৯৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার উমরী দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৯৬] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে হাজারী খুবই দুর্বল। সকলেই তাকে দুর্বল বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[২৯৭] আহমাদ (১৭৩৬)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে দুর্বলতা আছে। সানাদে হিশাম ইবনু যিয়াদ দুর্বল। তাছাড়া সে কি তার পিতার সূত্রে না মায়ের সূত্রে বর্ণনা করেছে এ নিয়ে তার শায়খ মতভেদ করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্যের সূত্রে বানোয়াট হাদীসসমূহ বর্ণনা করে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

٥٦- باب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দানের পুরস্কার

٣١٣-١٦٢٥. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا **عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ**، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ " .

ضعيف : الإرواء ٧٦٥, المشكاة ١٧٣٧, أحكام الجنائز ١٦٣ .

৩১৩–১৬২৫। 'আবদুল্লাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক কোন বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দেয়, তার জন্য রয়েছে অনুরূপ সাওয়াব।[২৯৮]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৭৬৫), মিশকাত (১৭৩৭), আহকামুল জানায়িয (১৬৩)।

٥٧- باب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أُصِيبَ بِوَلَدِهِ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ সন্তানের মৃত্যুতে সাওয়াব লাভ

٣١٤-١٦٢٩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ **أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ** عَنْ **أَبِي عُبَيْدَةَ**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ قَدَّمَ ثَلاَثَةً مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ " . فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ . قَالَ " وَاثْنَيْنِ " . فَقَالَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ أَبُو الْمُنْذِرِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ قَدَّمْتُ وَاحِدًا . قَالَ " وَوَاحِدًا " .

ضعيف : المشكاة ١٧٥٥، التعليق الرغيب ٣ | ٦٣ .

৩১৪–১৬২৯। 'আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিনটি নাবালক সন্তান অগ্রিম পাঠাবে (মারা যাবে) তারা তার জন্য জাহান্নামের মজবুত ঢাল স্বরূপ হবে। আবূ যার রাঃ বললেন ঃ আমি দু'টি সন্তান অগ্রিম পাঠিয়েছি। নাবী ﷺ বললেন ঃ দু'টি হলেও হবে। ক্বারীদের সর্দার উবাই ইবনু কা'ব রাঃ বললেন, আমি একটি সন্তান অগ্রিম পাঠিয়েছি। তিনি ﷺ বললেন ঃ একটি হলেও হবে।[২৯৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৭৫৫), তা'লীকুর রাগীব (৩/৬৩)।

---

[২৯৮] তিরমিযী (১/১৯৯), বায়হাকী (৪/৫৯), খাতীব (৪/২৫, ৪৫০-৪৫১)। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, সানাদে 'আলী ইবনু 'আসিম একক হয়ে গেছেন। হাদীসটির বহু সানাদ রয়েছে। আল্লামা আলবানী ইরওয়াউল গালীল (৭৬৫)-তে সেগুলোর দুর্বলতার ব্যাপারে অন্যান্য হাদীস বিশারগণের উদ্ধৃতি উল্লেখসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লামা আলবানী সবশেষে বলেছেন, অতএব হাদীসটি দুর্বল। এর সানাদগুলোতে এমন কিছুই নেই যা দ্বারা এর মজবুতী করা যায়। বিস্তারিত দেখুন, **–ইরওয়াউল গালীল**

[২৯৯] আহমাদ (৪০৬৬, ৪/৫৮), তিরমিযী (১০৬১)। আবূ 'উবাইদাহ সূত্রে বর্ণনাকারী 'উমার ইবনু খাত্তাব এর মুক্তদাস আবূ মুহাম্মাদ অজ্ঞাত মাজহুল। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। সানাদে আবূ 'উবাইদাহ তার পিতা হতে শুনেনি। **–মিশকাত; তাহক্বীক্ব আলবানী**

٥٨- باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُصِيبَ بِسِقْطٍ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ কোন মহিলার গর্ভপাত হলে

٣١٥-١٦٣٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا **يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ**، عَنْ **يَزِيدَ** بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَسِقْطٌ أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَىَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ فَارِسٍ أُخَلِّفُهُ خَلْفِي " .

ضعيف : (الضعيفة) (٤٣٠٧) .

৩১৫-১৬৩০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দুনিয়ায় অশ্বারোহী সন্তান রেখে যাওয়ার চেয়ে অগ্রিম পাঠানো গর্ভপাতজনিত সন্তান আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়।[৩০০]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৩০৭)।

٣١٦-١٦٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ الْبَكَّائِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ حَدَّثَنَا **مِنْدَلٌ**، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ السِّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ إِذَا أَدْخَلَ أَبَوَيْهِ النَّارَ . فَيُقَالُ أَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ أَدْخِلْ أَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ . فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ " .

قالو أبو علي : يُرَاغِمُ رَبَّهُ : يغاضب.

ضعيف : المشكاة ١٧٥٧

৩১৬-১৬৩১। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ গর্ভপাতজনিত সন্ত ান, তার পিতা-মাতাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাতে দেখে তার রবের সঙ্গে বাদানুবাদ করবে। তখন বলা হবে ঃ হে রবের সাথে বাদানুবাদকারী গর্ভপাতজনিত সন্তান! তোমার পিতামাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। ফলে, জান্নাতে প্রবেশ করানো পর্যন্ত তারা খুশি মনে তাদেরকে টানতে থাকবে।

আবূ আলী বলেন, "সে তার রবের সঙ্গে বাদানুবাদ করবে" অর্থাৎ সে রাগ করবে।[৩০১]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৭৫৭)।

---

[৩০০] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, আমি বলি, মিয্যী 'আত-তাহযীব' ও 'আল-আত্বরাফ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের ইয়াযীদ ইবনু রুমান আবূ হুরাইরাহকে পাননি। এছাড়া সানাদের ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল মালিক। যদিও ইবনু সা'দ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন কিন্তু ইমাম আহমাদ ও ইবনু মাঈন বলেছেন, সে দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩০১] বায়হাকী (৯/৩৫০)। এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ হচ্ছে, সানাদে মিনদাল ইবনু 'আলী দুর্বল। **–মিশকাত; তাহক্বীক্ব আলবানী**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের মিনদাল ইবনু 'আলী দুর্বল সকলের ঐকমত্যে হওয়ায় এর সানাদ দুর্বল । **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

٦١- باب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ غَرِيبًا

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ যে ব্যক্তি গরীব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে

٣١٧-١٦٣٦. حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ **الْهُذَيْلُ بْنُ الْحَكَمِ**، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ " .

ضعيف : المشكاة ١٥٩٤، الضعيفة .

৩১৭-১৬৩৬। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ গরীব অবস্থায় মৃত্যুবরণ শাহাদতের অন্তর্ভুক্ত।[৩০২]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৫৯৪), যঈফাহ্ ।

٦٢- باب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ مَرِيضًا

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে

٣١٨-١٦٣٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي **إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ**، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ " .

ضعيف جدا : المشكاة ١٥٩٥, الضعيفة ٤٦٦١ .

৩১৮-১৬৩৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় মারা গেল, সেতো শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করল। তাকে ক্ববরের ফিতনা হতে রক্ষা করা হবে এবং তার জন্য সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাত হতে রিয্ক সরবরাহ করা হবে।[৩০৩]

খুবই দুর্বল ঃ মিশকাত (১৫৯৫), যঈফাহ্ (৪৬৬১)।

---

[৩০২] এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ হল, সানাদে হুজাইল ইবনু হাকাম আবূ মুনযির রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। তার মুনকার হাদীসগুলোর মধ্যে এটি একটি। **–মিশকাত; তাহক্বীক্ব আলবানী**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে হুজাইল ইবনু হাকামকে ইমাম বুখারী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইবনু আদী বলেছেন, হাদীসটি প্রতিষ্ঠিত নয়। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় খুবই মুনকার। ইবনু মাঈন বলেছেন, এই হাদীসটি মুনকার, এটি কিছুই না। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩০৩] এটি বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট সানাদে। সানাদে ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী আত্বা হল, ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইয়াহইয়া আসলামী। সে সন্দেহতাজন। ইবনুল জাওযী এই হাদীসটিকে 'আল-মাওযু'আত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদকে ইমাম মালিক, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান এবং ইবনু মাঈন মিথ্যাবাদী বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, সে মু'তাযিলী, জাহ্মী, সব মুসিবত তার মধ্যেই রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে জাহমীয়্যাহ পন্থী, ইবনুল মুবারাক ও লোকজন তাকে বর্জন করেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٦٣- باب فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ، عِظَامِ الْمَيِّت

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ মৃতের হাড় ভাঙ্গা নিষেধ

٣١٩-١٦٤٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ**، أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الإِثْمِ " .

ضعيف : أحكام الجنائز ، الإرواء ٣ | ٢١٥ وهو صحيح دون قوله : (في الإثم) كما في الحديث الوارد في الصحيح .

৩১৯-১৬৪০। উম্মু সালামাহ ﵂ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তির হাড় ভেঙ্গে ফেলার গুনাহ, জীবিত লোকের হাড় ভেঙ্গে ফেলার মতই।[৩০৪]

দুর্বল ঃ আহকামুল জানায়িয, ইরওয়াউল গালীল (৩/২১৫), তবে বর্ণনাটি ঃঃঃঃঃ কথাটি বাদে সহীহ যেমন তা বর্ণিত আছে সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে।

٦٤- باب مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতার বর্ণনা

٣٢٠-١٦٤٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ **مُوسَى بْنِ سَرْجِسَ**، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ " .

ضعيف : المشكاة ١٥٦٤, مختصر الشمائل المحمدية ٣٢٤, تخريج فقه السيرة ٤٩٩, دفاع عن الحديث النبوي ص ٥٦-٥٧.

৩২০-১৬৪৬। 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁর কাছে একটি পানির পাত্র দেখতে পেলাম। তিনি সেই পাত্রে স্বীয় হাত ঢুকাচ্ছেন আর পানি নিয়ে তাঁর চেহারা মাসাহ করছেন এবং বলছেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মৃত্যু যন্ত্রণা হতে রক্ষা করুন।"[৩০৫]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৫৬৪), মুখতাসার শামায়িলি মাহমুদিয়া (৩২৪), তাখরীজু ফিকহিস সীরাহ (৪৯৯), দিফাউ আনিল হাদীসিন নাবাবী (৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা)

---

[৩০৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (ক্বাফ ১০৩/১) বলেছেন, সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ অজ্ঞাত। সম্ভবত সে 'আব্দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ ইবনু সাম'আনী মাদানী, সে মাতরুক বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। **–ইরওয়াউল গালীল**

[৩০৫] তিরমিযী (৯৭৮), আহমাদ (২৩৮৩৫, ২৩৮৯৫, ২৩৯৬০)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব। মুলতঃ আমাদের কাছে 'সুনান' এর পাণ্ডুলিপিতে এ কথাই আছে। তবে হাফিয তাব থেকে নকল করে বলেছেন, হাসান **নয়,** বরং শুধু গরীব। আর এ কথাটিই এর সানাদের অবস্থানুপাতে কাছাকাছি। কেননা সানাদে মূসা ইবনু সারজিসকে **কেউ** নির্ভরযোগ্য বলেননি। আর দু'জন ছাড়া কেউ তার থেকে বর্ণনা করেননি। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

٦٥- باب ذِكْرِ وَفَاتِهِ وَدَفْنِهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ নাবী ﷺ-এর মৃত্যু ও দাফন প্রসঙ্গে

٣٢١-١٦٥١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي **حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ**، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا، لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعَثُوا إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَكَانَ يَضْرَحُ كَضَرِيحِ أَهْلِ مَكَّةَ وَبَعَثُوا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ وَكَانَ هُوَ الَّذِي يَحْفِرُ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ يَلْحَدُ فَبَعَثُوا إِلَيْهِمَا رَسُولَيْنِ وَقَالُوا اللَّهُمَّ خِرْ لِرَسُولِكَ . فَوَجَدُوا أَبَا طَلْحَةَ فَجِيءَ بِهِ وَلَمْ يُوجَدْ أَبُو عُبَيْدَةَ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ فِي بَيْتِهِ . ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْسَالاً . يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا الصِّبْيَانَ وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ . لَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُحْفَرُ لَهُ فَقَالَ قَائِلُونَ يُدْفَنُ فِي مَسْجِدِهِ . وَقَالَ قَائِلُونَ يُدْفَنُ مَعَ أَصْحَابِهِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَا قُبِضَ نَبِيٌّ إِلاَّ دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ " . قَالَ فَرَفَعُوا فِرَاشَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي تُوُفِّيَ عَلَيْهِ فَحَفَرُوا لَهُ ثُمَّ دُفِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسْطَ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ الأَرْبِعَاءِ . وَنَزَلَ فِي حُفْرَتِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالْفَضْلُ وَقُثَمُ ابْنَا الْعَبَّاسِ وَشُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَقَالَ أَوْسُ بْنُ خَوْلِيٍّ وَهُوَ أَبُو لَيْلَى لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ وَحَظَّنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ لَهُ عَلِيٌّ انْزِلْ . وَكَانَ شُقْرَانُ مَوْلاَهُ أَخَذَ قَطِيفَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُهَا فَدَفَنَهَا فِي الْقَبْرِ وَقَالَ وَاللَّهِ لاَ يَلْبَسُهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ أَبَدًا . فَدُفِنَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

ضعيف : لكن قصة الشقاق واللاحد ثابتة, فانظر الصحيح باب : ٤٠, وكذلك قوله :)ما قبض نبي ..(أحكام الجنائز ١٣٧-٨٣ .

৩২১-১৬৫১। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহাবীগণ যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ববর খননের ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁরা আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ ﷺ-এর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি মাক্কাহবাসীদের ক্ববর খননের ন্যায় ক্ববর খনন করতেন। আর তাঁরা আবূ ত্বালহা ﷺ-এর কাছেও লোক প্রেরণ করলেন। তিনি মাদীনাহবাসীদের লাহাদ আকৃতির ক্ববর খনন করতেন। সহাবীগণ এ দু'জনের নিকটই লোক পাঠালেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ! আপনার রসূলের জন্য আপনি তাই করুন যা আপনার পছন্দ।

Contents

অতঃপর আবূ ত্বালহা (রাঃ)-কে পেলেন এবং তাঁকে নিয়ে আসলেন। কিন্তু আবূ 'উবাইদাহ (রাঃ)-কে পেলেন না। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর লাহাদ ক্ববর খনন করা হল। বর্ণনাকারী বলেন ঃ মঙ্গলবারে তাঁরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাফনের কাজ সম্পন্ন করলেন এবং তাঁকে তাঁর ঘরে খাটের উপর রাখলেন। এরপর দলে দলে লোকজন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করেন। এমনকি পুরুষদের পালা শেষ হলে নারীরা প্রবেশ করেন। অতঃপর নারীদের পালা শেষ হলে বালকরা প্রবেশ করে। তাদের কেউ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য এ দু'আয় ইমামাত করেননি।

অতঃপর নাবী ﷺ-এর ক্ববর কোথায় খনন করা হবে, এ নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ বলেছেন ঃ তাঁকে তাঁর মাসজিদে দাফন করা হবে। আর কেউ বলেছেন ঃ তাঁকে তাঁর সহাবাদের সঙ্গে ক্ববরস্থানে দাফন করা হবে। তখন আবূ বাক্‌র (রাঃ) বলেন ঃ "আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে স্থানে নাবীর মৃত্যু হয়, তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়।" বর্ণনাকারী বলেন ঃ যে বিছানায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু হয়, তাঁরা তা সরিয়ে নেন এবং তাঁর জন্য সেখানে ক্ববর খনন করেন। অতঃপর তাঁকে বুধবার মধ্যরাতে দাফন করা হয়। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব, ফাযল ইবনু 'আব্বাস, তাঁর ভাই কুসাম এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুক্তদাস শুক্বরান (রাঃ) তাঁর ক্ববরে অবতরণ করেন।

আওস ইবনু খাওলী- যিনি আবূ লায়লা নামে পরিচিত ছিলেন, 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাঃ)-কে বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে আমাদেরও অংশ রয়েছে। 'আলী (রাঃ) তাকে বললেন ঃ তুমিও অবতরণ কর। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুক্তদাস শুকরান (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিহিত চাদর নিয়েছিলেন, তিনি সেটাও ক্ববরে দাফন করেন এবং বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আপনার পরে কেউ তা পরিধান করবে না। ফলশ্রুতিতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দাফন করা হয়।[৩০৬]

দুর্বল ঃ কিন্তু শাক্কাক ও লাহাদ সম্পর্কিত কিস্‌সা প্রমাণযোগ্য। দেখুন সহীহ ইবনু মাজাহ (৪০ অনুচ্ছেদ) অনুরূপ তার বক্তব্য : (ما قبض نبي ..) আহকামুল জানায়িয (১৩৭-১৩৮)।

٣٢٢-١٦٥٦. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْعِجْلِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ **الْحَسَنِ**، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّمَا وَجْهُنَا وَاحِدٌ فَلَمَّا قُبِضَ نَظَرْنَا هَكَذَا وَهَكَذَا .

ضعيف : فعنعنة الحسن البصري .

---

[৩০৬] আহমাদ (৪০)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ'' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে হুসাইন ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস হাশিমী-কে ইমাম আহমাদ, 'আলী ইবনুল মাদীনী এবং ইমাম নাসায়ী বর্জন করেছেন। আর ইমাম বুখারী বলেছেন, বলা হয় তাকে বেদ্বীন হিসেবে সন্দেহ করা হতো। ইবনু আদী এ মতকে দৃঢ় করেছেন। এছাড়া সানাদের অন্যান্য ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

৩২২-১৬৫৬। উবাই উবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এরূপ ছিলাম যে, আমাদের দৃষ্টি এক দিকেই ছিল। অতঃপর যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন আমরা এদিক সেদিক তাকাতে লাগলাম।[৩০৭]

দুর্বল ঃ হাসান বাসরীর আন্ আন শব্দ যোগে বর্ণনার কারণে।

٣٢٣-١٦٥٧. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِي، مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنِي **مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ** بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ جَبِينِهِ فَتُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ عُمَرُ فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ الْقِبْلَةِ وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَكَانَتِ الْفِتْنَةُ فَتَلَفَّتَ النَّاسُ يَمِينًا وَشِمَالاً .

ضعيف : التعليق الرغيب ١/ ١٩٢ .

৩২৩-১৬৫৭। নাবী সহধর্মিণী উম্মু সালামাহ বিনতু আবূ উমাইয়্যাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে লোকদের অবস্থা এমন ছিল যে, কোন মুসল্লী সলাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালে তাদের কারো দৃষ্টি তার উভয় পায়ের স্থান অতিক্রম করত না। অতঃপর যখন রসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুবরণ করেন, তখন লোকদের অবস্থা এরূপ হলো যে, তাদের কেউ সলাতে দাঁড়ালে তার দৃষ্টি সাজদার স্থান অতিক্রম করত না। এরপর আবূ বাক্‌র ﷺ-এর মৃত্যু হলে 'উমার ﷺ খলীফা হলেন। তখন লোকদের অবস্থা এমন হলো যে, তাদের কেউ সলাতে দাঁড়ালে তার দৃষ্টি ক্বিবলার দিক অতিক্রম করত না। 'উসমান ইবনু 'আফ্‌ফান ﷺ যখন খলীফা হলেন, তখন ফিতনার সূচনা হয়। ফলে লোকজন ডান ও বাম দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করে।[৩০৮]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/১৯২)।

٣٢٤-١٦٦٠. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ **زَيْدِ بْنِ أَيْمَنَ**، عَنْ **عُبَادَةَ** بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ

---

[৩০৭] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ, কিন্তু সানাদটি মুনকাতি। সানাদে হাসান ও 'উবাই ইবনু কা'ব এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। তাদের মাঝে ইয়াহইয়া ইবনু দামিরাহ প্রবেশ করবে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩০৮] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে মূসা ইবনু 'আব্দুল্লাহকে নির্ভরযোগ্য বা দোষী সাব্যস্ত করতে কাউকে দেখিনি ..। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلاَئِكَةُ وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَىَّ إِلاَّ عُرِضَتْ عَلَىَّ صَلاَتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا " . قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ " وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ " . فَنَبِيُّ اللَّهِ حَىٌّ يُرْزَقُ .

ضعيف : لكن غالبه في الصحيح : المشكاة ١٣٦٦, الإرواء ١|٣٥ .

৩২৪-১৬৬০। আবূ দারদা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা জুমু'আর দিনে আমার উপর বেশি করে দরূদ পড়বে। কেননা, তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়, মালায়িকাহ তা পৌঁছিয়ে দেন। কোন ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পাঠ করলে যতক্ষণ না সে দরূদ পাঠ হতে বিরত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা আমার নিকট পেশ হতে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম ঃ মৃত্যুর পরেও? তিনি ﷺ বললেন ঃ মৃত্যুর পরেও। আল্লাহ যমীনের জন্য নাবীগণের দেহ ভক্ষণ করা হারাম করেছেন। তাই আল্লাহর নাবী জীবিত এবং তাঁকে রিয্ক প্রদান করা হয়।[৩০৯]

দুর্বল ঃ কিন্তু তা প্রাধান্য পেয়েছে সহীহ ইবনু মাজাহ ঃ মিশকাত (১৩৬৬), ইরওয়াউল গালীল (১/৩৫)।

---

[৩০৯] আবূ দাউদ (১০৪৭, ১৫৩১), নাসায়ী (১/২০৩-২০৪০, দারিমী (১/৩৬৯), ইবনে মাজাহ (১০৮৫, ১৬৩৬), হাকিম (১/২৭৮), এবং আহমাদ (৪/৮)। সানাদের ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য, তবে তা মুনকাতি। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। **-ইরওয়াউল গালীল**

সানাদটির দুই জায়গায় বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। যেমন তা আল্লামা বুসয়রী বর্ণনা করেছেন। **-মিশকাত তাহক্বীক্ব আলবানী।**

আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এই হাদীসটি সহীহ। কিন্তু সানাদের দু'জায়গাতে ইনকিতা হয়েছে। কেননা 'উবাদাহ একে আবূ দারদাহ হতে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। এ মত ব্যক্ত করেছেন আ'লা। আর যায়দ ইবনু আয়মান একে 'উবাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন মুরসালভাবে। এ মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম বুখারী। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

٧ – كِتَابُ الصِّيَامِ
অধ্যায়-৭ ঃ সিয়াম

٣– باب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ সন্দেহের দিনে সিয়াম পালন

٣٢٥–١٦٧٠. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ **الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ**، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ " الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ " .

ضعيف : مع مخالفته لحديث أبي هريرة المذكور في الصحيح برقم ١٦٧٣ : التعليق على ابن ماجة .

৩২৫–১৬৭০। আবূ 'আবদুর রহমান ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি মু'আবিয়াহ ইবনু আবী সুফ্ইয়ান ﵁-কে মিম্বারে বলতে শুনেছেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ রমাযান মাস আগমনের পূর্বে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতেন, সিয়াম অমুক অমুক দিন। আমরা তো আগে থেকেই সাওম পালনে অভ্যস্ত। যার ইচ্ছে এ অভ্যাস অবলম্বন করুক, আর যার ইচ্ছে (রমাযান পর্যন্ত) বিলম্ব করুক।[৩১০]

দুর্বল ঃ পাশাপাশি তা আবূ হুরাইরাহ বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী, যা রয়েছে সহীহ ইবনু মাজাহ (১৬৭৩), তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

٦– باب مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়া প্রসঙ্গে

٣٢٦–١٦٧٥. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا **سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ**، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبْصَرْتُ الْهِلاَلَ اللَّيْلَةَ . فَقَالَ " أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " قُمْ يَا بِلاَلُ فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا " .

ضعيف : الإرواء ٩٠٧, ضعيف أبي داود ٤٠٢-٤٠٣ .

---

[৩১০] বলা হয়, সানাদে কাসিম আবূ 'আব্দুর রহমান হাদীসটি আবূ উমামাহ ব্যতীত কোন সাহাবী হতে শুনেননি। এ মত ব্যক্ত করেছেন আল্লামা মিয্যী 'আত-তাহযীব' এবং ইমাম যাহাবী 'আল-কাশিফ' গ্রন্থে। –**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৩২৬-১৬৭৫। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর নিকট এক বেদুঈন এসে বলল ঃ আমি আজ রাতে নতুন চাঁদ দেখেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল"। সে বলল ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ হে বিলাল! দাঁড়াও এবং লোকদের মাঝে এ মর্মে ঘোষণা দাও, তারা যেন আগামীকাল সাওম পালন করে।[৩১১]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৯০৭), যঈফ আবী দাউদ (৪০২-৪০৩)।

١١– باب مَا جَاءَ فِي الإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ সফরে সাওম ছেড়ে দেয়া

٣٢٧–١٦٨٩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ " .

ضعيف : الضعيفة ٤٩٨, التعليق الرغيب ٢ | ٩١ .

৩২৭-১৬৮৯। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সফরে থাকাবস্থায় রমাযানের সাওম পালনকারী, মুকীম অবস্থায় সাওম ত্যাগকারীর অনুরূপ। আবূ ইসহাক ﷺ বলেন ঃ এ হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।[৩১২]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৯৮), তা'লীকুর রাগীব (২/৯১)।

١٢– باب مَا جَاءَ فِي الإِفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মহিলার সাওম না রাখার সুযোগ

٣٢٨–١٦٩١. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا .

ضعيف جدا : الروض النضير ٧٤ .

---

[৩১১] আবূ দাউদ (২৩৪০), নাসায়ী (১/৩০০), তিরমিযী (১/১৩৪), দারিমী, ইবনুল জারূদ 'মুনতাকা' (৩৭৯, ৩৮০), ইবনু হিব্বান (৮৭০), তাহাভী 'মুসাকিলুল আসার' (১/২০১, ২০২), দারাকুতনী (২২৭-২২৮), হাকিম (১/৪২৪), বায়হাকী (৪/২১১, ২১২)-তে সিমাক ইবনু হারব সানাদে। ইমাম হাকিম একে সহীহ বলেছেন, যাহাবী তাতে একমত হয়েছেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন আছে। কেননা সানাদে সিমাক হাদীস বর্ণনায় মুযতারিব। আর এ নিয়ে তার উপর মত পার্থক্যও রয়েছে। তিনি কখনো একে মুরসালভাবে আবার কখনো মাওসূল ভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, ইবনু 'আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হাদীসে মতভেদ আছে। **–ইরওয়াউল গালীল**

[৩১২] দু'টি কারণে এর সানাদ দুর্বল । (১) সানাদে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা)। কারণ আবূ সালামাহ তার পিতা থেকে শুনেনি। যেমন 'ফাতহুল বারীতে' এসেছে। (২) সানাদে উসামাহ ইবনু যায়দ স্মরণশক্তিতে দুর্বল। নির্ভরশীল বর্ণনাকারী তার বিরোধীতা করেছেন। তিনি হলেন, ইবনু আবী যি'ব। তিনি এটি ইবনু শিহাব থেকে মাওকুফভাবে বর্ণনা করেছেন। **–যঈফাহ্**

আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, উসামাহ ইবনু যায়দ সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৩২৮-১৬৯১। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সাওম বর্জনের অবকাশ দিয়েছেন ঐ গর্ভবতী মহিলার জন্য যে নিজের জীবনের ব্যাপারে শংকিত এবং ঐ স্তন্যদানকারী মহিলার জন্য যে নিজ সন্তানের ব্যাপারে শংকিত।

খুবই দুর্বল ঃ রাওযুন নাযীর (৭৪)।

١٤- باب مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ যে ব্যক্তি রমাযানের একদিন সাওম ভঙ্গ করেছে তার কাফফারা

٣٢٩-١٦٩٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ **ابْنِ الْمُطَوِّسِ**، عَنْ **أَبِيهِ الْمُطَوِّسِ**، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٢ | ٧٤, التعليق على صحيح ابن خزيمة ١٩٨٧, ١٩٨٨, ضعيف أبي داود ٤١٣, تمام المنة, الرد على بليق ٣٦, المشكاة ٢٠١٣, نقد الكتاني ٣٥ | ٣ : خ معلقا بصيغة التمريض .

৩২৯-১৬৯৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অকারণে রমাযানের একদিন সাওম ভঙ্গ করল সে সারাজীবন সাওম পালন করলেও তা পূরণ হবে না।[৩১৩]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/৭৪), তা'লীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ (১৯৮৭, ১৯৮৮), যঈফ আবী দাউদ (৪১৩), তামামুল মিন্নাহ, রাদ্দু 'আলা বালীক (৩৬), মিশকাত (২০১৩), নাকদুল কাত্তানী (৩/৩৫), বুখারী সীগায়ে তামরীয দ্বারা তালীক হিসেবে।

---

[৩১৩] আহমাদ (৮৭৮৭, ৯৪১৩, ৯৫৯৩, ৩০), তিরমিযী (৭২৩), আবূ দাউদ (২৩৯৬), দারিমী ৯১৭১৪), এবং বুখারী তার তরজমানুল বাবে অর্থাৎ তা'লীকভাবে । হাদীসটি দুর্বল। এটিকে দুর্বল বলেছেন ইমাম ইবনু খুযাইমাহ, মুনযিরী, বাগাবী, কুরতুবী, যাহাবী ও দামায়রী, যা মানাবী নকল করেছেন এবং হাফিয ইবনু হাজারও। আর এর তিনটি দোষ উল্লেখ করা হয়েছে- (১) ইযতিরাব; (২) জাহালাত এবং (৩) ইনকিতা। দেখুন ফাতহুল বারী (৪/১৬১)। কিন্তু তিনি 'ইবনু খুযাইমাহ সহীহ বলেছেন'- এ কথাটি ভুল বলেছেন। সঠিক হল এরূপ বলা, ইবনু খুযাইমাহ এটি তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করে এটিকে তার তরজমায় দুর্বল বলেছেন এই বলে, "যদি বর্ণনাটি সহীহ হয়, কেননা আমি ইবনু মুতাওয়িস এবং তার পিতাকে চিনি না।" – **তামামুল মিন্নাহ ঃ আলবানী**

ইমাম বুখারী এর দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। –**মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী)-কে বলতে শুনেছি, আমি বর্ণনাকারী আবূ মুতাওয়িস-কে এই হাদীস ছাড়া চিনি না। আল্লামা সিন্দি ইমাম বুখারী থেকে নকল করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ইবনু মুতাওয়িসকে সিয়াম সম্পর্কিত হাদীসটি ছাড়া চিনি না। আর আমি জানি না সে কি তার পিতা হতে আবূ হুরাইরাহ সূত্রে শুনেছে নাকি শুনেনি। –**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

١٦- باب مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ সাওম পালনকারীর বমি হলে

٣٣٠-١٦٩٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَمُحَمَّدٌ، ابْنَا عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا **مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ**، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ **أَبِي مَرْزُوقٍ**، قَالَ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي يَوْمٍ كَانَ يَصُومُهُ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ . قَالَ " أَجَلْ وَلَكِنِّي قِئْتُ " .

ضعيف

৩৩০-১৬৯৯। ফাযালাহ ইবনু 'উবায়দ আনসারী ﵁ হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ একদিন সাওম পালনরত অবস্থায় তাদের নিকট বেরিয়ে আসেন। তিনি পানির পাত্র চেয়ে পানি পান করেন। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আজকে তো আপনি সাওম পালন করেছেন। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, কিন্তু আমি বমি করেছি।[৩১৪]

দুর্বল।

١٧- باب مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ সাওম পালনকারীর মিসওয়াক ও সুরমা ব্যবহার

٣٣١-١٧٠١. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ **مُجَالِدٍ**، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ " .

ضعيف : الضعيفة ٣٥٧٤ .

৩৩১-১৭০১। 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাওম পালনকারীর উত্তম গুণাবলী হচ্ছে মিসওয়াক করা।[৩১৫]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩৫৭৪)।

١٩- باب مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

---

[৩১৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে। আর সানাদে আবূ মারযুক এর নাম জানা যায়নি। সে ফাযালাহ হতে শুনেনি। অতএব হাদীসটিতে দুর্বলতা এবং বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩১৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে মুজালিদ দুর্বল। কিন্তু 'আমির ইবনু রবী'আহ সূত্রে এর সমর্থক বর্ণনা রয়েছে। যা বুখারী, আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ সাওম পালনকারীর চুমু খাওয়া

٣٣٢-١٧١٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ **زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ**، عَنْ **أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ**، عَنْ مَيْمُونَةَ، مَوْلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ قَالَ " قَدْ أَفْطَرَا " .

ضعيف جدا : التعليق على ابن ماجة .

৩৩২-১৭১০। আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শাইবাহ (রহ.) নাবী ﷺ-এর মুক্ত দাসী মাইমূনাহ رضي الله عنها সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো; যে তার স্ত্রীকে চুমু দিয়েছে। কিন্তু তারা উভয়েই সাওম পালনকারী। তিনি বললেন ঃ তারা উভয়ে সাওম ভঙ্গ করেছে।[৩১৬]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

٢٢- باب مَا جَاءَ فِي السُّحُورِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ সাহরী প্রসঙ্গে

٣٣٣-١٧١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا **زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ**، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٢ | ٩٣, الضعيفة ٢٧٨٥ .

৩৩৩-১৭১৭। ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তোমরা সাহরী খাওয়ার দ্বারা দিনের সাওমের সাহায্য নাও এবং দিনের বিশ্রামের দ্বারা রাতের সলাতের সাহায্য নাও।[৩১৭]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/৯২), যঈফাহ্ (২৭৫৮)।

٢٥- باب مَا جَاءَ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ যা দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব

---

[৩১৬] বায়হাকী (৪/২১৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদে যায়দ ইবনু জুবাইর সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। এছাড়া তার শায়খ আবূ ইয়াযীদ যিন্নির মাঝেও দুর্বলতা আছে। 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে রয়েছে, আবূ ইয়াযীদ যিন্নি অজ্ঞাত। যুবাইরী বলেছেন, হাদীসটি মুনকার; আর আবূ ইয়াযীদ অজ্ঞাত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩১৭] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে জাম'আহ ইবনু সালিহ দুর্বল। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٣٣٤-١٧٢٣. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ **الرَّبَابِ** أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ عَمِّهَا، سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ " .

ضعيف والصحيح من فعله ﷺ : الإرواء ٩٢٢، ضعيف أبي داود ٤٠٥، صحيح أبي داود ٢٠٤٠

৩৩৪-১৭২৩। সালমান ইবনু 'আমির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কাউকে ইফতার করালে সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করায়। যদি তা না পায়, তাহলে যেন পানি দিয়ে ইফতার করায়। কেননা তা পবিত্র।[৩১৮]

দুর্বল ঃ বিশুদ্ধ হচ্ছে এটা নাবী (সাঃ) এর কর্মছিল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৯২২), যঈফ আবী দাউদ (৪০৫), সহীহ আবী দাউদ (২০৪০)।

٣٢- باب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ নূহ ('আ.)-এর সিয়াম

٣٣٥-١٧٣٩. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ **ابْنِ لَهِيعَةَ**، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " صَامَ نُوحٌ الدَّهْرَ إِلاَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى " .

ضعيف : الضعيفة ٤٥٩.

৩৩৫-১৭৩৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ নূহ ('আ.) 'ঈদুল ফিত্র ও 'ঈদুল আযহার দিন ছাড়া সারা বছর সাওম পালন করতেন।[৩১৯]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৫৯)।

٣٩- باب صِيَامِ الْعَشْرِ

---

[৩১৮] আবূ দাউদ (২৩৫৫), তিরমিযী, দারিমী (২/৭), ইবনু আবী শায়বাহ (২/১৮৪/২), ইবনু হিব্বান (৮৯২), ফিরইয়াবী (৬২২), হাকিম (১/৪৩), বায়হাকী (৪/২৩৮), এবং আহমাদ (৪/১৭, ১৯)। আল্লামা আলবানী সানাদের বর্ণনাকারী রাবাব সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন এবং যারা হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, রবাব থাকার কারণে তিনি তা সমালোচনা করেছেন। বিস্তারিত দেখুন **–ইরওয়াউল গালীল**

[৩১৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে ইবনু লাহী'আহ র দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটি যদি সহীহও হয় তথাপি এ হাদীস মোতাবেক আমল জায়িয নয়। কেননা তা পূর্ববর্তীদের শারীয়াত। আমাদের শারীয়াত নয়। কেননা আমাদেরকে সারা বছর রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। যা ইমাম নাসায়ী (১/৩২৪) সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন। **–যঈফাহ্**

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ দশম দিনের সাওম

٣٣٦-١٧٥٤. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيدَةَ، حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ " .

ضعيف : المشكاة ١٤٧١، التعليق الرغيب ٢ | ١٢٥، الضعيفة ٥١٤٢ .

৩৩৬-১৭৫৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ **আল্লাহর নিকট যিলহাজ্জের দশ দিনের 'ইবাদাতের চেয়ে দুনিয়ার অন্য কোন দিনের 'ইবাদাত অধিক প্রিয় নয়। আর ঐ দিন সাওম পালন এক বছর সাওম পালনের সমতুল্য এবং এক রাত ক্বাদ্‌রের সমতুল্য।**[৩২০]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৪৭১), তা'লীকুর রাগীব (২/১২৫), যঈফাহ্ (৫১৪২)।

٤٠ – باب صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ 'আরাফাহ দিনের সাওম

٣٣٧-١٧٥٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ، حَدَّثَنِي مَهْدِيٌّ الْهَجَرِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمٍ، يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ .

ضعيف : التعليق الرغيب ٢ | ٧٧, التعليقت الياد, التعليق على صحي ابن خزيمة ٢١٠١, ضعيف أبي داود ٤٢١,تمام المنة, الضعيفة٤٠٤ .

৩৩৭-১৭৫৮। 'ইকরামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ ﷺ-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে আরাফাত দিবসে সাওম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন আবূ হুরাইরাহ ﷺ বললেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ আরাফার ময়দানে আরাফায় অবস্থানকারীদেরকে দিনে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন।[৩২১]

---

[৩২০] তিরমিযী (৭৫৮)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। - **মিশকাত- তাহক্বীক্ব আলবানী**
ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ সানাদের নাহ্হাস ইবনু কাহ্‌ম এর স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন। **–জামে আত-তিরমিযী**

[৩২১] বুখারী 'তারীখুল কাবীর' (৭/৪২৫), আবূ দাউদ (১/৩৮২), তাহাভী 'মুশকিলুল আসার' (৪/১১২), উকাইলী 'আয-যুআফা'' (১০৬), হাকিম (১/৪৩৪), বায়হাকী (৪/২৮৪)। হাকিম একে বুখারীর শর্তে সহীহ বলেছেন। যাহাবী তাতে সমর্থন দিয়েছেন। কিন্তু এটা তাদের উভয়ের অশোভনীয় ধারণা মাত্র। কেননা সানাদে হাওশাব ইবনু আকীল এবং তার শায়খ মাহদী আল-হাজারী হতে বুখারী বর্ণনা করেননি। সানাদে হাজারী অজ্ঞাত, যেমন ইবনু হাযম মুহাল্লা (৭/১৮) গ্রন্থে বলেছেন। ইমাম যাহাবী তা সমর্থন করেছেন 'আল-মীযান' গ্রন্থে। আবু হাতিম এবং ইবনু মাঈনও তা-ই বলেছেন।

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/৭৭), তালিকাতুল জিয়াদ, তা'লীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ (২১০১), যঈফ আবী দাউদ (৪২১), তামামুল মিন্নাহ, যঈফাহ্ (৪০৪)।

٤٣- باب صِيَامِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ হারাম মাসসমূহের সাওম

٣٣٨-١٧٦٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيِّ، **عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ**، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الأَوَّلِ . قَالَ " فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلاً " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ مَا أَكَلْتُهُ إِلاَّ بِاللَّيْلِ . قَالَ " مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَقْوَى . قَالَ " صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا بَعْدَهُ " . قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى . قَالَ " صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ " . قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى . قَالَ " صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ " .

ضعيف : ضعيف أبي داود ٤١٩, تمام المنة, الرد على بليق ٣٩ .

৩৩৮-১৭৬৮। আবূ মুজীবাহ বাহিলী ﷺ-এর পিতা অথবা তার চাচা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর নাবী! আমি সেই ব্যক্তি, যে গত বছরও আপনার কাছে এসেছিলাম। তিনি ﷺ বললেন ঃ আমি তোমার শরীর দুর্বল দেখছি কেন? তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি কেবল রাতে আহার করি। তিনি বললেন ঃ তোমার নফস্‌কে কষ্ট দেয়ার নির্দেশ তোমাকে কে দিয়েছে? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি খুব শক্তিশালী। তিনি বললেন ঃ তুমি রমাযানের সাওম পালন করবে, অতঃপর (প্রতি মাসে) একদিন সাওম পালন করবে। আমি বললাম ঃ আমি খুব শক্তিশালী। তিনি বললেন ঃ তুমি রমাযানের সাওম পালন করবে, অতঃপর (প্রতি মাসে) দু'দিন সাওম পালন করবে। আমি বললাম ঃ আমি এর চেয়ে বেশি শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ রমাযানের সাওম পালন করবে, অতঃপর (প্রতি মাসে) তিনদিন এবং হারাম মাসসমূহে সাওম পালন করবে।[৩২২]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (৪১৯), তামামুল মিন্নাহ, রাদ্দু 'আলা বালীক (৩৯)।

তাহলে হাদীসটি কিভাবে সহীহ হতে পারে?! সেজন্যই ইবনু হাযম বলেছেন, হাদীসটি দুর্বল। এরূপ ব্যক্তির দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যায় না। ইবনুল কাইয়্যিমও এটিকে দুর্বল বলেছেন। **–যঈফাহ্**

আল্লামা শাওকানী এবং অন্যরাও একে দুর্বল বলেছেন। **–তামামুল মিন্নাহ ঃ আলবানী**

[৩২২] আহমাদ, আবূ দাউদ, বায়হাকী। এর সানাদ ভাল নয়। কেননা এর সানাদে ইযতিরাব হয়েছে। যা হাফিয 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে এবং তার পূর্বে মুনযিরী 'মুখতাসার সুনান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অতঃপয তিনি বলেছেন, এর সানাদে এরূপ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যা আপনি প্রত্যক্ষ করলেন। আর এজন্যই আমাদের কতিপয় শায়খ এটি দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এতে আরেকটি দোষ রয়েছে। তা হল, জাহালাত। **–তামামুল মিন্নাহ ঃ আলবানী**

Contents

٣٣٩-١٧٧٠. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا **دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ**، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ **نَهَى** عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ.

ضعيف جدا : الضعيفة ٤٠٤ .

৩৩৯-১৭৭০। ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ রজব মাসে সাওম পালন করতে বারণ করেছেন।[৩২৩]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্।

٣٤٠-١٧٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ**، كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " صُمْ شَوَّالاً " . فَتَرَكَ أَشْهُرَ الْحُرُمِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَصُومُ شَوَّالاً حَتَّى مَاتَ .

ضعيف : التعليق الرغيب ٢ | ٨١ .

৩৪০-১৭৭১। মুহাম্মাদ ইবনু ইব্‌রাহীম (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। উসামাহ ইবনু যায়দ رضي الله عنه হারাম মাসসমূহে সাওম পালন করতেন। ফলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি শাওয়ালের সাওম পালন কর। অতঃপর তিনি হারাম মাসসমূহের সাওম পালন বর্জন করেন, এরপর মৃত্যু পর্যন্ত শাওয়ালের সাওম পালন করেন।[৩২৪]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/৮১)।

٤٤- باب فِي الصَّوْمِ زَكَاةُ الْجَسَدِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ সাওম হচ্ছে শরীরের যাকাত

٣٤١-١٧٧٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنْ **مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ**، عَنْ جُمْهَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لِكُلِّ شَىْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ " . زَادَ مُحْرِزٌ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ "

ضعيف : المشكاة ٢٠٧٢, التعليق الرغيب ٢ | ٦١, الضعيفة ١٣٢٩ و ٣٨١ .

---

[৩২৩] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে দাঊদ ইবনু আত্বা দুর্বল। তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩২৪] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদ সহীহ, কিন্তু সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম ও উসামাহ ইবনু যায়দের মাঝে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৩৪১-১৭৭২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক জিনিসের যাকাত আছে। শরীরের যাকাত হচ্ছে সাওম।[৩২৫]

মুহরিয তার হাদীসে আরো বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাওম সবরের অর্ধাংশ।

দুর্বল ঃ মিশকাত (২০৭২), তা'লীকুর রাগীব (২/৬১), যঈফাহ্ (১৩২৯, ৩৮১১)।

٤٦ – باب فِي الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ সাওম পালনকারীর সামনে কেউ আহার করলে

٣٤٢-١٧٧٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَهْلٌ، قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ **حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ** الأَنْصَارِيِّ، عَنِ **امْرَأَةٍ، يُقَالُ لَهَا لَيْلَى** عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ، قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٢ | ٩٦، تعليقي علي صحيح ابن خزيمة ٢١٣٢، الضعيفة١٣٣٢.

৩৪২-১৭৭৫। উম্মু 'উমারাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন। ফলে আমরা তাঁর সামনে খাবার পরিবেশন করলাম। তাঁর কাছে কিছু সাওম পালনকারী লোক ছিল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যখন সাওম পালনকারীর সামনে আহার করা হয়, তখন মালায়িকাহ (ফেরেশতাগণ) তার প্রতি সলাত পাঠ করেন।[৩২৬]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/৯৬), তা'লীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ (২১৩২), যঈফাহ্ (১৩৩২)।

٣٤٣-١٧٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا **مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،** عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبِلاَلٍ " الْغَدَاءُ يَا بِلاَلُ " . فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا وَفَضْلُ رِزْقِ بِلاَلٍ فِي الْجَنَّةِ أَشَعَرْتَ يَا بِلاَلُ أَنَّ الصَّائِمَ تُسَبِّحُ عِظَامُهُ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ مَا أُكِلَ عِنْدَهُ " .

موضوع : التعليق الرغيبايضا, الضعيف١٣٣١.

---

[৩২৫] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এই সানাদটি দুর্বল। সানাদে মুসা ইবনু 'উবাইদাহ সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। **–যঈফাহ্**

[৩২৬] তিরমিযী (১/১৫০), নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' (ক্বাফ ৬২/২), দারিমী (২/১৭), ইবনু খুযাইমাহ 'সহীহ', ইবনু আবী শায়বাহ 'মুসান্নাফ' (৩/৮৬), ইবনুল মুবারাক 'যুহদ' (৫০০/১৪২৪), আহমাদ (৬/৩৬৫, ৪৩৯), ইবনু সা'দ 'ত্বাবাকাত' (৮/৪১৫, ১৯৬), বাগাভী 'হাদীসু আলী ইবনু জা'দ' (১/৪৭৭/৮৯৯), আবূ ইয়ালা 'মুসনাদ' (৪/১৭০৪), তার থেকে ইবনু হিব্বান, তাবারানী 'কাবীর' (২৫/৩০/৪৯), আবু নু'আইম 'হিলয়া' (২৬৫), এবং বায়হাকী (৪/৩০৫)। হাদীসের সানাদে জনৈক নারী লায়লাহ রয়েছে। তাকে চেনা যায়নি। ইমাম যাহাবী তাকে অজ্ঞাত নারীদের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, তার সূত্রে হাবীব ইবনু যায়দ একক হয়ে গেছেন। হাফিয তার সম্পর্কে বলেছেন, 'মাকবুল'। অর্থাৎ মুতাবি'আতের ক্ষেত্রে। অন্যথায় তিনি হাদীসে শিথিল। কিন্তু তার মুতাবি'আত জানা যায়নি। বরং এ কথা বলা সম্ভব যে, তিনি বৈপরিত্য করেছেন। **–যঈফাহ্**

Contents

৩৪৩-১৭৭৬। বুরাইদাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল -কে বললেন ঃ হে বিলাল! সকালের খাবার নিয়ে এসো। বিলাল ﷺ বললেন ঃ আমি সাওম পালন করছি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমরা আমাদের রিয্ক ভক্ষণ করব। আর বিলালের রিয্কের অংশ রয়েছে জান্নাতে। হে বিলাল! তুমি জান কি, সাওম পালনকারীর সামনে যখন আহার করা হয়, তখন তার হাড়সমূহ তাসবীহ পাঠ করে এবং মালায়িকাহ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।[৩২৭]

বানোয়াট ঃ তা'লীকুর রাগীব (ঐ), যঈফাহ্ (১৩৩১)।

٤٨– باب في " الصَّائِمُ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ সাওম পালনকারীর দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না

٣٤٤-١٧٧٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعْدَانَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِد الطَّائِيِّ، - وَكَانَ ثِقَةً - **عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ**، - وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ بِعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ " .

ضعيف : التعليق الرغيب٢ | ٦٣, الضعيفة ٢ | ٦٣,ولكن صح منه الشطر الأول بلفظ :(المسافر) مكان (الإِمَامُ الْعَادِلُ).

و في رواية (الوالد) : الصحيحة ٥٦١ و ١٧٩٧, التعليق علي ابن ماجة

৩৪৪-১৭৭৯। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না- (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) সাওম পালনকারী; যতক্ষণ না সে ইফতার করে এবং (৩) মজলুমের দু'আ। আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন এই শ্রেণীর লোকদের মর্যাদা মেঘমালার উপরে রাখবেন এবং তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে। আর আল্লাহ বলবেন ঃ আমার ইজ্জতের শপথ, আমি অবশ্যই তোমাকে সামান্য বিলম্বে হলেও সাহায্য করব।[৩২৮]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/৬৩), যঈফাহ্ (১৩৫৮), কিন্তু বর্ণনাটির প্রথম অংশ (ন্যায় পরায়ন শাসক) এর স্থলে (মুসাফির) শব্দ যোগে বিশুদ্ধ, অন্য বর্ণনায় রয়েছে (পিতা-মাতা), সহীহাহ (৫৬১, ১৭৯৭), তা'লীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ (১৯০১)।

---

[৩২৭] বায়হাকী 'শুআবুল ঈমান' (৪/৬২), এবং তার সূত্রে ইবনু আসাকির 'তারীখে দামেস্ক' (৩/২৩২/২)। হাদীসের সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুর রহমান হল কুশাইরী। ইবনু আদী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আর ইমাম যাহাবী তাকে উল্লেখ করে বলেছেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। সে সন্দেহভাজন, নির্ভরযোগ্য নয়। তার সম্পর্কে আবুল ফাত্হ আদ্দী বলেছেন, সে মিথ্যুক, হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। আবু হাতিম রাযীও তা-ই বলেছেন। কিন্তু তার জালালাত নেই বরং সে পরিচিত ব্যক্তি। –যঈফাহ্

[৩২৮] তিরমিযী (২/২৮০), ইবনু খুযাইমাহ (১৯০১), ইবনু হিব্বান (২৪০৭, ২৪০৮) এবং আহমাদ (২/৩০৪-৩০৫)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান। সানাদে আবু মুদিল্লাহ হলো 'আয়িশাহ'র (রাঃ) আযাদকৃত দাস, এবং আমরা তাকে এই হাদীস দ্বারা চিনতে পেরেছি। বিষয়টি যদি তাই হয়, তবে উসূলী কায়িদাহ অনুযায়ী সে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। ইমাম মাদীনী বলেছেন, তার নাম জানা যায়নি। সে অজ্ঞাভ এবং আবূ মুজাহিদ ব্যতিত কেউ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেনি। মূলতঃ তার সম্পর্কে এরূপ বক্তব্য তার হাদীসকে হাসান করে না, বিশেষ করে হাদীসটি আবু হুরাইরাহ হতে বর্ণিত ভিন্ন একটি হাদীসের বিপরীত। সেই হাদীসটি রয়েছে সহীহাহ ২য় খণ্ড ৭ম অধ্যায়ে। –যঈফাহ্

٣٤٥-١٧٨٠. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا **إِسْحَاقُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيُّ**، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ " . قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي .

ضعيف : الارواء٩٢١، تمام المنة , الكلم الطيب.

৩৪৫-১৭৮০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইফতারের সময়ে সাওম পালনকারীর দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না।

ইবনু আবী মুলাইকাহ (রহ.) বলেন ঃ আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ﷺ-কে ইফতারের সময় বলতে শুনেছি ঃ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي "হে আল্লাহ! আমি আপনার রহমাত চাচ্ছি, যা সবকিছুকে ঘিরে রেখেছে। যেন আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন।"[৩২৯]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৯২১), তামামুল মিন্নাহ, কালিমুত্ তাইয়্যিব (১৬৩)।

٤٩- باب فِي الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ 'ঈদুল ফিত্‌রের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খাওয়া

٣٤٦-١٧٨٢. حَدَّثَنَا **جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ**، حَدَّثَنَا **مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ**، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُغَدِّيَ أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ .

ضعيف : الضعيفة ٤٢٤٨.

৩৪৬-১৭৮২। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ 'ঈদুল ফিত্‌রের দিন ভোরে তাঁর সহাবীদের সদাক্বাতুল ফিত্‌র আদায়ের নির্দেশ না দিয়ে বের হতেন না।[৩৩০]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪২৪৮)।

٥٠- باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ

---

[৩২৯] ইবনুস সুন্নী (৪৭৫), হাকিম (১/৪২২), ইবনু আসাকির 'তারীখে দামেস্ক' (২/২৮৭/২)। সানাদের ইসহাকের কারণে সানাদটি দুর্বল। (আল্লামা আলবানী ইসহাক সম্পর্কে পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করেছেন, তা জানার জন্য বিস্তারিত দেখুন) **-ইরওয়াউল গালীল**

[৩৩০] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। এতে দুর্বল বর্ণনাকারীদের সমাবেশ ঘটেছে। কেননা সানাদে 'উমার ইবনু সাবহান ছাড়া অন্যরা দুর্বল। (অর্থাৎ জুবারাহ ইবনু মুগাল্লিস ও মিনদাল ইবনু 'আলী দূর্বল)। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ যে ব্যক্তি রমাযানের ছেড়ে যাওয়া সাওম কাযা না করে মারা গেলো

٣٤٧-١٧٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ "

ضعيف : المشكاة ٣٠٣٤.

৩৪৭-১৭৮৪। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত।। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমাযানের ছেড়ে যাওয়া সাওম কাযা না করে মৃত্যুবরণ করেছে, তার পক্ষ হতে যেন প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকিনকে আহার করানো হয়।[৩৩১]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৩০৩৪)।

٥٢- باب فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ ঃ যে ব্যক্তি রমাযান মাসে ইসলাম গ্রহণ করেছে

٣٤٨-١٧٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، حَدَّثَنَا **مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ**، عَنْ **عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ** بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِينَ، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِإِسْلاَمِ ثَقِيفَ . قَالَ وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ .

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

৩৪৮-১৭৮৭। 'আতিয়্যাহ ইবনু সুফ্ইয়ান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু রাবীয়াহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমাদের যে প্রতিনিধি দলটি উপস্থিত হয়েছিল, তারা বনূ সাক্বীফের ইসলাম গ্রহণের বর্ণনা দিল। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তারা তাঁর নিকট রমাযান মাসে এসেছিল। ফলে তাদের জন্য তিনি মাসজিদে তাঁবু টাঙ্গিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণের পর রমাযান মাসের অবশিষ্ট সাওম পালন করে।[৩৩২]

---

[৩৩১] তিরমিযী (৭১৮)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, বিশুদ্ধ কথা হল, বর্ণনাটি ইবনু 'উমারের উপর মাওকুফ।

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, আল্লামা মিয্যী বলেন, সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন হতে- কথাটি ধারনা মাত্র। কেননা তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাকে সম্পৃক্ত করেননি। অতঃপর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, আমার নিকট সে হল, মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩৩২] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং সে এটিকে আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে ঈসা ইবনু 'আব্দুল্লাহ হতে। ইবনুল মাদীনী বলেছেন, তার সূত্রে হাদীস বর্ণনায় সে একক হয়ে গেছে। তিনি আরো বলেছেন, ঈসা ইবনু 'আব্দুল্লাহ অজ্ঞাত ব্যক্তি। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।**

Contents

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

٥٤– باب فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلاَ يَصُومُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ কেউ কোন সম্প্রদায়ের মেহমান হলে তাদের অনুমতি ছাড়া সাওম পালন করবে না

٣٤٩–١٧٩٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَخَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا نَزَلَ الرَّجُلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَصُومُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ " .

ضعيف جدا : الضعيفة ٢٧١٤.

৩৪৯–১৭৯০। 'আয়িশাহ রাঃ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের মেহমান হলে সে যেন তাদের অনুমতি ছাড়া (নাফল) সাওম পালন না করে।[৩৩৩]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৭১৪)।

٦١– باب فِي الْمُعْتَكِفِ يَلْزَمُ مَكَانًا مِنَ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ ই'তিকাফকারী মাসজিদের একটি জায়গা নির্ধারণ করে নিবে

٣٥٠–١٨٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ - أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ .

ضعيف : تعليقي علي صحيح ابن خزيمة ٢٢٣٦.

৩৫০–১৮০১। ইবনু 'উমার রাঃ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি যখন ই'তিকাফ করতেন, তখন তাঁর জন্য 'উসতুওয়ানায়ে তাওবাহ' এর পিছনে তাঁর বিছানা বিছিয়ে দেয়া হতো, কিংবা তাঁর জন্য খাট আনা হতো।

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ (২২৩৬)।

٦٣– باب فِي الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ ই'তিকাফকারী রোগীর সেবা করতে ও জানাযায় উপস্থিত হতে পারবে

---

[৩৩৩] তিরমিযী (৭৮৯)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি মুনকার। সানাদে আবূ বাকর আল-মাদানী হাদীস বিশারদগণের নিকট দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٣٥١-١٨٠٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْهَيَّاجُ الْخُرَاسَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمُعْتَكِفُ يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ " .

موضوع : الضعيفة ٦٧٩٤ .

৩৫১-১৮০৪। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ **বলেছেন ঃ** ই'তিকাফকারী জানাযার অনুসরণ করবে এবং অসুস্থের সেবা করবে।[৩৩৪]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (৪৬৭৯)।

٦٧- باب فِي ثَوَابِ الاِعْتِكَافِ

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ ই'তিকাফ করার সাওয়াব

٣٥٢-١٨٠٨. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى الْبُخَارِيُّ، عَنْ عَبِيدَةَ الْعَمِّيِّ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ " هُوَ يَعْكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا " .

ضعيف : المشكاة ٢١٠٨، التعليق علي ابن ماجة.

৩৫২-১৮০৮। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফকারী সম্পর্কে বলেছেন, সে নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে এবং সৎলোকদের সমস্ত নেকী তার জন্য লিখা হয়।[৩৩৫]

দুর্বল ঃ মিশকাত (২১০৮), তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

٦٨- باب فِيمَنْ قَامَ لَيْلَتَىِ الْعِيدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ দুই 'ঈদের রাতে 'ইবাদাত করা

---

[৩৩৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদে **'আব্দুল খালিক এবং** আনবাসাহ, হাইয়াজ এরা দুর্বল বর্ণনাকারী। পাশাপাশি এটি এর চেয়ে শক্তিশালী বর্ণনার বিপরীতও বটে। তা হল, নাবী (সা) প্রয়োজন ছাড়া বাড়িতে প্রবেশ করতেন না। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩৩৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে ফারকাদ আস্-সাবাখীর দুর্বলতার কারণে এর সানাদ দুর্বল । **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٣٥٣-١٨٠٩. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمَرَّارُ بْنُ حَمُّويَهْ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا **بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ**، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ لِلَّهِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ ".

موضوع : الضعيفة (٥٢١، ٥١٣٦) التعليق الرغيب ٢/١٠٠.

৩৫৩-১৮০৯। আবূ উমামাহ رضي الله عنه হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দু' 'ঈদের রাতে 'ইবাদাত করবে, তার অন্তর সেদিন মরবে না, যেদিন সকল অন্তর মরে যাবে।[৩৩৬]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (৫২১, ৫১৩৬), তা'লীকুর রাগীব (২/১০০)।

---

[৩৩৬] বায়হাকী (৪/১৩০)। সানাদের বাক্বিয়্যাহ কর্তৃক তাদলীসের কারণে হাদীসটির সানাদ দুর্বল। হাফিয ইরাকীও এর সানাদকে দুর্বল বলেছেন। তাদলীসের ক্ষেত্রে বাক্বিয়্যাহ মন্দ লোক। কারণ সে মিথ্যাবাদীদের থেকে নির্ভরযোগ্যদের সূত্র দিয়ে হাদীস বর্ণনা করত। অতঃপর তার এবং নির্ভরযোগ্যদের মাঝে মিথ্যুকদের ফেলে দিয়ে তাদলীস করত। **–যঈফাহ্**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٨ - كِتَابُ الزَّكَاةِ

অধ্যায়-৮ ঃ যাকাত

٣- باب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যে সম্পদের যাকাত দেয়া হয়, তা 'কান্‌য' নয়

٣٥٤-١٨١٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ".

ضعيف : التعليق على صحيح ابن خلاءة ٢٤٧١، الضعيفة ٢٢١٨.

৩৫৪-১৮১৫। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তুমি তোমার মালের যাকাত আদায় করবে, তখন তুমি তোমার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করলে।[৩৩৭]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে খুযাইমাহ (২৪৭১), যঈফাহ্ (২২১৮), আহাদীসিল বুয়ু।

٣٥٥-١٨١٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْهُ - تَعْنِي النَّبِيَّ، ﷺ - يَقُولُ " لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ".

ضعيف منكر : المشكاة ١٩١٤/التحقيق الثاني)، الضعيفة ٤٣٨٣.

৩৫৫-১৮১৬। ফাত্বিমাহ ইবনু ক্বায়স (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যাকাত ছাড়া সম্পদে অন্য কোন হাক্ব নেই।[৩৩৮]

দুর্বল মুনকার ঃ মিশকাত (১৯১৪), যঈফাহ্ (৪৩৮৩)।

---
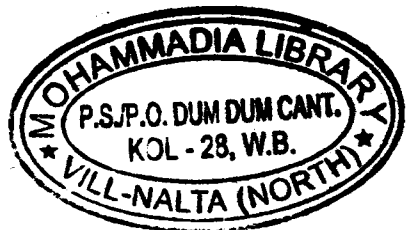
[৩৩৭] তিরমিযী (৬১৮)।

[৩৩৮] তিরমিযী (৬৯৫, ৬৬০), দারিমী (১৬৩৭)।

٨- باب مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاة

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যাকাত প্রদানের সময় যা বলতে হয়

٣٥٦-١٨٢٤. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنَا **الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم**، عَنِ **الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْد**، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلاَ تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلاَ تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا ".

موضوع : الإرواء ٨٥٢، الضعيفة ١٠٩٦.

৩৫৬-১৮২৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যাকাত আদায়ের সময় এর সাওয়াবের কথা ভুলে যাবে না। আর তোমরা বলবে ঃ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلاَ تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا " "হে আল্লাহ! আপনি একে গনিমাত বানিয়ে নিন এবং একে ঋণ পরিশোধের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।"[৩৩৯]

বানোয়াট ঃ ইরওয়াউল গালীল (৮৫২), যঈফাহ্ (১০৯৬)।

١٦- باب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الأَمْوَالِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যে মালে যাকাত ফার্য

٣٥٧-١٨٤١. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَل، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِر، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَقَالَ لَهُ (خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ).

ضعيف : الضعيفة ٣٥٤٤.

৩৫৭-১৮৪১। মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইয়ামানে প্রেরণ করে বললেন ঃ ফসলের যাকাত ফসল দ্বারা, ছাগলের যাকাত ছাগল দ্বারা, উটের যাকাত উট দ্বারা ও গরুর যাকাত গরু দ্বারা আদায় করবে।[৩৪০]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩৫৪৪)।

---

[৩৩৯] ইবনু আসাকির (৭/২২৫/২)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম দামিস্কী একজন মুদাল্লিস। আর সানাদে বাখতারী সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। আবু নু'আইম বলেছেন, সে তার পিতা সূত্রে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করে। ইমাম হাকিম ও নুক্কাশও তা-ই বলেছেন। আযদী বলেছেন, সে মিথ্যুক, বর্জিত। —যঈফাহ্

[৩৪০] তিরমিযী (৬২৩), নাসায়ী (২৪৫, ২৪৫১, ২৪৫২,২৪৫৩, ২৪৫৪), আবূ দাউদ (১৫৭৬, ১৫৯৯), আহমাদ (২১৫০৫,২১৫৩২, ২১৫৭৯, ২১৬২৪), মালিক (৫৯৮), দারিমী (১৬২৩, ১৬২৪)।

٣٥٨-١٨٤٢. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ**، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ.

ضعيف جدًّا : التعليق على ابن ماجه، وصح نحوه بلفظ : (الأربعة) فزكرها دون (الذرة) فهي منكرة : الإرواء ٨٠١.

৩৫৮-১৮৪২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এই পাঁচটি বস্তুতে যাকাত প্রবর্তন করেছেন ঃ যব, গম, খেজুর, কিশমিশ ও ভুট্টা।[৩৪১]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ , তবে অনুরূপ সহীহ বর্ণনা রয়েছে (الأربعة) শব্দ দিয়ে। সেটা উল্লেখ আছে (الذرة) শব্দ বাদে, কেননা এটা মুনকার ঃ ইরওয়াউল গালীল (৮০১)।

١٨- باب خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ অনুমান করে খেজুর ও আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণ

٣٥٩-١٨٤٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ.

ضعيف : غاية المرام ٢٦٤.

৩৫৯-১৮৪৬। 'আত্তাব ইবনু আসীদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ লোকজনের কাছে তাদের আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলের পরিমাণ অনুমানে নির্ধারণের জন্য লোক প্রেরণ করতেন।[৩৪২]

দুর্বল ঃ গায়াতুল মারাম (২৬৪ পৃষ্ঠা)।

٢٢- باب الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ 'উশর ও খাজনা

٣٦٠-١٨٥٨. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جُنَيْدٍ الدَّامَغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ سَمِعْتُ **مُغِيرَةَ الأَزْدِيَّ**، يُحَدِّثُ عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ**، عَنْ حَيَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ

---

[৩৪১] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দূর্বল। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন, জনগণ তার হাদীস বর্জন করেছেন। ইমাম হাকিম বলেছেন, কোনরূপ বিরোধীতা ছাড়াই ইমামগণের ঐকমত্যে সে হাদীস বর্ণনায় মাতরূক। ইমাম সাজী বলেছেন, আহলে আক্‌ল তার হাদীস বর্জনের ব্যাপারে একমত। তার বহু মুনকার বর্ণনা আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩৪২] তিরমিযী (৬৪৪), নাসায়ী (২৬১৮), আবূ দাউদ (১৯০৩), বায়হাকী (৪/১৬৪)।

Contents

الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَحْرَيْنِ - أَوْ إِلَى هَجَرَ - فَكُنْتُ آتِي الْحَائِطَ يَكُونُ بَيْنَ الإِخْوَةِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمْ فَآخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ وَمِنَ الْمُشْرِكِ الْخَرَاجَ.

ضعيف.

৩৬০-১৮৫৮। 'আলা ইবনু হাযরানী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বাহরাইন অথবা হাজর অঞ্চলে প্রেরণ করলেন। আমি মুসলিম ও মুশরিক ভাইদের যৌথ মালিকানাধীন বাগাম ও খামারে উপস্থিত হয়ে মুসলিমদের কাছ থেকে 'উশর আর মুশরিকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতাম।[৩৪৩]

দুর্বল।

٢٣- باب الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ এক ওয়াস্‌ক্ব ষাট সা'-এর সমান

٣٦١-١٨٥٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ **أَبِي الْبَخْتَرِيِّ**، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا".

ضعيف : الإرواء ٢٧٥/٣، ضعيف أبي داود ٢٧٣.

৩৬১-১৮৫৯। আবূ সা'ঈদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ এক ওয়াস্‌ক্ব হচ্ছে ষাট সা'-এর সমান।[৩৪৪]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৩/২৭৫), যঈফ আবী দাউদ (২৭৩)।

٣٦٢-١٨٥٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا **مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ**، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا ".

ضعيف جدا : الإرواء، ضعيف أبي داود ٢٧٣.

৩২৬-১৮৫৬। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এক ওয়াস্‌ক্ব হচ্ছে ষাট সা'-এর সমান।[৩৪৫]

খুবই দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল, যঈফ আবী দাউদ (২৭৩)।

---

[৩৪৩] আহমাদ (২০০৪)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদে মুগীরাহ আযদীয়া এবং মুহাম্মাদ ইবনু যায়দ দু'জনেই অজ্ঞাত। এছাড়া সানাদে হাইয়্যান আ'রাজ, যদিও ইবনু মাঈন তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং ইবনু হিব্বান তাকে 'আস-সিকাত' এ গণ্য করেছেন কিন্তু আ'লা সূত্রে তার বর্ণনাটি মুরসাল। এ মত ব্যক্ত করেছেন আল্লামা মিযযী 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে। **—তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩৪৪] আহমাদ (১১৭০), আবূ 'উবাইদ (৫১৭ ও ১৫৮৯), আবূ দাউদ (১৫৫৯)। সানাদে আবূ বাখতারী হাদীসটি আবূ সাঈদ হতে শুনেনি। **—ইরওয়াউল গালীল**

[৩৪৫] বায়হাকী (৪/১৭৬)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, জাবিরের হাদীসের সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ এর হাদীস বর্জনের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত পোষণ করেছেন। **—তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٩ - كِتَابُ النِّكَاحِ

অধ্যায়-৯ ঃ বিবাহ

٤- باب حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

٣٦٣-١٨٨٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ **عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ**، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَةً أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ - لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ".

ضعيف : الإرواء ٥٨/٧، لكن الشطر الأول صحيح : (الإرواء) ١٩٩٨، صحيح أبي دواد ١٨٥٧.

৩৬৩-১৮৮০। 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি যদি কাউকে অন্য কোন ব্যক্তির উদ্দেশে সাজদাহ করার আদেশ করতাম, তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে স্বামীর উদ্দেশে সাজদাহ করার নির্দেশ দিতাম। কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে লাল পাহাড় হতে কালো পাহাড় অথবা কালো পাহাড় হতে লাল পাহাড়ে যাওয়ার নির্দেশ করে তাহলে স্ত্রীর জন্য তাই করা উচিত হবে।[৩৪৬]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৭/৫৮), কিন্তু প্রথম অংশটি বিশুদ্ধ, ইরওয়াউল গালীল (১৯৯৮), সহীহ আবী দাউদ (১৮৫৭)।

٣٦٤-١٨٨٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ **مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ**، عَنْ **أُمِّهِ**، قَالَتْ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ".

ضعيف : التعليق الرغيب ٣|٧٣، الضعيفة ١٤٢٦ .

---

[৩৪৬] ইবনু আবী শায়বাহ (৭/৪৭/২), আহমাদ (২৩৯০)। হাদীসের সানাদে 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জুদ'আন দুর্বল। **–ইরওয়াউল গালীল**

৩৬৪-১৮৮২। উম্মু সালামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে স্ত্রী এরূপ অবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩৪৭]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/৭৩), যঈফাহ্ (১৪২৬)।

٥- باب فَضْلِ النِّسَاء

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ নারীদের ফাযীলাত বা সর্বোত্তম নারী

٣٦٥-١٨٨٥. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِد، حَدَّثَنَا **عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَة**، عَنْ **عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ**، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ ".

ضعيف : المشكاة ٣٠٩٥، التعليق الرغيب ٣|٦٧، الضعيفة ٤٤٢١، الرد علي بليق ١٠٦ .

৩৬৫-১৮৮৫। আবূ উমামাহ ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ ভীতির পর কোন মু'মিন ব্যক্তি পুণ্যবতী স্ত্রীর চেয়ে উত্তম কিছু লাভ করে না। এমন স্ত্রী, স্বামী তাকে নির্দেশ দিলে সে তা পালন করে, যদি স্বামী তার দিকে তাকায়, তবে সে তাকে আনন্দ দেয়। স্বামী যদি তাকে শপথ দিয়ে কিছু বলে, সে তা পূর্ণ করে আর স্বামী যদি তার থেকে অনুপস্থিত থাকে, তবে সে নিজের সতিত্ব এবং স্বামীর মালের সংরক্ষণ করে।[৩৪৮]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৩০৯৫), তা'লীকুর রাগীব (৩/৬৭), যঈফাহ্ (৪৪২১), রাদ্দু 'আলা বালীক (১০৬)।

٦- باب تَزْوِيجِ ذَوَاتِ الدِّينِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ দীনদার নারী বিয়ে করা

٣٦٦-١٨٨٧. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ **الإِفْرِيقِيِّ**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ

---

[৩৪৭] ইবুন আবী শায়বাহ 'মুসান্নাফ' (৭/৪৭/১), তিরমিযী (১/২১৭) এবং হাকিম (৪/১৭৩)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব। হাকিম বলেছেন, সানাদ সহীহ। যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেছেন। কিন্তু এর প্রত্যেকটি মন্তব্য তাহক্বীক্ব হতে বহু দূরে যা তাহক্বীক্ব বিবর্জিত। কেননা সানাদে মুসাভির এবং তার মাতা উভয়েই অজ্ঞাত। যেমন ইবনুল জাওযী 'আল-ওয়াহিয়াত' গ্রন্থে (২/১৪০) বলেছেন। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেছেন, তাতে জাহালাত রয়েছে এবং খবরটি মুনকার। অর্থাৎ এই হাদীসটি। **–যঈফাহ্**

[৩৪৮] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আলী ইবনু ইয়াযীদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার এবং সানাদে 'উসমান ইবনু আবী 'আতিকাহ'র ব্যাপারে মতভেদ আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلاَ تَزَوَّجُوهُنَّ لأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ ".

ضعيف جدا : التعليق الرغيب ٣ | ٧٠، الضعيفة ١٠٦٠ .

৩৬৬-১৮৮৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা শুধু সৌন্দর্য দেখেই মহিলাদের বিয়ে কর না। কারণ এমনও হতে পারে তাদের সৌন্দর্যই তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। আবার শুধু সম্পদের বিবেচনায় মহিলাদের তোমরা বিয়ে করো না। কেননা, হতে পারে, এ সম্পদ তাদের মন্দ কাজে লিপ্ত করবে। সেজন্যই, দীনদারীর বিবেচনায় মহিলাদের বিয়ে করবে। নাক-কান কাটা কালো দাসীও যদি দীনদার হয়, তাহলে সেই উত্তম।[৩৪৯]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/৭০), যঈফাহ্ (১০৬০)।

٨- باب تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ কুমারী মহিলা বিয়ে করা

٣٦٧-١٨٩٠. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **سَلاَّمُ بْنُ سَوَّارٍ**، حَدَّثَنَا **كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ**، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ ".

ضعيف : الضعيفة ١٤١٧ .

৩৬৭-১৮৯০। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক, সে যেন স্বাধীন নারী বিয়ে করে।[৩৫০]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৪১৭)।

١٢- باب مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ কেউ নিজ মেয়েকে তার অমতে বিয়ে দিলে

٣٦٨-١٩٠٢. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ . قَالَ فَجَعَلَ

---

[৩৪৯] বায়হাকী (৭/৮০)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (ক্বাফ ১১৭/১) বলেছেন, এই সানাদটি দুর্বল। সানাদে 'ইফরিক্বী'র নাম হল, 'আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনু আন'উম শা'বানী। সে দুর্বল। **–যঈফাহ্**

[৩৫০] ইবনু আদী (১৬৪/২), ইবনু আসাকির (৪/২৮৪/১)। ইবনু আদী বলেছেন, আমার নিকট সানাদের সালাম ইবনু সাওয়ার হাদীস বর্ণনায় মুনকার। তার শায়খ কাসীর ইবনু সালিমের অবস্থাও তাই। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে উভয়কে দুর্বল বলেছেন। **–যঈফাহ্**

الأَمْرَ إِلَيْهَا . فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الآبَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ.

ضعيف شاذ : نقد الكتاني ٤٥، غاية المرام ٢١٧ .

৩৬৮–১৯০২। বুরাইদাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমার পিতা আমাকে তার ভাতিজার নিকট বিয়ে দিয়েছে যেন তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি মেয়ের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেন। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা যা করেছেন, তা আমি মেনে নিয়েছি কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল, নারীরা যেন জেনে নেয়, বিয়ের মতামত প্রদানের (চূড়ান্ত) অধিকার পিতাদের নেই।[৩৫১]

দুর্বল শায ঃ নাকদুল কাত্তানী (৪৫), গায়াতুল মারাম (২১৭)।

١٧- باب صَدَاق النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ নারীদের মাহর

٣٦٩-١٩١٧. حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ **عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُ.

ضعيف : الارواء ١٩٢٦ .

৩৬৯–১৯১৭। 'আমির ইবনু রাবী'আহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। বনূ ফাযারাহ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি দু'টি পাদুকার বিনিময়ে বিয়ে করেছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ তার এ বিয়ে অনুমোদন করেছিলেন।[৩৫২]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৯২৬)।

٣٧٠-١٩١٩. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، حَدَّثَنَا الأَغَرُّ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ **عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ**، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ عَلَى مَتَاعِ بَيْتٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا.

ضعيف .

---

[৩৫১] বায়হাকী (৭/২০০)।

[৩৫২] আহমাদ (৩/৩৪৪৫), তিরমিযী (১/২০৭), অনুরূপ বায়হাকী (৭/১৩৮)। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। হাদীসের সানাদে 'আসিম ইবনু 'উবাইদুল্লাহ দুর্বল, যেমন হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন। সে স্মৃতি বিভ্রাটের কারণে পরিচিত দুর্বল বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী ইমামগণের মধ্যকার ইমাম মালিক, ইবনু মাঈন ও ইমাম বুখারী তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপার একমত। আর ইমাম তিরমিযী কর্তৃক সহীহ আখ্যায়িত করণ মূলত তার শিথিলতা প্রদর্শন মাত্র, যা জানা বিষয়।

তাছাড়া ইমামগণের একদল 'আসিমের হাদীসটি অস্বীকার করেছেন। যাদের মধ্যকার আবূ হাতিম রাযীও রয়েছেন। তাই তো তার ছেলে 'আল-ইলাল' গ্রন্থে (১/৪২৪/১২৭৬) বলেছেন, আমি আমার পিতাকে 'আসিম ইবনু 'উবাইদুল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সে মুনকারুল হাদীস। – **ইরওয়াউল গালীল**

Contents

৩৭০-১৯১৯। আবূ সা'ঈদ খুদরী ﵁ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ 'আয়িশাহ ﵂-কে ঘরের আসবাবপত্রের বিনিময়ে বিয়ে করেন, যার মূল্য ছিল পঞ্চাশ দিরহাম।[৩৫৩]
দুর্বল।

١٩- باب خُطْبَةِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ বিয়ের খুৎবাহ

٣٧١-١٩٢٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ أَقْطَعُ ".

ضعيف : الارواء ٢، المشكاة ٣١٥١ .

৩৭১-১৮২৪। আবূ হুরাইরাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহর প্রশংসা ছাড়া কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করা হলে তা বরকত শূন্য হয়।[৩৫৪]
দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২), মিশকাত (৩১৫১)।

٢٠- باب إِعْلاَنِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ বিয়ের ঘোষণা

٣٧٢-١٩٢٥. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو، قَالاَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ **خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ**، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ".

ضعيف دون الشطر الأول فهو ثابت : الارواء ١٩٩٣، الأدب ٩٧, الضعيفة ٩٧٨، نقد الكتابي ٢١ .

৩৭২-১৯২৫। 'আয়িশাহ ﵂ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা এ বিয়ের ঘোষণা দাও এবং দফ বাজিয়ে তা প্রচার কর।[৩৫৫]

---

[৩৫৩] বায়হাকী (৭/২৮৯)। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদে আত্বিয়্যাহ আল-'আওফী দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩৫৪] আবু দাউদ (৪৮৪০), বায়হাকী (৯/২০৬)। হাদীসের সানাদে কুররা হল, ইবনু 'আব্দুর রহমান মু'আফিরী মিসরী। তার স্মৃতি দুর্বলতা আছে। এ কারণে ইমাম মুসলিম তার দ্বারা দলির গ্রহণ করেননি। বরং তাকে কেবল শাওয়াহিদে বর্ণনা করেছেন। ইবনু মাঈন বলেছেন, সে হাদীসে দুর্বল। আবূ যুর'আহ বলেছেন, তার বর্ণিত হাদীসাবলী মুনকার। ইমাম আবূ হাতিম ও নাসায়ী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী নয়। **–ইরওয়াউল গালীল**

[৩৫৫] বায়হাকী ও আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা' (৩/২৬৫)। আবূ নু'আইম বলেছেন, সানাদের খালিদ এটি এককতাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে বলেছেন, তিনি দুর্বল। তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। উপরন্তু ইবনু হিব্বান, হাকিম এবং আবূ সাঈদ নুক্কাশ তাকে হাদীস জাল করণে সম্পৃক্ত করেছেন। **–যঈফাহ্**

Contents

দুর্বল ঃ তবে প্রথম অংশটি বাদে, কেননা তা প্রমাণিত ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৯৯৩), আল-আদাব (৯৭), যঈফাহ্ (৯৭৮), নাকদুল কাত্তানী (২১)।

٢١– باب الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ গান গাওয়া ও দফ্ বাজানো

٣٧٣–١٩٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ **لَيْثٍ**، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ صَوْتَ، طَبْلٍ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ثُمَّ تَنَحَّى حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

منكر بذكر الطبل، صحيح بلفظ : ((زمارة راع)) : الروض النضير ٥٦٨ .

৩৭৩–১৯৩১। মুজাহিদ ﵀ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইবনু ‘উমার ﵄-এর সাথে ছিলাম। **হঠাৎ তিনি তবলার** আওয়াজ শুনতে পেয়ে স্বীয় আঙ্গুল উভয় কানে দিয়ে সরে পড়লেন। তিনি তিনবার এরূপ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন।[৩৫৬]

মুনকার তবলা উল্লেখের জন্য ঃ সহীহ হচ্ছে এই শব্দে (زمارة راع) রাওযুন নাযীর (৫৬৮)।

٢٤– باب الْوَلِيمَةِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ ওয়ালিমাহ করা

٣٧٤–١٩٤١. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا **الْمُفَضَّلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ**، عَنْ **جَابِرٍ**، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَتَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُجَهِّزَ فَاطِمَةَ حَتَّى نُدْخِلَهَا عَلَى عَلِيٍّ فَعَمَدْنَا إِلَى الْبَيْتِ فَفَرَشْنَاهُ تُرَابًا لَيِّنًا مِنْ أَعْرَاضِ الْبَطْحَاءِ ثُمَّ حَشَوْنَا مِرْفَقَتَيْنِ لِيفًا فَنَفَشْنَاهُ بِأَيْدِينَا ثُمَّ أَطْعَمْنَا تَمْرًا وَزَبِيبًا وَسَقَيْنَا مَاءً عَذْبًا وَعَمَدْنَا إِلَى عُودٍ فَعَرَضْنَاهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ لِيُلْقَى عَلَيْهِ الثَّوْبُ وَيُعَلَّقَ عَلَيْهِ السِّقَاءُ فَمَا رَأَيْنَا عُرْسًا أَحْسَنَ مِنْ عُرْسِ فَاطِمَةَ.

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

৩৭৪–১৯৪১। ‘আয়িশাহ ও উম্মু সালামাহ ﵄ সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ফাতিমাহ ﵂-এর বিয়ের কাজ সম্পন্ন করতে, এমনকি তাঁকে ‘আলী ﵁-এর নিকট পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর আমরা ঘরের দিকে মনোনিবেশ করলাম এবং ‘বাত্‌হা’ প্রান্তরের নরম মাটি বিছিয়ে দিলাম। এরপর খেজুর গাছের বালিম তৈরী করে হাত দিয়ে নরম করে নিলাম। অতঃপর আমরা খেজুর, কিশমিশ ও মিষ্টি পানীয় দ্বারা পানাহারের ব্যবস্থা করলাম। আমরা কাপড় ও পানির পাত্র

---

[৩৫৬] আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে লাইস ইবনু আবী সুলাইমকে জমহুর দুর্বল বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

ঝুলিয়ে রাখার জন্য একটি কাঠের টুকরা ঘরের কোণে ঝুলিয়ে রেখে দিলাম। ফাতিমা ﷺ-এর বিয়ের চেয়ে সুন্দর বিয়ে আমরা কক্ষনো দেখিনি।[৩৫৭]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

٢٥- باب إِجَابَةِ الدَّاعِي

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ দা'ওয়াত কবূল করা

٣٧٥-١٩٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ **أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ**، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ ".

ضعيف : الارواء ١٩٥٠ .

৩৭৫-১৯৪৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রথম দিনের ওয়ালীমা (শরীয়াতের) দাবী, দ্বিতীয় দিনের ওয়ালীমাও ভাল আর তৃতীয় দিনের ওয়ালীমা হচ্ছে- লোক দেখানো এবং শ্রুতি অর্জনের নামান্তর।[৩৫৮]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৯৫০)।

٢٨- باب التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ সহবাসের সময় পর্দা করা

٣٧٦-١٩٥١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا **الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَمْدَانِيُّ**، حَدَّثَنَا **الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ**، عَنْ أَبِيهِ، وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ ".

ضعيف : الارواء ٢٠٠٩، أداب الزفاف ١٠٨-١١١، الطبعة الجديدة .

---

[৩৫৭] বায়হাকী (৭/১৯৩)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ''গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে মুফায্‌যল ইবনু 'আব্দুল্লাহ দুর্বল এবং জাবির আল-জো'ফী সন্দেহভাজন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩৫৮] সানাদের আবূ মালিকের কারণে সানাদটি খুবই দুর্বল। কেননা সে মাতরূক, যেমন 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে রয়েছে। **–ইরওয়াউল গালীল**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের আবূ মালিক আন-নাখায়ী দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

৩৭৬–১৯৫১। 'উতবাহ ইবনু 'আবদ সুলামী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নিজ স্ত্রীর কাছে এলে যেন পর্দা করে আসে এবং বন্য গাধার ন্যায় যেন বিবস্ত্র না হয়।[৩৫৯]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২০০৯), আদাবুয যিফাফ (১০৮-১১১) নতুন সংস্করণ।

٣٧٧–١٩٥٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ **مَوْلًى**، لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا نَظَرْتُ - أَوْ مَا رَأَيْتُ - فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطُّ.

ضعيف : وهو مكرر ٦٦٨ .

৩৭৭–১৯৫২। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিনি; অথবা তিনি বলেন ঃ আমি কক্ষনো দেখিনি।[৩৬০]

দুর্বল।

٣٠– باب الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ 'আযল করা প্রস

٣٧٨–١٩٥٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا **ابْنُ لَهِيعَةَ**، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا.

ضعيف : الارواء ٢٠٠٧ .

৩৭৮–১৯৫৮। 'উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া 'আয্ল করতে নিষেধ করেছেন।[৩৬১]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২০০৭)।

---

[৩৫৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের আহওয়াস ইবনু হাকীম আনাসী'র দুর্বলতার কারণে এর সানাদটি দুর্বল। কিন্তু এর সানাদে আরো একটি দোষ রয়েছে, তা হল, সানাদে ওয়ালিদ ইবনু কাসিম হামাদানীর দুর্বলতা, যেমন আমি তা বর্ণনা করেছি 'আদাবুয যিফাফ' গ্রন্থে (৩২-৩৩)। **–ইরওয়াউল গালীল**

[৩৬০] আহমাদ (২৩৮২৩), বায়হাকী (৪/৬৩), মুসলিম, তিরমিযী 'শামায়িল' (৩৪২ নং)। আল্লামা বুসয়রী একে দুর্বল বলেছেন। **– তাহক্বীক্ব ঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির**

[৩৬১] আহমাদ (১/৩১), বায়হাকী (৭/২৩১)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে ইবনু লাহী'আহ হ'র দুর্বলতার কারণে এই সানাদটি দুর্বল। **–ইরওয়াউল গালীল**

٤١ - باب الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ বিয়েতে শর্ত

٣٧٩-١٩٨٦. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ".

ضعيف : الضعيفة ١٠٠٧ .

৩৭৯-১৯৮৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বিয়ের মাহর, (বিয়ের পূর্বে) হাদিয়া বা দান স্ত্রীর হক বলে গণ্য হবে। এছাড়া বিয়ের পরে প্রাপ্য বস্তুসমূহ সেই পাবে, যাকে তা দান বা প্রদান করা হয়। মেয়ে বা বোনের জন্যই পুরুষলোক অধিক সম্মানের পাত্র বিবেচিত হয়।[৩৬২]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্‌ (১০০৭)।

٤٥ - باب الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা

٣٨٠-١٩٩٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

شاذ : الارواء٤ | ٢٢٧-٢٢٨، الروض النضير ٤٦٧، صحيح أبي داود ١٦١٧-١٦١٨ : ق .

৩৮০-১৯৯৬। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করেছেন।[৩৬৩]

শায ঃ ইরওয়াউল গালীল (৪/২২৭-২২৮), রাওযুন নাযীর (৪৬৭), সহীহ আবী দাউদ (১৬১৭-১৬১৮) ঃ বুখারী, মুসলিম।

---

[৩৬২] আবূ দাউদ (২১২৯), নাসায়ী (২/৮৮-৮৯), বায়হাকী (৭/২৪৮) এবং আহমাদ (২/১৮২)। হাদীসের সানাদে ইবনু জুরাইজ মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্‌ আন্‌ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে। -**যঈফাহ্‌**

[৩৬৩] বুখারী (১৮৩৭, ৪২৫৯, ৫১১৪), মুসলিম (১৪১০), তিরমিযী (৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪), নাসায়ী (২৮৩৭, ২৮৩৮, ২৮৩৯, ২৮৪০, ২৮৪১, ৩২৭১, ৩২৭২, ৩২৭৩, ৩২৭৪), আবু দাউদ (১৮৪৪), আহমাদ (২৩৮৯, ২৪৩৩, ২৪৮৮, ২৫৫৬, ২৫৭৬, ২৫৮৪, ২৯৭২, ২০৪৪, ৩০৬৫, ৩০৯৯, ৩২২৩, ৩২৭২, ৩৩০৯, ৩৩৯০, ৩৪০২), দারিমী (১৮২২)।

٤٧– باب الْقِسْمَة بَيْنَ النِّسَاء

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ স্ত্রীদের মাঝে সম-আচরণ

٣٨١-٢٠٠٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا **حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ**، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ".

ضعيف : الارواء ٢٠١٨،التعليق الرغيب ٣|٧٩، ضعيف أبي داود ٣٧٠، لكن طرف الأول منه حسن : الارواء ٧|٨٣و٨٤-٨٥، صحيح أبي داود ١٨٥٢ .

৩৮১–২০০২। 'আয়িশাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফের সঙ্গে সবকিছু সমানভাবে ভাগ করতেন। অতঃপর বলতেন ঃ হে আল্লাহ! এ হলো আমার কাজ, যার ক্ষমতা আমার আছে। আর যে ক্ষেত্রে আপনার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু আমার নেই, সেক্ষেত্রে আমাকে তিরস্কার করবেন না।[৩৬৪]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২০১৮), তা'লীকুর রাগীব (৩/৭৯), যঈফ আবী দাউদ (৩৭০), কিন্তু এর প্রথমাংশ হাসান ঃ ইরওয়াউল গালীল (৭/৮৩, ৮৪-৮৫), সহীহ আবী দাউদ (১৮৫২)।

٤٨– باب الْمَرْأَة تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ কোন মহিলা তার নির্ধারিত দিনটি তার সতীনকে দিলে

٣٨٢-٢٠٠٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ **سُمَيَّةَ**، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ فِي شَىْءٍ . فَقَالَتْ صَفِيَّةُ يَا عَائِشَةُ هَلْ لَكِ أَنْ تُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِّي وَلَكِ يَوْمِي قَالَتْ نَعَمْ . فَأَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ فَرَشَّتْهُ بِالْمَاءِ لِيَفُوحَ رِيحُهُ ثُمَّ قَعَدَتْ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " يَا عَائِشَةُ إِلَيْكِ عَنِّي إِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَكِ " . فَقَالَتْ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . فَأَخْبَرَتْهُ بِالأَمْرِ فَرَضِيَ عَنْهَا.

ضعيف : الارواء ٧|٨٥ .

---

[৩৬৪] আবূ দাউদ (২১৩৪), নাসায়ী (২/১৫৭), তিরমিযী (১/২১৩), দারিমী (২/১৪৪), ইবনু হিব্বান (১৩০৫), হাকিম (২/১৮৭) বায়হাকী (৭২৯৮), ইবনু আবী শায়বাহ 'মুসান্নাফ' (৭/৬৬/১)। এর সানাদটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে সহীহ মনে হয়, কিন্তু মুহাক্কিক ইমামগণ এটিকে দোষযুক্ত বলেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, হাদীসটি হাম্মাদ ইবনু যায়দ মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ আইয়ূব হতে আবূ কিলাবাহ সূত্রে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছে। হাম্মাদ ইবনু যায়দ সকলের ঐকমত্যে মুরসাল বর্ণনাকারী। তথাপি তিনি সানাদের হাম্মাদ ইবনু সালামাহ'র চেয়ে অধিক স্মরণশক্তি সম্পন্ন ও হিফাযতকারী। **–ইরওয়াউল গালীল**

Contents

৩৮২-২০০৪। 'আয়িশাহ সূত্রে বর্ণিত। একদা কোন এক বিষয়ে সফিয়্যাহ বিনতু হুয়াই -এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তখন সফিয়্যাহ বললেন ঃ "হে 'আয়িশাহ! তুমি কি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার উপর সন্তুষ্ট করে দেবে? তাহলে আমি আমার পালার দিনটি তোমাকে দিয়ে দিব।" 'আয়িশাহ বললেন ঃ হ্যাঁ। অতঃপর তিনি যাফরান রঙের একটি উড়না নিলেন এবং তাতে পানি ছিটিয়ে দিলেন, যেন এর ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে বসলেন। নাবী ﷺ বললেন ঃ হে 'আয়িশাহ! তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাও। কারণ, এটা তোমার জন্য নির্ধারিত দিন নয়। 'আয়িশাহ বললেন ঃ এটাতো আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। অতঃপর তিনি তাঁকে বিষয়টি জানালেন। ফলে, রসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যার উপর খুশি হয়ে যান।[৩৬৫]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৭/৮৫)।

٤٩- باب الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ বিয়ের জন্য সুপারিশ

٣٨٣-٢٠٠٦. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ **أَبِي رُهْمٍ**، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ".

ضعيف : الضعيفة ٣٢٠٣ .

৩৮৩-২০০৬। আবূ রুহ্‌ম সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ উত্তম সুপারিশ হচ্ছে বিয়ের জন্য দু'জনের সুপারিশ করা।[৩৬৬]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩২০৩)।

٥٠- باب حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ

٣٨٤-٢٠١١. حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ **عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ**، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُوَ عَرُوسٌ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ جِئْنَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ فَأَخْبَرْنَ عَنْهَا . قَالَتْ فَتَنَكَّرْتُ وَتَنَقَّبْتُ فَذَهَبْتُ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى

---

[৩৬৫] হাদীসের সানাদে সুমাইয়্যাহ হাফিযের দৃষ্টিতে মাকবুল। **–ইরওয়াউল গালীল**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে সুমাইয়্যাহ বাসরীয়াহকে চেনা যায়নি। 'আল-মীযান' গ্রন্থের সংকলকও অনুরূপ বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩৬৬] বায়হাকী (৭/৩০৫)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদটি মুরসাল। সানাদে আবূ রুহম এর নাম হল, আহযাব ইবনু উসাইদ। ইমাম বুখারী বলেছেন, তিনি একজন তাবেয়ী'। আবূ হাতিম বলেছেন, তিনি সাহাবী নন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

عَيْنِي فَعَرَفَنِي . قَالَتْ فَالْتَفَتَ فَأَسْرَعْتُ الْمَشْىَ فَأَدْرَكَنِي فَاحْتَضَنَنِي فَقَالَ " كَيْفَ رَأَيْتِ " . قَالَتْ قُلْتُ أَرْسِلْ يَهُودِيَّةٌ وَسْطَ يَهُودِيَّاتٍ.

ضعيف : التعليق على ابن ماجة .

৩৮৪–২০১১। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যাহ ﷺ-কে বিয়ে করে যখন মাদীনায় আসলেন, তখন আনসারী মহিলাগণ এসে আমাকে তাঁর বিষয়টি জানালেন। 'আয়িশাহ ﷺ বলেন ঃ আমি তখন পোশাক পরিবর্তন করে চেহারায় নিক্বাব লাগিয়ে তাঁকে দেখতে গেলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনে ফেললেন। তিনি বললেন ঃ নাবী ﷺ যখন আমার দিকে তাকালেন, আমি তখন দ্রুত সরে যেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ধরে ফেললেন এবং কোলে তুলে নিলেন আর বললেন ঃ কেমন দেখলে? আমি বললাম ঃ আমাকে ছেড়ে দিন, ইয়াহূদী মহিলা তো ইয়াহূদীই হয়ে থাকে।[৩৬৭]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

٥١ – باب ضَرْبِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ স্ত্রীদের প্রহার

٣٨٥–٢٠١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ الطَّحَّانُ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ **الْمُسْلِيِّ**، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ ضِفْتُ عُمَرَ لَيْلَةً فَلَمَّا كَانَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى امْرَأَتِهِ يَضْرِبُهَا فَحَجَزْتُ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ لِي يَا أَشْعَثُ احْفَظْ عَنِّي شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ وَلاَ تَنَمْ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ " . وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ.

ضعيف : الارواء ٢٠٣٤، ٤٧٧٦ .

৩৮৫–২০১৭। আশ'আস ইবনু ক্বায়স ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে 'উমার ﷺ-এর বাড়ীতে মেহমান হয়েছিলাম। মধ্যরাতে 'উমার ﷺ তাঁর স্ত্রীকে প্রহারের জন্য দাঁড়ালেন। ফলে উভয়ের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলাম। অতঃপর 'উমার ﷺ যখন শয্যা গ্রহণ করলেন, তখন আমাকে বললেন ঃ হে আশ'আস! তুমি আমার থেকে একটি বিষয় মনে রাখো, যা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছি। তা হলো ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে প্রহার করলে, এ ব্যাপারে তাকে জওয়াবদিহী করতে হবে না। বিত্‌রের সলাত আদায় না করে ঘুমাবে না। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তৃতীয় কথাটি আমার স্মরণ নেই।[৩৬৮]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২০৩৪), যঈফাহ্ (৪৭৭৬)।

---

[৩৬৭] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জুদ'আনের দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩৬৮] আবূ দাউদ (২১৪৭), নাসায়ী "কুবরা" (ক্বাফ ৮৭/১), বায়হাকী (৭/৩০৫), আহমাদ (১/২০)। এর সানাদটি সানাদের মুসলিমীর কারণে দুর্বল। তাঁর সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেছেন, এই হাদীস ব্যতীত তাকে চেনা যায় না। হাফিয বলেছেন, সে মাকবুল। **–ইরওয়াউল গালীল**

Contents

٥٣– باب مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ স্ত্রীদের সঙ্গে কখন বাসর উৎযাপন উত্তম

٣٨٦–٢٠٢٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ — رضي الله عنه — أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فِي شَوَّالٍ وَجَمَعَهَا إِلَيْهِ فِي شَوَّالٍ.

مرسل من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن : الضعيفة ٤٣٥٠، التعليق علي ابن ماجة .

৩৮৬–২০২৩। হারিস ইবনু হিশাম (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ উম্মু সালামাহ (রাঃ)-কে শাওয়াল মাসে বিয়ে করেছিলেন এবং শাওয়াল মাসেই তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে এসেছিলেন।[৩৬৯]

মুরসাল আবূ বাক্র বিন 'আবদুর রহমান এর বর্ণনা সূত্রে ঃ যঈফাহ্ (৪৩৫০), তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

٥٤– باب الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ স্ত্রীকে কিছু দেয়ার পূর্বে তার সঙ্গে সহবাস করা

٣٨٧–٢٠٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، – أَظُنُّهُ – عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا.

ضعيف : الروض النضير ٧٦١، ضعيف أبي داود ٣٦٦ .

৩৮৭–২০৪২। 'আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে স্বামী পক্ষ হতে মাহর আদায়ের পূর্বেই জনৈক মহিলাকে তার স্বামীর ঘরে তুলে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৩৭০]

দুর্বল ঃ রাওযুন নাযীর (৭৬১), যঈফ আবী দাউদ (৩৬৬)।

٥٥– باب مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ শুভ এবং অশুভ লক্ষণ

٣٨٨–٢٠٢٧. قَالَ الزُّهْرِيُّ فَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ جَدَّتَهُ، زَيْنَبَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَعُدُّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ وَتَزِيدُ مَعَهُنَّ السَّيْفَ.

---

[৩৬৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল একজন মুদাল্লিস এবং সে এটিকে আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩৭০] আবূ দাউদ (২১২৮)।

شاذ : الصحيحة ٧٩٩و١٨٩٧ : ق . دون أم سلمة ، وفي لفظ لهما : (ان كان الشؤم في شيء ففي.....) فذكر الثلاثة دون السيف، وهو المحفوظ .

৩৮৮–২০২৭। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনটি জিনিসের অশুভ লক্ষণ রয়েছে ঃ ঘোড়া, নারী এবং ঘর।

উম্মু সালামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি এই তিনটির গণনার সঙ্গে তলোয়ারের কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করেন।[৩৭১]

শায ঃ সহীহাহ (৭৯৯, ১৮৯৭), বুখারী, মুসলিম। উম্মু সালামাহ বাদে। তাঁদের বর্ণনার শব্দ হচ্ছে (ان كان الشؤم في شيء ففي.....) অতঃপর তলোয়ার শব্দ বাদে তিনটির কথা উল্লেখ করেছেন। এটাই মাহফুয।

٦٠– باب في الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার একজন অন্যজনের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করলে

٣٨٩–٢٠٤٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا **سِمَاكٌ**، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْلَمَتْ . فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ . قَالَ فَجَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلاَمِي . قَالَ فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ.

ضعيف : الارواء ١٩١٨ .

৩৮৯–২০৪০। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। জনৈক মহিলা নাবী ﷺ-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তখন তার পূর্ব স্বামী এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি তো তার সঙ্গে ইসলাম কবূল করেছিলাম এবং আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয় যে অবহিত ছিল। বর্ণনাকারী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ তখন মহিলাকে তার দ্বিতীয় স্বামীর হতে সরিয়ে নিয়ে তার প্রথম স্বামীকে দিয়ে দিলেন।[৩৭২]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৯১৮)।

٣٩٠–٢٠٤٢. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

ضعيف : الارواء ١٩٢٢ .

---

[৩৭১] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। মূল হাদীস বুখারী মুসলিমে আছে। হাদীসে 'তলোয়ার' শব্দের উল্লেখে ইবনে মাজাহ একক হয়ে গেছেন। সেজন্য আমি এটিকে 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩৭২] আবূ দাউদ (২২৩৮), তিরমিযী (১/২১৪), ইবনু হিব্বান (১২৮০)। হাদীসের সানাদে সিমাক হলেন সিমাক ইবনু হারব জাহলী আল-কুফী। হাফিয বলেছেন, তিনি সত্যবাদী, কিন্তু বিশেষত ইকরিমাহ সূত্রে তার বর্ণনাবলী মুযতারিব। তাছাড়া শেষ বয়সে তার স্মৃতি পরিবর্তন হয়ে যায়। **–ইরওয়াউল গালীল**

Contents

৩৯০–২০৪২। শু'আয়বের পিতা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যা যাইনাব ﷺ-কে নতুন বিয়ের মাধ্যমে আবুল 'আস ইবনু রাবীর নিকট পাঠিয়ে দেন।[৩৭৩]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৯২২)।

٦١- باب فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ যে স্ত্রী নিজের স্বামীকে কষ্ট দেয়

٣٩١-٢٠٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ **سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ**، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا قَدْ حَمَلَتْ أَحَدَهُمَا وَهِيَ **تَقُودُ** الآخَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " حَامِلاَتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ لَوْلاَ مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ ".

ضعيف : الروض النضير ٩٠٥ .

৩৯১–২০৪৫। আবূ উমামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈকা মহিলা তার দু'টি সন্তান সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসে। সে একটা সন্তানকে কোলে ও অপরটিকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ এ অবস্থা দেখে বললেন ঃ এরা গর্ভধারিণী, সন্তান জন্মদানকারিণী ও সোহাগিনী। এরা যদি স্বামীকে কষ্ট না দেয়, তাহলে এদের মধ্যকার সলাত আদায়কারিণীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩৭৪]

দুর্বল ঃ রাওযুন নাযীর (৯০৫)।

٦٢- باب لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ হারাম বস্তু কোন হালাল বস্তুকে হারাম করতে পারে না

٣٩٢-٢٠٤٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ**، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ ".

ضعيف : الضعيفة ٣٨٥-٣٨٨ .

---

[৩৭৩] তিরমিযী (১১৪২)।

[৩৭৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদের রিজাল নির্ভরযোগ্য, কিন্তু মুনকাতি। ইমাম তিরমিযী 'আল-ইলাল' গ্রন্থে ইমাম বুখারী সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন, সালিম ইবনু আবীল জা'দ এটি আবূ উমামাহ হতে শুনেনি। ইবনু হিব্বান বলেছেন, তিনি আবূ উমামাহ'র যুগ পেয়েছিলেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৩৯২-২০৪৭। ইবনু 'উমার ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হালাল জিনিসকে কোন হারাম বস্তু হারাম করতে পারবে না।[৩৭৫]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩৮৫-৩৮৮)।

---

[৩৭৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

١٠ - كِتَابُ الطَّلاَقِ

অধ্যায়-১০ ঃ ত্বালাক্ব (বিবাহ বিচ্ছেদ)

١- باب الطَّلاَقِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ ত্বালাক্ব

٣٩٣-٢٠٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا **مُؤَمَّلٌ**، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ يَقُولُ أَحَدُهُمْ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ . قَدْ طَلَّقْتُكِ ".

ضعيف : الضعيفة ٤٤٣١ .

৩৯৩–২০৪৯। আবূ মূসা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মানুষের কি হল যে, তারা আল্লাহর বিধান নিয়ে খেলা করছে? তাদের কেউ বলে থাকে ঃ তোমাকে ত্বালাক্ব দিলাম, তোমাকে পুনরায় ফিরিয়ে নিলাম, তোমাকে (আবার) ত্বালাক্ব দিলাম।[৩৭৬]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৪৩১)।

٣٩٤-٢٠٥٠. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ **عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ**، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاَقُ ".

ضعيف : الارواء ٢٠٤٠، ضعيف أبي داود ٣٧٣و٣٧٤، الرد علي بليق ١١٣، التعليق على التنكيل ٢ | ٥٠ .

৩৯৪–২০৫০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম বৈধ কাজ হচ্ছে ত্বালাক্ব।[৩৭৭]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২০৪০), যঈফ আবী দাউদ (৩৭৩, ৩৭৪),রাদ্দু 'আলা বালীক্ব (১১৩), তা'লীক 'আলাত তানকীল (২/৫০)।

---

[৩৭৬] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদ হাসান। কিন্তু সানাদে মুয়াম্মাল ইবনু ইসমাঈল মতভেদ করেছেন। বলা হয়, তার ভুল বেশি। আবার বলা হয়, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩৭৭] ইবনু আদী (২৩৬/১)। ইবনু আদী বলেছেন, হাদীসের সানাদে ওয়াস্সাফী অত্যন্ত দুর্বল। হাদীসের মাধ্যমে তার দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর অনুসরণ করা যায় না। **–ইরওয়াউল গালীল**

Contents

١١– باب مُتْعَةِ الطَّلاَقِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ ত্বালাক্বের উপঢৌকন

٣٩٥-٢٠٦٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا **عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ**، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ، تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ " لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ". فَطَلَّقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةَ أَوْ أَنَسًا فَمَتَّعَهَا بِثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ.

منكر بذكر أسامة و أنس ، صحيح بلفظ : فأمر أبا أسيد أن يجهزها و يكسوها ثوبين رازقيين : الارواء ٧ | ١٤٦ : خ-أبي أسيد .

৩৯৫–২০৬৯। 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। 'আমরাহ বিনতু জাওনকে যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত করা হলো, তখন সে রসূলুল্লাহ ﷺ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। ফলে তিনি ﷺ বললেন ঃ "তুমি উপযুক্ত স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করেছ।" অতঃপর তিনি তাকে ত্বালাক্ব দিলেন এবং উসামাহ কিংবা আনাস ﵄-কে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মোতাবেক সে তাকে উপঢৌকন হিসাবে তিনটি সাদা লম্বা কাপড় প্রদান করে।[৩৭৮]

মুনকার ঃ উসামাহ ও আনাস এর উল্লেখের ফলে ঃ বিশুদ্ধ হচ্ছে এই শব্দে ঃ فأمر أبا أسيد أن يجهزها و يكسوها ثوبين رازقيين ঃ ইরওয়াউল গালীল (৭/১৪৬), বুখারী – আবূ উসাইদ।

١٢– باب الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلاَقَ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ স্বামী ত্বালাক্ব অস্বীকার করলে

٣٩٦-٢٠٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التِّنِّيسِيُّ، عَنْ **زُهَيْرٍ**، عَنِ **ابْنِ جُرَيْجٍ**، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلاَقُهُ ".

ضعيف : الضعيفة ٢٢١١ .

---

[৩৭৮] বুখারী (৫২৫৪), নাসায়ী (৩৪১৭), বায়হাকী (৭/৩১৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের 'উবাইদ ইবনুল কাসিম সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেছেন, সে ছিল মিথ্যাবাদী, খাবীস। সালিহ ইবনু মুহাম্মাদ বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী, হাদীস জালকারী। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্যের সূত্র দিয়ে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে। সে হিশাম ইবনু উরওয়াহ সূত্রে বানোয়াট নুসখাহ বর্ণনা করেছে। এছাড়া ইমাম বুখারী, আবূ যুর'আহ, আবূ হাতিম, নাসায়ী ও অন্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৩৯৬–২০৭০। ‘আবদুল্লাহ বিন ‘আম্‌র ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন স্বামী তার স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দিয়েছে বলে স্ত্রী দাবি করবে এবং স্ত্রীর পক্ষে একজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী পেশ করে, তখন তার স্বামীকে শপথ করতে হবে। স্বামী সাক্ষীর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে। আর যদি স্বামী শপথ করতে অস্বীকৃতি জানায় শপথ করলে তাহলে তার অস্বীকৃতি একজন সাক্ষ্যের স্থলাতিষিক্ত হবে এবং ত্বালাক্ব কার্যকর হবে।[৩৭৯]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২২১১)।

١٧– باب طَلاَق الْبَتَّة

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ চূড়ান্ত ত্বালাক্ব

٣٩٧–٢٠٨٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ **الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ**، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ**، عَنْ **أَبِيهِ**، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ " مَا أَرَدْتَ بِهَا " . قَالَ وَاحِدَةً . قَالَ " آللَّهِ مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً قَالَ آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً . قَالَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

ضعيف : الارواء ٢٠٦٣، المشكاة ٣٢٨٢ .

৩৯৭–২০৮৩। ইয়াযীদ ইবনু রুকানাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে চূড়ান্ত ত্বালাক্ব দেন এবং তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। ফলে তিনি বললেন ঃ তোমার নিয়্যাত কি ছিল? ইয়াযীদ বললেন ঃ এক ত্বালাক্বের। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! তুমি কি কেবল এক ত্বালাক্বের নিয়্যাত করেছিলে? ইয়াযীদ বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি এক ত্বালাক্বের নিয়্যাত করেছিলাম। ফলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বললেন।[৩৮০]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২০৬৩), মিশকাত (৩২৮২)।

---

[৩৭৯] ইবনু আবী হাতিম ‘আল-ইলাল’ (১/৪৩২), খাতীব (২/৪৫)। ইবনু আবী হাতিম বলেছেন, আমার পিতাকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হাদীসটি মুনকার। মুলতঃ এর দোষ হল, সানাদে যুহাইর ইবনু মুহাম্মাদ। সে খুরাসানী, স্মৃতি দুর্বলতার কারণে দুর্বল। তাই ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে আল্লামা বুসয়রী কর্তৃক “এই সানাদটি হাসান, এর ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য” বলাটা প্রত্যাখ্যাত। বিশেষ করে এর সানাদে এছাড়াও ইবনু জুরাইজের আন্ আন্ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। (সে একজন মুদাল্লিস)। **–যঈফাহ্**

[৩৮০] আবূ দাউদ (২২০৮), তিরমিযী (১/২২০), দারিমী (২/১৬৩), ইবনু হিব্বান (১৩২১), দারাকুতনী (৪৩৯), হাকিম (২/১৯৯), বায়হাকী (৭/৩৪২), তায়ালিসি (১১৮৮), উকাইলী ‘আয-যুআফা” (১৪৫, ২১৫, ৩০০ পৃষ্ঠা), ইবনু আদী ‘কামিল’ (ক্বাফ ১৫০/১)। হাদীসটির সানাদ ধারাবাহিক ক্রুটির কারণে দুর্বল। তা হল– (১) সানাদে ‘আলী ইবনু ইয়াযীদ ইবনু রুকানাহ-এর জাহালাত। ইমাম উকাইলী ‘আয-যুআফা’ গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করেছেন এবং তার এই হাদীস তুলে ধরে ইমাম বুখারী সূত্রে বলেছেন, তার হাদীস সহীহ নয়। ইমাম যাহাবীর ‘আল-মীযান’ এবং ইবনু হাজারের ‘আত-তাহযীব’ গ্রন্থেও অনুরূপ রয়েছে। (২) সানাদে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আলী ইবনু ইয়াযীদের দুর্বলতা। ইমাম উকাইলী ‘আয-যুআফা’ গ্রন্থে তাব উল্লেখ করে বলেছেন, তার হাদীস অনুসরণযোগ্য নয়। সানাদটি মুযতারিব। হাফিয ‘আত-তাক্বরীব’ গ্রন্থে বলেছেন, সে হাদীসে শিথিল। (৩) সানাদে যুবাইর ইবনু সাঈদের মাঝেও দুর্বলতা। ইবনু মাঈন বলেছেন, সে কিছুই না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সে দুর্বল। আহমাদ বলেছেন, তার মাঝে শিথিলতা আছে। হাফিয ‘আত-তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেছেন, সে হাদীসে শিথিল। (৪) হাদীসের সানাদে ইযতিরাব (উলটপালট)। যেমন ইতোপূর্বে ইমাম বুখারী সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। **–ইরওয়াউল গালীল**

٢١– باب كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ স্ত্রীর জন্য বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী (খুল'আ) নিন্দনীয়

٣٩٨-٢٠٨٦. حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ، عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ . وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا ".

ضعيف : الارواء ٧ | ١٠١، الضعيفة ٤٧٧٧ .

৩৯৮-২০৮৬। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে নারী একেবারে নিরুপায় বিহীন স্বামীর নিকট ত্বালাক্ব চায়, সে জান্নাতের সুভাস পাবে না। অথচ জান্নাতের সুভাস চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যাবে।[৩৮১]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৭/১০১), যঈফাহ্ (৪৭৭৭)।

٢٢– باب الْمُخْتَلِعَةِ تَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ খুল'আকারী স্ত্রীকে প্রদানকৃত সম্পদ ফেরত নেয়া প্রসঙ্গে

٣٩٩-٢٠٨٩. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ **حَجَّاجٍ**، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَكَانَ رَجُلاً دَمِيمًا . فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَوْلاَ مَخَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَىَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ " . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ . قَالَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

ضعيف : الارواء ٧ | ١٠٣ | ٢٠٣٧، و في الصحيح ما يغني عنه .

৩৯৯-২০৮৯। 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাবীবাহ বিনতু সাহল সাবিত ইবনু ক্বায়স ইবনু শামআস ﷺ-এর স্ত্রী ছিলেন। আর সাবিত (রহ.) ছিলেন একজন কুৎসিত চেহারার লোক। হাবীবাহ ﷺ বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আল্লাহর শপথ! সাবিত যখন আমার নিকট আসে তখন যদি আল্লাহকে ভয় না থাকত, আমি অবশ্যই তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করতাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি তার বাগান ফেরভ দিবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন ঃ সে ভার বাগান তাকে ফিরিয়ে দিল। বর্ণনাকারী বলেন ঃ ফলে রসূলুল্লাহ ﷺ উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন।[৩৮২]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৭/১০৩/২০৩৭), সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে এর উপর প্রাধান্যযোগ্য বর্ণনা আছে।

---

[৩৮১] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। – **আয-যাওয়ায়িদ**

[৩৮২] আহমাদ (৪/৩১)। হাদীসের সানাদে হাজ্জাজ হল, ইবনু আরত্বাত। সে একজন মুদাল্লিস এবং সে আন্ আন্ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে। –**ইরওয়াউল গালীল**

٢٤- باب الإيلاء

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ ঈলা প্রসঙ্গে

٤٠٠-٢٠٩٢. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ **حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّد**، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا آلَى لأَنَّ زَيْنَبَ رَدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ أَقْمَأَتْكَ . فَغَضِبَ ﷺ فَآلَى مِنْهُنَّ.

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة.

৪০০-২০৯২। 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। যাইনাব ﵂ তার দেয়া হাদিয়া ফেরত **দিয়েছিলেন** বলেই রসূলুল্লাহ ﷺ ঈলা করেছিলেন। সে সময় 'আয়িশাহ ﵂ বলেছিলেন ঃ যাইনাব আপনাকে অপমান করেছে! এতে রসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হয়ে তাদের (সকলের) থেকে ঈলা করেছিলেন।[৩৮৩]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

٢٧- باب اللِّعَان

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ লি'আন প্রসঙ্গে

٤٠١-٢١٠٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ **ابْنِ إِسْحَاقَ**، قَالَ ذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعِجْلاَنَ فَدَخَلَ بِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ بَلَى قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ . فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلاَعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ.

ضعيف .

৪০১-২১০২। ইবনু 'আব্বাস ﵄ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসার লোক ইজলান গোত্রের জনৈক মহিলাকে বিয়ে করেন। অতঃপর তিনি তার নিকট গিয়ে রাত্রি যাপন করেন। ভোর হলে তিনি বললেন ঃ আমি তাকে কুমারী পাইনি। ফলে ব্যাপারটি নাবী ﷺ-এর নিকট উত্থাপন করা হলো। তিনি মহিলাটিকে ডেকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। মহিলাটি বলল ঃ আমি কুমারী। রসূলুল্লাহ ﷺ **উভয়কে** লি'আন করার নির্দেশ দিলে মহিলাটি লি'আন করল এবং লোকটি মহিলাকে মাহর দিয়ে দিল।[৩৮৪]

দুর্বল।

---

[৩৮৩] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে হারিসাহ **ইবনু মুহাম্মাদ** রয়েছে। তাকে দুর্বল বলেছেন ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন, নাসায়ী, ইবনু আদী ও অন্যরা। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩৮৪] আহমাদ (২৩৬৩)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের তাদলীসের কারণে সানাদ দুর্বল। বায্যার বলেছেন, এ সানাদ ছাড়া হাদীসটি জানা যায় না। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٤٠٢-٢١٠٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُنَّ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ".

ضعيف : الضعيفة ٤١٢٧ .

৪০২-২১০৩। 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ চার শ্রেণীর মহিলার ক্ষেত্রে লি'আন প্রযোজ্য নয়। মুসলিমের অধিনস্থ খ্রীষ্টান নারী, মুসলিমের অধিনস্থ ইয়াহূদী নারী, গোলামের অধীনে স্বাধীন নারী এবং স্বাধীনের অধীনে দাসী নারী।[৩৮৫]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪১২৭)।

٢٩- باب خِيَارِ الأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ দাসীকে আযাদ করলে বিয়ের ব্যাপারে সে স্বাধীনতা লাভ করবে

٤٠٣-٢١٠٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ.

شاذ بهذا اللفظ، و المحفوظ بلفظ : (عبد) كما في حديث عائشة و حديث ابنت عباس في الصحيح : الارواء ٦ | ٢٧٦، صحيح أبي داود ١٩٣٧ .

৪০৩-২১০৬। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বারীরাকে মুক্ত (আযাদ) করে দিয়েছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে (বৈবাহিক সম্পর্ক রাখা বা না রাখার) স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তার স্বামী আযাদ ছিল।[৩৮৬]

উপরোক্ত শব্দে শায। আর মাহফুয হচ্ছে (عبد), যেমন 'আয়িশা ও 'আব্বাসের কন্যার বর্ণনায় রয়েছে সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে ঃ ইরওয়াউল গালীল (৬/২৭২), সহীহ আবী দাউদ (১৯৩৭)।

---

[৩৮৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'উসমান ইবনু 'আত্বা সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৩৮৬] বুখারী (৪৫৬, ১৪৯৩, ২১৫৫, ২১৫৬, ২১৬৮, ২১৬৯, ২৫৩৬, ২৫৬১, ২৫৬৩, ২৫৬৪, ২৫৬৫, ২৫৭৮, ২৭১৭, ২৭২৬, ২৭২৯, ২৭৩৫, ৫০৯৭, ৫২৭৯, ৫২৮৪, ৫৪৩০, ৬৭১৭, ৬৭৫১, ৬৭৫৪, ৬৭৫৮, ৬৭৬০), মুসলিম (১০৭৫, ১৫০৪), তিরমিযী (১১৫৪, ১১৫৫, ১২৫৬, ২১২৪, ২১২৫), নাসায়ী (২৬১৪, ৩৪৪৭, ৩৪৪৮, ৩৪৪৯, ৩৪৫০, ৩৪৫১, ৩৪৫২, ৩৪৫৩, ৩৪৫৪, ৪৬৪২, ৪৬৪৩, ৪৬৪৪, ৪৬৫৫, ৪৬৫৬), আবূ দাউদ (২২৩৩, ২২৩৪, ২২৩৫, ২২৩৬, ২৯১৬, ৩৯২৯), আহমাদ (২৩৫৩৩, ২৩৬৩০, ২৩৬৬৭, ২৪০০১, ২৪২০১, ২৪৩১৮, ২৪৩৭৫, ২৪৩৯৮, ২৪৫১০, ২৪৬৪৪, ২৪৭৫৭, ২৪৮৩৮), বায়হাকী (৭/৪৪৮)।

Contents

٣٠- باب في طَلاَقِ الأَمَةِ وَعِدَّتِهَا

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ দাসীর ত্বালাক্ব ও তার ইদ্দাত

٤٠٤-٢١١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا **عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ **عَطِيَّةَ**، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " طَلاَقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ".

ضعيف : الارواء ٧ | ١٥٠ .

৪০৪-২১১১। ইবনু 'উমার رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দাসীর ত্বালাক্ব হলো দু'টি এবং তার ইদ্দাত হল দু' হায়িয।[৩৮৭]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৭/১৫০)।

٤٠٥-٢١١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ **مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ**، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ " . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ فَذَكَرْتُهُ لِمُظَاهِرٍ فَقُلْتُ حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ . فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ ".

ضعيف : الارواء ٢٠٦٦، ضعيف أبي داود ٣٧٧ .

৪০৫-২১১২। 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাসীর ত্বালাক্ব হলো দু'টি এবং তার ইদ্দাত হলো দু' হায়িয।[৩৮৮]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২০৪৬), যঈফ আবী দাউদ (৩৭৭)।

---

[৩৮৭] হাদীসটি দারাকুতনী এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, এভাবে মারফু সূত্রে হাদীসের সানাদে 'উমার ইবনু শাবীব মাসলী একক হয়ে গেছেন । এটি দুর্বল। সহীহ হচ্ছে যা সালিম ও নাফে ইবনু 'উমার হতে মাওকুফভাবে বর্ণনা করেছেন । ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু ঈসা হতে আত্বিয়্যাহ থেকে ইবনু উমার সূত্রের মারফু বর্ণনাটি মুনকার এবং দুটি কারণে অপ্রমাণিত। প্রথমঃ সানাদের আত্বিয়্যাহ দুর্বল। দ্বিতীয়তঃ সানাদে 'উমার ইবনু শাবীব হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। তার বর্ণনা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। **– ইরওয়াউল গালীল**

[৩৮৮] তিরমিযী, (১/২২২), দারাকুতনী, হাকিম (২/২০৫), বায়হাকী এবং খাত্তাবী 'গরীবুল হাদীস' (ক্বাফ ১৫২/2)। ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন, হাদীসটি মাজহুল ব্যক্তির। হাদীসের সানাদে মুজাহির দুর্বল। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে বলেন, ইবনু মাঈন বলেছেন, সে কিছুই না। ইমাম খাত্তাবী বলেছেন, নিশ্চয় হাদীস বিশারদগণ তাকে যঈফ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, মুজাহিরের হাদীস ছাড়া এর কোন মারফু সূত্র আমরা অবহিত নই, এবং আমরা তাকে এই হাদীস ছাড়া চিনি না। তার এই বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, সে মাজহুল। **–ইরওয়াউল গালীল**

٣٢- باب مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ কেউ বাঁদীকে দু' ত্বালাক্ব দিয়ে পরে তাকে ক্রয় করে নিলে

٤٠٦-٢١١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ، امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا أَيَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ . فَقِيلَ لَهُ عَمَّنْ قَالَ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

ضعيف : ضعيف أبي داود ٣٧٥-٣٧٦ .

৪০৬-২১১৪। বনু নূফালের মুক্তদাস আবুল হাসান (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে এমন দাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে তার স্ত্রীকে দু' ত্বালাক্ব দিয়েছে, অতঃপর তাকে মুক্ত করা হয়েছে। সে মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। অতঃপর তাঁকে বলা হলো ঃ আপনি কার সূত্রে বলছেন? তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।[৩৮৭]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাঊদ (৩৭৫, ৩৭৬)।

---

[৩৮৭] নাসায়ী (৩৪২৮), আবূ দাঊদ (২১৮৭), বায়হাকী (৬/৩৭)।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

١١ - كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ

অধ্যায়-১১ ঃ কাফ্ফারাহ সমূহ

١- باب يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الَّتِيْ كَانَ يَحْلِفُ بِهَا

অনুচ্ছেদ-১ ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে শপথ করতেন

٤٠٧-٢١٢٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " لاَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ".

ضعيف :المشكاة ٣٤٢٣ .

৪০৭-২১২৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শপথ ছিল এমন ঃ "না, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি।"[৩৯০]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৩৪২৩)।

٢- باب النَّهْيِ أَنْ يَحْلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা নিষেধ

٤٠٨-٢١٣٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ **أَبِي إِسْحَاقَ**، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ حَلَفْتُ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا وَتَعَوَّذْ وَلاَ تَعُدْ ".

ضعيف : الارواء ٨|١٩٢ .

৪০৮-২১৩০। সা'দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার লা'ত ও উয্যার নামে শপথ করি। ফলে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি বল لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই,

---

[৩৯০] নাসায়ী (৪৭৭৬), আবূ দাউদ (৩২৬৫), আহমাদ (৭৮০৯)।

তিনি একক, তার কোন শরীক নেই।" অতঃপর তিনবার বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করে (শয়তান হতে) আশ্রয় প্রার্থনা কর। কক্ষনোই এরূপ আচরণ পুনরাবৃত্তি করবে না।[৩৯১]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৮/১৯২)।

٣- باب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلاَمِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মিল্লাতের নামে কসম করলে

٤٠٩-٢١٣٢. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقُولُ أَنَا إِذًا لَيَهُودِيٌّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَجَبَتْ ".

ضعيف جدا : التعليق الرغيب ٤ | ٣١ .

৪০৯-২১৩২। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এক লোককে এরূপ বলতে শুনলেন ঃ আমি যদি এরূপ করি তাহলে আমি ইয়াহূদী। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ অবধারিত হয়ে গেল।[৩৯২]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৪/৩১)।

٥- باب الْيَمِينِ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ কসমের পরিণতি পাপ অথবা অনুতাপ

٤١٠-٢١٣٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ ".

ضعيف : التعليق الرغيب ٣ | ٢٩، الروض النضير ٥٠٥، أحاديث البيوع .

৪১০-২১৩৬। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বস্তুত কসমের পরিণাম হচ্ছে গুনাহ বা পরিতাপ।

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/২৯), রাওযুন নাযীর (৫০৫), আহাদীসিল বুয়ূ ।

---

[৩৯১] নাসায়ী (২/১৪০), ইবনু আবী শায়বাহ (৪/১৮০), ইবনু হিব্বান (১১৭৮), আহমাদ (১/১৮৩, ১৮৬-১৮৭) আবূ ইসহাক সানাদে মুস'আব ইবনু সা'দ হতে। হাদীসের সানাদে আবূ ইসহাক হচ্ছে সাবীয়ী'। তার নাম 'আমর ইবনু 'আব্দুল্লাহ। সে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করত। অতঃপর সে একজন মুদাল্লিস এবং হাদীসটি আন্ আন্ শব্দ যোগে বর্ণনাকারী। **–ইরওয়াউল গালীল**

[৩৯২] বায়হাকী 'সুনান' (১০/৩২)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে বাক্বিয়্যাহ **ইবনু** ওয়ালীদ মুদাল্লিস এবং এটিকে সে আন্ আন্ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٨- باب مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যার বক্তব্য, মন্দ বিষয়ে কসমের কাফ্‌ফারাহ হচ্ছে কাজটি বর্জন করা

٤١١-٢١٤٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا **عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ**، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، . أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا ".

منكر : الارواء ٧ | ١٦٨، الضعيفة ١٣٦٥ .

৪১১-২১৪৪। 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্‌র ؓ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শপথ করার পর, অন্যকিছুকে এর চেয়ে উত্তম দেখে, তাহলে যে উদ্দেশে সে শপথ করেছে তা যেন বর্জন করে। কেননা, বর্জন করা- এর কাফফারা।[৩৯৩]

মুনকার ঃ ইরওয়াউল গালীল (৭/১৬৮), যঈফাহ্ (১৩৬৫)।

٩- باب كَمْ يُطْعَمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারাহ হিসাবে কয়জনকে আহার করাতে হবে

٤١٢-٢١٤٥. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، حَدَّثَنَا **عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ** بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

ضعيف

৪১২-২১৪৫। ইবনু 'আব্বাস ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এক সা' খুরমা দিয়ে কাফফারা আদায় করেছিলেন এবং লোকজনকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য যদি কেউ তা না পায়, তাহলে অর্ধ সা' গম আদায় করবে।[৩৯৪]

দুর্বল।

١٢- باب إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ শপথকারীর দায়মুক্তিতে সহযোগিতা

٤١٣-٢١٥١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ **يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ**، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، أَوْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ

---

[৩৯৩] আবু দাউদ (৩২৭৪)। হাদীসের সানাদে 'আওন ইবনু 'উমারাহ দুর্বল। যেমন 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে রয়েছে। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (ক্বাফ ১৩১/১) বলেছেন, সে সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। – যঈফাহ্

[৩৯৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'উমার ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়ালা দুর্বল। –তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

مَكَّةَ جَاءَ بِأَبِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لأَبِي نَصِيبًا فِي الْهِجْرَةِ . فَقَالَ " إِنَّهُ لاَ هِجْرَةَ " . فَانْطَلَقَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتَنِي فَقَالَ أَجَلْ . فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتَ فُلاَنًا وَالَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ جَاءَ بِأَبِيهِ لِيُبَايِعَكَ عَلَى الْهِجْرَةِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّهُ لاَ هِجْرَةَ " . فَقَالَ الْعَبَّاسُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ . فَمَدَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَمَسَّ يَدَهُ فَقَالَ " أَبْرَرْتُ عَمِّي وَلاَ هِجْرَةَ " . قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ يَعْنِي لاَ هِجْرَةَ مِنْ دَارٍ قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا.

ضعيف .

৪১৩-২১৫১। ‘আবদুর রহমান ইবনু সাফওয়ান অথবা সাফওয়ান ইবনু ‘আবদুর রহমান কুরামী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ বিজয়ের দিন ‘আবদুর রহমান তাঁর পিতাকে নিয়ে এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতাকে হিজরাতে অংশীদার করুন। তিনি বললেন ঃ হিজরাত আর নেই। ফলে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করে ‘আব্বাস ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ আপনি কি আমাকে চিনেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। অতঃপর ‘আব্বাস ﷺ চাদরবিহীন অবস্থায় একটি জামা গায়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো এই লোকটিকে চিনেন এবং তার ও আমাদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতাও আপনি অবহিত আছেন। লোকটি তার পিতাকে নিয়ে এসেছে যেন আপনি তাকে হিজরাতের উপর বাই‘আত গ্রহণ করান। নাবী ﷺ বললেন ঃ এখন আর হিজরাত নেই। ‘আব্বাস ﷺ বললেন ঃ আপনাকে কসম দিয়ে বলছি। তখন নাবী ﷺ তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং লোকটির হাত স্পর্শ করে বললেন ঃ আমি শুধুমাত্র আমার চাচার কসম পূর্ণ করলাম। আসলে হিজরাত আর নেই।

ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ (রহ.) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার মর্ম হচ্ছে, যে দেশের বাসিন্দারা ইসলাম কবূল করেছে, হিজরাত করে সে দেশ থেকে অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই।[৩৯৫]

দুর্বল।

١٤- باب مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ শপথের সময় মনের ইচ্ছা গোপন রাখলে

٤١٤-٢١٥٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا، سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ

---

[৩৯৫] বুখারী (৬৩০, ৪৩৮৫, ৪৪১৫, ৫৫১৭, ৬৬২৩, ৬৬৪৯, ৬৬৭৮, ৬৬৮০, ৬৭৪১, ৭৫৫৫), আহমাদ (১৫১২৩), বায়হাকী (৯/২৩১), হাকিম (৪/৩০৫)। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ রয়েছে। ইমাম মুসলিম মুতাবি‘আতে তার বর্ণনা এনেছেন। জমহুর তাকে দুর্বল বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

النَّاسُ أَنْ يَحْلِفُوا فَحَلَفْتُ أَنَا أَنَّهُ أَخِي فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَا أَنَّهُ أَخِي فَقَالَ " صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ".

ضعيف بذكر القصة، و المرفوع منه صحيح .

৪১৪–২১৫৫। সুওয়াদ ইবনু হানযালা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খোঁজে বেরিয়ে গেলাম। তখন আমাদের সাথে ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র ছিলেন। এমতাবস্থায় তার শত্রু তাকে ধরে ফেলে। কেউ তখন কসম করতে সম্মত হল না। আমি কসম করে বললাম ঃ সে আমার ভাই। ফলে শত্রুরা তাকে ছেড়ে দিল। আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে অবহিত করলাম, দলের লোকজন কসম করতে অসম্মত হয়েছে, সেজন্য আমি কসম করে বলেছিলাম, সে আমার ভাই। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি সত্যই বলেছ, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই।[৩৯৬]

ঘটনা উল্লেখের দ্বারা দুর্বল। তবে এর মারফূ বর্ণনাটি সহীহ।

١٧ – باب مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ কেউ কোন কিছুর নাম না নিয়েই মানৎ করলে

٤١٥–٢١٦٤. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا **خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ**، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ ".

ضعيف جدا و الصحيح موقوف : الارواء ٨| ٢١١ .

৪১৫–২১৬৪। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে নাবী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে লোক কোন কিছুর উল্লেখ ছাড়াই মানৎ করে, তবে তার কাফফারা হবে কসমের কাফফারার ন্যায়। আর যে ব্যক্তি এমন মানৎ করল, যা পূরণ করার ক্ষমতা তার নেই, তার কাফফারা হবে কসমের কাফফারার ন্যায়। আর যে লোক এমন মানৎ করল, যা পূরণ করতে সে সক্ষম, তাহলে সে যেন তা পূরণ করে।[৩৯৭]

খুবই দুর্বল ঃ আর সহীহ হল মাওকুফ ঃ ইরওয়াউল গালীল (৮/২১১)।

٢٠ – باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا

---

[৩৯৬] আবূ দাউদ (৩২৫৬), আহমাদ (১৬২৮৫), বায়হাকী (১০/৭২)।

[৩৯৭] হাদীসের সানাদে খারিজাহ হাদীস বর্ণনায় মাতরুক এবং সে মিথ্যাবাদীদের সূত্রে হাদীস তাদলীস করত। বলা হয়, ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। যেমন রয়েছে 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে। এছাড়া সানাদে সান'আনী হাদীস বর্ণনায় শিথিল। **–ইরওয়াউল গালীল**

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ কেউ পায়ে হেঁটে হাজ্জ করার মানৎ করলে

٤١٦-٢١٧١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ **عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ**، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ".

ضعيف : الارواء ٢٥٩٢ .

৪১৬-২১৭১। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তাঁর বোন এ মর্মে মানৎ করলেন যে, তিনি খালি পায়ে হেঁটে, মুখ খোলা রেখে হাজ্জ পালন করবেন। বিষয়টি তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করলেন। ফলে তিনি ﷺ বললেন ঃ তাকে বল, সে যেন বাহনে চড়ে, মুখ ঢেকে রাখে এবং তিনদিন সাওম পালন করে।[৩৯৮]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২৫৯২)।

---

[৩৯৮] বুখারী (১৮৬৬), মুসলিম (১৬৪৪), আবূ দাউদ (৩২৯৩), নাসায়ী (৩৮১৪), তিরমিযী (১৫৪৪), দারিমী (৩৩৩৪), বায়হাকী (১০/৮০) এবং আহমাদ (১৬৮৪০, ১৬৮৫৫, ১৬৮৭৯, ১৬৮৯৭, ১৬৯৩৫, ১৭৩৩৮)। হাদীসের সানাদে 'উবাইদুল্লাহ ইবনু যাহ্‌র দুর্বল। **-ইরওয়াউল গালীল**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

١٢ – كِتَابُ التِّجَارَاتِ

অধ্যায়-১২ ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য

١– باب الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করা

٤١٧–٢١٧٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا **كُلْثُومُ بْنُ جَوْشَنٍ الْقُشَيْرِيُّ**، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

ضعيف : غاية المرام ١٦٦، أحاديث البيوع ، الرد علي بليق ١٣٥ .

৪১৭-২১৭৭। ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ **বিশ্বস্ত সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী ক্বিয়ামাতের দিন শহীদদের সাথে থাকবে।**[৩৯৯]

দুর্বল ঃ গায়াতুল মারাম (১৬৬), আহাদীসিল বুয়ূ , রাদ্দু 'আলা বালীক (১৩৫)।

٢– باب الاقْتِصَادِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ জীবিকা অর্জনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন

٤١٨–٢١٨١. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَهْرَامَ، حَدَّثَنَا **الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ** بْنِ عُثْمَانَ، زَوْجُ بِنْتِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ **يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَعْظَمُ النَّاسِ هَمًّا الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَهُمُّ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ وَأَمْرِ آخِرَتِهِ ".

ضعيف : الضعيفة ٨٩٧، أحاديث البيوع .

---

[৩৯৯] দারাকুতনী (২৯১), হাকিম (২/৬), বায়হাকী (৫/২৬৬)। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদের কুলসুম ইবনু জাওশান কুশাইরী দুর্বল। আবূ দাউদ সিজিস্তানী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবু হাতিম রাযী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, তাতে কোন সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এ হাদীসটিই রয়েছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

ইবনু আবী হাতিম 'আল-ইলাল' গন্থে বলেছেন, আমি আমার পিতার নিকট আইয়ূব সূত্রে কুলসুম ইবনু জাওশানের হাদীস সম্পর্কে জানতে চাইলে আমার পিতা বলেন, এই হাদীসের কোনই ভিত্তি নেই। কুলসুম হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **–গায়াতুল মারাম**

৪১৮–২১৮১। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ চিন্তাশীল মু'মিন অধিক সম্মানিত। সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের ব্যাপারেই চিন্তা করে থাকে।[৪০০]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৮৯৭), আহাদীসিল বুয়ু ।

٣- باب التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ব্যবসায় সাবধানতা অবলম্বন

٤١٩-٢١٨٤. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ **إِسْمَاعِيلَ** بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رِفَاعَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ بُكْرَةً فَنَادَاهُمْ " يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ " . فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ قَالَ " إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ ".

ضعيف : المشكاة ٢٧٩٩، غاية المرام ١٦٨، التعليق الرغيب ٣|٢٩، أحاديث البيوع، لكن قوله : (ان التجار..)
٢صحيح : الصحيحة ١٤٥٨ .

৪১৯–২১৮৪। রিফা'আহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। তিনি দেখলেন, লোকজন সকালে বেচাকেনা করছে। ফলে তিনি তাদেরকে এই বলে আহ্বান করলেন ঃ হে ব্যবসায়ী দল! তারা তখন চোখ তুলে ও ঘাড় উঁচু করে তাকালো, তখন তিনি বললেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে পাপাচারীদের সঙ্গে উঠানো হবে। অবশ্য তাদের কথা ভিন্ন, যারা আল্লাহকে ভয় করে, সততার সঙ্গে ব্যবসা করে এবং সত্য কথা বলে।[৪০১]

দুর্বল ঃ মিশকাত (২৭৯৯), গায়াতুল মারাম (১৬৮), তা'লীকুর রাগীব (৩/২৯), আহাদীসিল বুয়ু , কিন্তু তার বক্তব্য (ان التجار..) বিশুদ্ধ ঃ সহীহাহ (১৪৫৮)।

---

[৪০০] ইমাম ইবনে মাজাহ বলেছেন, "হাদীসটি গরীব। ইসমাঈল তা একা বর্ণনা করেছেন।" হাদীসের সানাদে হাসান ইবনু মুহাম্মাদকে কোন ব্যক্তিই তাকে নির্ভরযোগ্য বলেননি। আল্লামা আযদী বলেছেন, সে হাদীসে মুনকার। এছাড়া সানাদে ইয়াযীদ আর-রুকাশী দুর্বল। যেমন রয়েছে 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে। আল্লামা মানাবী 'ফায়যুল কাদীর' গ্রন্থে বলেন, ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম নাসায়ী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ রুকাশীকে মাতরুক বলেছেন। ইমাম শু'বাহ বলেছেন, আমার নিকট তার থেকে হাদীস বর্ণনা করার চেয়ে যেনা করা বেশি উত্তম। ইমাম বুখারী হাদীসটিকে 'আয-যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। **–যঈফাহ্**

[৪০১] তিরমিযী (১২১০, ১/২২৮), দারিমী (২৫৩৮), ইবনু হিব্বান (১০৯৫), হাকিম (২/৬)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। হাকিম বলেছেন, সানাদ সহীহ। যাহাবী তাতে একমত হয়েছেন। কিন্তু শায়খ আলবানীর দৃষ্টিতে তাদের প্রত্যেকের মন্তব্য প্রশ্নের সম্মুখীন। কেননা সানাদের ইসমাইল সম্পর্কে ইমাম বুখারী 'তারীখ' গ্রন্থে বলেছেন, ইবনু খুযাইম ছাড়া কেউ তার থেকে বর্ণনা করেননি। আর যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেছেন, 'আব্দুলাহ ইবনু 'উসমান ইবনু খুসাইম ছাড়া কেউ তার থেকে বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না। অতএব 'ইলমুল মুসত্বালাহ অনুযায়ী এর অর্থ দাঁড়ায় সে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। সুতরাং তার হাদীসটি কিভাবে সহীহ হতে পারে? বিশেষ করে ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেননি। আর ইবনু হিব্বান যে নির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করণে শিথিল, তা জানা বিষয়। এছাড়া হাদীসটি দূর্বল হওয়ার আরেকটি দিক হচ্ছে এই যে, নির্ভরযোগ্যদের একটি দল ইবনু খুসাইম সূত্রে সানাদ বর্ণনায় তার বিপরীত করেছেন। **–গায়াতুল মারাম**

٤- باب إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهٍ فَلْيَلْزَمْهُ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ কারোর কোন ভাবে রিয্‌কের ব্যবস্থা হলে সেথায় লেগে থাকা

٤٢٠-٢١٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا **فَرْوَةُ أَبُو يُونُسَ**، عَنْ هِلاَلِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَصَابَ مِنْ شَىْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ ".

ضعيف : أحاديث البيوع .

৪২০–২১৮৫। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ কোন সূত্র হতে কিছু আমদানী পেলে, সে যেন তাতে লেগে থাকে।[৪০২]

দুর্বল ঃ আহাদীসিল বুয়ূ।

٤٢١-٢١٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا **أَبُو عَاصِمٍ**، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ **الزُّبَيْرِ بْنِ عُبَيْدٍ**، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ . فَقَالَتْ لاَ تَفْعَلْ مَالَكَ وَلِمَتْجَرِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا سَبَّبَ اللَّهُ لأَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهٍ فَلاَ يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ".

ضعيف : أحاديث البيوع،المشكاة ٢٧٨٥ .

৪২১–২১৮৬। নাফি‘ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া ও মিসরে ব্যবসা পরিচালনা করতাম। একবার আমি ইরাকে ব্যবসা করলাম। অতঃপর আমি উম্মুল মু’মিনীন ‘আয়িশাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম ঃ হে উম্মুল মু’মিনীন! আমি আগে সিরিয়ায় ব্যবসা করতাম। কিন্তু এখন ইরাকে ব্যবসা করছি। তিনি বললেন ঃ এরূপ করো না। তোমার এবং তোমার ব্যবসা কেন্দ্রের কি হল? আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ যখন তোমাদের কারো জন্য কোন স্থান থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেন, সে যেন ঐ স্থান প্রতিকুল বা অপছন্দনীয় না হওয়া পর্যন্ত বর্জন না করে।[৪০৩]

দুর্বল ঃ আহাদীসিল বুয়ূ , মিশকাত (২৭৮৫)।

---

[৪০২] সানাদের ফারওয়াহ আবূ ইউনূস সম্পর্কে ইমাম যাহাবী কাশিফ‘ গ্রন্থে বলেছেন, তার ব্যপারে মতপার্থক্য রয়েছে। আযদী (রহঃ) বলেছেন, সে দুর্বল। ইবনু হিব্বান তাকে ‘আস-সিকাত’ এ উল্লেখ করেছেন। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৪০৩] বায়হাকী (৬/১২৫)। আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদ সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে। কেননা সানাদে ওয়ালিদ আবী ‘আসিম এর নাম হল, মুখাল্লাদ ইবনু জাহ্‌হাক। তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম উক্বাইলী ও নাসায়ী বলেছেন, তার হাদীস অনুসরণযোগ্য নয়। ইবনু হিব্বান ‘আস-সিকাত’ এ তার উল্লেখ করেছেন। এছাড়া সানাদে যুবাইর ইবনু ‘উবাইদকে ইমাম যাহাবী অজ্ঞাত বলেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে ‘আস-সিকাত’ এ উল্লেখ করেছেন। - **হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**।

٥- باب الصِّنَاعَاتِ

অনুচ্ছেদ-৫ : কারিগরি শিল্প

٤٢٢-٢١٩٠. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا **عُمَرُ بْنُ هَارُونَ**، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ **فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ**، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ".

موضوع : الضعيفة ١٤٤، أحاديث البيوع .

৪২২-২১৯০। আবূ হুরাইরাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের মধ্যকার সবচেয়ে মিথ্যাবাদী হলো- কাপড় রংকারী ও অলংকার নির্মাতারা।[৪০৪]

বানোয়াট : যঈফাহ্ (১৪৪), আহাদীসিল বুয়ূ ।

٦- باب الْحُكْرَةِ وَالْجَلَبِ

অনুচ্ছেদ-৬ : গুদামজাতকরণ ও অবাধ ব্যবসা

٤٢٣-٢١٩١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ **عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ** بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ **عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ**، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ ".

ضعيف : المشكاة ٢٨٩٣، غاية المرام ٣٢٧، أحاديث البيوع .

৪২৩-২১৯১। 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অবাধ ব্যবসায়ী হচ্ছে অনুগ্রহের পাত্র, আর গুদামজাতকারী অভিশপ্ত।[৪০৫]

দুর্বল : মিশকাত (২৮৯৩), গায়াতুল মারাম (৩২৭), আহাদীসিল বুয়ূ ।

---

[৪০৪] আহমাদ (৯০৪১)। সানাদের ফারকাদ সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার মুনকার হাদীস রয়েছে। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান'' গ্রন্থে তার মুনকার হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন যার প্রথমটি হল এটি। তাই ইবনুল জাওযী 'আল-ইলাল' গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন, এটি সহীহ নয়। **-যঈফাহ্**

এছাড়া সানাদের 'উমার ইবনু হারুনকে ইবনু মাঈন ও অন্যরা মিথাবাদী বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মাকারিবুল হাদীস। ইবনু মাহদী ও আহমাদ ইবনু হাম্বাল তাকে বর্জন করেছেন। 'আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন,সে খুবই দুর্বল। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটিই আছে। **-তাখরীজ : ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৪০৫] হাকিম (২/১১), দারিমী (২/২৪৯), বায়হাকী (৬/৩০), 'আবদ্ ইবনু হুমাইদ 'আল-মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ' (১/৬), 'উক্বাইলী 'আয-যু'আফা' (২৯৬)। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, এতে 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জুদ'আন সূত্রে 'আলী ইবনু সালিম একক হয়ে গেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীস অনুসরণ করা যায় না। ইমাম যাহাবী 'আত-তালখীস' গ্রন্থে বলেছেন, 'আলী ইবনু সালিম দুর্বল। অনুরুপ সানাদের 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জুদ'আন। **-গায়াতুল মারাম**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জুদ'আন দুর্বল। **-তাখরীজ : ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٤٢٤-٢١٩٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى الْمَكِّيُّ، عَنْ فَرُّوخَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالإِفْلاَسِ ".

ضعيف : تخريج الأحاديث المختارة ٢٥١، التعليق الرغيب ٣ | ٢٦-٢٧، أحاديث البيوع،المشكاة ٢٨٩٥ .

৪২৪-২১৯৩। 'উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মুসলিমদের উপর খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখবে, আল্লাহ তাকে কুষ্ঠরোগ ও দারিদ্র্য দিয়ে শাস্তি প্রদান করবেন।[৪০৬]

দুর্বল ঃ তাখরীজুল আহাদীসিল মুখতারাহ (২৫১), তা'লীকুর রাগীব (৩/২৬-২৭), আহাদীসিল বুয়ু, মিশকাত (২৮৯৫)।

٢١- باب إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ কোন জিনিস দু' ব্যক্তির নিকট বিক্রি করা হলে, তা হবে প্রথম জনের

٤٢٥-٢٢٢٩. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ".

ضعيف : الارواء ١٨٥٣، أحاديث البيوع .

৪২৫-২২২৯। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির অথবা সামুরাহ ইবনু জুনদুব ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি দু'জনের নিকট কোন জিনিস বিক্রি করলে তা হবে তাদের প্রথম জনের।[৪০৭]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৮৫৩), আহাদীসিল বুয়ু ।

٤٢٦-٢٢٣٠. حَدَّثَنَا **الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلاَنِيُّ**، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا **سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ**، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ ".

ضعيف : المصدر نفسه .

---

[৪০৬] আহমাদ (১৩৬), বায়হাকী (৯/৩৩৮)।

[৪০৭] তিরমিযী (১১১০), নাসায়ী (৪৬৮২), আবূ দাউদ (২০৮৮), আহমাদ (১৬৮৯৮, ১৯৫৮১, ১৯৬০৯, ১৯৬২৮, ১৯৬৯৪, ১৯৭৫০), বায়হাকী (৭/১৪১), হাকিম (২/১৭৫)।

Contents

৪২৬–২২৩০। সামুরাহ বিন জুনদুব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দু' লোকের নিকট কোন জিনিস বিক্রি করলে প্রথম ব্যক্তিই হবে তার অধিকারী।[৪০৮]

দুর্বল।

٢٢– باب بَيْعِ الْعُرْبَانِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ বায়নামার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়

٤٢٧–٢٢٣١. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.

ضعيف :المشكاة ٢٨٦٤، أحاديث البيوع .

৪২৭–২২৩১। 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্‌র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বায়নার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।[৪০৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত (২৮৬৪), আহাদীসিল বুয়ূ।

٤٢٨–٢٢٣٢. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ، كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعُرْبَانُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ أَرْبُونًا فَيَقُولَ إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ.

ضعيف : أحاديث البيوع .

৪২৮–২২৩২। 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্‌র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বায়নার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

আবূ 'আবদুল্লাহ (ইমাম ইবনে মাজাহ) বলেন ঃ বায়নার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে ঃ কোন ব্যক্তি একশ' দিনারে একটি পশু ক্রয় করে, অতঃপর তা দু' দিনার বায়না হিসাবে দিয়ে বলে ঃ আমি পশুটি ক্রয় না করলে দিনার দু'টি তোমারই থাকবে।

আরও বলা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ অধিক জ্ঞাত, এক ব্যক্তি কোন জিনিস ক্রয় করল, অতঃপর বিক্রেতাকে এক দিরহাম অথবা কম বা বেশি দিয়ে বলল, আমি তা গ্রহণ করলে এটি ক্রয় মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হবে, নতুবা দিনারটি তোমার থাকবে।[৪১০]

দুর্বল ঃ আহাদীসিল বুয়ূ।

---

[৪০৮] নাসায়ী (৪৬৮২), বায়হাকী (৬/২৯)। সানাদে হুসাইন ইবনু আবী মুতাওয়াক্কিল ইবনু 'আব্দুর রহমান এবং সাঈদ ইবনু বাশীর দু'জনেই দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৪০৯] আবূ দাউদ (৩৫০২)। হাদীসের সানাদ বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি)। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৪১০] আবূ দাউদ (৩৫০২)।

٢٤- باب النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ، مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ পেটে থাকাবস্থায় গবাদি পশুর সন্তান, স্তনে থাকাবস্থায় দুধ এবং ডুবুরীর বাজীর মাধ্যমে বিক্রয় নিষেধ

٤٢٩-٢٢٣٥. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا **جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ** الْيَمَامِيُّ، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ** الْبَاهِلِيِّ، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ** الْعَبْدِيِّ، عَنْ **شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ**، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلاَّ بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ.

ضعيف : الارواء ١٢٩٣، أحاديث البيوع .

৪২৯-২২৩৫। আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রসবের পূর্বে গবাদি পশুর পেটের সন্তান ও পরিমাপ না করে পশুর স্তনের দুধ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর নিষেধ করেছেন পলাতক গোলাম বিক্রি করতে, বণ্টনের পূর্বে গনীমতের মাল ও হস্তগত করার পূর্বে সদাক্বাহ বিক্রি করতে এবং ডুবুরীর বাজীর মাধ্যমে বিক্রি করতে।[৪১১]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১২৯৩), আহাদীসিল বুয়ূ ।

٢٥- باب بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ নিলাম ডাকের ক্রয়-বিক্রয়

٤٣٠-٢٢٣٧. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَخْضَرُ بْنُ عَجْلاَنَ، حَدَّثَنَا **أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ فَقَالَ " لَكَ فِي بَيْتِكَ شَىْءٌ " . قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ . قَالَ " ائْتِنِي بِهِمَا " . قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ " مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ " . فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ . قَالَ " مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ " . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ . فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ وَقَالَ " اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ " . فَفَعَلَ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَشَدَّ فِيهِ عُودًا بِيَدِهِ وَقَالَ " اذْهَبْ

---

[৪১১] আহমাদ (১০৯৮৪), বায়হাকী (৫/৩৩৮)। আল্লামা ইবনু হাযাম 'মুহাল্লা' গ্রন্থে হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে (৮/৩৯০) বলেছেন ঃ এর সানাদে জাহযাম, মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম এবং মুহাম্মাদ ইবনু যায়দ 'আবদী এরা সবাই অজ্ঞাত। এছাড়া সানাদে বর্ণনাকারী শাহর মাতরুক। হাফিয (রহঃ) 'বুলুগুল মারাম' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। **–ইরওয়াউল গালীল**

Contents

فَاحْتَطِبْ وَلاَ أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا " . فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ " اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا " . ثُمَّ قَالَ " هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ " .

ضعيف : الارواء ١٢٨٩،المشكاة ٢٨٧٣، أحاديث البيوع .

৪৩০-২২৩৭। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। জনৈক আনসারী নাবী ﷺ-এর নিকট এসে কিছু চাইলো। তিনি বললেন ঃ তোমার ঘরে কিছু আছে কি? সে বলল ঃ হ্যাঁ, একটি কম্বল আছে যার কিছু অংশ আমার গায়ে দেই এবং কিছু অংশ বিছিয়ে নেই। একটি পেয়ালাও আছে, যা দিয়ে আমরা পানি পান করি। নাবী ﷺ বললেন ঃ জিনিস দু'টি আমার কাছে নিয়ে এসো। বর্ণনাকারী বলেন ঃ সে জিনিস দু'টি নাবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে এলো। রসূলুল্লাহ ﷺ উভয় বস্তু হাতে নিলেন। এরপর বললেন, বস্তুদ্বয় কে ক্রয় করবে? এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি এ দু'টোকে এক দিরহামে ক্রয় করব। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এর চেয়ে বেশি মূল্য দিবে? কথাটি দু'বার অথবা তিনবার বললেন। তখন এক লোক বলল ঃ আমি এ দু'টোকে দুই দিরহামে ক্রয় করব। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ জিনিস দু'টি তাকে দিয়ে দুই দিরহাম গ্রহণ করে তা আনসারী লোকটিকে দিলেন আর বললেন ঃ এর এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য কিনে তোমার পরিজনকে দিয়ে আস। আর অবশিষ্ট এক দিরহাম দিয়ে কুড়াল কিনে আমার নিকট এসো। লোকটি তাই করল। রসূলুল্লাহ ﷺ কুড়ালটি নিয়ে নিজ হাতে কাঠের হাতল লাগিয়ে বললেন ঃ যাও, জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ কর। আমি যেন তোমাকে পনের দিনের মধ্যে আর না দেখি। ফলে লোকটি কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করতে লাগল। পরে সে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসল, এ সময়ের মধ্যে সে দশ দিরহাম সঞ্চয় করে ফেলেছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এর কিছু দিয়ে খাদ্য ক্রয় করবে, আর কিছু দিয়ে কাপড় ক্রয় করবে। অতঃপর বললেন ঃ ভিক্ষাবৃত্তির কারণে ক্বিয়ামাতের দিন তোমার মুখে অপমানের চিহ্ন থাকার চেয়ে তোমার জন্য এটি অধিক উত্তম। (মনে রাখবে) চরম দারিদ্র্য, ঋণের বোঝা ও রক্তপণ আদায়ের মত প্রয়োজন ছাড়া সাহায্য চাওয়া অনুচিত।[৪১২]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১২৮৯), মিশকাত (২৮৭৩), আহাদীসিল বুয়ূ ।

---

[৪১২] হাফিয (রহঃ) 'আত-তালখীস' গ্রন্থে (৩/১৫) বলেছেন, ইবনু কাত্তান হাদীসটিকে দোষণীয় বলেছেন সানাদের আবূ বাকর হানাফীর অবস্থা অজ্ঞতার কারণে । তিনি ইমাম বুখারী সূত্রে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীস বিশুদ্ধ নয়। ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার আসকালানী বলেছেন, তাকে চেনা যায়নি। পুনরায় বলেছেন, তার অবস্থা জানা যায়নি।

হাদীসটি আরো বর্ণনা করেছেন আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু আবী শায়বাহ, ইবনুল জারুদ (৫৬৯), তায়ালিসি (১৩৩৬) এবং আহমাদ (৩/১০০, ১১৪)-তে বাকর 'আব্দুল্লাহ হানাফী সানাদে আনাস সূত্রে। তাদের কেউ একে ব্যাপকতাবে আবার কেউ সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। কিন্তু হাফিয মুনযিরী 'আত-তারগীব' (৩/৩) গ্রন্থে ইমাম তিরমিযী সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিরমিযী বলেছেন, সানাদের আবূ বাকর হানাফীর কারণে সানাদটি দুর্বল। **–ইরওয়াউল গালীল**

Contents

٢٩- باب السَّوْمِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ ক্রয়-বিক্রয়কালে দরদাম করা

٤٣١-٢٢٤٣. حَدَّثَنَا **يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ**، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ**، عَنْ قَيْلَةَ أُمِّ بَنِي أَنْمَارٍ، قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّىْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ ثُمَّ زِدْتُ ثُمَّ زِدْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّىْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أُرِيدُ ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ " . وَقَالَ " إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أَعْطَيْتِ أَوْ مَنَعْتِ".

ضعيف : أحاديث البيوع ، الضعيفة ٢١٥٦.

৪৩১–২২৪৩। বনূ আনমারের মা ক্বাইলাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ 'উমরাহ পালন করছিলেন, তখন 'মারওয়াহ'-এর পাশে আমি তাঁর নিকট এসে বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি ক্রয়-বিক্রয়কারী মহিলা। আমি কোন জিনিস কিনতে চাইলে আমার মনে যে মূল্য প্রদানের ইচ্ছা থাকে আমি তার চেয়ে কম দাম বলি। এরপর ক্রমান্বয়ে দাম বাড়াতে বাড়াতে আমার ইচ্ছাকৃত দামে গিয়ে পৌঁছি। আর কোন জিনিস বিক্রি করতে চাইলে যে দামে বিক্রির ইচ্ছা রাখি, তার চেয়ে বেশি দাম চাই। এরপর দাম কমাতে কমাতে আমার ইচ্ছাকৃত দামে এসে পৌঁছি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে ক্বাইলাহ! এরূপ করো না। কিছু কিনতে চাইলে মনে মনে যে মূল্য প্রদানের ইচ্ছা আছে তাই বলবে। হয়তো তোমাকে দেয়া হবে অথবা দেয়া হবে না। তিনি আরো বলেন ঃ আর তুমি কিছু বিক্রি করতে চাইলে যে মূল্যে বিক্রি করার ইচ্ছা তোমার আছে তুমি তা-ই চাইলে তোমাকে দেয়া হবে অথবা দেয়া হবে না।[৪১৩]

দুর্বল ঃ আহাদীসিল বুয়ূ, যঈফাহ্ (২১৫৬)।

٤٣٢-٢٢٤٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا **الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ**، عَنْ **نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ.

ضعيف : أحاديث البيوع ، الضعيفة ٤٧١٩، لكن جملة الدر عند م نحوه، و تأتي في الصحيح ٢٧-الذبائح | ٧-باب

---

[৪১৩]বুখারী 'তারীখ' (8/2/8১৮) তালীকভাবে, এবং ইবনু সা'দ। হাদীসের সানাদে ইয়ালা ইবনু শাবীব হাদীস বর্ণনায় শিথিল। যেমন রয়েছে 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে। বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (১৩৬/২) বলেন, মিযযী বলেছেন, কায়লাহ সূত্রে ইবনু খুসাইমের বর্ণনায় প্রশ্ন রয়েছে। ইমাম যাহাবী কাশিফ গ্রন্থে বলেছেন, কায়লাহ উম্মু রুমান, তার থেকে ইবনু খুসাইম মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। **–ইরওয়াউল গালীল**

Contents

৪৩২-২২৪৫। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যদ্বয়ের পূর্বে জিনিসের দরদাম করতে এবং দুগ্ধ দানকারী পশু যবাহ করতে নিষেধ করেছেন।[৪১৪]

দুর্বল ঃ আহাদীসিল বুয়ূ, যঈফাহ্ (৪৭১৯), কিন্তু الدر বাক্য অনুরূপভাবে মুসলিমে রয়েছে, এটি আসবে সহীহ ইবনু মাজাহ (২৭- যাবায়িহ / ৭ অনুঃ) তে।

٣٦- باب النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ প্রতারণা করা নিষেধ

٤٣٣-٢٢٦٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ **أَبِي دَاوُدَ**، عَنْ **أَبِي الْحَمْرَاءِ**، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِجَنَبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وِعَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَقَالَ "لَعَلَّكَ غَشَشْتَهُ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا".

ضعيف جدا : أحاديث البيوع ، لكن الجملة الثانية منه في الصحيح برواية أخرى .

৪৩৩-২২৬৫। আবুল হামরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে দেখলাম যার নিকট একটি পাত্রে খাদ্য-দ্রব্য ছিল। তিনি তাতে স্বীয় হাত ঢুকালেন এবং বললেন ঃ সম্ভবতঃ তুমি প্রতারণা করছো। যে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৪১৫]

খুবই দুর্বল ঃ আহাদীসিল বুয়ূ, কিন্তু এর দ্বিতীয় বাক্যটি সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে অন্য বর্ণনাতে রয়েছে।

٤٠- باب الأَسْوَاقِ وَدُخُولِهَا

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ বাজার ও সেখানে প্রবেশ

٤٣٤-٢٢٧٣. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا **إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ** بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنِي **مُحَمَّدٌ**، وَعَلِيٌّ، ابْنَا **الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ** الْبَرَّادِ أَنَّ **الزُّبَيْرَ بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ**، حَدَّثَهُمَا أَنَّ أَبَاهُ الْمُنْذِرَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ " لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ " . ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوقٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ

---

[৪১৪] সানাদের রাবীঈ ইবনু হাবীব সম্পর্কে ইমাম বুখারী, আবূ হাতিম ও নাসায়ী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। আহমাদ বলেছেন, তার থেকে 'উবাইদুল্লাহ ইবনু মূসা মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছে। এছাড়া সানাদে নাওফিল ইবনু 'আব্দুল্লাহকে আবু হাতিম অজ্ঞাত বলেছেন। (ইয়াহইয় ইবনু মাঈন বলেছেন, সে কিছুই না)। **-যঈফাহ্**

[৪১৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে এই আবূ দাউদ হল, নাক্বী ইবনুল হারস, সে দুর্বল ও মাতরুক বর্ণনাকারীদের অন্যতম। ইবনু 'উমার বলেছেন, এর সানাদে আবুল হামরা দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস একমত। বরং কতিপয় ইমাম তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন এবং বলেছেন, তার বর্ণনা বর্জনের ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর ইবনু মাঈন তাকে হাদীস জাল করণের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

Contents

فَقَالَ " لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ " . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ " هَذَا سُوقُكُمْ فَلاَ يُنْتَقَصَنَّ وَلاَ يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ " .

ضعيف .

৪৩৪–২২৭৩। আবূ উসায়দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'নাবীত' নামক বাজারে গিয়ে তা কিছুক্ষণ পরিদর্শন করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের জন্য এটা বাজার নয়। পরে অন্য একটি বাজারে গিয়ে পরিদর্শন করে বললেন ঃ এটিও তোমাদের জন্য কোন বাজার নয়। অতঃপর এই বাজারে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে বললেন ঃ এটিই তোমাদের বাজার। এখানে যেন বেচাকেনায় কারচুপি না করা হয় এবং বাজারের উপর করারোপ না করা হয়।[৪১৬]

দুর্বল।

٤٣٥-٢٢٧٤. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا **عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونٍ**، حَدَّثَنَا عَوْنٌ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ غَدَا إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الإِيمَانِ وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيسَ " .

ضعيف جدا : المشكاة ٦٤٠، أحاديث البيوع .

৪৩৫–২২৭৪। সালমান ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি সকালে ফাজরের সলাত আদায়ের উদ্দেশে বের হল, সে তো ঈমানের পতাকা নিয়ে বের হল। আর যে ব্যক্তি সকালে বাজারের উদ্দেশে বের হল, সে ইবলীসের পতাকা নিয়ে বের হল।[৪১৭]

খুবই দুর্বল ঃ মিশকাত (৬৪০), আহাদীসিল বুয়ূ।

٤١- باب مَا يُرْجَى مِنَ الْبَرَكَةِ فِي الْبُكُورِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ সকাল বেলা বরকতময় হওয়া সম্পর্কে

٤٣٦-٢٢٧٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا " . قَالَ وَكَانَ إِذَا

---

[৪১৬] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে দুর্বল বর্ণনাকারীদের সমাবেশ ঘটেছে। তারা হচ্ছে, ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম, মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী এবং তাদের উভয়ের শাইখ যুবাইর ইবনু আবী উসাইদ। এয়া সবাই দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

এবং সানাদের হাসান ইবনু আবুল হাসান সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেছেন, তার মাঝে জাহারাভ রয়েছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৪১৭] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'উবাইস ইবনু মাইমুন এর দুর্বলভার ব্যাপারে হাদীস বিশারদ ইমামগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। **– হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

হাদীসের সানাদটি খুবই বাজে। সানাদে 'উবাইস ইবনু মাইমুন ইমাম বুখারী ও অন্যরা বলেছেন, সে হাদীসে বর্ণনায় মুনকার। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্যদের সূত্র দিয়ে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করত। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, তিনি মিরকাতে (১/৪১৪) এর সানাদকে হাসান বলেছেন। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

Contents

بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ . قَالَ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ.

ضعيف : الضعيفة ٤١٧٨، و صح المرفوع منه فقط .

৪৩৬-২২৭৬। সাখ্র গামিদী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আমার উম্মাতের জন্য তুমি দিনের শুরুতে বরকত দাও। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন ছোট বা বড় সেনাদল প্রেরণ করতেন তখন দিনের শুরুতেই প্রেরণ করতেন। বর্ণনাকারী ('উমরাহ ইবনু হাদীদ) বলেন, সাখুর ﷺ ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসা উপলক্ষে দিনের শুরুতেই (লোক) প্রেরণ করতেন। এতে করে তিনি বিপুল ধন-সম্পদের মালিক হন।[৪১৮]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪১৭৮), এর কেবল মারফু বর্ণনাটি বিশুদ্ধ।

٤٣٧-٢٢٧٧. حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ **عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ ".

ضعيف : الروض النضير ٤٩٠، أحاديث البيوع .

৪৩৭-২২৭৭। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আমার উম্মাতের জন্য তুমি বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতে বরকত দান কর।[৪১৯]

দুর্বল ঃ রাওযুন নাযীর (৪৯০), আহাদীসিল বুয়ূ ।

٤٢ – باب بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ স্তনে দুধ আটকে রাখা জন্তু বিক্রয় প্রসঙ্গে

٤٣٨-٢٢٨٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَىْ لَبَنِهَا – أَوْ قَالَ مِثْلَ لَبَنِهَا – قَمْحًا ".

ضعيف : أحاديث البيوع .

---

[৪১৮] তিরমিযী (১২১২), আবূ দাউদ (২৬০৬), আহমাদ (১৫০১৭, ১৫১৩০, ১৮৯৩৭, ১৮৯৮৫)।

[৪১৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে 'আব্দুর রহমান এর দুর্বলতার কারণে এই সানাদটি দুর্বল। – **হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

৪৩৮–২২৮০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হে মানব জাতি! কোন ব্যক্তি স্তনে দুধ আটকে রাখা জন্তু ক্রয় করলে এ ব্যাপারে তার তিন দিন পর্যন্ত এখতিয়ার থাকবে। সে তা ফেরত দিতে চাইলে তার সাথে (দোহনকৃত) দুধের সমপরিমাণ দুধ দিবে। (অথবা তিনি বলেছেন) দুধের সমপরিমাণ গম দিবে।[৪২০]

দুর্বল ঃ আহাদীসিল বুয়ূ ।

٤٣٩-٢٢٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ **جَابِرٍ**، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ أَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ " بَيْعُ الْمُحَفَّلاَتِ خِلاَبَةٌ وَلاَ تَحِلُّ الْخِلاَبَةُ لِمُسْلِمٍ ".

ضعيف : أحاديث البيوع .

৪৩৯–২২৮১। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সাদিকুল মাসদূক আবুল ক্বাসিম রসূলুল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন ঃ স্তনে দুধ আটকে রেখে পশু বিক্রয় করা একটি ধোঁকা। মুসলিমের জন্য ধোঁকা দেয়া বৈধ নয়।[৪২১]

দুর্বল ঃ আহাদীসিল বুয়ূ ।

٤٤- باب عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ বিক্রিত দাস ফেরত দেয়ার সময়সীমা

٤٤٠-٢٢٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا **عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ**، عَنْ **سَعِيدٍ**، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ **الْحَسَنِ**، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ".

ضعيف : أحاديث البيوع .

৪৪০–২২৮৪। সামুরাহ ইবনু জুনদুব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বিক্রিত গোলাম ফেরত দেয়ার সময়সীমা তিনদিন।[৪২২]

দুর্বল ঃ আহাদীসিল বুয়ূ ।

---

[৪২০] আবু দাউদ (৩৪৪৬)। আল্লামা আবুল হাসান সিন্দি বলেছেন, এর সানাদে দুর্বলতা রয়েছে। ইবনু কুদামাহ বলেছেন, বাহ্যিকভাবেই তা ঐকমত্যে মাতরুক। – **হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেছেন, সানাদে জুমাই' ইবনু 'উমায়র আত-তায়মী দুর্বল। –**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৪২১] বুখারী (২১৪৯), আহমাদ (৪০৮৫)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে জাবির আল-জো'ফী হাদীস জাল করণে সন্দেহভাজন। – **হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৪২২] বায়হাকী (৫/২৭৬), আবু দাউদ (৩৫০৬), হাকিম (২/২১)। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, এবং বলেছেন, সময়সীমার ক্ষেত্রে হাদীসটি প্রমাণযোগ্য নয়। 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে রয়েছে, সামুরাহ'র হাদীসের সানাদ নির্ভরযোগ্য কিন্তু সানাদে সাঈদ ইবনু আবী আরুবাহ এবং তার পূর্বের বর্ণনাকারী 'আবদাহ ইবনু সুলাইমান শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় (ভুল-শুদ্ধ) সংমিশ্রণ করে ফেলত। তাছাড়া সামুরাহ হতে হাসান হাদীসটি শুনেছেন কিনা তা নিয়েও সমালোচনা রয়েছে। – **হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

Contents

٤٤١–٢٢٨٥. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ **الْحَسَنِ**، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ ".

ضعيف : المصدر نفسه .

৪৪১–২২৮৫। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির ؓ হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ চার দিনের পর ফেরত দেয়ার সুযোগ থাকবে না।[৪২৩]

দুর্বল।

٤٥– بَاب مَنْ بَاعَ عَيْبًا فَلْيُبَيِّنْهُ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ দোষযুক্ত জিনিস বিক্রি করলে তা জানাতে হবে

٤٤٢–٢٢٨٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا **بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ**، عَنْ **مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى**، عَنْ مَكْحُولٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتٍ مِنَ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تَلْعَنُهُ ".

ضعيف جدا : التعليق الرغيب ٣ | ٢٤، أحاديث البيوع .

৪৪২–২২৮৭। ওয়াসিলাহ ইবনু আসক্বা' ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ত্রুটিযুক্ত জিনিস না জানিয়ে বিক্রি করে, সে সর্বদা আল্লাহর গযবের মধ্যে অবস্থান করে এবং মালায়িকাহ সর্বদা তাকে অভিসম্পাত করতে থাকেন।[৪২৪]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/২৪), আহাদীসিল বুয়ূ ।

٤٦– بَاب النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ، بَيْنَ السَّبْيِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ বন্দীদের পৃথক রাখা নিষেধ

٤٤٣–٢٢٨٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ **جَابِرٍ**، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ .

ضعيف : أحاديث البيوع ، المشكاة ٣٣٧٣.

---

[৪২৩] আবু দাউদ (৩৫০৬), াাহমাদ (১৬৯০৬, ১৬৯৩৩), দারিমী (২৫৫১, ২৫৫২)। ইমাম আহমাদ বলেছেন, হাদীসটি দুর্বল। আর হাসান, উকবাহ হতে কিছুই শুনেনি। বরং হাদীসে সন্দেহ রয়েছে। কেননা সানাদের হাসান একবার বলেছেন সামুরাহ হতে (এর পূর্বের হাদীস) এবং আরেকবার বলেছেন উকবাহ হতে (এই হাদীস)। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৪২৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে বাক্বিয়্যাহ ইবনু ওয়ালীদ একজন মুদাল্লিস এবং তার শাইখ দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

Contents

৪৪৩–২২৮৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর নিকট যখন যুদ্ধ-বন্দী আসতো, তিনি তাদেরকে পৃথক করতে অপছন্দ করতেন বিধায় তাদের সকলকে আহলে বাইতের মাঝে বণ্টন করে দিতেন।[৪২৫]

দুর্বল ঃ আহাদীসিল বুয়ূ, মিশকাত (৩৩৭৩)।

٤٤٤-٢٢٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنْبَأَنَا **الْحَجَّاجُ**، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ " مَا فَعَلَ الْغُلاَمَانِ " . قُلْتُ بِعْتُ أَحَدَهُمَا قَالَ " رُدَّهُ ".

ضعيف : المشكاة ٣٣٦٢، و لكن ثبت مختصرا بلفظ أخر : صحيح أبي داود ١٤١٥ .

৪৪৪–২২৮৯। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দু'টি কৃতদাস দান করেন, যারা ছিল পরস্পর ভাই। আমি তাদের একজনকে বিক্রি করি। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ তুমি কৃতদাস দু'টি কি করেছ? আমি বললাম ঃ আমি তাদের একজনকে বিক্রি করে দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ তাকে ফিরিয়ে আন।[৪২৬]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৩৩৬২), তবে সংক্ষেপে ভিন্ন শব্দে প্রমাণিত আছে ঃ সহীহ আবী দাউদ (১৪১৫)-তে।

٤٤٥-٢٢٩٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا **إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ**، عَنْ طَلِيقِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَبَيْنَ الأَخِ وَبَيْنَ أَخِيهِ.

ضعيف :المشكاة ٣٣٧٢، أحاديث البيوع، الضعيفة ٣١١١ .

৪৪৫–২২৯০। আবূ মূসা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেছেন, যে মা ও তার ছেলের মধ্যে এবং দু'ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে।[৪২৭]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৩৩৭২), আহাদীসিল বুয়ূ, যঈফাহ্ (৩১১১)।

٥١ – باب اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ সোনার পরিবর্তে রূপা এবং রূপার পরিবর্তে সোনা কেনা-বেচা করা

٤٤٦-٢٣٠٢. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، أَوْ **سِمَاكٌ** – وَلاَ أَعْلَمُهُ

---

[৪২৫] আহমাদ (৩৬৮২), বায়হাকী (৬/১৪১)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে জাবির আল জো'ফী হাদীস জাল করণে সন্দেহভাজন। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৪২৬] তিরমিযী (১২৮৪)।

[৪২৭] বায়হাকী (৫/২৮৩)। সানাদে ইব্রাহীম ইবনু ইসমাঈল দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

إلاَّ سِمَاكًا - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ فَكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ . فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الآخَرَ فَلاَ تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ ".

ضعيف : الارواء ١٣٢٦، أحاديث البيوع .

৪৪৬-২৩০২। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উট বিক্রয় করতাম। তখন রূপার পরিবর্তে সোনা এবং সোনার পরিবর্তে রূপা, দীনারের পরিবর্তে দিরহাম এবং দিরহামের পরিবর্তে দীনার নিতাম। অতঃপর আমি এ বিষয়ে নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি দুইয়ের একটি গ্রহণ এবং অন্যটি প্রদান করবে, তখন তোমার সঙ্গীর সঙ্গে লেন-দেন চূড়ান্ত না করে পৃথক হবে না।[৪২৮]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৩২৬), আহাদীসিল বুয়ূ ।

٥٢- باب النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّنَانِيرِ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ দিরহাম ও দীনার ভাঙ্গা নিষেধ

٤٤٧-٢٣٠٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالُوا أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ ".

ضعيف : الضعيفة ٤٧٠٦ .

৪৪৭-২৩০৪। 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত মুদ্রা ভাঙ্গতে নিষেধ করেছেন, অবশ্য বিশেষ কারণে তা করা যেতে পারে।[৪২৯]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৭০৬)।

---

[৪২৮] আবূ দাউদ (৩৩৫৪, ৩৩৫৫), নাসায়ী (২/২২৩-২২৪), তিরমিযী (১/২৩৪), দারিমী (২/২৫৯) ইবনু জারুদ (৬৫৫), দারাকুতনী (২৯৯), তাহাভী 'মুশকিলুল আসার (২/৯৬), হাকিম (২/৪৪), বায়হাকী (৫/২৮৪, ৩১৫), তায়ালিসি (১৮৬৮) এবং আহমাদও বর্ণনা করেছেন (২/৩৩, ৮৩-৮৪, ১৩৯)। আল্লামা ইবনু হাযাম 'মুহাল্লা' (৮/৫০৩, ৫০৪) গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসের সানাদে সিমাক দুর্বল। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সত্যবাদী, তবে বিশেষত ইকরিমাহ সূত্রে তার বর্ণনা মুযতারিব। তাছাড়া তার শেষ বয়সে স্মৃতি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, সিমাক ইবনু হারব এতে একক হয়ে গেছে..। ইমাম তিরমিযী বর্ণনাটি দুর্বল বলেছেন এই বলে, সিমাক ইবনু হারব এর হাদীস ছাড়া সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে ইবনু 'উমার সূত্রে এই হাদীসের কোন মারফূ সূত্র আমরা জানি না। **-ইরওয়াউল গালীল**

[৪২৯] তিরমিযী, নাসায়ী, আবূ দাউদ, আহমাদ, মালিক।

٥٨- باب التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ সুদ সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী

٤٤٨-٢٣١٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ **عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ**، عَنْ **أَبِي الصَّلْتِ**، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرَائِيلُ قَالَ هَؤُلاَءِ أَكَلَةُ الرِّبَا ".

ضعيف : أحاديث البيوع،المشكاة٢٨٢٨ .

৪৪৮-২৩১৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মিরাজের রাতে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করি, যাদের পেট ছিল ঘরের ন্যায়। তাতে বিভিন্ন ধরনের সাপ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিব্‌রীল! এরা কারা? তিনি বলেন ঃ এরা হচ্ছে সূদখোর।[৪৩০]

দুর্বল ঃ আহাদীসিল বুয়ূ, মিশকাত (২৮২৮)।

٤٤٩-٢٣١٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ ".

ضعيف :المشكاة ٢٨١٨، التعليق الرغيب ٣|٥٣، أحاديث البيوع ، الرد علي بليق ٣٣٠ .

৪৪৯-২৩১৯। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ **শীঘ্রই** মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের মাঝে সূদ খায়নি এমন কোন লোক অবশিষ্ট থাকবে না। তখন যে ব্যক্তি সূদ খাবে না, সূদের মলিনতা (মন্দ প্রভাব) তাকেও স্পর্শ করবে।[৪৩১]

দুর্বল ঃ মিশকাত (২৮১৮), তা'লীকুর রাগীব (৩/৫৩), আহাদীসিল বুয়ূ, রাদ্দু 'আলা বালীক্ব (৩৩০)।

---

[৪৩০] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জুদ'আন দুর্বল। ড. মুস্তফা বলেছেন, এছাড়া সানাদে আবু সালত সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেছেন, তাকে চেনা যায়নি।। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৪৩১] নাসায়ী (৪৪৫৫), আবূ দাউদ (৩৩৩১)।

٥٩- باب السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ নির্দিষ্ট পরিমাপ, নির্দিষ্ট ওজন ও নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে অগ্রিম বিক্রয়

٤٥٠-٢٣٢٢. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا **الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ**، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ بَنِي فُلاَنٍ أَسْلَمُوا - لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ - وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَنْ عِنْدَهُ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ عِنْدِي كَذَا وَكَذَا - لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ أُرَاهُ قَالَ ثَلاَثُمِائَةِ دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ".

ضعيف : الارواء ١٣٨١ .

৪৫০-২৩২২। 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়াহূদী বলে ঃ আমার নিকট এ রকম এ রকম পরিমাণ সম্পদ আছে। সে ঐ সকল জিনিসের নাম বলেছিল। 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ﷺ বলেন ঃ আমার অনুমান সে বলেছিল, কোন এক গোত্রের বাগানের জন্য এই দরে তিনশত দীনার আছে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এই এই দর এবং অমুক সময়ে ঠিকই আছে; কিন্তু অমুক গোত্রের বাগান এরূপ নির্ধারণ গ্রহণীয় নয়।[৪৩২]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৩৮১)।

٦٠- باب مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়কৃত জিনিসের পরিবর্তে অন্য জিনিস নেয়া যাবে না

٤٥١-٢٣٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ **عَطِيَّةَ**، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ فَلاَ تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ " .

ضعيف : الارواء ١٣٨٥، أحاديث البيوع .

---

[৪৩২] বায়হাকী (৭/৪৮০)। এটি দুর্বল হওয়ার কারণ হল, এর সানাদে দু'টি দোষ আছে। (১) সানাদে হামজাহ ইবনু ইউসূফ ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু সালামের জাহালাত। কেননা তার সূত্রে তার পুত্র মুহাম্মাদ ছাড়া কেউ এটি বর্ণনা করেনি। আর ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ তাকে সিকাহ বলেননি এবং তার কোন দোষ-গুণ বর্ণিত হয়নি। এ কারণে হাফিয (রহঃ) তার জীবনীতে কেবল 'মাকবুল' বলেছেন। অর্থাৎ মুতাবি'আতের ক্ষেত্রে। (২) সানাদে ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে। সে তাদলীস করত। তাই আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (১৪১/১) বলেছেন, ওয়ালীদ ইবনু মুসলিমের তাদলীসের কারণে এই সানাদটি দুর্বল। **–ইরওয়াউল গালীল**

Contents

৪৫১–২৩২৪। আবূ সা'ঈদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি কোন জিনিসের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করলে এক জিনিসের পরিবর্তে অন্য জিনিস নিবে না।[৪৩৩]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৩৭৫), আহাদীসিল বুয়ু।

٦١- باب إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ কাঁদি বের হওয়ার পূর্বেই কোন নির্দিষ্ট খেজুর গাছ অগ্রিম কেনা-বেচা

٤٥٢–٢٣٢٦. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ **أَبِي إِسْحَاقَ**، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ قَالَ لاَ . قُلْتُ لِمَ قَالَ إِنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ . وَقَالَ الْبَائِعُ إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ . فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِلْبَائِعِ " أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ وَلاَ تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ " .

ضعيف : أحاديث البيوع .

৪৫২–২৩২৬। নাজরানী (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ-কে জিজ্ঞেস করি, কাঁদি বের হওয়ার পূর্বে খেজুর গাছ আগাম বিক্রি করা বৈধ কিনা? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম, কেন? তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে জনৈক ব্যক্তি একটি খেজুর বাগান কাঁদি বের হওয়ার পূর্বেই আগাম ক্রয় করে। কিন্তু (ঘটনাচক্রে) সে বছর খেজুর গাছে কোন কাঁদিই বের হয়নি। তখন ক্রেতা বলল, কাঁদি বের না হওয়া পর্যন্ত বাগান আমার। আর বিক্রেতা বলল ঃ আমি তো তোমার কাছে খেজুর বাগান শুধু এ বছরের জন্যই বিক্রি করেছি। অতঃপর তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মামলা দায়ের করল। তখন তিনি বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ক্রেতা কি তোমার খেজুর গাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেছ? বিক্রেতা বলল, না। তখন তিনি বললেন ঃ তাহলে কিরূপে তুমি তার মাল হালাল মনে করছো? তার কাছ থেকে যা নিয়েছো, তা তাকে ফেরত দাও। আর (ভবিষ্যতে) কোন খেজুরের কাঁদি বের না হওয়া পর্যন্ত তা আগাম বেচা-কেনা করো না।[৪৩৪]

দুর্বল ঃ আহাদীসিল বুয়ু।

---

[৪৩৩] আবূ দাউদ (৩৪৬৮), দারাকুত্নী (৩০৮) এবং বায়হাকী (৬/২৫)। ইমাম যায়লায়ী 'নাসবুর রায়াহ' গ্রন্থে বলেছেন (৪/৫১), হাদীসের সানাদে আত্বিয়্যাহ 'আওফী সম্পর্কে আব্দুল হাক্ব স্বীয় 'আহকাম' কিতাবে বলেছেন, আত্বিয়্যাহ 'আওফী দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। তিনি 'তানক্বীহ' কিতাবে বলেছেন, আতিয়্যাহ 'আওফীকে ইমাম আহমাদ ও অন্যরা দুর্বল বলেছেন এবং তিরমিযী তার হাদীসকে হাসান বলেছেন। ইবনু আদী বলেছেন, সে যঈফ হওয়া সত্ত্বেও তার হাদীস লিখে রাখা হত। হাফিয তালখীস গ্রন্থে বলেছেন, সে দুর্বল। ইমাম আবু হাতিম, বায়হাকী, আব্দুল হাক্ব, ইবনু কাত্তান এঁরা সকলেই তাকে দুর্বলতা ও ইযতিরাবের দোষে দোষী করেছেন। **–ইরওয়াউল গালীল**

[৪৩৪] আবূ দাউদ (৩৪৬৮), বায়হাকী (৭/৪৭৭)। হাদীসের সানাদে আবূ ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছে।

٦٣- باب الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ অংশিদারিত্ব ও মুযারবাহ ব্যবসা

٤٥٣-٢٣٣٠. حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ، سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ **أَبِي عُبَيْدَةَ**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ، وَعَمَّارٌ، يَوْمَ بَدْرٍ فِيمَا نُصِيبُ فَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلاَ عَمَّارٌ بِشَىْءٍ وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ .

ضعيف : الارواء ١٤٧٤ .

৪৫৩-২৩৩০. । 'আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদ্‌র যুদ্ধের দিন সা'দ, 'আম্মার ও আমি গানীমাতের মালের বিষয়ে অংশীদারিত্বের চুক্তি করি। 'আম্মার ও আমি কিছুই আনতে পারলাম না। কিন্তু সা'দ দু'জনকে ধরে নিয়ে আসে।[৪৩৫]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৪৭৪)।

٤٥٤-٢٣٣١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا **نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ**، عَنْ **عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ دَاوُدَ**، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ثَلاَثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ " .

ضعيف جدا : الضعيفة ٢١٠٠، أحاديث البيوع .

৪৫৪-২৩৩১। সুহায়ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তিনটি জিনিসে বরকত রয়েছে ঃ (তা হলো) নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়, মুকারাযা এবং গমের সঙ্গে যব মিশানো- অবশ্য ঘরের জন্য কিন্তু বিক্রির উদ্দেশে নয়।[৪৩৬]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২১৫০), আহাদীসিল বুয়ূ ।

---

[৪৩৫] আবূ দাউদ (৩৩৮৮), নাসায়ী (২/১৫৫, ২৩৪) এবং বায়হাকী (৪/১৯৮)। সানাদে আবূ 'উবাইদাহ এবং তার পিতা 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদের মাঝে ইনকিতার (বিচ্ছিন্নতার) কারণে এই সানাদটি দুর্বল। কেননা সে তার থেকে শুনেনি। হাফিয (রহ) তালখীস গ্রন্থে এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন (৩/৪৯)। **—ইরওয়াউল গালীল**

[৪৩৬] উকাইলী 'আয-যুআফা' (২৫৮, ২৭৬) এবং ইবনু আসাকির 'তারীখ' (৭/১৬৬/২)। হাদীসের সানাদে নাসর ইবনু কাসিম অজ্ঞাত, যেমন 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে রয়েছে। এছাড়া সানাদে 'আব্দুর রহীম ইবনু দাউদ সম্পর্কে উকাইলী বলেছেন, 'আব্দুর রহীম ইবনু দাউদ উদ্বৃতিগতভাবে অজ্ঞাত (مجهول بالنقل), তার হাদীস অসংরক্ষিত। তিনি অন্যত্র বলেছেন, এর সানাদ অজ্ঞাত, এতে প্রশ্ন রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেছেন, সানাদ অন্ধকার এবং মাতান বাতিল। মুলতঃ সানাদের নাসরও অজ্ঞাত, যেমন 'আত-তাকরীব' গ্রন্থে রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার 'বুলুগুল মারাম' গ্রন্থে বলেছেন, ইবনে মাজাহ এটি দুর্বল সানাদে বর্ণনা করেছেন। **— যঈফাহ্**

ইমাম বুখারী বলেছেন, নাসর এর হাদীস বানোয়াট। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটিই আছে। এছাড়া সানাদের সালিহ ইবনু সুহায়ব ইবনু সিনান এর অবস্থা মাজহুল। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটিই আছে। **—তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٦٦- باب مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ কাউকে কিছু দেয়া ও সদাক্বাহ করার ব্যাপারে গোলামের অধিকার

٤٥٥-٢٣٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلاَئِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ .

ضعيف : مختصر الشمائل المحمدية ٢٨٦، و هو قطعة من حديث يأتي بتمامه في ٣٧-الزهد| ١٦-باب .

৪৫৫-২৩৩৮। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কৃতদাসের দা'ওয়াত কবূল করতেন।[৪৩৭]

দুর্বল ঃ মুখতাসার শামায়িলি মাহমুদিয়া (২৮৬), এটি একটি হাদীসের অংশ বিশেষ, যার পুরোটা আসবে (৩৭ যুহদ/১৬ অনুঃ)।

٦٧- باب مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ কেউ কোন চতুষ্পদ জন্তু বা ফলের বাগান অতিক্রমকালে তা হতে নিতে পারবে কি?

٤٥٦-٢٣٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّ، قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ عَمِّ، أَبِيهَا رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنْتُ وَأَنَا غُلاَمٌ، أَرْمِي نَخْلَنَا - أَوْ قَالَ نَخْلَ الأَنْصَارِ - فَأُتِيَ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " يَا غُلاَمُ - وَقَالَ ابْنُ كَاسِبٍ فَقَالَ يَا بُنَىَّ - لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ ". قَالَ قُلْتُ آكُلُ . قَالَ " فَلاَ تَرْمِي النَّخْلَ وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسَافِلِهَا " . قَالَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ "اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ".

ضعيف : ضعيف أبي داود ٤٥٣ .

৪৫৬-২৩৪১। রাফি' ইবনু 'আম্‌র গিফারী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছোট সময়ে আমি একবার আমাদের খেজুর বাগানে অথবা তিনি বলেন, জনৈক আনসার সাহাবীর খেজুর বাগানে ঢিল ছুঁড়ছিলাম। তখন আমাকে নাবী ﷺ-এর কাছে ধরে আনা হলে তিনি বললেন ঃ হে ছেলে! বর্ণনাকারী ইবনু কাসিব বলেন ঃ হে বৎস! তুমি খেজুর গাছে ঢিল মারছিলে কেন? তিনি [রাফি' ﷺ] বলেন ঃ আমি বললাম, খাবার জন্য। তখন তিনি বললেন ঃ খেজুর গাছে ঢিল মারবে না বরং নীচে যা পড়ে

---

[৪৩৭] এর সানাদে মুসলিম ইবনু কায়সান মুলায়ী রয়েছে। ইমাম বুখারী, আলী ইবনুল মাদীনী এবং আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে দুর্বল। 'আম্‌র ইবনুল ফাল্লাস বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় খুবই মুনকার। ইমাম আহমাদ বলেছেন, তার হাদীস লিখা হতো না। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, সে কিছুই না। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

থাকে তাই খাবে। রাফি‘ বলেন ঃ অতঃপর তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দু‘আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি এর পেট ভরে দাও।[৪৩৮]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (৪৫৩)।

٦٨- باب النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ মালিকের অনুমতি ছাড়া সেখান থেকে কিছু নেয়া নিষেধ

٤٥٧-٢٣٤٥. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ **حَجَّاجٍ**، عَنْ **سَلِيطِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطُّهَوِيِّ**، عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شَمَّاخٍ الطُّهَوِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ إِذْ رَأَيْنَا إِبِلاً مَصْرُورَةً بِعِضَاهِ الشَّجَرِ فَثُبْنَا إِلَيْهَا فَنَادَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ " إِنَّ هَذِهِ الإِبِلَ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هُوَ قُوتُهُمْ وَيُمْنُهُمْ بَعْدَ اللَّهِ أَيَسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ أَتُرَوْنَ ذَلِكَ عَدْلاً " . قَالُوا لاَ . قَالَ " فَإِنَّ هَذَا كَذَلِكَ " . قُلْنَا أَفَرَأَيْتَ إِنِ احْتَجْنَا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَقَالَ " كُلْ وَلاَ تَحْمِلْ وَاشْرَبْ وَلاَ تَحْمِلْ ".

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

৪৫৭-২৩৪৫। আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম। হঠাৎ আমরা গাছের সাথে বাঁধা একটি উট দেখলাম, যার ওলানে দুধ ভর্তি ছিল। তখন আমরা তার দিকে দৌড়ে গেলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ডাক দিলেন। তখন আমরা তাঁর দিকে ফিরে এলে তিনি বললেন ঃ এই উটটি কোন এক মুসলিম পরিবারের। আল্লাহ এটাই তাদের খাদ্যের এবং বেঁচে থাকার সংস্থান। তোমাদের কি এটা ভাল লাগবে যে, তোমরা তোমাদের খাদ্য ভাণ্ডারের কাছে ফিরে গিয়ে দেখতে পাবে যে, তার মধ্যে যা কিছু ছিল সব লোপাট হয়ে গেছে? তোমরা কি এটা ইনসাফের কাজ বলে মনে কর? তাঁরা (সাহাবায়ি কিরাম) বললেন ঃ না। তিনি বললেন ঃ এটাও তদ্রূপ। আমরা বললাম ঃ আমাদের যদি খাদ্য ও পানীয়ের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়? তখন তিনি বললেন ঃ এমতাবস্থায় তোমরা খাও, কিন্তু নিয়ে যেও না এবং পান কর, কিন্তু নিয়ে যেও না।[৪৩৯]

দুর্বল ঃ তা‘লীক ‘আলা ইবনে মাজাহ।

٦٩- باب اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ

অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ চতুষ্পদ জন্তু প্রতিপালন

---

[৪৩৮] তিরমিযী (১২৮৮), আবূ দাউদ (২৬২২), হাকিম (৩/888), বায়হাকী (১/১৯৪, ১০/২), দারাকুতনী (১/৬৯)।

[৪৩৯] বায়হাকী (১০/১৩৪), হাকিম (৪/৯৩)। আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে সালীত্ব ইবনু ‘আব্দুল্লাহ রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, তার সানাদ প্রমাণযোগ্য নয় (লাইসা বিল ক্বায়িম), অন্যত্র বলেছেন, তার সানাদ মাজহুল। আল্লামা সিন্দি বলেছেন, এছাড়া সানাদে হাজ্জাজ হল ইবনু আরত্বাত হাদীস তাদলীস করত এবং এটি সে আন্ আন্ শব্দ যোগে বর্ণনা করেছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٤٥٨-٢٣٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا **عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ**، حَدَّثَنَا **عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ**، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الأَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ وَأَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ وَقَالَ " عِنْدَ اتِّخَاذِ الأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ يَأْذَنُ اللَّهُ بِهَلاَكِ الْقُرَى".

موضوع : الضعيفة ١١٩، أحاديث البيوع .

৪৫৮–২৩৪৯। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ধনীদেরকে বকরী পালনের এবং গরীবদেরকে মুরগী পালনের নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ ধনীরা মুরগী পালন করলে আল্লাহ সেই জনপদ ধবংস করার অনুমতি দিয়ে দেন।[৪৪০]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (১১৯), আহাদীসিল বুয়ু ।

---

[৪৪০] ইবনুল আরাবী 'মু'জাম' (১৭৬/১/২) এবং ইবনু আসাকির (১২/২৩৮/১)। আল্লামা আবুল হাসান সিন্দি ইবনে মাজাহ'র হাশিয়াহতে বলেছেন, আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আলী ইবনু 'উরওয়াহকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে বর্জন করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে হাদীস জাল করত। ইবনুল জাওযী বলেছেন, 'আলী ইবনু 'উরওয়াহ হাদীস জাল করত। সানাদে আরো রয়েছে 'উসমান ইবনু 'আব্দুর রহমান। ইমাম যাহাবী বলেছেন, ইমাম সালিহ জাযারাহ ও অন্যরা তাকে মিথ্যুক বলেছেন। **–যঈফাহ্**

ইমাম বুখারী বলেছেন, 'আলী ইবনু 'উরওয়াহ মাজহুল। আবু হাতিম বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। ইমাম সালিহ জাযারাহ বলেছেন, সে হাদীস জাল করত, তার সকল হাদীস মিথ্যা। ইবনু 'আদী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

بسم الله الرحمن الرحيم

١٣ - كِتَابُ الأَحْكَامِ

অধ্যায়-১৩ ঃ বিচার ও বিধান

١- باب ذِكْرِ الْقُضَاةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ বিচারকমণ্ডলী প্রসঙ্গে

٤٥٩-٢٣٥١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ **عَبْدِ الأَعْلَى**، عَنْ بِلاَلِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَسَدَّدَهُ".

ضعيف : الضعيفة ١١٥٤.

৪৫৯-২৩৫১। আনাস ইবনু মালিক (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক বিচারকের পদ চেয়ে নেয়, সে নিজের প্রতি গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে। আর যাকে জোর করে বিচারক বানানো হয়, তার প্রতি একজন মালাক (ফেরেশতা) অবতীর্ণ হয়ে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।[৩৯৯]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১১৫৪)।

٢- باب التَّغْلِيظِ فِي الْحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ যুল্‌ম ও ঘুষ সম্পর্কে কঠোরতা

٤٦٠-٢٣٥٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا **مُجَالِدٌ**، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِنْ قَالَ أَلْقِهِ أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا ".

ضعيف : التعليق الرغيب ٣ | ١٣٣، المشكاة ٣٧٣٩.

---

[৩৯৯] তিরমিযী (১৩২৩, ১৩২৪), আবূ দাউদ (৩৫৭৮), আহমাদ (১১৭৭৪, ১২৮৮৯)। হাদীসের সানাদে 'আব্দুল আ'লা হচ্ছে ইবনু 'আমির সা'লাবী। সে দুর্বল। ইমাম যাহাবী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে তার উল্লেখ করে বলেছেন, ইমাম আহমাদ ও আবূ যুর'আহ তাকে দুর্বল বলেছেন। হাফিয (রহঃ) 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে সত্যবাদী, তবে সন্দেহ আছে। 'আব্দুল আ'লা দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি এই হাদীসের সানাদে উলটপালট করেছে। –যঈফাহ্

Contents

৪৬০–২৩৫৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে সব বিচারক মানুষের মাঝে বিচার কার্য পরিচালনা করে ক্বিয়ামাতের দিন তাদের প্রত্যেকেই এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, মালাক তার ঘাড় ধরে থাকবে। অতঃপর সে বিচারক আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করবে। আল্লাহ যদি তাতে নিক্ষেপ করতে বলেন তাহলে তাকে নিক্ষেপকারী মালাক এমন গর্তে নিক্ষেপ করবে, যাতে সে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত গড়িয়ে পড়তে থাকবে।(কিন্তু গর্তে সীমানা শেষ হবে না)।[৪০০]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/১৩৩), মিশকাত (৩৭৩৯)।

١١- باب الرَّجُلاَنِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ দু' ব্যক্তি একই পণ্যের দাবী করলে এবং তাদের কারোর কাছে কোন প্রমাণ না থাকলে

٤٦١–٢٣٧٢. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلاَنِ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

ضعيف : الارواء ٢٦٥٦.

৪৬১–২৩৭২। আবূ মূসা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দু'জন লোক একটি জন্তুর বিষয়ে মামলা করল, কিন্তু তাদের কারোরই কোন প্রমাণ ছিল না। ফলে তিনি জন্তুটিকে উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে বণ্টন করে দিলেন।[৪০১]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২৬৫৬)।

١٢- باب مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيْءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ اشْتَرَاهُ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ কোন ব্যক্তি তার চুরি যাওয়া মাল ক্রয়কারীর কাছে পেলে

٤٦٢–٢٣٧٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا **حَجَّاجٌ**، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ " .

ضعيف : الضعيفة ١٦٢٧، الرد علي بليق ١٣٧.

---

[৪০০] আহমাদ (৪০৮৬)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে মুজালিদ দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৪০১] আবূ দাউদ (৩৬১৩, ৩৬১৫), নাসায়ী (২/৩১১) এবং বায়হাকী (২৩/২৫৪, ২৫৭)। এর ত্রুটি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, **–ইরওয়াউল গালীল**

Contents

৪৬২-২৩৭৩। সামুরাহ ইবনু জুনদুব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির কোন সম্পদ বিনষ্ট অথবা চুরি হয়ে যাওয়ার পর যদি সে তা এমন ব্যক্তির নিকট পায় যে তা ক্রয় করেছে। তখন ক্রেতার চেয়ে প্রকৃত মালিকই ঐ সম্পদের বেশি হকদার। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট হতে তার মূল্য ফেরভ নিবে।[৪০২]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৬২৭), রাদ্দু 'আলা বালীক্ব (১৩৮)।

١٤- باب الْحُكْمِ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْئًا

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ কেউ কোন জিনিস ভেঙ্গে ফেললে তার হুকুম

٤٦٣-٢٣٧٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَخْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَتْ أَوَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَصْحَابِهِ فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا وَصَنَعَتْ حَفْصَةُ لَهُ طَعَامًا . قَالَتْ فَسَبَقَتْنِي حَفْصَةُ فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ انْطَلِقِي فَأَكْفِئِي قَصْعَتَهَا فَلَحِقَتْهَا وَقَدْ هَوَتْ أَنْ تَضَعَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكْفَأَتْهَا فَانْكَسَرَتِ الْقَصْعَةُ وَانْتَشَرَ الطَّعَامُ . قَالَتْ فَجَمَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى النِّطَعِ فَأَكَلُوا ثُمَّ بَعَثَ بِقَصْعَتِي فَدَفَعَهَا إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَ " خُذُوا ظَرْفًا مَكَانَ ظَرْفِكُمْ " . قَالَتْ فَمَا رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

ضعيف الاسناد ، لكن الجملة الخلق صحيحة برواية اخرى عنها : صحيح أبي داود ١٢١٣: م.

৪৬৩-২৩৭৬। ক্বায়স বিন ওয়াহাব হতে বানূ সাওআত গোত্রের জনৈক ব্যক্তি সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ ﷺ-কে বললাম, আমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি কি কুরআন পড় না ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী)। 'আয়িশাহ ﷺ বললেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের সাথে ছিলেন। আমি তাঁর জন্য খাবার তৈরী করলাম এবং হাফসাহ তাঁর জন্য খাবার তৈরি করলেন। তিনি বলেন ঃ হাফসাহ আমার আগে (খাবার নিয়ে) গেলেন। আমি দাসীকে বললাম, যাও গিয়ে তার পাত্র উপুড় করে ফেল। সে হাফসার কাছে চলে গেল। হাফসা যখন তা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রাখতে যাচ্ছিল, অমনি সে তা উপুড় করে ফেলে দিল। ফলে পাত্রটি ভেঙ্গে গেল এবং খাবার ছড়িয়ে পড়ল। 'আয়িশাহ ﷺ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলি এবং পাত্রে যা ছিল, তার সব দস্তরখানের উপর জমা করে খেলেন। এরপর আমার পাত্রটি হাফসাকে দিয়ে বললেন, তোমার পাত্রের বদলে এই পাত্র নাও এবং এতে যা আছে খাও। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারায় এর কোন প্রতিক্রিয়াই দেখতে পেলাম না।[৪০৩]

সানাদ দুর্বল ঃ কিন্তু الخلق বাক্যটি তারই অন্য বর্ণনায় বিশুদ্ধ ঃ সহীহ আবী দাউদ (১২১৩), মুসলিম।

---

[৪০২] দারাকুতনী (৩০১)। হাদীসের সানাদে হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত মুদাল্লিস এবং সে আন্ আন্ শব্দ যোগে বর্ণনা করেছে। **–যঈফাহ্**

[৪০৩] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, তাবেয়ীর জাহালাতের কারণে এর সানাদটি দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

١٨- باب الرَّجُلاَنِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصٍّ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ দু' ব্যক্তি একই কুঁড়ে ঘরের মালিকানা দাবী করলে

٤٦٤-٢٣٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ **دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانَ**، عَنْ **نِمْرَانَ بْنِ جَارِيَةَ**، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ قَوْمًا، اخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي خُصٍّ كَانَ بَيْنَهُمْ فَبَعَثَ حُذَيْفَةَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ فَقَضَى لِلَّذِينَ يَلِيهِمُ الْقِمْطُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ فَقَالَ " أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ " .

ضعيف جداً .

৪৬৪-২৩৮৬। জারিয়াহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। একদল লোক নাবী ﷺ-এর নিকট একটি কুঁড়ে ঘরের ব্যাপারে অভিযোগ করল যা তাদের মাঝে যৌথভাবে ছিল। তখন তিনি তাদের মাঝে মীমাংসার জন্য হুযাইফাকে প্রেরণ করলেন। ফলে হুযাইফাহ যাদের রশি দিয়ে ঘরটি বাঁধা ছিল তাদের পক্ষে রায় দিলেন। অতঃপর তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট ফিরে গিয়ে বিষয়টি অবহিত করলেন। ফলে তিনি বললেন ঃ তুমি সঠিক করেছ এবং সুন্দর কাজ করেছ।[৪০৪]

খুবই দুর্বল।

١٩- باب مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلاَصَ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ যে ব্যক্তি অপরের কাছ থেকে ছাড়ানোর শর্ত করে

٤٦٥-٢٣٨٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ " . قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلاَصِ .

ضعيف : احاديث االبيوع.

৪৬৫-২৩৮৭। সামুরাহ ইবনু জুনদুব ﵁ সূত্রে হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন জিনিস যখন দু' ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা হয়, তখন যে ব্যক্তি প্রথমে ক্রয় করেছে জিনিসটি তারই হবে।

---

[৪০৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদের নিমরান ইবনু জারিয়াহকে ইবনু হিব্বান 'আস-সিকাত' এ উল্লেখ করেছেন। ইবনু কাত্তান বলেছেন, তার অবস্থা অজ্ঞাত। আল্লামা সিন্দি বলেছেন, সানাদে দাহসাম ইবনু কুররানকে মুহাদ্দিসগণ পরিত্যাগ করেছেন। আর ইবনু হিব্বান তাকে 'আস-সিকাত' এ উল্লেখ করে তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণের বিপরীত করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, দাহসাম ইবনু কুররান হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, দুর্বল, সে কিছুই না, তার হাদীস লিখা হতো না। আবূ দাউদ বলেছেন, সে কিছুই না। নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু জুনায়দ বলেছেন, সে মাতরুক। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

বর্ণনাকারী আবুল ওয়ালীদ (রহ.) বলেন ঃ এ হাদীসে অন্যের নিকট থেকে ছাড়িয়ে এনে দেয়ার শর্ত অকার্যকর করা হয়েছে।[৪০৫]

দুর্বল ঃ আহাদীসিল বুয়ূ ।

٢١– باب الْقَافَة

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ ক্বিয়াফাহ প্রসঙ্গে

٤٦٦–٢٣٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ قُرَيْشًا، أَتَوُا امْرَأَةً كَاهِنَةً فَقَالُوا لَهَا أَخْبِرِينَا أَشْبَهَنَا أَثَرًا بِصَاحِبِ الْمَقَامِ . فَقَالَتْ إِنْ أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلَى هَذِهِ السِّهْلَةِ ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْهَا أَنْبَأْتُكُمْ . قَالَ فَجَرُّوا كِسَاءً ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا فَأَبْصَرَتْ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَتْ هَذَا أَقْرَبُكُمْ إِلَيْهِ شَبَهًا . ثُمَّ مَكَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ .

منكر ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

৪৬৬–২৩৯৩। ইবনু 'আব্বাস ﵄ সূত্রে বর্ণিত। কুরায়শগণ এক জ্যোতিষী মহিলার নিকট গিয়ে তাকে বলল ঃ আমাদের মধ্যে মাকাম-ই ইবরাহীমের মালিক [অর্থাৎ ইবরাহীম ('আ.)]-এর সাথে কে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ, তা বলে দিন। সে বলল ঃ তোমরা যদি এই নরম মাটির উপর দিয়ে একটি চাদর টেনে দাও, তারপর তার উপর দিয়ে (খালী পায়ে) হাঁট, তবে আমি তোমাদেরকে তা বলে দিব। ইবনু 'আব্বাস ﵄ বলেন ঃ অতঃপর তারা একটি চাদর টেনে নিল, তারপর লোকেরা তার উপর হাটলো। অতঃপর মহিলাটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদচিহ্ন দেখিয়ে বলল ঃ তোমাদের মধ্যে এই লোকটিই তাঁর (ইবরাহীমের) সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। তারা ঘটনার পর বিশ অথবা যত বছর আল্লাহর মর্জি ছিল অপেক্ষা করল। অবশেষে আল্লাহ তা''আলা মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ-কে নবুওয়াত দান করলেন।[৪০৬]

মুনকার দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

٢٥– باب تَفْلِيسِ الْمُعْدَمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ দেনাদারের দেউলিয়া হওয়া এবং পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধের জন্য তার সম্পত্তি বেচা-কেনা করা

٤٦٧–٢٤٠٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ** بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ **سَلَمَةَ الْمَكِّيِّ**، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَلَعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مُعَاذٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَخْلَصَنِي بِمَالِي ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي .

ضعيف .

---

[৪০৫] আহমাদ (১৯৫৮১, ১৯৬০৯), বায়হাকী (৬/৬৪)।

[৪০৬] আহমাদ (৩০৬২)।

৪৬৭-২৪০০। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মু'আয ইবনু জাবালকে তার পাওনাদারদের থেকে নিষ্কৃতি দেন। অতঃপর তাকে ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। মু'আয ﷺ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে আমাকে আমার সম্পদের ধ্বংস হতে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, তারপর আমাকে গভর্নর নিযুক্ত করেছেন।[৪০৭]

দুর্বল।

٢٦- باب مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ কেউ দেউলিয়া ব্যক্তির নিকট স্বীয় সম্পদ অবিকল অবস্থায় পেলে

٤٦٨-٢٤٠٣. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ، وَكَانَ، قَاضِيًا بِالْمَدِينَةِ قَالَ جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ " أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ " .

ضعيف : الارواء ٥|٢|١٦٦، ت ٧١-٢٧٢، المشكاة ٢٩١٤.

৪৬৮-২৪০৩। ইবনু খালদাহ যুরাক্বী (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ছিলেন মাদীনার বিচারক। তিনি বলেন ঃ আমরা আবূ হুরাইরাহ ﷺ-এর নিকট আমাদের এক দরিদ্র সঙ্গীর ব্যাপারে জানতে এলাম। তিনি বললেন ঃ এ শ্রেণীর লোক সম্পর্কে নাবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি মারা যায় কিংবা গরীব হয়ে যায়, তবে মালের মালিকই তার সে জিনিসের অধিক হকদার হবে, যখন সে পূর্বের অবস্থায় তার মাল তার কাছে পাবে।[৪০৮]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৫/২৭১-২৭২), মিশকাত (২৯১৪)।

٣٢- باب شَهَادَةِ الزُّورِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রসঙ্গে

٤٦٩-٢٤١٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْعُصْفُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ الأَسَدِيِّ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الأَسَدِيِّ، قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ

---

[৪০৭] সানাদের সালামাহ মাক্কীর অবস্থা জানা যায়নি। এছাড়া সানাদের 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে মাওকুফ হাদীসকে মারফু সানাদ বানিয়ে বর্ণনা করত। অতএব তার দ্বারা দলিল গ্রহণ জায়েয নয়। আল্লামা আজরী ইমাম আবূ দাঊদ ও আহমাদের সূত্রে বলেছেন, সব মুসিবত তার থেকে এসেছে। ইবনু মাঈন বলেছেন, সে সত্যবাদী, তবে ভুল বেশি করে। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৪০৮] বুখারী (২৪০২), মুসলিম (১৫৫৯), তিরমিযী (১২৬২), নাসায়ী (৪৬৭৬, ৪৬৭৭), আবূ দাউদ (৩৫১৯, ৩৫২০, ৩৫২৩), আহমাদ (৭০৮৪, ৭৩২৫, ৭৩৪৩, ৭৪৫৫, ৮৩৬১, ৮৭৬৯, ৯০৬৫, ৯০৮৩, ৯৭০৫, ৯৭৮১, ৯৯৪৯, ১০৪১৫), মালিক (১৩৩৮)।

Contents

فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ "عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِاللَّهِ". ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾.

ضعيف : التعليق الرغيب ٣ | ١٦٦، تخريج الايمان لابن سلام ٤٩ | ١١٨، الرد علي بليق ١٩٢.

৪৬৯-২৪১৫। খুরায়ম ইবনু ফাতিক আসাদী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ ফাজ্‌রের সলাত আদায় করলেন। অতঃপর সলাত শেষে তিনি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া আল্লাহর সাথে শির্‌ক করার সমতুল্য। তিনি এ কথা তিনবার বললেন। অতঃপর এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ "তোমরা মিথ্যা কথা হতে বিরত থাক; একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর সাথে কোন শির্‌ক না করে"– (সূরা ২২ ঃ ৩০)।[৪০৯]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/১৬৬), তাখরীজুল ইমান লি ইবনে তাইমিয়্যাহ (৪৯/১১৮),রাদ্দু 'আলা বালীক্ব (১৯২)।

٤٧٠-٢٤١٦. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا **مُحَمَّدُ بْنُ الْفُرَاتِ**، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ.

موضوع : الضعيفة ١٢٥٩.

৪৭০-২৪১৬। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারীর দুই পা একটুও নড়বে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তার ব্যাপারে জাহান্নামের সিদ্ধান্ত দেন।[৪১০]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (১২৫৯)।

٣٣- باب شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ আহলি কিতাব সম্প্রদায়ের একে অন্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান

٤٧١-٢٤١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ **مُجَالِدٍ**، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ :

ضعيف : الارواء ٢٦٦٨.

---

[৪০৯] তিরমিযী (২৩০০), আবূ দাউদ (৩৫৯৯), আহমাদ (১৮৪১৯)।

[৪১০] হাকিম (৪/৯৮) এবং 'উক্বাইলী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে (৩৫৪ পৃষ্ঠা)। হাদীসের সানাদকে ইমাম হাকিম ও যাহাবী কর্তৃক সহীহ বলাটা আশ্চর্যকর বটে! সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু ফুররাত সকলের ঐকমত্যে দুর্বল, উপরন্তু খুবই নিকৃষ্ট। আবূ বাকর ইবনু আবী শায়বাহ ও মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্মার বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইমাম আহমাদ তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন, সে মুহারিব সূত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে । ইমাম যাহাবী নিজেও তা 'আল-মীযান' গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। আল্লামা বুসয়রী যাওয়ায়িদে তার কারণে এই সানাদকে দুর্বল বলেছেন। তিনি বলেছেন, সে সকলের ঐকমত্যে দুবল। –যঈফাহ্

Contents

৪৭১–২৪১৭। জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ আহলি কিতাবকে একে অন্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন।[৪১১]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২৬৬৮)।
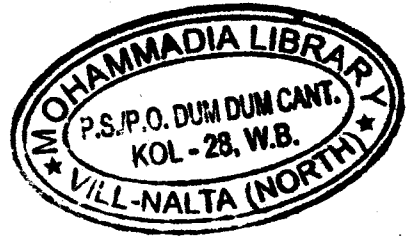
[৪১১] বায়হাকী (১০/১৬৪)। আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসের সানাদে মুজালিদ ইবনু সাঈদ দুর্বল। – **হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থেও তাকে যঈফ বলা হয়েছে।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤ - كِتَابُ الْهِبَاتُ

অধ্যায় ঃ হেবা

باب مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا -٦

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কেউ সাওয়াবের আশায় কিছু দান করলে

٤٧٢-٢٤٣٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا **إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ** بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا " .

ضعيف : الضعيفة ٣٦٥٦ .

৪৭২-২৪৩০। আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দানের বিনিময় না দেয়া পর্যন্ত দানকারীই তার বেশি হকদার।[৪১২]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩৬৫৬)।

---
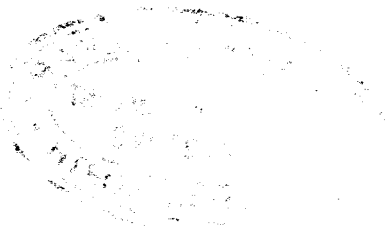
[৪১২] বায়হাকী (৬/১৯৫), দারাকুতনী (৪/১৯০)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে ইব্রাহীম ইবনু ইসমাঈল ইবনু মাজমা' দুর্বল।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

١٥ – كِتَابُ الصَّدَقَاتِ

অধ্যায়-১৫ ঃ সদাক্বাত (দান-খয়রাত)

٢– باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কেউ কোন জিনিস সদাক্বাহ করার পর তা বিক্রয় হতে দেখলে সে কি তা কিনতে পারবে

٤٧٣–٢٤٣٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ**، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ فَرَأَى مُهْرًا أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلاَئِهَا يُبَاعُ يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ فَنَهَى عَنْهَا .

ضعيف : عبد الله بن عامر لا يعرف، يحتمل ان يكون ابن عامر ربيعة العنزي، قلت : وهو ثقة، لكن الحديث لا يثبت بمثل هذا الاحتمال.

৪৭৩–২৪৩৬। যুবায়র ইবনু 'আওয়াম ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি গামর অথবা গামরাকে একটি ঘোড়া দান করেছিলেন। তিনি দেখলেন তার সেই ঘোড়ারই একটি ঘোটক বা ঘোটকী বিক্রি হচ্ছে। (তিনি ক্রয় করতে চাইলে) তাকে তা হতে নিষেধ করা হয়।

দুর্বল ঃ আবদুল্লাহ বিন আমিরকে চেনা যায়নি। মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, সম্ভবত সে ইবনু আমির বিন রাবী'আহ আল-আনাযী। আমি বলি, সে নির্ভরযোগ্য কিন্তু এই ধরনের সংশয় দ্বারা হাদীস প্রমাণযোগ্য হয় না।

٥– باب الْعَارِيَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ ধার নেয়া প্রসঙ্গে

٤٧٤–٢٤٤٣. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ **الْحَسَنِ**، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ " .

ضعيف : الارواء ١٥١٦.

৪৭৪-২৪৪৩। সামুরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হাত যা গ্রহণ করে, তা পরিশোধ করা কর্তব্য।[৪১৩]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৫১৬)।

١٧- باب لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلْطَانٌ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ পাওনাদারের কঠোর আচরণ করার অধিকার প্রসঙ্গে

٤٧٥-٢٤٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ **حَنَشٍ**، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ بِدَيْنٍ أَوْ بِحَقٍّ فَتَكَلَّمَ بِبَعْضِ الْكَلاَمِ فَهَمَّ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَهْ إِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ " .

ضعيف جدا : التعليق الرغيب ٣ | ٢٠، احاديث االبيوع ، الضعيفة ٣١٨٠ .

৪৭৫-২৪৭০। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, দেনাদার পাওনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত পাওনা আদায়ের জন্য দেনাদারের প্রতি কঠোর হওয়ার অধিকার পাওনাদারের আছে।[৪১৪]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/২০), আহাদীসিল বুয়ূ , যঈফাহ্ (৩১৮০)।

١٨- باب الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلاَزَمَةِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ দেনার কারণে আটকে রাখা এবং পেছনে লেগে থাকা

٤٧٦-٢٤٧٣. حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْهِرْمَاسُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِغَرِيمٍ لِي فَقَالَ لِي " الْزَمْهُ " . ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ فَقَالَ " مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ ".

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

---

[৪১৩] আবূ দাউদ (৩৫৬১), তিরমিযী (১/২৩৯), হাকিম (২/৪৭), বায়হাকী (৬/৯০) এবং আহমাদ (৫/৮, ১২, ১৩) হাসান হতে সামূরাহ সূত্রে। তিরমিযী বলেছেন, ইমাম হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম হাকিম বলেছেন, সানাদটি বুখারীর শর্তে সহীহ। কিন্তু হাসান যদি সামুরাহ সূত্রে তার শ্রবণের বিষয়টি স্পষ্ট করতেন তাহলে এটি বুখারী শর্তে সহীহ হতো। কিন্তু তিনি তা স্পষ্ট করেননি। বরং আন্ আন্ শব্দ যোগে বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি মুদাল্লিসদের অন্তর্ভূক্ত। তাছাড়া কতিপয় মুহাদ্দিস এই সানাদের দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, হাসান হাদীসটি সামুরাহ সূত্রে শুনেছে কিনা এ নিয়ে মতপার্থক্য আছে। হাফিয (রহঃ) 'আত-তালখীস' (৩/৫৩) গ্রন্থে এ কথা বলে এটি দোষী করেছেন। আল্লামা সিনআনী বলেছেন, হাসান, সামুরাহ হতে শুনেছে কিনা তা নিয়ে তিন ধরনের মত রয়েছে। 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে রয়েছে, হাসান (বাসরী) নির্ভরযোগ্য, সম্মানিত ও প্রসিদ্ধ ফাকীহ। কিন্তু তিনি বেশি মুরসাল ও তাদলীস করতেন। **-ইরওয়াউল গালীল**

[৪১৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে হানাশ হল হুসাইন ইবনু কায়স আবূ 'আলী আর-রাহাবী। ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন, আবূ হাতিম ও আবূ যুর'আহ তাকে যঈফ বলেছেন। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

৪৭৬-২৪৭৩। হিরমাস ইবনু হাবীবের দাদা (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর নিকট আমার এক করযদারকে নিয়ে এলাম। তিনি বললেন ঃ এর পিছে লেগে থাক। অতঃপর দিনের শেষ দিকে তিনি আমার নিকট দিয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ হে তামীম গোত্রের ভাই! তোমার কয়েদীকে কি করছো?[৪১৫]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ

١٩ – باب الْقَرْضِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ করয দেয়া

٤٧٧–٢٤٧٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَف الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا **سُلَيْمَانُ بْنُ يُسَيْرٍ**، عَنْ **قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ**، قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أُذُنَان يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائه فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْه فَقَضَاهُ فَكَأَنَّ عَلْقَمَةَ غَضبَ فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمَّ عُتْبَةَ هَلُمِّي تِلْكَ الْخَرِيطَةَ الْمَخْتُومَةَ الَّتِي عِنْدَكِ . فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا . قَالَ فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي . قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ . قَالَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً " . قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ.

ضعيف : الا المرفوع منه فحسن : الارواء ١٣٨٩، التعليق الرغيب ٢ | ٣٤، احاديث االبيوع .

৪৭৭-২৪৭৫। ক্বায়স ইবনু রূমী رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলাইমান ইবনু 'আযনান 'আলক্বামাহ (রহ.)-কে এক হাজার দিরহাম তার ভাতা প্রাপ্তির সময় ঋণ দিল। যখন তার ভাতা পেল তখন সুলাইমান তাকে সেই ঋণের তাগাদা দিল এবং তার উপর ভীষণ কঠোর হলো। তখন তিনি তা পরিশোধ করে দিলেন। 'আলক্বামাহ এতে খুব রাগান্বিত হয়ে কয়েক মাস দূরে সরে থাকলেন। অতঃপর তিনি সুলাইমানের কাছে এসে বললেন ঃ আমাকে আমার ভাতা প্রাপ্তি পর্যন্ত এক হাজার দিরহাম ঋণ দিন। সুলাইমান বললেন ঃ হ্যাঁ, ভাল কথা। হে উম্মু 'উতবাহ! তোমার কাছে মাহ্‌র করা যে থলেটি আছে, তা নিয়ে এসো। সুলাইমান বললেন ঃ আল্লাহর কসম! দেখুন এগুলি আপনার সেই দিরহাম, যা আপনি আমাকে পরিশোধ করেছিলেন। আমি তা হতে একটি দিরহামও স্পর্শ করিনি। 'আলক্বামাহ বললেন ঃ আল্লাহর জন্য আপনার পিতা কুরবান হোক! তাহলে কিসে আপনাকে আমার সঙ্গে এরূপ আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল? তিনি বললেন ঃ আমি আপনার কাছ থেকে যে হাদীস

---

[৪১৫] আবূ দাউদ (২৬২৯)।

শুনেছি তাই। 'আলক্বামাহ বললেন ঃ আপনি আমার কাছ থেকে কি শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ আমি আপনাকে ইবনু মাস'উদ ﷺ সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলিম অপর মুসলিমকে দু'বার ঋণ দিলে সে ঐ পরিমাণ সম্পদ একবার সদাক্বাহ করে দেয়ার সাওয়াব পাবে। 'আলক্বামাহ বললেন ঃ ইবনু মাস'উদ ﷺ আমার কাছে এরূপই বর্ণনা করেছেন।[৪১৬]

দুর্বল ঃ অন্যথায় এর মারফু বর্ণনাটি হাসান ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৩৮৯), তা'লীকুর রাগীব (২/৩৪), আহাদীসিল বুয়ু ।

٤٧٨–٢٤٧٦. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا **خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ**، وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ . فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ . قَالَ لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ".

ضعيف جدا : التعليق الرغيب ٢ | ٣٤، الضعيفة ٣٦٣٧ .

৪৭৮–২৪৭৬। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মি'রাজের রাতে আমি জান্নাতে একটি দরজার উপর লেখা দেখলাম যে, সদাক্বায় দশগুণ সাওয়াব এবং ঋণ দেয়ায় আঠারগুণ সাওয়াব রয়েছে। আমি বললাম ঃ হে জিব্রীল! করয (ঋণ দেয়া) সদাক্বার চেয়ে উত্তম কেন? তিনি বললেন ঃ কেননা ভিক্ষুক তার কাছে (সম্পদ) থাকা সত্ত্বেও চায়। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা প্রয়োজন ছাড়া ঋণ চায় না।[৪১৭]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/৩৪), যঈফাহ্ (৩৬৩৭)।

٤٧٩–٢٤٧٧. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ**، حَدَّثَنِي **عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ**، عَنْ **يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهُنَائِيِّ**، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ

---

[৪১৬] ইবনু হিব্বান। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (ক্বাফ ১২০/১) বলেছেন, এই সানাদটি দুর্বল। সানাদের কায়স ইবনু রুমী অজ্ঞাত এবং সুলাইমান ইবনু ইয়াসীর দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। ড. মুস্তফা বলেছেন, সুলাইমান ইবনু ইয়াসীর সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান বলেছেন, সে দুর্বল। ইমাম আহমাদ বলেছেন, সে কিছুই না। ইমাম বুখারী বলেছেন, মুহাদ্দিসগণের নিকট সে মজবুত নয়। আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট, দুর্বল। আবূ হাতিমও তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটিই আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৪১৭] বায়হাকী (৬/৩৮০। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে খালিদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু 'আব্দুর রহমান ইবনু আবূ মালিক আবূ হাশিম মাহদানী দামেস্কী রয়েছে। ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন, আবূ দাউদ, নাসায়ী, আবূ যুর'আহ, দারাকুতনী ও অন্যান্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

Contents

فَيُهْدِي لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلاَ يَرْكَبْهَا وَلاَ يَقْبَلْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ " .

ضعيف : الارواء ١٤٠٠،المشكاة ٢٨٣١، احاديث االبيوع ، الضعيفة ١١٦٢ .

৪৭৯–২৪৭৭। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আমাদের মধ্যকার কেউ তার ভাইকে মাল ধার দেয়, অতঃপর সে (ঋণ গ্রহীতা) তাকে হাদিয়া দেয়। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোন জিনিস ধার দেয়, অতঃপর তাকে কিছু হাদিয়া দেয় বা সওয়ারীতে আরোহণ করায়, তখন সে যেন তাতে আরোহণ না করে এবং হাদিয়া গ্রহণ না করে। অবশ্য তাদের মাঝে আগে থেকেই এরূপ (হাদিয়া) দেয়ার প্রচলন থাকে (তা ভিন্ন কথা)।[৪১৮]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৪০০), মিশকাত (২৮৩১), আহাদীসিল বুয়ু , যঈফাহ্ (১৬২)।

٢١ – باب ثَلاَثٌ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ قَضَى اللَّهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ কেউ তিন কারণে দেনাদার হলে আল্লাহ তা পরিশোধ করবেন

٤٨٠– ٢٤٨٠. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، وَأَبُو أُسَامَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدٍ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الدَّيْنَ يُقْضَى مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ إِلاَّ مَنْ يَدَّيَّنُ فِي ثَلاَثِ خِلاَلٍ الرَّجُلُ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوِّهِ وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ لاَ يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوَارِيهِ إِلاَّ بِدَيْنٍ وَرَجُلٌ خَافَ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَنْ هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

ضعيف : الضعيفة ٥٤٨٣، التعليق الرغيب ٣ | ٣٦، احاديث االبيوع .

৪৮০–২৪৮০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঋণগ্রস্ত লোক মৃত্যুর পর ক্বিয়ামাতের দিন তার থেকে ঋণের বদলা নেয়া হবে। কিন্তু তিন কারণে ঋণগ্রস্ত হলে (বদলা নেয়া হবে না)। প্রথমতঃ ঐ লোক, যে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে করতে দুর্বল হয়ে যায়, ফলে সে ঋণ করে তা দিয়ে আল্লাহর দুশমন এবং নিজের দুশমনের বিরুদ্ধে শক্তি

---

[৪১৮] এর সানাদটি তিনটি দোষের কারণে দুর্বল। (১) সানাদের ইয়াহইয়া ইবনু আবী ইয়াহইয়া হুনায়ীর জাহালাত। হাফিয 'তাকবীর' গ্রন্থে বলেছেন, সে অজ্ঞাত। (২) সানাদে উত্‌বাহ যাব্বী দুর্বল। হাফিয বলেছেন, সে সত্যবাদী, কিন্তু সন্দেহ রয়েছে। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন (ক্বাফ ১৫০/২), এই সানাদের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। সানাদে উত্‌বাহ ইবনু হুমাইদকে ইমাম আহমাদ দুর্বল বলেছেন এবং সানাদে ইয়াহইয়া ইবনু আবূ ইসহাক হুনায়ীকে চেনা যায়নি। (৩) সানাদে ইসমাঈল ইবনু 'আয়্যাশ দুর্বল। 'আব্দুল হাদী বলেছেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা আছে। **–ইরওয়াউল গালীল**

সঞ্চয় করে। দ্বিতীয়তঃ ঐ লোক, যার কাছে কোন মুসলিম মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু ঋণ করা ছাড়া তাকে দাফন-কাফন দেয়ার মত কিছুই সে পায় না, (ফলে সে ঋণ গ্রহণ করে)। তৃতীয়তঃ ঐ লোক, যে দারিদ্র্যের কারণে কুমার থাকতে আল্লাহকে ভয় পায়। ফলে সে দীনের উপর দুর্ঘটনার আশংকায় ঋণ দিয়ে বিয়ে করে। মহান আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন এদের পক্ষ হতে ঋণ পরিশোধ করে দিবেন।[৪১৯]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৫৪৮৩), তা'লীকুর রাগীব (৩/২৬), আহাদীসিল বুয়ু।

---

[৪১৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনু আনউম শায়বানী কাযী আফরিক্বী দুর্বল। ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন, নাসায়ী ও অন্যান্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন। – **হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

بسم الله الرحمن الرحيم

١٦ - كِتَابُ الرُّهُوْنِ

অধ্যায়-১৬ ঃ বন্ধক

٣- باب لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ বন্ধকী জিনিস আটকে রাখা যাবে না

٤٨١-٢٤٨٦. حَدَّثَنَا **مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ**، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ " .

ضعيف : الارواء ٥ | ٢٤٢و١٤٠٨ .

৪৮১-২৪৮৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ বন্ধক দাতা বন্ধকী জিনিস (ছাড়াতে চাইলে) তা আটকে রাখা যাবে না।[৪২০]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৫/২৪২, ১৪০৮)।

٤- باب أَجْرِ الأُجَرَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ শ্রমিকদের মজুরী প্রসঙ্গে

٤٨٢-٢٤٨٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا **يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ**، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ " .

---

[৪২০] মালিক (১৪৩)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন (ক্বাফ ১৫১/২), এই সানাদটি দুর্বল। সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু হুমাইদ রাযীকে যদিও ইবনু মাঈন এক বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য বলেছেন কিন্তু অন্য বর্ণনায় তিনি তাকে দুর্বলও বলেছেন। তাছাড়া ইমাম আহমাদ, নাসায়ী এবং আল্লামা জাওযাজানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্যের সূত্রে মাকবুল হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু ওয়ারাহ বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী। –**ইরওয়াউল গালীল**

ضعيف : الارواء ١٤٨٩، الروض النضير ١١٠٢، أحاديث البيوع : ح، لكن فيه يحي بن سليم قال ابن حجر : صدوق سيء الحفظ

৪৮২-২৪৮৭। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন আমি তিন ধরনের লোকের বিরুদ্ধে বাদী হব। আর আমি যার বিরুদ্ধেবাদী হবো, ক্বিয়ামাতের দিন অবশ্যই তার উপর জয়লাভ করব। প্রথমতঃ ঐ লোক, যে আমার নামে অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে। দ্বিতীয়তঃ ঐ লোক, যে স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে এবং তার মূল্য ভক্ষণ করে। আর তৃতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি, যে কোন শ্রমিক নিয়োগ করে তার দ্বারা পূর্ণ কাজ আদায় করে, অথচ তার পূর্ণ মজুরী দেয় না।[৪২১]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৪৮৯), রাওযুন নাযীর (১১০২), আহাদীসিল বুয়ূ ঃ বুখারী, কিন্তু এতে ইয়াহইয়া বিন সুলাইম রয়েছে। যার ব্যাপারে হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন, "তিনি সত্যবাদী, কিন্তু স্মরণশক্তি ভাল নয়।"

٥- باب إِجَارَةِ الأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ শুধু পেটে-ভাতে শ্রমিক নিয়োগ

٤٨٣-٢٤٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا **بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ**، عَنْ **مَسْلَمَةَ بْنِ عُلَيٍّ**، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النُّدَّرِ، يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ طسم حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى قَالَ " إِنَّ مُوسَى ﷺ أَجَّرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ " .

ضعيف جدا : الارواء ١٤٨٨ .

৪৮৩-২৪৮৯। 'উত্‌বাহ ইবনু মুনযির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তিনি সূরা ত্বা-সীন-মীম পাঠ করতে করতে যখন মূসা ('আ.)-এর ঘটনা পর্যন্ত

---

[৪২১] বুখারী (২২২৭), তাহাভী, ইবনু জারুদ (৫৮৯), বায়হাকী, আহমাদ (২/৩৫৮) এবং আবূ ইয়ালা 'মুসনাদ'। তারা প্রত্যেকেই বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনু সুলাইম সানাদে। হাদীসটি যদিও বুখারী বর্ণনা করেছেন তথাপি আমার মন এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে পরিতৃপ্ত নয়। কেননা এর মূল বিষয় বর্তায় ইয়াহইয়া ইবনু সুলাইমের উপর। সে তায়েফী। তার সম্পর্কে হাদীসের দোষ-গুন যাচাইকারী ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনু মাঈন, ইবনু সা'দ ও 'আজলী তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আর ইবনু হিব্বান 'আস-সিকাত' এ বলেছেন, তিনি ভুল করতেন। আবূ হাতিম বলেছেন, তার হাদীস লিখা হত কিন্তু তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা হত না। ইয়াকুব ইবনু সুফিয়ান বলেছেন, তিনি তার কিতাব দেখে হাদীস বর্ণনা করলে তা হবে হাসান। আর যদি মুখস্ত বর্ণনা করেন তাহলে তা অস্বীকৃত হবে। ইমাম নাসায়ী তাকে 'আয-যুআফা ওয়াল মাতরুকীন' কিতাবে উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি শক্তিশালী নন। ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, তার স্মৃতি বিভ্রাট রয়েছে। ইমাম আহমাদ বলেছেন, তার থেকে কিছু লিখলাম, অতঃপর দেখলাম, তিনি হাদীস গ্রন্থে সংমিশ্রন করেছেন। ফলে তা বর্জন করলাম। সুতরাং তিনি ব্যক্তি হিসেবে **নির্ভরযোগ্য** কিন্তু স্মৃতিতে দুর্বল। - বিস্তারিত দেখুন, - **ইরওয়াউল গালীল**

পৌঁছলেন তখন বললেন ঃ মূসা ('আ.) নিজের লজ্জাস্থান হিফাযাত (তথা বিয়ে) এবং পেটের আহারের বিনিময়ে আট কিংবা দশ বছর পর্যন্ত নিজকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন।[৪২২]

খুবই দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৪৮৮)।

٤٨٤-٢٤٩٠. حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا **سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ**، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ نَشَأْتُ يَتِيمًا وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا وَكُنْتُ أَجِيرًا لاِبْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَةِ رِجْلِي أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا وَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا.

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة ، وتوثيق الدارقطني و الذهبي لحيان لا أصل له في الزوايد ولا غيره .

৪৮৪-২৪৯০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইয়াতীম অবস্থায় লালিত পালিত হয়েছি আর মিসকিন অবস্থায় হিজরাত করেছি। আমি গাযওয়ান কন্যার মজুর ছিলাম কেবল আমার পেটের আহার এবং পালাক্রমে উটের উপর সওয়ার হবার বিনিময়ে। আমি লোকদের জন্য কাঠ সংগ্রহ করতাম তারা যখন অবতরণ করত এবং সওয়ারীতে আরোহণ করত আমি তাদের সওয়ারীর জন্য হাঁকিয়ে নিতাম। সেই আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা যিনি দীনকে **শক্তিশালী করেছেন** এবং আবূ হুরাইরাহ ﷺ-কে ইমাম বানিয়েছেন।

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ , আর "যাওয়ায়িদ" ও অন্যান্য গ্রন্থে ইমাম দারাকুতনী ও যাহাবী কর্তৃক সানাদের হাইয়্যানকে নির্ভরযোগ্য করণ একেবারেই ভিত্তিহীন।

٦- باب الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ এক একটি খেজুরের বিনিময়ে এক বালতি পানি সেচন ও উত্তম খেজুরের শর্তারোপ করা

٤٨٥-٢٤٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ **حَنَشٍ**، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَصَابَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ خَصَاصَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلاً يُصِيبُ فِيهِ شَيْئًا لِيُغِيثَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَتَى بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَاسْتَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ فَخَيَّرَهُ الْيَهُودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ سَبْعَ عَشَرَةَ عَجْوَةً فَجَاءَ بِهَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ .

ضعيف جدا : الارواء ٥|٣١٤، أحاديث البيوع .

---

[৪২২] এর সানাদ খুবই দুর্বল। কারণ সানাদে বাক্বিয়্যাহ মুদাল্লিস এবং সে আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছে। এছাড়া সানাদে তার শায়খ মাসলামাহ ইবনু 'আলী হচ্ছে খুশানী। সে মাতরুক। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে বাকিয়্যাহ মুদাল্লিস হওয়ায় এর সানাদ দুর্বল। **–ইরওয়াউল গালীল**

Contents

৪৮৫–২৪৯১। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী ﷺ ক্ষুধার্ত হলেন, (কিন্তু ঘরে খাবার কিছুই ছিল না)। এ সংবাদ 'আলীর নিকট পৌঁছলে তিনি কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন যেন কিছু আয় করে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষুধা দূর করতে পারেন। অতঃপর তিনি এক ইয়াহূদীর বাগানে গিয়ে তাকে সতের বালতি পানি সেচন করে দিলেন। প্রতি বালতি পানি একটি খেজুরের বিনিময়ে। ফলে ইয়াহূদী তাকে সতেরটি উত্তম খেজুর বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিল। তিনি তা নিয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন।[৪২৩]

খুবই দুর্বল ঃ ইরওয়া (৫/৩১৪), আহাদীসিল বুয়ূ।

٤٨٦–٢٤٩٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ**، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي أَرَى لَوْنَكَ مُنْكَفِئًا . قَالَ " الْخَمْصُ " . فَانْطَلَقَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى رَحْلِهِ فَلَمْ يَجِدْ فِي رَحْلِهِ شَيْئًا فَخَرَجَ يَطْلُبُ فَإِذَا هُوَ بِيَهُودِيٍّ يَسْقِي نَخْلاً فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ لِلْيَهُودِيِّ أَسْقِي نَخْلَكَ قَالَ نَعَمْ . قَالَ كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ . وَاشْتَرَطَ الأَنْصَارِيُّ أَنْ لاَ يَأْخُذَ خَدِرَةً وَلاَ تَارِزَةً وَلاَ حَشَفَةً وَلاَ يَأْخُذَ إِلاَّ جَلْدَةً . فَاسْتَقَى بِنَحْوٍ مِنْ صَاعَيْنِ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

ضعيف جدا : الارواء ٥ | ٣١٥ .

৪৮৬–২৪৯৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী সহাবী এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! ব্যাপার কি, আমি আপনার চেহারার রং পরিবর্তিত দেখছি? তিনি বললেন ঃ ক্ষুধার কারণে। তখন আনসারী সহাবী নিজের বাড়ীতে গিয়ে কিছুই পেলেন না। ফলে তিনি কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। অতঃপর এক ইয়াহূদী খেজুর বাগানে পানি সেচ করতে দেখলেন। আনসার ব্যক্তিটি ইয়াহূদীকে বললেন ঃ আমি কি তোমার বাগানে পানি সেচ করে দিব? সে বলল, হ্যাঁ। তবে প্রত্যেক বালতি পানির একটি খেজুর দিতে হবে। আনসার লোকটি শর্ত লাগাল যে, কালো খেজুরের পরিবর্তে শুষ্ক খেজুর এবং মন্দ খেজুরের পরিবর্তে উত্তম খেজুর নিব। অতঃপর সে পানি সেচ করে দু' সা' পরিমাণ খেজুর লাভ করল এবং তা নিয়ে নাবী ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হলো।[৪২৪]

খুবই দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৫/৩১৫)।

---

[৪২৩] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের হানাশকে ইমাম আহমাদ ও অন্যরা দুর্বল বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৪২৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের 'আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনু কায়সানকে ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন ও অন্যরা দুর্বল বলেছেন। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

١٦ - باب الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ মুসলিমরা তিনটি বিষয়ে যৌথ অংশীদার

٤٨٧-٢٥١٩. حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ **زُهَيْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ**، عَنْ **عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ**، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ " . قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ قَالَ " يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْطَى نَارًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا . فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحُ وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لاَ يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا".

ضعيف جدا : الضعيفة ٣٣٨٤ .

৪৮৭-২৫১৯। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ কোন্ জিনিস হতে নিষেধ করা জায়িয নয়? তিনি বললেন ঃ পানি, লবণ এবং আগুন। 'আয়িশাহ ﷺ বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা এ বিষয়ে অবহিত আছি, কিন্তু লবণ এবং আগুন হতে নিষেধ করা যাবে না কেন? তিনি বললেন ঃ হে হুমাইরাহ (সুন্দরী)! কেউ আগুন দান করলে, ঐ আগুন দিয়ে যা পাকানো হবে সে যেন সবগুলিই সদাক্বাহ করল, আর কেউ লবণ দিলে, ঐ লবণ যতখানি সুস্বাদু করবে যে যেন তার সবকিছুই সদাক্বাহ করল। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে, এমন স্থানে পানি পান করায় যেখানে পানি পাওয়া যায় তাহলে সে যেন একটি গোলাম আযাদ করল, আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে এমন স্থানে পানি পান করালো যেখানে পানি নেই তাহলে সে যেন তাকে জীবিত করল।[৪২৫]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩৩৮৪)।

٢١ - باب قِسْمَةِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ পানি বণ্টন

٤٨٨-٢٥٢٩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْجَعْدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ **كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُبْدَأُ بِالْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا " .

ضعيف جدا : الضعيفة ٣٣٨٤ .

---

[৪২৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের 'আলী ইবনু যায়েদ ইবনু জুদ'আন এর দুর্বলতার কারণে এই সানাদটি দুর্বল। হাদীসটি ইবনুল জাওযী আল-মাওযু'আত গ্রন্থে বর্ণনা করে 'আলী ইবনু যায়েদ ইবনু জুদ'আন এর কারণে একে দোষযুক্ত বলেছেন। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেছেন, এছাড়া সানাদে যুহায়র ইবনু মারযূক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, আমি তাকে চিনি না। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস, মাজহুল। ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে দুর্বল। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটিই আছে। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৪৮৮–২৫২৯। 'আম্‌র ইবনু 'আওফ মুযানী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঘোঁড়াকে পানি পান করানোর দিন (অন্যান্য জন্তুর পূর্বে) প্রথম ঘোড়াকে পানি পান করাতে হবে।[৪২৬]

খুবই দুর্বল ঃ ঃ যঈফাহ্ (৩৩৮৪)।

٢٢– باب حَرِيمِ الْبِئْرِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ কূপের সীমানা

٤٨٩–٢٥٣٢. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ، حَدَّثَنَا **مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ**، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " حَرِيمُ الْبِئْرِ مَدُّ رِشَائِهَا " .

ضعيف : الضعيفة ٣٣٨٤ .

৪৮৯–২৫৩২। আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কূপের সীমানা হবে রশির দীর্ঘতা অনুপাতে।[৪২৭]

খুবই দুর্বল ঃ ঃ যঈফাহ্ (৩৩৮৪)।

---

[৪২৬] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আমর ইবনু 'আওফ দুর্বল এবং কাসীর ইবনু 'আব্দুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সে মিথ্যার খনিগুলোর অন্যতম খনি। আবূ হাতিম তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে তার পিতা হতে দাদা সূত্রে এমন নুস্‌খাহ বর্ণনা করেছে যা বানোয়াট। তাই কোন কিতাবে তার (নাম) উল্লেখ করা এবং বিস্ময়ের উদ্দেশ্য ছাড়া তার থেকে বর্ণনা করা হালাল নয়। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৪২৭] বায়হাকী (৬/১০৫), দারাকুতনী (৪/২২৪)। সানাদের মানসূর ইবনু সুক্বায়র সম্পর্কে আবূ হাতীম বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়, তার হাদীসে ইযতিরাব আছে। 'উক্বাইলী বলেছেন, তার হাদীসে কিছুটা সংশয় আছে। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে পরিবর্তন করে বর্ণনা করে। তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা জায়িয নয়। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

بسم الله الرحمن الرحيم

١٧ - كِتَابُ الشُّفُعَةِ

অধ্যায়-১৭ ঃ শুফ‘আহ (অগ্র-ক্রয়াধিকার)

٤- باب طَلَبِ الشُّفْعَةِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ শুফ‘আহর দাবী প্রসঙ্গে

٤٩٠-٢٥٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ " .

ضعيف جدا : الارواء ١٤٥٢ .

৪৯০-২৫৪৭। ইবনু ‘উমার ﵄ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ শুফ‘আহ হচ্ছে উটের গিরা খোলার মত।[428]

[অর্থাৎ উট যখন গলার রশি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ায়, তেমনি বিক্রয়ের সংবাদ শোনা মাত্র শুফ‘আর দাবী করতে হবে। (বিলম্ব করা যাবে না)]

খুবই দুর্বল ঃ ঃ ইরওয়া (১৪৫২)।

٤٩١-٢٥٤٨. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ وَلاَ لِصَغِيرٍ وَلاَ لِغَائِبٍ " .

ضعيف جدا : الضعيفة ٤٨٠٣ .

---

[428] সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু ‘আব্দুর রহমান বায়লামানী সম্পর্কে ইবনু ‘আদী বলেছেন, বায়লামানীর বর্ণনা তার পক্ষ হতে মুসিবত স্বরূপ। আর সে যখন (সানাদে বিদ্যমান) মুহাম্মাদ ইবনু হারিস হতে বর্ণনা করবে, তবে তারা দু'জনই দুর্বল। তিনি আরো বলেছেন, সে তার পিতা হতে এমন নুসখাহ বর্ণনা করেছে যার সবগুলোই বানোয়াট। তার দ্বারা দলিল গ্রহণ অবৈধ। আমি আশ্চর্যের দৃষ্টিতে কেবল তার উল্লেখ করে থাকি। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

৪৯১–২৫৪৮। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পূর্বেই ক্রয় করা হয়ে গেলে কোন অংশীদারের উপর আর অংশীদারের শুফ'আহ চলবে না এবং নাবালিক ও অনুপস্থিত ব্যক্তিরও কোন শুফ'আহ চলবে না।[৪২৯]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৮০৩)

[৪২৯] সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুর রহমান বায়লামানী সম্পর্কে ইবনু 'আদী বলেছেন, বায়লামানীর বর্ণনা তার পক্ষ হতে মুসিবত স্বরূপ। আর সে যখন (সানাদে বিদ্যমান) মুহাম্মাদ ইবনু হারিস হতে বর্ণনা করবে, তবে তারা দু'জনই দুর্বল। তিনি আরো বলেছেন, সে তার পিতা হতে এমন নুসখাহ বর্ণনা করেছে যার সবগুলোই বানোয়াট। তার দ্বারা দলিল গ্রহণ অবৈধ। আমি আশ্চর্যের দৃষ্টিতে কেবল তার উল্লেখ করে থাকি। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

١٨ - كِتَابُ اللُّقَطَةِ

অধ্যায়-১৮ ঃ লুক্বতাহ্ (হারানো বস্তু)

١- باب ضَالَّةِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ হারানো উট, গরু ও ছাগল প্রাপ্তি প্রসঙ্গে

٤٩٢-٢٥٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، خَالُ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْبَوَازِيجِ فَرَاحَتِ الْبَقَرُ فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ . قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ يُئْوِي الضَّالَّةَ إِلاَّ ضَالٌّ".

ضعيف : والمرفوع صحيح : الارواء ١٥٦٣، صحيح أبي داود ١٥١٣ : م نحوه .

৪৯২-২৫৫০। মুনযির ইবনু জারীর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে ছিলাম বাওয়াযীজ নামক জায়গাতে। সন্ধ্যায় গাভী ফিরে এলে তিনি একটি অপরিচিত গাভী দেখে বললেন ঃ এটা কি? লোকজন বলল ঃ এটি একটি গাভী, যা (আমাদের) গাভীর সঙ্গে এসে মিশেছে। বর্ণনাকারী মুনযির (রহ.) বললেন ঃ তিনি গাভীটি (তাড়িয়ে দেয়ার) আদেশ করলেন; ফলে সেটি তাড়িয়ে দেয়া হয়। এমনকি তা অদৃশ্য হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি পথভ্রষ্ট লোক ব্যতীত কেউ পশুকে স্থান দিবে না।[৪৩০]

দুর্বল ঃ তবে মারফুটি বিশুদ্ধ ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৫৬৩), সহীহ আবী দাউদ (১৫১৩) ঃ মুসলিম অনুরূপ।

٣- باب الْتِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الْجُرَذُ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ গর্ত থেকে ইঁদুর যা বের করে দেয়, তা কুড়িয়ে নেয়া প্রসঙ্গে

٤٩٣-٢٥٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أُمَّهَا، كَرِيمَةَ بِنْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو أَخْبَرَتْهَا

---

[৪৩০] আহমাদ (৪/৩৬০, ৩৬২), বায়হাকী (৬/১৯০), এবং তাহাভী (২/২৭৩)। হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে বৈপরিত্য থাকায় তা দুর্বল। বিস্তারিত দেখুন, **–ইরওয়াউল গালীল**

عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الْبَقِيعِ وَهُوَ الْمَقْبُرَةُ لِحَاجَتِهِ وَكَانَ النَّاسُ لاَ يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي حَاجَتِهِ إِلاَّ فِي الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الإِبِلُ ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةً فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ إِذْ رَأَى جُرَذًا أَخْرَجَ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ آخَرَ حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ حَمْرَاءَ . قَالَ الْمِقْدَادُ فَسَلَلْتُ الْخِرْقَةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَارًا فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَخَرَجْتُ بِهَا حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا فَقُلْتُ خُذْ صَدَقَتَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " ارْجِعْ بِهَا لاَ صَدَقَةَ فِيهَا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا " . ثُمَّ قَالَ " لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الْجُحْرِ " . قُلْتُ لاَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ . قَالَ فَلَمْ يَفْنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ.

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

৪৯৩–২৫৫৫। মিক্বদাদ ইবনু 'আম্‌র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি একদা (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন মিটাতে বাক্বী ক্বরস্থানে গিয়েছিলেন। লোকজন তখন দু' যা তিনদিন পরপর (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন সারতে যেত। তারা উটের লেদের ন্যায় মল ত্যাগ করত। অতঃপর তিনি একটি বিরাট ঘরে ঢুকলেন। তিনি যখন বসে প্রয়োজন সারছিলেন, তখন দেখলেন যে, একটি ইঁদুর তার গর্ত হতে একটি দীনার বের করলো। এরপর সে গর্তে প্রবেশ করে আরো একটি বের করলো। এভাবে সে সতেরটি দীনার বের করলো। এরপর সে একটি লাল কাপড়ের টুকরা নিয়ে এলো। মিক্বদাদ ﷺ বলেন ঃ আমি ধীরে ধীরে ঐ কাপড়ের টুকরাটি টেনে উঠালাম এবং তাতেও আমি একটি দীনার পেলাম। এতে আঠারটি দীনার পূর্ণ হলে আমি তা নিয়ে বেরিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বিষয়টি অবহিত করে বললাম ঃ এর যাকাত গ্রহণ করুন, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন ঃ এটা তুমি নিয়ে যাও। এর কোন যাকাত নেই। আল্লাহ তোমার জন্য এতে বরকত দিন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ মনে হয় তুমি গর্তে হাত দিয়েছিলে, আমি বললাম ঃ না। সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে হক্ব দিয়ে মর্যাদা দান করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এর শেষ দীনারটি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল।[৪৩১]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

---

[৪৩১] আবূ দাউদ (৩০৮৭)।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

١٩ – كِتَابُ الْعِتْقِ

অধ্যায়-১৯ ঃ ‘ইত্‌ক্ব (দাসমুক্তি)

١– باب الْمُدَبَّرِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মুদাব্বার (প্রতিশ্রুতিভুক্ত গোলাম) প্রসঙ্গে

٤٩٤–٢٥٦١. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا **عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ**، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ **نَافِعٍ**، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ " . قَالَ ابْنُ مَاجَهْ سَمِعْتُ عُثْمَانَ – يَعْنِي ابْنَ **أَبِي** شَيْبَةَ – يَقُولُ هَذَا خَطَأٌ يَعْنِي حَدِيثَ " الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ .

موضوع : الضعيفة ١٦٤ .

৪৯৪–২৫৬১। ইবনু ‘উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ মুদাব্বার গোলাম মৃত মালিকের এক তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে আযাদ হবে।

ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) বলেন, আমি ‘উসমান অর্থাৎ ইবনু আবী শাইবাহ (রহ.)-কে বলতে শুনেছি, মুদাব্বার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে আযাদ হবে– এ মর্মে হাদীসটি ভুল।

আবূ ‘আবদুল্লাহ– [ইবনে মাজাহ (রহ.)] বলেন ঃ এর কোনই ভিত্তি নেই।[৪৩২]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (১৬৪)।

٢– باب أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ উম্মু ওয়ালাদ প্রসঙ্গে

٤٩٥–٢٥٦٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ **حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ** بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ " .

ضعيف : الارواء ١٧٧١ .

---

[৪৩২] ‘উক্বাইলী, দারাকুত্‌নী এবং বায়হাকী ‘আলী ইবনু যাবইয়ান সূত্রে। ইমাম ইবনে মাজাহ বলেছেন, এর কোন ভিত্তি নেই। অর্থাৎ মারফু হিসাবে। সানাদের ‘আলী ইবনু যাবইয়ান সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেছেন, সে কিছুই না। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইবনু আবী হাতিম ‘আল ইলাল’ গ্রন্থে (২/৪৩২) বলেছেন, আবূ যুর‘আহকে এই ‘আলীর হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এই হাদীসটি বাতিল। তা পাঠ করা হতে বিরত থাক। –যঈফাহ্

Contents

৪৯৫–২৫৬২। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন দাসীর গর্ভে তার মালিকের সন্তান হলে মালিকের মৃত্যুর পর সে দাসী আযাদ হয়ে যাবে।[৪৩৩]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৭৭১)।

٤٩٦–٢٥٦٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي النَّهْشَلِيَّ، عَنِ **الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ**، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ " أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا " .

ضعيف : الارواء ١٧٧٢ .

৪৯৬–২৫৬৩। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ইবরাহীম ('আ.)-এর মায়ের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন ঃ তার সন্তান তাঁকে আযাদ করে দিয়েছে।[৪৩৪]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৭৭২)।

٣– باب الْمُكَاتَبِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ সম্পদের বিনিময়ে আযাদ করার গোলাম

٤٩٧–٢٥٦٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ **نَبْهَانَ**، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ".

ضعيف : الارواء ١٧٦٩،المشكاة ٣٤٠٠ .

---

[৪৩৩] আহমাদ (১/৩০৩, ৩১৭, ৩২০), দারিমী (২/২৫৭), দারাকুত্নী (৪৭৯), হাকিম (২/১৯) এবং বায়হাকী (১০/৩৪৬)। হাদীসের সানাদে হুসাইন দুর্বল। যেমন বলেছেন হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে এবং আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন (ক্বাফ ১৫৬/২), এই সানাদটি দুর্বল। সানাদের হুসাইন ইবনু 'আব্দুল্লাহকে 'আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও নাসায়ী বর্জন করেছেন। আবূ হাতিম ও আবূ যুর'আহ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, তাকে বেদ্বীন বলে সন্দেহ করা হত। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, অধিকাংশ হাদীসবিশারদ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম হাকিম বলেছেন, সানাদ সহীহ। কিন্তু ইমাম যাহাবী তার মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বলে যে, আমি বলি, সে মাতরূক। **–ইরওয়াউল গালীল**

[৪৩৪] দারাকুতনী (৪৮০), বায়হাকী (১০/৩৪৬), ইবনু সা'দ (৮/২০৫) এবং আসাকির (১/২৩২/১) হুসাইন ইবনু 'আব্দুল্লাহ সানাদে। সানাদটি এই হুসাইন এর কারণে দুর্বল। তার অবস্থা এর পূর্বের (৪৯৫) নং টীকায় অবহিত হয়েছেন।

৪৯৭-২৫৬৭। উম্মু সালামাহ ﵂ সূত্রে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কারো নিকট যখন সম্পদের বিনিময়ে আযাদ করার গোলাম (মুকাতাব) থাকে এবং তার নিকট কিতাবাতের ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পদ থাকে, তাহলে তার থেকে তোমরা পর্দা কর।[৪৩৫]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৭৬৯), মিশকাত (৩৪০০)।

٨- باب مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ কেউ মালদার গোলাম আযাদ করলে

٤٩٨-٢٥٧٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ **إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ**، عَنْ **جَدِّهِ**، عُمَيْرٍ وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، **قَالَ لَهُ يَا** عُمَيْرُ إِنِّي أُعْتِقُكَ عِتْقًا هَنِيئًا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلاَمًا وَلَمْ يُسَمِّ **مَالَهُ** فَالْمَالُ لَهُ " . فَأَخْبِرْنِي مَا مَالُكَ .

ضعيف : الارواء الغليل ١٧٤٨ .

৪৯৮-২৫৭৭। ইবনু মাস'উদ ﵁-এর আযাদকৃত দাস 'উমায়র (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। একদা 'আবদুল্লাহ তাকে বললেন ঃ হে 'উমায়র! আমি তোমাকে প্রশান্তির সঙ্গে আযাদ করতে চাই। কারণ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কৃত দাসকে তার সম্পদের কথা উল্লেখ না করেই মুক্ত করে দেয় তাহলে সে মাল তারই হবে। অতএব তোমার নিকট কি পরিমাণ সম্পদ আছে তা আমাকে অবহিত কর।[৪৩৬]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৭৪৮)।

---

[৪৩৫] তিরমিযী (১/২৩৮), আবূ দাউদ (৩৯২৮), ইবনু হিব্বান (১৪১২), হাকিম (২/২১৯) বায়হাকী (১০/৩২৭) এবং আহমাদ (৬/২৮৯, ৩০৮, ৩১১)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম হাকিম বলেছেন, সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন! অথচ ইমাম যাহাবী সানাদের নাবহানকে 'জায়লূয যুআফা' গ্রন্থে উদ্ধৃত করে বলেছেন, ইবনু হাযম বলেছেন, সে অজ্ঞাত। ইমাম বায়হাকীও অজ্ঞাত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন হাদীস বর্ণনার পরপরই। তিনি ইমাম শাফেয়ী সূত্রে বলেছেন, আহলে ইলমের কাউকে আমি এই হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণে তৃপ্ত দেখিনি। হাদীসটির দুর্বল হওয়াটা আরো প্রমাণ হচ্ছে, উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের এর বিপরীত আমল থাকায়। **–ইরওয়াউল গালীল**

[৪৩৬] সানাদে ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ও তার দাদা উভয়েই অজ্ঞাত। যেমন রয়েছে 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' (ক্বাফ ১৫৮/১) গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদে সমালোচনার দিক রয়েছে। সানাদের ইসহাক ইবনু ইবরাহীম সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, তার মারফু বর্ণনা অনুসরণযোগ্য নয়। ইবনু 'আদী বলেছেন, তার কেবল দু'তিনটি হাদীস রয়েছে। **–ইরওয়াউল গালীল**

٩- باب عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ জারজ সন্তান আযাদ করা প্রস

٤٩٩-٢٥٧٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ **أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ**، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، مَوْلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ " نَعْلاَنِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا " .

ضعيف : الضعيفة ٤٦٩١ .

৪৯৯-২৫৭৯। নাবী ﷺ-এর আযাদকৃত দাসী মাইমূনাহ বিনতু সা'দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জারজ সন্তান আযাদ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ আমি জুতাদ্বয় পরে জিহাদ করি, তা জারজ সন্তান আযাদ করা হতে উত্তম।[৪৩৭]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৬৯১)।

١٠- باب مَنْ أَرَادَ عِتْقَ عَبْدِهِ وَامْرَأَتِهِ فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ কেউ তার দাস-দাসী দম্পতিকে আযাদ করতে চাইলে প্রথমে যেন পুরুষকে আযাদ করে

٥٠٠-٢٥٨٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلاَمٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ ".

ضعيف : ضعيف أبي داود ٣٨٦ .

৫০০-২৫৮০। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তাঁর একটি দাস ও একটি দাসী দম্পতি ছিল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি তাদের উভয়কে আযাদ করে দিতে চাই। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি তাদেরকে আযাদ করতে চাইলে স্ত্রীর পূর্বে পুরুষকে আযাদ কর।[৪৩৮]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (৩৮৬)।

---

[৪৩৭] আহমাদ (২৭০৮৮)। সানাদের আবূ ইয়াযীদ যিন্নী সম্পর্কে ইবনু 'আব্দুল গনি বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মাজহুল (অজ্ঞাত)। ইমাম যাহাবীও তাই বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, সে অপরিচিত। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৪৩৮] আবূ দাউদ (২২৩৭)।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٠ - كِتَابُ الْحُدُوْدِ

অধ্যায়-২০ ঃ হুদূদ (শাস্তি)

٣- باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ শাস্তি কার্যকরা করা

٥٠١-٢٥٨٧. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا **حَفْصُ بْنُ عُمَرَ**، حَدَّثَنَا **الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ**، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ وَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَلاَ سَبِيلَ لأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُصِيبَ حَدًّا فَيُقَامَ عَلَيْهِ " .

ضعيف : الضعيفة ١٤١٦ .

৫০১-২৫৮৭। ইবনু 'আব্বাস রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত অস্বীকার করে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া বৈধ। আর যে ব্যক্তি বলে ঃ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রসূল"- তার উপর কারো কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। তবে সে শাস্তিযোগ্য কোন কাজ করলে তার উপর হদ্দ কার্যকর হবে।[৪৩৯]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৪১৬)।

---

[৪৩৯] ইবনু 'আদী (১০১/১), এবং হারুবী 'জাম্মুল কালাম' (২/২৫-১-২)। ইবনু 'আদী বলেছেন, সানাদের হাকাম ইবনু আবান যদিও শিথিল, কিন্তু সানাদের এই হাফস তার চেয়েও বেশি শিথিল। মুসিবত তার থেকেই, হাকাম থেকে নয়। তাব সার্বিক হাদীস অসংরক্ষিত। 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে রয়েছে, হাকাম ইবনু আবান সত্যবাদী, পরহেযগার। তবে সংশয় রয়েছে। আর সানাদে হাফিয ইবনু 'আমর দুর্বল। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে এই হাদীসকে তার মুনকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। **-ইরওয়াউল গালীল**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের হাফসকে ইমাম নাসায়ী, ইবনু মাঈন, আবূ হাতিম ও দারাকুতনী দুর্বল বলেছেন। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, হাফস নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ বলেছেন, সে কিছুই না। 'আজলী বলেছেন, তার হাদীস লিখা হতো, সে হাদীসে দুর্বল। 'উক্বাইলী বলেছেন, সে বাতিল হাদীসাবলী বর্ণনা করে। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটিই আছে। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٥- باب السَّتْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفْعِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ মু'মিনের দোষ গোপন রাখা এবং সন্দেহের কারণে শাস্তি মওকুফ করা

٥٠٢-٢٥٩٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ **إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ**، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا ".

ضعيف : الارواء ٢٣٥٦ .

৫০২-২৫৯৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা শাস্তি দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তা ফিরানোর কোন অজুহাত পাও।[৪৪০]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২৩৫৬)।

٦- باب الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ হাদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করা

٥٠٣-٢٥٩٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا **مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ**، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهَا، قَالَ لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْظَمْنَا ذَلِكَ وَكَانَتِ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نُكَلِّمُهُ وَقُلْنَا نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا " . فَلَمَّا سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَتَيْنَا أُسَامَةَ فَقُلْنَا كَلِّمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ " مَا إِكْثَارُكُمْ عَلَىَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا ".

ضعيف : الضعيفة ٤٤٢٥ .

৫০৩-২৫৯৬। মাস'ঊদ ইবনু আসওয়াদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহিলা যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘর থেকে ঐ চাদরটি চুরি করলো, তখন বিষয়টি নিয়ে আমরা খুবই বিচলিত হলাম। মহিলাটি ছিল কুরায়শ গোত্রের। অতঃপর আমরা নাবী ﷺ-এর নিকট বিষয়টি নিয়ে 'আলাপ করতে এলাম। আমরা বললাম ঃ আমরা তার পক্ষ হতে চল্লিশ উকিয়া ফিদ্‌য়া দিব। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ

---

[৪৪০] আবূ ইয়ালা 'আল-মুসনাদ'। আল্লামা বুসয়রী যাওয়ায়িদে বলেছেন (ক্বাফ ১৫৮/১), এই সানাদটি দুর্বল। সানাদের ইবরাহীম ইবনু ফাযল মাখযুমীকে ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন, বুখারী, নাসায়ী, আযদী ও দারাকুতনী দুর্বল বলেছেন। **-ইরওয়াউল গালীল**

ইমাম তিরমিযী এবং আবূ যুর'আহও তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। -**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

পবিত্র হয়ে যাওয়াই তার জন্য কল্যাণকর। আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নমনীয় কথা শুনে উসামার নিকট এসে বললাম ঃ তুমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'আলাপ কর। রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ অবস্থা দেখে খুতবাহ দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি হল যে, তোমরা আমার নিকট আল্লাহর একটি শাস্তির বিষয়ে লেনদেন করছো, যা তাঁর কোন এক বান্দীর উপর কার্যকর হচ্ছে! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমাও যদি ঐ মহিলার ন্যায় কাজ করতো তাহলে অবশ্যই মুহাম্মাদ তার হাত কেটে দিত।[৪৪১]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৪২৫)।

٨– باب مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ কেউ নিজ স্ত্রীর বাঁদীর সাথে যিনা করলে

٥٠٤–٢٥٩٩. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لاَ أَقْضِي فِيهَا إِلاَّ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ رَجَمْتُهُ .

ضعيف : التعليق على ابن ماجة .

৫০৪–২৫৯৯। হাবীব ইবনু সালিম (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নু'মান ইবনু বাশীর رضي الله عنه-এর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো, যে তার স্ত্রীর দাসীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। তিনি বললেন ঃ আমি এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্ত দিব। তিনি বললেন ঃ তার স্ত্রী যদি তার জন্য বৈধ করে দিয়ে থাকে, তাহলে এই ব্যভিচারীকে একশ বেত্রাঘাত করবো। আর তার স্ত্রী যদি তাকে অনুমতি না দিয়ে থাকে, তাহলে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব।[৪৪২]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

٥٠٥–٢٦٠٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ .

ضعيف : المصدر نفسه .

৫০৫–২৬০০। সালামাহ ইবনু মুহাব্বিক্ব رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো, যে তার স্ত্রীর দাসীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। কিন্তু তিনি তাকে কোন শাস্তি দেননি।[৪৪৩]

দুর্বল।

---

[৪৪১] সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক একজন মুদাল্লিস। – **হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৪৪২] তিরমিযী (১৪৫১), নাসায়ী (৩৩৬০), আবূ দাউদ (৪৪৫৮, ৪৪৫৯), আহমাদ (১৭৯৩০), দারিমী (২৯২৯), বায়হাকী (৮/২৩৯)। ইমাম খাত্তাবী বলেছেন, এই হাদীসটি মুত্তাসিল নয় এবং এর উপর আমল চলে না। –**হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৪৪৩] আবূ দাউদ (৪৪৬০)।

١٣- باب مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ যে ব্যক্তি মাহ্‌রাম নারী ও চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সঙ্গম করে

٥٠٦-٢٦١٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ **إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ**، عَنْ **دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ**، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ ...".

ضعيف : الارواء ٨|١٤-١٥و٢٣٥٢، الارواء ٢٣٤٧، التعليق الرغيب ٣|١٩٩ .

৫০৬-২৬১২। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক মুহরাম নারীর সাথে সঙ্গম করে, তাকে হত্যা কর।[888]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৮/১৪-১৫, ২৩৫২), ইরওয়াউল গালীল (২৩৪৮), তা'লীকুর রাগীব (৩/১৯৯)।

١٥- باب حَدِّ الْقَذْفِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ ক্বয্‌ফ (যিনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ) এর শাস্তি

٥٠٧-٢٦١٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا لُوطِيُّ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ ".

ضعيف :المشكاة ٣٦٣٢ .

৫০৭-২৬১৬। ইবনু 'আব্বাস হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন লোক অপর লোককে "হে নপুংসক" বললে তাকে বিশ বেত্রাঘাত লাগাবে। আর কোন লোক অপর লোককে "হে লূতী" (সমকামী) বললে তাকে বিশ বেত্রাঘাত লাগাবে।

দুর্বল ঃ তাজরীজুল মিশকাত (৩৬৩২)।

٢٢- باب حَدِّ السَّارِقِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ চোরের শাস্তি

---

[888] সানাদের ইসমাঈল ও দাউদ উভয়ে দুর্বল। হাদীসটি তিরমিযী (১/২৭৬), দারাকুতনী (৩৪১), হাকিম (৪/৩৫৬), বায়হাকী (৮/২৩৭) এবং আহমাদও বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেছেন, সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন, আমি বলি তা সহীহ নয়। ইমাম তিরমিযীও একে দুর্বল বলেছেন ইবরাহীম ইবনু ইসমাঈলের দুর্বলতার কারণে। **-ইরওয়াউল গালীল**

Contents

٥٠٨– ٢٦٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ " .

ضعيف .

৫০৮–২৬৩৫। সা'দ ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি ঢালের মূল্যের পরিমাণ চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে।[885]

দুর্বল।

٢٣– باب تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ হাত (কেটে) কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়া

٥٠٩– ٢٦٣٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو سَلَمَةَ الْجُوبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ **حَجَّاجٍ**، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ **ابْنِ مُحَيْرِيزٍ**، قَالَ سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ، فِي الْعُنُقِ فَقَالَ السُّنَّةُ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ .

ضعيف : الارواء ٢٤٣٢ .

৫০৯–২৬৩৬। ইবনু মুহাইরীয (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফুযালাহ ইবনু 'উবায়দ ﷺ-কে হাত কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। ফলে তিনি বললেন ঃ এমনটি করা সুন্নাত। রসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তির হাতে কেটে তা তার কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।[886]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২৪৩২)।

٢٤– باب السَّارِقِ يَعْتَرِفُ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ চোর স্বীকারোক্তি করলে

٥١٠– ٢٦٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَنَا **ابْنُ لَهِيعَةَ**، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ،

---

[885] তিরমিযী (১৪৬২)। এর সানাদে ওয়াকিদ দুর্বল। কতিপয় ইমাম তাকে দুর্বল বলেছেন। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[886] আবূ দাউদ (৪৪১১), নাসায়ী (২/২৬৩), তিরমিযী (১/২৭৩), এবং আহমাদ (৯৬/১৯)। হাদীসের সানাদে হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে দুর্বল। তার হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম যায়লায়ী বলেছেন (৪/২৭০), ইবনু কাত্তান সানাদের ইবনু মুহায়রীয এর অবস্থা অজ্ঞাত কথাটি বৃদ্ধি করেছেন। তিনি বলেছেন, ইমাম বুখারী ও ইবনু আবী হাতিম তাকে উল্লেখ করেননি। তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান গরীব। **–ইরওয়াউল গালীল**

جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَرَقْتُ جَمَلاً لِبَنِي فُلاَنٍ فَطَهِّرْنِي . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلاً لَنَا فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقُطِعَتْ يَدُهُ . قَالَ ثَعْلَبَةُ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ وَقَعَتْ يَدُهُ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي طَهَّرَنِي مِنْكِ أَرَدْتِ أَنْ تُدْخِلِي جَسَدِي النَّارَ .

ضعيف .

৫১০-২৬৩৭। সা'লাবাহ আনসারী (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। 'আম্র ইবনু সামুরাহ ইবনু হাবীব ইবনু 'আব্দ শামস্ হতে বর্ণিত যে, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি অমুক গোত্রের একটি উট চুরি করেছি, অতএব আমাকে পবিত্র করুন। নাবী ﷺ ঐ গোত্রের নিকট লোক পাঠালেন। তারা বলল, আমরা আমাদের একটি উট হারিয়েছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে তার হাত কেটে ফেলা হল। বর্ণনাকারী সা'লাবাহ বলেন ঃ আমি দেখছিলাম তার (কর্তিত) হাত যখন পড়ে গেল তখন সে বলছিল ঃ আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা, যিনি তোমার থেকে আমাকে পবিত্র করেছেন। তুমি তো আমার গোটা দেহকেই জাহান্নামে প্রবেশ করাতে চাচ্ছিলে।[৪৪৭]

দুর্বল।

٢٥- باب الْعَبْدِ يَسْرِقُ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ কৃতদাস চুরি করলে

٥١١-٢٦٣٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ " .

ضعيف :المشكاة ٣٦٠٦ .

৫১১-২৬৩৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কৃতদাস চুরি করলে বিশ দিরহাম মূল্যে হলেও তাকে বিক্রি করে ফেলবে।[৪৪৮]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৩৬০৬)।

٥١٢-٢٦٣٩. حَدَّثَنَا **جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ**، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدًا، مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ " مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا " .

ضعيف : الارواء ٢٤٣٤ .

---

[৪৪৭] সানাদের 'আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী'আহ দুর্বল। তার কিতাব পুড়ে যাওয়ার পর সে সংমিশ্রণ করত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৪৪৮] আবূ দাউদ (৪৪১২), আহমাদ (৮২৩৪, ৮২৪৬, ৮৪৫৭, ৮৭৯৭)।

৫১২-২৬৩৯। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। গনীমত থেকে প্রাপ্ত এক ক্রীতদাস গনিমাতের এক পঞ্চমাংশের সম্পদ হতে চুরি করল। ঘটনাটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উত্থাপন করা হলে তিনি তার হাত না কেটে বললেন ঃ মহিয়ান আল্লাহর এক সম্পদ অন্য সম্পদ কে চুরি করেছে।[৪৪৯]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২৪৩৪)।

٢٩ - باب تَلْقِينِ السَّارِقِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ চোরকে শিক্ষা দেয়া

٥١٣-٢٦٤٦. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ، - مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ - يَذْكُرُ أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِلِصٍّ فَاعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ الْمَتَاعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ " . قَالَ بَلَى . ثُمَّ قَالَ " مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ " . قَالَ بَلَى . فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ " . قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ . قَالَ " اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ " . مَرَّتَيْنِ .

ضعيف : الارواء ٧ | ٣٤١ .

৫১৩-২৬৪৬। আবূ উমাইয়াহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক চোরকে আনা হল। সে চুরির কথা স্বীকার করল, কিন্তু তার নিকট কোন সম্পদ পাওয়া গেল না। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমার মনে হয় না, তুমি চুরি করেছে। সে বলল ঃ হ্যাঁ (আমি চুরি করেছি)। তিনি আবার বললেন ঃ আমি মনে করি না যে, তুমি চুরি করেছে। সে বলল ঃ হ্যাঁ (আমি চুরি করেছি)। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিলেন, ফলে তার হাত কাটা হল। অতঃপর নাবী ﷺ লোকটিকে বললেন ঃ "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তার নিকট তাওবাহ করছি।" সে বলল, "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তার নিকট তাওবাহ করছি।" রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তার তাওবাহ কবূল করুন। তিনি কথাটি দু'বার বললেন।[৪৫০]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৭/৩৪১)।

٣٠ - باب الْمُسْتَكْرَهِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ ধর্ষিতা প্রসঙ্গে

٥١٤-٢٦٤٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ

---

[৪৪৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের জুবারাহ দুর্বল। – **হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৪৫০] নাসায়ী (৪৮৭৭), আবূ দাউদ (৪৩৮০), আহমাদ (২২০০২), দারিমী (২৩০৩)।

اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا . وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا .

ضعيف : الارواء ٧ | ٣٤١ .

৫১৪–২৬৪৭। ওয়ায়িল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক মহিলাকে ধর্ষণ করা হল। রসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাকে কোন শাস্তি না দিয়ে যে লোক তার সঙ্গে অপকর্ম করেছিল তাকে শাস্তি দিলেন। তিনি মহিলাকে মোহরের ব্যবস্থা করে দিয়ে ছিলেন কিনা বর্ণনাকারী এ কথা উল্লেখ করেননি।[৪৫১]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৭/৩৪১)।

٣٣– باب الْحَدُّ كَفَّارَةٌ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ হাদ্দ হলো (গুনাহের) কাফফারাহ

٥١٥–٢٦٥٣. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ **أَبِي إِسْحَاقَ**، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ " .

ضعيف : الروض النضير ٧٠٥ .

৫১৫–২৬৫৩। ‘আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিভ। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন পাপের কারণে শাস্তি ভোগ করলে আল্লাহ তার সেই বান্দাকে দ্বিতীয়বার শাস্তি দেয়া হতে অধিক ইনসাফকারী। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন পাপ কাজ করে। অতঃপন আল্লাহ তা গোপন করেন তাহলে আল্লাহ যা একবার ক্ষমা করে দিয়েছেন দ্বিতীয়বার সে কাজের জন্য পাকড়াও করা হতে অধিক সম্মানিত।[৪৫২]

দুর্বল ঃ রাওযুন নাযীর (৭০৫)।

٣٤– باب الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ কেউ নিজের স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে পেলে

٥١٦–٢٦٥٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ **قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ**، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ قِيلَ لأَبِي ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ

---

[৪৫১] তিরমিযী (১৪৫৩, ১৪৪৫)। হাদীসের সানাদে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৪৫২] তিরমিযী (২৬২৬)। সানাদে আবূ ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছে।

وَكَانَ رَجُلاً غَيُورًا أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ أُمِّ ثَابِتٍ رَجُلاً أَىَّ شَىْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ قَالَ كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ . أَوْ أَقُولُ رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا فَتَضْرِبُونِي الْحَدَّ وَلاَ تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبَدًا . قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا " . ثُمَّ قَالَ " لاَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِي ذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَاجَةَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيِّ وَفَاتَنِي مِنْهُ .

ضعيف : الضعيفة ٤٠٩١ .

৫১৬-২৬৫৫। সালামাহ ইবনু মুহাব্বিক্ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাস্তির আয়াত অবতীর্ণ হলে আবূ সাবিত সা'দ ইবনু 'উবাদাহ যিনি ছিলেন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি, তাকে বলা হলো ঃ আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন ব্যক্তিতে পেলে কি করবেন? তিনি বললেন ঃ আমি তাদের দু'জনকেই তরবারি দিয়ে হত্যা করব। আমি কি এক্ষেত্রে চারজন সাক্ষী অপেক্ষা করব? আর এই সুযোগে সে কাজ সেরে চলে যাবে; অথবা আমি বলব, আমি এরূপ এরূপ দেখেছি। সাক্ষী না আনায় তোমরা আমাকে শাস্তি দিবে এবং কক্ষনোই আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না? বর্ণনাকারী বলেন ঃ নাবী ﷺ-এর নিকট কথাগুলো বলা হল। তিনি বললেন ঃ সাক্ষী হিসাবে তরবারিই যথেষ্ট। অতঃপর বললেন ঃ না, আমি ভয় করছি (এর অনুমতি দিলে) মাতাল এবং আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন লোক এভাবে বারবার করেই থাকবে।[৪৫৩]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪০৯১)।

٣٦- باب مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ কেউ নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দিলে

٥١٧-٢٦٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ **عَبْدِ الْكَرِيمِ**، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٣ | ٨٨، الروض النضير ٥٨٧، صحيحة ٣٣٠٧، و المحفوظ في هذا الحديث : (سبعين عاما).

৫১৭-২৬৬০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দেয়, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। আর জান্নাতের সুগন্ধি পাঁচশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যাবে।[৪৫৪]

---

[৪৫৩] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদে কাবীসাহ ইবনু হুরাইস সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীসে প্রশ্ন আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৪৫৪] আহমাদ (৬৫৫৫)।

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/৮৮), রাওয়ুন নাযীর (৫৮৭), সহীহাহ (৩৩০৭) এই হাদীসের মাহফুজ হচ্ছে (সত্তর বছর) কথাটি।

٣٨- باب الْمُخَنَّثِينَ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ নপুংসকদের প্রসঙ্গে

٥١٨-٢٦٦٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي **يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ**، أَنَّهُ سَمِعَ **بِشْرَ بْنَ نُمَيْرٍ**، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً، يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ **يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ**، أَنَّهُ سَمِعَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ قُرَّةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ عَلَىَّ الشِّقْوَةَ فَمَا أُرَانِي أُرْزَقُ إِلاَّ مِنْ دُفِّي بِكَفِّي فَأْذَنْ لِي فِي الْغِنَاءِ فِي غَيْرِ فَاحِشَةٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ آذَنُ لَكَ وَلاَ كَرَامَةَ وَلاَ نُعْمَةَ عَيْنٍ كَذَبْتَ أَىْ عَدُوَّ اللَّهِ لَقَدْ رَزَقَكَ اللَّهُ طَيِّبًا حَلاَلاً فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ مِنْ حَلاَلِهِ . وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ قُمْ عَنِّي وَتُبْ إِلَى اللَّهِ أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ التَّقْدِمَةِ إِلَيْكَ ضَرَبْتُكَ ضَرْبًا وَجِيعًا وَحَلَقْتُ رَأْسَكَ مُثْلَةً وَنَفَيْتُكَ مِنْ أَهْلِكَ وَأَحْلَلْتُ سَلَبَكَ نُهْبَةً لِفِتْيَانِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ " . فَقَامَ عَمْرٌو وَبِهِ مِنَ الشَّرِّ وَالْخِزْىِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللَّهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "هَؤُلاَءِ الْعُصَاةُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ حَشَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَنَّثًا عُرْيَانًا لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ كُلَّمَا قَامَ صُرِعَ".

موضوع : التعليق على ابن ماجة .

৫১৮-২৬৬২। সাফওয়ান ইবনু উমাইয়াহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট 'আম্‌র ইবনু মুররাহ এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আমার কপালে দুর্ভাগ্য লিখে দিয়েছেন। সেজন্যই আমি আমার হাতের দফ বাজানো ছাড়া আমার রিযক্বের বিকল্প কোন পথ দেখি না। অতএব আমাকে অশ্লীল গান ছাড়া অন্য গান গাওয়ার অনুমতি দিন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাকে অনুমতি দিব না এবং (তোমার) চক্ষু শীতলও করব না। তুমি মিথ্যা বলেছ, হে আল্লাহর শত্রু! আল্লাহ তোমাকে হালাল রিযক্ব দিয়েছেন, কিন্তু তুমিই হালাল রিযক্বের পরিবর্তে গ্রহণ করেছ এমন রিযক্ব যা আল্লাহই তোমার উপর হারাম করেছেন। আমি তোমাকে পূর্বে নিষেধ করে থাকলে অবশ্যই এখন তোমাকে শাস্তি দিতাম। আমার সামনে থেকে চলে যাও আর আল্লাহর কাছে তাওবাহ কর। সাবধান! তোমাকে নিষেধ করার পর যদি তুমি আবার এ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিব, অঙ্গ বিকৃতির ন্যায় তোমার মাথা মুড়ে দিব, তোমাকে তোমার পরিবার হতে নির্বাসিত করব আর তোমার সম্পত্তি লুণ্ঠন করা মাদীনার যুবকদের জন্য হালাল করে দিব।

(এ কথা শুনে) 'আম্‌র উঠে দাঁড়াল, তখন তার সাথে লাঞ্ছনার ছাপ ছিল, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানত না।

অতঃপর সে চলে গেলে নাবী ﷺ বললেন ঃ এরা সবাই সীমালঙ্ঘনকারী। এদের মধ্যকার যে ব্যক্তি বিনা তাওবায় মৃত্যুবরণ করবে। সে দুনিয়াতে যেমন নপুংসক ও উলঙ্গ ছিল আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন তার হাশর ঠিক সেভাবেই করবেন। মানুষের কাছ থেকে কাপড়ের এক কোণা দিয়েও সে লজ্জা নিবারণ করবে না। সে যখনই দাঁড়াবে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যাবে।[৪৫৫]

বানোয়াট ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।
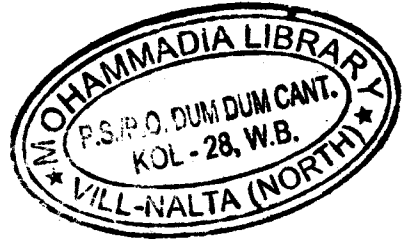
[৪৫৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের বিশর ইবনু নুমাইর বাসরী সম্পর্কে ইয়াহইয়া আল কাত্তান বলেছেন, সে মিথ্যার খণিগুলোর অন্যতম খনি। ইমাম আহমাদ বলেছেন, লোকেরা তার হাদীস বর্জন করেছেন। অনুরূপ বলেছেন অন্যরা। এছাড়া সানাদের ইয়াহইয়া ইবনু 'আলা সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন, সে হাদীস জাল করত। তার ব্যাপারে অন্যদের মন্তব্য এর কাছাকাছি। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেছেন, বিশর ইবনু নুমাইর সম্পর্কে শো'বা ইবনু হাজ্জাজ বলেছেন, তোমরা তার থেকে হাদীস শুনবে না। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস, মুযতারিব। এছাড়া সানাদের ইয়াযীদ ইবনু 'আব্দুল্লাহর অবস্থা মাজহুল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٢١- كِتَابُ الدِّيَاتِ

অধ্যায়-২১ ঃ দিয়াত (রক্তপণ)

١- باب التَّغْلِيظِ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا

অনুচ্ছেদ-১ ঃ কোন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার ব্যাপার কঠোর হুঁশিয়ারী

٥١٩-٢٦٦٩. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا **يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ**، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ " .

ضعيف جدا :المشكاة ٣٤٨٤، الضعيفة ٥٠٣، الرد على بليق ٢٠٢ .

৫১৯-২৬৬৯। আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সামান্য কথার দ্বারা কোন মু'মিনকে হত্যার ব্যাপারে সহযোগিতা করবে সে মহান আল্লাহর সঙ্গে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে (কপালে) লিখা থাকবে- "আল্লাহর রহমাত হতে বঞ্চিত"।[৪৫৬]

খুবই দুর্বল ঃ মিশকাত (৩৪৮৪), যঈফাহ্ (৫০৩), রাদ্দু 'আলা বালীক্ব(২০২)।

٣- باب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের তিনটি ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের স্বাধীনতা

٥٢٠-٢٦٧٢. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ**، عَنِ

---

[৪৫৬] 'উক্বাইলী 'আয-যুআফা' (৪৫৭), এবং বায়হাকী। হাদীসের সানাদের ইয়াযীদ ইবনু যিয়াদ সম্পর্কে 'উক্বাইলী বলেন, তার ব্যাপারে ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইমাম বায়হাকীও তাই বলেছেন। ইমাম বুখারী এই কথা দ্বারা বুঝিয়েছেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা হালাল নয়। আবূ হাতিম বলেছেন, এই হাদীসটি বাতিল ও জাল। ইমাম যাহাবীর মতও তাই। ইমাম আহমাদ বলেছেন, এ হাদীসটি সহীহ নয়। ইবনু হিব্বান বলেছেন, এই হাদীসটি বানোয়াট। নির্ভরযোগ্যদের সূত্রে এর কোন ভিত্তি নেই। **-যঈফাহ্**

ইবনু নুমায়র বলেছেন; ইয়াযীদ ইবনু যিয়াদ কিছুই না। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, সে হাদীসে দুর্বল। আবূ হাতিম বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে নিকৃষ্ট। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটিই আছে। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

الْحَارِث بْنِ فُضَيْلٍ، أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، وَاسْمُهُ، **سُفْيَانُ** عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا " .

ضعيف : الارواء ٧ | ٢٧٨ .

৫২০-২৬৭২। আবূ শুরায়হ্ খুযাঈ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যাকে হত্যা কিংবা যখম করা হয়, তার (অথবা তার উত্তরাধিকারের) তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের স্বাধীনতা থাকবে। সে এতদভিন্ন চতুর্থ পন্থা গ্রহণ করতে চাইলে তার উভয় হাত ধরে রাখ। বিষয় তিনটি হল ঃ (খুনিকে) হত্যা করবে অথবা ক্ষমা করে দিবে অথবা ক্ষতি পূরণ গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি এর কোন একটি গ্রহণ করে আবার অতিরিক্ত কিছু চাইবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে চিরদিন অবস্থান করবে।[৪৫৭]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৭/২৭৮)।

٤- باب مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَرَضُوا بِالدِّيَةِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার পর নিহতের ওয়ারিসগণ দিয়াত গ্রহণে সম্মত হলে

٥٢١-٢٦٧٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمِّي، وَكَانَا، شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالاَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَقَامَ إِلَيْهِ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ - وَهُوَ سَيِّدُ خِنْدِفَ يَرُدُّ - عَنْ دَمِ مُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الأَضْبَطِ وَكَانَ أَشْجَعِيًّا فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ " تَقْبَلُونَ الدِّيَةَ " . فَأَبَوْا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا شَبَّهْتُ هَذَا الْقَتِيلَ فِي غُرَّةِ الإِسْلاَمِ إِلاَّ كَغَنَمٍ وَرَدَتْ فَرُمِيَتْ فَنَفَرَ آخِرُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَكُمْ خَمْسُونَ فِي سَفَرِنَا وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا " . فَقَبِلُوا الدِّيَةَ .

ضعيف :التعليق علي ابن ماجة .

---

[৪৫৭] আবূ দাঊদ (৪৪৯২), দারিমী (২/১৮৮), ইবনু জারুদ (৮৮৪), দারাকুতনী, বায়হাকী এবং আহমাদ (৪/৩১)। হাদীসের সানাদে সুফিয়ান দুর্বল এবং ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস। সে এটি আন্ আন্ শব্দযোগে বর্ণনা করেছে। **–ইরওয়াউল গালীল**

৫২১–২৬৭৪। যায়দ ইবনু দুমাইরাহ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা ও আমার চাচা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন আর তাঁরা উভয়েই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হুনাইনের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সলাত আদায় করলেন। এরপর একটি গাছের নীচে বসলেন। তখন তাঁর কাছে আক্বরা' ইবনু হাবিস আসলেন। তিনি ছিলেন খিনদিফ গোত্রের সর্দার। তিনি মুহাল্লিশ ইবনু জাসসামাহ হতে কিসাস গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং 'উয়াইনাহ ইবনু হাসান দাঁড়িয়ে 'আমির ইনু আযবাতের খুনের বদলা দাবী করছিলেন। তিনি ছিলেন আশ্ জাইয়া বংশোদ্ভূত। নাবী ﷺ তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কি রক্তপণ গ্রহণ কর? তারা অস্বীকার করল। তখন লায়স গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়াল। যাকে মুকাইতিল বলা হত। সে বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ! ইসলামের বিজয় অবস্থায় এই হত্যার একমাত্র উদাহরণ হচ্ছে এ বকরীর ন্যায় যা পানি পান করতে এলে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হত। অতঃপর তার শেষের দলটিও পালিয়ে গেলে নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা আমাদের সফরে থাকা অবস্থায় পঞ্চাশটি উট পাবে। আর পঞ্চাশটি উট পাবে আমরা ফিরে যাওরার পর। অতঃপর তারা দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ করল।[৪৫৮]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

٦– باب دِيَةِ الْخَطَإِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ভুলবশত হত্যার দিয়াত

٥٢٢–٢٦٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا.

ضعيف : الارواء ٢٢٤٥ .

৫২২–২৬৭৯। ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি দিয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ করেন বার হাজার (দিরহাম)।[৪৫৯]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২২৪৫)।

٥٢٣–٢٦٨١. حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ

---

[৪৫৮] আবূ দাউদ (৫৪০৩), আহমাদ (২০৫৭৬, ২৩৩৬২)।

[৪৫৯] আবূ দাউদ (৪৫৪৬), নাসায়ী (২/২৪৮), তিরমিযী (১/২৬১), দারিমী (২/১৯২), দারাকুতনী (৪৪৩), বায়হাকী (৮/৭৮)। হাদীসের সানাদ সুফিয়ান নিজে উলটপালট করেছেন। এছাড়া তার সূত্রে বর্ণনাকারী (মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম) তায়েফী স্মৃতিতে দুর্বল। **–ইরওয়াউল গালীল**

اللَّهِ ﷺ " فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٍ " .

ضعيف : الضعيفة ٤٠٢٠ .

৫২৩-২৬৮১। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ভুলবশত হত্যার দিয়াত হচ্ছে বিশটি হিক্কা, বিশটি জায'আ, বিশটি বিনতি মাখায, বিশটি বিনতি লাবূন এবং বিশটি ইবনে মাখায।[৪৬০]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪০২০)।

٥٢٤-٢٦٨٢. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا قَالَ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ قَالَ بِأَخْذِهِمُ الدِّيَةَ .

ضعيف : و هو تمام الحديث : ٢٦٧٩ .

৫২৪-২৬৮২। ইবনু 'আব্বাস ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি দিয়াতের (পরিমাণ) নির্ধারণ করে বার হাজার (দিরহাম)। আর আল্লাহর বাণী ঃ "কেবল আল্লাহ ও তার রসূল নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা বিরোধিতা করেছিল। রসূল ﷺ বলেন ঃ দিয়াত গ্রহণের মাধ্যমেই তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন"- (সূরা তাওবাহ ৯ ঃ ৭৪)।[৪৬১]

দুর্বল ঃ এটি (২৬৭৯) নং এর সম্পূর্ণ হাদীস।

٩- باب مَا لاَ قَوَدَ فِيهِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ যে অপরাধে কোন কিসাস নেই

٥٢٥-٢٦٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ **دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانَ**، حَدَّثَنِي **نِمْرَانُ بْنُ جَارِيَةَ**، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، ضَرَبَ رَجُلاً عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْقِصَاصَ . فَقَالَ " خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا". وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ .

ضعيف : الارواء ٢٢٣٥ .

---

[৪৬০] তিরমিযী (১৩৮৬), নাসায়ী (৪৮০২), আবূ দাউদ (৪৫৪৫), আহমাদ (৪২৯১), দারিমী (২৩৬৭)।

[৪৬১] তিরমিযী (১৩৮৮), আবূ দাউদ (৪৫৪৬)।

৫২৫–২৬৮৬। জারিয়াহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তরবারি দিয়ে বাহুতে আঘাত করে জোরবিহীন স্থান হতে তা কেটে ফেলল। তার বিরুদ্ধে আহত ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট বিচার প্রার্থনা করল। নাবী ﷺ তাকে দিয়াত প্রদানের নির্দেশ দিলেন। সে বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি কিসাস (বদলা) চাই। তিনি বললেন ঃ দিয়াত (ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ কর, আল্লাহ তোমাকে তাতে বরকত দিবেন। তিনি তার জন্য কিসাসের সিদ্ধান্ত দেননি।[৪৬২]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২২৩৫)।

٢٣ – باب هَلْ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ গোলাম হত্যার অপরাধে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে কি?

٥٢٦–٢٧١٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ ".

ضعيف : المشكاة ٣٤٧٣ .

৫২৬–২৭১৩। সামুরাহ ইবনু জুনদুব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কৃতদাসকে যে হত্যা করবে আমরা তাকে হত্যা করব। আর যে লোক তার অঙ্গহানী করবে আমরাও তার অঙ্গহানী করব।[৪৬৩]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৩৪৭৩)।

٥٢٧–٢٧١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا **إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ**، عَنْ **إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ**، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِائَةً وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " .

ضعيف جدا :التعليق علي ابن ماجة .

---

[৪৬২] বায়হাকী (৮/৬৫)। দু'টি দোষে এর সানাদ দুর্বল (১) অপরিচিতিতা (জাহালাত)। ইমাম যাহাবী বলেছেন, সানাদের নিমরান ইবনু জারিয়াহকে চেনা যায়নি। হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন, সে অজ্ঞাত। (২) সানাদের দাহসাম এর দুর্বলতা। ইমাম যাহাবী বলেন, নাসাঈ বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে মাতরুক। **–ইরওয়াউল গালীল**

ইমাম আবূ দাউদও দাহসামকে দুর্বল বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৪৬৩] তিরমিযী (১৪১৪), নাসায়ী (৪৭৩৬, ৪৭৩৭), আবূ দাউদ (৪৫১৫), দারাকুতনী (৩/১২৫), আহমাদ (১৯৫৯৮, ১৯৬১৪, ২৭৭০৮, ১৯৬৮৫, ১৯৭০২), দারিমী (২৩৫৮), বায়হাকী (৮/৩৩৫)।

৫২৭-২৭১৪। 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক তার কৃতদাসকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে। ফলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে একশ' কোড়া মারেন, তাকে এক বছরের জন্য নির্বাসন দেন এবং মুসলিমদের মধ্য হতে তার অংশ বিলুপ্ত করে দেন।[৪৬৪]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

٢٥- باب لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে তরবারির আঘাতে

٥٢٨-٢٧١٧. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ **جَابِرٍ**، عَنْ **أَبِي عَازِبٍ**، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ " .

ضعيف جدا : الارواء ٧ | ٢٨٧ .

৫২৮-২৭১৭। নু'মান ইবনু বাশীর (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তরবারি দিয়ে (হত্যা) বিহীন কোন কিসাস নেয়া যাবে না।[৪৬৫]

খুবই দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৭/২৮৭)।

٥٢٩-٢٧١٨. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ مَالِكٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا **مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ**، عَنِ **الْحَسَنِ**، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ " .

ضعيف : الارواء ٢٢٢٩ .

৫২৯-২৭১৮। আবূ বাকরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তরবারি দিয়ে (হত্যা করা) ব্যতীত কিসাস নেয়া যাবে না।[৪৬৬]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২২২৯)।

---

[৪৬৪] বায়হাকী (৫/৪৩)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে ইসহাক ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু আবী ফারওয়াতা এবং ইসমাঈল ইবনু 'আয়্যাশ দুর্বল। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

হাদীসের সানাদে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) আছে। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৪৬৫] তাহাভী 'শরহে মাআনী' (২/১০৫), ইবনু আবী আসিম 'দিয়াত' (২৮), দারাকুতনী, বায়হাকী (৮/৪২, ৬২), তায়ালিসি (৮০২) এবং রাফিক্বী 'হাদীস' (২০/১)। হাদীসের সানাদে আবূ আযিবকে চেনা যায়নি। যেমন ইমাম যাহাবী ও অন্যরা বলেছেন। এছাড়া সানাদে জাবির আল জো'ফী মিথ্যাবাদী, সন্দেহভাজন। **– ইরওয়াউল গালীল**

[৪৬৬] বায়হাকী, বাযযার 'মুসনাদ', ইবনু 'আদী 'কামিল' (ক্বাফ ৪১০/১), দারাকুতনী (৩৩৩), জিয়া মাকদিসী 'আল-মুনতাকা মিন মাসমু'আতিহি বিমারভিন' (ক্বাফ ২৮/২)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে মুবারাক ইবনু ফাযালাহ হাদীস তাদলীস করত, এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দে বণৃনা করেছে। সানাদের হাসানের অবস্থাও তার মত। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

হাদীসটি মুত্তাসিল হবেনা বরং মুরসাল হবে। লোকজন হাদীসটি হাসান সূত্রে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, মুবারাক ইবনু ফাযালাহ দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু আবী হাতিম 'আল-ইলাল' গ্রন্থে বলেছেন, এই হাদীসটি মুনকার। বিস্তারিত দেখুন, **–ইরওয়াউল গালীল**

٣٠- باب أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ ঈমানদারগণ হলেন মানুষের মধ্যে হত্যার ব্যাপারে উত্তম ক্ষমাকারী

٥٣٠-٢٧٣١. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ مِنْ أَعَفِّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلَ الإِيمَانِ " .

ضعيف : الضعيفة ١٢٣٢ .

৫৩০-২৭৩১। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে হত্যার ব্যাপারে উত্তম ক্ষমাকারী হচ্ছে ঈমানদার ব্যক্তি।[৪৬৭]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১২৩২)।

٣٣- باب مَنْ أَمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ কাউকে জীবনের নিরাপত্তা দেয়ার পর তাকে হত্যা করলে

٥٣١-٢٧٣٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو لَيْلَى، عَنْ **أَبِي عُكَّاشَةَ**، عَنْ رِفَاعَةَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ فَقَالَ قَامَ جِبْرَائِيلُ مِنْ عِنْدِي السَّاعَةَ . فَمَا مَنَعَنِي مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ إِلاَّ حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلاَ تَقْتُلْهُ " . فَذَاكَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنْهُ .

ضعيف : الضعيفة ٢٢٠١ .

৫৩১-২৭৩৯। রিফা'আহ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুখতারের নিকট তার প্রাসাদে গেলাম। তিনি বললেন ঃ জিবরীল ('আ.) আমার নিকট হতে এই মাত্র চলে গেলেন। তার গর্দান উড়িয়ে দিতে একটি হাদীসই তখন আমাকে বিরত রেখেছে, যা আমি সুলাইমান ইবনু সুরদ্ رضي الله عنه-কে নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ তোমার কাছে কেউ তার জীবনের নিরাপত্তা নিলে তুমি তাকে হত্যা করো না। -এ হাদীসটিই আমাকে তার থেকে বিরত রেখেছে।[৪৬৮]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২২০১)।

---

[৪৬৭] আবূ দাউদ (২৬৬৬), আহমাদ (৩৭২০)।

[৪৬৮] বুখারী 'তারীখ' (২/১/২৯৫), আহমাদ (২৬৬৬)। হাদীসের সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাইসারা দুর্বল এবং আবূ উক্কাশ অজ্ঞাত। - **যঈফাহ্**

Contents

٣٥- باب الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ কিসাস ক্ষমা করা

٥٣٢-٢٧٤٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ **أَبِي** السَّفَرِ، قَالَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَىْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً". سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي .

ضعيف : الضعيفة ٤٤٨٢ .

৫৩২-২৭৪৩। আবূ দারদা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি দেহের কোন অংশে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর যদি তা সদাক্বাহ করে দেয় (অর্থাৎ আঘাত দাতাকে ক্ষমা করে দেয়) তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তার একটি মর্যাদা উঁচু করবেন এবং তার থেকে একটি গুনাহ মোচন করবেন। এ হাদীস আমার দুই কান শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে।[৪৬৯]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৪৮২)।

٣٦- باب الْحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ গর্ভবতী নারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হলে

٥٣٣-٢٧٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا **أَبُو صَالِحٍ**، عَنِ **ابْنِ لَهِيعَةَ**، عَنِ **ابْنِ أَنْعُمٍ**، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لاَ تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا ".

ضعيف : الارواء ٢٢٢٥ .

৫৩৩-২৭৪৪। মু'আয ইবনু জাবাল, আবূ 'উবাইদাহ ইবনু জাররাহ, 'উবাদাহ ইবনু সামিত ও শাদ্দাদ ইবনু আওস সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মহিলা ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করলে তখন যদি মহিলাটি গর্ভবতী হয় তাহলে পেটের সন্তান প্রসব এবং তার প্রসবকৃত সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বভার না নেয়া পর্যন্ত তাকে হত্যা করা যাবে না। সে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলেও তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা যাবে না। যতক্ষণ না সন্তান লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করে।[৪৭০]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২২২৫)।

---

[৪৬৯] তিরমিযী (১৩৯৩)।

[৪৭০] এই সানাদটি ধারাবাহিকভাবে দুর্বল বর্ণনাকারীদের অবস্থানের কারণে দুর্বল। সানাদে আবূ সালিহ, ইবনু লাহী'আহ, ইবনু আন'উম এয়া সবাই দুর্বল। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে ইবনু লাহী'আহ ও আন'উমকে দোষী করেছেন। **–ইরওয়াউল গালীল**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٢ - كِتَابُ الْوَصَايَا

অধ্যায়-২২ ঃ ওয়াসায়া (ওয়াসিয়্যাত)

٢- باب الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ ওয়াসিয়্যাত করতে উৎসাহিত করা

٥٣٤-٢٧٥٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا **يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٤|١٦٦ .

৫৩৪-২৭৫০। আনাস ইবনু মালিক রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ওয়াসিয়্যাত হতে বঞ্চিত হয় সেই প্রকৃত বঞ্চিত।[৪৭১]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৪/১৬৬)

٥٣٥-٢٧٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا **بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ**، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَى تُقًى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ " .

ضعيف :المشكاة ٣٠٧٦ .

৫৩৫-২৭৫১। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ওয়াসিয়্যাত করে মৃত্যুবরণ করল সে সঠিক পথে, সুন্নাতের উপর, পরহেযগারিতার এবং শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করল। আর তার মৃত্যু হল গুনাহ ক্ষমাকৃত অবস্থায়।[৪৭২]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৩০৭৬)।

---

[৪৭১] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবান রাক্বাশী দুর্বল। ড. মুস্ত ফা মুহাম্মাদ বলেন, এছাড়া সানাদের দুরুসতু ইবনু যিয়াদ সম্পর্কে ইবনু 'আদী বলেছেন, আমি আশা করি তার দ্বারা কোন সমস্যা নেই। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, সে কিছুই না। ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম বলেছেন, তার হাদীস প্রতিষ্ঠিত নয়। আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে হাদীসে নিকৃষ্ট। আবূ দাউদ বলেছেন, সে দূর্বল। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটি আছে। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৪৭২] তিরমিযী, আবূ দাউদ, আহমাদ। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে বাক্বিয়্যাহ একজন মুদাল্লিস। এছাড়া তার শায়খ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলতে শুনিনি। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

Contents

٣- باب الْحَيْفِ فِي الْوَصِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ওয়াসিয়্যাতে যুল্ম করা

٥٣٦-٢٧٥٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

ضعيف : المشكاة ٣٠٧٨ .

৫৩৬-২৭৫৩। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ওয়ারিসকে মীরাস দেয়া হতে পলায়ন করে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে জান্নাতের মীরাস হতে বঞ্চিত রাখবেন।[৪৭৩]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৩০৭৮)।

٥٣٧-٢٧٥٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ قَالَ بِأَخْذِهِمُ الدِّيَةَ ﴿تلك حدود الله﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

ضعيف : ضعيف أبي داود ٤٩٥، المشكاة ٣٠٧٥ .

৫৩৭-২৭৫৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি সত্তর বছর যাবৎ উত্তম 'আমাল করার পর যখন ওয়াসিয়্যাত করে, তখন সে তার ওয়াসিয়্যাতে যুল্ম করে। এতে করে মন্দ কাজের সাথে তার জীবন সমাপ্ত হয়। ফলে সে জাহান্নামে যায়। অন্যদিকে কোন লোক সত্তর বছর যাবৎ মন্দ কাজ করার পর যখন সে তার ওয়াসিয়্যাতের ক্ষেত্রে ইনসাফ করে। তখন তার জীবনের সমাপ্ত হয় ভাল কাজের সাথে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে ﴿تلك حدود الله﴾ থেকে ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ পর্যন্ত পড়তে পার। (সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ১৩-১৪)

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাঊদ (৪৯৫), মিশকাত (৩০৭৫)।

---

[৪৭৩] বায়হাকী (৬/২৬৪)। সানাদে 'আব্দুর রহীম ইবনু যায়দ 'আম্মীকে আলী ইবনু মাদীনী, আবূ যুর'আহ এবং আবূ দাঊদ দুর্বল বলেছেন। বুখারী বলেছেন, মুহাদ্দিসগণ তাকে বর্জন করেছেন। আবূ হাতিম বলেছেন, তার হাদীস বর্জন করা হয়েছে, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, সে মিথ্যুক, খাবীস। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٥٣٨–٢٧٥٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا **بَقِيَّةُ**، عَنْ **أَبِي حَلْبَسٍ**، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ أَبِي خُلَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى وَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ " .

ضعيف : الضعيفة ٤٠٣٣ .

৫৩৮–২৭৫৫। কুর্‌রাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কারো মৃত্যু এসে গেলে তখন সে ওয়াসিয়্যাত করবে, আর তার ওয়াসিয়্যাত হতে হবে আল্লাহর কিতাব অনুপাতে। তবেই সেটা তার জীবনে ছেড়ে যাওয়া যাকাতের কাফ্‌ফারা হবে।[৪৭৪]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪০৩৩)।

٥– باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়্যাত করা

٥٣٩–٢٧٦٠. حَدَّثَنَا **صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ** بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا ابْنَ آدَمَ اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ لأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ وَصَلاَةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ " .

ضعيف : الضعيفة ٤٠٤٢ .

৫৩৯–২৭৬০। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (আল্লাহ বলেন) হে আদাম সন্তান! দু'টি বস্তু আমি তোমাকে দিয়েছি, যার একটির পাওনাদারও তুমি ছিলে না। তার একটি হচ্ছে, আমি তোমার সম্পদ হতে তোমার জন্য একটি অংশ রেখে দিয়েছি। যখন আমি তোমার শ্বাস নিয়ে নিব, তখন সেটা দিয়ে তোমাকে পবিত্র করব। অপর বস্তুটি হচ্ছে, তোমার মৃত্যুর পর তোমার প্রতি আমার বান্দার দু'আ (গ্রহণ করব)।[৪৭৫]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪০৪৩)।

---

[৪৭৪] বায়হাকী (৬/২১২)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে বাক্বিয়্যাহ ইবনু ওয়ালীদ একজন মুদাল্লিস এবং সে আন্ আন্ শব্দযোগে বর্ণনা করেছে। এছাড়া তার শাইখ আবূ হালবাস অন্যতম মাজহুল ব্যক্তি। আল্লামা মিযযীও তাই বলেছেন। ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে নিকৃষ্ট। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটি আছে। এছাড়া সানাদের খুলাইদকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন এবং আবূ দাউদ সিজিস্তানী দুর্বল বলেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটি আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৪৭৫] বায়হাকী (৬/২০৯), দারাকুতনী (৪/৬৭)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। কেননা সানাদে সালিহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া এর দোষ গুন বর্ণনা করতে কাউকে দেখিনি। সানাদের মুবারাক ইবনু হাসানকে ইবনু মাঈন সিকাহ বলেছেন। আর নাসায়ী বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়। আবূ দাউদ বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে ভুল ও বৈপরিত্য করে। আযদী বলেছেন, সে মাতরুক। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٣ – كِتَابُ الْفَرَائِضِ

অধ্যায়-২৩ ঃ ফারায়িয (উত্তোরাধিকার স্বত্ব বণ্টন)

١– الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ ফারায়িয শিখতে উৎসাহ দেয়া

٥٤٠–٢٧٦٩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا **حَفْصُ بْنُ عُمَرَ** بْنِ أَبِي الْعَطَّافِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَىْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي " .

ضعيف : الارواء ١٦٦٤و ١٦٦٥ .

৫৪০–২৭৬৯। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হে আবূ হুরাইরাহ! ফারায়েয শিক্ষা কর এবং তা অন্যকেও শিক্ষা দাও। কেননা তা 'ইল্‌মের অর্ধাংশ। এই 'ইল্‌ম ভুলিয়ে দেয়া হবে এবং এটাই হচ্ছে প্রথম জিনিস, যা আমার উম্মাত হতে ছিনিয়ে নেয়া হবে।[৪৭৬]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৬৬৪, ১৬৬৫)।

٤– باب مِيرَاثِ الْجَدَّةِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ দাদী-নানীর মীরাস

٥٤١–٢٧٧٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ

---

[৪৭৬] দারাকুতনী (৪৫৩), ইবনু 'আদী (১০০/২), হাকিম (৪/৩৩২), ওয়াহিদী 'ওয়াসীত্ব' (১/১৫৩/২) এবং বায়হাকী (৬/২০৯)। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, সানাদে হাফস ইবনু 'উমার একক হয়ে গেছে। সে শক্তিশালী নয়। হাকিম এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। ইমাম যাহাবী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন এবং সানাদের হাফসকে নিকৃষ্ট বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। হাফিয 'আত-তালখীস' গ্রন্থে বলেছেন, সে মাতরুক। আর 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে এর বিপরীতে কেবল যঈফ বলেছেন। ইয়াহইয়া নায়সাবুরী তাকে মিথ্যাবাদীতায় অভিযুক্ত করেছেন। **–ইরওয়াউল গালীল**

ইমাম নাসায়ী, ইবনু মাঈন এবং আবূ হাতিম তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন, এই অবস্থাতে তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু 'আদী বলেছেন, তার হাদীস মুনকার। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

أَنَس، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنِ ابْنِ ذُؤَيْب، قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ . فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ . ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى مِنْ قِبَلِ الأَبِ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلاَّ لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَلَكِنْ هُوَ ذَاكِ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .

ضعيف : الارواء ١٦٧٠ .

৫৪১-২৭৭৩। ইবনু যুওয়াইব ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মৃত লোকের নানী আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﵁-এর নিকট এসে তার মীরাস দাবী করল। আবূ বাক্‌র ﵁ তাকে বললেন ঃ তোমার জন্য আল্লাহর কিতাবে কোন অংশ নেই, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসেও তোমার জন্য কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। অতএব তুমি ফিরে যাও, আমি লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করেননি। এরপর তিনি লোকজনের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﵁ বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি তাকে এক ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। আবূ বাক্‌র ﵁ বললেন, (এ বিষয়ে) তুমি ছাড়া তোমার সঙ্গে আরো কেউ (সাক্ষী) আছে কি? তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ আনসারী ﵁ দাঁড়ালেন। তিনিও মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﵁-এর অনুরূপ বললেন। ফলে আবূ বাক্‌র ﵁ তার জন্য বিধান চালু করে দিলেন।

অতঃপর 'উমার ﵁-এর নিকট (মৃতের) দাদী এসে মীরাস দাবী করল। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য আল্লাহর কিতাবে কোন অংশ নেই এবং (পূর্বে) ঘটে যাওয়া সিদ্ধান্তও তোমার জন্য নয় (বরং তা ছিল নানীর জন্য)। আর আমি (নিজের পক্ষ হতে) ফারায়িযে কোন অংশই বৃদ্ধি করব না। বরং সেই এক ষষ্ঠাংশই থাকবে। যদি দাদী-নানী দু'জনই এক সঙ্গে থাকে তাহলে সেটাই তোমাদের দু'জনের মাঝে বণ্টন করা হবে। তোমাদের দু'জনের মধ্যে সেই অংশ যে আগে নিয়ে নিয়েছে, তা তার জন্যই থাকবে (তা কমানো হবে না)।[৪৭৭]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৬৮০)।

৫৪২-٢٧٧٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ **لَيْثٍ**، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا .

ضعيف الإسناد .

---

[৪৭৭] তিরমিযী (২/১২) অনুরূপ মালিক (২/৫১০/৪), আবূ দাউদ (২/৮৯৪) ইবনুল জারুদ (৯৫৯) ইবনু হিব্বান (১২২৪), দারাকুতনী (৪৬৫), হাকিম (৪/৩৩৮) এবং বায়হাকী (৬২৩৪)। হাদীসের সানাদে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে।

৫৪২-২৭৭৪। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ দাদীকে এক ষষ্ঠাংশের উত্তরাধিকার করেছেন।[৪৭৮]

সানাদ দুর্বল।

٥- باب الْكَلاَلَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ কালালাহ্ (পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) প্রসঙ্গে

٥٤٣-٢٧٧٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَلاَثٌ لأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيَّنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا الْكَلاَلَةُ وَالرِّبَا وَالْخِلاَفَةُ .

ضعيف : تخريج الأحاديث المختارة ٢٦٣-٢٦٥ .

৫৪৩-২৭৭৬।'উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যদি তিনটি বিষয়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিতেন তাহলে আমার সেটাই হতো দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল বস্তুর চেয়ে প্রিয়। তা হচ্ছে কালালাহ, সুদ এবং খিলাফাত।[৪৭৯]

দুর্বল ঃ তাখরীজুল আহাদীসিল মুখতারাহ (২৬৬-২৬৫)।

٨- باب مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ হত্যাকারীর মীরাস

٥٤٤-٢٧٨٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ**، - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ " الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ " .

موضوع : الضعيفة ٤٦٧٤ .

---

[৪৭৮] দারিমী (২৯৩২)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে লাইস ইবনু সুলাইম দুর্বল, মুদাল্লিস। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৪৭৯] বায়হাকী (৭/১২)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর রিজাল নির্ভরযাগ্য কিন্তু সানাদ মুনকাতি। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

৫৪৪–২৭৮৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহ বিজয়ের দিন দাঁড়িয়ে বললেন, স্বামীর দিয়াত ও সম্পদের ওয়ারিস হবে তার স্ত্রী এবং স্ত্রীর দিয়াত ও সম্পদের ওয়ারিস হবে তার স্বামী, যতক্ষণ না একজন অন্যজনকে হত্যা করে। যখন তাদের একজন অপরজনকে ইচ্ছাকৃততাবে হত্যা করল, তার দিয়াত ও সম্পদের কিছুমাত্র ওয়ারিস হবে না। কিন্তু একজন অপরজনকে যদি ভুলবশতঃ হত্যা করে তাহলে (কেবল) তার সম্পদের ওয়ারিস হবে, কিন্তু দিয়াতের ওয়ারিস হবে না।[৪৮০]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (৪৬৭৪)।

١١– باب مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ যার কোন ওয়ারিস নেই

٥٤٥–٢٧٩٠. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ **عَوْسَجَةَ**، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا إِلاَّ عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِ.

ضعيف : الارواء ١٦٦٩ .

৫৪৫–২৭৯০। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক ব্যক্তি মারা গেল। কিন্তু সে একটি আযাদকৃত কৃতদাস ছাড়া তার কোন ওয়ারিস রেখে যায়নি। ফলে নাবী ﷺ-এর ঐ কৃতদাসকেই তার মীরাস দিয়ে দিলেন।[৪৮১]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৬৬৯)।

١٢– باب تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَ مَوَارِيثَ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ নারীরা তিন শ্রেণীর লোকের মীরাস পাবে

٥٤٦–٢٧٩١. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا **عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ**، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلاَثَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ " .

ضعيف : الارواء ١٥٧٦، ضعيف أبي داود ٥٠٤ .

---

[৪৮০] আল্লামা বুসয়রী 'আব-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ হল মাসলুব। আহমাদ বলেছেন, তার হাদীস বানোয়াট। পুনরায় বলেছেন, সে ইচ্ছাকৃতভাবে হাদীস জাল করত। আবূ আহমাদ হাকিম বলেছেন, সে হাদীস জাল করত। আর হাকিম বলেছেন, সানাদে আবূ 'আব্দুল্লাহ কোনরূপ মতপার্থক্য ছাড়াই বর্জিত। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৪৮১] আবূ দাঊদ (২৯০৫), তিরমিযী (২/১৩), আহমাদ (১/৩৫৮), 'উক্বাইলী 'আয-যুআফা' (৩৪৩), অনুরূপ হাকিম (৪/৩৪৭), বায়হাকী (৬/২৪২)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান। হাদীসের সানাদে বর্ণনাকারী 'আওসাজাহ প্রসিদ্ধ নয়। যেমন রয়েছে 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে। ইমাম আহমাদ বলেছেন, আমি 'আওসাজাহকে চিনি না। আল্লামা 'উক্বাইলী হাদীসটি বর্ণনার পর ইমাম বুখারী সূত্রে বলেছেন, এটি সহীহ নয় এবং অনুসরণ যোগ্য নয়। **–ইরওয়াউল গালীল**

৫৪৬–২৭৯১। ওয়াসিলাহ ইবনু আসক্বা' ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহিলারা তিন ধরনের লোকের মীরাস গ্রহণ করবে। তার আযাদকৃত দাস-দাসীর, তার কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানের এবং ঐ সন্তানের যার ব্যাপারে সে স্বামীর সঙ্গে লি'আন করেছে।[৪৮২]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৫৭৬), যঈফ আবী দাঊদ (৫০৪)।

١٣ – باب مَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ যে আপন সন্তানকে অস্বীকার করে

٥٤٧–٢٧٩٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ **مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ**، حَدَّثَنِي **يَحْيَى بْنُ حَرْبٍ**، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَهُ وَقَدْ عَرَفَهُ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَشْهَادِ " .

ضعيف : الارواء ٢٣٦٧، ضعيف أبي داود ٣٨٩، الضعيفة ١٤٢٧، الرد علي بليق ١١٧ .

৫৪৭–২৭৯২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, লি'আনের আয়াত অবতীর্ণ হল, রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যে নারী কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে এমন সন্তানকে অন্তর্ভুক্ত করে, যে তাদের দলভুক্ত নয়- তার সঙ্গে আল্লাহর কোনই সম্পর্ক নেই এবং তিনি কক্ষনো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ তার সন্তানকে অস্বীকার করবে অথচ সে তাকে চিনে, আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন তার থেকে পর্দা করবেন এবং উপস্থিত সকলের সামনে তাকে লাঞ্ছিত করবেন।[৪৮৩]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২৩৬), যঈফ আবী দাঊদ (৩৮৯), যঈফাহ্ (১৪২৭),রাদ্দু 'আলা বালীক্ব(১১৭)।

---

[৪৮২] আবূ দাঊদ (২৯০৬), তিরমিযী (২/১৫), বায়হাকী (৬/২৪০), আহমাদ (৩/৪৯০) ইবনু 'আদী 'কামিল' (ক্বাফ (২৪৬/১)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান গরীব। আমরা হাদীসটি কেবল এই সূত্রেই অবগত। আল্লামা ইবনু 'আদী সানাদে অবস্থিত বর্ণনাকারী তাগলীবী এর জীবনীতে বলেছেন, এতে প্রশ্ন রয়েছে। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, এটি অপ্রমাণিত। ইমাম বুখারী বলেছেন, 'আব্দুল ওয়াহিদ নাসরী সূত্রে 'আমর ইবনু রাওবাহ তাগলীবীর বর্ণনায় প্রশ্ন রয়েছে। **–ইরওয়াউল গালীল**

[৪৮৩] নাসায়ী (৩৪৮১), আবূ দাঊদ (২২৬৩), দারিমী (২২৩৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন (ক্বাফ ১৭০/১), এই সানাদটি দুর্বল। সানাদে ইয়াহইয়া ইবনু হারব অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী তা 'কাশিফ' গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া সানাদে মূসা ইবনু 'উবাইদাহকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন। **–ইরওয়াউল গালীল** .

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٤ - كِتَابُ الْجِهَادِ

অধ্যায়-২৪ ঃ জিহাদ

٣- باب مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধাকে জিহাদের সরঞ্জাম যোগাড় করে দেয়

٥٤٨–٢٨٠٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَرْجِعَ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٢ | ١٥٧، تخريج الأحاديث المختارة ٢٣٤-٢٣٧ .

৫৪৮–২৮০৭। ‘উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে লোক কোন গাজীকে আল্লাহর পথে সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দেয়, যা দিয়ে সে জিহাদ করতে পূর্ণভাবে সক্ষম, এতে সে ঐ গাজীর অনুরূপ সাওয়াবের অধিকারী হবে যতক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করে অথবা ফিরে আসে।[৪৮৪]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/১৫৭), তাখরীজুল আহাদীসিল মুখতারাহ (২৩৪-২৩৭)।

٤- باب فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ মহান আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার ফাযীলাত

٥٤٩–٢٨١٠. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ **الْخَلِيلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ**، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي، هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ

---

[৪৮৪] আহমাদ(৩৭৮)।

بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ " . ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.

ضعيف : المشكاة ٣٨٥٧، التعليق الرغيب ٢|١٥٧ .

৫৪৯-২৮১০। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব, আবূ দারদা, আবূ হুরাইরাহ, আবূ উমামাহ বাহিলী, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র, জারির ইবনু 'আবদুল্লাহ ও 'ইমরান ইবনু হুসায়ন ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তারা প্রত্যেকেই রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক আল্লাহর পথে অর্থ পাঠিয়ে দিয়ে নিজ ঘরে বসে থাকে, যে প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে সাতশত দিরহামের সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং এর জন্য খরচও করে সে প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে সাত লক্ষ দিরহামের সাওয়াব লাভ করবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন- "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন"।[৪৮৫]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৩৮৫৭), তা'লীকুর রাগীব (২/১৫৭)।

٥- باب التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ জিহাদ ত্যাগের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী

٥٥٠-٢٨١٢. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ، - هُوَ **إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ** - عَنْ سُمَىٍّ، - مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ - عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ لَهُ أَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٢|٢٠٠،المشكاة ٣٨٣٥ .

৫৫০-২৮১২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (নিজ দেহে) আল্লাহর পথে (জিহাদের) কোন চিহ্ন (ক্ষত) ছাড়া আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।[৪৮৬]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২০০), মিশকাত (৩৮৩৫)।

---

[৪৮৫] আবূ দাউদ (২৫০৩), দারিমী (২৪১৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে খলীল ইবনু 'আব্দুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী ও ইবনু 'আব্দুল হাদী বলেছেন, তাকে চেনা যায়নি। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেন, ইবনু মাজহতে তার কেবল এই হাদীসটি আছে। আর হাদীসের সানাদে ইনকিতা হয়েছে। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৪৮৬] তিরমিযী (১৬৬৬), বায়হাকী 'সুনান' (৪/৮), 'শু'আব' (৪৯২৮), এবং হাকিম (৪/৩৪৮)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম ইসমাঈল ইবনু রাফি' সূত্রে এই হাদীসটি গরীব (অর্থাৎ দুর্বল)। ইসমাঈল ইবনু রাফিকে কোন কোন হাদীস বিশারদ দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।

শুআইব আরনাউত্ব এবং 'আব্দুল ক্বাদীর আরনাউত্ব সানাদের ইমাঈল ইবনু রাফি'কে যাদুল মা'আদের তাখরীজে দুর্বল বলেছেন। **-যাদুল মা'আদ**

٧- باب فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ আল্লাহর পথে পাহারা দেয়ার ফাযীলাত

٥٥١-٢٨١٥. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ خَطَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِهِ إِلاَّ الضِّنُّ بِكُمْ وَبِصَحَابَتِكُمْ فَلْيَخْتَرْ مُخْتَارٌ لِنَفْسِهِ أَوْ لِيَدَعْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ كَانَتْ كَأَلْفِ لَيْلَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا " .

ضعيف جدا : تخريج الأحاديث المختارة ٣٤١، التعليق الرغيب ٢ | ١٥٢ .

৫৫১-২৮১৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উসমান ইবনু 'আফফান ﷺ লোকদের সম্মুখে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল! আমি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে একটি হাদীস শুনেছি, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমাদের সাহচর্যের সঙ্গে কৃপণতা ঐ হাদীস তোমাদেরকে শুনানো হতে বিরত রেখেছে। তাই কারো ইচ্ছা হলে এখন তা নিজের জন্য গ্রহণ করুক অথবা বর্জন করুক। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক রাত প্রস্তুত থাকে (এর বিনিময়ে) সে এক হাজার রাত সাওম পালন ও সলাত আদায়ের সমপরিমাণ নেকি পাবে।[৪৮৭]

খুবই দুর্বল ঃ তাখরীজুল আহাদীসিল মুখতারাহ (৩৪১), তা'লীকুর রাগীব (২/১৫২)।

٥٥٢-٢٨١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنَا **مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى** السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا **عُمَرُ بْنُ صُبْحٍ**، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ عِبَادَةِ مِائَةِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَعْظَمُ أَجْرًا - أُرَاهُ قَالَ - مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا فَإِنْ رَدَّهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ سَالِمًا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ أَلْفَ سَنَةٍ وَتُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَيُجْرَى لَهُ أَجْرُ الرِّبَاطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .

موضوع : التعليق الرغيب ٢ | ١٥١ .

---

[৪৮৭] তিরমিযী (১৬৬৭), নাসায়ী (৩২৬৯, ৩২৭০), আহমাদ (৪৪৪, ৪৬৫, ৪৭২, ৪৭৯), দারিমী (২৪২৪), বায়হাকী 'সুনান' (৩/৫, ৯/৩৯), 'শু'আব' (৬২৮৪)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আব্দুর রহমান ইবনু যায়দ ইবনু আসলামকে ইমাম আহমাদ, ইমাম মাঈন ও অন্যরা দুর্বল বলেছেন। এছাড়া হাদীসের সানাদে ইনকিতা রয়েছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

যাদুল মা'আদের তাখরীজে শুআইব আরনাউত্ব ও 'আব্দুল কাদীর আরনাউত্ব বলেছেন, হাদীসের সানাদে মুসআব ইবনু সাবিত হাদীসে শিথিল। **–যাদুল মা'আদ**

৫৫২-২৮১৭। উবাই ইবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রমাযান ব্যতীত অন্য মাসে সাওয়াবের উদ্দেশে আল্লাহর পথে মুসলিমদের সীমান্তে একদিন প্রস্তুত থাকা একশত বছরের 'ইবাদাত-সাওম পালন এবং সলাত আদায় করা হতেও অধিক পুণ্যের কাজ। আর রমাযান মাসে সাওয়াবের আশায় আল্লাহর পথে মুসলিমদের সীমান্তে একদিন প্রস্তুত থাকা আল্লাহর নিকট অতি উত্তম ও অধিক পুণ্যের কাজ। তিনি বলেছেন ঃ এক হাজার বছরের 'ইবাদাত-সাওম পালন এবং সলাত আদায় করা হতেও। অতঃপর আল্লাহ যদি তাকে সুস্থ নিরাপদে তার পরিবারের নিকট ফিরিয়ে আনেন, তাহলে এক হাজার বছর পর্যন্ত তার কোন গুনাহ লিখা হবে না। তার জন্য সাওয়াব লিখা হবে এবং ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর পথে প্রস্তুতি থাকার নেকি লিপিবদ্ধ হতে থাকবে।[৪৮৮]

বানোয়াট ঃ তা'লীকুর য়াগীব (২/১৫১)।

٨- باب فَضْلِ الْحَرْسِ وَالتَّكْبِيرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ আল্লাহর পথে পাহারা এবং তাকবীর দেয়ার ফাযীলাত

٥٥٣-٢٨١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ **صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ**، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحَرَسِ".

ضعيف : الضعيفة ٣٦٤١ .

৫৫৩-২৮১৮। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির জুহানী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ সৈন্যদলের প্রহরীদের উপর দয়া করেন।[৪৮৯]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩৬৪১)।

٥٥٤-٢٨١٩. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنْ **سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ** بْنِ أَبِي الطَّوِيلِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "حَرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ فِي أَهْلِهِ أَلْفَ سَنَةٍ السَّنَةُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا وَالْيَوْمُ كَأَلْفِ سَنَةٍ".

موضوع : الضعيفة ١٢٣٤، التعليق الرغيب ٢ | ١٥٤، و ثبت بلفظ اخر : الصحيحة ١٨٦٦ .

---

[৪৮৮] বায়হাকী (৪/২৫০)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদটি দুর্বল। সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু ইয়ালা এবং 'আমর ইবনু সুব্হ দুর্বল। আর মাকহুল উবাই ইবনু কাফ এর সাক্ষাত পাননি। পাশাপাশি সে মুদাল্লিস এবং আন্ আন্ শব্দ যোগে বর্ণনা করেছে। হাফিয যাকিউদ্দীন মুনযিরী তারগীব গ্রন্থে বলেছেন, 'উমার ইবনু সুব্হ হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না। হাফিয ইমামুদ্দীন ইবনু কাসীর বলেছেন, এই হাদীসটি বানোয়াট, সানাদের 'আমর ইবনু সুব্হ একজন অন্যতম মিথ্যাবাদী। সে হাদীস জাল করণে পরিচিত। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৪৮৯] দারিমী (২৪০১)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে সালিহ ইবনু মুহাম্মাদ যায়িদাহ আবূ ওয়াকিদ লাইস দুর্বল। ড. মুস্তফা বলেন, হাদীসের সানাদে ইনকিতা হয়েছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৫৫৪-২৮১৯। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথে একরাত পাহারা দেয়া কোন ব্যক্তির স্বীয় পরিবারের নিকট অবস্থান করে এক হাজার বছর সাওম পালন এবং সলাত আদায় করা হতেও উত্তম। এক বছর হচ্ছে তিনশ' ষাট দিনে, যার প্রতিটি দিন এক হাজার বছরের সমান।[৪৯০]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (১২৩৪), তা'লীকুর রাগীব (২/১৫৪), তবে ভিন্ন শব্দে তা প্রমাণিত হয়েছে ঃ সহীহাহ (১৮৬৬)।

١٠– باب فَضْلِ غَزْوِ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ নৌ-যুদ্ধের ফাযীলাত

٥٥٥–٢٨٢٦. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **بَقِيَّةُ**، عَنْ **مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى**، عَنْ **لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ**، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ مِثْلُ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ وَالَّذِي يَسْدَرُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ " .

ضعيف : الضعيفة ١٢٣٠ .

৫৫৫-২৮২৬। আবূ দারদা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নৌপথে একটি জিহাদ স্থলপথে দশটি জিহাদের সমান। আর সমুদ্রে যার একটু মাথা ঘুরবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আল্লাহর পথে রক্তে রঞ্জিত হয়েছে।[৪৯১]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১২৩০)।

٥٥٦–٢٨٢٧. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا **قَيْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيُّ**، حَدَّثَنَا **عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ** الشَّامِيُّ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " شَهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَىِ الْبَرِّ وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ

---

[৪৯০] 'উক্বাইলী 'আয-যুআফা'' (১৪৯), আবূ ইয়ালা 'মুসনাদ' (৩/১০৬০) এবং ইবনু আসাকির (৭/১১২/১)। হাদীসের সানাদের সাঈদকে কতিপয় ইমাম সন্দেহভাজন বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার ব্যাপারে প্রশ্ন আছে। আবূ হাতিম বলেছেন, তার হাদীস সত্যপন্থীদের হাদীসের সাদৃশ্য নয়। ইমাম হাকিম বলেছেন, সে আনাস সুত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে থাকে। **–যঈফাহ্**

আবূ 'নু'আইম বলেছেন, সে আনাস সূত্রে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে। আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে হাদীসে দুর্বল। আবূ হাতিম বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। 'উক্বাইলী বলেছেন, তার হাদীস অনুসরণ করা যায় না। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে আনাস সূত্রে এমন হাদীস বর্ণনা করে যা অনুসরণযোগ্য নয়। ইবনে মাজাহতে এই হাদীস ছাড়া তার অন্য কোন হাদীস নেই। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৪৯১] এর সানাদ কয়েকটি দোষের কারণে নিকৃষ্ট। তা হল, (১) সানাদের লাইস ইবনু আবী সুলাইম, সংমিশ্রনকারী। (২) সানাদে মু'আবিয়াহ ইবনু ইয়াহইয়া দুর্বল। (৩) সানাদে বাক্বিয়্যাহ হল ইবনুল ওয়ালীদ। সে দুর্বল ও অজ্ঞাত লোকদের সূত্রে তাদলীস করত। **–যঈফাহ্**

كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الأَرْوَاحِ إِلاَّ شَهِيدَ الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلاَّ الدَّيْنَ وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ الذُّنُوبَ وَالدَّيْنَ ".

ضعيف جدا : الارواء ١١٩٥ .

৫৫৬–২৮২৭। আবূ উমামাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সমুদ্রের একজন শহীদ স্থল (যুদ্ধের) দু'জন শহীদের সমতুল্য আর সমুদ্রপথে যার মাথা ঘুরবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় স্থলপথে যে রক্তে রঞ্জিত হয়। দুই ঢেউয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রমকারী আল্লাহর আনুগত্যে সারা দুনিয়া সফরকারীর সমতুল্য। মহান আল্লাহ মৃত্যুর মালাক (ফেরেশতা)-কে সকলের রূহ কবযের দায়িত্ব দিয়েছেন, কেবল সামুদ্রিক যুদ্ধের রূহ ব্যতীত। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তাদের রূহ কবয করেন। স্থলপথের শহীদের ঋণ ব্যতীত সকল গুনাহ তিনি ক্ষমা করে দেন। কিন্তু সামুদ্রিক যুদ্ধের শহীদের সমস্ত গুনাহ এবং ঋণও তিনি ক্ষমা করে দেন।[৪৯২]

খুবই দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১১৯৫)।

١١ – باب ذِكْرِ الدَّيْلَمِ وَفَضْلِ قَزْوِينَ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ দায়লামের বিবরণ ও কাযবীনের ফাযীলাত

٥٥٧–٢٨٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، كُلُّهُمْ عَنْ **قَيْسٍ**، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لَطَوَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَمِ وَالْقُسْطَنْطِينِيَّةَ " .

ضعيف : الضعيفة ٤٣٦١ .

৫৫৭–২৮২৮। আবূ হুরাইরাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দুনিয়ার আয়ুষ্কালের মধ্য হতে যদি একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ ঐ দিনটিকে এমন দীর্ঘ করে দিবেন যে, যাতে আমার পরিবারের এক ব্যক্তি দাইলামের পাহাড়ী অঞ্চল এবং কুসতুনতুনিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।[৪৯৩]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্‌ (৪৩৬১)।

---

[৪৯২] এর সানাদে দুটি ত্রুটি রয়েছে। (১) সানাদে 'উফাইর ইবনু মা'দান। তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম তার পিতা সূত্রে বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে তার উল্লেখ করে বলেছেন, সকলের ঐকমত্যে সে দুর্বল। আবূ হাতিম বলেছেন, তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না। আল্লামা বুসয়রীও 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে তাকে দোষী করেছেন (ক্বাফ ১৭৩/১)। (২) সানাদে কায়স ইবনু মুহাম্মাদ কিনদী। ইবনু হিব্বান ব্যতীত কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেননি, তথাপিও তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, সে দলিলের অযোগ্য, বিশেষত 'উফাইর সূত্রে। তাই তিনি বলেছেন, 'উফাইর ইবনু মা'দানের সূত্রে বর্ণনা ছাড়া তার অন্য বর্ণনা গণ্য করা হয়। **–ইরওয়াউল গালীল**

[৪৯৩] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের কায়স ইবনু রাবীকে ইমাম আহমাদ, ইবনু মাদীনী ও অন্যরা দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

٥٥٨-٢٨٢٩. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَد، حَدَّثَنَا **دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ**، أَنْبَأَنَا **الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ**، عَنْ **يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الآفَاقُ وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا قَزْوِينُ مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَبٍ عَلَيْهِ زَبَرْجَدَةٌ خَضْرَاءُ عَلَيْهَا قُبَّةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ عَلَى كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ " .

موضوع : الضعيفة ٣٧١ .

৫৫৮-২৮২৯। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ শীঘ্রই তোমরা কয়েকটি রাজ্য জয় করবে এবং অচিরেই তোমরা এমন একটি শহর বিজয় করবে, যাকে কাযবীন নামে অতিহিত করা হবে। যে ব্যক্তি সেখানে চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ রাত (যুদ্ধের উদ্দেশে) অবস্থান করবে তার জন্য জান্নাতে একটি সোনার স্তম্ভ হবে, যার উপর থাকবে সবুজ যবরজাদ পাথর, তার উপর থাকবে লাল ইয়াকুত পাথরের গম্বুজ। তাতে সত্তর হাজার সোনার দরজা থাকবে। প্রতিটি দরজায় থাকবে একজন করে সুনয়না স্ত্রী হুর।[৪৯৪]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (৩৭১)।

١٣- باب النِّيَّةِ فِي الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ ক্বিতালের নিয়্যাত

٥٥٩-٢٨٣٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ، - وَكَانَ مَوْلًى لأَهْلِ فَارِسَ - قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَضَرَبْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلاَمُ الْفَارِسِيُّ . فَبَلَغَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " أَلاَ قُلْتَ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلاَمُ الأَنْصَارِيُّ ".

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

---

[৪৯৪] হাদীসটি ইবনুল জাওযী 'মাওযু'আত' (২/৫৫) তে উল্লেখ করে বলেছেন, এটি বানোয়াট। সানাদের দাঊদ হাদীস জালকারী। সে এই হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যার দোষে দোষী। এছাড়া বর্ণনাকারী রাবী' দুর্বল এবং ইয়াযীদ মাতরুক। আল্লামা মিযযী 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসটি মুনকার। এটি দাউদের বর্ণনা ব্যতীত অন্য কারো থেকে চেনা যায় না। আল্লামা সুয়ূতী তার এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন 'আল-লাআলী' গ্রন্থে (১/৪৬৩)। **–যঈফাহ্**

আল্লামা বুসয়রী যাওয়ায়িদে বলেছেন, এর সানাদ ধারাবাহিকভাবে দুর্বল বর্ণনাকারীদের অবস্থানের কারণে দুর্বল। তারা হল, ইয়াযীদ ইবনু আবান, রাবী' ইবনু সাবীহ, এবং দাঊদ ইবনু মুহাব্বার। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে দাউদের জীবনীতে বলেছেন, ইমাম ইবনে মাজাহ স্বীয় সুনান গ্রন্থে এই জাল হাদীসটি স্থান দিয়ে মন্দ কাজ করেছেন। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

৫৫৯–২৮৩৪। পারস্যবাসীর আযাদকৃত গোলাম আবূ 'উক্ববাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নাবী ﷺ-এর সঙ্গে উহূদের দিন উপস্থিত ছিলাম। (ঐদিন) আমি এক মুশরিককে তরবারির আঘাত করে বললাম ঃ এটা আমার পক্ষ হতে গ্রহণ কর আর আমি হচ্ছি পারস্য কৃতদাস। অতঃপর নাবী ﷺ-এর নিকট এ ঘটনা পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ তুমি কেন বললে না যে, এটা আমার পক্ষ হতে গ্রহণ কর আর আমি হচ্ছি আনসারী কৃতদাস।[৪৯৫]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ

١٦– باب فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার ফাযীলাত

٥٦٠–٢٨٤٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ **هِلاَلِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ**، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " لاَ تَجِفُّ الأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَأَنَّهُمَا ظِئْرَانِ أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِمَا فِي بَرَاحٍ مِنَ الأَرْضِ وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " .

ضعيف جدا : التعليق الرغيب ٢ | ١٩٦ .

৫৬০–২৮৪৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর নিকট শহীদের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন ঃ শহীদের রক্ত মাটিতে শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তার (জান্নাতী) দুই স্ত্রী এসে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। যেন তারা স্তন্যদানকারিণী রমণী, যারা দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে অনাবাদী জঙ্গলে হারিয়ে ফেলেছে। আর তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকবে একটি চাদর, যা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যকার সকল বস্তু হতে উত্তম।[৪৯৬]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীকুর য়াগীব (২/১৯৫)।

١٨– باب السِّلاَحِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ সমরাস্ত্র প্রসঙ্গে

٥٦١–٢٨٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ **أَبِي إِسْحَاقَ**، عَنْ **أَبِي الْخَلِيلِ**، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ

---

[৪৯৫] আবূ দাউদ (৫১২৩), আহমাদ (২২০০৯)।

[৪৯৬] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের হিলাল ইবনু আবী যায়নাব এর দুর্বলতার কারণে এই সানাদটি দুর্বল। ড. মুস্তফা বলেন, যাহাবী ও ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

حَمَلَ مَعَهُ رُمْحًا فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمْحَهُ حَتَّى يُحْمَلَ لَهُ . فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ " لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ تُرْفَعْ ضَالَّةٌ".

ضعيف الإسناد . .

৫৬১–২৮৫৯। 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ রাঃ যখন নাবী ﷺ-এর সঙ্গে জিহাদ করতেন তখন একটি বর্শা সাথে নিতেন। আর যখন প্রত্যাবর্তন করতেন তখন তার বর্শাটি ছুড়ে ফেলতেন যেন বর্শাটি তাকে কুড়িয়ে এনে দেয়া হয়। 'আলী রাঃ তাকে বললেন ঃ এরূপ করো না। কেননা তুমি এরূপ করলে কেউ কোন পড়ে থাকা জিনিস তুলে নিবে না।[৪৯৭]

সানাদ দুর্বল।

٥٦٢–٢٨٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ **أَشْعَثَ بْنِ سَعِيدٍ**، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ**، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ كَانَتْ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ فَرَأَى رَجُلاً بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ فَقَالَ " مَا هَذِهِ أَلْقِهَا وَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ وَأَشْبَاهِهَا وَرِمَاحِ الْقَنَا فَإِنَّهُمَا يَزِيدُ اللَّهُ بِهِمَا فِي الدِّينِ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلاَدِ " .

ضعيف الإسناد .

৫৬২–২৮৬০। 'আলী রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে একটি আরবী ধনুক ছিল। তিনি জনৈক ব্যক্তির হাতে একটি ফারসী ধনুক দেখে বললেন ঃ এটা কি? এটা ফেলে দাও। তোমরা এরূপ বস্তু, এর সাদৃশ্য বস্তু এবং বর্শা রাখবে। কেননা এ দু'টি বস্তু দ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের দীনের ব্যাপারে শক্তি বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন দেশে আধিপত্য দান করবেন।[৪৯৮]

সানাদ দুর্বল।

---

[৪৯৭] আহমাদ (১২৭৫)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আবুল খলিল হল 'আব্দুল্লাহ ইবনু আবুল খলীল। ইবনু হিব্বান তাকে 'আস-সিকাত' এ উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার অনুসরণ করা যাবে না। এছাড়া সানাদে আবূ ইসহাক একজন মুদাল্লিস। সে শেষ বয়সে সংমিশ্রণ করে ফেলত। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৪৯৮] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর জায়ানীকে ইয়াহইয়া কাত্তান ও অন্যরা দুর্বল বলেছেন। ড. মুস্তফা বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু বুসরকে ইমাম তিরমিযী ও আবূ হাতিম দুর্বল বলেছেন। ইমাম আবূ দাউদ সিজিস্তানী বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। আর ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। এছাড়া সানাদে আশ'আস ইবনু সাঈদ দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

١٩- باب الرَّمْيِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ আল্লাহ্র পথে তীরন্দাজী

٥٦٣-٢٨٦١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلاَثَةَ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَالْمُمِدَّ بِهِ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَكُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ " .

ضعيف : تخريج فقه السيرة ٢٢٥، ضعيف أبي داود ٤٣٣، لكن قوله : (كل ما يلهو...) صحيح الا (فانهن من الحق) : الصحيحة .

৫৬৩-২৮৬১। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির জুহানী ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ একটি তীরের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ঃ (১) তীর প্রস্তুতকারী, যে তা সৎ নিয়্যাতে তৈরি করে; (২) তীর নিক্ষেপকারী এবং (৩) কাউকে তীর দিয়ে সাহায্যকারী। রসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, তোমরা তীর ছুড়ো এবং (ঘোড়ায়) সওয়ার হও। (ঘোড়ায়) সওয়ার হওয়ার চেয়ে তীর নিক্ষেপ করাই আমার নিকট অধিক প্রিয়। মুসলিমের জন্য প্রত্যেক খেলাই বাতিল কিন্তু ধনুক দিয়ে তীর নিক্ষেপ করা, নিজ ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে খেলার কথা ভিন্ন। কেননা এগুলো সঠিক।[৪৯৯]

দুর্বল ঃ তাখরীজু ফিকহিস সীরাহ (২২৫), যঈফ আবী দাউদ (৪৩৩), কিন্তু তার বক্তব্য ঃ (كل ما يلهو...) বিশুদ্ধ তবে (فانهن من الحق) বাদে ঃ সহীহাহ ।

٥٦٤-٢٨٦٤. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي **ابْنُ لَهِيعَةَ**، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ نُعَيْمٍ الرُّعَيْنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَهِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَقَدْ عَصَانِي " .

ضعيف بلفظ : (فقد عصاني)، التعليق الرغيب ٢ | ١٧٢، الروض النضير ١١٤٥، صحيح بلفظ : (فليس منا) : م : أبو عونة .

---

[৪৯৯] তিরমিযী (১৬৩৭), বায়হাকী (১০/১৪)।

৫৬৪-২৮৬৪। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির জুহানী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তীরন্দাযী শিক্ষা করার পর তা ছেড়ে দিল, সে আমার নাফরমানী করল।[৫০০]

দুর্বল এই শব্দে ঃ (فقد عصاني), তা'লীকুর রাগীব (২/১৭২), রাওয়ুন নাযীর (১১৪৫), বিশুদ্ধ হচ্ছে এই শব্দে ঃ (فليس منا) ঃ মুসলিম ঃ আবু আওয়ানা।

٢١- باب لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ যুদ্ধের ময়দানে রেশমের কাপড় পরিধান

٥٦٥-٢٨٦٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ **حَجَّاجٍ**، عَنْ أَبِي عُمَرَ، - مَوْلَى أَسْمَاءَ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ هَذِهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ .

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

৫৬৫-২৮৬৯। আসমা বিনতু আবূ বাক্র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি একটি সোনার বোতাম সম্বলিত জামা বের করে বললেন ঃ নাবী ﷺ দুশমনের সঙ্গে মুকাবিলার সময় এটি পরিধান করতেন।[৫০১]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ

٢٣- باب الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْغَزْوِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ যুদ্ধকালে কেনা-বেচা

٥٦٦-٢٨٧٣. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنَا **سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ**، عَنْ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِّيِّ، أَنْبَأَنَا **عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيُّ**، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ، يَغْزُو فَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَيَتَّجِرُ فِي غَزْوِهِ فَقَالَ لَهُ أَبِي كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِتَبُوكَ نَشْتَرِي وَنَبِيعُ وَهُوَ يَرَانَا وَلاَ يَنْهَانَا .

ضعيف جدا : أحاديث البيوع .

---

[৫০০] মুসলিম (১৯১৯), আবূ দাউদ (২৫১৩), নাসায়ী (৩৫৭৮), আহমাদ (১৬৮৪৯, ১৬৮৭০, ১৬৮৮৪), দারিমী (২৪০৫)। এর সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী'আহ সত্যবাদী, কিন্তু তার কিতাব পুড়ে যাওয়ার পর সে সংমিশ্রণ করত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৫০১] আহমাদ (২৬৪০৪, ২৬৪৫৩)। সানাদে হাজ্জাজ একজন মুদাল্লিস।

৫৬৬-২৮৭৩। খারিজাহ ইবনু যায়দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম জনৈক ব্যক্তি আমার পিতাকে এমন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে যুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধের মধ্যেই কেনা-বেচা করে। আমার পিতা তাকে বললেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাবুকে ছিলাম। সেখানে আমরা কেনা-বেচা করতাম। তিনি আমাদেরকে (এরূপ করতে) দেখতেন কিন্তু নিষেধ করতেন না।[৫০২]

খুবই দুর্বল ঃ আহাদীসিল বুয়ু

٢٤– باب تَشْيِيعِ الْغُزَاةِ وَوَدَاعِهِمْ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ মুজাহিদ বাহিনীকে এগিয়ে দেয়া ও বিদায় জানানো

٥٦٧–٢٨٧٤. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا **ابْنُ لَهِيعَةَ**، عَنْ **زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ**، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لأَنْ أُشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَكُفَّهُ عَلَى رَحْلِهِ غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " .

ضعيف : الارواء ١١٨٩ .

৫৬৭-২৮৭৪। মু'আয ইবনু আনাস ﷺ হতে রসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর পথে একজন মুজাহিদকে বিদায় জানিয়ে তাকে সকাল অথবা সন্ধ্যায় তার সওয়ারীতে তুলে দেয়া আমার নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যকার সকল বস্তু হতেও অধিক পছন্দনীয়।[৫০৩]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১১৮৯)।

٢٥– باب السَّرَايَا

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ সারিয়্যাহ প্রসঙ্গে

٥٦٨–٢٨٧٧. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ**، حَدَّثَنَا **أَبُو سَلَمَةَ الْعَامِلِيُّ**، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لأَكْثَمَ بْنِ الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ " يَا أَكْثَمُ اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ وَتَكْرُمْ عَلَى رُفَقَائِكَ يَا أَكْثَمُ خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ " .

ضعيف جدا : لكن شطره الثاني : (خير الرقاء ...) صحيح من وجه اخر : الصحيحة ٩٨٦ .

---

[৫০২] বায়হাকী (৭/৪০)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের 'আলী ইবনু উরওয়াহ বারিক্বী এবং সুনাইদ ইবনু দাউদের দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৫০৩] আহমাদ (১৫২১৬), হাকিম এবং বায়হাকী (৯/১৫০)। সানাদের যাব্বান ইবনু ফায়িদ সম্পর্কে হাফিয (রহঃ) 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে হাদীসে দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে 'আয-যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। **–ইরওয়াউল গালীল**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে ইবনু লাহী'আহ এবং তার শায়খ যাব্বান ইবনু ফায়িদ দু'জনেই দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৫৬৮–২৮৭৭। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ আকসাম ইবনু জাওন খুযাঈ ﷺ-কে বলেন ঃ হে আকসাম! তুমি তোমার গোত্র ব্যতিরেকে অন্য গোত্রের সঙ্গে মিশে জিহাদ কর, এতে করে তোমার চরিত্র সুন্দর হবে। তুমি তোমার বন্ধুদের সম্মান করবে। হে আকসাম! উত্তম বন্ধু হচ্ছে চারজন। উত্তম সারিয়্যাহ হচ্ছে চারশ' সৈন্যের এবং উত্তম সৈন্যদল হচ্ছে যাতে চার হাজার সৈন্য আছে। আর বার হাজার সৈন্য সংখ্যা কম হবার কারণে কক্ষনো পরাজিত হবে না।[৫০৪]

খুবই দুর্বল ঃ কিন্তু এর দ্বিতীয় অংশ ঃ (... خير الرقاء) এটি ভিন্ন সূত্রে বিশুদ্ধ ঃ সহীহাহ (৯৮৬)।

٥٦٩–٢٨٧٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ **ابْنِ لَهِيعَةَ**، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَرْدِ، صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَالسَّرِيَّةَ الَّتِي إِنْ لَقِيَتْ فَرَّتْ وَإِنْ غَنِمَتْ غَلَّتْ .

ضعيف الاسناد .

৫৬৯–২৮৭৮। নাবী ﷺ-এর সাহাবী আবূ ওয়ারসদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা এমন সেনাদল হতে দূরে থাকবে, যারা (শত্রুর) মুখোমুখি হলে পালিয়ে যায় এবং গনীমত পেলে তা খিয়ানত করে।[৫০৫]

সানাদ দুর্বল।

٣١– باب التَّحْرِيقِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ শত্রুর জনপদ জালিয়ে দেয়া

٥٧٠–٢٨٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ **صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ**، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا أُبْنَى فَقَالَ " ائْتِ أُبْنَى صَبَاحًا ثُمَّ حَرِّقْ " .

ضعيف : ضعيف أبي داود ٤٥١ .

---

[৫০৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আব্দুল মালিক ইবনু মুহাম্মাদ সুন'আনী এবং ইবনু সালামাহ 'আমিলী উভয়েই দুর্বল। আল্লামা সুয়ূতী বলেন, ইবনু আবী হাতিম বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, সানাদের 'আমিলী মাতরূক এবং হাদীসটি বাতিল। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেছেন, 'আমিলী মিথ্যাবাদী। তার নাম হল, হাকাম ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু খাত্তাব। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৫০৫] এর সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী'আহ সে দুর্বল। তার কিতাব পুড়ে যাওয়ার পর সে সংমিশ্রণ করত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

৫৭০–২৮৯৪। উসামাহ ইবনু যায়দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি জনপদে প্রেরণ করলেন, যার নাম উব্না। তিনি বললেন ঃ তুমি সকালে উবনা যাবে। অতঃপর সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দিবে।[৫০৬]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাঊদ (৪৫১)।

٣٤– باب الْغُلُول

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ গানীমাতের মাল চুরি করা

٥٧١–٢٨٩٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ **أَبِي عَمْرَةَ**، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " . فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ وَتَغَيَّرَتْ لَهُ وُجُوهُهُمْ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ " إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . قَالَ زَيْدٌ فَالْتَمَسُوا فِي مَتَاعِهِ فَإِذَا خَرَزَاتٌ مِنْ خَرَزِ يَهُودَ مَا تُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ .

ضعيف : أحكام الجنائز ٧٩، الارواء ٧٢٦، التعليق الرغيب ٢/١٨٦ .

৫৭১–২৮৯৯। যায়দ ইবনু খালিদ জুহানী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশজা' গোত্রের জনৈক লোক খায়বারের যুদ্ধের দিন মারা গেল। নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা তোমাদের সঙ্গীর উপর (জানাযার) সলাত আদায় কর। লোকজনের নিকট বিষয়টি খারাপ লাগল এবং এর ফলে তাদের চেহারা পাল্টে গেল। এ দেখে তিনি বললেন ঃ তোমাদের সঙ্গী আল্লাহর পথে চুরি করেছে। যায়দ ﷺ বলেন ঃ অতঃপর তারা তার জিনিসপত্র অনুসন্ধান করল। তাতে ইয়াহূদীদের কয়েকটি পুঁতি পাওয়া গেল, যার মূল্য ছিল দুই দিরহাম পরিমাণ।[৫০৭]

দুর্বল ঃ আহকামুল জানায়িয (৭৯), ইরওয়াউল গালীল (৭২৬), তা'লীকুর রাগীব (২/১৮৬)।

---

[৫০৬] আবূ দাউদ (২৬১৬), বায়হাকী (৯/৮৩)। আল্লামা শাওকানী বলেছেন, হাদীসের সানাদের সালিহ ইবনু আবূ আখজার ব্যাপারে ইমাম বুখারী বলেছেন, সে শিথিল। এছাড়াও হাদীসটির ব্যাপারে ইমাম আবূ দাউদ ও মুনযিরী নীরব থেকেছেন। সানাদের সালিহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, সে দুর্বল। আজলী বলেছেন, তার হাদীস লিখে রাখা হতো মাত্র, সে হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী নয়। **–নাইলুল আওতার**

[৫০৭] আবূ দাউদ (২৭১০), নাসায়ী (১৯৫৯), মালিক (৯৯৫), হাকিম (২/১২৭), বায়হাকী (৯/১০১) এবং আহমাদ (২১১৬৭)। সানাদে আবূ 'আমরাহ হল, যায়দ ইবনু খালিদ জুহানীর মুক্তদাস। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তার থেকে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হাব্বান ব্যতীত কেউ বর্ণনা করেনি। মুলতঃ তার অবস্থা মাজহুলুল আইন। **–ইরওয়াউল গালীল**

٤٤– باب السَّبَقِ وَالرِّهَانِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ ঘোড়-দৌড়ের বর্ণনা

٥٧٢–٢٩٢٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا **سُفْيَانُ** بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ " .

ضعيف : الارواء ١٥٠٩، الروض النضير ١١٣٩ .

৫৭২–২৯২৭। আবূ হুরাইরাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক দু'টি ঘোড়ার সঙ্গে একটি ঘোড়া (দৌড় প্রতিযোগিতায়) শরীক করল, তার ঘোড়া জিতবে কিনা এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়- তবে তা জুয়ার পর্যায়ভুক্ত হবে না। আর যে ব্যক্তি দু'টি ঘোড়ার সাথে একটি ঘোড়ার (দৌড় প্রতিযোগিতায়) শরীক করল এবং তার ঘোড়া জিতবে বলে সে নিশ্চিত, তবে তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।[৫০৮]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৫০৯), রাওযুন নাযীর (১১৩৯)।

---

[৫০৮] আবূ দাউদ (২৫৮৯), দারাকুতনী (পৃঃ ৪৭১, ৫৫৩), হাকিম (২/১১৪), বায়হাকী (১০/২০), আহমাদ (২/৫০৫), আবূ 'উবাইদ 'গরীব' (ক্বাফ ৮৫/২), আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা' (২/১৭৫), বাগাভী 'শরহে সুন্নাহ' (৩/১৪৩/১), সুফয়ান ইবনু হুসাইন সানাদে। হাফিয (রহঃ) তালখীস গ্রন্থে বলেছেন, যুহরীর বর্ণনায় এই সুফিয়ান দুর্বল। বিস্তারিত দেখুন, –**ইরওয়াউল গালীল**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٥ - كِتَابُ الْمَنَاسك

অধ্যায়-২৫ ঃ মানাসিক (হাজ্জ)

٢- باب فَرْضِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ হাজ্জ ফার্‌য হওয়ার বর্ণনা

٥٧٣-٢٩٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ وَرْدَانَ، حَدَّثَنَا **عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالُوا أَفِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ " لاَ وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ " . فَنَزَلَتْ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾.

ضعيف : الارواء ٤ | ١٥٠، و هو في الصحيح دون نزول الأية .

৫৭৩-২৯৩৬। ‘আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো– “মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশে ঐ ঘরের হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য”– (সূরাহ আলে-‘ইমরান ৩ ঃ ৯৭)। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হাজ্জ কি প্রতি বছরই ফার্‌য? তিনি ﷺ নীরব থাকলেন, পুনরায় তাঁরা বললেন, প্রতি বছরই কি? তখন তিনি ﷺ বললেন, না। কিন্তু আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে তা-ই ওয়াজিব হতো। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা কষ্ট পাবে.....”– (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫ ঃ ১০১)।[৫০৯]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৪/১৫০), বর্ণনাটি আয়াত নাযিলের অংশ বাদে সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে রয়েছে।

---

[৫০৯] তিরমিযী (১৫৫), দারাকুতনী (২৮১) এবং আহমাদ (১/১১৩)। ‘আলী ইবনু ‘আব্দুল আ’লা হতে। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। অর্থাৎ দুর্বল। সানাদের ‘আব্দুল আ’লা ইবনু ‘আমির সা’লাবীকে ইমাম আহমাদ, আবূ যুর‘আহ ও অন্যরা দুর্বল বলেছেন। – **ইরওয়াউল গালীল**

٥- باب فَضْلِ دُعَاءِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ হাজীগণের দু'আর ফাযীলাত

٥٧٤–٢٩٤٥. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا **صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ**، – مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ – حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ ".

ضعيف : التعليق الرغيب ٢/ ١٠٨-١٠٩، المشكاة ٣٥٣٦ .

৫৭৪–২৯৪৫। আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه হতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জ ও 'উমরাহ্‌র যাত্রীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি দল। তারা তাঁর নিকট দু'আ করলে তিনি তাদের দু'আ কবূল করেন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাইলে, তিনি তাদের ক্ষমা করেন।[৫১০]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/১০৮-১০৯), মিশকাত (৩৫৩৬)।

٥٧٥–٢٩٤٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ **عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ**، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لَهُ وَقَالَ " يَا أُخَيَّ أَشْرِكْنَا فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِكَ وَلاَ تَنْسَنَا " .

ضعيف : ضعيف أبي داود ٢٤٦،المشكاة ٢٢٤٨ .

৫৭৫–২৯৪৭। 'উমার رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর নিকট তিনি 'উমরাহ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন এবং বলেন ঃ "হে আমার ভাই! তোমার দু'আতে আমাদেরও শারীক করবে, আমাদের কথা ভুলে যেও না।"[৫১১]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (২৬৪), মিশকাত (২২৪৮)।

٦- باب مَا يُوجِبُ الْحَجَّ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ হাজ্জ কিসে ফারয হয়

٥٧٦–٢٩٤٩. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا **إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ**، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ

---

[৫১০] নাসায়ী (২৬২৫, ৩০৭০)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের সালিহ ইবনু 'আব্দুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। –**হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৫১১] তিরমিযী (৩৫৬৩)। এর সানাদে 'আসিম ইবনু 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আসিম দুর্বল। –**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ " الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْحَاجُّ قَالَ " الشَّعِثُ التَّفِلُ " . وَقَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْحَجُّ قَالَ " الْعَجُّ وَالثَّجُّ " . قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي بِالْعَجِّ الْعَجِيجَ بِالتَّلْبِيَةِ وَالثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ .

ضعيف جدا : الارواء ٩٨٨، لكن جملة (العج و الثج) ثبتت فيي حديث اخر يأتي في الصحيح ١٦-باب .

৫৭৬-২৯৪৯। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক নাবী ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! হাজ্জ কিসে ফারয হয়? তিনি বললেন, পাথেয় ও বাহন থাকলে লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! হাজী কে? তিনি ﷺ বললেন ঃ যার চুল এলোমেলো এবং শরীর দুর্গন্ধময়। আরেক লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! হাজ্জ কী? তিনি বললেন ঃ উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ ও রক্ত প্রবাহিত (কুরবানী) করা। ওয়াকী' (রহ.) বলেছেন, 'আল-আজ্জু' অর্থ তালবিয়া পড়া এবং 'আস-সাজ্জু' অর্থ পশু কুরবানী করা।[৫১২]

খুবই দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৯৮৮), কিন্তু (العج و الثج) বাক্যটি অন্য হাদীসে প্রমাণিত আছে সহীহ (১৬-অনুঃ)

৫৭৭-২৯৫০. حَدَّثَنَا **سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ**، حَدَّثَنَا **هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِيُّ**، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ وَأَخْبَرَنِيهِ أَيْضًا، عَنِ **ابْنِ عَطَاءٍ**، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ " . يَعْنِي قَوْلَهُ ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾.

ضعيف جدا : الارواء أيضا .

৫৭৭-২৯৫০। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পাথেয় ও বাহন। অর্থাৎ আল্লাহর বাণী ঃ "যার সেখানে (কাবা গৃহে) যাওয়ার সামর্থ্য আছে"। (সূরা আলে 'ইমরান ৩ ঃ ৯৭) [আয়াতটির তাৎপর্য এটাই][৫১৩]

---

[৫১২] তিরমিযী (১/১৫৫), ইবনু জারীর ত্বাবারী 'তাফসীর' (৭/৪০/৭৪৮৫), শাফেয়ী' (১/২৮৩/৭৪০), 'উক্বাইলী 'আয-যুআফা" (৩২৩), দারাকুতনী (২৫৫), বায়হাকী (৪/৩৩০)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান। সানাদের ইবরাহীম ইবনু ইয়াযীদের স্মৃতি দুর্বলতা নিয়ে আহলে ইলমের কতিপয় সমালোচনা করেছেন। হাফিয (রহঃ) 'আত-তালখীস' (২০২) বলেছেন, তার সম্পর্কে আহমাদ ও নাসায়ী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। বায়হাকী হাদীস বর্ণনার পরই বলেছেন, আহলে ইলম তাকে হাদীসে দুর্বল বলেছেন..। **-ইরওয়াউল গালীল**

[৫১৩] এর সানাদে তিনটি ত্রুটি রয়েছে। (১) সানাদে ইবনু আত্বা হল, 'উমার ইবনু আত্বা ওরায। ইবনু মাঈন বলেছেন, সে কিছুই না। মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল বলেছেন। নাসায়ী বলেছেন, সে দুর্বল। (২) সানাদে হিশাম ইবনু সুলাইমান কুরাশী। ইবনু আবী হাতিম তার পিতা সূত্রে বলেছেন, মাকবুল। অর্থাৎ মুতাবি'আতের ক্ষেত্রে। অন্যথায় শিথিল। ইমাম যায়লায়ীও তাকে আবূ হাতিমের উদ্ধৃতি দিয়ে দোষী করেছেন (নাসবুর রায়াহ -৩/৯)। (৩) সানাদে সুওয়াইদ ইবনু সায়ীদ। হাফিয বলেছেন, "তিনি সত্যবাদী। কিন্তু তিনি অন্ধ। ফলে তিনি এমন কিছু তালক্বীন করতেন যা হাদীসের অর্ন্তভুক্ত নয়।" সম্ভাবনা রয়েছে এই হাদীসটি তার ঐ তালক্বীনের অর্ন্তভুক্ত। **-ইরওয়াউল গালীল**

ইমাম আহমাদ বলেছেন, ইবনু 'আত্বা হাদীস বর্ণনায় মজবুত নয়। আবূ যুর'আহ বলেছেন, নির্ভরযোগ্য,শিথিল। ইয়াকুব ইবনু সুফয়ান বলেছেন, সে দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাত এ উল্লেখ করেছেন। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

খুবই দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (ঐ)

٩- باب الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ মৃতের পক্ষ হতে হাজ্জ করা

٥٧٨-٢٩٥٨. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا **عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْغَوْثِ بْنِ حُصَيْنٍ، - رَجُلٌ مِنَ الْفُرْعِ - أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ عَنْ حِجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " حُجَّ عَنْ أَبِيكَ " . وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّذْرِ يُقْضَى عَنْهُ " .

ضعيف الإسناد وللجملة الأولى انظر ما بعده .

৫৭৮-২৯৫৮। কুর'আ গোত্রের আবুল গাউস ইবনু হুসায়ন নামক জনৈক ব্যক্তি (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ-এর নিকট তিনি তার পিতার উপর ফার্‌য হওয়া হাজ্জ সম্পর্কে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করেন, যিনি হাজ্জ করার পূর্বে মারা গেছেন। নাবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হাজ্জ কর। নাবী ﷺ আরও বললেন ঃ অনুরূপ মানতের সওমও তার পক্ষ হতে আদায় করা যাবে।[৫১৪]

সানাদ দুর্বল। এর প্রথম বাক্যটি এর পরবর্তী হাদীসে দেখুন।

١٠- باب الْحَجِّ عَنِ الْحَىِّ، إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ জীবিত ব্যক্তি হাজ্জ করতে অক্ষম হলে তার পক্ষ হতে হাজ্জ করা

٥٧٩-٢٩٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأَحْمَرُ، حَدَّثَنَا **مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلاَّ مُعْتَرِضًا . فَصَمَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ " حُجَّ عَنْ أَبِيكَ " .

ضعيف الإسناد، و في الصحيح ما يغني عنه .

৫৭৯-২৯৬১। হুসায়ন ইবনু 'আওফ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতার উপর হাজ্জ ফার্‌য হয়েছে। কিন্তু তিনি হাজ্জ করতে অক্ষম, যদি না তাকে হাওদার সঙ্গে বেঁধে দেয়া হয়। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হাজ্জ কর।[৫১৫]

---

[৫১৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের 'উসমান ইবনু আত্বাকে ইবনু মাঈন দুর্বল বলেছেন। বলা হয়, সে মুনকারুল হাদীস, মাতরুক। ইমাম হাকিম বলেছেন, সে তার পিতা সূত্রে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করে। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৫১৫] নাসায়ী (৫৩৯৬)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু কুরাইব সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। সে হুসাইন ইবনু 'আওফ সূত্রে আর্শ্চয বিষয় নিয়ে আসে। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস, তার ব্যাপারে প্রশ্ন আছে। কতিপয় ইমাম তাকে **দুর্বল বলেছেন।** **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

সানাদ দুর্বল, তবে সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে এর বিষয়ে প্রাধান্যযোগ্য হাদীস আছে

١٧- باب الظِّلاَلِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ ইহরামধারী ব্যক্তির অনবরত তালবিয়া পাঠের ফাযীলাত

٥٨٠-٢٩٧٨. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا **عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ**، عَنْ **عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى لِلَّهِ يَوْمَهُ يُلَبِّي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ إِلاَّ غَابَتْ بِذُنُوبِهِ فَعَادَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٢ | ١١٩، **الضعيفة** ٥٠١٨ .

৫৮০-২৯৭৮। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন ইহরামকারী কুরবানীর দিন আল্লাহর উদ্দেশে কুরবানী করে এবং মধ্যাহ্ন থেকে তালবিয়া পাঠ করতে থাকে, সূর্য তার পাপ রাশিসহ অস্ত যায়। ফলে সে এমন নিষ্পাপ হয়ে যায়, যেমন (নিষ্পাপ অবস্থায়) তার মা তাকে প্রসব করেছিল।[৫১৬]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/১১৯), যঈফাহ্ (৫০১৮)।

٢٣- باب الْمُحْرِمَةِ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ ইহরামধারী মহিলার মুখমণ্ডলে কাপড় লটকানো

٥٨١-٢٩٨٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ **يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ**، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَإِذَا لَقِيَنَا الرَّاكِبُ أَسْدَلْنَا ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُءُوسِنَا فَإِذَا جَاوَزَنَا رَفَعْنَاهَا.

ضعيف : الارواء ١٠٢٤،المشكاة ٢٦٩٠، ضعيف أبي داود ٣١٧، لكن ثبت نحوه عن أسماء : جلباب المرأة ١٠٨ .

৫৮১-২৯৮৮। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় নাবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। কোন পথযাত্রী নিকটবর্তী হলে আমরা নিজেদের মাথার সম্মুখে কাপড় ঝুলিয়ে দিতাম। আর তাদের অতিক্রমের পর তা তুলে ফেলতাম।[৫১৭]

---

[৫১৬] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের 'আসিম ইবনু 'উবাইদুল্লাহ এবং 'আসিম ইবনু 'উমার ইবনু হাফস এর দুর্বলতার কারণে এর সানাদ দুর্বল । ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেন, 'আসিম ইবনু 'উমার ইবনু হাফসকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৫১৭] আবূ দাউদ (১৮৩৩), বায়হাকী (৫/৪৮), তারা উভয়ে আহমাদ হতে (৬/৩০), ইবনু জারূদ (৪১৮) এবং দারাকুতনী (২৮৬, ২৮৭) তে ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ সানাদে। সানাদের ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ হল হাশিমী। হাফিয বলেছেন, সে দুর্বল। বেশি বয়সে তার স্মৃতি পরিবর্তন হয়ে যায়। **–ইরওয়াউল গালীল**

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১০২৪), মিশকাত (২৬৯০), যঈফ আবী দাউদ (৩১৭), কিন্তু আসমা সুত্রে প্রমাণযোগ্য অনুরূপ হাদীস রয়েছে ঃ জালবাবুল মারআহ (১০৮)।

٢٥ - باب دُخُولِ الْحَرَمِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ হারাম এলাকায় প্রবেশ

٥٨٢-٢٩٩٣. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ، حَدَّثَنَا **مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ** أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَتِ الأَنْبِيَاءُ تَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشَاةً حُفَاةً وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَيَقْضُونَ الْمَنَاسِكَ حُفَاةً مُشَاةً .

ضعيف :التعليق علي ابن ماجة .

৫৮২-২৯৯৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﵄ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবীগণ হারাম এলাকায় পদব্রজে ও নগ্ন পদে প্রবেশ করতেন আর বাইতুল্লাহ তাওয়াফসহ হাজ্জেও যাবতীয় অনুষ্ঠান খালি পায়ে ও পায়ে হেঁটে সম্পন্ন করতেন।[৫১৮]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

٢٧ - باب اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ হাজ্‌রে আসওয়াদ চুম্বন করা

٥٨٣-٢٩٩٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي، يَعْلَى عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ**، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَرَ ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلاً ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي فَقَالَ " يَا عُمَرُ هَاهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ " .

ضعيف جدا : الارواء ١١١١ .

৫৮৩-২৯৯৯। ইবনু 'উমার ﵄ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পাথরের দিকে মুখ করে দুই ঠোঁট লাগিয়ে দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। অতঃপর তিনি অন্যত্র মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, 'উমার ইবনু খাত্তাব ﵁-ও কাঁদছেন। তিনি বলেন ঃ হে 'উমার! এটাই হচ্ছে প্রবাহিত করার স্থান।[৫১৯]

---

[৫১৮] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের মুবারাক ইবনু হাস্‌সানকে যদিও ইবনু হিব্বান সিকাহ বলেছেন কিন্তু ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়। ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। আয় ইবনু হিব্বান 'আস-সিকাত' এ বলেছেন, সে ভুল ও বিপরীত করে থাকে। আযদী বলেছেন, সে মাতরুক।
–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি

[৫১৯] হাকিম (১/৪৫৪), বায়হাকী (৫/৭৯)। হাকিম এর সানাদকে সহীহ বলেছেন। যাহাবীর মতও তাই। কিন্তু এটা তাদের উভয়ের সংশয় মাত্র। কেননা সানাদে অবস্থিত মুহাম্মাদ ইবনু 'আওন হচ্ছে খুরাসানী। তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। বরং সে খুবই দুর্বল। ইমাম যাহাবী নিজেও তাকে 'আয-যুআফা'' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, ইমাম নাসায়ী তাকে মাতরুক বলেছেন। আয় তিনি 'আল-মীযান' গ্রন্থে বৃদ্ধি করে বলেছেন, ইমাম বুখারী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' (ক্বাফ ১৮২/১) বলেছেন, এই

খুবই দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১১১১)।

٣٢- باب فَضْلِ الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ তাওয়াফের ফাযীলাত

٥٨٤-٣٠١١. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا **حُمَيْدُ بْنُ أَبِي سَوِيَّةَ**، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ هِشَامٍ، يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " وُكِلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - قَالُوا آمِينَ " . فَلَمَّا بَلَغَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا بَلَغَكَ فِي هَذَا الرُّكْنِ الأَسْوَدِ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ فَاوَضَهُ فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرَّحْمَنِ " . قَالَ لَهُ ابْنُ هِشَامٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَالطَّوَافُ قَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلاَ يَتَكَلَّمُ إِلاَّ بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ " .

ضعيف :المشكاة ٢٥٩٠، التعليق الرغيب ٢ | ١٢١ .

৫৮৪-৩০১১। হুমায়দ ইবনু আবী সাবিয়াহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু হিশামকে রুকনে ইয়ামানী সম্পর্কে আত্বা ইবনু আবী রাবাহ-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি তখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। আত্বা বলেন, আমার নিকট আবূ হুরাইরাহ ﷺ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ (রুকনে ইয়ামানীতে) সত্তরজন মালাক নিযুক্ত আছেন। অতএব যে ব্যক্তি বলবে ঃ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - তখন মালায়িকাহ বলেন ঃ আমীন। (অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি দুনিয়া ও আখিরাতের। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।)

আত্বা (রহ.) রুকনুল-আসওয়াদে (হাজারুল আসওয়াদ) পৌঁছলে ইবনু হিশাম বলেন, হে আবূ মুহাম্মাদ! এই রুকনুল আসওয়াদ সম্পর্কে আপনি কি অবহিত আছেন? আত্বা (রহ.) বলেন, আবূ

সানাদটি দুর্বল। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'আওনকে ইবনু মাঈন, আবূ হাতিম, আবূ যুর'আহ, বুখারী, নাসায়ী এবং অন্যরা দুর্বল বলেছেন। **–ইরওয়াউল গালীল**

হুরাইরাহ ﷺ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ “যে কেউ তার বরাবর হয়, সে যেন দয়াময় আল্লাহর হাতের মুখোমুখী হয়।” ইবনু হিশাম (রহ.) তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করেন, হে আবূ মুহাম্মাদ! তাওয়াফ সম্পর্কে কী এসেছে? আত্বা (রহ.) বলেন ঃ আবূ হুরাইরাহ ﷺ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ “যে ব্যক্তি সাতবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে এবং কোন কথা না বলে নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে ঃ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ –তার দশটি গুনাহ মুছে যাবে, তার জন্য দশটি সাওয়াব লিখা হবে এবং তার মর্যাদা দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। আর যে ব্যক্তি তাওয়াফ করবে এবং ঐ অবস্থায় কথা বলবে সে তার পদদ্বয় শুধু রহমাতের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে; যেমনি কেউ স্বীয় পদদ্বয় পানিতে ডুবিয়ে রাখে।[৫২০]

দুর্বল ঃ মিশকাত (২৫৯০), তা'লীকুর রাগীব (২/১২১)।

٣٣– باب الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ তাওয়াফ শেষে দু' রাক'আত সলাত আদায় করা

٥٨٥–٣٠١٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ **ابْنِ جُرَيْجٍ**، عَنْ **كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ جَاءَ حَتَّى يُحَاذِيَ بِالرُّكْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِى حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدٌ. قَالَ ابْنُ مَاجَهْ هَذَا بِمَكَّةَ خَاصَّةً .

ضعيف : الضعيفة ٩٢٨، حجة النبي (ص) ١٢١، تمام المنة .

৫৮৫–৩০১২। মুত্তালিব বিন আবী ওয়াদাআহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, যখন তিনি সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করে হাজরে আসওয়াদের বরাবর আসলেন তখন মাতাফের প্রান্তে দুই রাক'আত সলাত আদায় করলেন। তাঁর ও তাওয়াফের মাঝে কোন ব্যক্তি ছিল না। ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) বলেন, এটা (অর্থাৎ সুতরাবিহীন সলাত আদায়) শুধুমাত্র মাক্কার জন্য নির্দিষ্ট।[৫২১]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৯২৮), হাজ্জাতুল নাবী ﷺ (১২১), তামামুল মিন্নাহ।

٣٧– باب الإِفْرَادِ بِالْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ ইফরাদ হাজ্জের বর্ণনা

---

[৫২০] এর সানাদে হুমাইদ ইবনু আবী সাভিয়্যাহ মাক্কী রয়েছে। ইবনু 'আদী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তার বহু মুনকার হাদীস রয়েছে। ইবনে মাজাহতে তার এ হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস নেই।
–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

[৫২১] নাসায়ী (৭৫৮, ২৯৫৯), আবূ দাউদ (২০১৬), আহমাদ (২৬৬৯৯)। হাদীসের সানাদে ইবনু জুরাইজ একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছে।

Contents

٥٨٦–٣٠٢١. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ**، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ أَفْرَدُوا الْحَجَّ .

ضعيف الإسناد.

৫৮৬–৩০২১। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বাক্‌র, ‘উমার ও ‘উসমান ﷺ ইফরাদ হাজ্জ করেছেন।[৫২২]

সানাদ দুর্বল।

٤١– باب فَسْخِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ হাজ্জের ইহরাম ভঙ্গ করা

٥٨٧–٣٠٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ **أَبِي إِسْحَاقَ**، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَأَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ " اجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً " . فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ " انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا " . فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَغَضِبَ فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ غَضْبَانَ فَرَأَتِ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتْ مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللَّهُ قَالَ " وَمَالِي لاَ أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ أَمْرًا فَلاَ أُتْبَعُ " .

ضعيف : الضعيفة ٤٧٥٣، وبعضه عند (م) عن عائشة : الحج الكبير .

৫৮৭–৩০৩৭। আল-বারাআ ইবনু ‘আযিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সহাবীগণ বের হলেন, আমরা হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলাম। অতঃপর আমরা মাক্কায় পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ “তোমাদের হাজ্জকে ‘উমরায় পরিণত কর”। লোকেরা বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা হাজ্জের নিয়্যাতে ইহরাম বেঁধেছি, তাহলে কীভাবে তা ‘উমরায় পরিণত করব? তিনি বললেন ঃ লক্ষ্য কর, আমি তোমাদের যা নির্দেশ করি, তাই কর। সহাবীগণ তাঁর সামনে নিজেদের কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে স্থান ত্যাগ করেন। সহাবীগণ ‘আয়িশাহ ﷺ-এর নিকট গমন করেন। ‘আয়িশাহ ﷺ তাঁর চেহারায় অসন্তোষের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করে বললেন, যে আপনাকে অসন্তুষ্ট করেছে,

---

[৫২২] আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে কাসিম ইবনু ‘আব্দুল্লাহ হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। ইমাম আহমাদ তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন এবং হাদীস জাল করণের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, কাসিম দুর্বল, সে কিছুই না। ‘আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন, সে কিছুই না। ইমাম বুখারী বলেছেন, মুহাদ্দিসগণ তার ব্যাপারে নীরব থেকেছেন (সাকাতূ ‘আনহু)। আবূ যুর‘আহ বলেছেন, সে মাতরুকুল হাদীস, মুনকারুল হাদীস। আবূ হাতিম বলেছেন, সে মাতরুকুল হাদীস। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

আল্লাহ তাকে অসন্তুষ্ট করুন? তিনি ﷺ বললেন, আমি কোন কাজের নির্দেশ করলে তা অনুসরণ করা হবে না এমনটি হলে আমি কি অসন্তুষ্ট না হয়ে পারি?[৫২৩]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৭৫৩), এর কতিপয় রয়েছে 'মুসলিম'-এ 'আয়িশাহ সূত্রে ঃ আল হাজ্জুল-কাবীর।

٤٢– باب مَنْ قَالَ كَانَ فَسْخُ الْحَجِّ لَهُمْ خَاصَّةً

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ যারা বলেন, হাজ্জের ইহরাম ভঙ্গ করা কেবল সাহাবাগণের জন্য প্রযোজ্য

٥٨٨–٣٠٣٩. حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ **الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ**، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ فَسْخَ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بَلْ لَنَا خَاصَّةً " .

منكر : ضعيف أبي داود ٣١٥ .

৫৮৮–৩০৩৯। বিলাল ইবনু হারিস রাঃ হতে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! হাজ্জের ইহরাম ছেড়ে দিয়ে 'উমরাহ্ করা শুধু আমাদের জন্যই নির্দিষ্ট, না সাধারণভাবে সকলের জন্য প্রযোজ্য? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "বরং আমাদের জন্যই নির্দিষ্ট"।[৫২৪]

মুনকার ঃ যঈফ আবী দাউদ (৩১৫)।

٤٤– باب الْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ 'উমরার বর্ণনা

٥٨٩–٣٠٤٤. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى** الْخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا **عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ**، أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ، إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ".

ضعيف : الضعيفة ٢٠٠ .

৫৮৯–৩০৪৪। ত্বালহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ হাজ্জ হচ্ছে জিহাদ আর 'উমরাহ হচ্ছে নফল।[৫২৫]

---

[৫২৩] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আবূ ইসহাক হল, 'আমর ইবনু 'আব্দুল্লাহ। শেষ বয়সে সে হাদীস সংমিশ্রণ করত। সানাদে ইবনু 'আয়্যাশ তার অবস্থা বর্ণনা করেনি যে, হাদীসটি সংমিশ্রণের পূর্বে গ্রহণ করা হয়েছে না পরে। অতএব অবস্থা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তার হাদীস স্থগিত থাকবে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৫২৪] নাসায়ী (২৮০৮), আবূ দাউদ (১৮০৮), আহমাদ (১৫৪২৬), দারিমী (১৮৫৫)। ইমাম আহমাদ বলেছেন, আমার নিকট বিলাল ইবনু হারিসের হাদীস অপ্রমাণিত। আমরা হারিস ইবনু বিলালকে চিনি না। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২০০)।

٤٩- باب مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে

٥٩٠-٣٠٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ **أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ**، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ " .

ضعيف :المشكاة ٣٥٣٢، الضعيفة ٢١١، التعليق الرغيب ٢| ١١٩-١٢٠ .

৫৯০-৩০৫৬। উম্মু সালামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে 'উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে, তাকে ক্ষমা করা হবে।[৫২৬]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৩৫৩২), যঈফাহ(২১১), তা'লীকুর রাগীব (২/১১৯-১২০)।

٥٩١-٣٠٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ **يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ**، عَنْ أُمِّهِ **أُمِّ حَكِيمٍ** بِنْتِ أُمَيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ " . قَالَتْ فَخَرَجْتُ - أَىْ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ - بِعُمْرَةٍ .

ضعيف : وهو مكرر ما قبله .

৫৯১-৩০৫৭। নাবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে 'উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে- তা তার জন্য পূর্বেকার

---

[৫২৫] সানাদের 'উমার ইবনু কায়সকে ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন, ফাল্লাস, আবূ যুর'আহ, বুখারী, আবূ হাতিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া সানাদের হাসান সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, সে মাতরুক। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে নিতান্তই হাদীসে মুনকার। মুলতঃ তারা উভয়েই মাতরুক। হাদীসটি ইবনু আবী হাতিমও 'আল-ইলাল' কিতাবে বর্ণনা করেছেন। **-যঈফাহ্**

[৫২৬] আবূ দাউদ (১৭৪১), ইবনু হিব্বান (৩৭০১), তাবারানী 'কাবীর' (২৩/১০০৬), দারাকুতনী (২/২৮৩), বায়হাকী (৫/৩০),এবং আবূ ইয়ালা (৩১৯/২)। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম 'আত-তাহযীবুস সুনান' কিতাবে (২/২৮৪) বলেন, বহু হাফিয বলেছেন, এর সানাদ মজবুত নয়। হাদীসের সানাদে উম্মু হাকীম অপরিচিত। আল্লামা মুনযিরী ও হাফিয ইবনু কাসীর ইযতিরাব বলে হাদীসটির ত্রুটি বর্ণনা করেছেন। **-যঈফাহ্**

সমস্ত গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হবে। উম্মু সালামাহ ﵂ বলেন, অতঃপর আমি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে 'উমরার জন্য বের হলাম।[৫২৭]

দুর্বল ঃ এর পূর্বেটিতে এর সূত্রগত হয়েছে।

٥٢– باب النُّزُولِ بِمِنًى

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ মিনায় অবস্থান

٥٩٢–٣٠٦١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بَيْتًا قَالَ " لاَ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ " .

ضعيف : ضعيف أبي داود ٣٤٥ .

৫৯২-৩০৬১। 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি মিনায় আপনার জন্য একটি ঘর বানাব না, যা আপনাকে ছায়া দান করবে? তিনি বললেন ঃ না, মিনায় যারা আগে পৌঁছবে, তা তাদের ঠিকানা।[৫২৮]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাঊদ (৩৪৫)।

٥٦– باب الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ 'আরাফাতের দু'আ

٥٩٣–٣٠٦٨. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ السُّلَمِيُّ**، حَدَّثَنَا **عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كِنَانَةَ** بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا لأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَأُجِيبَ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلاَ الظَّالِمَ فَإِنِّي آخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ . قَالَ " أَىْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُومَ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ " . فَلَمْ يُجَبْ عَشِيَّتَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأُجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ . قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ . فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ أَضْحَكَ اللَّهُ

---

[৫২৭] আবূ দাঊদ (১৭৪১)। এর সানাদ মজবুত নয়। কেননা সানাদে উম্মু হাকীম এবং ইয়াহইয়া ইবনু আবী সুফয়ান রয়েছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৫২৮] তিরমিযী (৮৮১), আবূ দাঊদ (২০১৯), আহমাদ (২৫০১৪, ২৫১৯০), দারিমী (১৯৩৭)।

سِنَّكَ قَالَ " إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اسْتَجَابَ دُعَائِي وَغَفَرَ لأُمَّتِي أَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْثُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ " .

ضعيف : المشكاة ٣٦٠٣، التعليق الرغيب٢ | ١٢٧ .

৫৯৩–৩০৬৮। 'আব্বাস ইবনু মিরদাস সালামী বলেন, তাঁর পিতা (কিনানাহ) তাঁকে তাঁর পিতার ('আব্বাস) সূত্রে অবহিত করেছেন ঃ নাবী ﷺ আরাফাতে তৃতীয় প্রহরে তাঁর উম্মাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দু'আ করেন। উত্তরে তাঁকে জানানো হল ঃ আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম, তবে যালিম ছাড়া। কারণ আমি অবশ্যই তার উপর অত্যাচারিতের বদলা নিব। নাবী ﷺ বলেন ঃ হে পালনকর্তা! আপনি ইচ্ছা করলে অত্যাচারিতকে জান্নাত দিতে এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু রাত পর্যন্ত এর কোন উত্তর এলো না। ভোরে তিনি ﷺ মুযদালিফাতে আবার দু'আ করলেন। এবার তাঁর দু'আ কবূল হল। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী ﷺ হেসে ফেললেন অথবা মুচকি হাসলেন। আবূ বাক্‌র ﷺ ও 'উমার ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি এমন মুহূর্তে কখনও হাসেননি, তাহলে কিসে আপনাকে হাসালো? আল্লাহ আপনাকে হাসিমুখে রাখুন। তিনি ﷺ বলেন ঃ আল্লাহর শত্রু ইবলিশ যখন জানলো মহান আল্লাহ আমার দু'আ কবূল করেছেন এবং আমার উম্মাতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন সে মাটি নিয়ে নিজ মাথায় ঢালতে ঢালতে বলতে লাগল- হায় সর্বনাশ, হায় সর্বনাশ। তখন তার অস্থিরতার প্রত্যক্ষ আমাকে হাসিয়েছে।[৫২৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত (২৬০৩), তা'লীকুর রাগীব (২/১২৭)।

٦٨- باب الرَّمْيِ عَنِ الصِّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ শিশুদের পক্ষ থেকে কংকর মারা

---

[৫২৯] আবূ দাউদ (৫২৩৪), আহমাদ (১৫৭৭৪)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু কিনানাহ রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীস সহীহ নয়। আল্লামা সুয়ূতী কিতাবের হাশিয়াহতে এই হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, ইবনুল জাওযী একে 'মাওযু'আত' গ্রন্থে বর্ণনা করে এই কিনানহকে দোষী করেছেন। কারণ সে হাদীস বর্ণনায় খুবই মুনকার। আর ইবনু হিব্বান দ্বিধায় পড়ে একবার তাকে 'আস-সিকাত' গ্রন্থে এবং আরেকবার 'আয-যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

এছাড়া সানাদের ক্বাহির ইবনু সারিয়্যি সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, সে সালিহ। ইবনু শাহীন তাকে সিকাহ বলেছেন। যাহাবী বলেছেন, সত্যবাদী। আর ইয়াকূব ইবনু সুফয়ান তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু কিনানার হাদীস খুবই মুনকার। ইমাম যাহাবী বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ শিথিল। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটিই আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

٥٩٤-٣٠٩٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ **أَشْعَثَ**، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ.

ضعيف : حجة النبي (ص) ص : ٥٠ .

৫৯৪-৩০৯৫। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হাজ্জ করেছি। আমাদের সঙ্গে মহিলা এবং শিশুরা ছিল। আমরা শিশুদের পক্ষ হতে তালবিয়া পাঠ ও কংকর নিক্ষেপ করেছি।[৫৩০]

দুর্বল ঃ হাজ্জাতুন্ নাবী (সাঃ) (৫০ পৃঃ).

٧٥- باب رَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ তাশরীকের দিনগুলোতে জামরায় কংকর মারা

٥٩٥-٣١١١. حَدَّثَنَا **جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ**، حَدَّثَنَا **إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ** بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَبُو شَيْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا إِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ صَلَّى الظُّهْرَ.

ضعيف الإسناد جدا .

৫৯৫-৩১১১। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দুপুর বেলায় সূর্য এতটুকু ঢলার পর জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করতেন যে, কংকর নিক্ষেপের পর তাঁর সলাত আদায়ের সময় হয়ে যেত।[৫৩১]

সানাদ খুবই দুর্বল।

٧٧- باب زِيَارَةِ الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ বাইতুল্লাহ যিয়ারাত প্রসঙ্গে

٥٩٦-٣١١٦. حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ، عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ .

شاذ : الارواء ٤ | ٢٦٤-٢٦٥، ضعيف أبي داود ٣٤٢ .

---

[৫৩০] তিরমিযী (৯২৭)। হাদীসের সানাদে আশ'আস ইবনু সিওয়ার দুর্বল। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৫৩১] তিরমিযী (৮৯৮)। হাদীসের সানাদে জুবারাহ ইবনু মুগাল্লিস এবং ইব্রাহীম ইবনু 'উসমান দু'জনেই দুর্বল। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৫৯৬-৩১১৬। 'আয়িশাহ ও ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাওয়াফে যিয়ারাতে রাত পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন।[৫৩২]

শায ঃ ইরওয়াউল গালীল (৪/৩৬৪-৩৬৫), যঈফ আবী দাঊদ (৩৪২)।

٧٨- باب الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ যমযমের পানি পান করা

٥٩٧-٣١١٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ **عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ**، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ قَالَ مِنْ زَمْزَمَ . قَالَ فَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي قَالَ وَكَيْفَ قَالَ إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلِ الْكَعْبَةَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَتَنَفَّسْ ثَلاَثًا وَتَضَلَّعْ مِنْهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ لاَ يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ".

ضعيف : الارواء ١١٢٥ .

৫৯৭-৩১১৮। মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রহমান আবূ বাক্র (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি আসলো। ফলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় হতে এসেছ? লোকটি বলল, যমযমের নিকট হতে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তা হতে প্রয়োজন মত পান করেছ? লোকটি বলল, কীভাবে? তিনি বললেন, তুমি তা হতে পান করার সময় কিবলামুখী হবে, আল্লাহর নাম স্মরণ করবে, তিনবার নিঃশ্বাস নিবে এবং তৃপ্তি সহকারে পান করবে। পানি পান শেষে তুমি মহান আল্লাহর প্রশংসা করবে। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমাদের ও মুনাফিক্বদের মধ্যকার নিদর্শন হচ্ছে, তারা যমযমের পানি তৃপ্তি সহকারে পান করে না।[৫৩৩]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১১২৫)।

٧٩- باب دُخُولِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ কা'বায় প্রবেশ করা

٥٩٨-٣١٢١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىَّ

---

[৫৩২] তিরমিযী (৯২০), আবূ দাউদ (২০০০), আহমাদ (২৬০৭, ২৮১১, ২৫২৫১)।

[৫৩৩] বুখারী 'তারীখুস সাগীর' (১৯৩), আবূ নু'আইম 'সিফাতুন নিফাক', জিয়া 'মুখতার' (৬৭/১১০/১)। সানাদের 'উসমান ইবনু আসওয়াদ তার শাইখের নাম বলতে মতপার্থক্য করেছেন কয়েকভাবে। প্রথমভ বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুর রহমান ইবনু আবী বাকার, দ্বিতীয়ত অন্যত্র বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মুলাইকা। বিস্তারিত আলোচনা দেখুন, **-ইরওয়াউল গালীল**

وَهُوَ حَزِينٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وَأَنْتَ قَرِيرُ الْعَيْنِ وَرَجَعْتَ وَأَنْتَ حَزِينٌ . فَقَالَ " إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَتْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي " .

ضعيف : ضعيف أبي داود ٣٤٧ .

৫৯৮–৩১২১। ‘আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমার কাছ থেকে চক্ষুশীতলতা ও উৎফুল্ল মনে বের হলেন, কিন্তু ফিরে এলেন বিষণ্ণ অবস্থায়। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার নিকট থেকে চক্ষুশীতল অবস্থায় বের হলেন, কিন্তু ফিরে এলেন চিন্তাযুক্ত অবস্থায়। তখন তিনি বললেন ঃ আমি কা‘বা ঘরে প্রবেশের পর ভাবলাম, আমি যদি এ কাজ না করতাম! আমার ভয় হচ্ছে তাহলে আমার পরে উম্মাতের কষ্ট হবে।[৫৩৪]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (৩৪৭)

٨٠– باب الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ মিনার রাতগুলোতে মাক্কায় অবস্থান

٥٩٩–٣١٢٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ **إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ**، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمْ يُرَخِّصِ النَّبِيُّ ﷺ لأَحَدٍ يَبِيتُ بِمَكَّةَ إِلاَّ لِلْعَبَّاسِ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ.

ضعيف الإسناد.

৫৯৯–৩১২৩। ইবনু ‘আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ‘আব্বাস ﷺ ছাড়া অন্য কাউকে মিনার রাতগুলোতে মাক্কায় অবস্থানের অনুমতি দেননি। কারণ তাঁকে পানি সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।[৫৩৫]

সানাদ দুর্বল।

٨٨– باب مَا يَدَّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ-৮৮ ঃ ইহরামধারী ব্যক্তি কি ধরনের তেল মাখবে

---

[৫৩৪] তিরমিযী (৮৭৩), আবূ দাউদ (২০২৯), বায়হাকী (৫/১৫৯, ১৬৩)।

[৫৩৫] বুখারী (১৬৩৬), আহমাদ (১৮৪৪), হাকিম (১/৪৮৫)। এর সানাদে ইসমাঈল ইবনু মুসলিম দুর্বল।
–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

Contents

٦٠٠-٣١٤٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدَّهِنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ.

ضعيف الإسناد .

৬০০-৩১৪০। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধিবিহীন যাইতূনের তেল মাথায় মাখতেন।[৫৩৬]

সানাদ দুর্বল।

٩٠- باب جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ

অনুচ্ছেদ-৯০ ঃ ইহরামধারী ব্যক্তি শিকার করলে তার কাফ্‌ফারা

٦٠١-٣١٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا **عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ**، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ **أَبِي الْمُهَزِّمِ**، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ " ثَمَنُهُ " .

ضعيف : الارواء ١٠٣٠ .

৬০১-৩১৪৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ইহরামধারী ব্যক্তি উট পাখির ডিম আত্মসাৎ করলে তার মূল্য তাকে আদায় করতে হবে।[৫৩৭]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১০৩০)।

٩١- باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

---

[৫৩৬] বুখারী (১৫৩৮), তিরমিযী (৯৬২), আহমাদ (৪৭৬৮, ৪৮১৪, ৫২২০, ৬০৫৩, ৬২৮৬)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব। ফারক্বাদ এর হাদীস ছাড়া এটি জানা যায় না। এর সানাদে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ রয়েছে। মনে হয়, এই হাদীস যিনি বর্জন করেছে, তিনি তাকেও এজন্য বর্জন করেছেন। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের ফারক্বাদ এর দুর্বলতার কারণে এর সানাদ দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান ফারক্বাদ এর সমালোচনা করেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৫৩৭] দারাকুতনী (২৬৮)। এর সানাদটি খুবই দুর্বল। সানাদে আবূ মুহাযযিম এর নাম হল, ইয়াযীদ ইবনু সুফয়ান। সে খুবই দুর্বল। হাফিয (রহঃ) 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে মাতরূক। **–ইরওয়াউল গালীল**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে 'আলী ইবনু 'আব্দুল 'আযীয মাজহুল এবং আবূ মুহাযযিম দুর্বল। আবূ মুহাযযিম ইয়াযীদ ইবনু সুফয়ানকে ইবনু মাঈন দুর্বল বলেছেন। আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়। আবূ হাতিম বলেছেন, সে হাদীসে দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে মাতরূকুল হাদীস। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

অনুচ্ছেদ-৯১ ঃ মুহরিম ব্যক্তি যে সব প্রাণী হত্যা করতে পারবে

٦٠٢–٣١٤٧. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ " . فَقِيلَ لَهُ لِمَ قِيلَ لَهَا الْفُوَيْسِقَةُ قَالَ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ أَخَذَتِ الْفَتِيلَةَ لِتُحْرِقَ بِهَا الْبَيْتَ .

ضعيف : الارواء ٤|٢٢٦، ضعيف أبي داود ٣١٩، الحج الكبير .

৬০২–৩১৪৭। আবূ সা'ঈদ ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহরিম ব্যক্তি নিম্নোক্ত প্রাণীগুলো হত্যা করতে পারবে ঃ সাপ, বিচ্ছু, আক্রমণকারী হিংস্র প্রাণী, পাগলা কুকুর এবং ক্ষতিকর ইঁদুর। আবূ সা'ঈদ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, ইঁদুরকে ক্ষতিকর বলার কারণ কী? তিনি বললেন, কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ ইঁদুরের কারণে জাগ্রত ছিলেন এবং সে ঘরে আগুন দেয়ার উদ্দেশে জ্বলন্ত সলিতা নিয়েছিল।[৫৩৮]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৪/২২৬), যঈফ আবী দাঊদ (৩১৯), আল হাজ্জুল কাবীর।

٩٣– باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ

অনুচ্ছেদ-৯৩ ঃ মুহরিম ব্যক্তির উদ্দেশে শিকার না করলে সে তার গোশ্‌ত খেতে পারবে

٦٠٣–٣١٥٠. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ .

إسناده معلول ، وفي متنه خطأ، و صوابه في رواية النسائي رقم ٢٢١٨ .

৬০৩–৩১৫০। ত্বালহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাঁকে একটি বন্য গাধা দিয়ে সেটিকে তাঁর সঙ্গীদের মাঝে বন্টনের নির্দেশ দেন। তখন তাঁরা মুহরিম অবস্থায় ছিলেন।[৫৩৯]

---

[৫৩৮] আবূ দাঊদ (১৮৪৮), তাহাবী (১/৩৮৫) বায়হাকী এবং আহমাদ (৩/৩, ৩২, ৭৯)। সানাদের ইয়াযীদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। কেননা সে স্মৃতি ঘাটতির কারণে দুর্বল। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (ক্বাফ ১৮৭/২) বলেছেন, এই সানাদটি দুর্বল, সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ দুর্বল। সে দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করে ফেলত। **–ইরওয়াউল গালীল**

[৫৩৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, 'আতরাফ' গ্রন্থে রয়েছে, সানাদের রিজাল সিকাত। ইয়াকুব ইবনু শায়বাহ বলেছেন, এই হাদীসটি এরূপভাবে ইবনু 'উ'আইনাহ ব্যতীত কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমার

সানাদ ত্রুটিযুক্ত, মাতানেও ভুল রয়েছে। সঠিকটি আছে নাসায়ীর বর্ণনায় ক্রমিক নং (২২১৮)-তে।

٩٩- باب الْهَدْىِ يُسَاقُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ

অনুচ্ছেদ-৯৯ ঃ মীক্বাত অতিক্রম করেও কুরবানীর পশু নেয়া যাবে

٦٠٤-٣١٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ .

ضعيف الإسناد : و المحفوظ موقوف على ابن عمر : خ ١٦٩٣، والصحيح أن النبيﷺ ساق هديه من ذي الحليفة : الحج الكبير.

৬০৪-৩১৬০। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ কুদায়দ নামক স্থান হতে তাঁর কুরবানীর পশু কিনেছেন।[৫৪০]

সানাদ দুর্বল ঃ মাহমুয হচ্ছে ইবনু 'উমার এর মাওকুফ হওয়াটা। বুখারী (১৬৯৩)। আর বিশুদ্ধ কথা হল, নাবী (সাঃ) যুল হুলাইফা থেকে তাঁর হাদী এগিয়ে নিয়েছেন ঃ আল-হাজ্জুল কাবীর।

١٠٢- باب أَجْرِ بُيُوتِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ-১০২ ঃ মাক্কার বাড়ী-ঘর ভাড়া দেওয়া

٦٠٥-٣١٦٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَكَّةَ إِلاَّ السَّوَائِبَ مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ .

ضعيف : أحاديث البيوع .

৬০৫-৩১৬৫। 'আলক্বামাহ ইবনু ফাজলাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বাক্র ও 'উমার মৃত্যুবরণ করলেন। আর ঐ সময় পর্যন্ত মাক্কার বাড়ীঘর 'সাওয়ায়িব' নামে পরিচিত ছিল। কারোর প্রয়োজন হলে সেখানে বসবাস করতো। অন্যথায় অন্যকে বসবাসের জন্য দিত।[৫৪১]

দুর্বল ঃ আহাদীসিল বুয়ূ

١٠٣- باب فَضْلِ مَكَّةَ

জানা নেই। মনে হয়, তিনি একে সংক্ষিপ্ত করতে চেয়েছিলেন, ফলে তিনি তাতে ভুল করে ফেলেছেন। আর সকল লোকই তার বিপরীত করেছেন। তারা তাদের হাদীসে বলেছেন, অতঃপর নাবী (সাঃ) আবূ বাকরকে দাস বণ্টনের নির্দেশ দিলেন, তখন তারা মুহরিম অবস্থায় ছিলেন। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৫৪০] তিরমিযী (৯০৭)।

[৫৪১] আল্লামা দামায়রী বলেছেন, এই হাদীসটি দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

অনুচ্ছেদ-১০৩ ঃ মাক্কার ফাযীলাত

٦٠٦-٣١٦٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَابْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيمِهَا فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا " .

ضعيف : المشكاة ٢٧٢٧ .

৬০৬-৩১৬৮। 'আইয়্যাশ ইবনু আবী রাবী'আহ মাখযূমী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এই উম্মাত যতদিন পর্যন্ত এই হারাম শরীফের যথাযোগ্য মর্যাদা দিবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। কিন্তু যখন তারা এর মর্যাদা বিনষ্ট করবে, তখন তারা ধ্বংস হবে।[৫৪২]

দুর্বল ঃ মিশকাত (২৭২৭)।

١٠٤- باب فَضْلِ الْمَدِينَةِ

অনুচ্ছেদ-১০৪ ঃ মাদীনার ফাযীলাত

٦٠٧-٣١٧٣. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ**، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْنَفٍ**، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ النَّارِ " .

ضعيف جدا : الضعيفة ١٨٢٠، لكن شطر الأول من صحيح جدل ولذلك أوردته في الصحيح .

৬০৭-৩১৭৩। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ উহূদ একটি পাহাড়, সে আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি। এটি জান্নাতের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত। আর আইর পাহাড় জাহান্নামের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত।[৫৪৩]

খুবই দুর্বল ঃ যা (১৮২০), কিন্তু হাদীসের প্রথমাংশটি খুবই বিশুদ্ধ, সেজন্যই আমি একে বর্ণনা করেছি সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে।

١٠٦- باب صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ

---

[৫৪২] আল্লামা দামায়রী বলেছেন, এই হাদীসটি দুর্বল। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৫৪৩] বুখারী (২৮৮৯, ২৮৯৩, ৩৩৬৭), মুসলিম (১৩৯৩)। হাদীসটির সানাদে দুটি দোষ রয়েছে । (১) ইবনু মিকনাফ। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে অজ্ঞাত। ইবনু হিব্বান বলেছেন, তার দ্বারা দলিল দেয়া যাবে না। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীসে প্রশ্ন রয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, সে দুর্বল। (২) সানাদে ইবনু ইসহাকের আন্ আন্ শব্দযোগ বর্ণনা। কারণ সে একজন মুদাল্লিস। **-যঈফাহ্**

Contents

অনুচ্ছেদ-১০৬ ঃ মাক্কায় রমাযানের সিয়াম পালন করা

٦٠٨–٣١٧٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الرَّحِيمِ** بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهَا . وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ يَوْمٍ حُمْلاَنَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً ".

موضوع : التعليق الرغيب ٢ | ٦٥، الضعيفة ٨٣٢ .

৬০৮–৩১৭৫। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাক্কায় রমাযান পেল এবং সিয়াম পালন করলো এবং যথাসাধ্য 'ইবাদাত করলো- মহান আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে একলক্ষ রমাযান মাসের নেকি প্রদান করবেন, অন্যস্থানের তুলনায়। আর তাকে প্রতি দিনের জন্য একটি গোলাম এবং প্রতি রাতের জন্য একটি গোলাম আযাদ করার নেকি লিখে দিবেন, প্রতি দিনের পরিবর্তে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য একটি ঘোড়া দানের সমপরিমাণ নেকি, প্রতি দিনের জন্য একটি নেকি এবং প্রতিটি দিনের জন্য একটি পুণ্য প্রদান করবেন।[৫৪৪]

বানোয়াট ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/৬৫), যঈফাহ্ (৮৩২)।

١٠٧– باب الطَّوَافِ فِي مَطَرٍ

অনুচ্ছেদ-১০৭ ঃ বৃষ্টিতে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ প্রসঙ্গে

٦٠٩–٣١٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا **دَاوُدُ بْنُ عَجْلاَنَ**، قَالَ طُفْنَا مَعَ **أَبِي عِقَالٍ** فِي مَطَرٍ فَلَمَّا قَضَيْنَا طَوَافَنَا أَتَيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ فَقَالَ طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي مَطَرٍ فَلَمَّا قَضَيْنَا الطَّوَافَ أَتَيْنَا الْمَقَامَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَنَا أَنَسٌ " ائْتَنِفُوا الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ " . هَكَذَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطُفْنَا مَعَهُ فِي مَطَرٍ .

ضعيف الأسناد جدا .

৬০৯–৩১৭৬। দাউদ ইবনু 'আজলান (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ 'ইক্বাল-এর সঙ্গে বৃষ্টিতে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করলাম। তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে এলাম। তখন আবূ 'ইক্বাল বললেন, আমি আনাস ইবনু মালিক ﷺ-এর সঙ্গে বৃষ্টিতে বাইতুল্লাহ

---

[৫৪৪] এর সানাদের 'আব্দুর রহীম সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী, খাবীস। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয় এবং নিরাপদও নয়। আবূ হাতিম বলেছেন, এই হাদীসটি মুনকার। সানাদের 'আব্দুর রহীম হাদীস বর্ণনায় মাতরূক। **–যঈফাহ্**

তাওয়াফ করেছি। আমরা তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইব্‌রাহীমে এসে দু' রাক'আত সলাত আদায় করেছি। অতঃপর আনাস ﷺ আমাদেরকে বলেছেন, এখন থেকে নতুন করে নিজেদের 'আমালের হিসাব রাখ। কেননা তোমাদের পূর্বের গুনাহ ক্ষমা হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এরূপ বলেছেন এবং আমরা তাঁর সঙ্গে বৃষ্টিতে তাওয়াফ করেছি।[৫৮৫]

সানাদ খুবই দুর্বল।

١٠٨– باب الْحَجِّ مَاشِيًا

অনুচ্ছেদ-১০৮ ঃ পদব্রজে হাজ্জ করা

٦١٠–٣١٧٧. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الأُبُلِّيُّ، حَدَّثَنَا **يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ**، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ الزَّيَّاتِ، عَنْ **حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ**، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مُشَاةً مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ وَقَالَ " ارْبُطُوا أَوْسَاطَكُمْ بِأُزُرِكُمْ " . وَمَشَى خِلْطَ الْهَرْوَلَةِ .

ضعيف : تعليقي علي صحيح ابن خزيمة ٢٥٣٠، الضعيفة ٢٧٣٤، وفي الصحيح ما يغني عنه، فانظر الصحيحة ٦|٢٥٤٧ .

৬১০–৩১৭৭। আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ও তাঁর সহাবীগণ মাদীনাহ হতে মাক্কায় পায়ে হেঁটে হাজ্জ করেছেন এবং তিনি বলেছেন ঃ "নিজেদের কোমরে পরিধেয় বস্ত্র বেঁধে নাও। তিনি ﷺ কিছুটা দ্রুত গতিতে পথ চলেছেন।[৫৮৬]

---

[৫৮৫] বায়হাকী (৯/২৭৩)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের দাউদ ইবনু 'আজলানকে দুর্বল বলেছেন ইবনু মাঈন, ইমাম আবূ দাউদ, হাকিম ও নুককাশ এবং বলেছেন সে আবূ 'ইক্বাল এর সূত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে থাকে। আর তার শায়খ আবূ 'ইক্বাল এর নাম হল হিলাল ইবনু যায়দ। তাকে ইমাম আবূ হাতিম, বুখারী, নাসায়ী, ইবনু 'আদী ও ইবনু হিব্বান দুর্বল বলেছেন এবং বলেছেন, সে আনাস সূত্রে এমন বানোয়াট জিনিস বর্ণনা করে থাকে যা আনাস কখনোই বর্ণনা করেননি। অতএব এ অবস্থায় তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৫৮৬] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদটি দুর্বল। কেননা সানাদের হুমরান ইবনু আ'য়ান আল-কুফী সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেছেন, সে কিছুই না। ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন, সে রাফিযী। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। এছাড়া সানাদে ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামান 'আজলী, যদিও তাব থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি শেষ বয়সে সংমিশ্রণ করে ফেলতেন। তার সূত্রে যিনি বর্ণনা করেছেন তিনি কি সংমিশ্রণের পূর্বে বর্ণনা করেছেন না পরে তা পার্থক্য করা যায়নি। অতত্রব বর্জন করাই সঠিক। আল্লামা দামায়রী বলেছেন, মুসান্নিফ এখানে একক হয়ে গেছেন। অতএব তা দুর্বল, মুনকার, এবং সহীহ হাদীসাবলী থাকার কারণে প্রত্যাখ্যাত। কেননা সহীহ হাদীসে এসেছে, নাবী ☐ এবং তাঁর সাহাবীগণ মাদীনাহ হতে মাক্কায় পদব্রজে যাননি। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

Contents

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ (২৫৩৫), যঈফাহ্ (২৭৩৪), সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে এর উপর প্রাধান্যযোগ্য হাদীস রয়েছে, দেখুন সহীহাহ (৬/২৫৭৪)।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٦ - كِتَابُ الأَضَاحِيْ
অধ্যায়-২৬ ঃ কুরবানী

١- باب أَضَاحِيِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
অনুচ্ছেদ-১ ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানী

٦١١-٣١٧٩. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا " إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ".

ضعيف : المشكاة ١٤٦١، ضعيف أبي داود ٤٨٤ .

৬১১–৩১৭৯। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন দু'টি মেষ যবাহ করেন। মেষ দু'টিকে ক্বিবলাহমুখী করে বলেন ঃ

"আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁরই দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই"– (সূরাহ আন'আম ৭৯)। "বল, আমার সলাত, আমার 'ইবাদাত (কুরবানী), আমার জীবন, আমার মৃত্যু রাব্বুল "আলামীন আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শারীক নেই এবং এজন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম"– (সূরাহ আন'আম ১৬২-৬৩)। হে আল্লাহ! আপনার কাছ থেকেই প্রাপ্ত এবং আপনার জন্যই, অতএব তা মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ হতে কবূল করুন।[৫৪৭]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৪৬১), যঈফ আবী দাউদ (৪৮৪)।

---

[৫৪৭] তিরমিযী (১৫২১), আহমাদ (১৪৪২৩, ১৪৪৭৭, ১৪৬০৪), দারিমী (১৯৪৬), দারাকুতনী (৪/২৮৫), বায়হাকী (৯/২৮৫)।

٢- باب الأَضَاحِيُّ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لاَ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কুরবানী ওয়াজিব কি না?

٦١٢-٣١٨٢. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الضَّحَايَا، أَوَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ .

ضعيف : المشكاة ١٤٧٥ .

৬১২-৩১৮২। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে কুরবানী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তা ওয়াজিব কিনা? তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানী করেছেন এবং তাঁর পরে মুসলিমরাও কুরবানী করেছে এবং এই সুন্নাত ধারাবাহিকভাবে প্রবর্তিত হয়েছে।[৫৪৮]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৪৭৫)।

٣- باب ثَوَابِ الأُضْحِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ কুরবানীর সাওয়াব

٦١٣-٣١٨٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُثَنَّى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا " .

ضعيف : المشكاة ١٤٧٠، التعليق الرغيب ٢ | ١٠١ .

৬১৩-৩১৮৫। 'আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেন, কুরবানীর দিন আদাম সন্তানের কোন কাজই মহান আল্লাহর নিকট রক্ত প্রবাহিত করার (কুরবানী) চেয়ে অধিক পছন্দনীয় নয়। কুরবানীর পশুগুলো ক্বিয়ামাতের দিন নিজেদের শিং, খুর ও পশমসহ উপস্থিত হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই মহান আল্লাহর নিকট সম্মানের স্থানে পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা আনন্দের সাথে কুরবানী কর।[৫৪৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১৪৭০), তা'লীকুর রাগীব (২/১০১)।

---

[৫৪৮] বায়হাকী (৪/৩৫৪), হাকিম (১/৪৬৭)।

[৫৪৯] তিরমিযী (১৪৯৩), বায়হাকী 'সুনান' (৪/৩৩৫), 'শুআব' (৭৩৩৩)।

٦١٤–٣١٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا **عَائِذُ اللَّهِ**، عَنْ **أَبِي دَاوُدَ**، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الأَضَاحِيُّ قَالَ " سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ " . قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ " . قَالُوا فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ " .

ضعيف جدا : المشكاة ١٤٧٦ .

৬১৪–৩১৮৬। যায়দ ইবনু আরক্বাম ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এই কুরবানী কী? তিনি বললেন, তোমাদের পিতা ইব্রাহীম ('আ.)-এর সুন্নাত। তাঁরা আবার প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এতে আমাদের জন্য কি নেকি রয়েছে? তিনি বলেন ঃ প্রতিটি পশমের (চুল) বিনিময়ে একটি করে নেকী। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! লোমের পরিবর্তে কী রয়েছে? তিনি ﷺ বললেন ঃ লোমশ পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে সাওয়াব।[৫৫০]

খুবই দুর্বল ঃ মিশকাত (১৪৭৬)।

٤– باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَضَاحِيِّ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ যে ধরনের পশু কুরবানী করা উত্তম

٦١٥–٣١٨٩. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَائِذٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الضَّحَايَا الْكَبْشُ الأَقْرَنُ".

ضعيف : المشكاة ١٦٤٢، التعليق الرغيب ٢|١٠٣ .

৬১৫–৩১৮৯। আবূ উমামাহ আল-বাহিলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, উত্তম কাফন হচ্ছে এক জোড়া কাপড় আর উত্তম কুরবানী হচ্ছে শিং বিশিষ্ট মেষ।[৫৫১]

দুর্বল ঃ (১৬৪২), তা'লীকুর রাগীব (২/১০৩)।

---

[৫৫০] আহমাদ (১৮৭৯৭)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের আবূ দাঊদ এর নাম হল, নাকীহ ইবনু হারিস। সে মাতরূক এবং হাদীস জাল করণের দোষে দোষী। ড. মুস্তফা বলেন, এছাড়া সানাদে 'আয়িযুল্লাহকে ইমাম আবূ যুর'আহ এবং 'উক্বাইলী দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীস সহীহ নয়। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটি আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৫৫১] তিরমিযী (১৫১৭), বায়হাকী (৩/৪০৩)।

٦- باب كَمْ تُجْزِئُ مِنَ الْغَنَمِ عَنِ الْبَدَنَةِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কতটি বক্‌রী একটি উটের সমান হয়?

٦١٦-٣١٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، حَدَّثَنَا **ابْنُ جُرَيْجٍ**، قَالَ قَالَ **عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ** عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَلَىَّ بَدَنَةً وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا وَلاَ أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيَهَا . فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ .

ضعيف : الارواء ١٠٦٢ .

৬১৬-৩১৯৫। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। এক লোক নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমার উপর একটি উট কুরবানী আবশ্যক এবং সেটি ক্রয়ের সামর্থ্য আমার আছে, কিন্তু ক্রয়ের জন্য সেটি আমি পাচ্ছি না। তখন তাকে সাতটি ছাগল কিনে সেগুলো যবাহ করার নির্দেশ দিলেন।[৫৫২]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১০৬২)।

٧- باب مَا تُجْزِئُ مِنَ الأَضَاحِيِّ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যে রকম পশু কুরবানী করা উচিত

٦١٧-٣١٩٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي **مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى**، - مَوْلَى الأَسْلَمِيِّينَ - **عَنْ أُمِّهِ**، قَالَتْ حَدَّثَتْنِي **أُمُّ بِلاَلٍ** بِنْتُ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً " .

ضعيف : الضعيفة ٦٥، وهو صحيح المعنى .

৬১৭-৩১৯৮। ইবনু আবী হিলাল সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ছয় মাস বয়সের ভেড়াকে কুরবানী করা বৈধ।[৫৫৩]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৬৫), বর্ণনাটি অর্থগত থেকে বিশুদ্ধ।

---

[৫৫২] আহমাদ (২৮৩৫), বায়হাকী (৯/২৭৫)। এর সানাদটি সানাদে খুরাশানী ও ইবনু 'আব্বাসের মাঝে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) হওয়ার কারণে দুর্বল। কেননা সে ইবনু 'আব্বাসের যুগ পায়নি। আর সানাদে ইবনু জুরাইজ একজন মুদাল্লিস। আল্লামা বুসয়রী 'আন-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে আত্বা খুরাসানী, ইবনু 'আব্বাস হতে শুনেনি। সানাদে ইবনু জুরাইজ মুদাল্লিস এবং সে তা আন্ আন্ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ কাত্তান বলেছেন, ইবনু জুরাইজ আত্বা খুরাসানী সূত্রে দুর্বল। **–ইরওয়াউল গালীল**

[৫৫৩] বায়হাকী, আহমাদ (৬/৬৩৮)। সানাদের উম্মু মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইয়াহইয়া অজ্ঞাত হওয়ার কারণে সানাদটি দুর্বল। যেমনটি ইবনু হাযাম (৩/৩৬৫) বলেছেন। **–যঈফাহ্**

সানাদের উম্মু বিলালও অজ্ঞাত। সে সাহাবী কিনা তা জানা যায়নি। –তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

٦١٨–٣٢٠٠. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنْبَأَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ **أَبِي الزُّبَيْرِ**، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ " .

ضعيف : الضعيفة ١ | ٩١-٩٣، الارواء ١١٤٥ : م .

৬১৮–৩২০০। জাবির ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা (কুরবানীতে) মুসিন্নাহ যবাহ করবে। যদি তা সংগ্রহ করা তোমাদের জন্য কষ্টকর হয়, তাহলে ছয় মাস বয়সের মেষ যবাহ কর।[৫৫৪]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১/৯১-৯৩), ইরওয়াউল গালীল (১১৪৫) ঃ মুসলিম।

٨– باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যে ধরনের পশু কুরবানী করা অপছন্দনীয়

٦١٩–٣٢٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، **عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ**، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ .

ضعيف : الارواء ٤ | ٣٦٣،المشكاة ١ | ٤٦٠ .

৬১৯–৩২০১। 'আলী ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কানের সম্মুখদিক অথবা পিছনদিক কাটা কিংবা ফাটা কিংবা ছিদ্রযুক্ত কিংবা অঙ্গ কাটা পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।[৫৫৫]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১/৩৬৩), মিশকাত (১/৪৬০)।

٦٢٠–٣٢٠٤ . حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ **جُرَىَّ بْنَ كُلَيْبٍ**، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالأُذُنِ.

ضعيف : الارواء ١١٤٩،المشكاة ١٤٦٤، تعليقي علي صحيح ابن خزيمة ٢٩١٣، تخريج الأحاديث المختارة ٣٨٣ .

---

[৫৫৪] আবূ দাউদ (২৭৯৮, নাসায়ী (২/২০৪), ইবনু জারূদ (৯০৪), বায়হাকী (৯/২৬৯), আহমাদ (৩/৩১২, ৩২৭) এবং আবূ ইয়ালা মুসিলী 'মুসনাদ' (ক্বাফ ১২৫/২)। হাদীসের সানাদে যুবাইর একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে। – **ইরওয়াউল গালীল**

[৫৫৫] তিরমিযী (১৪৯৮, ১৫০৩, ১৫০৪), নাসায়ী (৪৩৭২,-৪৩৭৬), আবূ দাউদ (২৮০৪), আহমাদ (৭৩৪, ৮২৮, ৮৫৩, ১০২৪, ১০৬৪, ১১০৯, ১২৭৮, ১৩১১)।

৬২০–৩২০৪। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ শিং ভাঙ্গা ও কানকাটা পশু কুরবানী করতে বারণ করেছেন।[৫৫৬]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১১৪৯), মিশকাত (১৪৬৪), তা'লীক 'আলা সহীহ ইবনে খুযাইমাহ (২৯১৩), তাখরীজুল আহাদীসিল মুখতারাহ (৩৮৩)।

٩– باب مَنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً صَحِيحَةً فَأَصَابَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ কোন ব্যক্তি কুরবানীর জন্য উত্তম পশু ক্রয়ের পরে তাতে খুঁত হলে

٦٢١–٣٢٠٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو بَكْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِهِ فَأَصَابَ الذِّئْبُ مِنْ أَلْيَتِهِ أَوْ أُذُنِهِ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّيَ بِهِ .

ضعيف الاسناد جدا .

৬২১–৩২০৫। আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুরবানীর জন্য একটি মেষ ক্রয় করলাম। অতঃপর হিংস্র বাঘ তার নিতম্ব বা কান কেটে নিল। নাবী ﷺ-এর নিকট আমরা এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি আমাদেরকে সেটি কুরবানী করতে নির্দেশ দিলেন।[৫৫৭]

সানাদ খুবই দুর্বল।

١٣– باب مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবাহ করা উত্তম

٦٢٢–٣٢١٥. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ**، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّقَاقِ طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ بِيَدِهِ بِشَفْرَةٍ .

ضعيف الاسناد .

---

[৫৫৬] আবূ দাউদ (২৮০৫), নাসায়ী (২/২০৪), তিরমিযী (১/২৮৪), তাহাভী (২/২৯৭), হাকিম (৪/২২৪), বায়হাকী (৯/২৭৫), তায়ালিসি (৯৭), আহমাদ (১/৮৩, ১০৯, ১২৭, ১২৯), আবূ ইয়ালা স্বীয় মুসনাদ (ক্বাফ ১৮/১)-তে কাতাদা সানাদে জুরাই ইবনু কুলাইব হতে..। ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন, জুরাই বাসরী। কাতাদা ব্যতীত কেউ তার থেকে বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী ইবনু হাতিম সূত্রে 'আল-মীযান' গ্রন্থে অনুরূপ উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন এবং তিনি বলেছেন, এর দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যায় না। **–ইরওয়াউল গালীল**

[৫৫৭] আহমাদ (১০৮১, ১১৪১১)। আল্লামা বুসয়রী 'যাওয়ায়িদে' বলেছেন, এর সানাদে জাবির আল জো'ফী দুর্বল। তাকে সন্দেহ করা হয়। আল্লামা দামায়রী বলেছেন, ইবনু হাযম বলেছেন, জাবির আল-জোফী মিথ্যুক। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

৬২২-৩২১৫। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুআয্যিন 'আম্মার ইবনু সা'দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ যুরায়ক গোত্রের রাস্তার পাশে একটি চাকু দিয়ে নিজের কুরবানীর পশুর গলার নিকটস্থ নিজ হাতে যবাহ্ করেছেন।[৫৫৮]

সানাদ দুর্বল।

---

[৫৫৮] বায়হাকী (৯/৩০৩)। সানাদে 'আব্দুর রহমান ইবনু সা'দ ইবনু আমার মুয়াজ্জিন দুর্বল। আর সা'দ ইবনু 'আম্মার ইবনু সা'দ হল আনসারী মুয়াজ্জিন। তার অবস্থা লুপ্ত (মাসতুর)। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٧ - كِتَابُ الذَّبَائِحِ

অধ্যায়-২৭ ঃ যবাহ করার বর্ণনা

٣- باب إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যবাহ করার সময় উত্তমরূপে যবাহ করবে

٦٢٣-٣٢٣٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِد، عَنْ **مُوسَى بْنِ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ** التَّيْمِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَجُرُّ شَاةً بِأُذُنِهَا فَقَالَ " دَعْ أُذُنَهَا وَخُذْ بِسَالِفَتِهَا".

ضعيف الاسناد جدا .

৬২৩-৩২৩০। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি তখন একটি বকরীর কান ধরে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি ﷺ বললেন ঃ তুমি ওর কান ছেড়ে দাও এবং ঘাড় ধর।[৫৫৯]

সনদ খুবই দুর্বল।

٦٢٤-٣٢٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي، حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا **ابْنُ لَهِيعَةَ**، حَدَّثَنِي **قُرَّةُ بْنُ حَيْوَئِيلَ**، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ " إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ " .

ضعيف : غاية المرام ٣٩، التعليق الرغيب ٢ | ١٠٤، وفي الصحيح ما يغني عنه .

---

[৫৫৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে মূসা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম দুর্বল। -হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি

Contents

৬২৪–৩২৩১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ছুরি ধারালো করতে এবং তা পশুর দৃষ্টির অগোচরে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যবাহ করলে যেন দ্রুত যবাহ করে।[৫৬০]

দুর্বল ঃ গায়াতুল মারাম (৩৯), তা'লীকুর রাগীব (২/১০৪), সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রাধান্যযোগ্য বর্ণনা আছে।

٧– باب النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ، ذَوَاتِ الدَّرِّ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ দুগ্ধবতী পশু যবাহ করা নিষেধ

٦٢٥–٣٢٤١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ **يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَلِعُمَرَ " انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الْوَاقِفِيِّ " . قَالَ فَانْطَلَقْنَا فِي الْقَمَرِ حَتَّى أَتَيْنَا الْحَائِطَ فَقَالَ مَرْحَبًا وَأَهْلاً . ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ ثُمَّ جَالَ فِي الْغَنَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ " . أَوْ قَالَ " ذَاتَ الدَّرِّ " .

ضعيف جدا : الضعيفة ٤٧١٩،التعليق علي ابن ماجة .

৬২৫–৩২৪১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ কুহাফাহা ﷺ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ও 'উমার ﷺ-কে বললেন ঃ তোমরা দু'জন আমাদের সঙ্গে ওয়াকিফীর কাছে চল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা চাঁদনী রাতে রওনা হলাম এবং অবশেষে (ওয়াকিফীর) বাগানে পৌঁছলাম। ওয়াকিফী বললেন, মারহাবা এবং সুস্বাগতম। অতঃপর তিনি একটি ছুরি নিয়ে মেষ পালের মধ্যে চক্কর দিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সাবধান! দুগ্ধবতী পশু যবাহ করবে না।[৫৬১]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ(৪৭১৯), তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

---

[৫৬০] আহমাদ (৫৮৩)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে ইবনু লাহী'আহ এবং তার শায়খ কুররা দু'জনেই দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

ইবনু লাহী'আহ স্মরণশক্তিতে দুর্বল। সে সানাদ বর্ণনায় উলটপালটও করেছে। একবার বর্ণনা করেছে উপরোক্ত সানাদে। আরেকবার বলেছে ঃ 'আকীল হতে ইবনু শিহাব সূত্রে। যা আহমাদ বর্ণনা করেছেন ২/১০৮)। আবার অন্যত্র বলেছে ঃ ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব হতে সালিম সূত্রে। **–গায়াতুল মারাম**

[৫৬১] মুসলিম (২০৩৭), তিরমিযী (২৩৬৯), বায়হাকী 'শুআব' (৪৬০৪), হাকিম (৪/১৩১), বায়হাকী 'সুনান' (৯/৩২৭)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে ইয়াহইয়া ইবনু 'উবাইদুল্লাহ হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

٨- باب ذَكَاةِ النَّادِّ مِنَ الْبَهَائِمِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ পলায়নপর পশু যবাহ্ করার বর্ণনা

٦٢٦-٣٢٤٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ **حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ**، عَنْ أَبِي **الْعُشَرَاءِ**، عَنْ **أَبِيهِ**، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ " .

ضعيف : الارواء ٢٥٣٥، ضعيف أبي داود ٤٩٠ .

৬২৬–৩২৪৪। আবুল 'উশারা ﵁-এর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! কণ্ঠনালী ও বুকের উপরিভাগের মাঝখান ব্যতীত কি যবাহ্ হয় না? তিনি বললেন ঃ তুমি পশুর উরুতে বর্শা ঢুকিয়ে দিতে পারলেই যথেষ্ট হবে।[৫৬২]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২৫৩৫), যঈফ আবী দাঊদ (৪৯০)।

١٠- باب النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ، وَعَنِ الْمُثْلَةِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ কোন প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানানো এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা নিষেধ

٦٢٧-٣٢٤٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ **مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ**، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ .

ضعيف الاسناد جدا : وقد صح النهي عن المثلة : الارواء .

৬২৭–৩২৪৫। আবূ সা'ঈদ খুদরী ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করতে নিষেধ করেছেন।[৫৬৩]

সানাদ খুবই দুর্বল ঃ আর মুস্‌লা নিষেধ হওয়া সম্পর্কে বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে ঃ ইরওয়াউল গালীল।

---

[৫৬২] আবূ দাউদ (২৮২৫), নাসায়ী (২/২০৭), তিরমিযী (১/২৮০), আহমাদ (৪/৩৩৪), ইবনু জারূদ (৯০১), বায়হাকী (৯/২৪৬) এবং আবূ নু'আইম (৬/২৫৭, ৩৪১), তে মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ হতে আবূ শু'আরাহ থেকে তার পিতা সূত্রে। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। আমরা এটি কেবল হাম্মাদ ইবনু সালামার হাদীস হতে জেনেছি। আর আমরা সানাদে আবূ শু'আরাহ এবং তার পিতাকে কেবল এই হাদীসে চিনেছি। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে বেদুঈন, অজ্ঞাত, এবং 'আত-তালখীস' গ্রন্থে বলেছেন, তার অবস্থা জানা যায়নি। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেছেন, সে কে জানা যায়নি এবং তার পিতার পরিচয়ও। তার সূত্রে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ একক হয়ে গেছে। **–ইরওয়াউল গালীল**

[৫৬৩] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে মূসা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম দুর্বল। তাকে ইমাম আহমাদ এবং আবূ হাতিম দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, সে কিছুই না। তার হাদীস লিখা হতো না। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীস মুনকার। আবূ দাউদ বলেছেন, তার হাদীস লিখা হতো না। আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

١٤- باب لُحُومِ الْبِغَالِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ খচ্চরের গোশ্‌ত

٦٢٨-٣٢٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ **صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ** بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ **أَبِيهِ**، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ .

ضعيف : الضعيفة ١١٤٩ .

৬২৮-৩২৫৮। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।[৫৬৪]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১১৪৯)।

---

[৫৬৪] আবূ দাউদ (৩৭৯০), নাসায়ী (২/১৯৯), তাহাভী (২/৩২২), বায়হাকী (৯/৩২৮), আহমাদ ৯৪/৮৯), 'উক্বাইলী 'আয-যু'আফা' (১৮৮ পৃঃ), তাবারানী 'কাবীর' (৩৮২৬), এবং ওয়হিদী 'আলওয়াসীত্ব' (২/১২৭/২)। হাদীসের সানাদের সালিহ ইবনু ইয়াহইয়া সম্পর্কে 'উক্বাইলী বলেছেন, তার সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, এই সানাদটি মুযতারিব। মূলতঃ হাদীসটির কয়েকটি দোষ আছে। (১) সানাদে সালিহ ইবনু ইয়াহইয়া দুর্বল। যেমন এদিকে ইমাম বুখারী ইঙ্গিত দিয়েছেন এই বলে, তার সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে শিথিল। (২) সানাদে ইয়াহইয়া ইবনু মিকদামের জাহালাত। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে মাসতুর (লুপ্ত)। যাহাবী বলেছেন, তার পুত্র সালিহ এর বর্ণনা ছাড়া তাকে চেনা যায় না। (৩) সানাদে ইযতিরাব (উলটপালট), যা ইমাম বায়হাকী ইঙ্গিত করেছেন। (৪) অস্বীকৃতি, বৈপরিত্য। যেমন বায়হাকী বলেছেন। –**যঈফাহ্**

বুসয়রী যাওয়ায়িদে বলেন, আল্লামা সিন্দি বলেছেন, হাদীসটি দুর্বল হওয়ার ব্যাপাবে আলিমগণ একমত। তিনি এ ব্যাপারে ইমাম নাবাবীর বক্তব্য উল্লেখ করেন। তিনি এও উল্লেখ করেন যে, কতিপয় আলিম এটিকে মানসূখ বলেছেন। –**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٨ - كِتَابُ الصَّيْدِ

অধ্যায়-২৮ ঃ শিকার

٤- باب صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ وَالْكَلْبِ الأَسْوَدِ الْبَهِيمِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ অগ্নি উপাসকদের কুকুর এবং কালো কুকুর শিকার প্রসঙ্গে

٦٢٩-٣٢٦٩. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ **حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ**، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نُهِينَا عَنْ صَيْدِ، كَلْبِهِمْ وَطَائِرِهِمْ يَعْنِي الْمَجُوسَ .

ضعيف الاسناد .

৬২৯-৩২৬৯। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে অগ্নি উপাসকদের কুকুর ও পাখির ধৃত শিকার খেতে বারণ করা হয়েছে।[৫৬৫]

সনদ দুর্বল।

٨- باب مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ জীবিত প্রাণীর দেহের কর্তিত অংশবিশেষ মৃত হিসাবে গণ্য

٦٣٠-٣٢٧٧. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا **أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ**، عَنْ **شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ**، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغَنَمِ أَلاَ فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ " .

ضعيف جدا : غاية المرام ص-٤٤ .

---

[৫৬৫] তিরমিযী (১৪৬৬), বায়হাকী (১০/৭)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত একজন মুদাল্লিস এবং এটি আন্ আন্ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

৬৩০–৩২৭৭। তামীম আদ-দারী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ শেষ যুগে এমন সম্প্রদায়ের আবির্তাব ঘটবে, যারা উটের কুঁজ ও মেষের লেজের অংশ কেটে বিচ্ছিন্ন করবে। সাবধান! জীবন্ত প্রাণীর যে অংশ কেটে নেয়া হবে, তা মৃত হিসাবে গণ্য হবে।[৫৬৬]

খুবই দুর্বল ঃ গায়াতুল মারাম (৪৪ পৃঃ)।

٩– باب صَيْدِ الْحِيتَانِ وَالْجَرَادِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ মাছ ও টিড্ডি শিকার প্রসঙ্গে

٦٣١–٣٢٧٩. حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ " أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ " .

ضعيف : الضعيفة ١٥٣٣ .

৬৩১–৩২৭৯। সালমান ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট টিড্ডি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ মহান আল্লাহর বিশাল বাহিনী। আমি তা খাই না এবং হারামও বলি না।[৫৬৭]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৫৩৩)।

٦٣٢–٣٢٨٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ **أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ**، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَهَادَيْنَ الْجَرَادَ عَلَى الأَطْبَاقِ .

ضعيف الاسناد .

৬৩২–৩২৮০। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ সারিসারি টিড্ডি উপঢৌকন পাঠাতেন।[৫৬৮]

সানাদ দুর্বল।

---

[৫৬৬] সানাদের আবূ বাকর হুজালী হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। যেমন 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে রয়েছে। আয় শাহর ইবনু হাওশাব দুর্বল। –**গায়াতুল মারাম**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আবূ বাকর হুজালী দুর্বল। –**হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৫৬৭] সারকথা হল, হাদীসটি মুরসাল হওয়ার কারণে দুর্বল। যেমন ইমাম বায়হাকী এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন। –বিস্তারিত দেখুন, –**যঈফাহ্**

[৫৬৮] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে সাঈদ বাক্কাল হল, সাঈদ ইবনু মারযাবান আল-কুফী, সে দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, সে কিছুই না। 'আমর ইবনু ফাল্লাস বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, মাতরুকুল হাদীস। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে হাদীসে শিথিল, মুদাল্লিস। আবূ হাতিম বলেছেন, তার হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না, সে তাদলীস করে থাকে। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। তার হাদীস লিখা হতো না। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটি আছে। –**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٦٣٣-٣٢٨١. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلاَثَةَ، عَنْ **مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ** بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ قَالَ " اللَّهُمَّ أَهْلِكْ كِبَارَهُ وَاقْتُلْ صِغَارَهُ وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ وَاقْطَعْ دَابِرَهُ وَخُذْ بِأَفْوَاهِهَا عَنْ مَعَايِشِنَا وَأَرْزَاقِنَا إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَدْعُو عَلَى جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ اللَّهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ قَالَ " إِنَّ الْجَرَادَ نَثْرَةُ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ " . قَالَ هَاشِمٌ قَالَ زِيَادٌ فَحَدَّثَنِي مَنْ رَأَى الْحُوتَ يَنْثُرُهُ .

موضوع : الضعيفة ١١٢ .

৬৩৩-৩২৮১। জাবির ও আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন টিড্ডির ব্যাপারে বদদু'আ করতেন, তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ! বড় টিড্ডিগুলো ধ্বংস কর, ছোটগুলো হত্যা কর, এর ডিমগুলো নষ্ট কর, তার মূলোৎপাটন কর এবং তার মুখ বন্ধ করে দাও আমাদের কৃষিজ উৎপাদন হতে ও আমাদের জীবিকা হতে। আপনিই তো দু'আ শ্রবণকারী। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর একদল সৈনিক উৎখাতের জন্য আপনি কীভাবে বদদু'আ করলেন? তিনি বললেন ঃ সমুদ্রে মাছের হাঁচি থেকে টিড্ডি নির্গত হয়।

হাশিম (রহ.) বলেন, যিয়াদ (রহ.) বলেছেন ঃ আমাদেরকে এমন ব্যক্তি এই কথা বলেছেন, যিনি মাছকে হাঁচি দিয়ে টিড্ডি বের করতে দেখেছেন।[৫৬৯]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (১১২)।

٦٣٤-٣٢٨٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ **أَبِي الْمُهَزِّمِ**، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ أَوْ ضَرْبٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِأَسْوَاطِنَا وَنِعَالِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " كُلُوهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ " .

ضعيف : الارواء ١٠٣١ .

৬৩৪-৩২৮২। আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর সঙ্গে হাজ্জ অথবা 'উমরার জন্য বের হলাম। আমাদের সম্মুখে একদল টিড্ডি বা এক প্রকারের টিড্ডি আসলো।

---

[৫৬৯] তিরমিযী (১৮২৩)। হাদীসের সানাদে মূসা ইবনু মুহাম্মাদ হল, তায়মী মাদানী। সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার, যেমন বলেছেন ইমাম নাসায়ী ও অন্যরা। ইবনুল জাওযী 'মাওযু'আত' গ্রন্থে (৩/১৪) বলেছেন, এটি সহীহ নয়, মূসা মাতরুক। আল্লামা সুয়ূতী তার এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন 'আল-লাআলী' গ্রন্থে (২/৩৩৩)। ইমাম যাহাবী তার মুনকার হাদীসসমূহের অন্যতম মুনকার হাদীস হিসেবে একে উল্লেখ করেছেন। **-যঈফাহ্**

ফলে আমরা আমাদের চাবুক ও জুতা দিয়ে তা মারতে লাগলাম। তখন নাবী ﷺ বললেন ঃ তা খাও, কেননা তা সামুদ্রিক শিকার।[৫৭০]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১০৩১)।

١٤– باب الذِّئْبِ وَالثَّعْلَبِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ নেকড়ে বাঘ ও খেঁকশিয়াল

٦٣٥–٣٢٩٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ **عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ**، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَخِيهِ، خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ لأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الأَرْضِ مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَبِ قَالَ " وَمَنْ يَأْكُلُ الثَّعْلَبَ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الذِّئْبِ قَالَ " وَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ " .

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

৬৩৫–৩২৯৬। খুযাইমাহ ইবনু জায্ই ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার কাছে যমীনের অভ্যন্তরে বসবাসকারী প্রাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। খেঁকশিয়াল সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন ঃ কে খেঁকশিয়াল খেতে পারে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! নেকড়ে বাঘ সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন ঃ ভাল গুণসম্পন্ন কোন ব্যক্তি কি তা খেতে পারে?[৫৭১]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

١٥– باب الضَّبُعِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ হায়েনা

٦٣٦–٣٢٩٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ قَالَ "وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ".

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

---

[৫৭০] আবূ দাউদ (১৮৫৪), তিরমিযী (১/১৬২), বায়হাকী (৫/২০৭) এবং আহমাদ (২/৩০৬) আবূ মুহাযযিম সানাদে। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গারীব। 'আমরা এটি কেবল আবূ মুহাযযিমের হাদীস হতে জানতে পেরেছি। তার নাম হল, ইয়াযীদ ইবনু সুফয়ান। শু'বা তার সমালোচনা করেছেন। বরং সে খুবই দুর্বল। ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন, আবূ মুহাযযিম দুর্বল এবং তার হাদীস সন্দেহজনক। **–ইরওয়াউল গালীল**

[৫৭১] তিরমিযী (১৭৯২), বায়হাকী (৯/৩২১)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়ি' গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসটি দুর্বলতা মুক্ত নয়। যেমন তা ইমাম তিরমিযী উল্লেখ করেছেন। বুসয়রী যাওয়ায়িদে এটি দুর্বল বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। ড. মুস্তফা বলেছেন, সানাদের 'আব্দুল কারীম ইবনু আবীল মুখারিক দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৬৩৬-৩২৯৮। খুযাইমাহ ইবনু জায্ই ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! হায়েনা সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, কেউ হায়েনা খায় কি?[৫৭২]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

١٦– باب الضَّبِّ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ গুঁইসাপ

٦٣٧–٣٣٠٠. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ **قَتَادَةَ**، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ الضَّبَّ وَلَكِنْ قَذِرَهُ وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لأَكَلْتُهُ .

ضعيف الاسناد .

৬৩৭-৩৩০০। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। অন্য বর্ণনাতে জাবির, 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ গুঁইসাপ (খাওয়া) হারাম করেননি, কিন্তু তা তিনি অপছন্দ করেছেন। আর এটা হচ্ছে পশুপালের রাখালদের খাদ্য। মহান আল্লাহ এই প্রাণীর মাধ্যমে অনেককে উপকৃত করেন। আমার কাছে থাকলে আমি অবশ্য তা খেতাম।[৫৭৩]

সানাদ দুর্বল।

١٧– باب الأَرْنَبِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ খরগোশ

٦٣٨–٣٣٠٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ **عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ**، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَخِيهِ، خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ لأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الأَرْضِ مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ قَالَ " لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ " . قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ وَرَأَيْتُ خَلْقًا رَابَنِي " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الأَرْنَبِ قَالَ لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ " . قُلْتُ فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " نُبِّئْتُ أَنَّهَا تَدْمَى " .

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

---

[৫৭২] তিরমিযী (১৭৯২)।

[৫৭৩] মুসলিম (১৯৫০), আহমাদ (১৪২৭৪), বায়হাকী (৯/৩১৭)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য, কিন্তু মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন)। ইমাম তিরমিযী 'জামে' গ্রন্থে ইমাম বুখারী সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন যে, কাতাদাহ সুলাইমান ইবনু কায়স হতে শুনেনি। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

৬৩৮–৩৩০৭। খুযাইমাহ ইবনু জায্‌ই ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার কাছে মাটির অভ্যন্তরে বসবাসকারী প্রাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। গুঁইসাপ সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন ঃ আমি নিজে তা খাই না এবং হারামও বলি না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনি যে জিনিস হারাম করেননি, আমি কি তা খেতে পারব? আর আপনি কেনই বা তা খান না? তিনি বললেন ঃ কোন এক সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের গঠন এরূপ দেখেছি বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! খরগোশ সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন ঃ আমি তা খাই না এবং হারামও বলি না। আমি বললাম ঃ যে জিনিস আপনি হারাম করেন না, আমি তা খেতে পারব কি? আর আপনি কেনই বা তা খান না? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন ঃ আমাকে জানানো হয়েছে যে, সে ঋতুবতী হয়।[৫৭৪]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ

١٨– باب الطَّافِي مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ সমুদ্র গর্ভে ভেসে উঠা মৃত মাছ প্রসঙ্গে

٦٣٩–٣٣٠٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا **يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ**، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوهُ " .

ضعيف : المشكاة ٤١٣٣ .

৬৩৯–৩৩০৯। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সমুদ্র নিক্ষেপ করে অথবা তা হতে যা উদ্গিরণ হয় তা খাও। আর যা সমুদ্রে যা কিছু মারা যায় এবং পানির উপর ভেয়ে উঠে, তা খেও না।[৫৭৫]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪১৩৩)।

٢٠– باب الْهِرَّةِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ বিড়াল

٦٤٠–٣٣١٢. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا **عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ**، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ وَثَمَنِهِ

ضعيف : الارواء ٢٤٨٧ .

---

[৫৭৪] তিরমিযী (১৭৯২)। সানাদে 'আব্দুল কারীম ইবনু আবীল মুখারিক কায়স বাসরী দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৫৭৫] আবূ দাউদ (৩৮১৫)। আল্লামা দামায়রী বলেছেন, হাদীসটি দুর্বল। সকল হাফিযগণের ঐকমত্যে এর দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। কেননা তা ইয়াহইয়া ইবনু সুলাইম তায়িফীর বর্ণনা, সে বেশির ভাগ সন্দেহজনক, তার স্মরণশক্তিতে ঘাটতি রয়েছে। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

Contents

৬৪০-৩৩১২। জাবির ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বিড়াল ও তার মূল্য ভক্ষণ করতে বারণ করেছেন।[৫৭৬]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২৪৮৭)।
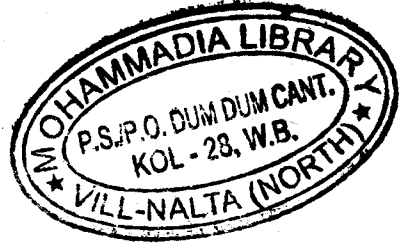
[৫৭৬] তিরমিযী (১/২৪১), হাকিম (২/৩৪), বায়হাকী (৯/৩১৭), আবূ দাউদ (৩৪৮০), আহমাদ (৩/২৯৭)। ইমাম হাকিম হাদীসটির ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। ইমাম যাহাবী বলেছেন, আমি বলি, এর সানাদে 'উমার ইবনু যায়দ খুবই নিকৃষ্ট। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে দুর্বল। আর এজন্যই ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। **–ইরওয়াউল গালীল**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٩ - كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

অধ্যায়-২৯ ঃ আহার

٢- باب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট

٦٤١-٣٣١٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا **عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ** قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وَإِنَّ طَعَامَ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاَثَةَ وَالأَرْبَعَةَ وَإِنَّ طَعَامَ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ " .

ضعيف جدا : التعليق الرغيب ٣ | ١٢١، الصحيحة ٢٦٩١، وفي الصحيح ما يغني عنه .

৬৪১-৩৩১৭। 'উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট, দু'জনের খাদ্য তিনজনের বা চারজনের জন্য যথেষ্ট আর চারজনের খাবার ছয়জনের জন্য যথেষ্ট।[৫৭৭]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/১২১), সহীহাহ (২৬৯১), সহীহ ইবনু মাজায় এ প্রসঙ্গে প্রাধান্যযোগ্য বর্ণনা রয়েছে।

٥- باب الْوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ খাওয়ার পূর্বে উযূ করা

٦٤٢-٣٣٢٣. حَدَّثَنَا **جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ**، حَدَّثَنَا **كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ**، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللَّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِعَ " .

ضعيف : الضعيفة ١١٧ .

---

[৫৭৭] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আমর ইবনু দীনার কাহরামান আলে যুবাইর দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেছেন, সে দুর্বল, মুনকারুল হাদীস। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, সে হাদীসে বহিঃস্কৃত। 'আমর ইবনু ফাল্লাস বলেছেন, সে হাদীসে দুর্বল। সে সালিম সূত্রে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার ব্যাপারে প্রশ্ন আছে। আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট। আবূ হাতিম বলেছেন, সে হাদীসে দুর্বল। সালিম সূত্রে সে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

৬৪২–৩৩২৩। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায় যে, তার ঘরে আল্লাহ অধিক কল্যাণ দান করুন, তাহলে সে যেন সকালের খাবারের প্রাক্কালে এবং খাবার শেষে উযূ করে।[৫৭৮]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১১৭)।

١٠– باب تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ পাত্র পরিষ্কার করা

٦٤٣–٣٣٣٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْبَرَّاءُ، قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ " .

ضعيف : المشكاة ٤٢١٨ .

৬৪৩–৩৩৩৪। উম্মু 'আসিম (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুক্তদাস নাবীশাহ ﷺ আসেন। আমরা তখন একটি বড় পাত্রে আহার করছিলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পাত্রে আহার করার পর তা চেটে খেয়ে পরিষ্কার করে, তার জন্য ঐ পাত্র ক্ষমা প্রার্থনা করে।[৫৭৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪২১৮)।

١١– باب الأَكْلِ مِمَّا يَلِيكَ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ সামনের খাদ্য থেকে খাওয়া

٦٤٤–٣٣٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الأَعْلَى**، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيهِ وَلاَ يَتَنَاوَلْ مِنْ بَيْنِ يَدَىْ جَلِيسِهِ " .

ضعيف جدا : المشكاة ٤٢٥٤، وفي الصحيح ما يغني عنه باب–٨ .

---

[৫৭৮] ইবনু 'আদী 'কামিল' (১/২৭৫), ইবনু নাজ্জার 'যাইলু তারীখে বাগদাদ' (১০/১৫৩/২)। হাদীসের সানাদে কাসীর ইবনু সুলাইম রয়েছে। ইবনু 'আদী এই কাসীরের জীবনীতে বলেছেন, সাধারণত আনাস সূত্রে তার এ বর্ণনাগুলো নিরাপদ নয়। এই কাসীর দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। তার সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে মাতরুক। আল্লামা বুসয়রী যাওয়ায়িদে বলেছেন, যুবারাহ এবং কাসীর উভয়েই দুর্বল। ইবনু আবী হাতিম 'আল-ইলাল' গ্রন্থে (২/৬১) বলেছেন, আবূ যুর'আহ বলেছেন, হাদীসটি মুনকার। **–যঈফাহ্**

[৫৭৯] তিরমিযী (১৮০৪), আহমাদ (২০২০০)।

Contents

৬৪৪–৩৩৩৬। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দস্তরখান বিছানো হলে সম্মুখের খাবার হতে আহার করবে এবং নিজের সাথীর সম্মুখেরগুলো নিবে না।[৫৮০]

খুবই দুর্বল ঃ মিশকাত (৪২৫৪), সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রাধান্যযোগ্য বর্ণনা আছে (৮-অনুঃ)।

٦٤٥–٣٣٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي السَّوِيَّةِ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِكْرَاشٍ، عَنْ أَبِيهِ، عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَالْوَدَكِ فَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا فَخَبَطْتُ يَدِي فِي نَوَاحِيهَا فَقَالَ " يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ " . ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ الرُّطَبِ فَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الطَّبَقِ وَقَالَ " يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ " .

ضعيف : الضعيفة ٥٠٩٨،المشكاة ٤٢٣٣ .

৬৪৫–৩৩৩৭। 'ইক্‌রাশ ইবনু যুআয়ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর নিকট প্রচুর সারীদ (গোশ্‌তের ঝোলে ভিজানো রুটি) ও চর্বি ভর্তি একটি বড় পাত্র নিয়ে আসা হল। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে তা খাচ্ছিলাম। আমার হাত পাত্রের চারদিকে সঞ্চালিত হচ্ছিল। তিনি ﷺ বললেন ঃ হে 'ইক্‌রাশ! এক স্থান হতে খাও। কেননা পুরো পাত্রে একই খাবার রয়েছে। এরপর আমাদের জন্য বড় একটি পাত্র আনা হলো, তাতে ছিল বিভিন্ন রকমের তাজা খেজুর। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত পাত্রের সর্বত্র সঞ্চালিত হচ্ছিল। তিনি ﷺ বললেন ঃ হে 'ইক্‌রাশ! পাত্রের যেখান থেকে ইচ্ছা খাও। কেননা এতে বিভিন্ন প্রকারের খাবার আছে।[৫৮১]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৫০৯৮), মিশকাত (৪২৩৩)।

١٣– باب اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ খাবারের লোকমা নিচে পড়ে গেলে

٦٤٦–٣٣٤١. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ **الْحَسَنِ**، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَتَغَدَّى إِذْ سَقَطَتْ مِنْهُ لُقْمَةٌ فَتَنَاوَلَهَا فَأَمَاطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذًى فَأَكَلَهَا فَتَغَامَزَ بِهِ الدَّهَاقِينُ فَقِيلَ أَصْلَحَ اللَّهُ الأَمِيرَ إِنَّ هَؤُلاَءِ الدَّهَاقِينَ يَتَغَامَزُونَ مِنْ أَخْذِكَ اللُّقْمَةَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ

---

[৫৮০] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে হুমরানের ভাই 'আব্দুল আ'লা ইবনু আ'য়ান রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে নিকৃষ্ট। ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। 'উক্বাইলী বলেছেন, সে মুনকার হাদীসসমূহ নিয়ে আসে, যার কোন কিছুই সংরক্ষিত নয়। ইবনু হিব্বান বলেছেন, তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৫৮১] তিরমিযী (১৮৪৮), বায়হাকী 'শুআব'(৫৮৪৪, ৫৮৪৫)।

Contents

هَذَا الطَّعَامُ . قَالَ إِنِّي لَمْ أَكُنْ لأَدَعَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِهَذِهِ الأَعَاجِمِ إِنَّا كُنَّا نَأْمُرُ أَحَدَنَا إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَتُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا فَيُمِيطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذًى وَيَأْكُلَهَا وَلاَ يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ .

ضعيف الأسناد : و المرفوع منه صحيح من حديث جابر و أنس و الأول منهما في الصحيح .

৬৪৬–৩৩৪১। মা'ক্বাল ইবনু ইয়াসার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি সকালের খাবার খাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেখান থেকে এক লোকমা খাবার নিচে পড়ে যায়। তিনি তা তুলে নিয়ে ময়লা দূর করে খান। এতে অনারব কৃষকরা চোখ টিপাটিপি করতে লাগল। বলা হল, আল্লাহ নেতাকে কল্যাণের সাথে রাখুন। এই কৃষকরা পতিত খাবার তুলে নেয়ার কারণে আপনার দিকে চোখ টিপাটিপি করছে। তিনি বললেন ঃ এসব অনারবের কারণে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে শ্রুত কথা বর্জন করতে পারব না। আমাদের কারোর খাবার লোকমা পড়ে গেলে তাকে নির্দেশ দেয়া হত, যেন সে তা তুলে নিয়ে ময়লা দূর করে খায় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে।[৫৮২]

সানাদ দুর্বল ঃ এ বিষয়ে জাবির ও আনাস সূত্রে মারফূভাবে সহীহ বর্ণনা আছে।

١٥ – باب مَسْحِ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ খাওয়ার পর হাত পরিষ্কার করা

٦٤٧–٣٣٤٥. حَدَّثَنَا **مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ** الْمِصْرِيُّ أَبُو الْحَارِثِ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَلِيلٌ مَا نَجِدُ الطَّعَامَ فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلاَّ أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا ثُمَّ نُصَلِّي وَلاَ نَتَوَضَّأُ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ غَرِيبٌ لَيْسَ إِلاَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ

ضعيف : الضعيفة ٥٦٧٥ .

৬৪৭–৩৩৪৫। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমরা খাবার খুব কমই পেতাম। আমরা যখন খাবার পেতাম তখন আমাদের হাতের তালু, বাহু ও পায়ের পাতা ছাড়া আমাদের কাছে কোন তোয়ালে থাকত না। অতঃপর আমরা সলাত আদায় করতাম এবং উযূ করতাম না।[৫৮৩]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৫৬৭৫)।

---

[৫৮২] দারিমী (২০২৯)। ইমাম আবূ হাতিম বলেছেন, সানাদের হাসান এটি মা'কিল ইবনু ইয়াসার হতে শুনেনি। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৫৮৩] বুখারী (৫৪৫৭) তিরমিযী (৮০), আবূ দাউদ (১৯১), বায়হাকী (৮/৮)। ইমাম 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাজাহ বলেছেন, এই বর্ণনাটি গরীব। এটি কেবল মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ সূত্রেই জানা গেছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

١٦- باب مَا يُقَالُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ খাওয়া শেষে যে দু'আ পড়তে হয়

٦٤٨-٣٣٤٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيدَةَ، عَنْ مَوْلًى، لأَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ " .

ضعيف : المشكاة ٤٢٠٤، الكلم الطيب ١٨٨، مختصر الشمائل المحمدية ١٦٣ .

৬৪৮-৩৩৪৬। আবূ সা'ঈদ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ খাওয়া শেষে বলতেন ঃ "আলহাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আত'আমানা ওয়াসাক্বানা ওয়াজা'আলানা মুসলিমীন" (অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলিম বানিয়েছেন)।[৫৮৪]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪২০৪), আল-কালিমুত্ ত্বাইয়্যিব (১৮৮), মুখতাসার শামায়িলি মাহমুদিয়া (১৬৩)।

١٧- باب الاِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ একসাথে আহার করা

٦٤٩-٣٣٥٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا **عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ**، قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُوا جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ " .

ضعيف جدا : التعليق الرغيب ٣ | ١٢١، والجملة الأولى ثابتة : الصحيحة ٢٦٩١ ولذلك أوردته في الصحيح .

৬৪৯-৩৩৫০। 'উমার ইবনুল খাত্তাব রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা একসঙ্গে আহার কর এবং বিচ্ছিন্নভাবে আহার কর না। কারণ বারাকাত জামা'আতের সঙ্গে রয়েছে।[৫৮৫]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/১২১), তবে প্রথম বাক্যটি প্রমাণযোগ্য ঃ সহীহাহ (২৬৯১), আর সেজন্যই আমি একে সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে তুলে ধরেছি।

---

[৫৮৪] তিরমিযী (৩৪৫৭), আহমাদ (১০৮৮৩, ১১৫২৪), হাকিম (৪/১৩৫), বায়হাকী 'সুনান' (৭/২৮৬), শু'আব (৬০৩৮), ইবনু হিব্বান (৫২১৭, ৫২১৮)।

[৫৮৫] এর সানাদে 'আমর ইবনু দীনার বাসরী দুর্বল। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেছেন, সে দুর্বল, মুনকারুল হাদীস। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, সে হাদীসে বহিঃস্কৃত। 'আমর ইবনু ফাল্লাস বলেছেন, সে হাদীসে দুর্বল। সে সালিম সূত্রে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার ব্যাপারে প্রশ্ন আছে। আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট। আবূ হাতিম বলেছেন,সে হাদীসে দুর্বল। সালিম সূত্রে সে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

١٨- باب النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ খাদ্যদ্রব্যে ফুঁক দেয়া

٦٥٠-٣٣٥١. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا **شَرِيكٌ**، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ وَلاَ شَرَابٍ وَلاَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ " .

ضعيف : الارواء ٧ | ٣٧، وقد صح من نهيه (ص) و يأتي في الصحيح ٢٣و ٢٤-باب .

৬৫০-৩৩৫১। ইবনু 'আব্বাস ﵄ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দিতেন না এবং তিনি পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতেন না।[৫৮৬]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৭/৩৭), তবে নাবী (সাঃ) সূত্রে নিষেধ সম্বলিত বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে সহীহ ইবনু মাজাহ (২৩ এবং ২৪-অনুঃ)।

٢١- باب النَّهْيِ أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ، حَتَّى يُرْفَعَ وَأَنْ يَكُفَّ يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ খাবার তুলে না নেয়া পর্যন্ত উঠা এবং সকলের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাত ধোয়া নিষেধ

٦٥١-٣٣٥٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا **الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ**، عَنْ **مُنِيرِ بْنِ الزُّبَيْرِ**، عَنْ **مَكْحُولٍ**، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ.

ضعيف جدا : الضعيفة ٢٣٩ .

৬৫১-৩৩৫৭। 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্যদ্রব্য তুলে নেয়ার আগে উঠে যেতে নিষেধ করেছেন।[৫৮৭]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৩৯)।

٦٥٢-٣٣٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَنْبَأَنَا **عَبْدُ الأَعْلَى**، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ

---

[৫৮৬] তিরমিযী (১৮৮৮), আবূ দাউদ (৩৭২৮), আহমাদ (১৯১০, ২৮১৩), দারিমী (২১৩৪), বায়হাকী (৭/২৮৪)। হাদীসের সানাদে শারীক হল ইবনু 'আব্দুল্লাহ আলকাযী। তার স্মৃতি বিভ্রাট রয়েছে (স্মরণশক্তি মন্দ)। **-ইরওয়াউল গালীল**

[৫৮৭] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম একজন মুদাল্লিস। অনুরূপ মাকহুল দিমাস্কী, এবং মুনীর ইবনু যুবাইর এর মাঝে দুর্বলতা আছে। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্যদের সূত্রে মু'দাল বর্ণনা নিয়ে আসে। পর্যবেক্ষণ ব্যতীত তার থেকে বর্ণনা করা বৈধ নয়। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

فَلاَ يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ " .

ضعيف جدا : الضعيفة ٢٣٨، الرد علي بليق ٢٢٤ .

৬৫২-৩৩৫৮। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দস্তরখান বিছানো হলে তা পুনরায় তুলে নেয়ার পূর্বে কেউ যেন উঠে না যায় এবং অন্যান্যদের খাওয়া শেষ না হলে সে আহারে পরিতৃপ্ত হলেও যেন হাত গুটিয়ে নেয় না। যদি উঠতেই হয় তাহলে যেন ওজর পেশ করে। কেননা সে হাত গুটিয়ে নিলে তার পাশের লোক লজ্জিত হবে, অথচ হয়ত তখনও তার আরও আহারের প্রয়োজন আছেন।[৫৮৮]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৩৮), রাদ্দু 'আলা বালীক্ব(২২৪)।

٢٧- باب اللَّحْمِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ গোশ্‌ত

٦٥٣-٣٣٦٨. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلاَّلُ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي **سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ** الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنِي **مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ**، عَنْ عَمِّهِ **أَبِي مَشْجَعَةَ**، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ " .

ضعيف جدا : الضعيفة ٣٧٢٤ .

৬৫৩-৩৩৬৮। আবূ দারদা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দুনিয়ার অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসীদের খাদ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খাদ্য হচ্ছে গোশ্‌ত।[৫৮৯]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩৭২৪)।

---

[৫৮৮] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (৪/১৪) বলেছেন, হাদীসের সানাদে 'আব্দুল আ'লা ইবনু দুর্বল। আবূ নু'আইম বলেছেন, সে ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর সূত্রে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছে। ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হিব্বান বলেছেন, তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যায় না। মুলতঃ সে খুবই দুর্বল বর্ণনাকারী। **-যঈফাহ্**

[৫৮৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আবূ মাশজা'আহ ও তার ভাই পুত্র মাসলামাহ ইবনু 'আব্দুল্লাহ রয়েছে। (বুসয়রী বলেছেন) তাদের দু'জনের দোষ-গুণ বর্ণনা করতে আমি কাউকে দেখিনি। এছাড়া সানাদে সুলাইমান ইবনু আত্বা দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, তাকে হাদীস জাল করণের দোষে দোষী করা হয়েছে। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

সুলাইমান ইবনু আত্বা সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীসে মুনকার রয়েছে। আবূ যুর'আহ ও **আবূ** হাতিম বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে বানোয়াট জিনিসসমূহ বর্ণনা করে। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٦٥٤-٣٣٦٩. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا **سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْجَزَرِيُّ**، حَدَّثَنَا **مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ** الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَمِّهِ **أَبِي مَشْجَعَةَ**، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ مَا دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى لَحْمٍ قَطُّ إِلاَّ أَجَابَ وَلاَ أُهْدِيَ لَهُ لَحْمٌ قَطُّ إِلاَّ قَبِلَهُ .

ضعيف جدا : المصدر نفسه .

৬৫৪-৩৩৬৯। আবূ দারদা رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখনই গোশ্ত খাওয়ার জন্য ডাকা হয়েছে তখনই তিনি সাড়া দিয়েছেন আর যখনই তাঁকে গোশ্ত উপঢৌকন দেয়া হয়েছে, তিনি তা গ্রহণ করেছেন।[৫৯০]

খুবই দুর্বল।

٢٨- باب أَطَايِبُ اللَّحْمِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ কোন অঙ্গের গোশ্ত অপেক্ষাকৃত উত্তম

٦٥٥-٣٣٧١. حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ فَهْمٍ - قَالَ وَأَظُنُّهُ يُسَمَّى مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَدْ نَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا أَوْ بَعِيرًا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالْقَوْمُ يُلْقُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّحْمَ يَقُولُ " أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ " .

ضعيف : الروض النضير ٣٧٦، مختصر الشمائل المحمدية ١٤٥، الضعيفة ٢٨١٣ .

৬৫৫-৩৩৭১। 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার (রহ.), ইবনু যুবায়র رضي الله عنه-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাদের জন্য একটি উট যবেহ করেছিলেন। লোকেরা যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য গোশ্ত ঢালছিল তখন তিনি [নাবী ﷺ]-কে বলতে শুনেছেন, গোশ্তের মধ্যে উত্তম হচ্ছে পিঠের গোশ্ত।[৫৯১]

দুর্বল ঃ রাওয়ুন নাযীর (৩৭৬), মুখতাসার শামায়িলি মাহমুদিয়া (১৪৫), যঈফাহ্ (২৮১৩)।

٢٩- باب الشِّوَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ ভূনা গোশ্ত

٦٥٦-٣٣٧٣. حَدَّثَنَا **جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ**، حَدَّثَنَا **كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضْلُ شِوَاءٍ قَطُّ وَلاَ حُمِلَتْ مَعَهُ طِنْفِسَةٌ .

ضعيف الاسناد .

---

[৫৯০] এর সানাদ উপরোক্ত (৬৫৩-৩৩৬৮) নং হাদীসের অনুরূপ। অতএব এটিও অত্যন্ত দুর্বল।

[৫৯১] আহমাদ (১৭৪৩, ১৭৫২)।

Contents

৬৫৬-৩৩৭৩। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মহান আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত কখনও আস্ত ভুনা বকরী দেখেছেন বলে আমার জানা নেই।

সানাদ দুর্বল। [সানাদে জুবারাহ এবং কাসীর ইবনু সুলাইম দু'জনেই দুর্বল-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি]

٣٢- باب الْمِلْحِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ লবণ

٦٥٧-٣٣٧٨. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا **عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى**، عَنْ رَجُلٍ، - أُرَاهُ مُوسَى - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " سَيِّدُ إِدَامِكُمُ الْمِلْحُ " .

ضعيف : المشكاة ٤٢٣٩ .

৬৫৭-৩৩৭৮। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ লবণ হচ্ছে তোমাদের তরকারীর শ্রেষ্ঠ উপকরণ।[৫৯২]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪২৩৯)।

٣٣- باب الاِئْتِدَامِ بِالْخَلِّ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ সির্কা দিয়ে রুটি খাওয়া

٦٥٨-٣٣٨١. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا **عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ**، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَعْدٍ، قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ وَأَنَا عِنْدَهَا فَقَالَ " هَلْ مِنْ غَدَاءٍ " . قَالَتْ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَتَمْرٌ وَخَلٌّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي الْخَلِّ فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتٌ فِيهِ خَلٌّ " .

موضوع : الصحيحة ٢٢٢٠،لكن الجملة الأولى منه ثابتة .

৬৫৮-৩৩৮১। উম্মু সা'দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়িশাহ ﷺ-এর কাছে আসেন, তখন আমি তাঁর নিকট ছিলাম। তিনি বললেন ঃ সকালের নাস্তা আছে কি? তিনি বললেন, আমার কাছে রুটি, খেজুর ও সির্কা আছে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সির্কা হচ্ছে উত্তম তরকারী। হে আল্লাহ! সির্কাতে বারাকাত দিন। কেননা তা আমার পূর্বেকার নাবীগণের তরকারী ছিল। যে ঘরে সির্কা রয়েছে তার কখনও তরকারীর অভাব দেখা দেয়নি।[৫৯৩]

বানোয়াট ঃ সহীহাহ (২২২০), কিন্তু এর প্রথম বাক্যটি প্রমাণিত আছে।

---

[৫৯২] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে ঈসা ইবনু আবূ ঈসা আল খিয়াত রয়েছে। 'তাক্বরীবুত তাহযীব' গ্রন্থে এসেছে, সে মাতরূক। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৫৯৩] এর সানাদে আনবাসাহ ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু 'উআইনাহ হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٣٤– باب الزَّيْت

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ যাইতুন তেল

٦٥٩–٣٣٨٣. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا **عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيد،** عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ " .

ضعيف جدا : الصحيحة تحت الحديث ٣٧٩ و في الصحيح معناه .

৬৫৯–৩৩৮৩। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যাইতূন তেল খাও এবং তা শরীরে মাখ, কেননা তা বারাকাতপূর্ণ।[৫৯৪]

খুবই দুর্বল ঃ সহীহাহ (৩৭৯) নং হাদীসের নিচে, এবং সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে এর অর্থগত বর্ণনা রয়েছে।

٣٥– باب اللبن

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ দুধ

٦٦٠–٣٣٨٤ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ **جَعْفَرِ بْنِ بُرْدٍ** الرَّاسِبِيِّ، حَدَّثَتْنِي مَوْلاَتِي **أُمُّ سَالِمٍ الرَّاسِبِيَّةُ،** قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِلَبَنٍ قَالَ " بَرَكَةٌ أَوْ بَرَكَتَانِ " .

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة ، الضعيفة ٤١٦٤ .

৬৬০–৩৩৮৪। 'আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দুধ আনা হলে তিনি বলতেন ঃ একটি অথবা দু'টি বারাকাত।[৫৯৫]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ , যঈফাহ (৪১৬৪)।

٤٠– باب أَكْلِ الْبَلَحِ بِالتَّمْرِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ ভিজা ও শুকনো খেজুর একত্রে মিশিয়ে খাওয়া

٦٦١–٣٣٩٣. حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَف حَدَّثَنَا **يَحْيَى بْنُ مُحَمَّد** بْنِ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ كُلُوا الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ وَيَقُولُ بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ " .

موضوع : الضعيفة ٢٣١ .

---

[৫৯৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের 'আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ মাকবুরী সম্পর্কে 'তাক্বরীবুত তাহযীব' গ্রন্থে এসেছে, সে মাতরুক। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৫৯৫] হাকিম (৪/১২১)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, আমি সানাদের উম্মু সালিম রাসিবিয়্যাহ ও জা'ফর ইবনু বারদ এর দোষ-গুণ কাউকে বর্ণনা করতে দেখিনি। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

৬৬১–৩৩৯৩। 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তাজা খেজুর শুকনা খেজুরের সাথে খাও এবং পুরাতন খেজুর নতুন খেজুরের সাথে খাও। কেননা এতে শয়তান রাগান্বিত হন এবং বলে, আদাম সন্তান বেঁচে থাকলো, এমনকি পুরাতন ফল নতুন ফলের সাথে তক্ষণ করল।[৫৯৬]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (২৩১)।

٤٤– باب الْحُوَّارَى

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ ময়দা

٦٦٢–٣٤٠٠. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَمَاهِرِ، حَدَّثَنَا **سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ**، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَغِيفًا مُحَوَّرًا بِوَاحِدٍ مِنْ عَيْنَيْهِ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ .

ضعيف الاسناد .

৬৬২–৩৪০০। আনাস ইবনু মালিক ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কখনও ময়দার রুটি প্রত্যক্ষ করেননি আর এরূপ অবস্থায় তিনি মহান আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হন।[৫৯৭]

সানাদ দুর্বল।

٤٥– باب الرُّقَاقِ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ পাতলা (চাপাতি) রুটি

---

[৫৯৬] হাদীসটি 'উক্বাইলী 'আয-যুআফা' (৪৬৭), ইবনু 'আদী (২/৩৬৪), ইবনু হিব্বান 'আয-যুআফা' (৩/১২০), আবূ নু'আইম, হাকিম, বায়হাকী, আবুল হাসান, খাতীব বাগদাদী, হুমামী এবং হেবাতুল্লাহ আত-তাবারী বর্ণনা করেছেন। সানাদের আবূ যাকীর ইয়াহইয়া ইবনু মুহাম্মাদ সম্পর্কে ইবনু 'আদী, হাকিম, বায়হাকী, আবুল হাসান, হুমামী এবং খাতীব বাগদাদী বলেছেন, আবূ যাকীর হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসটি মুনকার। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, হাদীসটি মুনকার। 'উক্বাইলী বলেছেন, আবূ যাকীর এর অনুসরণ করা যায় না। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে সানাদগুলো উলটপালট করে ফেলত এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে মুরসালকে মারফু বলে ফেলত। তাকে দলিলরূপে গ্রহণ করা যায় না। তার এ হাদীসটি ভিত্তিহীন। আল্লামা সুয়ূতী হাদীসটি বানোয়াট হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম হাকিম শিথিলতা প্রদর্শনকারী হয়েও এই হাদীসকে সহীহ বলেননি। **–যঈফাহ**

[৫৯৭] হাদীসের সানাদে সাঈদ বাশীর দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٦٦٣-٣٤٠١. حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ، عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَّاسِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ **ابْنِ عَطَاءٍ**، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ زَارَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْمَهُ يَبْنَا فَأَتَوْهُ بِرُقَاقٍ مِنْ رُقَاقِ الأُوَلِ فَبَكَى وَقَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا بِعَيْنِهِ قَطُّ.

ضعيف الاسناد .

৬৬৩-৩৪০১। আত্বা (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরাইরাহ ﷺ তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে যান, অর্থাৎ মহল্লায় (আমার ধারণা তিনি বলেছেন, ইউবনা)। অতঃপর তার জন্য অতি পাতলা রুটি পরিবেশন করা হল। এতে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ কখনও এ ধরনের রুটি দেখেননি।[৫৯৮]

সানাদ দুর্বল।

٤٦- باب الْفَالُوذَجِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ ফালুদা

٦٦٤-٣٤٠٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ السُّلَمِيُّ أَبُو الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ **عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى**، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَوَّلُ مَا سَمِعْنَا بِالْفَالُوذَجِ، أَنَّ جِبْرِيلَ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ تُفْتَحُ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ فَيُفَاضُ عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الْفَالُوذَجَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " وَمَا الْفَالُوذَجُ " . قَالَ يَخْلِطُونَ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ جَمِيعًا . فَشَهَقَ النَّبِيُّ ﷺ لِذَلِكَ شَهْقَةً.

منكر الاسناد، موضوع المتن : التعليق علي ابن ماجة .

৬৬৪-৩৪০৩। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সর্বপ্রথম ফালুদার নাম শুনতে পাই তখন, যখন জিবরীল ('আ.) নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন ঃ আপনার উম্মাত অনেক দেশ জয় করবে এবং অঢেল সম্পদ তাদের হস্তগত হবে। এমনকি তারা ফালুদা খাবে। নাবী ﷺ বললেন ঃ ফালুদা আবার কী? তিনি বলেন ঃ তারা ঘি ও মধু একত্রে মিশাবে। এ কথা শুনে নাবী ﷺ কান্নার মত আওয়াজ করলেন।[৫৯৯]

সানাদ মুনকার, মাতান বানোয়াট ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ

---

[৫৯৮] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আত্বা হল, 'উসমান ইবনু আত্বা ইবনু আবী মুসলিম খুরাসানী। সে দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৫৯৯] এর সানাদের 'উসমান ইবনু ইয়াহইয়া সম্পর্কে আযদী বলেছেন, তার হাদীস লিখা হতো না । ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে মাজহুল। ইবনু মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটি আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٤٧- باب الْخُبْزِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ ঘির সঙ্গে ভুষিযুক্ত রুটি

٦٦٥-٣٤٠٤. حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ " وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ نَأْكُلُهَا " . قَالَ فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فِي أَىِّ شَىْءٍ كَانَ هَذَا السَّمْنُ " . قَالَ فِي عُكَّةِ ضَبٍّ . قَالَ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ .

ضعيف : المشكاة ٤٢٢٩ .

৬৬৫-৩৪০৪। ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বললেন ঃ আমাদের নিকট ঘি মিশ্রিত সাদা মিহি আটার রুটি থাকলে আমরা তা খেতাম। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এ কথা শুনে জনৈক আনসার এ ধরনের রুটি তৈরী করে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এই ঘি কিসের মধ্যে ছিল? তিনি বললেন ঃ গুঁইসাপের চামড়ার তৈরী পাত্রের মধ্যে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তখন তিনি তা খেতে অসম্মতি জানালেন।[৬০০]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪২২৯)।

٤٩- باب خُبْزِ الشَّعِيرِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ যবের রুটি

٦٦٦-٣٤١١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، - وَكَانَ يُعَدُّ مِنَ الأَبْدَالِ - حَدَّثَنَا **بَقِيَّةُ**، حَدَّثَنَا **يُوسُفُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ**، عَنْ **نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ**، عَنِ **الْحَسَنِ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّوفَ وَاحْتَذَى الْمَخْصُوفَ . وَقَالَ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشِعًا وَلَبِسَ خَشِنًا . فَقِيلَ لِلْحَسَنِ مَا الْبَشِعُ قَالَ غَلِيظُ الشَّعِيرِ مَا كَانَ يُسِيغُهُ إِلاَّ بِجُرْعَةِ مَاءٍ .

ضعيف : التعليق الرغيب ٣ | ١٠٨ .

৬৬৬-৩৪১১। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পশমী বস্ত্র ও সাধারণ জুতা পরতেন। তিনি আরও বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ স্বাদহীন খাবার খেতেন এবং মোটা বস্ত্র

---

[৬০০] আবূ দাঊদ (৩৮১৮)।

পরতেন। হাসানকে জিজ্ঞেস করা হল, ‘স্বাদহীন’-এর অর্থ কী? তিনি বললেন ঃ মোটা যবের রুটি। তিনি তা এক ঢোক পানি ছাড়া গলাধকরণ করতে পারতেন না।[৬০১]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/১০৮)।

٥١- باب مِنَ الإِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ তোমার যা খেতে ইচ্ছা হয়, তখন তাই খাওয়া অপচয়

٦٦٧-٣٤١٥. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا **يُوسُفُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ**، عَنْ **نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ**، عَنِ **الْحَسَنِ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ ".

موضوع : الضعيفة ٢٤١ .

৬৬৭-৩৪১৫। আনাস ইবনু মালিক ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমার যখন যা খেতে ইচ্ছা হয়, তখনই তা খাওয়াটা অপচয়।[৬০২]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (২৪১)।

٥٢- باب النَّهْيِ عَنْ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ খাবার ফেলা নিষেধ

٦٦٨-٣٤١٦. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا وَسَّاجُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ، حَدَّثَنَا **الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ**، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فَرَأَى كِسْرَةً مُلْقَاةً فَأَخَذَهَا فَمَسَحَهَا ثُمَّ أَكَلَهَا وَقَالَ " يَا عَائِشَةُ أَكْرِمِي كَرِيمَكِ فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ " .

ضعيف : الارواء ١٩٦١ .

---

[৬০১] আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদটি দুর্বল। কেননা সানাদের নূহ ইবনু জাকওয়ান সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। আবূ ‘আব্দুল্লাহ হাকিম বলেছেন, সে হাসান সূত্রে প্রতিটি মু'দাল বর্ণনা করে থাকে। ড. মুস্তফা বলেন, সানাদের বাক্বিয়্যাহ ইবনু ওয়ালীদ বেশিরভাগ দুর্বলদের সূত্রে হাদীস তাদলীস করে। এছাড়া সানাদে ইউসুফ ইবনু আবী কাসীর মাজহুল এবং নূহ ইবনু জাকওয়ান দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৬০২] আবূ নু'আইম ‘হিলয়্যা’ (১০/২১৩) এবং বায়হাকী ‘শুআবুল ঈমান’ (২/১৬৯/১)। আবুল হাসান সিন্দি ইবনে মাজাহর হাশিয়াতে এর সানাদকে দুর্বল বলেছেন। কেননা সানাদের কয়েকটি দোষ রয়েছে– (১) সানাদের নূহ ইবনু জাকওয়ান সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। ইবনুল জাওযী ‘মাওযু'আত’ গ্রন্থে বলেছেন, বর্ণনাটি সহীহ নয়, সানাদে নূহ হাদীসে মুনকার। (২) হাফিয ইবনু হাজার ‘আত-তাহযীব’ গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের ইউসুফ ইবনু আবী কাসীর জাকিয়া ঐসব শাইখদের একজন যাদের পরিচয় জানা যায় না। অনুরূপ বক্তব্য ইমাম যাহাবীর ‘আল-মীযান’ গ্রন্থেও রয়েছে। (৩) হাদীসটি হাসান বাসরী হতে আন্ আন্ শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাদলীস করতেন। **–যঈফাহ্**

Contents

৬৬৮–৩৪১৬। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ঘরে ঢুকে এক টুকরা রুটি পড়ে থাকতে দেখতে পেলেন। তিনি তা তুলে নিয়ে ধূলাবালী মুছে খেয়ে ফেলেন এবং বলেন ঃ হে 'আয়িশাহ! সম্মানিতের সম্মান কর। কারণ, কোন জাতির নিকট হতে আল্লাহ প্রদত্ত রিয্ক উঠে গেলে তা পুনরায় তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন হয় না।[৬০৩]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (১৯৬১)।

٥٤– باب تَرْكِ الْعَشَاءِ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ রাতের আহার বর্জন করা

٦٦٩–٣٤١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا **إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ** بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ**، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَدَعُوا الْعَشَاءَ وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَإِنَّ تَرْكَهُ يُهْرِمُ " .

ضعيف جدا : الضعيفة ١١٦ .

৬৬৯–৩৪১৮। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রাতের খাবার বর্জন করবে না, যদিও তা এক মুঠ খেজুর হয়। কারণ, রাতের খাবার বর্জন মানুষকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেয়।[৬০৪]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১১৬)।

---

[৬০৩] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (ক্বাফ ২০২/২) বলেছেন, সানাদের ওয়ালীদ ইবনু মুহাম্মাদ মুকারীর দুর্বলতার কারণে এই সানাদটি দুর্বল। আসলে তার অবস্থা এর চেয়েও খারাপ। কেননা তাকে মিথ্যাবাদীতায় সন্দেহ করা হয়েছে। ইমাম যাহাবী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে তার উল্লেখ করে বলেছেন, ইয়াহইয়া তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, সে দুর্বল। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে মাতরুক। **– ইরওয়াউল গালীল**

ইমাম আবূ দাউদ ও 'আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন, সে দুর্বল। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেছেন, তার মুনকার হাদীসাবলী রয়েছে। জাওযাজানী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটি আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৬০৪] হাদীসের সানাদে ইব্রাহীম ইবনু আব্দুস সালাম ও 'আব্দুল্লাহ ইবনু মায়মুন রয়েছে। ইব্রাহীম মাতরুকদের অন্তর্ভুক্ত; যেমন 'তাহযীবুত তাহযীব' গ্রন্থে এসেছে। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেন, ইবনু 'আদী বলেছেন, সে দুর্বল। তিনি আরো বলেছেন, আমার কাছে তার অবস্থান হাদীস চোর হিসেবে। আর সানাদের 'আব্দুল্লাহ ইবনু মায়মুন যদি কাদাহ হয়, তাহলে সে মাতরুক , আর যদি অন্য কেউ হয় তাহলে অজ্ঞাত। **–যঈফাহ্**

'আব্দুল্লাহ ইবনু মায়মুন সম্পর্কে আবূ হাতিম ও তিরমিযী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, দুর্বল। আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে হাদীসে বহিঃস্কৃত। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটি আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٥٥- باب الضِّيَافَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ অতিথি আপ্যায়ন

٦٧٠-٣٤١٩. حَدَّثَنَا **جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ**، حَدَّثَنَا **كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْشَى مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيرِ " .

ضعيف : المشكاة ٤٢٦٠، التعليق الرغيب ٣|٤٣ .

৬৭০-৩৪১৯। ইবনু 'আব্বাস সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যেই ঘরে অতিথি ভিড় জমায় সেই ঘরে উটের কুঁজের দিকে দ্রুত ধাবমান ছুরির চেয়েও দ্রুত গতিতে কল্যাণ আগমন করে।[৬০৫]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪২৬০), তা'লীকুর রাগীব (৩/৪৩)।

٦٧١-٣٤٢٠. حَدَّثَنَا **جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ**، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَهْشَلٍ**، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُؤْكَلُ فِيهِ مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيرِ " .

ضعيف : المصدران المذكوران .

৬৭১-৩৪২০। ইবনু 'আব্বাস সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ঘরে অতিথিদের খাওয়ানো হয়, সেই ঘরে উটের কুঁজের দিকে দ্রুত ধাবমান ছুরির চেয়েও দ্রুত গতিতে কল্যাণ আগমন করে।[৬০৬]

দুর্বল।

٦٧٢-٣٤٢١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ **عَلِيِّ بْنِ عُرْوَةَ**، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ".

موضوع : الضعيفة ٢٥٨، الرد علي بليق ٢٢١ .

---

[৬০৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে জুবারাহ এবং কাসীর দু'জনেই দুর্বল। ড. মুস্তফা বলেন, সানাদের কাসীরকে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, 'আলী ইবনুল মাদীনী, আবূ হাতিম ও আবূ দাউদ সিজিস্তানী দুর্বল বলেছেন। আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে হাদীসে নিকৃষ্ট। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৬০৬] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে জুবারাহ দুর্বল। সানাদে 'আব্দুর রহমান ইবনু নাহশাল বলাটা ভুল। সঠিক হল, 'আব্দুর রহমান হতে, তিনি নাহশাল হতে। নাহশাল বর্জিত ব্যক্তি (সাক্বিত)। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

৬৭২-৩৪২১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বিদায়ের সময় সুন্নাত হচ্ছে, অতিথিদের সঙ্গে ঘরের দরজা পর্যন্ত যাওয়া।[৬০৭]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (২৫৮), রাদ্দু 'আলা বালীক্ব(২২১)।

٥٧- باب الْجَمْعِ بَيْنَ السَّمْنِ وَاللَّحْمِ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ গোশ্‌ত ও ঘি একত্রে মেশানো

٦٧٣-٣٤٢٤. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَرْحَبِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي الْيَعْفُورِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى مَائِدَتِهِ فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْمَجْلِسِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ . ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَلَقِمَ لُقْمَةً ثُمَّ ثَنَّى بِأُخْرَى ثُمَّ قَالَ إِنِّي لأَجِدُ طَعْمَ دَسَمٍ مَا هُوَ بِدَسَمِ اللَّحْمِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي خَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ أَطْلُبُ السَّمِينَ لأَشْتَرِيَهُ فَوَجَدْتُهُ غَالِيًا فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ مِنَ الْمَهْزُولِ وَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِدِرْهَمٍ سَمْنًا فَأَرَدْتُ أَنْ يَتَرَدَّدَ عِيَالِي عَظْمًا عَظْمًا . فَقَالَ عُمَرُ مَا اجْتَمَعَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطُّ إِلاَّ أَكَلَ أَحَدَهُمَا وَتَصَدَّقَ بِالآخَرِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ خُذْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَنْ يَجْتَمِعَا عِنْدِي إِلاَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ . قَالَ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ .

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

৬৭৩-৩৪২৪। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ﷺ তাঁর ঘরে ঢুকলেন, তখন তিনি খাবারে দস্তরখানে ছিলেন। তিনি তাঁকে খাওয়ার মজলিসে মাঝখানে জায়গা করে দিলেন। তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে খাবারে হাত দিয়ে এক লোকমা তুলে নিলেন। এরপর তিনি দ্বিতীয় লোকমা তুললেন এবং বললেন ঃ আমি চর্বির স্বাদ পাচ্ছি এবং তা গোশ্‌তের চর্বি নয়। 'আবদুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি মোটা পশুর গোশ্‌ত ক্রয়ের জন্য বাজারে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার দাম বেশি বিধায় আমি এক দিরহামের শীর্ণকায় পশুর গোশ্‌ত কিনলাম এবং এক দিরহামের ঘি কিনে তা ঐ গোশ্‌তে ঢেলে দিলাম। আমি চাচ্ছিলাম যে, পরিবারের সকলের ভাগে অন্তত একটি করে হাড় পড়ুন। তখন 'উমার ﷺ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ঘি ও গোশ্‌ত একত্রে আনা হলে তিনি একটি খেয়েছেন এবং অপরটি দান খয়রাত করেছেন। 'আবদুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! খাদ্য গ্রহণ করুন। পুনরায় কখনও ঘি ও গোশ্‌ত একত্র হলে আমিও তাই করব। 'উমার ﷺ বলেন ঃ আমি কখনও এমন করব না (খাব না)।[৬০৮]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

---

[৬০৭] সানাদে 'আলী ইবনু 'উরওয়াহ রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে হাদীস জাল করত। সালিহ জাযারা ও অন্যরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। **–যঈফাহ্**

আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সে দুর্বল ও মাতরুক বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৬০৮] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে 'আব্দুর রহমান ইবনু উবাইদ রয়েছে। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

٦١- باب أَكْلِ الثِّمَارِ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ ফল খাওয়া

٦٧٤-٣٤٣١. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عِنَبٌ مِنَ الطَّائِفِ فَدَعَانِي فَقَالَ " خُذْ هَذَا الْعُنْقُودَ فَأَبْلِغْهُ أُمَّكَ " . فَأَكَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ أُبْلِغَهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لَيَالٍ قَالَ لِي " مَا فَعَلَ الْعُنْقُودُ هَلْ أَبْلَغْتَهُ أُمَّكَ " . قُلْتُ لاَ . قَالَ فَسَمَّانِي غُدَرَ .

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

৬৭৪-৩৪৩১। নু'মান ইবনু বাশীর رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর জন্য তায়িফ হতে আঙ্গুর উপঢৌকন পাঠানো হল। তিনি আমাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি এই আঙ্গুরের গুচ্ছো নিয়ে তোমার মাকে পৌঁছিয়ে দাও। কিন্তু আমার মাকে পৌঁছানোর পূর্বে আমি তা খেয়ে ফেললাম। কয়েক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আঙ্গুরের গুচ্ছের কী হল? তুমি কি তোমার মাকে তা পৌঁছেছিলে? আমি বললাম, না। তাই তিনি (ঠাট্টা করে) আমার নাম রাখলেন 'গুযার'।[৬০৯]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

٦٧٥-٣٤٣٢. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ، حَدَّثَنَا **نُقَيْبُ بْنُ حَاجِبٍ**، عَنْ **أَبِي سَعِيدٍ**، عَنْ **عَبْدِ الْمَلِكِ الزُّبَيْرِيِّ**، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِيَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَقَالَ " دُونَكَهَا يَا طَلْحَةُ فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ".

ضعيف الاسناد .

৬৭৫-৩৪৩২। ত্বালহা رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তাঁর হাতে পেয়ারা জাতীয় এক প্রকার ফল ছিল। তিনি বললেন, হে ত্বালহা! এগুলো খাও। কেননা এগুলো অন্তরকে প্রশান্তি দেয়।[৬১০]

সানাদ দুর্বল।

---

[৬০৯] হাকিম (৪/১৪৫)।

[৬১০] বায়হাকী (৮/২৯০)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আব্দুল মালিক যুবাইরী অজ্ঞাত। আল্লামা মিযযী 'আতরাফ' গ্রন্থে এবং ইমাম যাহাবী 'কাশিফ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের আবূ সাঈদকে অপছন্দ করা হত। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

এছাড়া সানাদের নুকাইব ইবনু হাজির সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেছেন, তার পরিচয় জানা যায়নি। সানাদের আবূ সাঈদ সর্ম্পকে আল্লামা মিযযী বলেছেন, সে অজ্ঞাতদের অন্যতম। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তাকে চেনা যায়নি। 'আব্দুল মালিক যুবাইরীকে আল্লামা মিযযী ও যাহাবী অজ্ঞাত বলেছেন। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٠ – كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

অধ্যায়-৩০ ঃ পানীয় এবং পানপাত্র

١– باب الْخَمْرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মদ সকল পাপের চাবিকাঠি

٦٧٦–٣٤٣٥. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مُنِيرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ نُسَىٍّ، يَقُولُ سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الأَرَتِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَفْرَعُ الْخَطَايَا كَمَا أَنَّ شَجَرَتَهَا تَفْرَعُ الشَّجَرَ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٣ | ١٨٢ .

৬৭৬–৩৪৩৫। খাব্বাব ইবনু আরাত (রাঃ) হতে রসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবধান! মদ বর্জন কর। কারণ মদের পাপ অন্যান্য সকল পাপকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, যেমন তার গাছ (আঙ্গুর গাছ) অন্যান্য গাছের উপর ছড়িয়ে যায়।[৬১১]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/১৮২)।

٩– باب كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ নেশা সৃষ্টিকারী প্রতিটি জিনিস হারাম

٦٧٧–٣٤٥٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ " .

ضعيف :التعليق علي ابن ماجة و الشطر الأول صحيح جدا .

---

[৬১১] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে মুনীর ইবনু যুবাইর শামী দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেছেন, মুনীর নির্ভরযোগ্যদের সূত্রে মু'দাল বর্ণনা নিয়ে আসে। যাচাইয়ের দৃষ্টিকোণ ছাড়া তার থেকে বর্ণনা করা হারার নয়। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

৬৭৭-৩৪৫২। মু'আবিয়াহ ﷺ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ নেশা উদ্রেককারী প্রতিটি জিনিস প্রত্যেক মু'মিনের জন্য হারাম।

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ, তবে হাদীসের প্রথমাংশ খুবই বিশুদ্ধ।

١٥– بَاب نَبِيذِ الْجَرِّ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মাটির কলসে নাবীয তৈরি করা

٦٧٨– ٣٤٧٠. حَدَّثَنَا **سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ**، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَتْنِي رُمَيْثَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ أَتَعْجِزُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ كُلَّ عَامٍ مِنْ جِلْدِ أُضْحِيَّتِهَا سِقَاءً ثُمَّ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَفِي كَذَا وَفِي كَذَا إِلاَّ الْخَلَّ .

ضعيف الاسناد .

৬৭৮-৩৪৭০। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কোন নারী কি প্রতি বছর তার কুরবানীর পশুর চামড়া দ্বারা একটি মশ্‌ক তৈরিতে সক্ষম নয়? তিনি পুনরায় বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাটির কলসে এবং এরূপ এরূপ পাত্রে নাবীয বানাতে নিষেধ করেছেন, অবশ্য সিরকার কথা ভিন্ন।[৬১২]

সানাদ দুর্বল।

١٦– بَاب تَخْمِيرِ الإِنَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ পাত্র ঢেকে রাখা

٦٧٩– ٣٤٧٥. حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا **حَرِيشُ بْنُ خِرِّيتٍ**، أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَصْنَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً إِنَاءً لِطَهُورِهِ وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ .

ضعيف .

৬৭৯-৩৪৭৫। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তিনটি পাত্র রাখতাম ঢাকা অবস্থায়। একটি তাঁর পবিত্রতা অর্জনের জন্য, একটি তাঁর মিসওয়াকের জন্য এবং একটি তার পান করার জন্য।[৬১৩]

দুর্বল।

---

[৬১২] আহমাদ (২৪১৫৫)। সানাদের সুওয়াইদ এর ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৬১৩] বায়হাকী (৭/২৮৫)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে হারীশ ইবনু খিররীত সকলে ঐকমত্যে দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

١٨– باب الشُّرْب بِثَلاَثَة أَنْفَاس

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ পানীয় দ্রব্য তিন নিঃশ্বাসে পান করা

٦٨٠–٣٤٨٠. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ فَتَنَفَّسَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ .

ضعيف : مختصر الشمائل المحمدية ١٨١ .

৬৮০–৩৪৮০। ইবনু 'আব্বাস রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ পানি পান করলেন এবং তাতে দু'বার শ্বাস নিলেন।[৬১৪]

দুর্বল ঃ মুখতাসার শামায়িলি মাহমুদিয়া (১৮১)।

١٩– باب اخْتِنَاث الأَسْقِيَة

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ মশ্‌কের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করা

٦٨١–٣٤٨٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا **زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ**، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ وَإِنَّ رَجُلاً بَعْدَمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ فَاخْتَنَثَهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ .

ضعيف : التعليق الرغيب ٣ | ١١٨-١١٩، الصحيحة ١١٢٦، و المرفوع منه في الصحيح : ق .

৬৮১–৩৪৮১। ইবনু 'আব্বাস রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মশকের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করতে বারণ করেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই নিষেধাজ্ঞার পর জনৈক ব্যক্তি রাতে উঠে মুখ উল্টে পানি পান করতে যাচ্ছিল। তখন তা হতে একটি সাপ বেরিয়ে আসে।[৬১৫]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/১১৮-১১৯), সহীহাহ (১১২৬), তার থেকে মারফু বর্ণনাটি সহীহ গ্রন্থে আছে ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢٤– باب النَّفْخِ فِي الشَّرَاب

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেয়া নিষেধ

٦٨٢–٣٤٩٣. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ **عَبْدِ الْكَرِيمِ**، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ .

ضعيف : الارواء ٧ | ٣٧، و قد مضى ٢٩–الأطعمة | ١٨–باب .

---

[৬১৪] তিরমিযী (১৮৮৬), বায়হাকী (৭/২৮৪)।

[৬১৫] এর সানাদে যাম'আহ ইবনু সালিহ দুর্বল। – **তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৬৮২–৩৪৯৩। ইবনু ‘আব্বাস ﵄ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কখনও পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেননি।[৬১৬]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৭/৩৭), এটি গত হয়েছে (২৯-আতয়িমা/১৮-অনুঃ)

٢٥– باب الشُّرْبِ بِالأَكُفِّ وَالْكَرْعِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ আজলা ভরে এবং পানিতে মুখ লাগিয়ে পান করা

٦٨٣–٣٤٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا وَهُوَ الْكَرْعُ وَنَهَانَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ " لاَ يَلَغْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ وَلاَ يَشْرَبْ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلاَ يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاءٍ حَتَّى يُحَرِّكَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُخَمَّرًا وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ يُرِيدُ التَّوَاضُعَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ وَهُوَ إِنَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ إِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ فَقَالَ أُفٍّ هَذَا مَعَ الدُّنْيَا " .

ضعيف : الضعيفة ٢١٦٨ .

৬৮৩–৩৪৯৪। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ﵄ সূত্রে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদা হতে বর্ণিত। তিনি (দাদা ‘আবদুল্লাহ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে উপুড় হয়ে তথা পাত্রে মুখ ডুবিয়ে পানি পান করতে বারণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে এক হাতের তালু ভরে পানি পান করতেও নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত পানিতে মুখ ঢুকিয়ে পান না করে, এক হাতেও যেন পানি পান না করে যেমন একদল লোক পান করে থাকে, যাদের প্রতি মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট। রাতে পানপাত্র আন্দোলিত না করে যেন পানি পান না করা হয়। অবশ্য পাত্র ঢাকা থাকলে ভিন্ন কথা। যে লোক বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের উদ্দেশে পাত্র হতে পান করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাত দিয়ে পানি পান করে তাহলে মহান আল্লাহ তার আঙ্গুলের সমপরিমাণ নেকি তার ‘আমালনামায় লিখে দিবেন, কারণ হাত হচ্ছে ‘ঈসা ইবনু মারইয়াম (‘আ.)-এর পানপাত্র, যখন তিনি পানপাত্র ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, হায়! এটাও দুনিয়াবী উপকরণ।[৬১৭]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২১৬৮)।

---

[৬১৬] তিরমিযী (১৮৮৮) আবূ দাউদ (৩৭২৮), আহমাদ (১৯১০, ২৮১৩), হাকিম (৪/৪০২), বায়হাকী ‘শু‘আবুল ঈমান’ (৭/২৮৪)।

[৬১৭] আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে বাক্বিয়্যাহ একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন শব্দযোগে বর্ণনা করেছে। আল্লামা দামায়রী বলেছেন, এই হাদীসটি মুনকার। সানাদের যিয়াদ ইবনু ‘আব্দুল্লাহকে চেনা যায়নি। **–যঈফাহ্**

٦٨٤-٣٤٩٦. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ **لَيْثٍ**، عَنْ **سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ**، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَكْرَعُوا وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا فِيهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَاءٌ أَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ " .

ضعيف : الضعيفة ٢٨٤٥ .

৬৮৪–৩৪৯৬। ইবনু ‘উমার رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি পানির চৌবাচ্চার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তা হতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে লাগলাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা মুখ লাগিয়ে পানি পান করবে না, বরং হাত ধুয়ে নাও, এরপর তাতে পান কর। কেননা হাতের চেয়ে অধিক পবিত্র কোন পাত্র হতে পারে না।[৬১৮]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৮৪৫)।

٢٧- باب الشُّرْبِ فِي الزُّجَاجِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ গ্লাসে পান করা

٦٨٥-٣٤٩٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا **مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ**، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ**، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدَحٌ مِنْ قَوَارِيرَ يَشْرَبُ فِيهِ.

ضعيف : الضعيفة ٤٢٢٨ .

৬৮৫–৩৪৯৮। ইবনু ‘আব্বাস رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি কাঁচের গ্লাস ছিল। তিনি তাতে পানীয় পান করতে।[৬১৯]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪২২৮)।

---

[৬১৮] এর সানাদে লাইস ইবনু আবী সুলাইম কুরাশী দুর্বল, এব সাঈদ ইবনু ‘আমিরকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বলেছেন, তাতে অসুবিধা নেই। আবূ হাতিম রাযী বলেছেন, তাকে চেনা যায়নি। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এ হাদীসটিই আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৬১৯] আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে মিনদাল ইবনু ‘আলী এবং মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক দু'জনেই দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

মিনদালকে ইমাম আহমাদ, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন এবং ইয়াকূব ইবনু শায়বাহ দুর্বল বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٣١ - كِتَابُ الطِّبِّ

অধ্যায়-৩১ ঃ চিকিৎসা

١- باب مَا أَنْزَلَ اللهُ دَآءً الاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

অনুচ্ছেদ-১ ঃ আল্লাহ্ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার নিরাময় তিনি দেন নাই

٦٨٦-٣٥٠٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي خِزَامَةَ، عَنْ أَبِي خِزَامَةَ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا وَتُقًى نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ " هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ " .

ضعيف : التعليقات الرضية على الروضة الندية ٢ | ٢٢٨،المشكاة ٩٧ .

৬৮৬-৩৫০০। আবূ খিযামাহ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা যেসব ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করি এবং যেসব তাবিজ মাদুলি দিয়ে আমরা ঝাড়ফুঁক করি এবং যেসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করি, সে বিষয়ে আপনার মতামত কী? সেগুলো আল্লাহর তাকদীরকে বিন্দুমাত্র রদ করতে পারে কি? তিনি বললেন ঃ সেগুলোও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।[৬২০]

দুর্বল ঃ তা'লীকাতুর রাযিয়্যাহ "আলা রাওযাতুন্ নাদিয়্যাহ (২/২২৮), মিশকাত (৯৭)।

٢- باب الْمَرِيضِ يَشْتَهِي الشَّيْءَ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ রোগী কিছু (খাওয়ার) ইচ্ছা করলে

٦٨٧-٣٥٠٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلاً فَقَالَ لَهُ " مَا تَشْتَهِي " . فَقَالَ أَشْتَهِي خُبْزَ بُرٍّ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ " . ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ " .

ضعيف : ومضى برقم ١٤٦١ .

---

[৬২০] তিরমিযী (২০৬৫); হাকিম (৪/৪০৭)।

৬৮৭–৩৫০৩। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এক (অসুস্থ) লোককে দেখতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কী (খেতে) ইচ্ছা হয়? লোকটি বলল ঃ আমার গমের রুটি খেতে ইচ্ছা হয়, নাবী ﷺ বললেন ঃ যার নিকট গমের রুটি আছে সে যেন তার ভাইয়ের নিকট তা পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের কোন রুগী কিছু খেতে চাইলে সে যেন তাকে তা খেতে দেয়।[৬২১]

দুর্বল ঃ এটি গত হয়েছে (১৪৬১) নং-এ।

٦٨٨–٣٥٠٤. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ **يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ " أَتَشْتَهِي شَيْئًا أَتَشْتَهِي كَعْكًا " . قَالَ نَعَمْ . فَطَلَبُوا لَهُ .

ضعيف : و مضى ١٤٦٢ .

৬৮৮–৩৫০৪। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে বললেন ঃ তোমার কি কিছু (খেতে) ইচ্ছে করছে? লোকটি বলল ঃ আমার কেক খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। অতঃপর তারা লোকটির জন্য তা চেয়ে আনে।

দুর্বল ঃ এটি গত হয়েছে (১৪৬২) নং-এ।[৬২২]

٥– باب التَّلْبِينَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ তালবীনা (দুধ, মধু ও আটা তৈরী খাবার) খাওয়া

٦٨٩–٣٥٠٨. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ . قَالَتْ وَكَانَ يَقُولُ " إِنَّهُ لَيَرْتُو فُؤَادَ الْحَزِينِ وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ عَنْ وَجْهِهَا بِالْمَاءِ " .

ضعيف :المشكاة ٤٢٣٤ .

৬৮৯–৩৫০৮। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবার জ্বরাক্রান্ত হলে, তিনি হাসা তৈরীর নির্দেশ দিতেন। তিনি ('আয়িশাহ) বলেন, তিনি বলতেন ঃ চিন্তাগ্রস্ত মনে তা প্রফুল্লতা আনে এবং অসুস্থের মন থেকে নির্জীবতা এমনভাবে ধুয়ে মুছে দেয়, যেমন তোমাদের কেউ পানি দিয়ে স্বীয় মুখ হতে ময়লা ধুয়ে ফেলে।[৬২৩]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪২৩৪)।

---

[৬২১] ইবনু মাজাহ এতে একক হয়ে গেছেন। –তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

[৬২২] হাকিম (৪/৩৫২)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের ইয়াযীদ রাক্বাশীর দুর্বলতার কারণে এর সানাদটি দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৬২৩] বুখারী (৫৪১৭), মুসলিম (২২১৬), তিরমিযী (২০৩৯), আহমাদ (২৩৯৯১, ২৪৬৯৩, ২৫৫১৯), হাকিম (৪/১১৭)।

٦٩٠-٣٥٠٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهَا كُلْثُمُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ التَّلْبِينَةِ " . يَعْنِي الْحَسَاءَ . قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَزَلِ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَنْتَهِيَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ . يَعْنِي يَبْرَأُ أَوْ يَمُوتُ .

ضعيف الاسناد .

৬৯০-৩৫০৯। ‘আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ অপ্রিয় কিন্তু উপকারী বস্তুটি তোমরা অবশ্যই গ্রহণ কর, আর তা হচ্ছে- তালবীনা অর্থাৎ হাসা। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পরিজনের কেউ অসুস্থ হলে চুলার উপর (হাসার) ডেগ থাকতো, দু’ প্রান্তের এক প্রান্তে অর্থাৎ জীবন-মৃত্যু অবধি।[৬২৪]

সানাদ দুর্বল।

٧- باب الْعَسَلِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ মধু

٦٩١-٣٥١٣. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا **الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ** الْهَاشِمِيُّ، عَنْ **عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَالِمٍ**، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلاَثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلاَءِ " .

ضعيف : الضعيفة ٧٦٢ .

৬৯১-৩৫১৩। আবূ হুরাইরাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক প্রতি মাসে তিনদিন সকাল বেলায় মধু চেটে খাবে তাকে কোন বড় ধরনের বিপদ (রোগ) আক্রান্ত করবে না।[৬২৫]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৭৬২)।

٦٩٢-٣٥١٤. حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا **عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ**، حَدَّثَنَا أَبُو **حَمْزَةَ الْعَطَّارُ**، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَسَلٌ فَقَسَمَ بَيْنَنَا لُعْقَةً لُعْقَةً فَأَخَذْتُ لُعْقَتِي ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزْدَادُ أُخْرَى قَالَ " نَعَمْ ".

ضعيف الاسناد .

---

[৬২৪] বুখারী (৫৪১৭), মুসলিম (২২১৬), তিরমিযী (২০৩৯), আহমাদ (২৩৯৯১, ২৪৬৯৩, ২৫৫১৯)।

[৬২৫] বুখারী ‘তারীখ’ (৩/২/৫৫), দূলাবী (১/১৮৫), ‘উক্বাইলী ‘আয-যুআফা” (২/৪৮), ইবনু বিশরান ’আল-আমালী’ (২/১৬৯), এবং ইবনু ‘আদী (১/১৫০)। সানাদের ‘আব্দুল হামীদ অজ্ঞাত। হাফিয ইবনু হাজার এ সম্পর্কে ‘আত-তাক্বরীব’ গ্রন্থে স্পস্ট আলোচনা করেছেন। অতঃপর তিনি সানাদে যুবাইর সম্পর্কে বলেছেন, সে হাদীসে দুর্বল। হাদীসটি ইবনুল জাওযী ‘মাওযূ‘আত’ গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, বর্ণনাটি সহীহ নয়। ‘উক্বাইলী বলেন, ইমাম বুখারী বলেছেন, ‘আব্দুল হামীদ ইবনু সালিম, আবূ হুরাইরাহ হতে শুনেছেন কিনা তা জানা যায়নি। **–যঈফাহ্**

৬৯২-৩৫১৪। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-কে মধু উপঢৌকন দেয়া হলে তিনি আমাদের মাঝে তা চেটে খাওয়ার পরিমাণ করে বণ্টন করলেন, আমি আমার চাটুনির অংশটুকু নিয়ে বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আরেকটু দিন, তিনি বললেন ঃ ঠিক আছে।[৬২৬]

সানাদ দুর্বল।

٦٩٣-٣٥١٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ **أَبِي إِسْحَاقَ**، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ " .

ضعيف : والصحيح موقوف : الضعيفة ١٥١٤ .

৬৯৩-৩৫১৫। 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই দুই আরোগ্য দানকারী মধু ও কুরআনকে গ্রহণ করবে।[৬২৭]

দুর্বল ঃ বিশুদ্ধ হল মাওকুফ হওয়াটা ঃ যঈফাহ্ (১৫১৪)।

٨- باب الْكَمْأَةِ وَالْعَجْوَةِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ কাম'আত (ছত্রাক) ও আজওয়া খেজুর

٦٩٤-٣٥١٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ الْجِنَّةِ " .

منكر بلفظ : (الجنة) :المشكاة ٤٢٣٥، و المحفوظ بلفظ : (السم) : الروض النضير ٤٤٤ .

৬৯৪-৩৫১৬। আবূ সা'ঈদ ও জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কাম'আত হলো মান্নার শ্রেণীভুক্ত এবং তার রস চোখের জন্য নিরাময়। আর আজওয়া খেজুর হচ্ছে জান্নাতের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর তা উম্মাদ রোগের নিরাময়।[৬২৮]

মুনকার (الْجَنَّة) শব্দ যোগে ঃ মিশকাত (৪২৩৫), আর মাহফুয হল এই শব্দে ঃ (السَّمِّ) ঃ রাওযুন নাযীর (888)।

---

[৬২৬] হাকিম (৪/১৬৪)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, আবূ হামজাহ'র কারণে এর সানাদের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। তার নাম ইসহাক ইবনু রাবীঈ। অনুরূপ সানাদের 'উমার ইবনু সাহল। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৬২৭] ইবনু 'আদী (১৪৭/১), খাতীব (১/৩৫), এবং ইবনু আসাকির (২/৫১২), হাকিম (৪/২০১)। সানাদে আবূ ইসহাক মুদাল্লিস, পাশাপাশি সে সংমিশ্রণকারী। এটি সে আন্ আন্ শব্দ যোগে বর্ণনা করেছে। **-যঈফাহ্**

[৬২৮] আহমাদ (১১০৬১)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদ হাসান কিন্তু সানাদের শাহর সম্পর্কে মতভেদ আছে। সঠিক হল, শাহর হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণনা করেছেন। যেমন তা অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে। **-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٦٩٥-٣٥٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا **الْمُشْمَعِلُّ بْنُ إِيَاسٍ** الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرٍو الْمُزَنِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الْعَجْوَةُ وَالصَّخْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ "

ضعيف : الارواء ٢٦٩٦ .

৬৯৫-৩৫২০। রাফি' ইবনু 'আম্‌র মুযানী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আজওয়া ও সাখরাহ খেজুর জান্নাতী খাবারের অন্তর্ভুক্ত।[৬২৯]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (২৬৯৬)।

١٠- بَاب الصَّلاَةُ شِفَاءٌ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ সলাত একটি শিফা (নিরাময়)

٦٩٦-٣٥٢٢. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا ذُوَادُ بْنُ عُلْبَةَ، عَنْ **لَيْثٍ**، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ هَجَّرَ النَّبِيُّ ﷺ فَهَجَّرْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ فَالْتَفَتَ إِلَىَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " اشِكَمَتْ دَرْدْ " . قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّ فِي الصَّلاَةِ شِفَاءً " .

ضعيف : الضعيفة ٤٠٦٦ .

৬৯৬-৩৫২২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ হিজরাত করলেন, আমিও হিজরাত করলাম। আমি সলাত আদায় করে তাঁর পাশে বসলাম। নাবী ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমার কি পেটে ব্যথা? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন ঃ উঠো এবং সলাত আদায় কর। কেননা সলাতে নিরাময় আছে।[৬৩০]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪০৬৬)।

١٢- بَاب دَوَاءِ الْمَشْيِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ জুলাব ব্যবহার প্রসঙ্গে

٦٩٧-٣٥٢٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَوْلًى، لِمَعْمَرٍ التَّيْمِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ قَالَ

---

[৬২৯] আহমাদ (৫/৩১), আবূ নু'আইম (৯/৫০)। সানাদের বর্ণনাকারী মুশমায়িল হাদীসের মাতানকে উলটপালট করেছেন। **-ইরওয়াউল গালীল**

[৬৩০] আহমাদ (৮৮২৩, ৮৯৮৭), বায়হাকী (৯/৩৪৬), হাকিম (৪/২০২)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের লাইস হল, ইবনু আবী সুলাইম। জমহুর তাকে দুর্বল বলেছেন। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ " . قُلْتُ بِالشُّبْرُمِ قَالَ " حَارٌّ جَارٌّ " . ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَى . فَقَالَ " لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِي مِنَ الْمَوْتِ كَانَ السَّنَى وَالسَّنَى شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ " .

ضعيف :المشكاة ٤٥٣٧ .

৬৯৭-৩৫২৫। আসমা বিনতু 'উমায়স ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কিসের জুলাব নিয়ে থাকো? আমি বললাম, শুভরূপ দিয়ে। তিনি বললেন ঃ তা তো ভীষণ গরম জিনিস। অতঃপর আমি সানা দিয়ে জুলাব নিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ কোন ঔষধ যদি মৃত্যু হতে আরোগ্য দিতো, তবে সেটা হতো সানা। আর সানা হচ্ছে মৃত্যু হতে আরোগ্যদাকারী।[৬৩১]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪৫৩৭)।

١٧- باب دَوَاءِ ذَاتِ الْجَ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ ফুসফুস ঝিল্লির প্রদাহের প্রতিষেধক

٦٩٨-٣٥٣٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرْسًا وَقُسْطًا وَزَيْتًا يُلَدُّ بِهِ .

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

৬৯৮-৩৫৩২। যায়দ ইবনু আরক্বাম ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ফুসফুস ঝিল্লির প্রদাহে এই ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন যে, ওয়ারদ পাতা, চন্দন কাঠ ও যায়তুন তেল মিশিয়ে মাখতে হবে।[৬৩২]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

٢٠- باب الْحِجَامَةِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ রক্তমোক্ষণ

٦٩٩-٣٥٤٣. حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا **عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ**، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يَذْهَبُ بِالدَّمِ وَيُخِفُّ الصُّلْبَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ ".

ضعيف : الضعيفة ٢٠٣٦ .

---

[৬৩১] তিরমিযী (২৩৮১), ইবনু হিব্বান (২৯৬৫), হাকিম (৪/২০৯)।

[৬৩২] তিরমিযী (২০৭৮, ২০৭৯), হাকিম (৪/২০১, ৪১০), বায়হাকী (৯/৩৪১)।

Contents

৬৯৯-৩৫৪৩। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ উত্তম বান্দা হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণকারী। সে রক্ত বের করে এনে পিঠকে হালকা করে এবং দৃষ্টিকে প্রখর করে।[৬৩৩]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২০৩৬)।

٢١- باب مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ রক্তমোক্ষণের স্থান

٧٠٠-٣٥٤٧. حَدَّثَنَا **سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ**، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعْدٍ الإِسْكَافِ، عَنِ **الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ**، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِحِجَامَةِ الأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ .

ضعيف جدا : التعليق علي ابن ماجة .

৭০০-৩৫৪৭। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরীল ('আ.) ঘাড়ের দুই রগে ও কাঁধে শিঙ্গা লাগানোর (পরামর্শ নিয়ে) নাবী ﷺ-এর খিদমাতে অবতীর্ণ হলেন।[৬৩৪]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

٧٠١-٣٥٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَقُولُ " مَنْ أَهْرَاقَ مِنْهُ هَذِهِ الدِّمَاءَ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ لاَ يَتَدَاوَى بِشَىْءٍ لِشَىْءٍ " .

ضعيف : الضعيفة ١٨٦٧ .

৭০১-৩৫৪৯। আবূ কাবশাহ আনসারী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ মাথার মাঝখানে এবং দুই কাঁধের মাঝে শিঙ্গা লাগাতেন এবং বলতেন, যে তার শরীরের এ অংশ হতে শিঙ্গা লাগালো, তার কোন রোগের জন্য চিকিৎসা না করাতে ক্ষতি হবে না।[৬৩৫]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৮৬৭)।

---

[৬৩৩] তিরমিযী (২/৫), তাবারানী (১১৮৯৩), এবং হাকিম। সানাদের 'আব্বাদ ইবনু মানসূর সম্পর্কে হাফিয বলেছেন, সে সত্যবাদী, কিন্তু তাদলীস করত এবং শেষ বয়সে স্মৃতি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। **–যঈফাহ্**

[৬৩৪] বায়হাকী (৯/৩৪১)। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদে আসবাগ ইবনু নুবাতাহ দুর্বল। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেছেন, এর সানাদে সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ ইসকাফ হানযালী রয়েছে। সে মাতরুক। ইবনু হিব্বান তাকে হাদীস জালকরণে অভিযুক্ত করেছেন। সে ছিল রাফেযী। ইবনে মাজাহতে তার এ হাদীসটি ছাড়া অন্য কোন হাদীস নেই। এছাড়া সানাদে আসবাগ ইবনু নুবাতাহকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ কাত্তান ও ইবনু মাহদী মাতরুক বলেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বলেছেন, সে শিথিল। ইবনে মাজাহতে তাঁর কেবল এ হাদীসটি আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৬৩৫] আবূ দাউদ (৩৮৫৯), বায়হাকী (৯/৩৪০), ইবনু হিব্বান (৬০৭৭) হাকিম (৪/২০৫)।

٢٦- باب مَنِ اكْتَحَلَ وِتْرًا

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ যে লোক বিজোড় সংখ্যায় সুরমা ব্যবহার করে

٧٠٢-٣٥٦٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعْدِ الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ " .

ضعيف :المشكاة ٣٥٢، ضعيف أبي داود ٩، و تقدم تحت الحديث ٣٤١ .

৭০২-৩৫৬৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ সুরমা লাগালে যেন বিজোড় সংখ্যায় লাগায়। যে এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো আর যে এরূপ করলো না তার কোন সমস্যা হবে না।

দুর্বল ঃ মিশকাত (৩৫২), যঈফ আবী দাউদ (৯)।

٧٠٣-٣٥٦٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ **عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ**، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلاَثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ .

ضعيف : الارواء ٧٦،مختصر الشمائل المحمدية ٤٢،المشكاة ٤٤٧٢ .

৭০৩-৩৫৬৪। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর একটি সুরমাদানি ছিল, তা হতে তিনি প্রতি চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন।[৬৩৬]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৭৬), মুখতাসার শামায়িলি মাহমুদিয়া (৪১), মিশকাত (৪৪৭২)।

٢٨- باب الاِسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ কুরআন দ্বারা আরোগ্য লাভ

٧٠٤-٣٥٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ **الْحَارِثِ**، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ " .

ضعيف : الضعيفة ٣٠٩٣ .

---

[৬৩৬] আহমাদ (৩৩৩২০), তিরমিযী (৩/৬০), হাকিম (৪/৪০৮), তায়ালিসি (১/৩৫৮), ইবনু সা'দ (১/৪৮৪)। হাদীসের সানাদে 'আব্বাদ রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে দলিলযোগ্য নয়। হাফিয 'আত-তাকরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে তাদলীস করত এবং শেষ বয়সে তার স্মৃতি পরিবর্তন হয়ে যায়। সানাদে 'আব্বাদ ও ইকরিমার মাঝে দু'জন ব্যক্তি রয়েছে (যারা এই সানাদে উহ্য রয়ে গেছে)। তারা হল- (১) ইবনু ইয়াহইয়া, সে ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ আসলামী, সে মিথ্যুক, (২) দাউদ ইবনু হুসাইন, সে দুর্বল। **-ইরওয়াউল গালীল**

৭০৪–৩৫৬৬। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ উত্তম ঔষধ হচ্ছে আল-কুরআন।[৬৩৭]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩০৯৩)।

٣٤- باب مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ الرُّقَى

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ যে সব ঝাড়ফুঁকের অনুমতি আছে

٧٠٥-٣٥٧٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ خَالِدَةَ بِنْتَ أَنَسٍ أُمَّ بَنِي حَزْمٍ السَّاعِدِيَّةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ الرُّقَى فَأَمَرَهَا بِهَا .

ضعيف : التعليق على ابن ماجة .

৭০৫–৩৫৭৯। আবূ বাক্র বিন মুহাম্মাদ সূত্রে বর্ণিত। একদা খালিদাহ বিনতু আনাস উম্মু বনূ হাযম সাঈদিয়াহ ﷺ নাবী ﷺ-এর নিকট আসেন এবং ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন তিনি ﷺ তাকে এর অনুমতি দিয়েছেন।

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

٣٥- باب رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ সাপ ও বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক

٧٠٦-٣٥٨٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي **أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ**، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ عَرَضْتُ النَّهْشَةَ مِنَ الْحَيَّةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا .

ضعيف الاسناد .

৭০৬–৩৫৮৪। 'আম্র ইবনু হাযম ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আমি সাপের কাঁমড়ের ঝাড়ফুঁকের দু'আ উপস্থাপন করলাম, ফলে তিনি আমাকে এ কাজের অনুমতি দিলেন।[৬৩৮]

সানাদ দুর্বল।

---

[৬৩৭] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে হারিস আ'ওয়ার দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৬৩৮] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেন, ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এটি মুরসাল। সানাদের আবূ বাক্র হচ্ছেন আবূ মুহাম্মাদ ইবনু 'আম্মার ইবনু হাযম। সে তার দাদার যুগ পায়নি। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

٣٦- باب مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا عُوِّذَ بِهِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ যে দু'আ দ্বারা নাবী ﷺ ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং যে দু'আ দ্বারা তাঁকে ঝারফুঁক করা হয়েছে তার বিবরণ

٧٠٧-٣٥٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ **عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ**، عَنْ زِيَادِ بْنِ ثُوَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي فَقَالَ لِي " أَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةٍ جَاءَنِي بِهَا جِبْرَائِيلُ " . قُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

ضعيف : الضعيفة ٣٣٥٧ .

৭০৭-৩৫৮৯। আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাকে দেখতে এসে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে সেই ঝাড়ফুঁক করবো না যে ঝাড়ফুঁক নিয়ে জিবরীল ('আ.) আমার নিকট এসেছিলেন? আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি তিনবার বললেন ঃ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ " (অর্থ) "আল্লাহর নামে তোমাকে আমি ঝাড়ফুঁক করছি। আল্লাহ তোমাকে নিরাময় দান করবেন তোমার মধ্যকার যাবতীয় রোগ হতে এবং গিট সমূহে ফুঁৎকারকারিণীদের খারাবী হতে এবং হিংসুকের হিংসা হতে যখন সে হিংসা করে।"[৬৩৯]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩৩৫৭)।

٣٧- باب مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْحُمَّى

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ যে দু'আ দিয়ে জ্বরের ঝাড়ফুঁক করা হয়

٧٠٨-٣٥٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الأَشْهَلِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمَّى وَمِنَ الأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولُوا " بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ " .

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

---

[৬৩৯] আহমাদ (৯৪৬৫)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আসিম ইবনু 'উবাইল্লাহ ইবনু 'আসিম ইবনু 'উমার 'উমরী দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

Contents

৭০৮–৩৫৯১। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ সহাবীদেরকে যাবতীয় জ্বর ও ব্যথার " بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ " জন্য এ দু'আ শিক্ষা দিলেন "সবচেয়ে বড় আল্লাহর নামে, মহান আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি, রক্তচাপে ফুলে উঠা রগের খারাবী হতে এবং অগ্নিপাতের খারাবী হতে।"[৬৪০]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

٣٩– باب تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ তাবীজ লটকানো

٧٠٩–٣٥٩٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ **مُبَارَكٍ**، عَنِ **الْحَسَنِ**، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ " مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ " . قَالَ هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ . قَالَ " انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا " .

ضعيف : الضعيفة ١٠٢٩، صحيح أبي داود تحت الحديث ٤٦٩ .

৭০৯–৩৫৯৭। 'ইমরান ইবনু হুসায়ন ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ জনৈক ব্যক্তির হাতে পিতলের কড়া দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? লোকটি বলল, এটা তাবিজ। তিনি বললেন, খুলে ফেলো; কেননা এটা কেবল তোমার দুর্বলতাই বৃদ্ধি করবে।[৬৪১]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১০২৯), সহীহ আবী দাঊদ (৪৬৯) নং হাদীসের নীচে।

٤٠– باب النُّشْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ কোন কিছুর কুপ্রভাব (আসর)-এর চিকিৎসা

٧١٠–٣٥٩٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ **يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ**، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّ جُنْدَبٍ، قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ بَلاَءٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا ابْنِي وَبَقِيَّةُ أَهْلِي وَإِنَّ بِهِ بَلاَءً لاَ يَتَكَلَّمُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ائْتُونِي

---

[৬৪০] তিরমিযী (২০৭৫), হাকিম (৪/৪১৪)।

[৬৪১] আহমাদ (১৯৪৯৮), বায়হাকী (৭/২১৭)। এর সানাদ দূর্বল। সানাদে দু'টি দোষ আছে। (১) সানাদে মুবারাকের আন আন শব্দ যোগে বর্ণনা। কেননা সে একজন মুদাল্লিস। পূর্ববর্তী একদল ইমাম তাকে এ দলেই বিবেচিত করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বলেছেন, আমরা তার থেকে কিছু গ্রহণ করি না, তবে যেখানে সে (حدثنا) শব্দ দিয়ে বর্ণনা করে তা ব্যতীত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, সে শিথিক, ভুল বেশি করত। (২) সানাদে হাসান ও 'ইমারানের মাঝে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) ঘটেছে। কেননা সে 'ইমারান থেকে শুনেনি। যেমন বলেছেন ইবনুল মাদীনী, আবূ হাতিম ও ইবনু মাঈন। –**যঈফাহ**

بِشَىْءٍ مِنْ مَاءٍ " . فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ أَعْطَاهَا فَقَالَ " اسْقِيهِ مِنْهُ وَصُبِّي عَلَيْهِ مِنْهُ وَاسْتَشْفِي اللَّهَ لَهُ " . قَالَتْ فَلَقِيتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ لَوْ وَهَبْتِ لِي مِنْهُ . فَقَالَتْ إِنَّمَا هُوَ لِهَذَا الْمُبْتَلَى . قَالَتْ فَلَقِيتُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْحَوْلِ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْغُلاَمِ فَقَالَتْ بَرَأَ وَعَقَلَ عَقْلاً لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ .

ضعيف : صحيح أبي داود ١٧١٥، و تقدم بعضه ٣٠٨٧ .

৭১০–৩৫৯৮। উম্মু জুনদুব ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি কুরবানীর দিন বাতনে ওয়াদীর দিক হতে আকাবার কংকর মারলেন, অতঃপর ফিরে এলেন। তখন বনু খাস'আম গোত্রের এক মহিলা একটি শিশু কোলে নিয়ে তাঁর পিছনে আসতে লাগলো। শিশুটির অসুখ ছিল এই যে, সে কথা বলতে পারতো না। মহিলা বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! এটা আমার ছেলে, আমার পরিবারের পরবর্তী বংশধর। কিন্তু সে অসুস্থ, কথা বলতে পারে না। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমার কাছে কিছু পানি নিয়ে এসো। পানি আনা হলে তিনি দু'হাত ধুলেন এবং মুখে কুলি করলেন। অতঃপর মহিলাকে পানিটা দিয়ে বললেন ঃ এখান থেকে তাকে পানি পান করাও, তার উপর ঢেলে দাও এবং তার জন্য আল্লাহর নিকট আরোগ্য প্রার্থনা কর। তিনি (উম্মু জুনদুব) বলেন ঃ আমি মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, আমাকে যদি কিছু পানি দিতে! সে বলল ঃ এটাতো এই সমস্যা জর্জরিতের জন্য নিয়েছি। তিনি বললেন ঃ বছর শেষে মহিলাটির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে আমি তাকে শিশুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল ঃ সে সুস্থ হয়েছে এবং এমন মেধাবী হয়েছে যা সাধারণ মানুষের মেধার মত নয়।[৬৪২]

দুর্বল ঃ সহীহ আবী দাউদ (১৭১৫), এর কিছু গত হয়েছে (৩০৮৭)।

٤١ – باب الاِسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ কুরআন দ্বারা আরোগ্য প্রার্থনা করা

٧١١–٣٥٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ **أَبِي إِسْحَاقَ**، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ " .

ضعيف : تقدم رقم ٣٥٦٦ .

৭১১–৩৫৯৯। 'আলী ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে আল-কুরআন।[৬৪৩]

দুর্বল ঃ (৩৫৬৬) নং-এ গত হয়েছে।

---

[৬৪২] সানাদের ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ দুর্বল। বেশি বয়সে তার স্মৃতি পরিবর্তন হয়ে যায়। দেখুন, ৫৮১ নং হাদীসের টীকা।

[৬৪৩] হাদীসের সানাদে আবূ ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছে।

٤٤- باب الْجُذَامِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ কুষ্ঠরোগ

٧١٢-٣٦٠٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا **مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ**، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مَجْذُومٍ فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ " كُلْ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلاً عَلَى اللَّهِ " .

ضعيف : المشكاة ٤٥٨٥، الضعيفة ١١٤٤ .

৭১২-৩৬০৮। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এক কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরলেন এবং নিজের সঙ্গে খাবার পাত্রে তার হাত ঢুকালেন এবং বললেন ঃ আল্লাহর উপর ভরসা করে খাও এবং আল্লাহর উপরই ভরসা রাখো।[৬৪৪]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪৫৮৫), যঈফাহ্ (১১৪৪)।

٧١٣-٣٦٠٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ، فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لاَ تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ " .

ضعيف : الضعيفة ١٩٦٠ .

৭১৩-৩৬০৯। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কুষ্ঠরোগীদের প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না।[৬৪৫]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৯৬০)।

٤٥- باب السِّحْرِ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ যাদু প্রসঙ্গে

٧١٤-٣٦١٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا **أَبُو بَكْرٍ الْعَنْسِيُّ**، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمِصْرِيَّيْنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ

---

[৬৪৪] তিরমিযী (১৮১৭), আবূ দাউদ (৩৯২৫)। সানাদের মুফায্যাল সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেছেন, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। হাফিয আত্-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেছেন, সে দূর্বল। অতএব হাদীসটিকে হাকিম কর্তৃক সহীহ বলাটা যে সঠিকতা হতে দূরে তা গোপন নয়। -**যঈফাহ**

[৬৪৫] আহমাদ (২০৭৬)।

Contents

ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ يَزَالُ يُصِيبُكَ كُلَّ عَامٍ وَجَعٌ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلْتَ . قَالَ " مَا أَصَابَنِي شَىْءٌ مِنْهَا إِلاَّ وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَىَّ وَآدَمُ فِي طِينَتِهِ " .

ضعيف :المشكاة ١٢٤٥، الضعيفة ٤٤٢٢ .

৭১৪-৩৬১২। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সালামাহ ﷺ বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনি যে বিষমিশ্রিত বকরীর গোশ্‌ত খেয়েছিলেন, তার ফলে প্রতি বছরই আপনি ব্যথা অনুভব করে থাকেন। তিনি বললেন ঃ এ বিষের ফলে আমার যেটুকু ক্ষতি হয়েছে, তা আদাম ('আ.) মাটিতে থাকা অবস্থায়ই আমার তাকদীরে লিপিবদ্ধ ছিল।[৬৪৬]

দুর্বল ঃ মিশকাত (১২৪৫), যঈফাহ্ (৪৪২২)।

٤٦- باب الْفَزَعِ وَالأَرَقِ وَمَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ ভয় ও নিদ্রাহীনতা থেকে নিষ্কৃতি লাভের দু'আ

٧١٥-٣٦١٥. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا **أَبُو جَنَابٍ**، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ إِنَّ لِي أَخًا وَجِعًا . قَالَ " مَا وَجَعُ أَخِيكَ " . قَالَ بِهِ لَمَمٌ . قَالَ "اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِ" . قَالَ فَذَهَبَ فَجَاءَ بِهِ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَمِعْتُهُ عَوَّذَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَآيَتَيْنِ مِنْ وَسَطِهَا وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَثَلاَثِ آيَاتٍ مِنْ خَاتِمَتِهَا وَآيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ - أَحْسِبُهُ قَالَ ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ - وَآيَةٍ مِنَ الأَعْرَافِ ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ﴾ الآيَةَ وَآيَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ﴾ وَآيَةٍ مِنَ الْجِنِّ ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا﴾ وَعَشْرِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الصَّافَّاتِ وَثَلاَثِ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الْحَشْرِ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ . فَقَامَ الأَعْرَابِيُّ قَدْ بَرَأَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .

منكر : التعليق علي ابن ماجة .

৭১৫-৩৬১৫। আবূ লায়লা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক বেদুঈন এসে বলল ঃ আমার এক ভাই অসুস্থ আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ভাইয়ের কী অসুখ হয়েছে? সে বলল ঃ জ্বিনের আসর। ভিনি বললেন ঃ

---

[৬৪৬] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আবূ বাক্‌র আনাসী দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

তুমি যেয়ে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আবূ লায়লা বলেন ঃ সে গিয়ে তার ভাইকে নিয়ে এলো। তিনি তাকে নিজের সামনে বসালেন। আমি শুনতে পেলাম, তিনি সূরাহ ফাতিহা, সূরাহ আল-বাক্বারার প্রথম চার আয়াত, শেষের দুই আয়াত অর্থাৎ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ আয়াতটি, আয়াতুল কুরসী, বাক্বারার শেষ তিন আয়াত, আলু 'ইমরানের এক আয়াত ঃ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ সূরাহ আ'রাফের এক আয়াত ঃ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ মু'মিনূন-এর এক আয়াত ঃ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ সূরাহ জিন-এর এক আয়াত وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا সূরাহ সাফ্‌ফাত-এর শুরু থেকে দশ আয়াত, সূরাহ হাশরের শেষ তিন আয়াত, সূরাহ ইখলাস قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ সূরাহ ফালাক্ব ও সূরাহ নাস পড়ে তাকে দম করলেন। বেদুঈন লোকটি তখন এমন সুস্থ হয়ে দাঁড়ালো যে, যেন তাঁর কোন অসুখই নেই।[৬৪৭]

মুনকার ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।
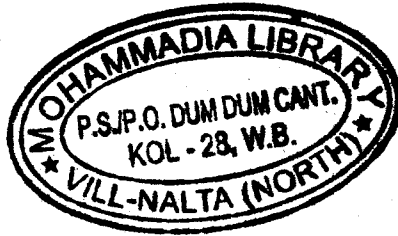
[৬৪৭] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আবূ জানাব দুর্বল। তার নাম হল, ইয়াহইয়া ইবনু আবী হাইয়্যা। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٣٢ - كِتَابُ اللِّبَاسِ

অধ্যায়-৩২ ঃ পোশাক পরিচ্ছদ

١- باب لِبَاسِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পোশাক

٧١٦-٣٦١٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ **الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ**، عَنْ **خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ**، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي شَمْلَةٍ قَدْ عَقَدَ عَلَيْهَا.

ضعيف الاسناد .

৭১৬-৩৬১৮। ‘উবাদাহ ইবনু সামিত ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি চাদরে সলাত আদায় করেছেন, যা তিনি গিট দিয়ে বেঁধে রেখে ছিলেন।[৬৪৮]

সানাদ দুর্বল।

٧١٧-٣٦٢٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا **ابْنُ لَهِيعَةَ**، حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسُبُّ أَحَدًا وَلاَ يُطْوَى لَهُ ثَوْبٌ .

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

৭১৭-৩৬২০। ‘আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাউকে মন্দ কথা বলতে শুনিনি এবং তার কাপড় ভাঁজ করতে দেখিনি।[৬৪৯]

দুর্বল ঃ তা'লীক ‘আলা ইবনে মাজাহ।

---

[৬৪৮] আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে ‘উবাদাহ ইবনু সামিতের সূত্রে খালিদের শ্রবণ বিশুদ্ধ নয়। আবূ নু'আইম বলেছেন, খালিদ, ‘উবাদাহ ইবনু সামিতের সাক্ষাত পাননি এবং তার থেকে শুনেননি। এছাড়া সানাদের আহওয়াস ইবনু হাকীম দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৬৪৯] আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী'আহ দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

٧١٨-٣٦٢٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا **بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ**، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ **نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ**، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّوفَ وَاحْتَذَى الْمَخْصُوفَ وَلَبِسَ ثَوْبًا خَشِنًا .

ضعيف الاسناد .

৭১৮-৩৬২২। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পশমী কাপড় ও ছেঁড়া জুতা পরিধান করেছেন। আর তিনি মোটা কাপড়ও পরিধান করেছেন।[৬৫০]

সানাদ দুর্বল।

٢- باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কোন ব্যক্তি নতুন কাপড় পরার সময় যে দু'আ পড়বে

٧١٩-٣٦٢٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي . ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ أَوْ أَلْقَى فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنَفِ اللَّهِ وَفِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي سِتْرِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيِّتًا " . قَالَهَا ثَلاَثًا .

ضعيف : المشكاة ٤٣٧٤، التعليق الرغيب ٣ | ١٠٠، الضعيفة ٤٦٤٩ .

৭১৯-৩৬২৩। আবূ উমামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ নতুন কাপড় পরিধান করে বললেন ঃ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي । অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কেউ নতুন কাপড় পরলে এই দু'আ পড়বে ঃ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي আর পুরনো হয়ে গেলে তা সদাক্বাহ করে দিবে। তাহলে জীবিত ও মৃত অবস্থায় আল্লাহর ছত্রচ্ছায়ায় ও আল্লাহর হিফাযাতে থাকবে। কথাটি তিনি তিনবার বললেন।[৬৫১]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪৩৭৪), তা'লীকুর রাগীব (৩/১০০), যঈফাহ্ (৪৬৪৯)।

---

[৬৫০] হাকিম (১/৩৫৪)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে নূহ ইবনু জাকওয়ান দুর্বল এবং বাক্বিয়্যাহ ইবনু ওয়ালিদ একজন মুদাল্লিস। সে এটি 'আন 'আন শব্দ যোগে বর্ণনা করেছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৬৫১] তিরমিযী (৩৫৬০), বায়হাকী (৩৯৩), হাকিম (৪/১৯৩)

Contents

٤- باب لُبْسِ الصُّوف

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ পশমী পোষাক পরিধান

٧٢٠-٣٦٢٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا **الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ**، عَنْ **خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ**، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ مِنْ صُوفٍ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَصَلَّى بِنَا فِيهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ غَيْرُهَا .

ضعيف : التعليق الرغيب ٣ | ١٠٨ .

৭২০-৩৬২৯। 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। সে সময় তার পরনে পশমের তৈরি সংকীর্ণ আস্তিন বিশিষ্ট রোমী জুব্বা ছিল। তিনি সেটি পরিধান করে আমাদের নিয়ে সলাত আদায় করলেন। সেটা ব্যতীত আর কিছুই তাঁর পরনে ছিল না।[৬৫২]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/১০৮)।

٧٢١-٣٦٣١. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسِمُ غَنَمًا فِي آذَانِهَا وَرَأَيْتُهُ مُتَّزِرًا بِكِسَاءٍ .

ضعيف : و الشطر الأول صحيح : صحيح أبي داود ٢٣٠٩ .

৭২১-৩৬৩১। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বকরীর কানে দাগ লাগাতে দেখেছি এবং তাকে একটি চাদর লুঙ্গীর ন্যায় পরিধান রত দেখেছি।[৬৫৩]

দুর্বল ঃ তবে প্রথমাংশটি বিশুদ্ধ ঃ সহীহ আবী দাউদ (২৩০৯)।

٥- باب الثِّيَابِ الْبِيَاضِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ সাদা পোষাক পরিধান

٧٢٢-٣٦٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ **شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ**، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمُ اللَّهَ بِهِ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضُ " .

موضوع : التعليق الرغيب ٣ | ٩٧، المشكاة ٤٣٨٢ .

---

[৬৫২] বায়হাকী (২/২৪৪)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, হাফিয আবূ নু'আইম বলেছেন, খালিদ, উবাদাহ ইবনু সামিতের সাক্ষাৎ পায়নি এবং তার থেকে তা শুনেননি। আবূ হাতিমও অনুরূপ বলেছেন। এছাড়া সানাদের আবূল আহওয়াস দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৬৫৩] বুখারী (৫৫৪২), মুসলিম (২১১৯), আবূ দাউদ (২৫৬৩), আহমাদ (১২৩৩৯), বায়হাকী (২/২৩৮), হাকিম (৪/১৯২)।

৭২২-৩৬৩৪। আবূ দারদা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের কুবরে ও তোমাদের মাসজিদে আল্লাহর সঙ্গে সাদা পোষাকে সাক্ষাৎ করাই উত্তম।[৬৫৪]

বানোয়াট ঃ তা'লীক (৩/৯৭), মিশকাত (৪৩৮২)।

١٠- باب كُمِّ الْقَمِيصِ كَمْ يَكُونُ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ জামার আস্তিনের দৈর্ঘ্য

٧٢٣-٣٦٤٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ **مُسْلِمٍ**، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ قَمِيصًا قَصِيرَ الْيَدَيْنِ وَالطُّولِ .

ضعيف : الضعيفة ٣٤٥٨ .

৭২৩-৩৬৪৪। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ছোট হাতা ও কম দৈর্ঘ সম্পন্ন জামা পরিধান করতেন।[৬৫৫]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩৪৫৮)।

١٣- باب ذَيْلِ الْمَرْأَةِ كَمْ يَكُونُ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ নারীর পোষাকের আঁচলের দৈর্ঘ্য

٧٢٤-٣٦٤٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ رُخِّصَ لَهُنَّ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعًا فَكُنَّ يَأْتِينَنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعًا .

منكر بقوله : (فكن يأتينا...) : الصحيحة ١٨٦٤، الثمر المستطاب .

৭২৪-৩৬৪৮। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর স্ত্রীদের এক হাত লম্বা আঁচলের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। অতঃপর নারীরা আমাদের নিকট আসতো, আর আমরা তাদেরকে কাঠি দিয়ে এক হাত পরিমাণ মেপে দিতাম।[৬৫৬]

মুনকার, তার এই বক্তব্য যোগে ঃ (فكن يأتينا...) ঃ সহীহাহ (১৮৬৪), আস্ সামারুল মুসতাত্বাব।

---

[৬৫৪] বায়হাকী (১০/৯৬)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে শুরাইহ ইবনু 'উবাইদ, আবূ দারদা হতে শুনেনি। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৬৫৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের মুসলিম ইবনু কায়সান কুফী সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। সানাদের মূল বিষয় তার উপরই বর্তায়। হাদীসটি বাযযার আনাস হতে বর্ণনা করেছেন। আসমা বিনতু সুক্বন হতে হাদীসটির শাহিদ বর্ণনা আছে, যা তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সেটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৬৫৬] তিরমিযী (১৭৩১), নাসায়ী (৫৩৩৬), আবূ দাউদ (৪১১৭) বায়হাকী (২/২৪৩), হাকিম (৪৫৮৪)।

Contents

١٩– باب لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ নারীদের জন্য রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ পরিধান

٧٢٥–٣٦٦٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ .

شاذ : و المحفوظ (أم كلثوم) مكان (زينب) :التعليق علي ابن ماجة .

৭২৫–৩৬৬৫। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা যাইনাবের পরনে রেশমী কাপড়ের জামা দেখেছি।[৬৫৭]

শায ঃ আর মাহফুয হচ্ছে (যাইনাব) এর স্থলে (উম্মু কুলসূম) ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

٢٢– باب الصُّفْرَةِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ পুরুষদের জন্য হলুদ বর্ণের পোশাক পরিধান প্রসঙ্গে

٧٢٦–٣٦٧١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً يَتَبَرَّدُ بِهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ .

ضعيف : و تقدم برقم ٤٧١ .

৭২৬–৩৬৭১। ক্বায়স ইবনু সা'দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাদের কাছে এলেন, আমরা তাঁর জন্য পানি রাখলাম যেন তিনি ঠাণ্ডা হতে পারেন। তিনি গোসল করলেন, অতঃপর আমি তার জন্য হলুদ রংয়ের একটি চাদর নিয়ে এলাম, আমি তাঁর পিঠে হলুদ দাগ দেখেছিলাম।[৬৫৮]

দুর্বল ঃ (৪৭১) নং-এ গত হয়েছে।

٢٤– باب مَنْ لَبِسَ شُهْرَةً مِنَ الثِّيَابِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ খ্যাতির উদ্দেশে পোষাক পরা

٧٢٧–٣٦٧٥. حَدَّثَنَا **الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ**، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ مُحْرِزٍ النَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَهْمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٣ | ١١٢، الضعيفة ٤٦٥٠ .

---

[৬৫৭] বুখারী (৫৮৪২), নাসায়ী (৫২৯৬, ৫২৯৭), আবূ দাউদ (৪০৫৮)।

[৬৫৮] আবূ দাউদ (৫১৮৫), আহমাদ (১৫০৫০, ২৩৩৩২)।

৭২৭-৩৬৭৫। আবূ যার ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে লোক খ্যাতির পোষাক পরিধান করে, তা খুলে না রাখা পর্যন্ত আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখেন।[৬৫৯]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/১১২), যঈফাহ্ (৪৬৫০)।

٢٥- باب لُبْسِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ মৃত পশুর চামড়া শোধন করার পর পরিধান করা

٧٢٨-٣٦٧٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ .

ضعيف : الروض النضير ٧٧٢ .

৭২৮-৩৬৭৯। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মৃত প্রাণীর চামড়া দাবাগত করে তা দিয়ে উপকৃত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৬৬০]

দুর্বল ঃ রাওযুন নাযীর (৭৭২)।

٣٣- باب الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ কালো খিযাব ব্যবহার করা

٧٢٩-٣٦٩٢. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ، حَدَّثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَغْفَلٍ السَّدُوسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ " .

ضعيف : الضعيفة ٢٩٧٢ .

৭২৯-৩৬৯২। সুহায়ব আল-খায়র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা খিযাব হিসেবে যা ব্যবহার কর, তার মধ্যে এই কালো রং সর্বোত্তম। কেননা এতে তোমাদের

---

[৬৫৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদ হাসান কিন্তু সানাদের 'আব্বাস ইবনু ইয়াযীদ সম্পর্কে মতভেদ আছে। – **তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৬৬০] নাসায়ী (৪২৫২), আবূ দাউদ (৪১২৪), আহমাদ (২৩৯২৬, ২৪২০৯, ২৪৬৩১, ২৪৬৭০, ২৪৬৮৮), মালিক (১০৮৩), দারিমী (১৯৮৭), বায়হাকী (৭/২৪৮)।

নারীরা তোমাদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয় এবং তোমাদের শত্রুদের অন্তরে তোমাদের ব্যাপারে অধিক ভয় সৃষ্টি হয়।[৬৬১]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৯৭২)।

٣٤- باب الْخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ হলুদ খিযাব ব্যবহার করা

٧٣٠-٣٦٩٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ " مَا أَحْسَنَ هَذَا " . ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ " هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا " . ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ " هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ " . قَالَ وَكَانَ طَاوُسٌ يُصَفِّرُ .

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

৭৩০-৩৬৯৪। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মেহেদীর খিযাব গ্রহণকারী জনৈক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নাবী ﷺ বললেন ঃ তা কতই না উত্তম! অতঃপর তিনি একজন মেহেদী ও নীল পাতার খিযাব গ্রহণকারী অন্য লোকের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ এটা ওটার চেয়ে উত্তম। এরপর তিনি অন্য একজন হলুদ খিযাব গ্রহণকারীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ এটা ঐগুলোর চেয়ে উত্তম।

বর্ণনাকারী বলেন, তাউস (রহ.) হলুদ খিযাব ব্যবহার করতেন।[৬৬২]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

٤٣- باب التَّخَتُّمِ فِي الإِبْهَامِ

অনুচ্ছেদ ৪৩ ঃ বৃদ্ধাঙ্গুলিতে আংটি পরা

٧٣١-٣٧١٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ .

شاذ : و المحفوظ بلفظ : (في هذه أو هذه-شك عاصم-قال : فأومأ الى الوسطى و التي تليها) أي : السبابة : الضعيفة ٢٤٩٩.

---

[৬৬১] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই হাদীসটি কালো খিযাব নিষিদ্ধ সম্পর্কিত হাদীসের পরিপন্থি। সেটির সানাদ এটির চেয়ে মজবুত ..। ড. মুস্তফা বলেছেন, এর সানাদে দাফ্‌ফাউবিনু দাগফালকে ইবনু হিব্বান সিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম রাযী বলেছেন, সে দুর্বল। ইবনু মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটি আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৬৬২] আবূ দাউদ (৪২১১), বায়হাকী (৯/৩০৫)।

৭৩১-৩৭১৫। ‘আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এই আঙ্গুলে এবং এই আঙ্গুলে (অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাতে) আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।[৬৬৩]

শায ঃ মাহফুয হল এই শব্দে ঃ في هذه أو هذه-شك عاصم-قال : فأومأ الى الوسطى و التي تليها) أي : السبابة ঃ যঈফাহ্ (২৪৯৯)।

٤٤- باب الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ ঘরে ছবি রাখা

٧٣٢-٣٧١٩. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا **عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ**، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تُصَوِّرَ فِي بَيْتِهَا نَخْلَةً فَمَنَعَهَا أَوْ نَهَاهَا .

ضعيف :المشكاة ٤٩٤١، الرد علي بليق ١٢٢ .

৭৩২-৩৭১৯। আবূ উমামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নাবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে অবহিত করল যে, তার স্বামী কোন এক জিহাদে গেছে। অতঃপর মহিলাটি তাঁর কাছে তার ঘরে একটি খেজুর গাছের ছবি আঁকার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে তা করতে বাধা দিলেন, অথবা বারণ করলেন।[৬৬৪]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪৯৪১),রাদ্দু ‘আলা বালীক্ব (১২২)।

---

[৬৬৩] মুসলিম (২০৭৮), তিরমিযী (১৭৮৬), নাসায়ী (৫২১০, ৫২১১, ৫২১৩), আবূ দাউদ (৪২২৫), আহমাদ (১০২২, ১১২৭, ১২৯৩), বায়হাকী ‘সুনান’ (৩/২৭৬), ‘শু‘আব’ (৬১০৬)।

[৬৬৪] আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের ‘উফাইর ইবনু মা‘দান দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٣٣ - كِتَابُ الأَدَب

অধ্যায়-৩৩ ঃ শিষ্টাচার

١- باب بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ

٧٣٣-٣٧٢٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ سَلاَمَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أُوصِي امْرَأً بِأُمِّهِ أُوصِي امْرَأً بِأُمِّهِ أُوصِي امْرَأً بِأُمِّهِ - ثَلاَثًا - أُوصِي امْرَأً بِأَبِيهِ أُوصِي امْرَءًا بِمَوْلاَهُ الَّذِي يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَذًى يُؤْذِيهِ ".

ضعيف : الارواء ٨٣٧ .

৭৩৩-৩৭২৪। খিদাশ ইবনু সালামাহ আস-সুলামী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ মানুষকে নিজের মায়ের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের অসিয়্যাত করছি, মানুষকে নিজের মায়ের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের অসিয়্যাত করছি। (এভাবে তিনবার বললেন)। মানুষকে নিজের পিতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার অসিয়্যাত করছি। মানুষকে তার অধিনস্ত দাসের সঙ্গে উত্তম আচরণের অসিয়্যাত করছি, যদিও সে কষ্টকর আচরণ করে।[৬৬৫]

দুর্বল ঃ ইরওয়াউল গালীল (৮৩৭)।

٧٣٤-٣٧٢٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ "

ضعيف و المعروف : موقوف : الصحيحة ٤٠٧٦ .

৭৩৪-৩৭২৭। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিন্‌তার হচ্ছে বার হাজার উকিয়ার সমতুল্য। আর প্রত্যেকটি উকিয়া আসমান যমীনের মধ্যকার সকল বস্তু হতে উত্তম।[৬৬৬]

দুর্বল, আর মারুফ হল ঃ মাওকুফ হওয়া ঃ সহীহাহ (৪০৭৬)।

---

[৬৬৫] হাকিম, আহমাদ (৪/৩১১)। সানাদের 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আলীকে হাফিয (রহঃ) অজ্ঞাত বলেছেন।

[৬৬৬] আহমাদ (৮৫৪০), আবূ দাউদ (৩৪৬৪)।

٧٣٥-٣٧٢٩. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ " هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ " .

ضعيف : المشكاة ٤٩٤١، الرد علي بليق ١٢٢ .

৭৩৫–৩৭২৯। আবূ উমামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন ঃ তারা তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম।[৬৬৭]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪৯৪১),রাদ্দু 'আলা বালীক্ব(১২২)।

٢- باب صِلْ مَنْ كَانَ أَبُوكَ يَصِلُ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ যার সাথে তোমার পিতা সম্পর্ক রক্ষা করেছেন তুমিও তার সাথে সম্পর্ক গড়ো

٧٣٦-٣٧٣١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ، مَوْلَى بَنِي سَاعِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَىَّ شَىْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا قَالَ " نَعَمِ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِيفَاءٌ بِعُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لاَ تُوصَلُ إِلاَّ بِهِمَا " .

ضعيف : المشكاة ٤٩٣٦، الضعيفة ٥٩٧ .

৭৩৬–৩৭৩১। আবূ উসায়দ মালিক ইবনু রাবী'আহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নাবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম, এমন সময় বানু সালামাহ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর এমন কোন উত্তম আচরণ অবশিষ্ট আছে কি যা তাদের সঙ্গে করতে পারি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তাদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা,

---

[৬৬৭] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেন, ইবনু মাঈন বলেছেন, 'আলী ইবনু ইয়াযীদ, কাসীম হতে, তিনি আবূ উমামাহ হতে– এর প্রত্যেকটাই দুর্বল। আর সাজী বলেছেন, সানাদের 'আলী ইবনু ইয়াযীদের দুর্বলতার ব্যাপারে আহলে নাক্বল ঐকমত্য পোষণ করেছেন। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

তাদের মৃত্যুর পর তাদের কৃত প্রতিশ্রুতিগুলো পূর্ণ করা, তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা এবং সেই আত্মীয়তাগুলো রক্ষা করা, যেগুলো শুধু তাদের বন্ধনের কারণেই রক্ষা হয়ে থাকে।[৬৬৮]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪৯৩৬), যঈফাহ্ (৫৯৭)।

٣- باب بِرِّ الْوَالِدِ وَالإِحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ কন্যাদের প্রতি পিতার সদাচরণ ও অনুগ্রহ

٧٣٧-٣٧٣٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ **عُلَيٍّ**، سَمِعْتُ **أَبِي** يَذْكُرُ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةً إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ " .

ضعيف : المشكاة ٥٠٠٢، الضعيفة ٤٨٢٢ .

৭৩৭–৩৭৩৪। সুরাক্বাহ ইবনু মালিক রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম সদাক্বাহ কী তা বলে দেব না? তা হল, তোমার ঐ কন্যা যে তোমার নিকট ফিরে এসেছে। তুমি ছাড়া অন্য কোন উপার্জনকারী তার নেই।[৬৬৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৫০০২), যঈফাহ্ (৪৮২২)।

٧٣٨-٣٧٣٨. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا **سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ**، أَخْبَرَنِي **الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ**، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "أَكْرِمُوا أَوْلاَدَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ".

ضعيف جدا : التعليق الرغيب ٣|٨٧، الضعيفة ١٦٤٩ .

৭৩৮–৩৭৩৮। আনাস ইবনু মালিক রাঃ হতে রসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের যত্ন নিবে এবং উত্তমরূপে আদব শিক্ষা দিবে।[৬৭০]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/৮৭), যঈফাহ্ (১৬৪৯)।

---

[৬৬৮] আবূ দাউদ (৫১৪২), আহমাদ (৩/৪৯৮-৪৯৮), ইবনু হিব্বান (২০৩০),ইবনু আবী শায়বাহ' আল-আদাব' (১/১৫২/১-২)। হাদীসের সানাদের 'আলীকে ইবনু হিব্বান ব্যতীত কেউই নির্ভরযোগ্য বলেননি। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তাকে চেনা যায় না। হাফিয ইবনু হাজারও মাকবুল বলে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অতএব সানাদটি দুর্বল। **–যঈফাহ্**

[৬৬৯] আহমাদ (১৭১৩৬)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের 'উলাই ইবনু রিবাহ, সুরাকাহ হতে হাদীসটি শুনেননি। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৬৭০] 'উক্বাইলী 'আয-যুআফা' (৭৬ পৃষ্ঠা), খাতীব (৮/২৮৮), ইবনু আসাকির (৬/৮/২)। হাদীসের সানাদে হারিস রয়েছে। আল্লামা 'উক্বাইলী ইমাম বুখারী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইমাম বুখারী বলেছেন, হারিস মুনকারুল হাদীস। এছাড়া সানাদের সাঈদ ইবনু 'উমারাহ সম্পর্কে আযদী বলেছেন, সে মাতরুক। ইবনু হাযম বলেছেন, সে মাজহুল। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে দুর্বল। **–যঈফাহ্**

٦- باب حَقِّ الْيَتِيمِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ইয়াতীমের অধিকার

٧٣٩-٣٧٤٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ **يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ**، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ " .

ضعيف : الضعيفة ١٦٣٧، التعليق الرغيب ٣ | ٢٣٠، الرد علي بليق ٢٣٤ .

৭৩৯-৩৭৪৬। আবূ হুরাইরাহ ﵁ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিমদের মাঝে ঐ ঘর সর্বোত্তম যে ঘরে ইয়াতীম রয়েছে। যার সাথে উত্তম ব্যবহার করা হয়। তদ্রূপ মুসলিমদের মাঝে ঐ ঘর সর্বনিকৃষ্ট যে ঘরে ইয়াতীম থাকে কিন্তু তার সাথে অসদাচরণ করা হয়।[৬৭১]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৬৩৭), তা'লীকুর রাগীব (৩/২৩০),রাদ্দু 'আলা বালীক্ব(২৩৪)।

٧٤٠-٣٧٤٧. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ** الْكَلْبِيُّ، حَدَّثَنَا **إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ** الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ عَالَ ثَلاَثَةً مِنَ الأَيْتَامِ كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَيْنِ كَهَاتَيْنِ أُخْتَانِ " . وَأَلْصَقَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى .

ضعيف : التعليق الرغيب أيضا .

৭৪০-৩৭৪৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﵄ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিনজন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণ করে, সে ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে রাতে কিয়াম আর দিনে সিয়ামরত থাকে এবং সকাল-সন্ধ্যা তলোয়ার উচিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। জান্নাতে আমি ও সে ব্যক্তি দু'ভাইয়ের মত এমনভাবে থাকবো, এরপর তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিকে একত্র করে দেখালেন।[৬৭২]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (ঐ)।

---

[৬৭১] হাদীসের সানাদে ইয়াহইয়া ইবনু আবী সুলাইমান শিথিল। যেমন রয়েছে 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে। আর এজন্যই আল্লামা মুনযিরী 'আত-তারগীব' গ্রন্থে হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। হাফিয ইরাকী 'তাখরীজু ইহয়া' (২/১৮৪)-তে বলেছেন, তার মাঝে দুর্বলতা আছে। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। আবূ হাতিম বলেছেন, সে মুযতারিবুল হাদীস। হাদীসটি বুখারী 'আদাবুল মুফরাদ' কিতাবে বর্ণনা করেছেন। **–যঈফাহ্**

ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাত উল্লেখ করেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৬৭২] বায়হাকী (৮/১৬৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম অজ্ঞাত এবং তার সূত্রে বর্ণনাকারী দুর্বল। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেছেন, সানাদে হাম্মাদ ইবনু আবদুর রহমান দুর্বল। আবূ হাতিম বলেছেন, সে অজ্ঞাত শায়খ, হাদীস বর্ণনায় মুনকার ও দুর্বল। ইবনু 'আদী বলেছেন, তার বর্ণনা অল্প। এছাড়া সানাদের ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীমকে আবূ হাতিম ও যাহাবী অজ্ঞাত বলেছেন। আর ইবনু হিব্বান বলেছেন সিকাহ। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটি আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٨- باب فَضْلِ صَدَقَةِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ পানি সদাক্বাহ করার ফাযীলাত

٧٤١-٣٧٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ **يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَصُفُّ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفُوفًا - وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ أَهْلُ الْجَنَّةِ - فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا فُلاَنُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَسْقَيْتَ فَسَقَيْتُكَ شَرْبَةً قَالَ فَيَشْفَعُ لَهُ وَيَمُرُّ الرَّجُلُ فَيَقُولُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ نَاوَلْتُكَ طَهُورًا فَيَشْفَعُ لَهُ " . قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ " وَيَقُولُ يَا فُلاَنُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ بَعَثْتَنِي فِي حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا فَذَهَبْتُ لَكَ فَيَشْفَعُ لَهُ".

ضعيف : المشكاة ٥٦٠٤، التعليق الرغيب ٢ | ٥٠، الضعيفة ٩٣و٥١٨٦ .

৭৪১-৩৭৫২। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন মানুষ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। বর্ণনাকারী ইবনু নুমায়র (রহ.) বলেন ঃ জান্নাতবাসীরা। তখন জাহান্নামীদের এক ব্যক্তি জনৈক জান্নাতী লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় বলবে ঃ হে অমুক! তোমার কি সেদিনের কথা মনে নেই, যেদিন তুমি পানি চেয়েছিলে, আর আমি তোমাকে এক ঢোক পানি পান করিয়েছিলাম? তিনি ﷺ বলেন ঃ লোকটি তখন তার জন্য সুপারিশ করবে। আর এক ব্যক্তি অতিক্রমের সময় বলবে ঃ (হে অমুক) তোমরা কি সেদিনের কথা মনে নেই, যেদিন তুমি এই এই প্রয়োজনে আমাকে পাঠিয়েছিলে, আর আমি তখন গিয়েছিলাম? অতঃপর (জান্নাতী) লোকটি তার জন্য সুপারিশ করবে।[৬৭৩]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৫৬০৪), তা'লীকুর রাগীব (২/৫০), যঈফাহ্ (৯৩) এবং (৫১৮৬)।

١٠- باب الإِحْسَانِ إِلَى الْمَمَالِيكِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ দাস-দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করা

٧٤٢-٣٧٥٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ **فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ**، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ أَكْثَرُ الأُمَمِ مَمْلُوكِينَ وَيَتَامَى قَالَ " نَعَمْ فَأَكْرِمُوهُمْ كَكَرَامَةِ أَوْلاَدِكُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ " . قَالُوا فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا قَالَ " فَرَسٌ تَرْتَبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَمْلُوكُكَ يَكْفِيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٣ | ١٦١ .

---

[৬৭৩] হাদীসের সানাদে ইয়াযীদ রাক্বাশী হল, ইয়াযীদ ইবনু আবান। সে দুর্বল। যেমন বলেছেন, ইবনু হাজার ও অন্যরা। ইয়াযীদ ব্যতীত অন্য ব্যক্তিও এটি আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছে। কিন্তু সেগুলোর কোনটিই সহীহ নয়। **-যঈফাহ্**

৭৪২-৩৭৫৮। আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দাসের প্রতি মন্দ আচরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাদেরকে বলেননি এই উম্মাতের দাস ও ইয়াতীমের সংখ্যা বেশি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, অতএব তাদেরকে আপন সন্তানদের মতই যত্ন করবে এবং তোমরা যা খাবে তা থেকেই তাদের খাওয়াবে। সহাবাগণ বললেন ঃ কোন্ জিনিস দুনিয়াতে আমাদের উপকার করবে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে লড়াইয়ের উদ্দেশে যে ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়, যে কৃতদাস তোমার কাজ আঞ্জাম দেয়। সে যখন সলাত আদায় করবে, তখন সে তোমার ভাই হয়ে যাবে।[৬৭৪]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/১৬১)।

١٦ - باب الرَّجُلِ يُقَبِّلُ يَدَ الرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ একে অপরের হাত চুম্বন করা

٧٤٣-٣٧٧١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَبَّلْنَا يَدَ النَّبِيِّ ﷺ .

ضعيف : مقدمة تحقيق رياض الصالحين ص و | ٤، نقد نصوص حديثية ص ١٤-١٥ .

৭৪৩-৩৭৭১। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর হাত চুম্বন করেছি।[৬৭৫]

দুর্বল ঃ মুকাদ্দামাতু তাহকীক্ব "রিয়াদুস্ সালেহীন", নাক্‌দে নুসূসে হাদীসিয়া (১৪-১৫ পৃঃ)।

٧٤٤-٣٧٧٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَغُنْدَرٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، أَنَّ قَوْمًا، مِنَ الْيَهُودِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ ﷺ وَرِجْلَيْهِ .

ضعيف : المقدم ذاتها ص ه | ٣، نقد نصوص ص ١٥ .

৭৪৪-৩৭৭২। সফওয়ান ইবনু 'আস্সাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদল ইয়াহূদী নাবী ﷺ-এর হাত ও পদদ্বয় চুম্বন করেছিল।[৬৭৬]

দুর্বল ঃ আল-মুকাদ্দামা জাতিহা (সোয়াদ হা/৩), নাকদে নুসূস (১৫ পৃঃ)।

---

[৬৭৪] তিরমিযী (১৯৪৬), আহমাদ (১৪, ৩২, ৭৬), বায়হাকী (১০/৩১৪)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের ফারক্বাদ সাবাখীকে যদিও ইবনু মাঈন এক বর্ণনায় সিকাহ বলেছেন কিন্তু অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। তাকে ইমাম বুখারী ও অন্যরাও দুর্বল বলেছেন। – **হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৬৭৫] আবূ দাউদ (৫২২৩), আহমাদ (৫৩৬১)।

[৬৭৬] তিরমিযী (২৭৩৩), বায়হাকী (৮/১৬৬)।

١٧- باب الاِسْتِئْذَانِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ অনুমতি চাওয়া

٧٤٥-٣٧٧٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ **وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ**، عَنْ **أَبِي سَوْرَةَ**، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلاَمُ فَمَا الاِسْتِئْنَاسُ قَالَ " يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ تَسْبِيحَةً وَتَكْبِيرَةً وَتَحْمِيدَةً وَيَتَنَحْنَحُ وَيُؤْذِنُ أَهْلَ الْبَيْتِ " .

ضعيف : الضعيفة ٦٣٧٠ .

৭৪৫–৩৭৭৪। আবূ আইউব আনসারী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সালাম এভাবে দিতে হয় তা বুঝলাম, কিন্তু অনুমতি চাওয়াটা আবার কিরূপ? তিনি বললেন ঃ আগন্তুক ব্যক্তি তাসবীহ, তাকবীর ও তাহমীদের মাধ্যমে অথবা গলাখাকারি দিয়ে ঘরের বাসিন্দাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করবে।[৬৭৭]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৬৩৭০)।

٧٤٦-٣٧٧٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ **الْحَارِثِ**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَىٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُدْخَلاَنِ مُدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمُدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي يَتَنَحْنَحُ لِي .

ضعيف الاسناد .

৭৪৬–৩৭৭৫। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমাদের উপস্থিত হওয়ার সময় দু'টি, একটি সময় ছিল রাতে আর একটা দিনে। আমরা যখন তার সলাত আদায়রত অবস্থায় আসতাম। তখন তিনি প্রবেশের উদ্দেশ্য করে গলাখাকারি দিতেন।[৬৭৮]

সানাদ দুর্বল।

١٨- باب الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কিভাবে রাত যাপন করলেন?

٧٤٧-٣٧٧٨. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا **عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ** بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، حَدَّثَنِي جَدِّي أَبُو أُمِّي، مَالِكُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ

---

[৬৭৭] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের আবূ সাওরাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। সে আবূ আইয়ূব সূত্রে এমন মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে যা অনুসরণ করা যায় না। ড. মুস্ত ফা বলেছেন, এর সানাদে ওয়াসিল ইবনু সায়িব দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৬৭৮] নাসায়ী (১২১১, ১২১২, ১২১৩), আহমাদ (৬০৯, ৬৪৮)।

Contents

السَّاعِدِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ " . قَالُوا وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ . قَالَ " كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ " . قَالُوا بِخَيْرٍ نَحْمَدُ اللَّهَ فَكَيْفَ أَصْبَحْتَ بِأَبِينَا وَأُمِّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " أَصْبَحْتُ بِخَيْرٍ أَحْمَدُ اللَّهَ " .

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

৭৪৭-৩৭৭৮। আবূ উসায়দ সা'ঈদী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিবদের ওখানে গিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ আস্সালামু "আলাইকুম। জবাবে তারা বললেন ঃ ওয়া"আলাইকুম আস্সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ্। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কীভাবে সকাল করেছ? তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহর প্রশংসা, ভালভাবেই করেছি। হে আল্লাহর রসূল! আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত, আপনি কীভাবে সকাল করেছেন? তিনি ﷺ বললেন ঃ আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালভাবেই সকাল (অর্থাৎ রাত অতিক্রম) করেছি।[৬৭৯]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

٢١- باب إِكْرَامِ الرَّجُلِ جَلِيسَهُ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ নিজের সঙ্গে উপবিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখানো

٧٤٨-٣٧٨٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الطَّوِيلِ، - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ - عَنْ **زَيْدٍ الْعَمِّيِّ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ فَكَلَّمَهُ لَمْ يَصْرِفْ وَجْهَهُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ وَإِذَا صَافَحَهُ لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُهَا وَلَمْ يُرَ مُتَقَدِّمًا بِرُكْبَتَيْهِ جَلِيسًا لَهُ قَطُّ .

ضعيف : الا جملة المصافحة فهي ثابتة : الصحيحة ٢٤٨٥ .

৭৪৮-৩৭৮৩। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতে কথা বলতেন, তখন ঐ ব্যক্তি ফিরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর মুখ ফিরাতেন না এবং যখন কারো সঙ্গে মুসাফাহা করতেন, তখন সে তার হাত টেনে না নেয়া পর্যন্ত, তিনি তার থেকে নিজের হাত টেনে নিতেন না। আর কোন আগন্তুকের সামনে তাঁকে কখনো পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতে দেখা যায়নি।[৬৮০]

দুর্বল ঃ তবে মুসাফাহা সম্পর্কিত বাক্যটি প্রমাণিত ঃ সহীহাহ (২৪৮৫)।

---

[৬৭৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেন, ইমাম বুখারী বলেছেন, মালিক ইবনু হামযাহ তার পিতা হতে দাদা সূত্রে বর্ণিত নাবী (সাঃ) আব্বাসকে আহ্বান করলেন সম্পর্কিত হাদীসটি অনুসরণ করা যায় না। আবূ হাতিম বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উসমান এমন ব্যক্তি যিনি মুশতাবিহাত হাদীসাবলী বর্ণনা করেন। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৬৮০] তিরমিযী (২৪৯০), বায়হাকী (৩/১৮৯)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসের মূল বিষয় বর্তায় যায়দ 'আম্মীর উপর। সে দুর্বল। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেছেন, এর সানাদে ইমরান ইবনু যায়দ রয়েছে। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, তাব হাদীস দ্বারা দলিল দেয়া যাবে না। আবূ হাতিম বলেছেন, সে মজবুত নয়। যাহাবী বলেছেন, তাতে মতবিরোধ আছে। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটি আছে। এছাড়া সানাদে যায়দ ইবনুল হাওয়ারী 'আম্মী দুর্বল। **– তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٢٣- باب الْمَعَاذِيرِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ ওযর পেশ করা

٣٧٨٥-٧٤٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَوْدَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ " .

ضعيف : غاية المرام ص ٢٣٦ .

৭৪৯-৩৭৮৫। জাওযান ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের নিকট কোন ওযর পেশ করা সত্ত্বেও সে তা গ্রহণ করে, তাহলে তার গুনাহ হবে খাজনা উসূলকারীর অন্যায়ের সমপরিমাণ।[৬৮১]

দুর্বল ঃ গায়াতুল মারাম (২৩৬ পৃঃ)

٢٤- باب الْمِزَاحِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ রসিকতা করা

٣٧٨٧-٧٥٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ **زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ**، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فِي تِجَارَةٍ إِلَى بُصْرَى قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ بِعَامٍ وَمَعَهُ نُعَيْمَانُ وَسُوَيْبِطُ بْنُ حَرْمَلَةَ وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا وَكَانَ نُعَيْمَانُ عَلَى الزَّادِ وَكَانَ سُوَيْبِطٌ رَجُلاً مَزَّاحًا فَقَالَ لِنُعَيْمَانَ أَطْعِمْنِي . قَالَ حَتَّى يَجِيءَ أَبُو بَكْرٍ . قَالَ فَلأُغِيظَنَّكَ . قَالَ فَمَرُّوا بِقَوْمٍ فَقَالَ لَهُمْ سُوَيْبِطٌ تَشْتَرُونَ مِنِّي عَبْدًا لِي قَالُوا نَعَمْ . قَالَ إِنَّهُ عَبْدٌ لَهُ كَلاَمٌ وَهُوَ قَائِلٌ لَكُمْ إِنِّي حُرٌّ . فَإِنْ كُنْتُمْ إِذَا قَالَ لَكُمْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ تَرَكْتُمُوهُ فَلاَ تُفْسِدُوا عَلَىَّ عَبْدِي . قَالُوا لاَ بَلْ نَشْتَرِيهِ مِنْكَ . فَاشْتَرَوْهُ مِنْهُ بِعَشْرِ قَلاَئِصَ ثُمَّ أَتَوْهُ فَوَضَعُوا فِي عُنُقِهِ عِمَامَةً أَوْ حَبْلاً . فَقَالَ نُعَيْمَانُ إِنَّ هَذَا يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ وَإِنِّي حُرٌّ لَسْتُ بِعَبْدٍ . فَقَالُوا قَدْ أَخْبَرَنَا خَبَرَكَ . فَانْطَلَقُوا بِهِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ . قَالَ فَاتَّبَعَ الْقَوْمَ وَرَدَّ عَلَيْهِمُ الْقَلاَئِصَ وَأَخَذَ نُعَيْمَانَ . قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَخْبَرُوهُ . قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِنْهُ حَوْلاً .

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة ، و رواه غيره على القلب، جعل نعيمان مكان سويبط و على العكس و هو ضعيف أيضا.

---

[৬৮১] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর রিজাল নির্ভরযোগ্য, তবে মুরসাল। আবূ হাতিম বলেছেন, সানাদের জাওদান সাহাবী নয়। সে অজ্ঞাত ব্যক্তি। –**হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

৭৫০–৩৭৮৭। উম্মু সালামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে আবূ বাক্‌র ﷺ ব্যবসার উদ্দেশে বাসরায় গেলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন নু'আইমান ও সুওয়াইবিত ইবনু হারমালাহ ﷺ। তাঁরা উভয়ে বাদ্‌রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নু'আইমান ছিলেন বাদ্‌রের পাথেয় এর দায়িত্বে আর সুওয়াইবিত ছিলেন একজন কৌতুক প্রিয় ব্যক্তি। তিনি নু'আইমান ﷺ-কে বললেন ঃ আমাকে কিছু খাবার দিন। তিনি বললেন ঃ আবূ বাক্‌র ﷺ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তিনি বললেন ঃ আমি আপনাকে নাজেহাল করে ছাড়বো। বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর তাঁরা এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সুওয়াইবিত তাদের বললেন ঃ তোমরা কি আমার কাছ থেকে আমার একটি কৃতদাস কিনবে? তারা বলল ঃ হ্যাঁ, তিনি বললেন ঃ সে এমন কৃতদাস, যার একটা আওড়ানো বুলি আছে। তা হল, সে তোমাদেরকে বলবে ঃ আমি স্বাধীন, (কৃতদাস নই), তার এ কথায় তাকে ছেড়ে দিয়ে তোমরা আমাকে আমার এ কৃতদাসের ব্যাপারে সমস্যায় ফেলো না। তারা বলল ঃ না। বরং আমরা তোমার নিকট থেকে তাকে কিনবই। অতঃপর তারা তার নিকট থেকে কৃতদাসটিকে দশটি উটের বিনিময়ে কিনে নিল। অতঃপর তারা দাসটির কাছে গিয়ে তার গলায় পাগড়ী অথবা রশি পেচিয়ে ধরলো। তখন নু'আইমান ﷺ বললেন ঃ এ লোক তোমাদের সাথে ঠাট্টা করছে, সত্যি আমি আযাদ, কৃতদাস নই। তারা বলল ঃ তোমার সব খবরই আমাদের জানানো হয়েছে। তখন তারা তাকে নিয়ে গেল। অতঃপর আবূ বাক্‌র ﷺ আসলে সাথীরা তাঁকে এ বিষয়টি জানালো। বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর আবূ বাক্‌র লোকদের পিছু নিলেন এবং তাদের উট ফেরত দিয়ে নু'আইমান ﷺ-কে ছাড়িয়ে আনলেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ যখন তারা নাবী ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং তার ঘটনাটি তাঁকে জানালেন তখন নাবী ﷺ ও তাঁর সহাবীরা তাঁকে নিয়ে এক বছর যাবৎ হেসেছিলেন।[৬৮২]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ, অন্যরা এটি পরিবর্তিত ভাবে বর্ণনা করেছেন, সুওয়াইবিত্ব এর স্থলে নুআইমানকে রেখেছেন এবং উল্টো করেছেন, এটাও দুর্বল।(১)

٢٧- باب النَّهْيِ عَنِ الاضْطِجَاعِ، عَلَى الْوَجْهِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ উপুড়়ে হয়ে শোয়া নিষেধ

٧٥١–٣٧٩٣. حَدَّثَنَا **يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ** بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا **سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ**، عَنِ **الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيلٍ** الدِّمَشْقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ نَائِمٍ فِي الْمَسْجِدِ مُنْبَطِحٍ عَلَى وَجْهِهِ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ " قُمْ وَاقْعُدْ فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ " .

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة .

---

[৬৮২] আহমাদ (২৬১৪৭)। হাদীসের সানাদের যাম'আহ ইবনু সালিহকে আল্লামা বুসয়রী, ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন ও অন্যরা দুর্বল বলেছেন। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

৭৫১-৩৭৯৩। আবূ উমামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে মাসজিদে উপুঁড় হয়ে শায়িত ছিল। তিনি লোকটিকে তাঁর পা দ্বারা খোঁচা দিয়ে বললেন; দাঁড়াও অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বসো। কেননা, এটা জাহান্নামীদের শয়ন।[৬৮৩]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

٣١- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ যেসব নাম অপছন্দনীয়

٧٥٢-٣٧٩٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ فَقُلْتُ مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ . فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الأَجْدَعُ شَيْطَانٌ " .

ضعيف : المشكاة ٤٧٦٧ .

৭৫২-৩৭৯৯। মাসরূক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কে? আমি বললাম ঃ মাসরূক ইবনু আজদা'। 'উমার ﷺ বললেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আজদা' হচ্ছে শয়তানের নাম।[৬৮৪]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৪৭৬৭)।

٣٢- باب تَغْيِيرِ الأَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ নাম পরিবর্তন করা

٧٥٣-٣٨٠٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاةِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ، قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ اسْمِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ .

منكر : التعليق علي ابن ماجة .

৭৫৩-৩৮০২। 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন আমার নাম 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ছিল না। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ আমার নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম।[৬৮৫]

মুনকার ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

---

[৬৮৩] বায়হাকী (৯/৩০৭)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদের ওয়ালীদ ইবনু জামীল সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে শিথিল। আবূ হাতিম বলেছেন, সে এমন ব্যক্তি যে কাসিম সূত্রে মুনকার হাদীসসমূহ বর্ণনা করে। আবূ দাউদ বলেছেন, তাতে কোন সমস্যা নেই। এছাড়া সানাদে সালামাহ ইবনু রিজা ও ইয়াকূব ইবনু হুমাইদ সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৬৮৪] আবূ দাউদ (৪৯৫৭), আহমাদ (২১১)।

[৬৮৫] আহমাদ (২৩২৭০)।

٣٧- باب الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ পরামর্শ প্রদানে আমানাতদারী

٧٥٤-٣٨١٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ **ابْنِ أَبِي لَيْلَى**، عَنْ **أَبِي الزُّبَيْرِ**، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ ".

ضعيف : الضعيفة ٢٣١٧ .

৭৫৪-৩৮১৫। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের নিকট পরামর্শ চায়, তখন সে যেন তাকে যথার্থ পরামর্শ দেয়।[৬৮৬]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৩১৭)।

٣٨- باب دُخُولِ الْحَمَّامِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ গোসলখানায় প্রবেশ করা

٧٥٥-٣٨١٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي، يَعْلَى وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ جَمِيعًا عَنْ **عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الإِفْرِيقِيِّ**، عَنْ **عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الأَعَاجِمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلاَ يَدْخُلْهَا الرِّجَالُ إِلاَّ بِإِزَارٍ وَامْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَدْخُلْنَهَا إِلاَّ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ ".

ضعيف : غاية المرام ١٩٢، تمام المنة .

৭৫৫-৩৮১৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অনারব ভুমি তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে; সেখানে তোমরা 'হাম্মাম' নামের কিছু ঘর পাবে। পুরুষরা যেন সেখানে লুঙ্গি ছাড়া প্রবেশ না করে। নারীদেরকে সেখানে প্রবেশে নিষেধ করবে। তবে অসুস্থ কিংবা প্রসূতি নারীর কথা ভিন্ন।[৬৮৭]

দুর্বল ঃ গায়াতুল মারাম (১৯২), তামামুল মিন্নাহ।

---

[৬৮৬] এর সানাদে দুটি দোষ রয়েছে। (১) সানাদে আবূ যুবাইর এর আন্ আন্ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা। কেননা সে একজন মুদাল্লিস। (২) সানাদে ইবনু আবী লায়লা দুর্বল। সে হল মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুর রহমান কাযী। হাফিয (রহঃ) বলেছেন, সে সত্যবাদী, তবে স্মৃতি বিভ্রাট রয়েছে। **-যঈফাহ্**

[৬৮৭] আবূ দাউদ (৪০১১)। সানাদে ইবনু রা'ফি হচ্ছে তানুখি মিস্‌রী, আফ্রিকার কাযী।,সে দূর্বল। যেমন আত্-তাকরীর' গ্রন্থে রয়েছে। অনুরূপ তার সূত্রে বর্ণনাকারী ইবনু আন'উম ইফরীক্বীও দূর্বল। হাফিয বলেছেন, সে স্মরণ শক্তিতে দূর্বল। **-গায়াতুল মারাম**

٣٨١٧-٧٥٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي عُذْرَةَ، - قَالَ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ مِنَ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ .

ضعيف : غاية المرام ١٩١، نقد التاج ٦٠، التعليق الرغيب ١ | ٨٩ .

৭৫৬-৩৮১৭। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ পুরুষ ও নারীদেরকে গোসলখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। পরে পুরুষদেরকে লুঙ্গি পরিধান করে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু নারীদের অনুমতি দেননি।[৬৮৮]

দুর্বল ঃ গায়াতুল মারাম (১৯১), নাকদুত্ তাজ (৬০), তা'লীকুর রাগীব (১/৮৯)।

٣٩- باب الاطِّلاَءِ بِالنُّورَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ চুনা ব্যবহার করা

٣٨١٩-٧٥٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ، عَنْ **حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ**، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلاَهَا بِالنُّورَةِ وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ .

ضعيف : الضعيفة ٤١٧٤ .

৭৫৭-৩৮১৯। উম্মু সালামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ (পশম উপড়ানোর) চুনা ব্যবহার করতেন, স্বীয় লজ্জাস্থানে নিজেই লাগাতেন, আর শরীরের অন্যান্য স্থানে সহধর্মিণীরা লাগিয়ে দিতেন।[৬৮৯]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪১৭৪)।

٣٨٢٠-٧٥٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ **حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ**، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ اطَّلَى وَوَلِيَ عَانَتَهُ بِيَدِهِ .

ضعيف : المصدر نفسه .

---

[৬৮৮] আবূ দাউদ (৪০০৯), তিরমিযী (২/১৩১), আহমাদ (৬/১৭৯)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এর সানাদ প্রতিষ্ঠিত নয়। সানাদে আবূ উজরাহকে চেনা যায়নি। ইবনুল মাদীনী বলেছেন, সে অজ্ঞাত। যেমন রয়েছে, 'আল-মীযান' গ্রন্থে। হাফিয 'আত্-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে অজ্ঞাত। যারা তাকে সহাবী বলেছেন, তা সঠিক নয় বরং সংশয় মাত্র। আল্লামা মুনযিরী (১/৮৯) আবূ বাক্র ইবনু হাযম সূত্রে বলেছেন, এই সূত্র ছাড়া হাদীসটি জানা যায় না। সানাদে আবূ উজরাহ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নয়। **-গায়াতুল মারাম**

[৬৮৯] বায়হাকী (১০/২৪১)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসের সানাদ মুনকাতি। সানাদের হাবীব ইবনু আবী সাবিত হাদীসটি উম্মু সালামাহ হতে শুনেনি। আবূ যুর'আহ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

৭৫৮–৩৮২০। উম্মু সালামাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ লোমনাশক চুনা ব্যবহার করেছেন এবং নাভির নিচে নিজ হাতেই লাগিয়েছেন।[৬৯০]

দুর্বল।

٤٠– باب الْقَصَص

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ কিস্সা কাহিনী

٧٥٩–٣٨٢٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ **ابْنِ عُمَرَ**، قَالَ لَمْ يَكُنِ الْقَصَصُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلاَ زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَلاَ زَمَنِ عُمَرَ .

ضعيف .

৭৫৯–৩৮২২। ইবনু 'উমার ﵄ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এবং আবূ বাক্‌র ও 'উমারের যুগে কিস্সা কাহিনী বর্ণনার রীতি ছিল না।[৬৯১]

দুর্বল।

٤٩– باب تَتْرِيب الْكِتَاب

অনুচ্ছেদ- ৪৯ ঃ চিঠিতে মাটি মেশানো

٧٦٠–٣٨٤٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا **يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ**، أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ، أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " تَرِّبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا إِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكٌ " .

ضعيف : الضعيفة ١٧٣٩ .

৭৬০–৩৮৪২। জাবির ﵁ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের চিঠিতে মাটি মেশাও, এটা তার অধিক সফলতার কারণ। কেননা মাটি হচ্ছে বারাকাতময়।[৬৯২]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৭৩৯)।

٥٤– باب فَضْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'-এর ফাযীলাত

٧٦١–٣٨٦٥. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا **زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ**، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لاَ يَسْبِقُهَا عَمَلٌ وَلاَ تَتْرُكُ ذَنْبًا " .

ضعيف : تخريج كلمة الاخلاص .

---

[৬৯০] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসের সানাদ মুনকাতি। সানাদের হাবীব ইবনু আবী সাবিত হাদীসটি উম্মু সালামাহ হতে শুনেনি। আবূ যুর'আহ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৬৯১] এর সানাদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনু হাফস ইবনু 'আসিম দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৬৯২] তিরমিযী (২৭১৩), আবূ বাকর ইবনু আবী শায়বাহ, 'আদাবী' (১/১৫২/১)। ইমাম আহমাদকে সানাদের ইয়াযীদ ইবনু হারুন এর হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটি মুনকার। বিস্তারিত দেখুন, **–যঈফাহ্**

৭৬১-৩৮৬৫। উম্মু হানী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন 'আমালই "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ"-কে অতিক্রম করতে পারে না। আর তা কোন গুনাহকেই মোচন না করে ছাড়ে না।[৬৯৩]

দুর্বল ঃ তাখরীজু কালিমাতুল ইখলাস।

٧٦٢-٣٨٦٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ **عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ**، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - كَانَ كَعَتَاقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ " .

ضعيف : و قد صح نحوه بلفظ : (عشر مرات) : صحيح الترغيب ٤٧٢-٤٧٥ .

৭৬২-৩৮৬৭। আবূ সা'ঈদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ফাজ্‌র সলাতের পর বলবে - لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ঃ সে ইসমাঈলের বংশধরদের কোন কৃতদাস মুক্তির সমান সাওয়াব পাবে।[৬৯৪]

দুর্বল ঃ তবে অনুরূপ বিশুদ্ধ বর্ণনা আছে এই শব্দে ঃ (عشر مرات) সহীহ আত্ তারগীব (৪৭২-৪৭৫)।

٥٥- باب فَضْلِ الْحَامِدِينَ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ প্রশংসাকারীদের ফাযীলাত

٧٦٣-٣٨٦٩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا **صَدَقَةُ بْنُ بَشِيرٍ**، مَوْلَى الْعُمَرِيِّينَ قَالَ سَمِعْتُ قُدَامَةَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْجُمَحِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ غُلاَمٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ قَالَ فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ " أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَالَ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلاَلِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ فَعَضَّلَتْ بِالْمَلَكَيْنِ فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالاَ يَا رَبَّنَا إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لاَ نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي قَالاَ يَا رَبِّ إِنَّهُ قَالَ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلاَلِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ . فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا اكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي حَتَّى يَلْقَانِي فَأَجْزِيَهُ بِهَا ".

ضعيف : التعليق الرغيب ٢ | ٢٥٣ .

---

[৬৯৩] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে যাকারিয়া ইবনু মানযুর দুর্বল। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৬৯৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আত্বিয়্যাহ ইবনু 'আওফ দুর্বল। অনুরূপ তার সূত্রে বর্ণনাকারীও। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

৭৬৩–৩৮৬৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বর্ণনা দিলেন ঃ আল্লাহর এক বান্দাহ বলল ঃ "ইয়া রাব্বি লাকাল হাম্‌দু কামা ইয়ামবাগী লিজালালি ওয়াজহিকা ওরা 'আযীমি সুলত্বানিকা"– এই বাক্য 'আমাল লিপিবদ্ধকারী মালায়িকাহ্‌কে পেরেশান করে ফেলল। তাঁরা বুঝতে পারলেন না, কীভাবে তা লিখবেন, সুতরাং তাঁরা আসমানে উঠে নিবেদন করলেন ঃ হে আমাদের রব! আপনার বান্দা এমন বাক্য বলেছে, যা আমরা কীভাবে লিখব তা বুঝতে পারছি না। মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন (অথচ তাঁর বান্দা যা বলেছে সে সম্পর্কে তিনি অধিক অবগত), আমার বান্দা কী বলেছে? মালায়িকাহ বললেন ঃ হে আমাদের রব! সে বলেছে ঃ "ইয়া রব্বি লাকাল হাম্‌দু কামা ইয়ামবাগী লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া 'আযীমি সুলত্বানিকা"। তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে বললেন ঃ আমার বান্দা যা বলেছে তা-ই লিখে রাখ। এমনকি সে যখন আমার সাথে মিলিত হবে, তখন আমি তাকে এর বিনিময় প্রদান করব।[৬৯৫]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২৫৩)।

٣٨٧٠–٧٦٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ **أَبِي إِسْحَاقَ**، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ . فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالَ " مَنْ ذَا الَّذِي قَالَ هَذَا " . قَالَ الرَّجُلُ أَنَا وَمَا أَرَدْتُ إِلاَّ الْخَيْرَ . فَقَالَ " لَقَدْ فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَمَا نَهْنَهَهَا شَىْءٌ دُونَ الْعَرْشِ " .

ضعيف : ضعيف أبي داود ١٣٣، لكن صح نحوه من حديث ابن عمر و أنس دون قوله : (فما نهنهها...) : م .

৭৬৪–৩৮৭০। ওয়ায়িল তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি নাবী ﷺ-এর সাথে সলাত আদায় করলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল ঃ "আলহাম্‌দু লিল্লা-হি হাম্‌দান কাসিরান ত্বাইয়িবান মুবারকান ফীহি" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যা অনন্ত, উৎকৃষ্ট ও বারাকাতপূর্ণ প্রশংসা) নাবী ﷺ সলাত শেষে বললেন ঃ এ কথাটা কে বলেছে? লোকটি বলল ঃ আমি, তবে কেবল ভালো নিয়্যাতেই এমনটি করেছি। তিনি ﷺ বললেন ঃ এ কথাগুলোর জন্য আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়েছে এবং কোন কিছুই তাকে আরশে উপনীত হওয়ার পথে বাধা দেয়নি।[৬৯৬]

দুর্বল ঃ যঈফ আবী দাউদ (১৩৩), কিন্তু অনুরূপ বর্ণনা ইবনু উমার ও আনাস সূত্রে বিশুদ্ধ ভাবে বর্ণিত হয়েছে এই কথাটি বাদে ঃ (فما نهنهها...) মুসলিম।

٣٨٧٢–٧٦٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ **مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ**، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ**، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ " الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ " .

ضعيف : الصحيحة ٣٦٥ .

---

[৬৯৫] বায়হাকী (২/৩১৮)। আল্লামা বুসয়রী যাওয়ায়িদে বলেছেন, সানাদে কুদামাহ ইবনু ইব্রাহীমকে ইবনু হিব্বান 'আস-সিকাত' এ উল্লেখ করেছেন, এবং সাদাক্বাহ ইবনু বাশীরকে কাউকে দোষী বা নির্ভরযোগ্য বলতে শুনিনি। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৬৯৬] আহমাদ (১৮৩৮১)। সানাদে আবূ ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছে।

৭৬৫–৩৮৭২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলতেন ঃ

" الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ " .

“সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, হে আমার রব্ব! আপনার নিকট আমি জাহান্নামীদের অবস্থা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”[৬৯৭]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩৬৫)।

٥٦- باب فَضْلِ التَّسْبِيحِ

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ তাসবীহ্ পাঠের ফাযীলাত

٧٦٦-٣٨٨١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ **عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ**، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " عَلَيْكَ بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهَا - يَعْنِي - يَحْطُطْنَ الْخَطَايَا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٢ | ٤٤٨ .

৭৬৬–৩৮৮১। আবূ দারদা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ তুমি سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ তাসবীহ বেশী বেশী পাঠ করবে। কেননা তা পাপকে এমনভাবে ঝেড়ে ফেলে, যেমনভাবে গাছ তার পুরনো পাতা ঝেড়ে ফেলে দেয়।[৬৯৮]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/৪৪৮)।

٥٧- باب الاسْتِغْفَارِ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)

٧٦٧-٣٨٨٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ **أَبِي الْمُغِيرَةِ**، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كَانَ فِي لِسَانِي ذَرَبٌ عَلَى أَهْلِي وَكَانَ لاَ يَعْدُوهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً " .

ضعيف : الروض النضير ٢٨٠ .

---

[৬৯৭] ইবনু হিব্বান (৭৭৬), হাকিম (১/৪৩১)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে মূসা ইবনু 'উবাইদাহ দুর্বল এবং তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সাবিত অজ্ঞাত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৬৯৮] আহমাদ (২১২৩৪)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের 'উমার ইবনু রাশিদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, আবূ কাসীর সূত্রে তার হাদীসটি মুযতারিব, অপ্রতিষ্ঠিত। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে হাদীস জাল করত, দুর্নাম ছাড়া তাকে স্মরণ করাও বৈধ নয়। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

৭৬৭–৩৮৮৫। হুযাইফাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পরিবারের প্রতি আমার জিহ্বা অসংযত থাকত, অবশ্য তা তাদের অতিক্রম করে অন্যদের স্পর্শ করত না। বিষয়টি আমি নাবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলাম ফলে তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার ইস্তিগফার হতে কোথায়? দিনে সত্তরবার আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার করবে (ক্ষমা চাইবে)।[৬৯৯]

দুর্বল ঃ রাওযুন নাযীর (২৮০)।

٧٦٨–٣٨٨٧. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا **الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ**، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ " .

ضعيف : الضعيفة ٧٠٦، ضعيف أبي داود ٢٦٨، التعليق الرغيب ٢ | ٢٦٨ .

৭৬৮–৩৮৮৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সব সময় ইস্তিগফার করবে, আল্লাহ তার প্রতিটি পেরেশানি হতে মুক্তির পথ এবং প্রতিটি সংকট হতে উদ্ধার লাভের পথ তৈরী করে দিবেন। আর এমন স্থান হতে তাকে রিয্‌ক দিবেন, যা সে ভাবতেও পারেনি।[৭০০]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৭০৬), যঈফ আবী দাউদ (২৬৮), তা'লীকুর রাগীব (২/২৬৮)।

٧٦٩–٣٨٨٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ **عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ**، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا " .

ضعيف : المشكاة ٢٣٥٧ .

৭৬৯–৩৮৮৮। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ঐ দলে অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা উত্তম কাজ করলে সন্তোষ লাভ করে, আর মন্দ কাজ করলে ইস্তিগফার করে।[৭০১]

দুর্বল ঃ মিশকাত (২৩৫৭)।

---

[৬৯৯] আহমাদ (২২৮২৯)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আবুল মুগীরাহ বাজালী হুযাইফা হতে হাদীস বর্ণনায় মুযতারিব। ইমাম যাহাবী 'কাশিফ' গ্রন্থে এ মত ব্যক্ত করেছেন। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৭০০] ইবনু নাসর 'কিয়ামুল লাইল' (৩৮), তাবারানী (৩/৯২/১), ইবনু আসাকির (৪/২৯৬/১), আবূ দাউদ (১৫১৮), নাসায়ী 'আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইলাহ', হাকিম (৪/২৬২), আহমাদ (১/২৪৮), ইবনুস সুন্নী (৩৫৮) এবং বায়হাকী (৩/৩১৫)। হাদীসের সানাদে হাকাম ইবনু মুস'আব অজ্ঞাত। যেমন হাফিয ইবনু হাজার 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন। ইমাম হাকিম সানাদটি সহীহ আখ্যা দেয়ায় ইমাম যাহাবী বলেছেন, সানাদের হাকামের মাঝে জাহালাত রয়েছে । (ক্বাফ ২/১৬৮)। **–যঈফাহ্**

[৭০১] আহমাদ (২৪৪৫৯, ২৪৫৯৬, ২৫০২৩, ২৫৪৯০), হাকিম (১/৫২০)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জুদ'আন দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٣٤ - كِتَابُ الدُّعَاءِ

অধ্যায়-৩৪ ঃ দু'আ

٢- باب دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আ

٧٧٠-٣٩٠٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ **أَبِي مَرْزُوقٍ**، عَنْ أَبِي الْعَدَبَّسِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَصًا فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قُمْنَا فَقَالَ " لاَ تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا " . قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ لَنَا . قَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ " . قَالَ فَكَأَنَّمَا أَحْبَبْنَا أَنْ يَزِيدَنَا فَقَالَ " أَوَلَيْسَ قَدْ جَمَعْتُ لَكُمُ الأَمْرَ " .

ضعيف : الضعيفة ٣٤٦، لكن النهي عن فعل فارس في م — جابر .

৭৭০-৩৯০৪। আবূ উমামাহ আল-বাহিলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি বললেন ঃ পারস্যবাসীরা তাদের নেতাদের সাথে যেরূপ আচরণ করে, তোমরা আমার সাথে সেরূপ আচরণ করো না। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন! তিনি বললেন ঃ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ "হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের উপর রহম করুন, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, আমাদের কবূল করুন এবং আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান আর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন এবং আমাদের যাবতীয় বিষয় সংশোধন করে দিন।" বর্ণনাকারী আবূ উমামাহ বলেন ঃ আমরা তো আরো বেশি প্রত্যাশা করছিলাম। তখন তিনি ﷺ বললেন ঃ আমি কি তোমাদের সকল প্রয়োজন একত্র করিনি?[৭০২]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩৪৬), কিন্তু ফারিসদের আচরণ থেকে নিষেধ করণ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে সহীহ মুসলিমে-জাবির হতে।

---

[৭০২] হাদীসের সানাদে ইযতিরাব (উলটপালট) ঘটেছে। তাছাড়া সানাদের আবুল মারযূক সম্পর্কে ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেন, ইবনু হিব্বান বলেছেন, তিনি এককভাবে কিছু বর্ণনা করলে তা দলিলরূপে গণ্য করা যায়িজ হবে না। **-যঈফাহ্**

٣- باب مَا تَعَوَّذَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন

٧٧١-٣٩١٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ".

ضعيف : و صح من فعله (ص) : الصحيحة ١٤٤٥، صحيح أبي داود ١٣٨١ .

৭৭১-৩৯১০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা দারিদ্র্য, অভাব, অপদস্থতা, অত্যাচার করা এবং অত্যাচারিত হওরা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।[৭০৩]

দুর্বল ঃ তবে তা নাবী ﷺ-এর কর্ম দ্বারা বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে ঃ সহীহাহ (১৪৪৫), সহীহ আবী দাউদ (১৩৮১)।

٧٧٢-٣٩١٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ . قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي الرَّجُلَ يَمُوتُ عَلَى فِتْنَةٍ لاَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا .

ضعيف : المشكاة ٢٤٦٦ .

৭৭২-৩৯১২। 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য, ক্বরের 'আযাব ও বুকের ফিতনা (অর্থাৎ হিংসা বিদ্বেষ ইত্যাদি) থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় চাইতেন। বর্ণনাকারী ওয়াকী' (রহ.) বলেন ঃ বুকের ফিতনার অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির এমন ফিতনা ও গুমরাহীর উপর মৃত্যুবরণ করা, যা থেকে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হয়নি।[৭০৪]

দুর্বল ঃ মিশকাত (২৪৬৬)।

٥- باب الدُّعَاءِ بِالْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ ক্ষমা ও নিরাপত্তা লাভের দু'আ

٧٧٣-٣٩١٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ " سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ " . ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الدُّعَاءِ

---

[৭০৩] নাসায়ী (৫৪৬০, ৫৪৬১, ৫৪৬২, ৫৪৬৩, ৫৪৬৪), আবূ দাউদ (১৫৪৪)।

[৭০৪] নাসায়ী (৫৪৪৩), আবূ দাউদ (১৫৩৯)।

أَفْضَلُ قَالَ " سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ " . ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَىُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ " سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ " .

ضعيف : الضعيفة ٢٨٥١ .

৭৭৩–৩৯১৬। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! কোন্ দু'আ সর্বোত্তম? তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাইবে। অতঃপর লোকটি দ্বিতীয় দিন তাঁর নিকট এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! কোন্ দু'আ সর্বোত্তম? তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাইবে। অতঃপর লোকটি তৃতীয় দিন তাঁর নিকট এসে বলল ঃ হে আল্লাহর নাবী! কোন্ দু'আ সর্বোত্তম? তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাইবে। তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা দান করা হলে তুমি সফলকাম হয়ে গেলে।[৭০৫]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৮৫১)।

٦– باب إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِه

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কেউ দু'আ করলে প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করবে

٧٧٤–٣٩٢٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ **أَبِي إِسْحَاقَ**، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَأَخَا عَادٍ " .

ضعيف : الضعيفة ٤٨٢٩ .

৭৭৪–৩৯২০। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাদের প্রতি এবং 'আদ জাতির ভাই [হূদ ('আ.)]-এর প্রতি দয়া করুন।[৭০৬]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৮২৯)।

٩– باب اسْمِ اللَّهِ الأَعْظَمِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ আল্লাহর 'ইস্মে আ'যম (মহান নাম)

٧٧٥–٣٩٢٨. حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلاَنِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ **أَبِي شَيْبَةَ**، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ** الْجُهَنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

---

[৭০৫] তিরমিযী (৩৫১২), বায়হাকী (১২৯৮)।

[৭০৬] হাদীসের সানাদে আবূ ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছে।

Contents

يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبِّ إِلَيْكَ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ " . قَالَتْ وَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ " يَا عَائِشَةُ هَلْ عَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ دَلَّنِي عَلَى الاسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ " . قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَعَلِّمْنِيهِ . قَالَ " إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَكِ يَا عَائِشَةُ " . قَالَتْ فَتَنَحَّيْتُ وَجَلَسْتُ سَاعَةً ثُمَّ قُمْتُ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِيهِ . قَالَ " إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَكِ يَا عَائِشَةُ أَنْ أُعَلِّمَكِ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَكِ أَنْ تَسْأَلِي بِهِ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا " . قَالَتْ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّهَ وَأَدْعُوكَ الرَّحْمَنَ وَأَدْعُوكَ الْبَرَّ الرَّحِيمَ وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي . قَالَتْ فَاسْتَضْحَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ "إِنَّهُ لَفِي الأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَوْتِ بِهَا".

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة ، التعليق الرغيب ٢ | ٢٧٥ .

৭৭৫–৩৯২৮। 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আপনার সেই নামের ওয়াসিলায়; যা পবিত্র, উত্তম, বারাকাতপূর্ণ এবং আপনার অধিক প্রিয়। যে নামে আহ্বান করলে আপনি সাড়া দেন এবং যে নাম নিয়ে প্রার্থনা করলে আপনি দান করেন। আর যে নাম নিয়ে রহমাত চাওয়া হলে আপনি রহম করেন, বিপদ মুক্তি চাওয়া হলে আপনি বিপদ দূর করেন। 'আয়িশাহ ﵂ বলেন ঃ একদিন তিনি বললেন ঃ হে 'আয়িশাহ! তুমি কি জান, আল্লাহ আমাকে সেই নামটি বলে দিয়েছেন যে নামে ডাকলে তিনি সাড়া দেন? 'আয়িশাহ ﵂ বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আমাকে তা শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ হে 'আয়িশাহ ﵂! এটা তোমাকে শিখানো ঠিক হবে না, কেননা সে নামের দ্বারা দুনিয়ার কিছু প্রার্থনা করা তোমার জন্য অনুচিত হবে। 'আয়িশাহ ﵂ বলেন ঃ অতঃপর আমি উযূ করে দু'রাক'আত সলাত আদায় করে বললাম ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনাকে আল্লাহ বলে ডাকছি, আমি আপনাকে রহমান নামে ডাকছি, আমি আপনাকে 'আল-বার্‌রা আর-রহীম' বলে ডাকছি, আমি আপনাকে আমার জানা-অজানা আপনার যাবতীয় উত্তম নামে আহ্বান করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন। 'আয়িশাহ ﵂ বলেন ঃ তখন রসূলুল্লাহ ﷺ হাঁসলেন এবং বললেন ঃ যে সব নামে তুমি ডেকেছ, সেই নামটি সেগুলোর মধ্যেই রয়েছে।[৭০৭]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ , তা'লীকুর রাগীব (২/২৭৫)।

---

[৭০৭] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ সমালোচিত। সানাদের 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উকাইমকে খাতীব সিকাহ বলেছেন এবং তাকে সাহাবীদের মাঝে গণ্য করেছেন। কিন্তু তার শ্রবণ সহীহ নয়। আর সানাদের আবূ শায়বাহ এর দোষ-গুণ বর্ণনা করতে কাউকে দেখিনি। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

١٠- باب أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ-১০ মহান আল্লাহ্‌র নামসমূহ

٧٧٦-٣٩٣٠. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ** الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ، زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهِيَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الأَوَّلُ الآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْمَلِكُ الْحَقُّ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ الْبَارُّ الْمُتَعَالِ الْجَلِيلُ الْجَمِيلُ الْحَىُّ الْقَيُّومُ الْقَادِرُ الْقَاهِرُ الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ الْقَرِيبُ الْمُجِيبُ الْغَنِيُّ الْوَهَّابُ الْوَدُودُ الشَّكُورُ الْمَاجِدُ الْوَاجِدُ الْوَالِي الرَّاشِدُ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ التَّوَّابُ الرَّبُّ الْمَجِيدُ الْوَلِيُّ الشَّهِيدُ الْمُبِينُ الْبُرْهَانُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ الْقَوِيُّ الشَّدِيدُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْبَاقِي الْوَاقِي الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ الْمُقْسِطُ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ الْقَائِمُ الدَّائِمُ الْحَافِظُ الْوَكِيلُ الْفَاطِرُ السَّامِعُ الْمُعْطِي الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْمَانِعُ الْجَامِعُ الْهَادِي الْكَافِي الأَبَدُ الْعَالِمُ الصَّادِقُ النُّورُ الْمُنِيرُ التَّامُّ الْقَدِيمُ الْوِتْرُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ " . قَالَ زُهَيْرٌ فَبَلَغَنَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ أَوَّلَهَا يُفْتَحُ بِقَوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.

ضعيف بهذا التمام : المشكاة أيضا .

৭৭৬-৩৯৩০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহর নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম রয়েছে, নিশ্চয় তিনি বিজোড়, তাই তিনি বিজোড়কে পছন্দ করেন, যে ব্যক্তি এর হিফাযাত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেগুলো হচ্ছে এই ঃ اللّٰه আল্লাহ, الْوَاحِدُ একক, الصَّمَد অমুখাপেক্ষী, الأَوَّلُ আদি, الآخِرُ অন্ত, الظَّاهِرُ প্রকাশ্য, الْبَاطِنُ অপ্রকাশ্য, الْخَالِقُ স্রষ্টা, الْبَارِئُ অস্তিত্বদানকারী, الْمُصَوِّرُ আকৃতিদানকারী, الْمَلِكُ রাজত্বের অধিকারী, الْحَقُّ পরম সত্য, السَّلاَمُ পরম শান্তি, الْمُؤْمِنُ নিরাপত্তাদানকারী, الْمُهَيْمِنُ হিফাযাতকারী, الْعَزِيزُ ক্ষমতাবান, الْجَبَّارُ পরাক্রমশালী, الْمُتَكَبِّرُ বড়ত্বের অধিকারী, الرَّحْمَنُ দয়ালু , الرَّحِيمُ পরম দয়ালু,করুণাময়, اللَّطِيفُ সূক্ষ্মতম বিষয়ে অবগত, الْخَبِيرُ সর্ববিষয়ে অবগত, السَّمِيعُ সর্ববিষয়ে শ্রবণকারী, الْبَصِيرُ সর্বদর্শী, الْعَلِيمُ সর্বজ্ঞানী, الْعَظِيمُ মহান, الْبَارُّ বান্দাদের সাথে কল্যাণমূলক আচরণকারী, الْمُتَعَالِ সবচেয়ে বড়,

যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ্—৬৩

الْقَاهِرُ সর্বশক্তিমান, الْقَادِرُ চিরস্থায়ী, الْقَيُّومُ চিরঞ্জীব, الْحَيُّ পরম সুন্দর, الْجَمِيلُ মহীয়ান, الْجَلِيلُ সর্বজয়ী, الْعَلِيُّ সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন, الْحَكِيمُ মহা প্রজ্ঞাময়, الْقَرِيبُ নিকটতম, الْمُجِيبُ সাড়া দানকারী, الْغَنِيُّ বেনিয়ায, الْوَهَّابُ শ্রেষ্ঠদাতা, الْوَدُودُ প্রেমময়, الشَّكُورُ বিনিময় দানকারী, الْمَاجِدُ মহা মর্যাদার অধিকারী, الْوَاجِدُ সর্ব সম্পদের অধিকারী, الْوَالِي মহান অভিভাবক, الرَّاشِدُ প্রতিপালক, الرَّبُّ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ ক্ষমাময়, الْحَلِيمُ মহান ধৈর্যশীল, الْكَرِيمُ মহামহিম, التَّوَّابُ তাওবাহ কবূলকারী, প্রতিপালক, الْمَجِيدُ মহত্ত্বের আধার, الْوَلِيُّ বন্ধু, الشَّهِيدُ সর্বত্র বিরাজমান, الْمُبِينُ সকল বিষয় স্পষ্টকারী, الْبُرْهَانُ সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী, الرَّءُوفُ পরম সদয়, الرَّحِيمُ দয়ালু, الْمُبْدِئُ সকলের সৃষ্টিকর্তা, الْمُعِيدُ মৃতকে পুনরায় সৃষ্টিকারী, الْبَاعِثُ পুনরুত্থানকারী, الْوَارِثُ সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী, الْقَوِيُّ মহা শক্তিশালী, الشَّدِيدُ মহা প্রচণ্ড, الضَّارُّ অনিষ্টের মালিক, النَّافِعُ কল্যাণের মালিক, الْبَاقِي চিরস্থায়ী, الْوَاقِي হিফাযাতকারী, الْخَافِضُ অবনতি দানকারী, الرَّافِعُ উন্নতি দানকারী, الْقَابِضُ সংকীর্ণকারী, الْبَاسِطُ প্রশস্তকারী উন্মোচনকারী, الْمُعِزُّ ইজ্জত দানকারী, الْمُذِلُّ যিল্লত দানকারী, الْمُقْسِطُ ন্যায় বিচারকারী, الرَّزَّاقُ রিয্‌ক দানকারী, ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ অটল শক্তির অধিকারী, الْقَائِمُ চিরস্থায়ী, الدَّائِمُ চিরস্থায়ী, الْحَافِظُ হিফাযাতকারী, রক্ষাকর্তা; الْوَكِيلُ সকলের সর্বকর্ম সমাধাকারী, الْفَاطِرُ সৃষ্টিকারী, السَّامِعُ শ্রবণকারী, الْمُعْطِي দানকারী, الْمُحْيِي জীবন দানকারী, الْمُمِيتُ মৃত্যু দানকারী, الْمَانِعُ বাধা দানকারী, الْجَامِعُ একত্রকারী, الْهَادِي হিদায়াত দানকারী, الْكَافِي তিনিই সবার জন্য যথেষ্ট, الأَبَدُ অনাদি ও অনন্ত, الْعَالِمُ মহাজ্ঞানী, الصَّادِقُ সত্যবাদী, النُّورُ আলো, জ্যোতি, নূর; الْمُنِيرُ আলোকিতকারী, التَّامُّ পরিপূর্ণ, الْقَدِيمُ চিরনিত্য, الْوِتْرُ একত্বের অধিকারী, الأَحَدُ একক, الصَّمَدُ অমুখাপেক্ষী, الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ যিনি কাউকে জন্মদান করেননি এবং তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ এবং যার সমকক্ষ কেউ নয়।

বর্ণনাকারী যুহায়র (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট একাধিক 'ইল্‌ম চর্চাকারীর মতামত পৌঁছেছে যে, নামগুলো শুরু করতে হবে এভাবে : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى "আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শারীক নেই, তাঁরই জন্য রাজত্ব, তাঁরই জন্য প্রশংসা, তাঁরই হাতে যাবতীয় কল্যাণ, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান, আল্লাহ ব্যতীত কোনই ইলাহ নেই, তাঁরই জন্য রয়েছে উত্তম নামসমূহ।"[৭০৮]

এর পুরোটাই দুর্বল : মিশকাত।

---

[৭০৮] সানাদের 'আব্দুল মালিক ইবনু মুহাম্মাদের দুর্বলতার কারণে এর সানাদটি দুর্বল। **-হাশিয়াহ : আবুল হাসান সিন্দি**

١١ – باب دَعْوَةِ الْوَالِدِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ পিতা ও মযলুমের দু'আ

٧٧٧–٣٩٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَتْنَا حَبَابَةُ ابْنَةُ عَجْلاَنَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَفْصٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " دُعَاءُ الْوَالِدِ يُفْضِي إِلَى الْحِجَابِ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٢|٢٧٧ .

৭৭৭–৩৯৩২। উম্মু হাকীম বিনতে ওয়াদ্দা' খুযাইয়্যাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ পিতার দু'আ (আল্লাহর নূরের) পর্দা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।[৭০৯]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২৭৭)।

١٣ – باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ দু'আতে দু'হাত তোলা

٧٧٨–٣٩٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ وَلاَ تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ " .

ضعيف : و هو مكرر ١١٩٣ .

৭৭৮–৩৯৩৫। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি আল্লাহর নিকট দু'আ করলে দু' হাতের তালু দিয়ে করবে, দুই হাতের পিঠ দিয়ে দু'আ করবে না। আর যখন তুমি দু'আ শেষ করবে, তখন দু' হাতের তালু দিয়ে মুখ মুছে নিবে।[৭১০]

দুর্বল ঃ এটি পুনারাবৃত্তি হয়েছে (১১৯৩)।

١٤ – باب مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ কোন ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হলে যে দু'আ পড়বে

٧٧٩–٣٩٣٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ سَابِقٍ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، خَادِمِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ إِنْسَانٍ أَوْ عَبْدٍ

---

[৭০৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ সমালোচিত। কেননা সানাদে অনেকগুলো মহিলার উল্লেখ রয়েছে। তাদের দোষ-গুণ বর্ণনা করতে আমি কাউকে দেখিনি। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৭১০] আবূ দাউদ (১৪৮৫)।

يَقُولُ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا - إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ١ | ٢٢٨-٢٢٩، الضعيفة ٥٠٢٠ .

৭৭৯-৩৯৩৯। নাবী ﷺ-এর খাদিম আবূ সাল্লাম ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে কোন মুসলিম (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) কিংবা মানুষ অথবা বান্দা সন্ধ্যায় ও সকালে বলবে ঃ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا "আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে নাবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট"– আল্লাহ নিজের প্রতি জরুরী করে নেন যে, তিনি ক্বিয়ামাতের দিন তাকে সন্তুষ্ট করবেন।[৯১১]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/২২৮-২২৯), যঈফাহ্ (৫০২০)।

١٨ - باب مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যে দু'আ পড়বে

٧٨٠-٣٩٥٤. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنِ** بْنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ " بِسْمِ اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ التُّكْلاَنُ عَلَى اللَّهِ " .

ضعيف : الضعيفة ٤٢٤٣، و في الصحيح ما يغني عنه .

৭৮০-৩৯৫৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাঁর ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ بِسْمِ اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ التُّكْلاَنُ عَلَى اللَّهِ "আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তির আধার নেই। আল্লাহর উপরই ভরসা করছি।"[৯১২]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪২৪৩), সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রাধান্যযোগ্য বর্ণনা রয়েছে।

٧٨١-٣٩٥٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي **هَارُونُ بْنُ هَارُونَ**، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ بَيْتِهِ - أَوْ مِنْ بَابِ دَارِهِ - كَانَ مَعَهُ مَلَكَانِ مُوَكَّلاَنِ بِهِ فَإِذَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ . قَالاَ هُدِيتَ . وَإِذَا قَالَ لاَ حَوْلَ

---

[৯১১] আবূ দাউদ (৫০৭২)।

[৯১২] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের 'আব্দুল্লাহ ইবনু হুসাইনকে ইমাম আবূ যুর'আহ, ইমাম বুখারী ও ইবনু হিব্বান দুর্বল বলেছেন। –**হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ . قَالاَ وُقِيتَ . وَإِذَا قَالَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ قَالاَ كُفِيتَ قَالَ فَيَلْقَاهُ قَرِينَاهُ فَيَقُولاَنِ مَاذَا تُرِيدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ " .

ضعيف : الضعيفة ٢٥٥٤، و في الصحيح ما يغني عنه .

৭৮১–৩৯৫৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন লোক যখন তার ঘরের দরজা থেকে (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) অথবা তার বাড়ীর দরজা থেকে বের হয়, তখন তার সঙ্গে দু'জন মালাক (ফেরেশতা) থাকে, যাদেরকে তার জন্য নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর যখন সে 'বিসমিল্লাহ' বলে তখন তাঁরা বলেন, তোমাকে হিদায়াত প্রদান করা হয়েছে। আর যখন সে "লা হাওলা ওয়ালা কু-ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলে, তখন তাঁরা বলেন, তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে। আর যখন "তাওয়াক্কালতু "আলাল্লাহ" বলে, তখন তাঁরা বলেন ঃ (আল্লাহ) তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন। অতঃপর তার সাথে যখন দু'জন সাক্ষাৎ করে। তখন মালায়িকাহ তাদেরকে বলেন ঃ এমন ব্যক্তিকে তোমরা কী করতে চাও, যাকে হিদায়াত দেয়া হয়েছে, রক্ষা করা হয়েছে এবং যার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়েছেন।[৭১৩]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৫৫৪), সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রাধান্যযোগ্য বর্ণনা রয়েছে।

---

[৭১৩] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে হারুন ইবনু হারুন দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٣٥ - كِتَابُ تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا

অধ্যায়-৩৫ ঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যা

٧- باب عَلاَمَ تُعْبَرُ بِهِ الرُّؤْيَا ؟

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ স্বপ্নের তা'বীর (ব্যাখ্যা) কিভাবে করা হবে?

٧٨٢-٣٩٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ **يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اعْتَبِرُوهَا بِأَسْمَائِهَا وَكَنُّوهَا بِكُنَاهَا وَالرُّؤْيَا لأَوَّلِ عَابِرٍ " .

ضعيف : الصحيحة ١١٩و ١٢٠، لكن (الرؤيا لأول عابر)، له شاهد في الصحيحة ١٢٠ .

৭৮২-৩৯৮৪। আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তার নামসমূহ দ্বারা তা'বীর কর, তার উপনাম দ্বারা তা'বীর কর এবং সাধারণতঃ প্রথম তা'বীরকারীর তা'বীরই বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।[৭১৪]

দুর্বল ঃ সহীহাহ (১১৯, ১২০), কিন্তু (الرؤيا لأول عابر) কথাটির শাহিদ (সমার্থক) বর্ণনা রয়েছে সহীহাহ (১২০)-তে।

١٠- باب تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যা

٧٨٣-٣٩٩٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ، قَالَ قَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ كَأَنَّ فِي بَيْتِي عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِكَ قَالَ " خَيْرًا رَأَيْتِ تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلاَمًا فَتُرْضِعِيهِ " . فَوَلَدَتْ حُسَيْنًا أَوْ حَسَنًا فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ قُثَمَ قَالَتْ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ فَضَرَبْتُ كَتِفَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَوْجَعْتِ ابْنِي رَحِمَكِ اللَّهُ " .

ضعيف .

---

[৭১৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবাস রাক্বাশী দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

৭৮৩–৩৯৯৩। ক্বাবূস (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল ফায্‌ল ﵂ বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার ঘরে স্বপ্নে আপনার দেহের অঙ্গসমূহের একটি অঙ্গ দেখেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি ভালই দেখেছ। ফাতিমাহ ﵂ একটি সন্তান প্রসব করবে এবং তুমি তাকে দুধ পান করাবে। এরপর ফাতিমাহ ﵂ হুসায়ন অথবা হাসান ﵁-কে প্রসব করেন। তিনি তাঁকে দুধ পান করালেন। তিনি বললেন ঃ আমি তাঁকে নিয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে তাঁর কোলে রাখলাম। তখন সে প্রস্রাব করে দিল। আমি তাঁর কাঁধে মৃদু আঘাত করলাম। ফলে নাবী ﷺ বললেন ঃ তুমি আমার সন্তানকে কষ্ট দিলে, আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন।[৭১৫]

দুর্বল।

٧٨٤–٣٩٩٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَكْرَهُ الْغُلَّ وَأُحِبُّ الْقَيْدَ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ " .

ضعيف مرفوعا ، صحيح موقوفا : ق .

৭৮৪–৩৯৯৬। আবূ হুরাইরাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে গলায় চাকতি দেখা পছন্দ করি না, তবে আংটা দেখা পছন্দ করি। কেননা আংটা অর্থ দীনের উপর অবিচল থাকা।[৭১৬]

মারফুভাবে দুর্বল, মাওকুফভাবে বিশুদ্ধ ঃ বুখারী, মুসলিম।

---

[৭১৫] আবূ দাউদ (৩৭৫)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য, তবে তা মুনকাতি। 'আত-তাহযীব' ও 'আত্বরাফ' কিতাবে এসেছে ক্বাবুস তার পিতা সূত্রে, তিনি উম্মু ফাযল সূত্রে। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৭১৬] বুখারী (৭০১৭), মুসলিম (২২৬৩), তিরমিযী (২২৭০, ২২৮০, ২২৯১), আবূ দাউদ (৫০১৯), দারিমী (২১৬০), ইবনু হিব্বান (৬০৪০), বায়হাকী (৬/৯৫), হাকিম (৪/৩৯০)।

Contents

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٦ - كِتَابُ الْفِتَنِ

অধ্যায়-৩৬ ঃ ফিত্‌নাহ (বিপর্যয়)

٢- باب حُرْمَةِ دَمِ الْمُؤْمِنِ وَمَالِهِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ মু'মিনের রক্ত ও সম্পদের মর্যাদা

٧٨٥-٤٠٠٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي ضَمْرَةَ، **نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ** بْنِ سُلَيْمَانَ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ النَّصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ " مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ مَالِهِ وَدَمِهِ وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلاَّ خَيْرًا ".

ضعيف : غاية المرام ٤٣٥، الصحيحة ٥٣٠٩

৭৮৫-৪০০৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে দেখলাম। সে সময় তিনি বলছিলেন ঃ হে কা'বা! কতই না উত্তম তোমার খুশবু, কতই না উচ্চ মর্যাদা তোমার! কত বড় সম্মান তোমার! সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহর নিকট মু'মিনের জান ও মালের সম্মান তোমার চাইতেও বেশী। আমরা মু'মিন ব্যক্তি সম্পর্কে কেবল ভাল ধারণা পোষণ করে থাকি।[৭১৭]

দুর্বল ঃ গায়াতুল মারাম (৪৩৫), সহীহাহ (৫৩০৯)।

٣- باب النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَةِ،

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ লুটপাট নিষিদ্ধ

٧٨٦-٤٠٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا **ابْنُ جُرَيْجٍ**، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا".

ضعيف : الصحيحة تحت الحديث ١٦٧٣ .

---

[৭১৭] বায়হাকী (৫/১৪০)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ সমালোচিত। সানাদে নাসর ইবনু মুহাম্মাদকে আবূ হাতিম দুর্বল বলেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে 'আস-সিকাত' এ উল্লেখ করেছেন। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

Contents

৭৮৬-৪০০৬। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রকাশ্যে লুটতরাজকারী আমাদের দলভুক্ত নয়।[৭১৮]

দুর্বল ঃ সহীহাহ (১৬৭৩) নং হাদীসের নীচে।

٦- باب الْمُسْلِمُونَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ মুসলিমরা মহান আল্লাহ্র জিম্মায় থাকে

٦٨٧-٤٠١٨. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا **أَبُو الْمُهَزِّمِ، يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ** سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَعْضِ مَلاَئِكَتِهِ".

ضعيف : المشكاة ٥٧٣٣ .

৭৮৭-৪০১৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মহান আল্লাহর নিকট মু'মিন ব্যক্তি কতিপয় মালায়িকাহ্র চেয়েও অধিক মর্যাদাশীল।[৭১৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৫৭৩৩)।

٧- باب الْعَصَبِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ নিজ গোত্রের পক্ষপাতিত্ব প্রসঙ্গে

٧٨٨-٤٠٢٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ الْيُحْمِدِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الشَّامِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فُسَيْلَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ " لاَ وَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ ".

ضعيف : غاية المرام ٣٠٥، المشكاة ٤٩٠٥ .

৭৮৮-৪০২০। ফাসীলাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! কোন ব্যক্তির জন্য আপন গোত্রের প্রতি ভালবাসা রাখা কি পক্ষপাতিত্ব? তিনি বললেন ঃ না, কিন্তু আপন গোত্রকে অন্যের উপর অত্যাচারে সহায়তা করাটা পক্ষপাতিত্ব।[৭২০]

দুর্বল ঃ গায়াতুল মারাম (৩০৫), মিশকাত (৪৯০৫)।

---

[৭১৮] তিরমিযী (১৪৪৮), আবূ দাউদ (৪৩৯১), ইবনু হিব্বান (৪৪৫৬)। সানাদে ইবনু জুরাইজ একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছে।

[৭১৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে ইয়াযীদ ইবনু সুফয়ান আবী মুহাযযাম এর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৭২০] আবূ দাউদ (৫১১৯), দুলাবী 'আল-কুনা' (১/৪৮), উক্বাইলী 'আয-যুআফা' (২৭৪)। এর সানাদ দূর্বল। সানাদের ফুযায়লা (বিনুত ওয়াসিলাহ)-কে চেনা যায়নি। এছাড়া সানাদের 'আব্বাদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, তার ব্যাপারে প্রশ্ন আছে। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। **–গায়াতুল মারাম**

Contents

٨- باب السَّوَادِ الأَعْظَمِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ বড় জামা'আত প্রসঙ্গে

٧٨٩-٤٠٢١. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ السَّلاَمِيُّ، حَدَّثَنِي **أَبُو خَلَفٍ الأَعْمَى**، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ أُمَّتِي لَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلاَلَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلاَفًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ " .

ضعيف جدا : دون الجملة الأولى فهي صحيحة :المشكاة ١٧٣و ١٧٤، الضعيفة ٢٨٩٦ .

৭৮৯-৪০২১। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাত গুমরাহীর উপরে একত্রিত হবে না। তোমরা যখন উম্মাতের মাঝে মতবিরোধ প্রত্যক্ষ করবে, তখন বড় জামা'আতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে।[৭২১]

খুবই দুর্বল ঃ তবে প্রথম বাক্যটি সহীহ ঃ মিশকাত (১৭৩, ১৭৪), যঈফাহ্ (২৮৯৬)।

٩- باب مَا يَكُونُ مِنَ الْفِتَنِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ সংঘটিতব্য ফিত্‌না

٧٩٠-٤٠٢٥. حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ **عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ**، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " سَتَكُونُ فِتَنٌ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا إِلاَّ مَنْ أَحْيَاهُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ " .

ضعيف جدا : الضعيفة ٣٦٩٦، و هو صحيح دون جملة العلم .

৭৯০-৪০২৫। আবূ উমামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অচিরেই এমন ফিত্‌নার আবির্ভাব হবে যে, মানুষ সকালে মু'মিন থাকবে আর সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাকে 'ইল্‌মের বদৌলতে জীবিত রাখবেন তার কথা ভিন্ন।[৭২২]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩৬৯৬), তবে বর্ণনাটি 'ইল্‌ম সম্পর্কিত বাক্যটি বাদে বিশুদ্ধ।

---

[৭২১] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে আবূ খালফ আ'মা হল হাযিম ইবনু আত্বা। সে দুর্বল। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেন, ইবনু আত্বা সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, সে মিথ্যুক। আবু হাতিম বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস, শক্তিশালী নয়। ইমাম যাহাবী বলেছেন, শিথিল। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটি আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭২২] দারিমী (৩৩৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেছেন, 'আলী ইবনু ইয়াযীদ কাসিম হতে, তিনি আবূ উমামাহ হতে এর সবই দুর্বল। ইমাম বুখারী ও অন্যরা বলেছেন, 'আলী ইবনু ইয়াযীদ মুনকারুল হাদীস। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

١١- باب إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ যখন দু'জন মুসলিম পরস্পরের (বিরুদ্ধে) অস্ত্রধারণ করবে

٧٩١-٤٠٣٧. حَدَّثَنَا **سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد**، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ **عَبْدِ الْحَكَمِ السَّدُوسِيِّ**، حَدَّثَنَا **شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ**، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ ".

ضعيف : الضعيفة ١٩١٥ .

৭৯১-৪০৩৭। আবূ উমামাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিনে আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট গণ্য হবে, যে অন্যের দুনিয়ার জন্য নিজের আখিরাত বরবাদ করেছে।[৭২৩]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৯১৫)।

١٢- باب كَفِّ اللِّسَانِ فِي الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ ফিত্‌নার সময় জিহবা সংযত রাখা

٧٩٢-٤٠٣٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ **لَيْث**، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ زِيَادٍ، سِيمِينْ كُوشْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلاَهَا فِي النَّارِ اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ " .

ضعيف : الضعيفة ٣٢٢٩ .

৭৯২-৪০৩৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এমন এক ফিত্‌না আসবে যা সমগ্র আরবকে পরিবেষ্টন করবে। সে ফিতনায় যারা মৃত্যুবরণ করবে, তারা জাহান্নামী হবে। সে সময় মুখে কথা বলাটা তলোয়ার দিয়ে আঘাত করার চেয়েও কঠিন হবে।[৭২৪]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৩২২৯)।

---

[৭২৩] আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা' (৬/৫৬) এবং কাযায়ী (৯৩/২ । হাদীসের সানাদের শাহর ইবনু হাওশাব স্মৃতি বিভ্রাটের কারণে সে দুর্বল। এছাড়া 'আবদুল হাকাম ইবনু জাকওয়ান সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেছেন, আমি তাকে চিনি না। **–যঈফাহ্**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের সুওয়ায়িদ ইবনু সাঈদ সম্পর্কে মতভেদ আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭২৪] তিরমিযী (২১৭৮), আবূ দাঊদ (৪২৬৫), আহমাদ (৬৯৪১)। এর সানাদে লাইস ইবনু আবী সুলাইম ইবনু যানীম দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٧٩٣-٤٠٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِيَّاكُمْ وَالْفِتَنَ فَإِنَّ اللِّسَانَ فِيهَا مِثْلُ وَقْعِ السَّيْفِ ".

ضعيف جدا : الضعيفة ٢٤٧٩ .

৭৯৩-৪০৩৯। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ফিতনা হতে বেঁচে থাকো। কেননা তাতে জিহ্বা তলোয়ারের আঘাতের সমতুল্য।[৭২৫]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৪৭৯)।

٧٩٤-٤٠٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيَّ، قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " كَلاَمُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِلاَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ".

ضعيف : التعليق الرغيب ٤ | ١٠ .

৭৯৪-৪০৪৫। নাবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং মহান আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া মানুষের অন্যান্য কথাবার্তা তার উপকারে আসবে না।[৭২৬]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৪/১০)।

١٥- باب بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায়

٧٩٥-٤٠٥٩. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ " . قَالَ قِيلَ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ قَالَ النُّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ .

ضعيف بزيادة (قال: قيل..) : الصحيحة ٣ | ٢٦٩ .

---

[৭২৫] হাদীসের সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুর রহমান ইবনু বায়লামানী সন্দেহভাজন এবং তার পিতা দুর্বল, অনুরূপ তার সূত্রে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু হারিসও। **-যঈফাহ্**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুর রহমান দুর্বল এবং তার পিতা ইবনু 'উমার হতে হাদীসটি শুনেনি। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৭২৬] তিরমিযী (৪২১২), বায়হাকী (৫/২৬৪), আহমাদ (৩০)।

৭৯৫–৪০৫৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় ইসলামের সূচনা হয়েছে অল্প সংখ্যক লোকের মাধ্যমে। আর শীঘ্রই তা অল্প সংখ্যক লোকের মাঝে ফিরে যাবে। অতএব অল্প সংখ্যকদের জন্যই সুসংবাদ।

বর্ণনাকারী বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, এই অল্প সংখ্যক কারা? তিনি বললেন ঃ গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরা (তথা মুসাফির ও মুহাজিররা)।[৭২৭]

দুর্বল (قال: قيل..) এই অতিরিক্ত অংশ যোগে ঃ সহীহাহ (৩/২৬৯)।

١٦ – باب مَنْ تُرْجَى لَهُ السَّلاَمَةُ مِنَ الْفِتَنِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যার জন্য ফিত্নাহ হতে নিরাপদ কামনা করা হয়

٧٩٦–٤٠٦٠. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي **ابْنُ لَهِيعَةَ**، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ قَالَ يُبْكِينِي شَىْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ وَإِنَّ مَنْ عَادَى لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الأَبْرَارَ الأَتْقِيَاءَ الأَخْفِيَاءَ الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُعْرَفُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ " .

ضعيف : المشكاة ٥٣٢٨، الروض النضير ٨٦٣، الضعيفة ٢٩٧٥، التعليق الرغيب ١ | ٣٤.

৭৯৬–৪০৬০। 'উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি মাসজিদে নাববীতে গিয়ে সেখানে নাবী ﷺ-এর ক্ববরের পার্শ্বে মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ-কে কান্নারত অবস্থায় বসা দেখতে পেয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন ঃ আমাকে এমন জিনিস কাঁদাচ্ছে যা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছি। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ সামান্যতম রিয়া করাও শির্ক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন বন্ধুর সঙ্গে দুশমনী করে সে যেন আল্লাহর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হল। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ ভালবাসেন নেক্কার, মুত্তাকী এবং গোপন বান্দাদের, যারা অদৃশ্য হয়ে গেলে কেউ তাদের খোঁজ করে না। তারা কোথাও উপস্থিত হলে, তাদের ডাকা হয় না এবং তাদের পরিচয়ও নেয়া হয় না। তাদের অন্তকরণগুলো হিদায়াতের আলোকবর্তিকা সদৃশ্য। তারা যাবতীয় কদর্য ফিত্নাহ হতে মুক্তি পাবে।[৭২৮]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৫৩২৮), রাওযুন নাযীর (৮৬৩), যঈফাহ্ (২৯৭৫), তা'লীকুর রাগীব (১/৩৪)।

---

[৭২৭] তিরমিযী (২৬২৯), আহমাদ (৩৭৭৫), দারিমী (২৭৫৫)। সানাদে আবূ ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছে।

[৭২৮] হাদীসের সানাদে ইবনু লাহী'আহ দুর্বল। – **হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

١٩- باب فِتْنَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ- ১৯ ঃ নারীদের ফিত্‌নাহ

٧٩٧-٤٠٧٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلاَّ وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ " .

ضعيف جدا : الضعيفة ٢٠١٨ .

৭৯৭-৪০৭০। আবূ সা'ঈদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সকাল হলে দু'জন মালাক এ মর্মে ঘোষণা দেন যে, নারীদের কারণে পুরুষদের এবং পুরুষদের কারণে নারীদের ধ্বংস অনিবার্য।[৭২৯]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২০১৮)।

٧٩٨-٤٠٧٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ تَرْفُلُ فِي زِينَةٍ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّينَةِ وَالتَّبَخْتُرِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبِسَ نِسَاؤُهُمُ الزِّينَةَ وَتَبَخْتَرْنَ فِي الْمَسَاجِدِ " .

ضعيف : الضعيفة ٤٨٢١ .

৭৯৮-৪০৭২। 'আয়িশাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে বসা ছিলেন। এমনি সময় মাইমূনাহ গোত্রের জনৈক মহিলা তাঁর নিকট আসলো। সে অত্যন্ত সুসজ্জিতা অবস্থায় মাসজিদে প্রবেশ করলো। নাবী ﷺ বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের অলংকার ভূষিত সুসজ্জিত পোষাক পরিধান করে মাসজিদে আসতে বারণ কর। কেননা, বানী ইসরাঈলের নারীরা অলংকার ভূষিতা ও সুসজ্জিতা হয়ে মাসজিদে আসার পূর্বে তাদের উপর লা'নাত বর্ষিত হয়নি।[৭৩০]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৮২১)।

---

[৭২৯] আল্লামা বুসয়রী 'যাওয়ায়িদে' বলেছেন, এর সানাদে খারিজাহ ইবনু মুস'আব দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৩০] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের দাউদ ইবনু মুদরিক সম্পর্কে ইমাম যাহাবী 'তাবাক্বাত' গ্রন্থে বলেছেন, তাকে চেনা যায়নি এবং সানাদে মূসা ইবনু 'উবাইদাহ দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

٢٠ - باب الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ

অনুচ্ছেদ- ২০ ঃ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ

৭৯৯-٤٠٧٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا وَقَعَ فِيهِمُ النَّقْصُ كَانَ الرَّجُلُ يَرَى أَخَاهُ عَلَى الذَّنْبِ فَيَنْهَاهُ عَنْهُ فَإِذَا كَانَ الْغَدُ لَمْ يَمْنَعْهُ مَا رَأَى مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَخَلِيطَهُ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَنَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ فَقَالَ ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ " . قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ " لاَ حَتَّى تَأْخُذُوا عَلَى يَدَىِ الظَّالِمِ فَتَأْطِرُوهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا " .

ضعيف :المشكاة ٥١٤٨ .

৭৯৯-৪০৭৭। আবূ 'উবাইদাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন বানী ইসরাঈলের উপব বিপদ আসলো, তখন তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, কোন ব্যক্তি তার ভাইকে পাপ কাজে লিপ্ত দেখলে তাকে নিষেধ করতো। কিন্তু পরদিন তার সঙ্গে একত্রে পানাহার ও মেলামেশা করতো এবং তাকে পাপাচার থেকে বিরত রাখতো না। অতঃপর আল্লাহ তাদের একের অন্তর দ্বারা অপরকে আঘাত করেন আর তাদের শানে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ অর্থ ঃ "বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, তারা দাঊদ ও মারইয়াম পুত্র 'ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। এর কারণ হল, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। তারা যে সব পাপ কাজ করতো তা থেকে তারা একে অন্যকে নিষেধ করতো না। তারা যা করতো, তা কতই না মন্দ। তাদের অনেককে তুমি কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম, যার কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তাদের শাস্তি স্থায়ী হবে। তারা আল্লাহর প্রতি, নাবীর প্রতি এবং যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাসী হলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসিক।" (সূরাহ মায়িদাহ ৫ ঃ ৭৮-৮১)

বর্ণনাকারী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ হেলান দিয়ে কথাগুলো বলছিলেন। অতঃপর সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ অত্যাচারীর হাত ধরে তাকে ইনসাফ কায়িমে বাধ্য না করা পর্যন্ত তোমরা শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।[৭৩১]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৫১৪৮)।

---

[৭৩১] তিরমিযী (৩০৪৭), আবূ দাউদ (৪৩৩৬)।

٨٠٠–٤٠٨٠. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ قَالَ " يَرَى أَمْرًا لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ ثُمَّ لاَ يَقُولُ فِيهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ خَشْيَةُ النَّاسِ . فَيَقُولُ فَإِيَّاىَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى ".

ضعيف : التعليق الرغيب ٣ | ١٦٩ .

৮০০-৪০৮৮। আবূ সা'ঈদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন নিজকে হেয় জ্ঞান না করে। তারা বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ নিজকে হেয় জ্ঞান করবে কিভাবে? তিনি বললেন ঃ সে কোন বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও তা প্রকাশ করবে না। অতঃপর ক্বিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ তাকে বললেন ঃ অমুক বিষয়ে এই, এই কথা বলতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল? সে বলবে, মানুষের ভয়। ফলে আল্লাহ বলবেন ঃ আমাকে ভয় করাই তোমার অধিকতর শ্রেয় ছিল।[৭৩২]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৩/১৬৯)।

٢١– باب قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾

অনুচ্ছেদ- ২১ ঃ মহান আল্লাহর বাণী, হে ঈমানদারগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য

٨٠١–٤٠٨٦. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي **عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ**، حَدَّثَنِي عَمِّي، **عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ** عَنْ **أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ**، قَالَ أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي هَذِهِ الآيَةِ قَالَ أَيَّةُ آيَةٍ قُلْتُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ قَالَ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْىٍ بِرَأْيِهِ وَرَأَيْتَ أَمْرًا لاَ يَدَانِ لَكَ بِهِ فَعَلَيْكَ خُوَيْصَّةَ نَفْسِكَ وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ

ضعيف :المشكاة ٥١٤٤، نقد الكتابي ص ٢٧، الضعيفة ١٠٢٥، لكن فقرة : (أيام الصبر..) ثابتة : الصحيحة ٤٩٤و٩٥٧ .

---

[৭৩২] আহমাদ (১১০৪৮, ১১৩০২, ১১৪৫৫)।

Contents

৮০১-৪০৮৬। আবূ উমাইয়্যাহ শা'বানী (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবূ সালামাহ খুশানী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম, এই আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন ঃ কোন্ আয়াত? আমি বললাম ঃ এই আয়াত يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ "হে মু'মিনগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে চলো তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (সূরাহ মায়িদাহ ৫ ঃ ১০৫)

বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি আয়াতটি সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেছিলাম, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ (আয়াতের শাব্দিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে ধোঁকায় পড়ো না) বরং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে থাকো এমন যুগ আসা পর্যন্ত, যখন লোকেরা কৃপণতা অনুসরণ করবে, প্রবৃত্তির তাড়নায় চলবে, দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবে এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজ মতামতকে পছন্দ করবে। আর তুমি এমন কাজ হতে দেখবে যা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তোমার থাকবে না। অতএব সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে নিজের ব্যাপারে চিন্তা করবে। তোমাদের পরবর্তীতে ধৈর্যের যুগ আসবে। তখন ধৈর্যধারণ করাটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হাতের মুঠোয় রাখার সমতুল্য। সেই সময় কেউ নেক 'আমাল করলে, তাকে তার অনুরূপ 'আমালকারী পঞ্চাশ জনের সাওয়াব দেয়া হবে।[৭৩৩]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৫১৪৪), নাকদুল কাত্তানী (২৭ পৃঃ), যঈফাহ্ (১০২৫), কিন্তু (أيام الصبر..) অংশটি প্রমাণিত ঃ সহীহাহ (৪৯৪, ৯৫৭)।

٨٠٢-٤٠٨٧. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ، حَفْصُ بْنُ غَيْلاَنَ الرُّعَيْنِيُّ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى نَتْرُكُ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ " إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي الأُمَمِ قَبْلَكُمْ " . قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ظَهَرَ فِي الأُمَمِ قَبْلَنَا قَالَ " الْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ وَالْفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ وَالْعِلْمُ فِي رُذَالَتِكُمْ " . قَالَ زَيْدٌ تَفْسِيرُ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ " وَالْعِلْمُ فِي رُذَالَتِكُمْ " . إِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي الْفُسَّاقِ .

ضعيف الأسناد لعنعنة مكحول : التعليق علي ابن ماجة ، الضعيفة ٥٧٠٣ .

---

৭৩৩ তিরমিযী (৩০৫৮), আবূ দাউদ (৪৩৪১০, বায়হাকী (৩/৩৭২)। হাদীসের সানাদের 'আমর ইবনু জারিয়াহ এবং আবূ উমাইয়্যাহ রয়েছে। পূর্ববর্তী ইমামগণের কেউই তাদের দু'জনকে নির্ভরযোগ্য বলেননি। কেবল ইবনু হিব্বান ছাড়া। আর ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করণের ক্ষেত্রে নরমপন্থী, যা আহলে ইলমদের জানা বিষয়। সেজন্যই হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে তাদের দু'জনকে নির্ভরযোগ্য বলেননি বরং 'মাকবূল' বলেছেন। অর্থাৎ মুতাবি'আতের ক্ষেত্রে। অন্যথায় তারা হাদীসে শিথিল। এছাড়া সানাদে 'উতবাহ ইবনু আবী হাকীম এর স্মৃতি দুর্বলতা রয়েছে। হাফিয বলেছেন, সত্যবাদী, তবে ভুল বেশি। **-যঈফাহ্**

Contents

৮০২-৪০৮৭। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা কখন ছেড়ে দিব? তিনি বললেন ঃ যখন তোমাদের মাঝে ঐসব বিষয় প্রকাশ পাবে, বা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের মাঝে প্রকাশ পেয়েছিল। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমাদের পূর্বেকার উম্মাতদের মাঝে কি প্রকাশ পেয়েছিল? তিনি বললেন ঃ রাজত্ব চলে যাবে তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট লোকের হাতে, নেতৃস্থানীয়রা অশ্লীলতায় লিপ্ত হবে এবং নরাধমদের হাতে 'ইল্‌ম চলে যাবে।

বর্ণনাকারী যায়দ বলেন ঃ নাবী ﷺ-এর বাণী ঃ "নরাধমদের হাতে 'ইল্‌ম চলে যাবে" এর তাৎপর্য হচ্ছে, ফাসিকদের হাতে 'ইল্‌ম চলে যাওয়া।[৭৩৪]

মাকহুলের আন্‌ আন্‌ এর কারণে সানাদটি দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ , যঈফাহ্ (৫৭০৩)।

٢٢- باب الْعُقُوبَاتِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ শাস্তিদান প্রসঙ্গে

٨٠٣-٤٠٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ **لَيْثٍ**، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ﴾ " . قَالَ " دَوَابُّ الأَرْضِ ".

ضعيف الاسناد .

৮০৩-৪০৯৩। বারা ইবনু 'আযিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারীরাও তাদেরকে অভিসম্পাত করে"- (সূরাহ বাক্বারাহ ২ ঃ ১৫৯)।[৭৩৫]

বর্ণনাকারী বলেন ঃ অভিসম্পাতকারীদের দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের জীব-জন্তুর কথা বুঝানো হয়েছে।

সানাদ দুর্বল।

٢٣- باب الصَّبْرِ عَلَى الْبَلاَءِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ বিপদে ধৈর্যধারণ প্রসঙ্গে

٨٠٤-٤١٠٢. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا **سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ**، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ وَجَدَ

---

[৭৩৪] আহমাদ (১২৫৩১)।

[৭৩৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে লাইস ইবনু সুলাইম দুর্বল। **-হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

رِيحًا طَيِّبَةً فَقَالَ " يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ قَالَ هَذِهِ رِيحُ قَبْرِ الْمَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا . قَالَ وَكَانَ بَدْءُ ذَلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَانَ مَمَرُّهُ بِرَاهِبٍ فِي صَوْمَعَتِهِ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ فَيُعَلِّمُهُ الإِسْلاَمَ فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تُعْلِمَهُ أَحَدًا وَكَانَ لاَ يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ زَوَّجَهُ أَبُوهُ أُخْرَى فَعَلَّمَهَا وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تُعْلِمَهُ أَحَدًا فَكَتَمَتْ إِحْدَاهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى أَتَى جَزِيرَةً فِي الْبَحْرِ فَأَقْبَلَ رَجُلاَنِ يَحْتَطِبَانِ فَرَأَيَاهُ فَكَتَمَ أَحَدُهُمَا وَأَفْشَى الآخَرُ وَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ . فَقِيلَ وَمَنْ رَآهُ مَعَكَ قَالَ فُلاَنٌ فَسُئِلَ فَكَتَمَ وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ قَالَ فَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْكَاتِمَةَ فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشُطُ ابْنَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ سَقَطَ الْمُشْطُ فَقَالَتْ تَعِسَ فِرْعَوْنُ . فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنَانِ وَزَوْجٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ دِينِهِمَا فَأَبَيَا فَقَالَ إِنِّي قَاتِلُكُمَا . فَقَالاَ إِحْسَانًا مِنْكَ إِلَيْنَا إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتٍ فَفَعَلَ فَلَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجَدَ رِيحًا طَيِّبَةً فَسَأَلَ جِبْرِيلَ فَأَخْبَرَهُ " .

ضعيف الاسناد .

৮০৪–৪১০২। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি ﷺ মি'রাজের রাতে উত্তম সুগন্ধি পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে জিবরীল! এই উত্তম সুগন্ধি কিসের? তিনি বললেন ঃ এটা ঐ মহিলার এবং তার দুই পুত্র ও স্বামীর ক্বরের সুগন্ধি (যে মহিলা ফির'আউন তনয়ার কেশ বিন্যাসকারিণী ছিল)। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তিনি ঘটনাটি এভাবে শুরু করলেন ঃ খিযির ছিলেন বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের অভিজাত ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি এক পাদ্রীর গীর্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। পাদ্রী তার চোখের পর্দা খুলে দিলেন এবং তাকে ইসলাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর খিযির যখন যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন তার পিতা তাঁকে এক মহিলার সাথে বিয়ে দেন। খিযির ঐ মহিলাকে দীন শিক্ষা দিলেন। তিনি মহিলাদের সাহচর্যে থাকা অপছন্দ করতেন। পরিশেষে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দেন। তার পিতা অন্য এক মহিলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে করিয়ে দেন। তিনি তাঁকেও ইসলাম শিক্ষা দিলেন। তাঁর নিকট থেকেও প্রতিশ্রুত নিলেন যেন কারোর কাছে তাঁর কথা প্রকাশ না করা হয়। অতঃপর একজন (মহিলা) এই ভেদ গোপন রাখলো এবং অপরজন প্রকাশ করে দিল। (ফলে ফির'আউন তাঁকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন)। তিনি দেশত্যাগ করলেন, শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের একটি দ্বীপে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে দুই ব্যক্তি কাঠ সংগ্রহের জন্য এসে খিযিরকে দেখতে পেলো। একজন তাঁর পরিচয় গোপন রাখলো, আর অন্যজন প্রকাশ করে দিল। সে বলল, আমি খিযির ('আ.)-কে দেখেছি। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তোমার সাথে তাকে আর কে দেখেছে? সে বলল ঃ অমুক ব্যক্তি। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বিষয়টি গোপনই রাখলো। তাদের ধর্মের বিধান ছিল কেউ মিথ্যা বললে তাঁকে হত্যা করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে গোপনকারিণী মহিলাকে বিয়ে করলো। সেই মহিলা ফির'আউন তনয়ার কেশবিন্যাস করছিল। এমন সময় তার হাত থেকে চিরুনীটা পড়ে যায় এবং (অনিচ্ছাকৃতভাবে) তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, ফির'আউনও ধ্বংস

হোক। ফির'আউন তাদের সবাইকে ডাকলো এবং মহিলা ও তার স্বামীকে তাদের দীন ত্যাগের জন্য বল প্রয়োগ করলো। কিন্তু তারা উভয়ে তা অস্বীকার করলো। ফলে ফির'আউন বলল ঃ আমি তোমাদের দু'জনকে একই ক্বরে দাফন করবো। ফির'আউন তাই করলো। অতঃপর যে রাতে নাবী ﷺ-এর মি'রাজ সংঘটিত হয়, সে সময় তিনি সুগন্ধি পেয়েছিলেন। এরপর তিনি জিবরীল ('আ.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বিষয়টি অবহিত করেন।[৭৩৬]

সানাদ দুর্বল।

٢٤- باب شِدَّةِ الزَّمَانِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যুগের কঠোরতা

٨٠٥-٤١١١. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي **مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ** الْجَنَدِيُّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ **الْحَسَنِ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ يَزْدَادُ الأَمْرُ إِلاَّ شِدَّةً وَلاَ الدُّنْيَا إِلاَّ إِدْبَارًا وَلاَ النَّاسُ إِلاَّ شُحًّا وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ وَلاَ الْمَهْدِيُّ إِلاَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ " .

ضعيف جدا : الا جملة : (الساعة..) فصحيحة : الروض النضير ١٤٣و٦٤٧، الضعيفة تحت الحديث ٧٧ .

৮০৫-৪১১১। আনাস ইবনু মালিক ؓ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দিন দিন কঠোরতা বৃদ্ধি পাবে। দুনিয়াতে দুর্ভিক্ষের আধিক্য দেখা দিবে। কৃপণ লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। নিকৃষ্ট লোকদের উপর ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে। আর 'ঈসা ইবনু মারইয়াম ('আ.) ছাড়া কোন মাহদী নেই।[৭৩৭]

খুবই দুর্বল ঃ তবে (الساعة..) বাক্যটি বিশুদ্ধ ঃ রাওযুন নাযীর (১৪৩, ৬৪৭), যঈফাহ্ (৭৭) নং হাদীসের নীচে।

---

[৭৩৬] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের সাঈদ ইবনু বাশীর সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, তার স্মরণশক্তি নিয়ে (মুহাদ্দিসগণ) সমালোচনা করেছেন। আবূ হাতিম বলেছেন, আমি আমার পিতা এবং আবূ যুর'আহকে বলতে শুনেছি, তার অবস্থান সত্যবাদীদের মধ্যে। আমি বললাম, তার দ্বারা দলিলগ্রহণ করা যাবে কি? তারা দু'জনে বললেন, না। অন্যান্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৭৩৭] হাকিম (৪/৪৭৩)। তিনটি কারণে হাদীসটির সানাদ দুর্বল। (১) হাসান বাসরী কর্তৃক আন্ আন্ শব্দ দ্বারা বর্ণিত হওয়া। কারণ তিনি কখনো কখনো তাদলীস করতেন। (২) সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু 'খালিদ আল জানাদী অজ্ঞাত। যেমন হাফিয ইবনু হাজার 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন। (৩) সানাদে মতভেদ বিদ্যমান থাকা।

ইমাম বায়হাকী বলেছেন, নাবী ﷺ হতে হাসান সূত্রে বর্ণনাটি মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন)। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেছেন, এই হাদীসটি মুনকার। তিনি একে মুরসালও বলেছেন। আল্লামা সাগানী বলেছেন, হাদীসটি বানোয়াট। আল্লামা কুরতুবী বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। হাদীসটি হাকিম, ইবনুল জাওযী, ইবনু আব্দিল বার এবং খাতীব বাগদাদী বর্ণনা করেছেন। **–যঈফাহ্**

Contents

٢٥– باب أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ ক্বিয়ামাতের আলামাতসমূহ

٨٠٦–٤١١٥. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، - مَوْلَى الْمُطَّلِبِ - عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ**، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ وَيَرِثَ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ " .

ضعيف : الضعيفة٢٠٤٦ .

৮০৬–৪১১৫। হুযাইফাহ ইবনু ইয়ামান (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাত প্রতিষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ইমামকে হত্যা করবে, নিজেদের তরবারি দ্বারা মরবে এবং তোমাদের নিকৃষ্ট লোকেরা দুনিয়ার কর্তৃত্বের অধিকারী হবে।[৭৩৮]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২০৪৬)।

٢٧– باب ذَهَابِ الأَمَانَةِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ আমানাত উঠে যাবে

٨٠٧–٤١٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ **سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ**، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ، كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ عَبْدًا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ مَقِيتًا مُمَقَّتًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ مَقِيتًا مُمَقَّتًا نُزِعَتْ مِنْهُ الأَمَانَةُ فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الأَمَانَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ خَائِنًا مُخَوَّنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ خَائِنًا مُخَوَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ رَجِيمًا مُلَعَّنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ رَجِيمًا مُلَعَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ رِبْقَةُ الإِسْلاَمِ " .

موضوع : الضعيفة ٣٠٤٤ .

৮০৭–৪১২৬। ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ধ্বংস করতে চান, তখন তার থেকে লজ্জাশীলতা ছিনিয়ে নেন। আর তিনি যখন তার থেকে লজ্জা ছিনিয়ে নেন, তখন তিনি তার উপর সর্বদা ক্রোধান্বিত থাকেন। তার উপরে সর্বদা আল্লাহর ক্রোধ থাকার কারণে তার অন্তর হতে আমানাত উঠিয়ে নেয়া হয়। আর যখন আমানাত উঠিয়ে নেয়া হয়, তখন তুমি তাকে কেবল বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই পাবে। আর যখন তুমি তাকে কেবল বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই পাবে, তখন তার থেকে রহমাত উঠিয়ে নেয়া হবে। আর যখন তার থেকে রহমাত উঠিয়ে

---

[৭৩৮] আহমাদ (২২৭৯১)। হাদীসের সানাদের 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্দুর রহমান আনসারী আশহালী সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেছেন, আমি তাকে চিনি না। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তার থেকে কেবল 'আমর ইবনু আবূ 'আমর বর্ণনা করেছে, তার মুনকার হাদীস রয়েছে। –**যঈফাহ্**

নেয়া হবে, তখন তুমি তাকে অভিশপ্ত, বিতাড়িত (শয়তানরূপে) পাবে। আর যখন তুমি তাকে অভিশপ্ত, বিতাড়িত (শয়তানরূপে) পাবে, তখন তার কাঁধ থেকে ইসলামের রজ্জু উঠিয়ে নেয়া হবে।[৭৩৯]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (৩০৪৪)।

٢٨- باب الآيَات

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ ক্বিয়ামাতের নিদর্শনাবলী

٨٠٨-٤١٢٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا **عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ**، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الآيَاتُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ " .

موضوع :المشكاة ٥٤٦٠، الضعيفة ١٩٦٦ .

৮০৮-৪১২৯। আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের (ছোট) নিদর্শনসমূহ দু'শত বছর পরে প্রকাশ পাবে।[৭৪০]

বানোয়াট ঃ মিশকাত (৫৪৬০), যঈফাহ্ (১৯৬৬)।

٨٠٩-٤١٣٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ، عَنْ **يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أُمَّتِي عَلَى خَمْسِ طَبَقَاتٍ فَأَرْبَعُونَ سَنَةً أَهْلُ بِرٍّ وَتَقْوَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ أَهْلُ تَرَاحُمٍ وَتَوَاصُلٍ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ إِلَى سِتِّينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ أَهْلُ تَدَابُرٍ وَتَقَاطُعٍ ثُمَّ الْهَرْجُ الْهَرْجُ النَّجَا النَّجَا " .

ضعيف : الضعيفة ٢٩٤٠ .

৮০৯-৪১৩০। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে রসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার উম্মাত পাঁচটি স্তরে বিন্যস্ত হবে ঃ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সৎ ও আল্লাহভীরুরা থাকবেন। পরবর্তী একশত বিশ বছর থাকবেন তারা, যারা পারস্পরিক সহানুভূতি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখবেন। তার পরবর্তী একশত ষাট বছর পর্যন্ত তারা অবস্থান করবে, যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং

---

[৭৩৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে সাঈদ ইবনু সিনান দুর্বল। তার নাম নিয়ে মতভেদ আছে। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৭৪০] 'উক্বাইলী 'আয-যুআফা' (৩২২), এবং হাকিম (৪/৪২৮)। ইমাম হাকিম সানাদকে সহীহ বলেছেন। যা তাব অশোভনীয় ধারণামাত্র। কেননা সানাদের 'আওন দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি বুখারী ও মুসলিম তার থেকে কিছুই বর্ণনা করেননি। আর ইমাম যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন, আমি বলি, আমার ধারণায় বর্ণনাটি বানোয়াট, সানাদের 'আওনকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন। আল্লামা মানাবী 'তায়সীর' গ্রন্থে বলেছেন, হাকিম একে সহীহ বলেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ তা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, তা খুবই নিকৃষ্ট। বরং বলা হয়, তা বানোয়াট। **–যঈফাহ্**

একে অন্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। তার পরবর্তী সময়ে শুধুমাত্র বাকী থাকবে হত্যা আর হত্যা। এর থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও।[৭৪১]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৯৪০)।

٨١٠-٤١٣١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا خَازِمٌ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مَعْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أُمَّتِي عَلَى خَمْسِ طَبَقَاتٍ كُلُّ طَبَقَةٍ أَرْبَعُونَ عَامًا فَأَمَّا طَبَقَتِي وَطَبَقَةُ أَصْحَابِي فَأَهْلُ عِلْمٍ وَإِيمَانٍ وَأَمَّا الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ مَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ فَأَهْلُ بِرٍّ وَتَقْوَى ". ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

ضعيف : الضعيفة ٢٩٤٠ .

৮১০-৪১৩১। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাত পাঁচটি স্তরে তাগ হবে। প্রত্যেকটি স্তর চল্লিশ বছর স্থায়ী হবে। তবে আমার ও আমার সহাবীদের দলটি হবে জ্ঞানী ও ঈমানদারদের স্তর। আর দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে চল্লিশ হতে আশি বছর পর্যন্ত, যা সৎ ও আল্লাহ ভীরুদের যুগ। এরপর তিনি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।[৭৪২]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৯৪০)।

٣١- باب دَابَّةِ الأَرْضِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ দাব্বাতুল আরদ (মাটির জন্তু)

٨١١-٤١٣٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَعَصَا مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَ تَخْطِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ حَتَّى أَنَّ أَهْلَ الْحِوَاءِ لَيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ " .

ضعيف : الضعيفة ١١٠٨ .

৮১১-৪১৩৯। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ 'দাব্বাতুল আরদ-বের হবে এবং তার সাথে দাউদ পুত্র সুলাইমানের আংটি এবং 'ইমরান পুত্র মূসার

---

[৭৪১] বায়হাকী (৯/১৮০)। সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবান রাক্বাশী দুর্বল। আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, এটিও ইবনুল জাওযী 'মাওযূ'আত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন কামিল ইবনু তালহা হতে, এবং বলেছেন, এটি ভিত্তিহীন। –**হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

[৭৪২] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে আবূ মা'ন, মিসওয়ার ইবনু হাসান এবং হাযিম আনবারী এরা সবাই অজ্ঞাত। আবূ হাতিম বলেছেন, এই হাদীসটি বাতিল। ইমাম যাহাবী মিসওয়ার এর জীবনীতে বলেছেন, তার হাদীসটি মুনকার। –**হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

লাঠিও থাকবে। তারা লাঠি দিয়ে মু'মিনের চেহারা উজ্জ্বল করবে এবং সিল মোহর দ্বারা কাফিরদের নাকে দাগ বসিয়ে দিবে। অবশেষে এক মহল্লাবাসী একত্র হবে। তখন (পরস্পরকে) একজন বলবে ঃ হে মু'মিন! অন্যজন বলবে ঃ হে কাফির![৭৪৩]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১১০৮)।

٨١٢-٤١٤٠. حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو زُنَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، حَدَّثَنَا **خَالِدُ بْنُ عُبَيْدٍ**، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ذَهَبَ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَوْضِعٍ بِالْبَادِيَةِ قَرِيبٍ مِنْ مَكَّةَ فَإِذَا أَرْضٌ يَابِسَةٌ حَوْلَهَا رَمْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ " . فَإِذَا فِتْرٌ فِي شِبْرٍ . قَالَ ابْنُ بُرَيْدَةَ فَحَجَجْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ فَأَرَانَا عَصًا لَهُ فَإِذَا هُوَ بِعَصَايَ هَذِهِ هَكَذَا وَهَكَذَا.

ضعيف جدا : التعليق علي ابن ماجة .

৮১২-৪১৪০। বুরাইদাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মাক্কার সন্নিকটে একটি জঙ্গলে নিয়ে গেলেন। স্থানটি শুষ্ক ও চারদিক বালুময় ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এই স্থান থেকে 'দাব্‌বাতুল আরদ' বের হবে। আমি স্থানটিতে এক বিঘত পরিমাণ একটি চিহ্ন দেখলাম।

ইবনু বুরাইদাহ (রহ.) বললেন ঃ এরপর আমি কয়েক বছর হাজ্জ করি। তখন তিনি আমাদেরকে একটি লাঠি দেখিয়েছেন, সেই লাঠিটি ছিল এরূপ এরূপ।[৭৪৪]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ।

٣٣- باب فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَخُرُوجِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَخُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ দাজ্জালের ফিত্‌না, 'ঈসা ইবনু মারইয়ামের অবতরণ ও ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাব

٨١٣-٤١٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ لاَ يَصْعَدُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَمِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَجَالِسٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ اقْعُدُوا " فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا قُمْتُ مَقَامِي هَذَا لأَمْرٍ يَنْفَعُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ وَلَكِنَّ تَمِيمًا

---

[৭৪৩] তিরমিযী (৩১৮৭), আহমাদ (৭৮৭৭, ৯৯৮৮), হাকিম (৪/৪৮৫)। এর সানাদে দুটি দোষ রয়েছে। (১) আওস ইবনু খালিদ। ইমাম বুখারী তাকে 'আয-যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবনু কাত্তান বলেছেন, আবূ হুরাইরাহ সূত্রে তার তিনটি মুনকার হাদীস রয়েছে। অনুরূপ 'আল-মীযান' গ্রন্থেও রয়েছে। 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে এসেছে, সে মাজহুল। (২) সানাদে 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জুদ'আন দুর্বল। **–যঈফাহ্**

[৭৪৪] আহমাদ (২২৫১৪)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদটি দুর্বল। কেননা সানাদের খালিদ ইবনু 'উবাইদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীসে প্রশ্ন আছে। ইবনু হিব্বান ও হাকিম বলেছেন, সে আনাস সূত্রে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করে। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

الدَّارِيَّ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي خَبَرًا مَنَعَنِي الْقَيْلُولَةَ مِنَ الْفَرَحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَنْشُرَ عَلَيْكُمْ فَرَحَ نَبِيِّكُمْ أَلاَ إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لِتَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَّ الرِّيحَ أَلْجَأَتْهُمْ إِلَى جَزِيرَةٍ لاَ يَعْرِفُونَهَا فَقَعَدُوا فِي قَوَارِبِ السَّفِينَةِ فَخَرَجُوا فِيهَا فَإِذَا هُمْ بِشَىْءٍ أَهْدَبَ أَسْوَدَ قَالُوا لَهُ مَا أَنْتَ قَالَ أَنَا الْجَسَّاسَةُ . قَالُوا أَخْبِرِينَا . قَالَتْ مَا أَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ شَيْئًا وَلاَ سَائِلَتِكُمْ وَلَكِنْ هَذَا الدَّيْرُ قَدْ رَمَقْتُمُوهُ فَأْتُوهُ فَإِنَّ فِيهِ رَجُلاً بِالأَشْوَاقِ إِلَى أَنْ تُخْبِرُوهُ وَيُخْبِرَكُمْ فَأَتَوْهُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَإِذَا هُمْ بِشَيْخٍ مُوثَقٍ شَدِيدِ الْوَثَاقِ يُظْهِرُ الْحُزْنَ شَدِيدِ التَّشَكِّي فَقَالَ لَهُمْ مِنْ أَيْنَ قَالُوا مِنَ الشَّامِ . قَالَ مَا فَعَلَتِ الْعَرَبُ قَالُوا نَحْنُ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ عَمَّ تَسْأَلُ قَالَ مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي خَرَجَ فِيكُمْ قَالُوا خَيْرًا نَاوَى قَوْمًا فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْرُهُمُ الْيَوْمَ جَمِيعٌ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ قَالَ مَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ قَالُوا خَيْرًا يَسْقُونَ مِنْهَا زُرُوعَهُمْ وَيَسْتَقُونَ مِنْهَا لِسَقْيِهِمْ قَالَ فَمَا فَعَلَ نَخْلٌ بَيْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ قَالُوا يُطْعِمُ ثَمَرَهُ كُلَّ عَامٍ . قَالَ فَمَا فَعَلَتْ بُحَيْرَةُ الطَّبَرِيَّةِ قَالُوا تَدَفَّقُ جَنَبَاتُهَا مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ . قَالَ فَزَفَرَ ثَلاَثَ زَفَرَاتٍ ثُمَّ قَالَ لَوِ انْفَلَتُّ مِنْ وَثَاقِي هَذَا لَمْ أَدَعْ أَرْضًا إِلاَّ وَطِئْتُهَا بِرِجْلَىَّ هَاتَيْنِ إِلاَّ طَيْبَةَ لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سَبِيلٌ " . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِلَى هَذَا يَنْتَهِي فَرَحِي هَذِهِ طَيْبَةُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا فِيهَا طَرِيقٌ ضَيِّقٌ وَلاَ وَاسِعٌ وَلاَ سَهْلٌ وَلاَ جَبَلٌ إِلاَّ وَعَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرٌ سَيْفَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .

ضعيف السند : صحيح المتن دون الجملة المطبوعة بالأسود : ضعيف الجامع ٢٠٩٧، صحيح الجامع ٢٥٠٨ : م دون الجمل المشار اليها .

৮১৩–৪১৮৭। ফাতিমাহ বিনতু ক্বায়স ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করে মিম্বারে উঠলেন, অথচ এর পূর্বে তিনি জুমু'আর দিন ছাড়া মিম্বারে উঠতেন না। তাই লোকজনের নিকট বিষয়টি কঠিন মনে হল। তাদের মাঝে কেউ দাঁড়িয়ে আবার কেউ বসে ছিলেন। তিনি নিজের হাতে তাদের ইশারা করলেন যে, তোমরা বসে পড়ো। (অতঃপর বললেন) আল্লাহর শপথ! তোমাদের কোন কাজে উদ্বুদ্ধকরণ বা ভীতি প্রদর্শনের জন্য আমি এখানে দাঁড়াইনি। কিন্তু তামীম আদ্‌দারী ﷺ আমার কাছে এসে আমাকে এঘন এক সংবাদ দিয়েছেন, যার আনন্দ ও প্রশান্তি আমাকে দুপুরের কায়কুলা হতে বিরত রেখেছে। আমি তোমাদের নাবীর এ আনন্দের কথা তোমাদের নিকট ব্যক্ত করতে পছন্দ করেছি। জেনে রাখ, তামীম আদ্‌দারী ﷺ-এর এক চাচাতো ভাই আমাকে এ সংবাদ দিয়েছে যে, প্রবল বায়ু তাদেরকে এক অচেনা দ্বীপে নিয়ে গেল। তারা জাহাজের ছোট নৌকাগুলোতে বসলো, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। হঠাৎ তারা সেখানে ঘন কৃষ্ণকেশধারী কিছু একটা দেখতে পেলো। তখন তারা তাকে প্রশ্ন করলো ঃ তুমি কে? সে বলল ঃ আমি গুপ্তচর, (দাজ্জালের গোয়েন্দা)। তারা বলল ঃ আমাদেরকে তার কিছু জানাও। সে বলল ঃ আমি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ সরবরাহ করবো না এবং তোমাদেরকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করবো না।

Contents

ভবে তোমরা ঐ দূরে 'ইবাদাতখানায় যেতে পারো, যা তোমরা প্রত্যক্ষ করেছ। তারপর তারা সেখানে গেল। কেননা সেখানে এক ব্যক্তি রয়েছে, যে তোমাদের কাছে প্রশ্ন করতে এবং তোমাদের তথ্য সরবরাহ করতে খুবই আগ্রহী। অতঃপর তারা সেখানে গিয়ে তার নিকট উপস্থিত হলো। তারা সেখানে অতি বৃদ্ধ এক ব্যক্তি দেখতে পেলো। সে বয়সের ভারে কাঁপছিল। সে তার দুঃখ ও চিন্তার কথা প্রকাশ করলো, সে তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কোথা হতে এসেছো? তারা বলল ঃ শাম থেকে। সে বলল ঃ আরবের লোকেরা কি করছে? তারা বলল ঃ আমরা তো আরবেরই লোক, যাদের নিকট তুমি প্রশ্ন করছো? সে বলল ঃ তোমাদের মাঝে আবির্ভূত এই ব্যক্তি কি করেছে? (অর্থাৎ সর্বশেষ নাবী ﷺ) তারা বলল ঃ ভাল কাজ করেছে। তিনি জাতির অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আর মহান আল্লাহ তাঁকে তাদের উপর সাহায্য করেছেন। আজ তারা একই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের ইলাহ এক এবং দীনও এক। সে বলল ঃ যুগার নাহরের খবর কি? (যা শামের একটি গ্রামের নাম)। তারা বলল ঃ ভালই আছে। লোকেরা সেখানে থেকে খেত খামারে পানি সিঞ্চন করে এবং খাবার পানিও সংগ্রহ করে। সে বলল ঃ আম্মান ও বায়সানের (সিরিয়ার দু'টি শহর) মধ্যবর্তী খেজুর বাগানের কি অবস্থা? তারা বলল ঃ সেই বাগানে প্রতি বছর প্রচুর ফল হয়। অতঃপর সে বলল ঃ তাবরিয়ার জলাশয়ের কি অবস্থা? তারা বলল ঃ তার উভয় তীর বেয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তখন সে তিনটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। অতঃপর বলল ঃ যদি আমি আমার এই বন্দীদশা হতে মুক্তি পাই, তাহলে তাইয়্যিবাহ (মাদীনাহ মুনাওয়ারাহ) ছাড়া সর্বত্র আমার এ দু' পায়ে বিচরণ করতাম; কিন্তু সেখানে প্রবেশের সাধ্য আমার নেই। নাবী ﷺ বললেন ঃ এই কারণেই আমি খুব আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়েছি। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এই সেই পবিত্র শহর। মাদীনার গলিপথ হোক, কিংবা রাজপথ, নরম স্থান হোক কিংবা কংকরময় সর্বত্রই একজন মালাক ক্বিয়ামাত পর্যন্ত নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নিযুক্ত রয়েছেন।[৭৪৫]

সানাদ দুর্বল ঃ এবং المطبوعة بالأسود বাক্যটি বাদে মাতান বিশুদ্ধ ঃ যঈফ আল-জামে (২০৯৭), সহীহ আল-জামি' (২৫০৮) ঃ মুসলিম- ইঙ্গিতকৃত বাক্যটি বাদে।

৮১৪-٤١٥٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ **إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ** أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ، يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ أَكْثَرُ خُطْبَتِهِ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ عَنِ الدَّجَّالِ وَحَذَّرَنَاهُ فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ قَالَ " إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ مُنْذُ ذَرَأَ اللَّهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلاَّ حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ وَأَنَا آخِرُ الأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الأُمَمِ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لاَ مَحَالَةَ وَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَإِنْ يَخْرُجْ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَيَعِيثُ يَمِينًا وَيَعِيثُ شِمَالاً . يَا عِبَادَ اللَّهِ أَيُّهَا النَّاسُ فَاثْبُتُوا فَإِنِّي

---

[৭৪৫] মুসলিম (২৯৪২), আহমাদ (২৭৮৩১, ২৬৭৮০), হাকিম (৪/৪৬৩)।

سَأَصِفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا إِيَّاهُ نَبِيٌّ قَبْلِي إِنَّهُ يَبْدَأُ فَيَقُولُ أَنَا نَبِيٌّ وَلاَ نَبِيَّ بَعْدِي ثُمَّ يُثَنِّي فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ . وَلاَ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ أَوْ غَيْرِ كَاتِبٍ وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِثْ بِاللَّهِ وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلاَمًا كَمَا كَانَتِ النَّارُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لأَعْرَابِيٍّ أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ فَيَقُولُ نَعَمْ . فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَقُولاَنِ يَا بُنَىَّ اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ . وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يُسَلَّطَ عَلَى نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَيَقْتُلَهَا وَيَنْشُرَهَا بِالْمِنْشَارِ حَتَّى يُلْقَى شِقَّتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا فَإِنِّي أَبْعَثُهُ الآنَ ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْرِي . فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ وَيَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَأَنْتَ عَدُوُّ اللَّهِ أَنْتَ الدَّجَّالُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ بَعْدُ أَشَدَّ بَصِيرَةً بِكَ مِنِّي الْيَوْمَ "

ضعيف :المشكاة ٦٠٤٤، ظلال الجنة ٣٩١.

৮১৪-৪১৫০। আবূ উমামাহ আল-বাহিলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সম্মুখে ভাষণ দিলেন। তিনি আমাদের সামনে তাঁর অধিকাংশ ভাষণ দাজ্জাল প্রসঙ্গে দিলেন এবং আমাদেরকে তার ব্যাপারে ভয় দেখালেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন ঃ যখন থেকে আল্লাহ আদম সন্তানকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে কোন বড় ফিতনা যমীনে সংঘটিত হয়নি। নিশ্চয় আল্লাহ এমন কোন নাবী প্রেরণ করেননি যিনি তাঁর উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখাননি। আমি সর্বশেষ নাবী আর তোমরা সর্বশেষ উম্মাত। সে (দাজ্জাল) অবশ্যই তোমাদের মাঝে প্রকাশ পাবে। আমি তোমাদের মাঝে বর্তমান থাকাবস্থায় যদি সে বের হয়, তাহলে আমি প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করবো। আর যদি সে আমার পরে বের হয়, তাহলে প্রত্যেককে নিজের পক্ষে দলীল পেশ করতে হবে। মহান আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমের উপর নিগাহবান। নিশ্চয় সিরিয়া ও ইরাকের 'খুল্লাহ' নামক স্থান হতে সে বের হবে। আর সে তার ডান ও বামে সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ঈমানের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কেননা, আমি তোমাদের কাছে তার এমন অবস্থা বর্ণনা করব, বা আমার পূর্বে কোন নাবী তার উম্মাতের কাছে বর্ণনা করেননি। প্রথমে সে বলবে, আমি নাবী এবং আমার পরে কোন নাবী নেই। অতঃপর সে দাবী করে বলবে, আমি তোমাদের রব! অথচ তোমরা তোমাদের রবকে মৃত্যুর পূর্বে দেখবে না। সে হবে কানা। আর তোমাদের রব তো কানা না! তার দুই চোখের মাঝে (কপালে) লিখা থাকবে "কাফির"। এই লেখাটি প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিই পড়তে পারবে, চাই সে অক্ষর হোক বা নিরক্ষর। তার ফিতনা হচ্ছে এই, তার সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। কিন্তু তার জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং তার জান্নাত হবে জাহান্নাম। অতএব যে তার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, সে যেন আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং সূরা কাহফ-এর প্রথমাংশ তিলাওয়াত করে। তখন সেই জাহান্নাম তার জন্য ঠাণ্ডা-শান্তিময় স্থানে পরিণত হবে যেমন আগুন শান্তিময় হয়েছিল ইব্‌রাহীম ('আ.)-এর উপর।

দাজ্জালের অন্যতম এক ফিতনা হচ্ছে এই, সে জনৈক বেদুইনকে বলবে ঃ আমি তোমার জন্য তোমার পিতা-মাতাকে জীবিত করে দিতে পারলে তুমি কি সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় আমি তোমার রব! তখন সে বলবে ঃ হ্যাঁ, তখন তার জন্য দু'টি শয়তান তার পিতা ও মাতার আকৃতি ধারণ করবে। তারা বলবে ঃ হে বৎস! তার আনুগত্য কর। নিশ্চয় সে তোমার প্রতিপালক।

দাজ্জালের আরেকটি ফিতনা হল, সে এক ব্যক্তিকে পরাভূত করে তাকে হত্যা করবে, এমন কি তাকে করাত দিয়ে দু'টুকরা করে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর বলবে ঃ তোমরা আমার এই বান্দার প্রতি লক্ষ্য কর, আমি এখনই তাকে জীবিত করব। তবুও কি কেউ বলবে যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ তার রব? অতঃপর মহান আল্লাহ ঐ লোকটিকে জীবিত করবেন। তখন খবীস (দাজ্জাল) তাকে বলবে ঃ কে তোমার রব? সে বলবে ঃ আল্লাহ আমার রব। আর তুই আল্লাহর শত্রু। তুই দাজ্জাল! আল্লাহর শপথ! (তুই যে দাজ্জাল) তা আজকে আমি খুব ভাল করেই বুঝতে পারছি।[৭৪৬]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৬০৪৪), যিলালুল জান্নাহ (৩৯১)।

৮১৫–٤١٥١. ... عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ذَلِكَ الرَّجُلُ أَرْفَعُ أُمَّتِي دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ " . قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيد وَاللَّهِ مَا كُنَّا نُرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلاَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِه . قَالَ الْمُحَارِبِيُّ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ " وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِه أَنْ يَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَيَأْمُرَ الأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِه أَنْ يَمُرَّ بِالْحَيِّ فَيُكَذِّبُونَهُ فَلاَ تَبْقَى لَهُمْ سَائِمَةٌ إِلاَّ هَلَكَتْ وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِه أَنْ يَمُرَّ بِالْحَيِّ فَيُصَدِّقُونَهُ فَيَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَيَأْمُرَ الأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ حَتَّى تَرُوحَ مَوَاشِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهُ وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ وَأَدَرَّهُ ضُرُوعًا وَإِنَّهُ لاَ يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الأَرْضِ إِلاَّ وَطِئَهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لاَ يَأْتِيهِمَا مِنْ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهِمَا إِلاَّ لَقِيَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ بِالسُّيُوفِ صَلْتَةً حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ الظُّرَيْبِ الأَحْمَرِ عِنْدَ مُنْقَطَعِ السَّبَخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ فَلاَ يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلاَ مُنَافِقَةٌ إِلاَّ خَرَجَ إِلَيْهِ فَتَنْفِي الْخَبَثَ مِنْهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَيُدْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ الْخَلاَصِ " . فَقَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ بِنْتُ أَبِي الْعُكَرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ " هُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ وَجُلُّهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذَلِكَ الإِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِي الْقَهْقَرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَتْ . فَيُصَلِّي بِهِمْ إِمَامُهُمْ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ افْتَحُوا الْبَابَ . فَيُفْتَحُ وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ مَعَهُ

---

[৭৪৬] আবূ দাউদ (৪৩২৯)। এর সানাদে ইসমাঈল ইবনু রাফি' দুর্বল। – **তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

سَبْعُونَ أَلْفِ يَهُودِيٍّ كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحَلًّى وَسَاجٍ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا وَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا . فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ الشَّرْقِيِّ فَيَقْتُلُهُ فَيَهْزِمُ اللَّهُ الْيَهُودَ فَلاَ يَبْقَى شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ يَتَوَارَى بِهِ يَهُودِيٌّ إِلاَّ أَنْطَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ لاَ حَجَرَ وَلاَ شَجَرَ وَلاَ حَائِطَ وَلاَ دَابَّةَ - إِلاَّ الْغَرْقَدَةَ فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لاَ تَنْطِقُ - إِلاَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ الْمُسْلِمَ هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ اقْتُلْهُ " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَإِنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً السَّنَةُ كَنِصْفِ السَّنَةِ وَالسَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَرَةِ يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَابِ الْمَدِينَةِ فَلاَ يَبْلُغُ بَابَهَا الآخَرَ حَتَّى يُمْسِيَ " . فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَيَّامِ الْقِصَارِ قَالَ " تَقْدُرُونَ فِيهَا الصَّلاَةَ كَمَا تَقْدُرُونَهَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ الطِّوَالِ ثُمَّ صَلُّوا " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَيَكُونُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي أُمَّتِي حَكَمًا عَدْلاً وَإِمَامًا مُقْسِطًا يَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَذْبَحُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَتْرُكُ الصَّدَقَةَ فَلاَ يُسْعَى عَلَى شَاةٍ وَلاَ بَعِيرٍ وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَتُنْزَعُ حُمَةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ حَتَّى يُدْخِلَ الْوَلِيدُ يَدَهُ فِي فِي الْحَيَّةِ فَلاَ تَضُرَّهُ وَتُفِرُّ الْوَلِيدَةُ الأَسَدَ فَلاَ يَضُرُّهَا وَيَكُونُ الذِّئْبُ فِي الْغَنَمِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا وَتُمْلأُ الأَرْضُ مِنَ السِّلْمِ كَمَا يُمْلأُ الإِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَلاَ يُعْبَدُ إِلاَّ اللَّهُ وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا وَتُسْلَبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَا وَتَكُونُ الأَرْضُ كَفَاثُورِ الْفِضَّةِ تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بِعَهْدِ آدَمَ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الْقِطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعَهُمْ وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعَهُمْ وَيَكُونَ الثَّوْرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ وَتَكُونَ الْفَرَسُ بِالدُّرَيْهِمَاتِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُرْخِصُ الْفَرَسَ قَالَ " لاَ تُرْكَبُ لِحَرْبٍ أَبَدًا " . قِيلَ لَهُ فَمَا يُغْلِي الثَّوْرَ قَالَ " تُحْرَثُ الأَرْضُ كُلُّهَا وَإِنَّ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ ثَلاَثَ سَنَوَاتٍ شِدَادٍ يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ يَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الأُولَى أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا وَيَأْمُرُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا ثُمَّ يَأْمُرُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسُ ثُلُثَىْ مَطَرِهَا وَيَأْمُرُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَىْ نَبَاتِهَا ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلاَ تَقْطُرُ قَطْرَةٌ وَيَأْمُرُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلاَ تُنْبِتُ خَضْرَاءَ فَلاَ تَبْقَى ذَاتُ ظِلْفٍ إِلاَّ هَلَكَتْ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ " . قِيلَ فَمَا يُعِيشُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ قَالَ " التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَيُجْرَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطَّعَامِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيَّ يَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَى الْمُؤَدِّبِ حَتَّى يُعَلِّمَهُ الصِّبْيَانَ فِي الْكُتَّابِ .

ضعيف : انظر المصدرين السابقين .

৮১৫–৪১৫১। আবূ সা'ঈদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে ঐ ব্যক্তির মর্যাদা জান্নাতে সুউচ্চ হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, আবূ সা'ঈদ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা ভেবেছি, 'উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ-ই হবে সেই ব্যক্তি। এমনকি তিনি আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেন।

মুহারিবী (রহ.) বলেন, অতঃপর আমরা আবূ রাফি' ﷺ সূত্রে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করব। তিনি বলেন, দাজ্জালের আরেকটি ফিতনা হল, সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দিবে, তখনই বৃষ্টি বর্ষণ হবে। সে যমীনকে ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দিবে, তখন যমীন ফসলাদি উৎপাদন করবে। দাজ্জালের আরেকটি ফিতনা হল, সে একটি গোত্রের নিকট যাবে। তখন তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলবে। ফলে তাদের গৃহপালিত জন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। দাজ্জালের আরেকটি ফিতনা হল, সে অন্য আরেক গোত্রের কাছে যাবে। তারা তাকে সত্য বলে গ্রহণ করবে। তখন সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের আদেশ করবে। ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অতঃপর সে যমীনকে শস্য উৎপাদনের নির্দেশ দিবে, তখন যমীন তা উৎপন্ন করবে। যমীন ফসলাদি ও তৃণ লতাপাতা এমনভাবে উৎপন্ন করবে যে, তাদের গৃহপালিত পশুগুলো সেদিন সন্ধ্যায় খুব মোটা-তাজা এবং উদরপূর্তি করে দুধে স্তন ফুলিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। অবস্থা এই হবে যে, দুনিয়ার এমন কোন ভূখণ্ড অবশিষ্ট থাকবে না, যেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করবে না এবং তা তার পদানত হবে না। কিন্তু মাক্কাহ ও মাদীনাহ ছাড়া। এই দুই শহরে সে প্রবেশ করতে পারবে না। এই দুই শহরের প্রবেশ দ্বারে উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে মালাক নিযুক্ত থাকবেন। এমনকি সে একটি ছোট লাল পাহাড়ের কাছে অবতরণ করবে, যা হবে তৃণলতা শূন্যস্থানের শেষ ভাগ। অতঃপর মাদীনাহ তার অধিবাসীদের সহ তিনবার প্রকম্পিত হবে। ফলে মুনাফিক পুরুষ ও মহিলারা মাদীনাহ হতে বেরিয়ে দাজ্জালের সঙ্গে মিলিত হবে। এভাবে মাদীনাহ তার ভিতরকার ময়লা দূর করবে, যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে থাকে। আর ঐ দিনের নাম হবে 'নাজাত দিবস'।

অতঃপর উম্মু শারীক বিনতে আবুল আকর ﷺ বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আরবের লোকজন সেদিন কোথায় থাকবে? তিনি বললেন ঃ সেদিন তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য হবে। তাদের অধিকাংশ (মু'মিন) বান্দা সে দিন বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করবেন। তাদের ইমাম হবেন একজন সৎ ব্যক্তি। এরূপ অবস্থায় একদিন তাদের ইমাম তাদের নিয়ে ফাজ্রের সলাত আদায় করবেন। তখন 'ঈসা ইবনু মারইয়াম ('আ.) সকাল বেলা (আকাশ হতে) অবতরণ করবেন। ফলে (তাঁকে দেখে) উক্ত ইমাম পেছন দিকে হটবেন, যেন 'ঈসা ইবনু মারইয়াম ('আ.) সামনে গিয়ে লোকদের সলাতে ইমামাত করতে পারেন। তখন 'ঈসা ('আ.) তাঁর হাত উক্ত ইমামের দু' কাঁধের উপর রেখে বললেন ঃ আপনি সামনে যান এবং সলাতে ইমামাত করুন। কেননা, এই সলাত আপনার জন্যই (আপনার ইমামাতের নিয়্যাত করেই) কায়িম হয়েছিল।

ফলে তাদের ইমাম তাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করবেন। অতঃপর সলাত শেষে 'ঈসা ('আ.) বলবেন ঃ দরজা খুলে দাও। তখন দরজা খুলে দেয়া হবে। আর দরজার পেছনে থাকবে দাজ্জাল। তার সঙ্গে থাকবে সত্তর হাজার ইয়াহূদী। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কারুকার্য খচিত ও চাদরে আবৃত তলোয়ার থাকবে। দাজ্জাল যখন 'ঈসা ইবনু মারইয়াম ('আ.)-কে দেখবে, তখনই সে বিগলিত হয়ে

যাবে, যেমন লবণ পানিতে বিগলিত হয়। সে পালাতে থাকবে। তখন 'ঈসা ('আ.) বলবেন ঃ তোর প্রতি আমার একটি আঘাত আছে। যা হতে বাঁচবার কোন উপায় তোর নেই। পরিশেষে তিনি তাঁকে 'বাবে লুদের' পূর্ব দিকে পাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। আল্লাহ ইয়াহূদীদের পরাজিত করবেন। তখন ইয়াহূদীরা আল্লাহর সৃষ্ট যে কোন জিনিসের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকুক না কেন, সে বস্তুকে মহান আল্লাহ বাকশক্তি দান করবেন, চাই তা পাথর হোক বা গাছপালা, দেয়াল হোক অথবা জন্তু। তবে একটি গাছ হবে ব্যতিক্রম যার নাম গারক্বাদাহ। একে ইয়াহূদীদের গাছ বলা হয়, সে কথা বলবে না; তবে সে বলবে ঃ হে আল্লাহর মুসলিম বান্দা। এই যে ইয়াহূদী। তুমি এসো এবং একে হত্যা কর।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দাজ্জালের সময় হবে চল্লিশ বছর। তার একটি বছর অর্ধ বছরের সমান। আরেক বছর এক মাসের সমান এবং এক মাস এক সপ্তাহের সমান। তার শেষ দিনগুলো এমন ভয়ঙ্কর হবে, যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বায়ুমণ্ডলে উড়ে বেড়ায়। তোমাদের কেউ মাদীনার এক ফটকে সকাল করলে, অন্য ফটকে যেতে না যেতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! এত ছোট দিনে আমরা কিভাবে সলাত আদায় করবো? তিনি বললেন ঃ তোমরা অনুমান করে সলাতের সময় নির্ধারণ করে নিও, যেমনি তোমরা লম্বা দিনে অনুমান করে সলাতের সময় নির্ধারণ করে থাকো আর এভাবে সলাত আদায় করবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ 'ঈসা ইবনু মাইয়াম ('আ.) হবেন আমার উম্মাতের একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনসাফকারী ইমাম । তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন। শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়া মাওকূফ করবেন, সদাক্বাহ উসূল করা বন্ধ করবেন। তখন বকরী ও উটের উপর যাকাত ধার্য বন্ধ হবে। লোকদের সঙ্গে পারস্পরিক হিংসা ও শত্রুতার অবসান ঘটবে। প্রত্যেক বিষাক্ত জন্তুর বিষ দূরীভূত হবে। এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশু তার হাত সাপের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিবে, কিন্তু সে তার কোন ক্ষতি করবে না। একজন ক্ষুদ্র মানব শিশু সিংহকে তাড়া করবে। সেও তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নেকড়ে বাঘ বকরীর পালে এমনভাবে থাকবে, যেন যে তাদের কুকুর (অর্থাৎ রক্ষক)। পৃথিবী শান্তি পূর্ণ হয়ে যাবে, যেমন পানিতে বরতন পরিপূর্ণ হয়। সকলের কালিমা এক হবে। আল্লাহ ছাড়া কারোর 'ইবাদাত করা হবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ তার সরঞ্জাম রেখে দিবে। কুরায়শদের রাজত্বের অবসান ঘটবে। যমীন রৌপ্য নির্মিত তশতরীর মত হবে। সে এমন সব ফলমূল উৎপন্ন করবে, যেমনি আদাম ('আ.)-এর যুগে উৎপন্ন হতো। এমনকি কতিপয় লোক একটি আঙ্গুরের খোসার মধ্যে একত্র হতে পারবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। বহু লোক একটি ডালিমের জন্য একত্র হবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। তাদের বলদ গরু হবে এই, এই মূল্যের এবং ঘোড়া স্বল্প মূল্যে বিক্রি হবে। তারা বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! ঘোড়ার মূল্য কম হবে কেন? তিনি বললেন ঃ কারণ লড়াই এর জন্য কেউ অশ্বারোহী হবে না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ গরুর মূল্য বেশি হবে কেন? তিনি বললেন ঃ সমগ্র ভূ-খণ্ডে কৃষিকাজ সম্প্রসারিত হবে।

দাজ্জালের আবির্ভাবের তিন বছর পূর্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। তখন মানুষ মারাত্মকভাবে ক্ষুধায় কষ্ট পাবে। প্রথম বছর মহান আল্লাহ আসমানকে তিনভাগের এক ভাগ বৃষ্টি আটকে রাখার আদেশ

Contents

দিবেন এবং যমীনকেও আদেশ দিবেন, ফলে তা এক তৃতীয়াংশ ফসল কম উৎপন্ন করবে। অতঃপর তিনি আসমানকে দ্বিতীয় বছর একই নির্দেশ দিবেন, তখন তা দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টি আটকে রাখবে এবং যমীনকে নির্দেশ দিবেন, ফলে সেও দুই তৃতীয়াংশ ফসল কম উৎপন্ন করবে। অতঃপর মহান আল্লাহ আকাশকে তৃতীয় বছরে একই নির্দেশ দিবেন, তখন তা সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টিপাত বন্ধ রাখবে। ফলে এক ফোঁটা বৃষ্টিও বর্ষিত হবে না। আর তিনি যমীনকে নির্দেশ দিবেন, তখন সে সম্পূর্ণভাবে ফসল উৎপন্ন বন্ধ রাখবে। ফলে যমীনে কোন ঘাস জন্মাবে না, কোন সব্‌জি থাকবে না, বরং তা ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যা চাইবেন। তখন জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তখন লোকজন কিভাবে বেঁচে থাকবে? তিনি বললেন ঃ যারা তাহলীল (লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু), তাকবীর (আল্লাহু আকবার) তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) বলতে থাকবে, সেগুলো তাদের খাদ্য নালিতে প্রবাহিত করা হবে।

আবূ 'আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন ঃ আমি আবুল হাসান তানাফিসী (রহ.) হতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমি 'আবদুর রহমান মুহারিবী (রহ.)-কে বলতে শুনেছি, এই হাদীসটি মক্তবের উস্তাদের নিকট পৌঁছানো দরকার, যেন তারা বাচ্চাদের তা শিক্ষা দিতে পারেন।[৭৪৭]

দুর্বল।

٨١٦–٤١٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِي جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ مُؤْثِرِ بْنِ عَفَازَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقِيَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ فَبَدَءُوا بِإِبْرَاهِيمَ فَسَأَلُوهُ عَنْهَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ ثُمَّ سَأَلُوا مُوسَى فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ فَرُدَّ الْحَدِيثُ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ قَدْ عُهِدَ إِلَيَّ فِيمَا دُونَ وَجْبَتِهَا فَأَمَّا وَجْبَتُهَا فَلاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللَّهُ . فَذَكَرَ خُرُوجَ الدَّجَّالِ قَالَ فَأَنْزِلُ فَأَقْتُلُهُ فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلاَدِهِمْ فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَلاَ يَمُرُّونَ بِمَاءٍ إِلاَّ شَرِبُوهُ وَلاَ بِشَىْءٍ إِلاَّ أَفْسَدُوهُ فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ فَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُمِيتَهُمْ فَتَنْتُنُ الأَرْضُ مِنْ رِيحِهِمْ فَيَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ فَأَدْعُو اللَّهَ فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَيَحْمِلُهُمْ فَيُلْقِيهِمْ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الأَرْضُ مَدَّ الأَدِيمِ فَعُهِدَ إِلَيَّ مَتَى كَانَ ذَلِكَ كَانَتِ السَّاعَةُ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الَّتِي لاَ يَدْرِي أَهْلُهَا مَتَى تَفْجَؤُهُمْ بِوِلاَدَتِهَا . قَالَ الْعَوَّامُ وَوُجِدَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ .

ضعيف : و بعضه في م : الضعيفة ٤٣١٨ .

---

[৭৪৭] এর সানাদে ইসমাঈল ইবনু রাফি' দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৮১৬–৪১৫৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মি'রাজ হয়েছিল সেই রাতে তিনি ইবরাহীম ('আ.), মূসা ('আ.) ও 'ঈসা ('আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁরা পরস্পরে ক্বিয়ামাত সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। সকলেই প্রথমে ইবরাহীম ('আ.)-এর নিকট এ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। কিন্তু ক্বিয়ামাত সম্পর্কে কোন কিছু তার জানা ছিল না। অতঃপর বিষয়টি 'ঈসা ইবনু মারইয়াম ('আ.)-এর নিকট সোপর্দ করা হলো। তখন তিনি বললেন ঃ আমার থেকে ক্বিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। কিন্তু ক্বিয়ামাতের সঠিক জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া কারোর কাছে নেই। অতঃপর তিনি দাজ্জালের আগমনের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন ঃ আমি দুনিয়াতে অবতরণ করবো এবং দাজ্জালকে হত্যা করবো। অতঃপর মানুষেরা নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করবে। ইত্যবসরে তাদের নিকট ইয়াজূজ মাজূজের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। তারা প্রতি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে। তারা যে পানির কাছ দিয়ে অতিক্রম করবে, তা পান করে ফেলবে, যে বস্তুর কাছ দিয়ে অতিক্রম করবে, তা নষ্ট করে ফেলবে। তখন লোকজন উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর নিকট আবেদন করবে এবং আমিও আল্লাহর নিকট দু'আ করবো, যেন তিনি ওদেরকে মৃত্যু দেন। (ফলে তারা মৃত্যুবরণ করবে) এবং যমীন তাদের (গলিত লাশের) গন্ধে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। লোকজন আল্লাহর নিকট আবেদন করবে এবং আমিও দু'আ করবো। তখন তিনি আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যা তাদের ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর পাহাড়-পর্বত উৎপাটিত করা হবে, যমীন প্রশস্ত করা হবে, যেমনিভাবে চামড়া প্রশস্ত করা হয়। এরপর আমাকে বলা হলো ঃ এসব বিষয় যখন প্রকাশ পাবে, তখন ক্বিয়ামাত মানুষের এতটা নিকটবর্তী হবে, যেমন গর্ভবতী মহিলা তার পরিবারের লোকজন জানে না যে, কখন সে সন্তান প্রসব করবে। তখন তাদের সন্তান প্রসবের বিষয়টি ব্যস্ততায় রাখবে। 'আওয়াম (রহ.) বলেন, এ ঘটনার সত্যতা মহান আল্লাহর কিতাবে পাওয়া যাবে ঃ

﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾

"এমনকি যখন ইয়াজূজ মাজূজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রতি উঁচুভূমি হতে দ্রুত ছুটে আসবে। (সূরাহ আম্বিয়া ২১ ঃ ৯৬)[৭৪৮]

দুর্বল ঃ এর অংশ বিশেষ রয়েছে "মুসলিম" ঃ যঈফাহ্ (৪৩১৮)।

٣٤– باب خُرُوجِ الْمَهْدِيِّ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ ইমাম মাহদী ('আ.)-এর আবির্ভাব প্রসঙ্গে

٨١٧–٤١٥٦. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ **يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ**، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَلَمَّا رَآهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ قَالَ فَقُلْتُ مَا نَزَالُ نَرَى فِي

---

[৭৪৮] আহমাদ (৩৫৪৬)।

وَجْهِكَ شَيْئًا نَكْرَهُهُ . فَقَالَ " إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بَلاَءً وَتَشْرِيدًا وَتَطْرِيدًا حَتَّى يَأْتِيَ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ فَيَسْأَلُونَ الْخَيْرَ فَلاَ يُعْطَوْنَهُ فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا فَلاَ يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا كَمَا مَلَؤُوهَا جَوْرًا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ " .

ضعيف : الروض النضير ٦٤٧ .

৮১৭-৪১৫৬। 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম, তখন বানূ হাশিম গোত্রের কতিপয় যুবক তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। তাদেরকে দেখা মাত্র নাবী ﷺ-এর চোখ অশ্রুসিক্ত হলো এবং তাঁর চেহারার রং পাল্টে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম ঃ আমরা সব সময় আপনার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পাই। তিনি বললেন ঃ আমরা এমন পরিবারের সদস্য, আমাদের জন্য মহান আল্লাহ দুনিয়ার উপর আখিরাতকে পছন্দ করেছেন। আমার পরিবার আমার পরে অচিরেই কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে, এমনকি দেশান্তরিত হবে, তখন প্রাচ্যদেশ থেকে কিছু লোক তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে, তাদের সাথে থাকবে কালো পতাকাসমূহ। তারা কল্যাণ (গুপ্তধন) চাইবে, কিন্তু তা তাদের দেয়া হবে না। তারা লড়াই করবে এবং বিজয়ী হবে। অতঃপর তারা যা চেয়েছিল তাদের দেয়া হবে, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করবে না। অতঃপর আমার পরিবারের একজনের কাছে তা সোপর্দ করা হবে। সে পৃথিবীকে ন্যায়বিচারে পরিপূর্ণ করে দিবে, যেমনিভাবে লোকেরা একে যুল্‌ম নির্যাতন দ্বারা জর্জরিত করেছিল। তোমাদের মধ্যকার যারা সেই যুগ পাবে, তারা যেন তাদের কাছে যায়, যদিও এজন্য তাদেরকে হামাগুড়ি দিয়ে বরফের উপর দিয়েও অতিক্রম করতে হয়।[৭৪৯]

দুর্বল ঃ রাওযুন নাযীর (৬৪৭)।

৮১৮-٤١٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ **أَبِي قِلاَبَةَ**، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَةٍ ثُمَّ لاَ يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلاً لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ " . ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لاَ أَحْفَظُهُ فَقَالَ " فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ " .

ضعيف : الضعيفة ٨٥ .

৮১৮-৪১৫৮। সাওবান ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের একটি ধনাগারের কাজে তিন ব্যক্তি নিহত হবে। তাদের সকলেই হবে খলীফার পুত্র। অতঃপর

---

[৭৪৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদের দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। **–হাশিয়াহ ঃ আবুল হাসান সিন্দি**

তাদের কেউই এ ধনাগার পাবে না। প্রাচ্য দেশ হতে কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে। তারা তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবে, যেমনটি ইতোপূর্বে কোন জাতি করেনি। অতঃপর তিনি আরও কিছু উল্লেখ করেছিলেন, যা আমার মনে নেই। আর তিনি এও বললেন যে, তোমরা তাঁকে দেখতে পেলে, তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করবে, যদিও এজন্য হামাগুঁড়ি দিয়ে বরফের উপর দিয়ে যেতে হয়। কারণ তিনি হলেন আল্লাহর খলীফা মাহ্দী।[৭৫০]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৮৫)।

٨١٩-٤١٦١. حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ **عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ** الْيَمَامِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " نَحْنُ وَلَدَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَا وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْمَهْدِيُّ " .

موضوع : الضعيفة ٤٦٨٨ .

৮১৯-৪১৬১। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আমরা 'আবদুল মুত্তালিবের বংশধর এবং জান্নাতীদের সরদার। আমি, হামযাহ (রাঃ), 'আলী (রাঃ), জা'ফার (রাঃ), হাসান (রাঃ), হুসায়ন (রাঃ) এবং মাহ্দী ('আ.)।[৭৫১]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (৪৬৮৮)।

٨٢٠-٤١٦٢. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا **ابْنُ لَهِيعَةَ**، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، **عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ** الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَيُوَطِّئُونَ لِلْمَهْدِيِّ " . يَعْنِي سُلْطَانَهُ .
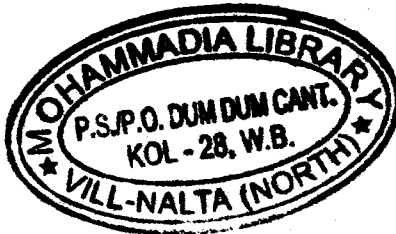
٣٥- باب الْمَلاَحِمِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ ভয়ংকর যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কে

٨٢١-٤١٦٧. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا **أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ**، عَنِ **الْوَلِيدِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ**، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُطَيْبٍ السَّكُونِيِّ، - وَقَالَ الْوَلِيدُ يَزِيدُ بْنُ قُطْبَةَ - عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى وَفَتْحُ الْقُسْطُنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ " .

ضعيف :المشكاة ٥٤٢٥ .

৮২১-৪১৬৭। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রচণ্ড যুদ্ধ, কুস্‌তুন্‌তীনিয়্যাহ বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব- এই তিনটি (ঘটনা) সাত মাসের মধ্যে সংঘটিত হবে।[৭৫৩]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৫৪২৫)।

٨٢٢-٤١٦٨. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا **بَقِيَّةُ**، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ " .

ضعيف : المشكاة ٥٤٢٦ .

৮২২-৪১৬৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বৃহৎ যুদ্ধ ও মাদীনাহ (কুস্‌তুন্‌তীনিয়্যাহ) বিজয়ের মাঝে ছয় বছরের ব্যবধান হবে আর সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে।[৭৫৪]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৫৪২৬)।

٨٢٣-٤١٦٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا **أَبُو يَعْقُوبَ الْحُنَيْنِيُّ**، عَنْ **كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ** بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ أَدْنَى مَسَالِحِ الْمُسْلِمِينَ بِبَوْلاَءَ " . ثُمَّ قَالَ ﷺ " يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ " . قَالَ بِأَبِي وَأُمِّي . قَالَ " إِنَّكُمْ سَتُقَاتِلُونَ بَنِي الأَصْفَرِ وَيُقَاتِلُهُمُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ رُوقَةُ الإِسْلاَمِ أَهْلُ الْحِجَازِ

---

[৭৫৩] তিরমিযী (২২/৩৮), আবূ দাউদ (৪২৯৫), হাকিম (৪/৩১৩)। সানাদের আবূ বাকর ইবনু আবী মারইয়াম এর সানাদ দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। এছাড়া সানাদে ওয়ালীদ ইবনু সুফয়ান অজ্ঞাত ব্যক্তি এবং বুকাইর ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আলী মারইয়াম গাস্‌সানী দুর্বল। **– তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৫৪] আবূ দাউদ (৪২৯৬)। সানাদে বাকিয়্যাহ একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্‌ আন্‌ শব্দে বর্ণনা করেছে।

الَّذِينَ لاَ يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ فَيَفْتَتِحُونَ الْقُسْطُنْطِينِيَّةَ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ لَمْ يُصِيبُوا مِثْلَهَا حَتَّى يَقْتَسِمُوا بِالأَتْرِسَةِ وَيَأْتِي آتٍ فَيَقُولُ إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَرَجَ فِي بِلاَدِكُمْ أَلاَ وَهِيَ كِذْبَةٌ فَالآخِذُ نَادِمٌ وَالتَّارِكُ نَادِمٌ " .

موضوع : الضعيفة ٤٧٩٠ .

৮২৩-৪১৬৯। ‘আম্‌র ইবনু ‘আওফ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বাওলা (নামক জায়গা) মুসলিমদের হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না। অতঃপর তিনি ﷺ বললেন ঃ হে ‘আলী, হে ‘আলী, হে ‘আলী! ‘আলী ﷺ বললেন ঃ আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। রসূল ﷺ বললেন ঃ অচিরেই তোমরা বনু আসফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আর তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পরবর্তী হিজাযের মুসলিমরাও লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে, যারা আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দায় কর্ণপাত করে না, যতক্ষণ না তাদের নিকট ইসলামের অমোঘ বিধান প্রকাশ পায়। অতঃপর তারা তাসবীহ ও তাকবীর ধ্বনি দিয়ে কুস্‌তুন্‌তুনিয়্যাহ জয় করবে। ফলে এত বেশি পরিমাণে গনীমাতের সম্পদ তাদের হস্তগত হবে, যে পরিমাণ ইতোপূর্বে কখনো হস্তগত হয়নি। এমনকি তারা খাঞ্চা ভর্তি করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করবে। অতঃপর এক আগন্তুক এসে বলবে ঃ তোমাদের শহরে মাসীহ (দাজ্জাল)-এর আবির্ভাব ঘটেছে। সাবধান, তা হবে মিথ্যা সংবাদ। অতএব (এ মিথ্যা সংবাদ) গ্রহণকারী লজ্জিত হবে এবং অগ্রাহ্যকারীও লজ্জিত হবে।[৭৫৫]

বানোয়াট ঃ যঈফাহ্ (৪৭৯০)।

[৭৫৫] আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদের কাসীর ইবনু ‘আব্দুল্লাহকে ইমাম শাফেয়ী এবং আবূ দাউদ মিথ্যাবাদী বলেছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে তার পিতা হতে তার দাদা সূত্রে এমন নুসখাহ বর্ণনা করেছে যা বানোয়াট। অতএব কিতাবে তাকে উল্লেখ করা এবং তার সূত্রে বর্ণনা করা বৈধ নয়। তবে আশ্চর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যের কথা ভিন্ন। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেন, এছাড়া সানাদের আবূ ইয়াকূব হুনায়নী সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীসে প্রশ্ন আছে। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুর‘আহ বলেছেন, সালিহ। ইবনু ‘আদী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটি আছে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

٣٧ – كِتَابُ الزُّهْدِ

অধ্যায়-৩৭ ঃ পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি

١– باب الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ-১ ঃ দুনিয়াতে ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি

٨٢٤–٤١٧٥. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ** الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا بِتَحْرِيمِ الْحَلاَلِ وَلاَ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنِ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا أَنْ لاَ تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ مِنْكَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ " .

ضعيف جدا :المشكاة ٥٣٠١ .

৮২৪–৪১৭৫ । আবূ যার গিফারী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দুনিয়াতে হালাল জিনিসকে হারাম করা এবং নিজের সম্পদ বিনষ্ট করা যুহ্‌দ নয়, বরং দুনিয়াতে যুহ্‌দ হল ঃ তোমার হাতে যা আছে, তা যেন আল্লাহর হাতে যা আছে তার চাইতে অধিক নির্ভরতার কারণ না হয়। তুমি (দুনিয়াতে) কোন বিপদে পতিত হলে, তাঁর প্রতিদান লাভে আগ্রহী হবে, এই আশায় যে, (এই বিপদের পুরস্কার) তোমার জন্য (আখিরাতে) মওজুদ রাখা হয়েছে।[৭৫৬]

খুবই দুর্বল ঃ মিশকাত (৫৩০১)।

٨٢٥–٤١٧٦. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ **أَبِي فَرْوَةَ**، عَنْ أَبِي خَلاَّدٍ، – وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ " .

ضعيف : الضعيفة ١٩٢٣ .

---

[৭৫৬] তিরমিযী (২৩৪০)। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব। সানাদে বর্ণনাকারী 'আমর ইবনু ওয়াক্বিদ হাদীস বর্ণনায় মুনকার। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

৮২৫–৪১৭৬ । আবূ খাল্লাদ ﷺ যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন– সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা দেখবে যে, কোন ব্যক্তিকে দুনিয়াতে ভোগ-বিলাসের প্রতি অনাসক্তি এবং অল্পভাষী করা হয়েছে, তখন তোমরা তার নিকটবর্তী হবে। কারণ, তাকে হিকমাত দান করা হয়েছে।[৭৫৭]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৩২৯)।

٤– باب مَنْ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ লোকজন যাকে গুরুত্ব দেয় না

٨٢٦–٤١٩٠. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ**، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَلاَ أُخْبِرُكَ عَنْ مُلُوكِ الْجَنَّةِ " . قُلْتُ بَلَى . قَالَ " رَجُلٌ ضَعِيفٌ مُسْتَضْعَفٌ ذُو طِمْرَيْنِ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ ".

ضعيف : التعليق الرغيب ٤ | ٩٢، الصحيحة تحت الحديث ١٧٤١ .

৮২৬–৪১৯০ । মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি কি তোমাকে জান্নাতের বাদশাহদের ব্যাপারে জানাবো না। আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ এমন ব্যক্তি যে দুর্বল লোকদের দৃষ্টিতে সর্ব নিম্নস্তরের, দু'টো ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত এবং গুরুত্বহীন। সে আল্লাহর নামে কোন ব্যাপারে শপথ করলে, তা অবশ্যই সত্যে পরিণত করে।[৭৫৮]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৪/৯২), সহীহাহ (১৭৪১) নং হাদীসের নীচে।

٨٢٧–٤١٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ **صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ**، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ **أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ**، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ أَغْبَطَ النَّاسِ

---

[৭৫৭] বুখারী 'তারীখ' (২৭-২৮), তাবারানী (৮৪/১), ইবনু আসাকির (৫/১২১, ১৫/১৮৭/১), হাকিম (৪/৩০৬)। এর সানাদ দুর্বল, মুনকাতি। কেননা সানাদে ফারওয়াতাহ রয়েছে। তার নাম হল, ইয়াযীদ ইবনু সিনান ইবনু ইয়াযীদ। হাফিয বলেছেন, সে সাতজন বৃহৎ দুর্বলদের অন্যতম। অর্থাৎ সে কোন সাহাবী হতে শুনেনি। বরং সে হল তাবে তাবেয়ী। –**যঈফাহ্**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে তাকে দুর্বল বলেছেন। –**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৫৮] এর সানাদে সুওয়াইদ ইবনু 'আব্দুল আযীয ইবনু নুমাইর রয়েছে। ইমাম আহমাদ বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, সে কিছুই না। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীসে প্রশ্ন রয়েছে। আবূ হাতিম রাযী বলেছেন, সে হাদীসে শিথিল এবং তার হাদীসে প্রশ্ন আছে। মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ বলেছেন, সে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে। ইবনে মাজাহতে তার কেবল এই হাদীসটিই আছে। –**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

সুওয়াইদ ইবনু 'আবদুল আযীয দুর্বল। হাফিয বলেছেন, সে হাদীসে শিথিল। –**সিলসিলাহ সহীহাহ**

Contents

عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِنْ صَلاَةٍ غَامِضٌ فِي النَّاسِ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ كَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَصَبَرَ عَلَيْهِ عَجِلَتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ تُرَاثُهُ وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ " .

ضعيف :المشكاة ٥١٨٩ .

৮২৭–4192 । আবূ উমামাহ ﷺ হতে রসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে আমার নিকট সেই মু'মিন অধিক প্রিয়, যার অবস্থা হালকা ধরনের। সে সলাতে প্রশান্তি পায়, লোক চক্ষুর অন্তরালে বসবাস করে, তাকে হিসাবে গণ্য করা হয় না। তার জীবিকা প্রয়োজন পরিমাণ এবং এর উপর সে ধৈর্যশীল। তার মৃত্যু হয় সহজভাবে, তার পরিত্যক্ত সম্পদ থাকে খুবই কম এবং তার জন্য বিলাপকারীর সংখ্যাও নগণ্য।[৭৫৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৫১৮৯)।

٥– باب فَضْلِ الْفُقَرَاءِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ দরিদ্রদের ফাযীলাত

٨٢٨–٤١٩٦. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا **حَمَّادُ بْنُ عِيسَى**، حَدَّثَنَا **مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ**، أَخْبَرَنِي **الْقَاسِمُ بْنُ مِهْرَانَ**، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعِيَالِ " .

ضعيف : المشكاة ٥٣٦٥، الضعيفة ٥١ .

৮২৮–4196 । 'ইমরান ইবনু হুসায়ন ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ঐ অভাবী মু'মিন বান্দাকে ভালবাসেন, যে অধিক সন্তানের পিতা হওয়া সত্ত্বেও অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে নিবৃত থাকে।[৭৬০]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৫৩৬৫), যঈফাহ্ (৫১)।

---

[৭৫৯] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদে আইয়ূব ইবনু সুলাইমান দুর্বল। তার সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেছেন, সে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবীও তার অনুসরণ করে এরূপ বলেছেন। এছাড়া সানাদে সাদাক্বাহ ইবনু 'আব্দুল্লাহ সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৬০] বায়হাকী 'শুআবুল ঈমান' (১০৩৮২), ইবনু হিব্বান (৬৭৬)। বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের কাসিম ইবনু মিহরান সম্পর্কে 'উক্বাইলী বলেছেন, ইমরান হতে তার শ্রবণ প্রমাণিত নয়। আর সানাদে মূসা ইবনু 'উবাইদাহ মাতরুক। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেছেন, সে দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

'উক্বাইলীর কথা হতে হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দুটি কারণ স্পষ্ট হয়েছে। (১) সানাদে বিচ্ছিন্নতা (২) ইবনু 'উবাইদার দুর্বলতা। এর তৃতীয় কারণ হল, সানাদের কাসিম ইবনু মিহরানের অজ্ঞাত হওয়া। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে তাকে মাজহুল বলেছেন। এর চতুর্থ কারণ হল, হাম্মাদ ইবনু ঈসা দুর্বল। এ কারণে হাফিয ইরাকী হাদীসের সানাদকে দুর্বল বলেছেন। **–যঈফাহ্**

٦– باب مَنْزِلَةِ الْفُقَرَاءِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ দরিদ্রদের মর্যাদা প্রসঙ্গে

٨٢٩–٤١٩٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو غَسَّانَ، بُهْلُولٌ حَدَّثَنَا **مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ**، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ**، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ اشْتَكَى فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ أَغْنِيَاءَهُمْ فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ أَلاَ أُبَشِّرُكُمْ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ " . ثُمَّ تَلاَ مُوسَى هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾.

ضعيف : التعليق الرغيب ٤ | ٨٨، و في الصحيح ما يغني عنه .

৮২৯–৪১৯৯ । ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, দরিদ্র মুহাজিররা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সেই বিষয়ে অভিযোগ করলেন, যেই মর্যাদা আল্লাহ তাদের উপর ধনীদেরকে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ হে দরিদ্র (মুহাজির) সমাজ। আমি কি তোমাদেরকে সুসংবাদ দিব না যে, দরিদ্র মু’মিন সম্প্রদায় ধনীদের চেয়ে অর্ধদিবস অর্থাৎ পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে? অতঃপর মূসা (রহ.) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ “এবং তোমার রবের একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান”– (সূরাহ হাজ্জ ২২ ঃ ৪৭)।[৭৬১]

দুর্বল ঃ তা’লীকুর রাগীব (৪/৮৮), এবং সহীহ ইবনু মাজাহ গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রাধান্যযোগ্য হাদীস আছে।

٧– باب مُجَالَسَةِ الْفُقَرَاءِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ দরিদ্রদের সঙ্গে উঠা-বসা

٨٣٠–٤٢٠٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا **إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ** أَبُو يَحْيَى، حَدَّثَنَا **إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَخْزُومِيُّ**، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يُحِبُّ الْمَسَاكِينَ وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُونَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْنِيهِ أَبَا الْمَسَاكِينِ.

ضعيف جدا : التعليق علي ابن ماجة .

---

[৭৬১] আল্লামা বুসয়রী ‘আয-যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার হাদীসটি ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার হতে শুনেনি। আর সানাদে মূসা ইবনু ‘উবাইদাহ দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৮৩০-৪২০০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জা'ফার ইবনু আবূ ত্বালিব ﷺ মিসকীনদের তালবাসতেন, তাদের সঙ্গে 'আলাপ করতেন এবং তারাও তাঁর সঙ্গে 'আলাপ করতেন। আর রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে 'আবুল মাসাকীন' (মিসকীনদের পিতা) উপনামে ভূষিত করেছেন।[৭৬২]

খুবই দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ ।

٨- باب فِي الْمُكْثِرِينَ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ সম্পদশালীদের প্রসঙ্গে

٨٣١-٤٢٠٨. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِد، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّه، مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَيْلاَنَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي وَعَلِمَ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ - فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ وَعَجِّلْ لَهُ الْقَضَاءَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي وَلَمْ يُصَدِّقْنِي وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ عُمْرَهُ " .

ضعيف : الضعيفة تحت الحديث ١١٣٨ .

৮৩১-৪২০৮ । 'আম্‌র ইবনু গাইলান আস-সাক্বাফী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! যে আমার প্রতি ঈমান এনেছে, আমাকে সত্য (নাবী) বলে মেনে নিয়েছে এবং আপনার নিকট হতে আমি যা নিয়ে আগমন করেছি তাকে সত্য জেনেছে, আপনি তার ধন ও সন্তান কমিয়ে দিন, আপনার সাক্ষ্য তার জন্য প্রিয় বানিয়ে দিন এবং তাকে তাড়াতাড়ি মৃত্যু দিন। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনেনি, আমাকে সত্য বলে মানেনি এবং আমি আপনার নিকট হতে যা নিয়ে আগমন করেছি তাকে অসত্য জেনেছে, আপনি তার ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি করে দিন এবং আয়ু বাড়িয়ে দিন।[৭৬৩]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১১৩৮) নং হাদীসের নীচে।

٨٣٢-٤٢٠٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ بُرْزِينَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ بُرْزِينَ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ، عَنِ **الْبَرَاءِ السَّلِيطِيِّ**، عَنْ نُقَادَةَ الأَسَدِيِّ، قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ يَسْتَمْنِحُهُ نَاقَةً فَرَدَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِي إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَأَرْسَلَ

---

[৭৬২] বুখারী (৫৪৩২), তিরমিযী (৩৭৬৬), বায়হাকী (৯/১৫৯)। এর সানাদে ইব্‌রাহীম ইবনু ফাজল মাখযূমী মাতরুক এবং ইসমাঈল ইবনু ইব্‌রাহীম আত-তাইমী দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৬৩] আল্লামা বুসয়রী যাওয়ায়িদে বলেছেন, সানাদের ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য, তবে এটি মুরসাল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

إِلَيْهِ بِنَاقَةٍ فَلَمَّا أَبْصَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ " اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهَا وَفِيمَنْ بَعَثَ بِهَا " . قَالَ نُقَادَةُ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِيمَنْ جَاءَ بِهَا قَالَ " وَفِيمَنْ جَاءَ بِهَا " . ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُلِبَتْ فَدَرَّتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَ فُلاَنٍ " . لِلْمَانِعِ الأَوَّلِ " وَاجْعَلْ رِزْقَ فُلاَنٍ يَوْمًا بِيَوْمٍ " . لِلَّذِي بَعَثَ بِالنَّاقَةِ.

ضعيف : الضعيفة ٤٩٦٩ .

৮৩২-৪২০৯ । নুক্বাদাহ আসাদী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে উটনী আনার জন্য এক ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু লোকটি ফিরিয়ে দিল। অতঃপর তিনি আমাকে অপর এক ব্যক্তির নিকট পাঠালেন। সে তাঁর ﷺ কাছে উটনী পাঠিয়ে দিল। রসূলুল্লাহ ﷺ উটনী দেখতে পেয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি এতে বারাকাত দাও এবং যে ব্যক্তি এটা পাঠিয়েছে তাঁকেও বারাকাত দাও।

নুক্বাদাহ ﷺ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম ঃ যে ব্যক্তি উটনী নিয়ে এসেছে- তার জন্যও (দু'আ করুন)। তিনি বললেন ঃ (হে আল্লাহ!) যে এটা নিয়ে এসেছে তাকেও। অতঃপর তিনি উটনীর দুধ দোহনের আদেশ করলেন। ফলে দুধদোহন করা হলো এবং তা পরিমাণে বেশি হলো। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তির সম্পদ বৃদ্ধি করে দিন, যে প্রথমে নিষেধকারী। আর অমুকের দৈনিক হারে জীবিকা দিন যে ব্যক্তি উটনী পাঠিয়েছে।[৭৬৪]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৯৬৯)।

٩– باب الْقَنَاعَةِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ অল্পে তুষ্টি

٨٣٣–٤٢١٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَيَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ نُفَيْعٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ غَنِيٍّ وَلاَ فَقِيرٍ إِلاَّ وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ أُتِيَ مِنَ الدُّنْيَا قُوتًا ".

ضعيف جدا : الضعيفة ٤٤٧٤و٤٧٦٩ .

৮৩৩-৪২১৫। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এমন কোন ধনী গরীব নেই, যারা ক্বিয়ামাতের দিন এই প্রত্যাশা করবে যে, যদি আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে প্রয়োজন মোতাবেক জীবিকা প্রদান করতেন (তাই ভাল হত)।[৭৬৫]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৪৭৪, ৪৮৬৯)।

---

[৭৬৪] আল্লামা বুসয়রী যাওয়ায়িদে বলেছেন, এর সানাদে বারা রয়েছে। ইবনু হিব্বান তাকে 'আস-সিকাত' এ উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে অজ্ঞাত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৬৫] বুখারী (৬৪৬০), মুসলিম (১০৫৫), তিরমিযী (২৩৬১), আহমাদ 'যুহদ' (১৩), মুসনাদ (২/৪৪৬), **ইবনু** হিব্বান (৬৩৪৩, ৬৩৪৪), বায়হাকী 'সুনান'(২/১৫০), 'শু'আব' (১৪৫৪), দালায়িলিন নাবুয়্যাহ (৬/৮৭)।

١٠ – باب مَعِيشَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারবর্গের জীবন-যাপন পদ্ধতি

٨٣٤–٤٢٢٤. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الأَكْرَمِ، - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَكَثْنَا ثَلاَثَ لَيَالٍ لاَ نَقْدِرُ - أَوْ لاَ يَقْدِرُ - عَلَى طَعَامٍ .

ضعيف .

৮৩৪–৪২২৪ । সুলাইমান ইবনু সুরাদ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন। তখন আমরা এভাবে তিনদিন অতিবাহিত করলাম যে, আমরা খাবার সংগ্রহ করতে পারিনি কিংবা তাঁকে খাওয়াতে সক্ষম হইনি।[৭৬৬]

দুর্বল।

٨٣٥–٤٢٢٥. حَدَّثَنَا **سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ**، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بِطَعَامٍ سُخْنٍ فَأَكَلَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا دَخَلَ بَطْنِي طَعَامٌ سُخْنٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا " .

ضعيف : الضعيفة ٥٥٥٥، التعليق الرغيب ٤\١٠٩ .

৮৩৫–৪২২৫ । আবূ হুরাইরাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে গরম টাটকা খাবার আনা হলো। তিনি তা খেলেন। খাওয়া শেষে বললেন ঃ 'আল-হাম্‌দুল্লিাহ'। এতদিন পর্যন্ত আমার পেটে এরূপ গরম টাটকা খাবার প্রবেশ করেনি।[৭৬৭]

দুর্বল ঃ সহীহাহ (৫৫৫৫), তা'লীকুর রাগীব (৪/১০৯)।

١١ – باب ضِجَاعِ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারবর্গের বিছানা

٨٣٦–٤٢٢٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ **مُجَالِدٍ**، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ **الْحَارِثِ**، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ أُهْدِيَتِ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَىَّ فَمَا كَانَ فِرَاشُنَا لَيْلَةَ أُهْدِيَتْ إِلاَّ مَسْكَ كَبْشٍ .

ضعيف .

---

[৭৬৬] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে তাবেয়ী অজ্ঞাত। –**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৬৭] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদের সুওয়াইদ সম্পর্কে মতভেদ আছে। –**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৮৩৬-৪২২৯। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা [ফাত্বিমা ﷺ]-কে আমার কাছে বাসররাত যাপনের জন্য প্রেরণ করা হলো। সেই রাতে বকরীর চামড়ার বিছানা ছাড়া কোন বিছানাই আমাদের ছিল না।[৭৬৮]

দুর্বল।

١٢ – باب مَعِيشَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ নাবী ﷺ-এর সহাবীগণের জীবন যাপনের ধরন

٨٣٧–٤٢٣٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ جُوعٌ وَهُمْ سَبْعَةٌ قَالَ فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ ﷺ سَبْعَ تَمَرَاتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ تَمْرَةٌ .

شاذ : بلفظ (لكل انسان تمرة) ، و المحفوظ بلفظ : (فأعطى كل انسان سبع تمرات) .

৮৩৭-৪২৩২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা তাদের (সহাবীদের) চরম ক্ষুধা পেয়েছিল এবং তারা সংখ্যায় ছিলেন সাতজন। তিনি বললেন ঃ নাবী ﷺ জনপ্রতি একটি করে দেয়ার জন্য আমাকে সাতটি খেজুর দিলেন।[৭৬৯]

শায ঃ এই শব্দে (لكل انسان تمرة), এবং মাহফুজ এই শব্দে ঃ (فأعطى كل انسان سبع تمرات)।

١٤ – باب التَّوَكُّلِ وَالْيَقِينِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ তাওয়াক্কুল ('আল্লাহ ভরসা) এবং ইয়াক্বীন (দৃঢ় প্রত্যয়)

٨٣٨–٤٢٤٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلاَّمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ أَبِي شُرَحْبِيلَ، عَنْ حَبَّةَ، وَسَوَاءٍ، ابْنَىْ خَالِدٍ قَالاَ دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُعَالِجُ شَيْئًا فَأَعَنَّاهُ عَلَيْهِ فَقَالَ " لاَ تَيْأَسَا مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهَزَّزَتْ رُءُوسُكُمَا فَإِنَّ الإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

ضعيف : الضعيفة ٤٧٩٨ .

৮৩৮-৪২৪০। খালিদের দুই পুত্র হাব্বাহ ও সাওয়া ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তারা বলেন ঃ আমরা নাবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি কিছু কাজ করছিলেন, আমরা তাঁকে ঐ কাজে সহযোগিতা

---

[৭৬৮] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে হারিস এবং মুজালিদ দু'জনেই **দুর্বল**। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৬৯] বুখারী (৫৪১১), আহমাদ (১৭১২৪, ২০০৮৬)।

করলাম। অতঃপর তিনি ﷺ বললেন ঃ যতদিন তোমাদের মাথা সতেজ থাকবে জীবিকার জন্য নিরাশ হবে না। কেননা, মানুষের অবস্থা হচ্ছে, তার মা তাকে লাল আভাযুক্ত অবস্থায় প্রসব করেন। তখন তার গায়ে পোষাক থাকে না। অতঃপর মহান আল্লাহই তাকে জীবিকা দেন।[৭৭০]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৭৯৮)

٨٣٩–٤٢٤١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو شُعَيْبٍ، **صَالِحُ بْنُ رُزَيْقٍ** الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ ﷺ "إِنَّ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً فَمَنِ اتَّبَعَ قَلْبُهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ بِأَىِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ التَّشَعُّبَ".

ضعيف : المشكاة ٥٣٠٩

৮৩৯–৪২৪১। ‘আম্‌র ইবনুল ‘আস رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আদাম সন্তানের অন্তরের প্রতিটি বাসনার বহু শাখা রয়েছে, যে ব্যক্তি তার অন্তরকে প্রবৃত্তির সকল শাখায় নিয়োগ করবে, আল্লাহ তাকে যে কোন উপত্যকায় ধ্বংস করতে দ্বিধা করবেন না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে, সে যাবতীয় চিন্তা হতে নিষ্কৃতি পাবে।[৭৭১]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৫৩০৯)।

١٥– باب الْحِكْمَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ হিকমাত

٨٤٠–٤٢٤٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ **إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ**، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ".

ضعيف جدا : المشكاة ٢١٦ .

৮৪০–৪২৪৪। আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মু'মিনের হারানোর ধন। সুতরাং সে যেখানে তা পাবে, সেই হবে তার অধিকারী।[৭৭২]

খুবই দুর্বল ঃ মিশকাত (২১৬)।

---

[৭৭০] আহমাদ (১৫৪২৮)।

[৭৭১] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। আর সানাদে সালিহ ইবনু রুযাইক এর কেবল এই হাদীসটিই আছে। ‘আল-মীযান’ গ্রন্থে রয়েছে, তার হাদীসটি মুনকার। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৭২] তিরমিযী (২৬৮৭), ইবনুল জাওযী ‘আল-ইলাল’ (১৪৪), ইবনু হিব্বান ‘মাজরহীন’ (২৯পৃঃ) এবং মাকাসিদুল হাসানাহ (১৯১পৃঃ), বায়হাকী ‘সুনান’ (৩/২২৯) ‘শুআবুল ঈমান’ (১১৬৮)। এর সানাদে ইব্রাহীম ইবনু ফাযল মাখযুমী হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٨٤١-٤٢٤٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ **عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ**، عَنْ **أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ**، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ ثُمَّ لاَ يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ بِشَرِّ مَا يَسْمَعُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى رَاعِيًا فَقَالَ يَا رَاعِي أَجْزِرْنِي شَاةً مِنْ غَنَمِكَ . قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ بِأُذُنِ خَيْرِهَا . فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ " .

ضعيف : الضعيفة ١٧٦١ .

৮৪১-৪২৪৭। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা শুনার পর তার সাথীর নিকট যা মন্দ শুনেছে তা বর্ণনা করে। তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কোন রাখালের কাছে গিয়ে বলে, হে রাখাল! তোমার পাল হতে আমাকে একটি বকরী দাও। সে বলে ঃ তুমি গিয়ে সেটির উত্তমটির কান ধরে নিয়ে যাও। অতঃপর সে গিয়ে সেখানে বকরী পালের (পাহাড়) কুকুরের কান ধরে নিয়ে গেল।[৭৭৩]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৭৬১)।

١٦- باب الْبَرَاءَةِ مِنَ الْكِبْرِ وَالتَّوَاضُعِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ অহংকার বর্জন ও নম্রতা অবলম্বন

٨٤٢-٤٢٥١. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ **دَرَّاجًا**، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ يَتَوَاضَعْ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دَرَجَةً يَرْفَعْهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَمَنْ يَتَكَبَّرْ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً يَضَعْهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ " .

ضعيف : الصحيحة تحت الحديث ٢٣٢٨ : و في م الجملة الأولى دون لفظة (درجة) .

৮৪২-৪২৫১। আবূ সা'ঈদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মহিয়ান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এক স্তব নম্রতা দেখাবে, আল্লাহ তাঁর মর্যাদা এক স্তর উঁচু করবেন। আর যে ব্যক্তি

---

[৭৭৩] আহমাদ (৮৪২৫, ৯০০৫, ১০২২৮), ইবনুল আরাবী 'আল-মু'জাম' (২৩৯/১), আবূ শাইখ 'আল-আমসাল' (২৯১), 'আব্দুল গনী মাকদিসী 'আল-ইলম' (১৯/১)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জুদ'আন দুর্বল। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেছেন, সানাদের 'আওস ইবনু খালিদকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে সামুরাহ হতে মুরসাল হাদীস বর্ণনা করে, যার ব্যাপারে সমালোচান রয়েছে। আযদী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইবনু কাত্তান বলেছেন, তার অবস্থা অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তাকে চেনা যায়নি। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

সানাদে 'আলী ইবনু যায়দ দুর্বল এবং 'আওস অজ্ঞাত। যেমন 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে রয়েছে। **–যঈফাহ্**

আল্লাহর উপর এক স্তর অহংকার করবে, আল্লাহ তার মর্যাদা এক স্তর নীচে নামাবেন, এমনকি তাকে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছিয়ে দিবেন।[৭৭৪]

দুর্বল ঃ সহীহাহ (২৩২৮) নং হাদীসের নীচে, এবং মুসলিমে প্রথম বাক্যটি (درجة) শব্দ বাদে।

٨٤٣–٤٢٥٣. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ **مُسْلِمٍ الأَعْوَرِ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيُشَيِّعُ الْجِنَازَةَ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَكَانَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ عَلَى حِمَارٍ وَيَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِرَسَنٍ مِنْ لِيفٍ وَتَحْتَهُ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ".

ضعيف :مختصر الشمائل المحمدية ٢٨٦ .

৮৪৩–৪২৫৩। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থের সেবা করতেন, জানাযার পিছনে যেতেন, ক্রীতদাসের দা'ওয়াত গ্রহণ করতেন, গাধার পিঠে চরতেন। বনূ কুরাইযাহ ও বনূ নাযীর গোত্রদ্বয়ের নির্বাসনের দিন তিনি গাধার পিঠে ছিলেন এবং খাইবার বিজয়ের দিনেও তিনি নাকাল করা গাধার পিঠে ছিলেন, সেটির রশি ছিল খেজুর গাছের ছোবলা দিয়ে তৈরী, তার নিচে ছোবলার তৈরী একটি জীন ছিল।[৭৭৫]

দুর্বল ঃ মুখতাসার শামায়িলি মাহমুদিয়া (২৮৬)।

١٨– باب الْحِلْمِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ সহনশীলতা

٨٤٤–٤٢٦٢. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ **عُمَارَةَ الْعَبْدِيِّ**، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " أَتَتْكُمْ وُفُودُ عَبْدِ الْقَيْسِ " . وَمَا يَرَى أَحَدٌ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءُوا فَنَزَلُوا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَبَقِيَ الأَشَجُّ الْعَصَرِيُّ فَجَاءَ بَعْدُ فَنَزَلَ مَنْزِلاً فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ وَوَضَعَ ثِيَابَهُ جَانِبًا ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا أَشَجُّ إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمَ وَالتُّؤَدَةَ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشَىْءٌ جُبِلْتُ عَلَيْهِ أَمْ شَىْءٌ حَدَثَ لِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بَلْ شَىْءٌ جُبِلْتَ عَلَيْهِ".

ضعيف جدا .

---

[৭৭৪] আহমাদ (২৭৩২৪)। সানাদে দাররাজ দুর্বল। **–সিলসিলাহ সহীহাহ**

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদটি দুর্বল। সানাদের দাররাজ ইবনু সাম'আন, যদিও ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, কিন্তু ইমাম আবূ হাতিম, নাসায়ী ও দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৭৫] তিরমিযী (১০১৭), বায়হাকী 'সুনান' (১/২৩৫, ৪/৭৫, ৭/১০২) 'শু'আবুল ঈমান' (৮১৯০), হাকিম, (২/৪৬৬), তাবারানী 'কাবীর' (১২/৪৩৮) 'সাগীর' (৪৬১)। এর সানাদে মুসলিম ইবনু কায়সান দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

Contents

৮৪৪-৪২৬২। আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের নিকট 'আবদুল ক্বায়স গোত্রের প্রতিনিধিবর্গ এসেছেন, অথচ আমাদের কেউ দেখছিল না। আমরা ঐ অবস্থায় ছিলাম, হঠাৎ তারা এসে পৌঁছলেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তবে আশাজ্জা 'আসারী নামক জনৈক ব্যক্তি বাকী ছিলেন, অতঃপর তিনিও এসে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নেমে স্বীয় উষ্ট্রী বাঁধলেন। নিজের পাথেয় এক পার্শ্বে রাখলেন। এরপর তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, হে আশাজ্জ! তোমার মাঝে দু'টি ভাল অভ্যাস আছে। যা মহান আল্লাহ অত্যন্ত পছন্দ করেন। একটা হচ্ছে সহনশীলতা, অপরটি আত্মসম্মানবোধ। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! এই জিনিটি কি সৃষ্টিগতভাবেই আমার মধ্যে আছে, নাকি নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে? তিনি ﷺ বললেন, বরং সৃষ্টিগততাবেই তোমার মধ্যে রয়েছে।[৭৭৬]

খুবই দুর্বল।

١٩- باب الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ দুশ্চিন্তা ও কান্নাকাটি করা

٨٤٥-٤٢٧١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا " .

ضعيف : وهو مختصر الحديث ١٣٥٤ .

৮৪৫-৪২৭১। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কান্না কর, যদি কান্না না আসে, তবে কান্নার তনিতা কর।

দুর্বল ঃ এটি (১৩৫৪) নং হাদীসের সংক্ষেপ।

٨٤٦-٤٢٧٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي **حَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الزُّرَقِيُّ**، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ تُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ - إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٤ | ١٢٦، الضعيفة ٤٤٩٠ .

---

[৭৭৬] আল্লামা বুসয়রী যাওয়ায়িদে বলেছেন, সানাদে উমারাহ 'আবদী রয়েছে। তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন ইবনু মাঈন, 'উসমান ইবনু আবী শায়বাহ এবং ইবনু 'উলাইয়া। ইবনু আব্দিল বার বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, এ ব্যাপারে সকলে একমত। **—তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৮৪৬-৪২৭২। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে মু'মিন বান্দার দুই চোখ হতে আল্লাহর তয়ে পানি নির্গত হবে, যদিও তা মাছির মাথার সমতুল্য হয়, অতঃপর তা দুই গণ্ড বেয়ে ঝরতে থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।[৭৭৭]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৪/১২৬), যঈফাহ্ (৪৪৯০)।

٢٠ - باب التَّوَقِّي عَلَى الْعَمَلِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ 'আমাল কবূল না হওয়ার আশংকা

٨٤٧-٤٢٧٥. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلاَنِيَةِ فَأَحْسَنَ وَصَلَّى فِي السِّرِّ فَأَحْسَنَ - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا عَبْدِي حَقًّا " .

ضعيف :المشكاة ٥٣٢٩ .

৮৪৭-৪২৭৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন বান্দা যখন প্রকাশ্যে উত্তমরূপে সলাত আদায় করে এবং গোপনেও উত্তমরূপে সলাত আদায় করে, তখন মহান আল্লাহ বলেন ঃ এই তো আমার প্রকৃত বান্দা।[৭৭৮]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৫৩২৯)।

٢١ - باب الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ রিয়া ও খ্যাতি লাভের প্রত্যাশা

٨٤٨-٤٢٨٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَقُولُ يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلاَ قَمَرًا وَلاَ وَثَنًا وَلَكِنْ أَعْمَالاً لِغَيْرِ اللَّهِ وَشَهْوَةً خَفِيَّةً " .

ضعيف : التعليق الرغيب ١ | ٣٦ .

---

[৭৭৭] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে হাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়দ এর নাম হল, মুহাম্মাদ ইবনু আবূ হুমায়দ। সে দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৭৮] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে বাক্বিয়্যাহ একজন মুদাল্লিস এবং সে এটিকে আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৮৪৮-৪২৮০। শাদ্দাদ ইবনু আওস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের ভয় করছি, তা হল আল্লাহর সাথে শির্ক করা। আমি অবশ্য এ কথা বলছি না যে, তারা সূর্য, চন্দ্র অথবা মূর্তি পূজা করবে, কিন্তু তারা গাইরুল্লাহর 'ইবাদাত করবে এবং গোপন পাপ করবে।[৭৭৯]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর য়াগীব (১/৩৬)।

٢٢- باب الْحَسَد

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ হিংসা-বিদ্বেষ

٨٤٩-٤٢٨٥. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، وَأَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ **عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطِ**، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَالصَّلاَةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ " .

ضعيف : الضعيفة ١٩٠١و١٩٠٢، لكن جملة الصيام منه صحيحة .

৮৪৯-৪২৮৫। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হিংসা সৎ 'আমালগুলোকে খেয়ে ফেলে, যেমন নাকি আগুন কাঠকে ভস্মীভূত করে। আর সদাক্বাহ পাপরাশি দূর করে, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়। সলাত হচ্ছে মু'মিনের নূর এবং সিয়াম জাহান্নাম হতে আত্মরক্ষার ঢাল।[৭৮০]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৯০, ১৯০২), কিন্তু সিয়াম সম্পর্কিত বাক্যটি বিশুদ্ধ।

٢٣- باب الْبَغْىِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ বিদ্রোহ

٨٥٠-٤٢٨٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا **صَالِحُ بْنُ مُوسَى**، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَابًا الْبِرُّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْىُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ " .

ضعيف جدا : الضعيفة ٢٧٨٧ .

---

[৭৭৯] আহমাদ (১৬৬৭১, ১৬৬৬৯), বায়হাকী (৫/২৩৫)।

[৭৮০] বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে ঈসা ইবনু আবী ঈসা দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৮৫০-৪২৮৭। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দ্রুত পুরস্কার লাভের উত্তম বস্তু হল, সৎ 'আমাল করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। আর দ্রুত শাস্তি পাওয়ার বস্তু হল বিদ্রোহ করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।[৭৮১]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৭৮৭)।

٢٤- باب الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ 'আল্লাহ ভীতি এবং তাক্বওয়া

٨٥١- ٤٢٩٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ، - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ ".

ضعيف : غاية المرام ١٧٨، أحاديث البيوع ، التعليق الرغيب ٣|١٧ .

৮৫১-৪২৯০। নাবী ﷺ-এর সহাবী আত্বিয়্যাহ সা'দী ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষ আল্লাহভীরুদের স্তরে ততক্ষণ পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না সে মন্দ নয় এমন কাজকে মন্দ ভেবে ভয়ে বর্জন না করবে।[৭৮২]

দুর্বল ঃ গায়াতুল মারাম (১৭৮), আহাদীসিল বুয়ু, তা'লীকুর রাগীব (৩/১৭)।

٨٥٢- ٤٢٩٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ **الْمَاضِي بْنِ مُحَمَّدٍ**، عَنْ **عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ**، عَنِ **الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ**، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ وَلاَ وَرَعَ كَالْكَفِّ وَلاَ حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ " .

ضعيف : الضعيفة ١٩١٠، الرد على بليق ٢٩٩ .

---

[৭৮১] বায়হাকী (১০/১২৫)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে সালিহ ইবনু মূসা দুর্বল। ডঃ মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেছেন, ইমাম আবূ হাতিম রাযী ও জাওযাজানী তাতে দুর্বল বলেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, তার হাদীস লিখা হতো না, সে দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেছেন, মুনকারুল হাদীস। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বলেছেন, সে কিছুই না। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৮২] তিরমিযী (২/৭৪, ২৪৫১), বায়হাকী 'সুনান' (৫/৩৩৫) 'শু'আব' (৫৭৪৫)। হাকিম (৪/৩১৯), 'আবদ ইবনু হুমাইদ 'আল মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ (ক্বাফ ৫৮/১), বায়হাকী (৫/৩৩৫), ক্বাযায়ী, মুসনাদে শিহাব (৭৬/২) এবং ইবনু আসাকির 'তারীখে দামিস্ক' (১১/৩৪২/১)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব। আমরা এই সূত্র ছাড়া আর অন্য কোন সূত্র অবহিত নই। হাকিম বলেছেন, সানাদ সহীহ। যাহাবী তাতে একমত। আসলে এটা তার পক্ষ থেকে বিশেষ আশ্চর্যকর মন্তব্য বটে! কেননা সানাদের 'আব্দুলাহ বিন ইয়াযীদ হচ্ছে দামেস্কী। কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেননি। বরং আল্লামা জাওযাজানী বলেছেন, তার সূত্রে ইবনু আক্বীল মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে। যেমন ইবনু 'আদীর, কামিল গ্রন্থে রয়েছে (ক্বাফ ২২৩/২) ইবনু হাম্মাদ ও দুলাবী হতে নাক্বল করে। আর ইমাম যাহাবী নিজেই এ বক্তব্য উলেখ করেছেন। হাফিয 'আত্-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে দূর্বল। **–গায়াতুল মারাম**

৮৫২-৪২৯৩। আবূ যার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তাদ্‌বীরের মত কোন প্রজ্ঞা নেই। হারাম থেকে বেঁচে থাকার মত কোন পরহেযগারিতা নেই। সচ্চরিত্রের ন্যায় কোন আতিজাত্য নেই।[৭৮৩]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৯১০), রাদ্দু 'আলা বালীক্ব (২৯৯)।

٨٥٣-٤٢٩٥. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، ضُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنِّي لأَعْرِفُ كَلِمَةً - وَقَالَ عُثْمَانُ آيَةً - لَوْ أَخَذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَا لَكَفَتْهُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّةُ آيَةٍ قَالَ "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا".

ضعيف :المشكاة ٥٣٠٦ .

৮৫৩-৪২৯৫। আবূ যার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি এমন একটা বাক্য জানি, ['উসমান ﷺ-এর বর্ণনা মতে, একটি আয়াত জানি]। সকল মানুষ যদি তা গ্রহণ করে, তাহলে সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! সেটি কোন্ আয়াত? তিনি বললেন, তা হচ্ছে ঃ " وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا "

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য পথ সুগম করে দিবেন।"[৭৮৪]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৫৩০৬)।

٢٥- باب الثَّنَاءِ الْحَسَنِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ সুধারণা ও উত্তম প্রশংসা

٨٥٤-٤٣٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ أَبُو سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ **أَبِي صَالِحٍ**، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُطَّلَعُ عَلَيْهِ فَيُعْجِبُنِي قَالَ : " لَكَ أَجْرَانِ : أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلاَنِيَةِ " .

ضعيف : الضعيفة ٤٣٤٤ .

---

[৭৮৩] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদে কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ দুর্বল। এছাড়া সানাদে মাজী ইবনু মুহাম্মাদকে ইবনু ইউনূস দুর্বল বলেছেন। ইবনু 'আদী বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম বলেছেন, আমি তাকে চিনি না। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তাতে জাহালাত রয়েছে। এছাড়া সানাদে 'আলী ইবনু সুলাইমান ও কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ দু'জনেই অজ্ঞাত। তাদের দু'জনের এই হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস ইবনে মাজাহতে নেই। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৮৪] আহমাদ (২১০৪১), দারিমী (২৭২৫)। বুসয়রী বলেছেন, এই হাদীসের রিজাল নির্ভরযোগ্য। **কিন্তু এটি** মুনকাতি। সানাদের আবূ সালীহ, আবূ যারকে পাননি। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৮৫৪–৪৩০১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি একটি 'আমাল করে থাকি, আর সেটি আমার কাছে এজন্যই ভাল লাগে যে, মানুষ সেটির কারণে আমার প্রশংসা করে। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার, একটি গোপনে 'আমাল করার পুরস্কার এবং দ্বিতীয়টি প্রকাশ্যে 'আমাল করার পুরস্কার।[৭৮৫]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৩৪৪)।

٣٠- باب ذِكْرِ التَّوْبَةِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ তাওবাহ সম্পর্কে আলোচনা

٨٥٥–٤٣٢٥. حَدَّثَنَا **سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ**، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ **عَطِيَّةَ**، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَالْتَمَسَهَا حَتَّى إِذَا أَعْيَى تَسَجَّى بِثَوْبِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةَ الرَّاحِلَةِ حَيْثُ فَقَدَهَا فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَاحِلَتِهِ " .

منكر بهذا اللفظ : الضعيفة ٤٢٩٤ .

৮৫৫–৪৩২৫। আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তাঁর কোন তাওবাহকারী বান্দার উপর ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হন, যে ব্যক্তির উট কোন (জনমানবহীন) ভূখণ্ডে হারিয়ে গেছে, ফলে সে তাকে খোঁজ করে এমনকি ক্লান্ত হয়ে নিজের কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। অতঃপর তার এই অবস্থায় হঠাৎ সেখানে উটের পায়ের শব্দ শুনতে পেল, যেখানে সে তাকে হারিয়েছিল। সে তার মুখ হতে কাপড় উঠিয়ে দেখল যে, সেটি যে তারই উট।[৭৮৬]

উপরোক্ত শব্দে মুনকার ঃ যঈফাহ্ (৪২৯২)।

٨٥٦–٤٣٣٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ فَسَلُونِي الْمَغْفِرَةَ فَأَغْفِرَ لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي بِقُدْرَتِي غَفَرْتُ لَهُ، وَكُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُونِي

---

[৭৮৫] বুখারী (১, ৫৪, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, ৬৯৫৩), মুসলিম (১৯০৭), তিরমিযী (১৬৪৭), নাসায়ী (৭৫, ৩৪৩৮, ৩৭৪৯), আবূ দাউদ (২২০১), আহমাদ (১৬৯, ৩০২), দারাকুতনী (১/৫১), বায়হাকী 'সুনান' (১/৪১) 'শু'আব' (৬৮৩৭), ইবনু হিব্বান (৪৮৬৮)।

[৭৮৬] আহমাদ (১১৩৮২)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আত্বিয়্যাহ 'আওফী ও সুফয়ান ইবনু ওয়াকী' দু'জনেই দুর্বল। হাদীসের মূল বক্তব্য বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইবনু মাসউদ ও অন্যান্য সূত্রে। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

الْهُدَى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلاَّ مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُونِي أَرْزُقْكُمْ، وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ أَتْقَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي - لَمْ يَزِدْ فِي مُلْكِي جَنَاحُ بَعُوضَةٍ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ أَشْقَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مُلْكِي جَنَاحُ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا، فَسَأَلَ كُلُّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ - مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِي إِلاَّ كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيهَا إِبْرَةً ثُمَّ نَزَعَهَا، ذَلِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ عَطَائِي كَلاَمٌ إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ : كُنْ فَيَكُونُ " .

ضعيف بهذا السياق : و أكثره في م : التعليق الرغيب ٢ | ٢٦٨و٢٧٠،المشكاة ٢٣٥٠ .

৮৫৬-৪৩৩৩। আবূ যার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বারাকাতময় মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই গুনাহগার, তবে যাদের আমি ক্ষমা করবো (তারা ছাড়া)। অতএব তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিব আর তোমাদের মধ্যে যারা এ ব্যাপারে জ্ঞাত যে, আমি ক্ষমা করতে সক্ষম এবং সর্বশক্তিমান; তারা যেন আমার উপর বিশ্বাস রেখে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তাদের ক্ষমা করে দিব। (হে আমার বান্দারা)! তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট, তবে যাকে আমি হিদায়াত দান করেছি, সে ছাড়া। সুতরাং তোমরা আমার নিকট হিদায়াত চাও, আমি তোমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করব। তোমরা সবাই দরিদ্র, তবে আমি যার অভাব মোচন করেছি (সে ছাড়া)। সুতরাং তোমরা আমার কাছেই জীবিকা চাও, আমি তোমাদের পর্যাপ্ত জীবিকা প্রদান করব। তোমাদের জীবিত, মৃত, অগ্রবর্তী-পরবর্তী, জলে ও স্থলভাগে বসবাসকারী চেতন-অচেতন নির্বিশেষে সবাই যদি আমার সেই বান্দার ন্যায় হয়ে যাও, সে আমার কাছে সর্বাপেক্ষা বড় পরহেযগার ও বিশুদ্ধ অন্তর সম্পন্ন (যেমন মুহাম্মাদ ﷺ); তাহলে আমার রাজত্বে এক মশার ডানার পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে না। পক্ষান্তরে, এরা সবাই যদি যৌথভাবে সেই দুর্বৃত্তের মত হয়ে যায়, যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল (যেমন নমরূদ, ফির‘আউন); তাহলে এতেও আমার রাজত্বে এক মশার ডানা পরিমাণও কমতি হবে না। তোমাদের জীবিত, মৃত, অগ্রবর্তী-পরবর্তী, জলে ও স্থলতগে বসবাসকারী নির্বিশষে সকলেই যদি একত্র হয়ে তোমাদের আবদারের সীমারেখা যতটাই হোক- আমার নিকট প্রার্থনা কর, সবার প্রয়োজন পূরণ করলেও আমার ধনাগারের বিন্দুমাত্র কমতি হবে না। তবে, এই পরিমাণ কমবে, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রের তীরে গিয়ে তার মধ্যে একটি সুঁই ডুবিয়ে দিয়ে তা বের করে আনবে। এর কারণ হল, আমি হলাম মহাদাতা, আমার দানের পদ্ধতি হল, যখন আমি কোন কিছুর ইচ্ছা করি, তখন আমি কেবল বলি ঃ ‘হও’, আর তা তখনই হয়ে যায়।[৭৮৭]

উপরোক্ত শব্দে দুর্বল ঃ এর অধিকাংশই রয়েছে মুসলিমেঃ তা’লীকুর রাগীব (২/২৬৮, ২৭০), মিশকাত (২৩৫০)।

---

[৭৮৭] মুসলিম (২৫৭৭), তিরমিযী (২৪৯৫), আহমাদ (২০৮৬০, ২০৯১১), বায়হাকী ‘সুনান’ (৪/৫৬) ‘শু‘আব’ (৭০৮৮), হাকিম (১/৩৭১)।

٣١- باب ذِكْرِ الْمَوْتِ وَالاسْتِعْدَادِ لَهُ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ মৃত্যুকে স্মরণ এবং এর জন্য প্রস্তুতি

٨٥٧-٤٣٣٦. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ " .

ضعيف :المشكاة ٥٢٨٩، الروض النضير ٣٥٦، الضعيفة ٥٣١٩ .

৮৫৭-৪৩৩৬। আবূ ইয়ালা শাদ্দাদ ইবনু আওস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সে-ই দূরদর্শী, যে তার অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য 'আমাল করেছে। আর সেই নির্বোধ, যে অন্তরের ইচ্ছার অনুসরণ করেছে, অতঃপর আল্লাহর (রহমাতের) প্রত্যাশায় রয়েছে।[৭৮৮]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৫২৮৯), রাওযুন নাযীর (৩৫৬), যঈফাহ্ (৫৩১৯)।

٣٣- باب ذِكْرِ الْبَعْثِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ পুনরুত্থানের আলোচনা

٨٥٨-٤٣٤٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ **حَجَّاجٍ**، عَنْ **عَطِيَّةَ**، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ صَاحِبَيِ الصُّورِ بِأَيْدِيهِمَا - أَوْ فِي أَيْدِيهِمَا - قَرْنَانِ يُلاَحِظَانِ النَّظَرَ مَتَى يُؤْمَرَانِ " .

منكر : و المحفوظ بلفظ : (صاحب القرن..) : الصحيحة ١٠٧٩ .

৮৫৮-৪৩৪৯। আবূ সা'ঈদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দু'জন শিঙ্গাধারী মালাক তাদের দু'হাতে দু'টো শিঙ্গা নিয়ে এই অপেক্ষা করছেন যে, কখন তাদের (শিঙ্গা ফুঁৎকারের) আদেশ করা হবে।[৭৮৯]

মুনকার ঃ মাহফুয হচ্ছে এই শব্দে ঃ (صاحب القرن..) ঃ সহীহাহ (১০৭৯)

٨٥٩-٤٣٥٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنِ **الْحَسَنِ**، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَ عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الأَيْدِي فَآخِذٌ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ".

ضعيف : تخريج شرح العقيدة الطحاوية ٤٦٨،المشكاة ٥٥٥٧و٥٥٥٨ .

---

[৭৮৮] তিরমিযী (২৪৫৯), আহমাদ, বায়হাকী 'শুআবুল ঈমান' (১০৫৪৫), বাগাবী 'শরহে সুন্নাহ' (৪০১২)।

[৭৮৯] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত ও আত্বিয়্যাহ 'আওফী দুজনেই দুর্বল। –**তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৮৫৯-৪৩৫৩। আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন মানুষকে তিনবার উপস্থিত করা হবে। প্রথম দুই দফায় ঝগড়া-বিবাদ ও ওযর-আপত্তি পেশ করা হবে। আর তৃতীয় দফায় 'আমালনামা উড়ে এসে হাতে পৌছবে। কেউ তা ডান হাতে পাবে, আর কেউ বাম হাতে।[৭৯০]

দুর্বল ঃ তাখরীজু শরহে আল আক্বীদাতুত্ ত্বাহাভীয়্যাহ (৪৬৮), মিশকাত (৫৫৫৭, ৫৫৫৮)।

٣٤- باب صفة أُمَّة مُحَمَّد ﷺ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ উম্মাতে মুহাম্মাদীর বৈশিষ্ট্য

٨٦٠-٤٣٦٧. حَدَّثَنَا **جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ**، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ أَبِي الْمُسَاوِرِ**، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْخَلاَئِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُذِنَ لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ بِالسُّجُودِ فَيَسْجُدُونَ لَهُ طَوِيلاً ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ قَدْ جَعَلْنَا عِدَّتَكُمْ فِدَاءَكُمْ مِنَ النَّارِ " .

ضعيف جدا : الضعيفة ٢٥٤٩، و جملة الفداء عند م .

৮৬০-৪৩৬৭। আবূ বুরদাহ ﷺ-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ যখন সকল সৃষ্টিকে একত্র করবেন, তখন উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সাজদাহ করার আদেশ দেয়া হবে। তারা দীর্ঘক্ষণ তাঁকে সাজদাহরত থাকবে। অতঃপর বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের মাথা উত্তোলন কর। আমি তোমাদের সংখ্যা অনুপাতে জাহান্নামের ফিদয়া করে দিয়েছি।[৭৯১]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (২৫৪৯), আর ফিদয়া সম্পর্কিত বাক্যটি মুসলিমে আছে।

٣٥- باب مَا يُرْجَى مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ ক্বিয়ামাতের দিন 'আল্লাহর রহমাত লাভের করা

٨٦١-٤٣٧٣. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا **إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَعْيَنَ**، حَدَّثَنَا **إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى** الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ **عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ**، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي

---

[৭৯০] আহমাদ (১৯২১৬)। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদ মুনকাতি। কেননা হাসান হাদীসটি আবূ মূসা হতে শুনেনি। এ মত ব্যক্ত করেছেন 'আলী ইবনুল মাদীনী, আবূ হাতিম ও আবূ যুর'আহ। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী হাসান হতে আবূ হুরাইরাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ নয়। কেননা হাসান হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ হতে শুনেনি। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৯১] মুসলিম (২৭৬৭), আহমাদ (১৯১০৩, ১৯১৬১)। মুসলিম তা অর্থগততাবে বর্ণনা করেছেন। ড. **মুস্তফা** মুহাম্মাদ বলেছেন, এর সানাদে জুবারাহ ইবনু মুগাল্লাস দুর্বল। সানাদের 'আব্দুল আ'লা ইবনে আবী মুসাতীর **সম্পর্কে** ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, সে কিছুই না, পুনরায় বলেছেন, সে মিথ্যুক। 'আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন, সে দুর্বল, সে কিছুই না। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইবনু আম্মার বলেছেন, সে দুর্বল, দলিলযোগ্য নয়। আবূ যুর'আহ রাযী বলেছেন, সে খুবই দুর্বল। আবূ হাতিম বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, **মাতরুকের** সাদৃশ্য। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ فَقَالُوا نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ . وَامْرَأَةٌ تَحْضِبُ تَنُّورَهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهَجُ التَّنُّورِ تَنَحَّتْ بِهِ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَتْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ قَالَ " بَلَى " . قَالَتْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَرْحَمَ بِعِبَادِهِ مِنَ الأُمِّ بِوَلَدِهَا قَالَ " بَلَى " . قَالَتْ فَإِنَّ الأُمَّ لاَ تُلْقِي وَلَدَهَا فِي النَّارِ . فَأَكَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْكِي ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلاَّ الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى اللَّهِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " .

موضوع :المشكاة ٢٣٧٨، الضعيفة ٣١٠٩ .

৮৬১-৪৩৭৩। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক জিহাদে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন ঃ এরা কোন্ সম্প্রদায়? তারা বলল ঃ আমরা মুসলিম। সেখানে এক মহিলা রান্নার উদ্দেশে চুলাতে জ্বালানী দিচ্ছিল এবং তার কাছেই ছিল তার এক পুত্র সন্তান। যখন উনূন হতে ধুয়া বের হচ্ছিল, তখন সে তার শিশুটিকে সরিয়ে নিলো। অতঃপর মহিলাটি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল ঃ আপনি কি আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। মহিলাটি বলল ঃ আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত, আল্লাহ কি সর্বাপেক্ষা দয়ালু নন? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই। মহিলা বলল ঃ আল্লাহ কি তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চেয়েও বেশি রহমাত করেন না যতটা মা তার সন্তানের প্রতি করে থাকে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। মহিলা বলল ঃ নিশ্চয় মা তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করে না। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ মাথা নিচু করে কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তার দিকে মাথা উঠিয়ে বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যকার মন্দ স্বভাব, নাফরমান ও তাঁর সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণকারী এবং যে "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ" বলতে অস্বীকার করে তাদের ছাড়া কাউকে শাস্তি দিবেন না।[৭৯২]

বানোয়াট ঃ মিশকাত (২৩৭৮), যঈফাহ্ (৩১০৯)।

٨٦٢–٤٣٧٤. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا **ابْنُ لَهِيعَةَ**، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَدْخُلُ النَّارَ إِلاَّ شَقِيٌّ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنِ الشَّقِيُّ قَالَ " مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَعْصِيَةً " .

ضعيف : المشكاة ٥٦٩٣ .

---

[৭৯২] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, ইবনু 'উমারের হাদীসের সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদে ইসমাঈল ইবনু ইয়াহইয়া সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেছেন, এর সানাদে দুর্বল বর্ণনাকারীদের সমাবেশ ঘটেছে। (১) সানাদে ইব্রাহীম ইবনু আ'য়ান– আযলী বাসরী। আবূ হাতিম বলেছেন, সে হাদীসে দুর্বল, হাদীস বর্ণনায় মুনকার। (২) ইসমাঈল ইবনু ইয়াহইয়া। ইয়াযীদ ইবনু হারূন বলেছেন, সে মিথ্যুক। ইবনু হিব্বান বলেছেন, তার থেকে বর্ণনা করা হালাল নয়। 'উক্বাইলী বলেছেন, তার হাদীস অনুসরণযোগ্য নয়। (৩) সানাদে ইয়াযীদ 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনু হাফস। সে দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

৮৬২-৪৩৭৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ শাক্বী (মন্দ লোক) ছাড়া আর কেউ জাহান্নামে যাবে না। বলা হলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! শাকী কে? তিনি বললেন ঃ যে লোক কখনো আল্লাহর আনুগত্য করেনি এবং তাঁর নাফরমানী বর্জন করেননি।[৭৯৩]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৫৬৯৩)।

٨٦٣-٤٣٧٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - أَخُو حَزْمٍ الْقُطَعِيِّ - حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ - أَوْ تَلاَ - هَذِهِ الآيَةَ ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ فَقَالَ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَى فَلاَ يُجْعَلَ مَعِي إِلَهٌ آخَرُ فَمَنِ اتَّقَى أَنْ يَجْعَلَ مَعِي إِلَهًا آخَرَ فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ " .

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قَالَ رَبُّكُمْ أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَى فَلاَ يُشْرَكَ بِي غَيْرِي وَأَنَا أَهْلٌ لِمَنِ اتَّقَى أَنْ يُشْرِكَ بِي أَنْ أَغْفِرَ لَهُ ".

ضعيف : المشكاة ٢٣٥١ .

৮৬৩-৪৩৭৫। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ "একমাত্র তিনিই ভয়ের উপযুক্ত এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী"– (সূরাহ আল-মুদ্দাস্‌সির ৭৪ ঃ ৫৬)। অতঃপর তিনি বললেন, মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "আমি এর উপযুক্ত যে, একমাত্র আমাকেই ভয় করা হবে। আমার সাথে অন্য কোন উপাস্য শারীক করা হবে না। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কোন উপাস্য শারীক করা হতে বিরত থাকবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেয়ার অধিকারী।"

আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ এ আয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের রব বলেছেন ঃ আমি এর উপযুক্ত যেন আমাকেই ভয় করা হয়। আর আমার সাথে কাউকে শারীক করা না হয়। যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কিছু শারীক করতে ভয় পায়, আমি তাকে ক্ষমা করার উপযুক্ত।[৭৯৪]

দুর্বল ঃ মিশকাত (২৩৫১)।

٣٦- باب ذِكْرِ الْحَوْضِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ হাউযে কাওসারের আলোচনা

٨٦٤-٤٣٧٩. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَالِمٍ الدِّمَشْقِيُّ، نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الْحَبَشِيِّ، قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ

---

[৭৯৩] আহমাদ (৮৩৮৮), বায়হাকী (৯/৪)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে ইবনু লাহী'আহ দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৯৪] তিরমিযী (৩৩২৮), আহমাদ (১২০৩৪), দারিমী (২৭২৪), বায়হাকী (৭/৩২)।

Contents

الْعَزِيزِ فَأَتَيْتُهُ عَلَى بَرِيدٍ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ قَالَ لَقَدْ شَقَقْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا سَلاَّمٍ فِي مَرْكَبِكَ . قَالَ أَجَلْ وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ الْمَشَقَّةَ عَلَيْكَ وَلَكِنْ حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَوْضِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ . قَالَ فَقُلْتُ حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنَ إِلَى أَيْلَةَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ أَوَانِيهِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا وَأَوَّلُ مَنْ يَرِدُهُ عَلَىَّ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الدُّنْسُ ثِيَابًا وَالشُّعْثُ رُءُوسًا الَّذِينَ لاَ يَنْكِحُونَ الْمُنَعَّمَاتِ وَلاَ يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ " . قَالَ فَبَكَى عُمَرُ حَتَّى اخْضَلَّتْ لِحْيَتُهُ ثُمَّ قَالَ لَكِنِّي قَدْ نَكَحْتُ الْمُنَعَّمَاتِ وَفُتِحَتْ لِيَ السُّدَدُ لاَ جَرَمَ أَنِّي لاَ أَغْسِلُ ثَوْبِي الَّذِي عَلَى جَسَدِي حَتَّى يَتَّسِخَ وَلاَ أَدْهُنُ رَأْسِي حَتَّى يَشْعَثَ .

ضعيف لكن المرفوع منه صحيح : الصحيحة ١٠٨٢، ظلال الجنة ٧٠٧و٧٠٨،المشكاة ٥٥٩٢ .

৮৬৪-৪৩৭৯। আবূ সাল্লাম হাবাশী (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহ.) আমাকে ডেকে পাঠান। আমি অতি দ্রুত তাঁর নিকট উপস্থিত হই। আমি তাঁর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ আমি আপনাকে কষ্ট দিয়েছি, হে আবূ সাল্লাম! আপনার সওয়ারীকেও কষ্ট দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! হে আমীরুল মু'মিনীন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে একটি হাদীস শোনার উদ্দেশে এই কষ্ট দিয়েছি। আমি জানতে পারলাম, আপনি তা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুক্তদাস সাওবান (রাঃ) হতে হাউয সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আমি এ হাদীসটি আপনার মুখে শুনতে আগ্রহী। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুক্তদাস সাওবান (রাঃ) আমার কাছে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার হাউয 'আদান হতে আইলা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। যার পানি হবে দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। এর পাত্র সংখ্যা হবে আকাশের তারকারাজির সমান। যে কেউ এ হাউয থেকে এক ঢোক পানি পান করবে, সে আর কখনো পিপাসিত হল না। সর্বপ্রথম যে সব লোক এ হাউযের পানি পান করার জন্য আমার কাছে আসবে, তারা হবে দরিদ্র মুহাজিরগণ। যাদের পরিধানে ছিল ছিঁড়া ময়লা কাপড়, মাথার চুল উশকো-খুশকো, তারা অতিজাত মেয়েদের বিয়ে করতে পারতো না এবং তাদের (মেহমানদারীর জন্য) ঘরের দরজাগুলো খোলা হতো না। বর্ণনাকারী বলেন ঃ হাদীস শুনে 'উমার (রাঃ) কেঁদে ফেললেন, এমনকি তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি তো সম্পদশালী মেয়ে বিয়ে করেছি এবং সব দরজাই আমার জন্য উন্মুক্ত। এখন থেকে আমি আমার পরিধেয় বস্ত্রাদি ময়লা না হওয়া পর্যন্ত ধুইব না এবং মাথার চুল উশকো-খুশকো না হওয়া পর্যন্ত তেল ব্যবহার করব না।[৭৯৫]

দুর্বল, কিন্তু তার মারফু বর্ণনাটি সহীহ ঃ সহীহাহ (১০৮২), যিলালুল জান্নাহ (৭০৭, ৭০৮), মিশকাত (৫৫৯২)।

---

[৭৯৫] তিরমিযী (২৪৪৪)।

٣٧- باب ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ শাফা'আতের আলোচনা

٨٦٥-٤٣٨٧. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى أَتُرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ لاَ وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ " .

ضعيف بهذا التمام و صحيح دون قوله : (لأنها...) : الضعيفة ٣٥٨٥، ظلال الجنة ٨٩١ .

৮৬৫-৪৩৮৭। আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে (দু'টো বিষয়ের) অবকাশ দেয়া হয়েছে। শাফা'আত করার অথবা আমার অর্ধেক উম্মাতের জান্নাতী হওয়ার। আমি শাফা'আতকে বেছে নিয়েছি। কেননা, তা ব্যাপক এবং অধিকতর ফলপ্রসূ। তোমরা কি ভেবেছ যে, শাফা'আত শুধু মুত্তাকীদের জন্যই প্রযোজ্য? না, বরং তা গুনাহগার, বিপথগামী ও অপরাধে অতিযুক্তদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

এর পুরোটা দুর্বল, আর সহীহ হচ্ছে তার (لأنها...) বক্তব্যটি বাদে ঃ যঈফাহ্ (৩৫৮৫), যিলালুল জান্নাহ (৮৯১)।

٨٦٦-٤٣٨٩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا **عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ**، عَنْ **عَلاَّقِ** بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةٌ الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ " .

موضوع : المشكاة ٥٦١١، تخريج شرح العقيدة الطحاوية ٢٦٠، الضعيفة ١٩٧٨ .

৮৬৬-৪৩৮৯। 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন তিন শ্রেণীর লোক শাফা'আত করবেন ঃ নাবীগণ, অতঃপর আলিমগণ, অতঃপর শহীদগণ।[৭৯৬]

বানোয়াট ঃ মিশকাত (৫৬১১), তাখরীজু শরহে আকিদাতুত্ ত্বাহাভীয়্যাহ (২৬০), যঈফাহ্ (১৯৭৮)।

---

[৭৯৬] হাদীসের সানাদের আনবাসা ইবনু 'আব্দুর রহমান সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেছেন, সে হাদীস জাল করত। **–মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী**

ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ ইবনে মাজাহ'র তাখরীজে বলেছেন, সানাদে আনবাসা মাতরুক এবং ঈলাক্ব অজ্ঞাত। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

٣٨- باب صِفَةِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ জাহান্নামের বর্ণনা

٨٦٧-٤٣٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَيَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ **نُفَيْعٍ أَبِي دَاوُدَ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَلَوْلاَ أَنَّهَا أُطْفِئَتْ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ مَا انْتَفَعْتُمْ بِهَا وَإِنَّهَا لَتَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يُعِيدَهَا فِيهَا " .

ضعيف جدا بهذا التمام و صحيح دون قوله : (و انها لتدعو...) : التعليق الرغيب ٤ | ٢٢٦، الضعيفة ٣٢٠٨ .

৮৬৭-৪৩৯৪। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের (দুনিয়ার) এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ। যদি এ আগুনকে দু'বার পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করা না হতো, তবে তোমরা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারতে না। এ আগুন এখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছে যেন তাকে আবার জাহান্নামে ফিরিয়ে না নেয়া হয়।[৭৯৭]

এর পুরোটা খুবই দুর্বল, আর সহীহ হচ্ছে তাব (...و انها لتدعو) কথাটি বাদে ঃ তা'লীকুর রাগীব (৪/২২৬), যঈফাহ্ (৩২০৮)।

٨٦٨-٤٣٩٦. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا **شَرِيكٌ**، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أُوقِدَتِ النَّارُ أَلْفَ سَنَةٍ فَابْيَضَّتْ ثُمَّ أُوقِدَتْ أَلْفَ سَنَةٍ فَاحْمَرَّتْ ثُمَّ أُوقِدَتْ أَلْفَ سَنَةٍ فَاسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ " .

ضعيف : الضعيفة ١٣٠٥ .

৮৬৮-৪৩৯৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহান্নামের আগুন হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত করার পর তা সাদা রং ধারণ করে। অতঃপর আবার তাকে হাজার বছর উত্তপ্ত করার পর তা লাল রং ধারণ করে। অতঃপর হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত করার পর তা কালো রং ধারণ করে। এখন তা অন্ধকার রাতের ন্যায় কালো।[৭৯৮]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (১৩০৫)।

٨٦٩-٤٣٩٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ **مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى**، عَنْ **عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ**، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "

---

[৭৯৭] এর সানাদে নুফাই ইবনুল হারিস মাতরুক। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৭৯৮] তিরমিযী (২৫১৯)। সানাদে শারীক হল, ইবনু 'আব্দুল্লাহ নাখায়ী। তার স্মরণ শক্তি ভাল নয়। সেই হচ্ছে হাদীসের ত্রুটি। সানাদে তার ইযতিরাবও ঘটেছে। সে কখনো সানাদকে মারফু আবার কখনো মাওকুফভাবে বর্ণনা করেছে। অতএব হাদীসটি মারফু এবং মাওকুফভাবে দুর্বল। **–যঈফাহ্**

إِنَّ الْكَافِرَ لَيَعْظُمُ حَتَّى إِنَّ ضِرْسَهُ لأَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ وَفَضِيلَةُ جَسَدِهِ عَلَى ضِرْسِهِ كَفَضِيلَةِ جَسَدِ أَحَدِكُمْ عَلَى ضِرْسِهِ ".

ضعيف بهذا التمام و صحيح دون قوله : (وفضيلة...) : الصحيحة ١٦٠١ .

৮৬৯-৪৩৯৮। আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাফিরের শরীর খুব মোটা হবে, এমনকি তার এককেটি দাঁত হতে উহূদ পাহাড়ের চেয়েও বড়। অতঃপর তার সমগ্র শরীর দাঁতের তুলনায় এমন বিরাট হবে, যেমন (দুনিয়াতে) তোমাদের দাঁতের তুলনায় তার শরীর হয়ে থাকে।[৭৯৯]

এর পুরোটা দুর্বল, আয় সহীহ হচ্ছে তার (وفضيلة..) কথাটি বাদে ঃ সহীহাহ (১৬০১)।

٨٧٠-٤٣٩٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْنَا الْحَارِثُ بْنُ أُقَيْشٍ فَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ، لَيْلَتَئِذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا " .

ضعيف : التعليق علي ابن ماجة ، الضعيفة ٤٨٨٣ .

৮৭০-৪৩৯৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু ক্বায়স ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি আবূ বুরদাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। এ সময় হারিস ইবনু উক্বায়শ ﷺ আমাদের কাছে আসেন। তখন তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে এমনও লোক হবে, যার শাফা'আতে মুদার গোত্রের লোকদের চেয়েও বেশি জান্নাতে যাবে। পক্ষান্তরে আমার উম্মাতের মধ্যে এমন ব্যক্তিও হবে, যে জাহান্নামের জন্য মোটাতাজা হবে, এমনকি জাহান্নামের এক কোণা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।[৮০০]

দুর্বল ঃ তা'লীক 'আলা ইবনে মাজাহ, যঈফাহ্ (৪৮৮৩)।

٨٧١-٤٤٠٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ **يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ**، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُرْسَلُ الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيَبْكُونَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمَ حَتَّى يَصِيرَ فِي وُجُوهِهِمْ كَهَيْئَةِ الأُخْدُودِ لَوْ أُرْسِلَتْ فِيهِ السُّفُنُ لَجَرَتْ " .

ضعيف : و صح مختصرا دون ذكر قوله : (يصير في وجوههم) الى (كهية الأخدود) : الصحيحة ١٦٧٩ .

---

[৭৯৯] মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ (১০৮৪৮)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে আত্বিয়্যাহ 'আওফী এবং তার সূত্রে বর্ণনাকারী দুজনেই দুর্বল।

[৮০০] আহমাদ (২২১৫৭)।

৮৭১-৪৪০০। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের জন্য কান্না প্রেরণ করা হবে। তারা কাঁদতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত তাদের চোখের পানি বন্ধ হয়ে যাবে। অতঃপর চোখ দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকবে, এমনকি তাদের চেহারায় নালার মত ক্ষতের চিহ্ন পড়বে। যদি সেখানে নৌযান চালু করা হয়, তাহলে তা চলতে পারবে।[৮০১]

দুর্বল ঃ তবে সংক্ষেপে বিশুদ্ধ হচ্ছে তার (يصير في وجوههم) হতে (كهية الأخدود) পর্যন্ত কথাটি উল্লেখ বাদে ঃ সহীহাহ (১৬৭৯)।

٨٧٢-٤٤٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ " وَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّومِ قُطِرَتْ فِي الأَرْضِ لأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعِيشَتَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ غَيْرُهُ " .

ضعيف : التعليق الرغيب ٤ | ٢٣٦، الروض النضير ٤٥١ .

৮৭২-৪৪০১। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থ ভয় কর এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না"- (সূরাহ আলু-'ইমরান ৩ ঃ ১০২)। (তিনি বললেন) যদি এক ফোটা যাক্কুম যমীনে পড়তো, তাহলে তা বিশ্ববাসীর জীবন নষ্ট করে ফেলত। অতএব ঐ লোকদের পরিণতি কতই না ভয়াবহ, যাদের যাক্কুম ছাড়া অন্য কোন খাবার থাকবে না।[৮০২]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৪/২৩৬), রাওযুন নাযীর (৪৫১)।

٣٩- باب صِفَةِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ জান্নাতের বর্ণনা

٨٧٣-٤٤٠٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ **حَجَّاجٍ**، عَنْ **عَطِيَّةَ**، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَشِبْرٌ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا - الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

ضعيف : الضعيفة ٤٣٠٨ .

---

[৮০১] বায়হাকী (২/৩৮৫)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবান রাক্বাশী দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

ইয়াযীদ রাক্বাশীকে দুর্বল বলেছেন। এছাড়া অন্যান্য ব্যক্তি বুখারী মুসলিমের রিজালভুক্ত। –সিলসিলাহ সহীহাহ

[৮০২] তিরমিযী (২৫৮৫), বায়হাকী (৯/৩৪৫)।

৮৭৩-৪৪০৫। আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জান্নাতের এক বিঘৎ পরিমাণ জায়গা সমগ্র পৃথিবী এবং এর মধ্যকার সকল বস্তু হতেও উত্তম।[৮০৩]

দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৩০৮)।

٤٤٠٨-٨٧٤. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي **الضَّحَّاكُ الْمَعَافِرِيُّ**، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ كُرَيْبٍ، - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ لأَصْحَابِهِ " أَلاَ مُشَمِّرٌ لِلْجَنَّةِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لاَ خَطَرَ لَهَا هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلأْلأُ وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ وَنَهَرٌ مُطَّرِدٌ وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ نَضِيجَةٌ وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ وَحُلَلٌ كَثِيرَةٌ فِي مَقَامٍ أَبَدًا فِي حَبْرَةٍ وَنَضْرَةٍ فِي دَارٍ عَالِيَةٍ سَلِيمَةٍ بَهِيَّةٍ " قَالُوا نَحْنُ الْمُشَمِّرُونَ لَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " قُولُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ " . ثُمَّ ذَكَرَ الْجِهَادَ وَحَضَّ عَلَيْهِ .

ضعيف : التعليق الرغيب ٤ | ٢٥٣، الضعيفة ٣٣٥٨ .

৮৭৪-৪৪০৮। উসামাহ ইবনু যায়দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ জান্নাতের জন্য কোমর বেঁধে 'আমালকারী কেউ আছে কি? কেননা, জান্নাত সদৃশ কোন জিনিসই নেই। কা'বার রবের শপথ! (জান্নাত) হচ্ছে ঝলমলে আলো, বিচ্ছুরিত সুগন্ধি, সুরম্য প্রাসাদ, প্রবাহমান ঝর্ণাধারা, সুমিষ্ট অসংখ্য ফলমূল, সুন্দরী-সুশ্রী স্ত্রী, বহু অলংকারে আচ্ছাদিত চিরস্থায়ী স্থানে পরিপূর্ণ। আরও আছে গগণচুম্বী নিরাপদ প্রাণস্পর্শী প্রাসাদ। তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা জান্নাতের জন্য কোমর বাঁধলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা বল, 'ইনশাআল্লাহ'। অতঃপর তিনি জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং জিহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করেন।[৮০৪]

দুর্বল ঃ তা'লীকুর রাগীব (৪/২৫৩), যঈফাহ্ (৩৩৫৮)।

٤٤١٣-٨٧٥. حَدَّثَنَا **هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ**، حَدَّثَنَا **عَبْدُ الْحَمِيدِ** بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ، حَدَّثَنِي **عَبْدُ الرَّحْمَنِ** بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ، بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ . قَالَ سَعِيدٌ أَوَفِيهَا سُوقٌ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ فَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ

---

[৮০৩] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত এবং আত্বিয়্যাহ 'আওফী দু'জনেই দুর্বল। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

[৮০৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ সমালোচিত। সানাদে জাহ্হাক মা'আফিরীকে ইবনু হিব্বান 'আস-সিকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম যাহাবী 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে অজ্ঞাত। এছাড়া সানাদের অন্যান্য ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য। হাদীসটি ইবনু হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। **–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন**

الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُورُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ - وَمَا فِيهِمْ دَنِيءٌ - عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ مَا يُرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا قَالَ " نَعَمْ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ " . قُلْنَا لاَ . قَالَ " كَذَلِكَ لاَ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يَبْقَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَحَدٌ إِلاَّ حَاضَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَاضَرَةً حَتَّى إِنَّهُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ أَلاَ تَذْكُرُ يَا فُلاَنُ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا - يُذَكِّرُهُ بَعْضَ غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا - فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي فَيَقُولُ بَلَى فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِي بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ . فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا قَطُّ ثُمَّ يَقُولُ قُومُوا إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ . قَالَ فَنَأْتِي سُوقًا قَدْ حُفَّتْ بِهِ الْمَلاَئِكَةُ فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعِ الآذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ . قَالَ فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيهِ شَيْءٌ وَلاَ يُشْتَرَى وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ - وَمَا فِيهِمْ دَنِيءٌ - فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَمَثَّلَ لَهُ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا " . قَالَ " ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَبًا وَأَهْلاً لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ وَالطِّيبِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَنَقُولُ إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحِقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا " .

ضعيف :المشكاة ٥٦٤٧، الضعيفة ١٧٢٢ .

৮৭৫–৪৪১৩। সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি একদা আবূ হুরাইরাহ ﷺ-এর সঙ্গে দেখা করেন। তখন আবূ হুরাইরাহ ﷺ বললেন ঃ আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাকে এবং তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্রিত করেন। সা'ঈদ (রহ.) বললেন ঃ সেখানে কি বাজার আছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অবহিত করেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাদের নেক 'আমাল অনুপাতে তারা সেখানে মর্যাদা লাভ করবে। অতঃপর পৃথিবীর দিন অনুযায়ী জুমু'আহ্র দিনের পরিমাণ সময়ের জন্য তাদেরকে মহান আল্লাহর (সাক্ষাৎ লাভের) অনুমতি দেয়া হবে। তখন তারা মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে এবং তিনি তাদের জন্য তাঁর আরশ খুলে দিবেন। তিনি জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগানে তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হবেন। জান্নাতীদের জন্য নূরের মিম্বারসমূহ সুসজ্জিত করে রাখা হবে, আর রাখা হবে হিরা, মোতি, পান্না, সোনা ও রূপার তৈরী আসনসমূহ। জান্নাতীদের (তুলনামূলক) কম মর্যাদার লোকেরা থাকবে, কস্তুরী সুবাসিত ও কাফূর মিশ্রিত টিলার উপরে বসা। চেয়ারে উপবিষ্ট জান্নাতীদের মর্যাদা তাদের চেয়ে বেশি বলে মনে হবে না।

আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তোমরা কি সূর্য ও পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখা নিয়ে সন্দীহান হয়ে পরস্পরে ঝগড়া কর? আমি বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ এভাবেই তোমরা তোমাদের মহান রবকে দেখার ব্যাপারে সন্দীহান হয়ে পরস্পর বিবাদ করবে না। ঐ মজলিসে এমন কোন ব্যক্তি বাকী থাকবে না, যার সামনে মহান আল্লাহ উদ্ভাসিত না হবেন। এমনকি তিনি তোমাদের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ হে অমুক! তোমার কি মনে আছে, অমুক দিন তুমি এই এই কাজ করেছিলে? তাকে তার দুনিয়ার জীবনে কৃত কতিপয় গুনাহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। তখন সে বলবে ঃ হে আমার রব! তুমি কি আমায় ক্ষমা করে দাওনি? তিনি বলবেন ঃ হ্যাঁ, তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমার ক্ষমার ব্যাপক বিস্তৃতির কারণেই তুমি এ মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। তারা এ অবস্থায় থাকবে, এমন সময় তাদের উপর হতে একখণ্ড মেঘ তাদের ঢেকে ফেলবে। তা থেকে এমন সুগন্ধিযুক্ত বৃষ্টি বর্ষণ হবে, যে ধরনের সুরভিত সুবাস তারা আগে কখনো পায়নি। অতঃপর তিনি বলবেন (হে জান্নাতীরা)। তোমাদের জন্য নি'মাতরাজি আমি প্রস্তুত করে রেখেছি সে দিকে এসো এবং তোমরা যা ইচ্ছা গ্রহণ কর। (বর্ণনাকারী বলেন) অতঃপর আমরা (জান্নাতীরা) মালাক পরিবেষ্টিত একটি বাজারে প্রবেশ করব। সেই বাজারে এমন সব জিনিস রয়েছে চক্ষুসমূহ যা কখনো দেখেনি, কানসমূহ শুনেনি, এমনকি সে বিষয় কল্পনারও উদ্রেক হয়নি। (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা যা চাইবো তাই আমাদেরকে দেয়া হবে। এখানে কোন জিনিস ক্রয়-বিক্রয় হবে না। এই বাজারে জান্নাতীরা সৌজন্য সাক্ষাতে একত্র হবে। অতঃপর একজন উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতী তার চাইতে অপেক্ষাকৃত কমমর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতীর সাথে সাক্ষাতের জন্য এগিয়ে আসবে। উঁচুমর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতীকে অপেক্ষাকৃত কমমর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতীর পরিহিত পোষাক বিব্রত করে ফেলবে। এরূপ অবস্থা শেষ না হতেই তাঁর পরনে যে পোষাক ছিল তা উন্নত রূপ নিবে। কারণ তথায় কারো জন্য চিন্তান্বিত হওয়া অশোভনীয়।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর আমরা নিজ নিজ বাসস্থানে চলে যাবো এবং আমাদের স্ত্রীরা আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। তারা বলতে থাকবে ঃ (সুস্বাগতম, সাদর আমন্ত্রণ)। তুমি এমন অবস্থায় ফিরে এসেছো যে, তোমার সৌন্দর্য ও সুগন্ধি পূর্বের চেয়েও বহুগুণ উত্তম। তখন আমরা বলব ঃ আজ আমরা আমাদের মহিমান্বিত মহান প্রতিপালকের সান্নিধ্যে বসে ধন্য হয়েছি। এর কারণে যতটুকু সৌন্দর্য হওয়া দরকার তা হয়েছি এবং যেভাবে ফিরে আসা আমাদের জন্য সমীচীন, আমরা যেভাবে ফিরে এসেছি।[৮০৫]

দুর্বল ঃ মিশকাত (৫৬৪৭), যঈফাহ্ (১৭২২)।

---

[৮০৫] বুখারী (৮০৬), মুসলিম (১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩৫), নাসায়ী (১১৪০), তিরমিযী (২৪৩৪, ২৫৪৯), দারমী (২৮০১, ২৮১৭), ইবনু আবী 'আসিম 'সুন্নাহ' (৭৮৫ নং)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। এই সূত্র ছাড়া অন্য সূত্র আমরা জানি না। মুলতঃ এর দোষ হল সানাদের 'আব্দুল হামীদ। ইমাম যাহাবী তাকে 'আয-যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সত্যবাদী, তবে প্রায়ই ভুল করতেন। এছাড়া সানাদের হিশাম ইবনু 'আম্মার। যদিও বুখারী তার বর্ণনা এনেছেন কিন্তু তার ব্যাপারে সমালোচনা আছে। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেছেন, আবূ হাকিম বলেছেন, সত্যবাদী, তবে স্মৃতি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থেও অনুরূপ রয়েছে। **–যঈফাহ্**

ড. মুস্তফা বলেছেন, হাদীসের সানাদে 'আব্দুর রহমান ইবনু 'উসমান ইবনু 'উমাইয়্যাহ দুর্বল।

–তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

٨٧٦-٤٤١٤. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْرَقُ أَبُو مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا **خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ** بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ إِلاَّ زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً ثِنْتَيْنِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَسَبْعِينَ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَا مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلاَّ وَلَهَا قُبُلٌ شَهِيٌّ وَلَهُ ذَكَرٌ لاَ يَنْثَنِي " . قَالَ هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَعْنِي رِجَالاً دَخَلُوا النَّارَ فَوَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ نِسَاءَهُمْ كَمَا وُرِثَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ .

ضعيف جدا : الضعيفة ٤٤٧٣ .

৮৭৬-৪৪১৪। আবূ উমামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ যাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তাদের প্রত্যেককেই ৭২ জন স্ত্রীর সাথে বিবাহ করিয়ে দিবেন। তন্মধ্যে দু'জন হবেন আয়তলোচনা হুর এবং অবশিষ্ট ৭০ জন হবেন জাহান্নামীদের হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হুর। তাদের প্রত্যেকের লজ্জাস্থান হবে অত্যন্ত সৌষ্ঠব এবং তার পুরুষাঙ্গ হবে অত্যন্ত সুদৃঢ় যা কখনো টলবে না।

হিশাম ইবনু খালিদ (রহ.) বলেন ঃ জাহান্নামীদের হতে স্ত্রী বুঝাতে ঐসব পবিত্রা নারীদের বুঝাবে, যাদের স্বামীরা জাহান্নামী হয়েছে এবং স্ত্রীরা ঈমানদার হিসেবে জান্নাতী হয়েছে, যেমন ফির'আউনের স্ত্রী [আসিয়াহ (রহ.)]।[৮০৬]

খুবই দুর্বল ঃ যঈফাহ্ (৪৪৭৩)।

تم- بحمد الله تعالى-كتاب

(ضعيف سنن ابن ماجه)

আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ - যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ - সমাপ্ত

[৮০৬] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের খালিদ ইবনু ইয়াযীদকে একদল নির্ভরযোগ্য বলেছেন, আরেক দল বলেছেন দুর্বল। **–আয-যাওয়ায়িদ**

Contents

পরিশিষ্ট - (১)

حول قول ابي زرعة
في سنن ابن ماجة

للدكتور سعدى الهاشمى

الأستاذ مساعد كلية الحديث با لجامعة

সুনান ইবনু মাজাহ সম্পর্কে

ইমাম আবূ যুর'আহ্'র বক্তব্য

সংকলন

ডঃ সা'দী আল-হাশিমী

সংগ্রহ ও অনুবাদ

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

সুনান ইবনু মাজাহ সম্পর্কে ইমাম আবূ যুর'আহ (রহঃ)-এর উক্তি

قال ابن ماجة : وعرضت هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيها وقال ، أظن ان وقع هذا في أيدى الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها ثم قال : «لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في اسناده ضعف».

ইমাম ইবনু মাজাহ বলেন ঃ আমি এই সুনান গ্রন্থখানি আবূ যুর'আহ (রহঃ)-এর নিকট পেশ করলাম। তিনি গ্রন্থখানি দেখে বললেন ঃ আমি মনে করি, এই গ্রন্থখানি লোকদের হাতে পৌছলে বর্তমান সময় পর্যন্ত রচিত সমস্ত বা অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ "এই গ্রন্থে দুর্বল সানাদে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সম্ভাব্য ত্রিশটির বেশি হবে না।"[১]

হাফিয যাহাবী (রহঃ) সিয়ারে আ'লামিন নুবালা গ্রন্থে উপরোক্ত উক্তির সঙ্গে বক্তব্য সংযোজন করে বলেন ঃ "আর ইমাম আবূ যুব'আহ (রহঃ)-এর উক্তি এই গ্রন্থে বড়জোড় ত্রিশটি অথবা অনুরূপ হাদীস হবে যার সানাদ দুর্বল। কথাটি যদি সঠিক হয় তাহলে তিনি হয়ত এর দ্বারা এমন ত্রিশটি হাদীসের কথা বলেছেন যা বর্জিত এবং ছুঁড়ে ফেলার মত বাজে। এছাড়া যেসব হাদীস দ্বারা দলিল প্রতিষ্ঠিত হবে না ইবনু মাজাহতে সেসবের সংখ্যা প্রচুর, সম্ভাব্য এক হাজার ......।"[২]

ইবনুল ওযীর 'তানক্বীহুল আনযার' গ্রন্থে ইমাম যাহাবীর এই বক্তব্য নাক্বল করে তার সাথে বক্তব্য সংযোজন করে বলেন ঃ "ইমাম যাহাবী এর দ্বারা বাতিল হাদীসাবলীর সংখ্যা কম হওয়ার উদ্দেশ্য করেছেন। আর হাদীস বিশারদগণের সংজ্ঞানুপাতে এতে হাজার খানিক দুর্বল হাদীস রয়েছে। যেমনটি তিনি সিয়ারে আ'লামুন নুবালা গ্রন্থে ইবনু মাজাহ'র জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, এবং তিনি বাতিল পর্যায়ের হাদীস বিশটি বলেছেন।[৩]

ইমাম আবূ যুর'আহ (রহঃ)-এর বক্তব্যের প্রথম কথা হচ্ছে ঃ "আমি মনে করি, এই গ্রন্থখানি লোকদের হাতে পৌছলে এ সময় পর্যন্ত সংকলিত সমস্ত অথবা অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।" তিনি এর দ্বারা তাই উদ্দেশ্য করেছেন - আল্লাহই ভাল জানেন- যা ইবনু ত্বাহির আল

---

[১] দেখুন ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ (২/৬৩৯) মু'জামুল বুলদানে দুর্বল সানাদে বর্ণিত কথার পর অতিরিক্ত এসেছে ঃ অথবা তিনি বলেছেন প্রায় বিশটির মত অথবা অনুরূপ কিছু।

[২] দেখুন ঃ সিয়ারে আ'লামিন নুবালা।

[৩] দেখুন ঃ আমীর সানআনী'র তাওযীহুল আফকার লিমা'আনী তানক্বীহিল আনযার।

Contents

মাক্বদাসী (মৃত ৫০৭ হিজরী) উল্লেখ করেছেন। তা হল ঃ "গ্রন্থখানির রয়েছে সজ্জায়ন সৌন্দর্য, অনুচ্ছেদের আধিক্য, হাদীসের স্বল্পতা ও পুনরাবৃত্তিহীন বিশেষত্ব।"[৪]

হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন ঃ ইমাম ইবনু মাজাহ'র সুনান গ্রন্থ ব্যাপক হাদীস সমন্বিত এবং উত্তম। এতে অসংখ্য অনুচ্ছেদ ও দুর্লভ হাদীস আছে। আর এতে এমন হাদীসাবলী রয়েছে যা খুবই দুর্বল ......।[৫]

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে সজ্জায়ন সৌন্দর্য, পুনরাবৃত্তিহীনভাবে হাদীস সমূহকে একের পর এক উল্লেখ, তদুপরি সংক্ষিপ্ত ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য যা এই গ্রন্থে পাওয়া যায় তা অন্য গ্রন্থে নেই। আর ইমাম আবূ যুর'আহ (রহঃ) এটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন।[৬]

সম্ভবত ইমাম আবূ যুর'আহ (রহঃ) সমস্ত কিতাব (الجوامع) দ্বারা এমন কিতাবগুলোকে উদ্দেশ্য করেছেন, যা রাঈ, কাযবীন, ত্বাবরিস্তান ও তার পার্শ্ববর্তী শহরে সংকলিত হয়েছে। এই মতকে দৃঢ় করছে ইবনু মাজাহ প্রসঙ্গে ইবনু ত্বাহির আল মাক্বদাসী (রহঃ)-এর বক্তব্য। তিনি বলেছেন ঃ "এই (ইবনু মাজাহ) গ্রন্থখানি যদিও অধিকাংশ ফাক্বীহদের নিকট প্রসিদ্ধ নয় তথাপি রায় ও এর পাশ্ববর্তী পাহাড়ী এলাকা অর্থাৎ কুহিস্তান, মাযিনদারান ও ত্বাবরিস্তান শহরে এর গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরশীলতার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।"

অথবা সজ্জায়ন পদ্ধতির বিচারে প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর উদ্দেশ্য করেছেন। যার অন্যতম হচ্ছে ইমাম বুখারী ও মুসিলমের জামি'উস সহীহ গ্রন্থদ্বয়। এ সবই তাঁর রায় মাত্র। যার প্রতিটিই তার নিজস্ব মত ও ইজতিহাদ।[৭]

কতিপয় মুহাদ্দিসই ইবনু মাজাহতে দুর্বল হাদীস কম হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, যেমনটি উল্লেখ করেছেন আবূ যুর'আহ। সম্ভবত তাঁরা ইবনু মাজাহ গ্রন্থটির মর্যাদা ও অবস্থান উঁচু করনার্থে এমনটি করেছেন।

আবুল ক্বাসিম 'আবদুল কারীম ইবনু মুহাম্মাদ কাযবীনী আর-রাফিঈ (মৃত্যু ৬২৩ হিজরী) ইবনু মাজাহ'র জীবনীতে বলেন ঃ "আমি ওয়ালিদী (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ ইমাম আবূ যুর'আহর নিকট সুনান ইবনু মাজাহ গ্রন্থখানি পেশ করা হলে তিনি এর উত্তম প্রশংসা করলেন এবং বললেন ঃ এতে তিনটির বেশি দোষযুক্ত হাদীস নেই।[৮]

---

[৪] দেখুন ঃ ইবনু নুক্বতাহ হাম্বালী বাগদাদী প্রণীত কিতাবুত তাক্বয়ীদ লিরিওয়াতিস্ সুনান ওয়াল মাসানীদ এবং আবুল ক্বাসিম 'আবদুল কারীম ইবনু আবুল ফাযল রাফিয়ী সংকলিত বাদরুল মুনীর ফী তাখরীজীল আহাদীস ওয়াল আসাবীল ওয়াক্বিআহ ফী শারহিল কারীর।

[৫] দেখুন ঃ তাহযীবুত তাহযীব (১ম খণ্ড/৫৩১-৫৩২)।

[৬] দেখুন ঃ আল হিত্তাতু ফী যিকরিস্ সিহাহ সিত্তাহ (পৃষ্ঠা ২৫৬)- ইসলামী একাডেমিক প্রকাশিত উর্দূ বাজার লাহোর ১৩৯৭ হিজরী/১৯৭৭ ঈসায়ী।

[৭] দেখুন ঃ ইবনু নুক্বত্বাহ এর আত্ তাক্বয়ীদ এবং অনুরূপ ইবনুল মুলক্বিন প্রণীত আল বাদরুল মুনীর।

[৮] দেখুন ঃ কিতাবুত্ তাদভীন ফী যিকরি আহলিল 'ইলমি বিকাযবীন- দারুল কুতুব মিসর কর্তৃক প্রকাশিত পাণ্ডুলিপি।

Contents

আমি বলবো ঃ এই তথ্যটি বাহ্যিকভাবেই দুর্বল। সম্ভবত তিনি তার নিজ শহরের ইমামকে নিয়ে গর্ববোধ ও ইমামের সুনান গ্রন্থের মর্যাদা উঁচু করণার্থে এরূপ করেছেন এবং এজন্যই ত্রিশ সংখ্যাকে তিন বলে ফেলেছেন -আল্লাহ তাঁদের উভয়ের উপর দয়া করুন।

ইবনু নুক্বত্বাহ নিজের সানাদে ইবনু ত্বাহির আল মাক্বদাসী হাফিয পর্যন্ত সূত্র টেনে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ "আমি রায় শহরে একটি পুরনো পাণ্ডুলিপির উপর একটি ঘটনা দেখতে পেলাম যা আবূ হাতিম হাফিয (যিনি খামুশ বলে পরিচিত) লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, আবূ যুর'আহ বলেছেন ঃ আমি আবূ 'আবদুল্লাহ ইবনে মাজাহ্'র কিতাব অধ্যায়ন করেছি। কিন্তু তাতে অল্প হাদীসই এমন পেয়েছি যাতে কিছুটা দোষ আছে। অতঃপর তিনি এই পর্যায়ের প্রায় দশটির মত হাদীসের উল্লেখ করেছেন। ইবনু ত্বাহির আল-মাক্বদাসী বলেন, আপনার জন্য সেই কিতাবই যথেষ্ট হবে, যেটি আবূ যুর'আহর নিকট পেশ করা হলে তিনি গভীর গবেষণা ও সমীক্ষার পর ঐরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন।[৯]

হাফিয ইবনু আসাকির তারীখে দামিশ্ক গ্রন্থে ইবনু মাজাহ্র জীবনীতে আবূ যুর'আহর এই বক্তব্য উল্লেখ করেন। তবে তিনি সেখানে বলেছেন ঃ "অতঃপর তিনি প্রায় ঊনিশটি হাদীসের উল্লেখ করেন ...।"[১০]

---

[৯] দেখুন ঃ কিতাবুত তাক্বয়ীদ লিরিওয়াতিস সুনান ওয়াল মাসানীদ এবং হাফিয আবুল ফাযল মুহাম্মাদ ইবনু ত্বাহির মাক্বদাসীর শুরুতু আয়িম্মাতিস্ সিত্তাহ, হাফিয ইবনু হাজার তাহযীবুত তাহযীব (৯/৫৩২), ইবনু ত্বাহির আল মিসওয়াব এ উল্লেখ করেছেন যে,.প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে আবূ যুর'আহ বলেছেন ঃ এতে প্রায় সাতটি (দোষযুক্ত) হাদীস রয়েছে- সম্ভাব্য এটিই সহীহ।

[১০] দেখুন ঃ ইবনু আসাকির প্রণীত তারীখে দামিস্ক।

الرد على هذا القول

আবূ যুর‘আহ্‌র উক্তির খণ্ডন

رد الامام ابن رُشَيد

ইমাম ইবনু রুশায়দ কর্তৃক খণ্ডন

ইমাম আবূ ‘আবদুল্লাহ ইবনে রুশায়দ সুনান গ্রন্থাবলীর মাঝে সুনান নাসায়ীর অবস্থান ও মান প্রসঙ্গে আলোচনার মাঝে বলেন ঃ “ইবনু ত্বাহির আবূ যুর‘আহ সূত্রে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, ইমাম আবূ যুর‘আহ সুনান ইবনু মাজাহ গ্রন্থখানি দেখে বললেন ঃ সম্ভাব্য এতে ত্রিশটির বেশি দুর্বল হাদীস নেই- এই উদ্ধৃতির সানাদ মুনকাতি হওয়ার কারণে উদ্ধৃতিটি বিশুদ্ধ নয়। আর যদি মাহফূজ হয়ে থাকে, তাহলে তিনি হয়ত এমন হাদীসাবলীর উদ্দেশ্য করেছেন যা একেবারে বর্জিত। অথবা তিনি ইবনু মাজাহ্‌র পাণ্ডুলিপির অনেকগুলো অংশের কেবল একটি অংশ (জুয) দেখেছেন, যেখানে এই পরিমাণ দুর্বল হাদীস ছিল। ইমাম আবূ যুর‘আহ তো ইবনু মাজাহ্‌র বহু হাদীসকেই বাতিল, বর্জিত ও মুনকার বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আবূ হাতিমের ‘আল-ইলাল’ গ্রন্থে উপরোক্ত বক্তব্য উল্লেখ রয়েছে।”[১১] ইবনু আবী হাতিমের মন্তব্যই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

رد الحافظ ابن الـــملقن

হাফিয ইবনুল মুলাক্কান কর্তৃক খণ্ডন

হাফিয ইবনু মুলাক্কান (রহঃ)ও স্বীয় ‘আল-বাদ্‌রুল মুনীর’ গ্রন্থে ইবনু মাজাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট পৃথক অনুচ্ছেদে ইবনু ত্বাহির আল মাক্বদাসীর বক্তব্যের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ “আবূ ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ আল কাযবীনীর সুনান গ্রন্থের কোন শর্ত আছে কিনা আমি জানি না। প্রসিদ্ধ চারটি সুনান গ্রন্থের মধ্যে এটি বেশি দুর্বল। এতে বানোয়াট হাদীসাবলীও রয়েছে। যার অন্যতম হচ্ছে ইবনু মাজাহর উল্লেখকৃত কাযবীনের ফাযীলাত সম্পর্কিত হাদীস। কিন্তু আবূ যুর‘আহ বলেছেন, আমি ইবনু মাজাহর হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছি এবং তাতে খুব অল্প হাদীসই এমন পেয়েছি যাতে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে।

---

[১১] দেখুন ঃ সুনান নাসায়ী আল মুজতাবা যাহর রাব্বী এর শরাহ সহ (১/১১)।

ইবনু রুশাইদ এর পুরো নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু ‘উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ‘উমার ইবনু রুশাইদ। মৃত্যু ৭২১ হিজরী। তিনি একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, তাফসীর ও রিজালবিদ। তাঁর লিখিত বহু গ্রন্থ রয়েছে ঃ যেমন ঃ (১) আল মুহাকামাতু বায়নাল বুখারী ওয়া মুসলিম,(২) মাসআলাতুল আনআনাহ, (৩) তারজুমানুত্ তারাজিম আলা আবওয়াবিল বুখারী ইত্যাদি। দেখুন ঃ আদ্ দুরারুল কামিনাহ (৪/১১১-১১৩)।

অতঃপর তিনি এই পর্যায়ের প্রায় দশটি হাদীসের উল্লেখ করেন অথবা অনুরূপ অর্থবোধক কিছু বলেন। এটি আবূ যুর'আহ (রহঃ) এর উক্তি। আবূ যুর'আহর সূত্রে বক্তব্যটি যদি একাধিক সূত্রে বর্ণিত না হত তাহলে আমি অবশ্যই বক্তব্যটি যে বিশুদ্ধ নয় সে ব্যাপারে দৃঢ় মত ব্যক্ত করতাম। কেননা এরূপ বক্তব্য তার মর্যাদার পরিপন্থী।

শায়খ তাক্বীউদ্দীন 'আল-ইল্‌মাম' গ্রন্থের শরাহ্‌তে বলেছেন, বক্তব্যটি আবূ যুর'আহ'র। কিন্তু বক্তব্যটির ব্যাখ্যা দেয়ার ও স্পষ্টতা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে, এবং প্রয়োজন আছে এর বিশুদ্ধ সূত্র নিয়ে আলোচনা করার। আশ্চর্যজনক হচ্ছে ইবনু ত্বাহিরের বক্তব্য। তিনি বলেছেন, আপনার জন্য সেই কিতাবই যথেষ্ট হবে যেটি আবূ যুর'আহর নিকট পেশ করা হলে তিনি গভীর গবেষণা ও সমীক্ষার পর উপরোক্ত মন্তব্য পেশ করেন এবং তার বক্তব্য - নিশ্চয়ই আবূ 'আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহর কিতাবটি যেই প্রত্যক্ষ করবে, সে তাঁর ব্যক্তিত্বের অবস্থান অনুধাবন করতে পারবে। কিতাবটিতে রয়েছে সজ্জায়ন সৌন্দর্য, অনুচ্ছেদের আধিক্য, সংক্ষিপ্ত, পুনরাবৃত্তিহীনভাবে হাদীসের বিন্যাস। তাতে বর্জিত, মাকতু, মুরসাল এবং দোষযুক্ত ব্যক্তিদের বর্ণনা পাওয়া যাবে না। কেবল ততটুকু ছাড়া যেটুকু আবূ যুর'আহ ইঙ্গিত করেছেন। আর ইবনু আসাকির আবুল হাসান ইবনু বালওয়াইহি সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ 'আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ বলেছেন ঃ আমি এই পাণ্ডুলিপি আবূ যুর'আহর নিকট পেশ করলাম। তিনি তা দেখে বললেন, আমি মনে করি এই গ্রন্থখানি লোকদের হাতে পৌঁছলে বর্তমান সময় পর্যন্ত রচিত সমস্ত যা অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থাবলী অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। অতঃপর বললেন, এতে সম্ভাব্য ত্রিশটির বেশি দুর্বল সানাদে বর্ণিত হাদীস পাওরা যাবে না অথবা বলেছেন, বিশটি যা অনুরূপ সংখ্যক। তিনি বলেন, তার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ যুর'আহ ইবনু মাজাহ্‌র পাণ্ডুলিপির অনেকগুলো (জুয) অংশের মাত্র একটি অংশ দেখেছিলেন এবং তাঁর নিকট পাঁচটি (জুয) অংশ ছিল। শায়খ তাক্বীউদ্দীন বলেন, আবূ যুর'আহর উক্তির সঠিক ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সম্ভবত তিনি ঐ একটি অংশ (জুয) বা অন্য এমন কোন অংশ (জুয) দেখেছিলেন যা সহীহ ছিল।"[১২]

প্রকৃত সত্য এই যে, সুনান ইবনু মাজাহ গ্রন্থে ইঙ্গিতকৃত সংখ্যার চেয়েও অনেক বেশি সমালোচিত ও দোষযুক্ত হাদীস রয়েছে। শায়খ মুহাম্মাদ 'আবদুর রশীদ নু'মানী স্বীয় 'মা তামুস্‌সু ইলাইহিল হাজা লিমান ইউত্বালিউ সুনান ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে ইবনু মাজাহ্‌র এমন ৩৪টি হাদীস উপস্থাপন করেছেন যেগুলোকে ইবনুল জাওযী আল-মাওজুআত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ "এই ৩৪টি হাদীসকে ইবনুল জাওযী বানোয়াট বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া আমি আরো ঐসব হাদীসগুলোর উল্লেখ এখানে করিনি যেগুলোকে ইবনুল জাওযী স্বীয় আল মাওযুআত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হাফিয সুয়ূতী স্বীয় "আল ক্বাওলুল হাসান ফী যাব্বি আনিস সুনান" গ্রন্থে সুনান ইবনু মাজাহ্‌র এমন ১৬টি হাদীসের উল্লেখ করেছেন যেগুলোকে ইবনুল জাওযী আল মাওযু'আত গ্রন্থে বর্ণনা

---

[১২] দেখুন ঃ বাদরুল মুনীর ১ম খণ্ড (পৃষ্ঠা ১৫)। পাণ্ডুলিপির পাঁচটি জুয্ (অংশ) থাকার বর্ণনা আরো রয়েছে ইবনু আসাকির প্রণীত 'তারীখে দামিস্ক' গ্রন্থে ইবনু মাজাহ্‌র জীবনী অনুচ্ছেদে।

করেছেন এবং 'আত-তা'আক্কুবাত 'আলাল মাওযু'আত' গ্রন্থে ইবনু জাওযীর কিতাব হতে ত্রিশটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। আমি তাতে আরো ৪টি হাদীস বৃদ্ধি করেছি। আল্লাহরই জন্যই প্রশংসা।"

শায়খ নু'মানী আরো বলেন, "ইবনু মাজাহতে আরো অনেক হাদীস পাওয়া যাবে যেগুলোকে কতিপর মুহাদ্দিস বানোয়াট ও বাতিল বলে মত ব্যক্ত করেছেন ....।" অতঃপর তিনি এ পর্যায়ে সাতটি হাদীস উল্লেখ করেন।[১৩]

ইমাম ইবনু মাজাহ এমন ব্যক্তিদের থেকে এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাদের নিকট হতে প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থের লেখক বর্ণনা করেননি। ইমাম আবূ যুর'আহ এসব ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেককেই দুর্বল, মিথ্যুক বা অনুরূপ দোষযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে সমালোচনা করেছেন। আমি তাদের তালিকা সামনে উল্লেখ করতেছি পাশাপাশি তাদের সম্পর্কে আবূ যুর'আহ্‌র কৃত সমালোচনার সূত্র তুলে ধরছি এবং কোথা হতে তথ্যগুলো পেশ করা হচ্ছে তাও উপস্থাপন করছি।

---

[১৩] দেখুন ঃ মুহাম্মাদ রশীদ হিন্দী রচিত মা তামাস্‌সু ইলাইহিল হাজাহ লিমান ইউতালিউ সুনান ইবনে মাজাহ। (পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫)

[উল্লেখ্য এ সম্পর্কে মুহাম্মাদ 'আবদুর রশীদ নু'মানীর আলোচিত অনুচ্ছেদটি সামনে আসছে পরিশিষ্ট (২)-এ। –অনুবাদক]

اسماء الرواة الذين انفرد الامام ابن ماجة في الرواية عنهم في سننه دون رجال الكتب الستة

প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থ প্রণেতার মধ্যকার ইমাম ইবনু মাজাহ যেসব ব্যক্তিদের সূত্রে এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের নামসমূহ ঃ

১। (ابراهيم بن محمد بن أبي يحي) ইব্‌রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবূ ইয়াহইয়া। তার নাম হল, সাম'আন আল-আসলামী। সে আসলামী গোত্রের মুক্তদাস। উপনাম আবূ ইসহাক্ব আল-মাদানী (মৃত্যু ১৮৪ হিঃ)। ইমাম আবূ যুর'আহ তাকে 'আসমাউয্ যু'আফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৪]

২। (ابراهيم بن مسلم العبدي) ইব্‌রাহীম ইবনু মুসলিম আল-'আবদী। উপনাম আবূ ইসহাক্ব আল-কুফী। যিনি হাজারী হিসেবে পরিচিত। তার ব্যাপারে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে দুর্বল।"[১৫]

৩। (ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع بن يزيد) ইব্‌রাহীম ইবনু ইসমাঈল ইবনু মুজমি' ইবনু ইয়াযীদ। বলা হয় ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজমা আল-আনসারী। উপনাম আবূ ইসহাক্ব আল-মাদানী। ইবনু আবূ হাতিম ইমাম আবূ যুর'আহ সূত্রে নাক্বল করেন যে, তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ "তার হাদীস সঠিক বা সুগঠিত নয়।"[১৬] আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছন।[১৭]

৪। (اسحاق بن ابراهيم بن سعيد الصواف المدني) ইসহাক্ব ইবনু ইব্‌রাহীম ইবনু সাঈদ আস্-সাওয়াফ আল-মাদানী। বলা হয় আল-মুযানী, মুযানী গোত্রের মুক্তদাস। আবূ যুর'আহ তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ "সে মুনকারুল হাদীস, হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী নয়।"[১৮]

---

[১৪] দেখুন ঃ ইমাম আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা হরফ -আলিফ। তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন, "সে কিছুই না।" দেখুন াাল জারহ ওয়াত তা'দীল (১ম খণ্ড/ক্বাফ ১/১২৭)। অনুরূপ তাহযীবুত তাহযীব (১ম খণ্ড/১৬০)। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে (১ম খণ্ড/৬১) বলেছেন ঃ "তার সূত্রে ইবনু মাজাহ কেবল এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঃ "সে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে মারা গেল সে শহীদী মৃত্যু বরণ করল।" দেখুন– সুনান ইবনু মাজাহ (১ম খণ্ড/৫১৬)।

[১৫] দেখুন ঃ তাহযীবুত তাহযীব (১ম খণ্ড/১৬৫)।

[১৬] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (১ম খণ্ড/ক্বাফ ১/৮৪) এবং তাহযীবুত তাহযীব (১ম খণ্ড/ ১০৫)। ইমাম আবূ যুর'আহ বলেন, আমি আবূ নু'আয়ম (ফাযল ইবনু দাকীন) কে বলতে শুনেছি ঃ "তার হাদীস সুগঠিত নয়" (لا يسوى حديثه فلسين)।

[১৭] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা হরফ-আলিফ।

[১৮] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (১ম খণ্ড/ক্বাফ ১২০৬), তাহযীবুত তাহযীব (১/২১৪) এবং আবূ যুর'আহ এর আসমাউয যু'আফা গ্রন্থ। ইমাম যাহাবী আল-মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে (১ম/১৭৬) কেবল এটুকুই বলেছেন ঃ "সে মুনকারুল হাদীস"।

Contents

৫। (اسماعيل بن زياد) ইসমাঈল ইবনু যিয়াদ। আবার বলা হয়, ইবনু আবূ যিয়াদ। আল্লামা বারজায়ী বলেন ঃ আমি আবূ যুর'আহ্কে বলতে শুনেছি ঃ "ইসমাঈল ইবনু আবূ যিয়াদ দোষযুক্ত হাদীসাবলী বর্ণনা করে। আমি (বারজায়ী) বললাম, সে কোথাকার লোক? তিনি বললেন ঃ কুফার। ইসমাঈল হাদীস বর্ণনা করেছে ইসরাঈল হতে, তিনি আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি হারিস হতে 'আলী সূত্রে ঃ (الكرفس بقلة الأنبياء)।[১৯]

৬। (اسماعيل بن سلمان بن ابي المغيرة الأرزق التيمي الكوفي)ইসমাঈল ইবনু সালমান ইবনু আবূল মুগীরাহ আল-আরযাক আত্ তাইমী আল-কুফী। তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট, হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।"[২০]

৭। (اسماعيل بن محمد بن يحي الطلحي الكوفي) ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া আত্ত্বালহী আল-কুফী (মৃত্যু ২৩২ হিঃ অথবা ২৩৩ হিঃ)। বারজায়ী বলেন ঃ আবূ যুর'আহ আল-ফাওয়ায়িদ কিতাবটি সমাপ্ত করেন ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ আত্ত্বালাহীর হাদীস পর্যন্ত গিয়ে। ইসমাঈল সেই হাদীসটি বর্ণনা করেছে দাঊদ ইবনু 'আত্বা হতে,[২১] তিনি সালিহ ইবনু কায়সান হতে,[২২] তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব হতে,[২৩] তিনি উবাই ইবনু কা'ব হতে,[২৪] তিনি নাবী ﷺ হতে ঃ

---

[১৯] (আঈন) আল-হারিস ইবনু 'আবদুল্লাহ আ'ওয়ার। হামাদানী খারীফী আবূ যুহাইর কুফী মৃত্যু ৬৫হিঃ। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন, "তার হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহন করা যাবে না।" দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (১/ক্বাফ ২/৭৯), তাহযীবুত তাহযীব (২/১৪৬)।

আর হাদীসটি উপরোক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন সুয়ূতী আল-লায়ালী আল-মাসনূআহ গ্রন্থে (২/২২৩) আত্ত্বিমা অধ্যায়ে এবং ইবনু আরাক্ব তানযীহিশ শারীআহ (২/২৬৩) হাসান ইবনু 'আলী হতে, নিশ্চয় নাবী ﷺ তাকে বলেছেন ঃ (يا بني كل الكرفس فانها بقلة الأنبياء)। এছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই।

[২০] দেখুন ঃ আল-জার্হ ওয়াত তা'দীল (১/ক্বাফ ১/১৭৬), তাহযীবুত তাহযীব (১/৩০৩-৩০৪)। আল্লামা বারজায়ী 'আজওয়াবাহ' গ্রন্থে ইমাম আবূ যুর'আহ সূত্রে ইসমাঈলকে দুর্বল বলে নাক্বল (বর্ণনা) করেছেন। দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা বারজায়ীর প্রশ্নের জবাবসহ (পাতা ১১ বা ১-)

[২১] (ক্বাফ) দাউদ ইবনু আত্বা আল মুযানী। সে মুযানীদের মুক্তদাস। বলা হয়, সে যুবায়র আবূ সুলাইমান আল-মাদীনীর মুক্তদাস। তার সর্ম্পকে আবূ যুর'আহ বলেন, "মুনকারুল হাদীস।" দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (১/ক্বাফ ২/৪২১), তাহযীবুত তাহযীব (১/১৯৪)।

[২২] (আঈন) সালিহ ইবনু কায়সান আল-মাদানী আবূ মুহাম্মাদ। তাকে আবুল হারিসও বলা হয়। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি ছিলেন মাদীনাহ্র অন্যতম ফাক্বীহ, এবং বর্ণনাকারী ও গঠন অনুসারে ফিক্বাহ্ সম্পর্কিত হাদীসের সংকলক (মৃত্যু হয় ১৪০ হিজরীর পর)। দেখুন ঃ তাহযীবুত্ তাহযীব (৪/৩৯৯-৪০০)।

[২৩] (হা) সা'ঈদ ইরনুল মুসায়্যিব আবূ মুহাম্মাদ মাখযুমী। তিনি ছিলেন একজন ইমাম এবং প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব (তিনি মারা যান ৯৪ হিঃ সনে)। দেখুন ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ (১/৫৪-৫৬)।

[২৪] (আঈন) উবাই ইবনু কা'ব ইবনু ক্বায়স ইবনু উবাই ইবনু যায়দ ইবনু মু'আবিয়াহ ইবনু 'আম্র আবূ মুনযির আল-মাদানী। তিনি ছিলেন ক্বারী সর্দার, সহাবী কাযীদের অন্যতম কাযী। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। 'উমার তাকে মুসলমানদের নেতা বলে অভিহিত করতেন। দেখুন ঃ তাহযীবুত্ তাহযীব (১/১৭-১৮৮), ইসাবাহ (১/২৭-২৮)।

(أول من يصافح الحق عمر) "সত্যের সঙ্গে যে ব্যক্তি প্রথম মুসাফাহা করেছেন তিনি হলেন 'উমার (রাযি.)।"[২৫] কিন্তু তিনি হাদীসটি পাঠ করলেন না। বারজায়ী বলেন, হাদীসটি মুনকার। তিনি (আবূ যুর'আহ) আমাদেরকে হাদীসটি ইসমাঈলের উপর ছুঁড়ে মারার নির্দেশ করলেন। অতঃপর তাকে বারবার অনুরোধের পর ফাযায়িল কিতাবে সেটি আমার উপর পাঠ করলেন।[২৬]

৮। (بشار بن كدام) বাশ্‌শার ইবনু কুদাম। আস্‌সালামী আল-কুফী। বারজায়ী বলেন ঃ "আমি আবূ যুর'আহকে বাশ্‌শার ইবনু কুদাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম? তিনি বললেন ঃ হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। সে হাদীস বর্ণনা করেছে মুহাম্মাদ ইবনু যায়দ হতে,[২৭] তিনি ইবনু 'উমার হতে[২৮] নাবী ﷺ সূত্রে ঃ (الحلف حنث أو ندم)।[২৯] এটি বর্ণনা করেছেন 'আসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু যায়দ[৩০] তার পিতা সূত্রে।

---

[২৫] ইবনু মাজাহ স্বীয় সুনানে (১/৩৯) তার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ ত্বালাহী, তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন দাউদ ইবনু আত্বা মাদানী, সালিহ ইবনু কায়সান হতে, তিনি ইবনু শিহাব হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব হতে উবাই ইবনু কা'ব সূত্রে, তিনি বলেন ঃ রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ (أول من يصافح الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخل الجنة)। ইবনু কাসীর জামেউল মাসানীদ গ্রন্থে বলেন ঃ এই হাদীসটি খুবই মুনকার। আর এটি বানোয়াট হওয়া থেকে বেশি দূরে নয়। অনুরূপ রয়েছে হাশিয়াহ ইবনু মাজাহ (১/৩৯)। এছাড়া এটি হাকিম মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (২/৮৪) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈন সানাদে সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব হতে, উবাই সূত্রে এবং তার প্রথম দিকে তিনি বৃদ্ধি করেছেন (أول من يعانقه الحق يوم القيامة) কিন্তু তিনি (و أول من يسلم عليه) কথাটি উল্লেখ করেননি। ইমাম যাহাবী-এর সম্পর্কে 'তালখীসু মুস্তাদরাক' গ্রন্থে (৩/৮৪) বলেছেন ঃ "এটি বানোয়াট, এর সানাদে মিথ্যাবাদী রয়েছে।" মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে (২/১২) দাউদ ইবনু আত্বার জীবনীতে উল্লেখ রয়েছে হাদীসটি ইবনু আবূ 'আসিম 'কিতাবুস সুনান' গ্রন্থে ইবনু মাজাহর সানাদে ও শব্দে উল্লেখ করেছেন। তবে (و أول من يسلم عليه) কথাটি উল্লেখ করেননি। তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ "এটি খুবই মুনকার।"

[২৬] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ্‌র কিতাবুয্ যু'আফা, বারজায়ীর প্রশ্নের জবাবসহ পাতা (২৯-বা)।

[২৭] মুহাম্মাদ ইবনু যায়দ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনুল খাত্তাব, কুরাশী। আদাবী বর্ণনা করেছেন তার দাদা এবং সা'ঈদ ইবনু যায়দ ইবনু 'আম্‌র ও অন্যান্যদের থেকে। তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন আবূ যুর'আহ এবং আবূ হাতিম এবং বলেছেন ঃ তার দ্বারা দলিল দেয়া যাবে। দেখুন ঃ তাহযীবুত্ তাহযীব (৯/১৭২)।

[২৮] (আঈন) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনুল খাত্তাব ইবনু নুফাইল, কুরাশী। তিনি খন্দক ও বাইয়াতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। মৃতুঃ ৭৩ বা ৭৪ হিঃ। দেখুন তাহযীবুত্ তাহযীব (৫/৩২৮-৩৩০), ইসাবাহ (৪/১৮১-১৮৮)।

[২৯] ইবনু মাজাহ (১/৬৮০)

[৩০] 'আসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু যায়দ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনুল খাত্তাব উম্‌রী মাদানী। ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন ও আবূ দাউদ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আবূ যুরআহ বলেছেন ঃ "সে হাদীসে সত্যবাদী।" দেখুন তাহযীবুত্ তাহযীব (৫/৫৭)।

তিনি বলেন, ইবনু 'উমার বলতেন ঃ (اليمين مأثمة)।[৩১] তা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আহমাদ ইবনু ইউনুস ও একদল।"[৩২]

৯। (بشر بن منصور الحناط) বিশ্‌র ইবনু মানসূর আল হান্নাত্ব। আবূ যায়দ হতে মুগীরাহ থেকে ইবনু 'আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা বিদ'আতীর আমল কবুল করতে অস্বীকার করেছেন ..।"- হাদীস। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ আমি তাকে চিনি না এবং আবূ যায়দকেও চিনি না।[৩৩]

১০। (بشر بن نمير القشيرى البصري) বিশ্‌র ইবনু নুমায়র আল কুশাইরী আল-বাসরী। সে মাকহুল ও ক্বাসিম ইবনু 'আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছে। তার সূত্রে একটি বর্জিত ও পরিত্যাক্ত বড় নুসখাহ বর্ণিত আছে (মৃত্যু (১৪০-১৫০ হিঃ) এর মধ্যে)। বারজায়ী বলেন ঃ আমি বললাম ঃ সাফওয়ান ইবনু 'উমাইয়াহ্‌র[৩৪] হাদীস ঃ (من دفى بكفي)।[৩৫] ইয়াহইয়া ইবনু আলা-এর হাদীস?[৩৬] ফলে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল, তিনি মাথা নাড়িয়ে বললেন, আমাদেরকে তা বর্ণনা করেছেন সালামাহ ইবনু শাবীব[৩৭] কিন্তু তিনি আমার জবাব দিলেন না। তিনি যেন ইয়াহইয়া ইবনু আ'লা এবং বিশর ইবনু নুমায়র এর

---

[৩১] হাদীসটি হাকিম বর্ণনা করেছেন মুস্তাদরাক (৪/৩০৪) 'আসিম ইবনু মুহাম্মাদ সানাদে ইবনু 'উমার পর্যন্ত। তিনি বলেছেন ঃ (إنما اليمين مأثمة أو مندمة)। দেখুন ঃ মাকাসিদুল হাসানাহ (১৯৩ পৃঃ)।

[৩২] দেখুন ঃ বারজায়ীর প্রশ্নের জবাবসহ আবূ যুর'আহর কিতাবুয্ যু'আফা- পাতা (৪-বা)। আল্লামা মিয্‌যী তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ'র বক্তব্য নাক্বল করেছেন। দেখুন ঃ তাহযীবুত তাহযীব (১/৪৪০), অনুরূপ ইমাম যাহাবীর আল-মীযানুল ই'তিদাল (১/৩১০)।

[৩৩] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত্ তা'দীল (১/ক্বাফ ১/৩৬৫), তাহযীবুত তাহযীব (১/৪৬০)।

[৩৪] (খা তা মীম ৪) সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যা ইবনু খাল্‌ফ ইবনু ওহাব জামাহী বর্ণনা করেছেন নাবী (সাঃ) সূত্রে। তিনি ছিলেন জাহিলী ও ইসলামের যুগে কুরাইশদের সর্বাধিক মর্যাদাবান লোকদের অন্যতম (মৃত্যু ৪১ বা ৪২ হিঃ)।। দেখুন তাহযীবুত তাহযীব (৪/৪২৪-৪২৫)।

[৩৫] হাদীসটি ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন 'সুনান' (২/৮৭১-৮৭২) ইয়াহইয়া ইবনু আ'লা সানাদে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যাহ সূত্রে মারফুভাবে নিম্নোক্ত শব্দে ঃ

كنا عند رسول الله \ فجاء عمر بن مرة فقال ، يارسول الله ، ان الله قد كتب على الشقوة فما أرانى أرزق الا من دفي بكى فأذن لي في الغناء في غير فاحشة ... وذكر بقية الحديث.

ইমাম যাহাবী তা উল্লেখ করেছেন আল-মীযানুল ই'তিদাল (১/৩২৬) বিশ্‌র ইবনু নুমায়র আল কুশাইরী আল-বাসরীর জীবনীতে।

[৩৬] ইয়াহইয়া ইবনু আ'লা আল-বাজালী, আবূ সালামাহ। তাকে আবূ 'আম্‌র রাযীও বলা হয়। মৃত্যু (১৫০-১৬০) হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "তার হাদীসে দুর্বলতা আছে।" দেখুন ঃ আল-জার্‌হ ওয়াত তা'দীল (৪/ক্বাফ ২/১৮০), তাহযীবুত তাহযীব (১/২৬২)।

[৩৭] (মীম ৪) সালামাহ ইবনু শাবীব নাইসাবুরী, আবূ 'আবদুর রহমান হাজারী। তার সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী বলেন ঃ "তার দ্বারা সমস্যা নেই" (মৃত্যু ২৪৭ বা ২৪৬ হিঃ)। দেখুন ঃ তাহযীবুত তাহযীব (৪/১৪৬), তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ (২/৫৪৩)।

বর্ণনা হওয়ায় কারণে সেটিকে অস্বীকার করলেন। বারজায়ী বলেন ঃ আমি মুহাম্মাদ ইবনু সাহল ইবনু আসকার-কে[৩৮] বলতে শুনেছি ঃ সে মিথ্যুক, রাফেযী এবং হাদীস জালকারী। আর বিশর ইবনু নুমাইর এর অবস্থা তার চেয়েও খারাপ।[৩৯]

১১। (بشير بن ميمون الخراساني) বাশীর ইবনু মাইমূন আল খুরাসানী,* অতঃপর ওয়াসিত্বী। উপনাম আবূ সায়ফী (মৃত্যু ১৮০-১৯০ হিঃ এর মাঝামাঝি সময়ে)। ইবনু আবূ হাতিম বলেন ঃ "আবূ যুর'আহকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। তবে তিনি তার হাদীস পাঠ করতে নিষেধ করেননি।"[৪০]

১২। (ثابت بن موسى بن عبد الرحمن بن سلمة الضبي) সাবিত ইবনু মূসা ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু সালামাহ আয্-যাব্বী। উপনাম আবূ ইয়াযীদ আল-কূফী (মৃত্যু ২২ বা ২২৮ হিঃ)। ইবনু আবূ হাতিম বলেন ঃ "আমার পিতা ও আবূ যুর'আহ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থেকেছেন।"[৪১]

১৩।(جبارة بن مغلس الحماني) জুবারাহ ইবনু মুগাল্লাস হাম্মানী। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ আল-কূফী (মৃত্যু ২৪১ হিঃ সনে)। বারজায়ী বলেন ঃ আমি আবূ যুর'আহকে জুবারাহ ইবনু মুগাল্লাস এর উল্লেখ করার পর বলতে শুনেছি ঃ সে মিথ্যুক ছিল এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তার জন্য হাদীস জাল করা হতো, অতঃপর সে তাই পাঠ করত।[৪২]

১৪। (جعفر بن الزبير الحنفي) জা'ফার ইবনু যুবায়র আল-হানাফী। তাকে আল-বাহিলী আদ-দামেস্কী বলা হয় (মৃত্যু ১৪০-১৫০ হিঃ এর মাঝামাঝি সময়ে)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "আমি তার থেকে বর্ণনা করি না, সে কিছুই না।"[৪৩]

---

[৩৮] (মীম, তা, সীন) মুহাম্মাদ ইবনু সাহল ইবনু আসকার ইবনু উমারাহ আত্তামীমী। তিনি তাদের মুক্তাদাস। আবূ বাক্র হাফিয আল জাওয়াল বর্ণনা করেছেন 'আবদুর রায্যাক ও অন্যদের সূত্রে। তার সূত্রে মুসলিম, নাসাঈ ও আবূ হাতিম। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী। (মৃত্যু ২৫১ হিঃ), দেখুন তাহযীবুত তাহযীব (৯/২০৭)।

[৩৯] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহর কিতাবুয্ যু'আফা .. পাতা (২৩-বা)।

[৪০] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (১/ক্বাফ ১/৩৭৯)। আবূ যুর'আহ তার উল্লেখ করেছেন কিতাবুয যু'আফা (হরফ-বা)। দেখুন ঃ কিতাবুয্ যু'আফা লিআবূ যুর'আহ .. পাতা (২৫-বা)।

[৪১] দেখুন ঃ আল-জার্হ ওয়াত তা'দীল (১/ক্বাফ ১/৪৫৮), তাহযীবুত্ তাহযীব (২/১৫)।

[৪২] দেখুন আবূ যুর'আহ'র কিতাবুয্ যু'আফা .. পাতা (১৩-আলিফ-১)। আর ইবনু আবূ হাতিম আল-জারহ ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে বলেন ঃ আবূ যুর'আহ প্রথম দিকে তার থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি বলতেন ঃ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবূ মুহাম্মাদ হাম্মানী। অতঃপর তিনি তার হাদীস বর্ণনা বর্জন করেন, এবং আমাদের উপর তার হাদীস পাঠ করতেন না।" আবূ যুর'আহ বলেন, "আমাকে ইবনু নুমাইর বলেন ঃ সে আমার নিকট মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমি বললাম, তাহলে তার অবস্থা কিরূপ? তার জন্য জাল হাদীস বানানো হতো আর সে তাই বর্ণনা করত ..।" দেখুন ঃ তাহযীবুত তাহযীব (২/৫৮)।

[৪৩] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয্ যু'আফা.. পাতা (১৪-বা)। তিনি স্বীয় সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক পর্যন্ত সূত্র টেনে বলেছেন ঃ "তিনি তাকে সন্দেহ করেন, কেননা সে হাদীসে সংমিশ্রণ করত।" আর ইবনু আবূ হাতিম আল-জারহ ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে (১/ক্বাফ/৪৭৯) বলেছেন ঃ "আমি আবূ যুর'আহকে বলতে শুনেছি ঃ আমাদের কিতাবে

১৫। (جميل بن الحسن بن جميل الأزدي العتكى الجهضمي) জামীল ইবনুল হাসান ইবনু জামীল আল-আযদী আল-আতাকী আল-জাহ্যামী। উপনাম আবুল হাসান বাস্‌রী। আল্লামা বারজায়ী আবূ যুর'আহকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ ইতিপূর্বে আমি তার থেকে লিখতাম। পরে তার ব্যাপারে আমি নাসর ইবনু 'আলী আল-জাহযামীকে[৪৪] জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন, ...। আবূ যুর'আহ বলেন, ফলে আমি যেগুলো তার থেকে লিখেছিলাম সেগুলো ছুঁড়ে ফেললাম।[৪৫]

১৬। (جويبر بن سعيد الأزدي) জুওয়াইবির ইবনু সা'ঈদ আল-আযদী। উপনাম আবুল ক্বাসিম আল বালাখ। বলা হয়, তার নাম জাবির। (মৃত্যু ১৪০-১৫০ হিঃ এর মধ্যে)। ইবনু আবূ হাতিম বলেন ঃ "আমি আবূ যুর'আহ ও আমার পিতাকে বলতে শুনেছি ঃ জুওয়াইবির ইবনু সা'ঈদ ছিলেন খুরাসানী। তিনি শক্তিশালী নন।[৪৬]

১৭। (الحارث بن عمران الجعفري المدني) আল-হারিস ইবনু 'ইমরান আল-জা'ফারী আল-মাদানী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট।"[৪৭]

১৮। (حيان بن علي العنزي الكوفي) হাইয়ান ইবনু 'আলী আল-'আনাযী আল-কুফী (মৃত্যু ১৭১ বা ১৭২ হিঃ)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ সে শিথিল।[৪৮]

১৯। (حبيب بن ابي حبيب ابراهيم) হাবীব ইবনু আবূ হাবীব ইব্‌রাহীম। তাকে মারযূক্ব এবং রুযাইক আল-হানীফী আবূ মুহাম্মাদ আল-মিসরীও বলা হয় (মৃত্যু ২১৮ হিঃ)। বারজায়ী বলেন, "আমি

জা'ফার ইবনু যুবায়র সুত্রে একটি হাদীস ছিল। অতঃপর তিনি বলেন, তার হাদীস নিক্ষেপ করে দাও। আমি বললাম ঃ জা'ফার ইবনু যুবায়রের অবস্থা কেমন? সে কি দুর্বল? তিনি বললেন ঃ যেরূপই হোক আমি তার থেকে হাদীস বর্ণনা করি না, সে কিছুই না।" দেখুন- তাহযীবুত তাহযীব (২/৯১)।

[৪৪] (আঈন) নাস্‌র ইবনু আলী ইবনু নাস্‌র ইবনু 'আলী, আবূ 'আম্‌র আবদী জাহযামী বাস্‌রী হাফিয। তিনি সুফিয়ান ইবনু উ'আইনাহ ও অন্যদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ "তাতে কোন সমস্যা নেই।" নাসাঈ বলেন ঃ "সে নির্ভরযোগ্য।" আবূ হাতিম বলেন ঃ "তিনি আমার নিকট ফাল্লাসের চেয়ে প্রিয়, অধিক সংরক্ষণকারী এবং অধিক নির্ভরযোগ্য।" মৃত্যুঃ ২৫০ হিঃ। দেখুন ঃ তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ (২/৫১৯)।

[৪৫] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত 'কিতাবুয্ যু'আফা' পাতা (২৩-আলিফ)।

[৪৬] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (১/ক্বাফ ১/৫৪১)। আবূ যুর'আহ তা উল্লেখ করেছেন কিতাবুয্ যু'আফা (হারফ-জীম), এবং তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ "তার হাদীস দ্বারা দীলল দেয়া যাবে না।" দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয্ যু'আফা পাতা (৩৩-বা), এবং পাতা (৩৯-বা)।

[৪৭] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (১/ক্বাফ২/৮৪), তাহযীবুত্ তাহযীব (২/১৫২)। ইমাম যাহাবী আল-মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে (১/৪৩৯) কেবল এতটুকুই বলেছেন, "সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট।" আর জাওযী আসমাউয্ যু'আফা গ্রন্থে-তার সূত্রে নাক্বল করে বলেন, তিনি বলেছেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, নিকৃষ্ট।"

[৪৮] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (১/ক্বাফ ২/২৭০), তাহযীবুত তাহযীব (২/১৭৩) এবং আল-মীযানুল ই'তিদাল (১/৪৪৯)।

Contents

আবূ যুর'আহ্কে বলতে শুনেছি, মিসরের দু'ব্যক্তি হাদীস জাল করত। তারা হল, খালিদ ইবনু নাজীহ[৪৯] এবং হাবীব ইবনু রুযায়ক।[৫০]

২০। (حريش بن خريت البصري) হারীশ ইবনু খিররীত আল-বাস্রী। সে যুবায়বের ভাই। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট"।[৫১]

২১। (حصين والد دواد بن الحصين) হুসায়ন ওয়ালিদ দাঊদ ইবনু হুসায়ন। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৫২]

২২। (حفص بن جميع العجلي الكوفي) হাফস্ ইবনু জুমাঈ আল-'আজলী আল-কুফী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে শক্তিশালী নয়।"[৫৩]

২৩। (حفص بن عمر بن ميمون) হাফস্ ইবনু 'উমার ইবনু মাইমুন, আল-মাদানী। উপনাম আবূ ইসমাঈল। সে উমার এর মুক্তদাস। বলা হয়, সে আলীর মুক্তদাস। তাকে সান'আনীও বলা হয়। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে নিকৃষ্ট।"[৫৪]

২৪। (حماد بن عبد الرحمن الكلبي) হাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রহমান আল-কালবী। উপনাম আবূ 'আবদুর রহমান। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে।"[৫৫]

---

[৪৯] খালিদ ইবনু নাজীহ আল-মিসরী। তার সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ "সে মিথ্যাবাদী, সে হাদীস জাল করত।"। দেখুন আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (১/ক্বাফ ২/৩৫৫), আল-মীযানুল ই'তিদাল (১/৬৪৪)।

[৫০] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয্ যু'আফা .. পাতা (১২-আলিফ), ইবনু মাজাহ ব্যবসা অধ্যায়ে তার থেকে কেবল একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৫১] দেখুন ঃ মাসদারুস সাবিক পাতা (৮-আলিফ)। আল্লামা মিয্বী তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ'র বক্তব্য নাক্বল করেছেন। দেখুন ঃ তাহযীবুত্ তাহযীব (২/২৪১), মীযানুল ই'তিদাল (১/৪৭৬)। ইলালুল হাদীস গ্রন্থে (১/৪৭) আবূ যুর'আহ তার সূত্রে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলেছেন ঃ "এই হাদীসটি মুনকার। সানাদে হারীশ অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি, তার হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না।"

[৫২] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ'র কিতাবুয্ যু'আফা (হরফ-হা)। আর ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ "তিনি শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রন করতেন, এমনকি তিনি জানতেন না তার সূত্রে কি বর্ণনা করা হচ্ছে। তার পূর্বের হাদীসগুলোর মধ্যে পরবর্তী হাদীসগুলো মিশ্রণ হয়ে যায়। অতএব তাকে বর্জন করা আবশ্যক ।" দেখুন ঃ মাজরুহীন (১/২৭০)।

[৫৩] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (১/ক্বাফ ২/১৭১), তাহযীবুত্ তাহযীব (২/৩৯৭), আল- মীযানুল ই'তিদাল (১/৬৫৬) এবং ইবনুল জাওযীর আসমাউয্ যু'আফা।

[৫৪] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ্র কিতাবুয্ যু'আফা পাতা (১০-আলিফ)। ইবনু মাজাহ্তে তার কেবল একটি হাদীস আছে।

[৫৫] দেখুন ঃ মাসদারুস সাবিক পাতা (১৫-বা), আল্ জারহ ওয়াত তা'দীল (১/ক্বাফ ২/১৪৩), তাহযীবুত তাহযীব (২/১৮)।

২৫। (حميد بن أبي سويد) হুমায়দ ইবনু আবূ সুওয়াইদ। তাকে ইবনু আবূ সাবিয়্যাহ এবং ইবনু আবূ হুমায়দ আল-মাক্কীও বলা হয়। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।"[৫৬]

২৬। (داود بن عطاء المزني) দাঊদ ইবনু 'আত্বা। যিনি মুযানী গোত্রের মুক্তদাস। তাকে যুবাইরের মুক্তদাস বলা হয়। উপনাম আবূ সুলাইমান আল-মাদীনী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে মুনকারুল হাদীস।"[৫৭] .

২৭। (داود بن المحبرين مخذم بن سليمان الطاءى) দাঊদ ইবনু মুহাব্বার ইবনু মাখযাম ইবনু সুলাইমান আত্ব-ত্বায়ী। তাকে আস-সাকাফী বাকরাওয়ায়ী বলা হয় (মৃত্যু ২০৬ হিঃ সনে)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।"[৫৮]

২৮। (دهشم بن قران العكلي) দাহ্সাম ইবনু কুর্রান আল-'আকলী। তাকে আল-হানাফী আল-ইয়ামামী বলা হয়, যিনি ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর ও অন্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।"[৫৯]

২৯। (الربيع بن حبيب الملاح) আর-রাবীঈ ইবনু হাবীব আল-মালাহ। তিনি আল-আবাসী গোত্রের মুক্তদাস। উপনাম আবূ হাশিম আল-কূফী (মৃত্যু ১৫০-১৬০হিঃ এর মধ্যবর্তী সময়ে)। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৬০]

৩০। (زكريا بن منظور) যাকারিয়া ইবনু মানযূর। বলা হয়, তার দাদার নাম 'উক্ববাহ ইবনু সা'লাবাহ ইবনু আবূ মালিক। আবার বলা হয়, যাকারিয়া ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু মানযূর ইবনু সা'লাবা

---

[৫৬] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয্ যু'আফা .. পাতা (৪-বা)।

[৫৭] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা (হরফ-দাল), আল-জার্হ ওয়াত তা'দীল (১/ক্বাফ ২/৪২১), তাহযীবুত্ তাহযীব (৩/১৯৪)। সারকথা হল ঃ ইবনু হাজার 'তাহযীবুত তাহযীব' গ্রন্থে (৩/১৯৪) দাঊদ ইবনু উমারের জীবনীর শেষে বলেন ঃ "ইবনুল জাওযী যু'আফা গ্রন্থে তুলে ধরেছেন ঃ আবূ যুর'আহ ও আবূ হাতিম বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার।" অনুরূপ করেছেন যাহাবী আল- মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে (২/১৭)। দেখুন ঃ ইবনুল জাওযীর আসমাউস যু'আফা গ্রন্থ।

[৫৮] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা .. পাতা (১৭-আলিফ), দেখুন আল-জার্হ ওয়াত তা'দীল (১/ক্বাফ ২/৪২৪), তাহযীবুত তাহযীব (৩/২০০), এবং তারীখে বাগদাদ (৮/৩৬১)। ইমাম যাহাবী আল- মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে (২/২০) কেবল "দুর্বল" বলেছেন।

[৫৯] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা পাতা (১১-আলিফ)। আর ইমাম যাহাবী মীযান (২/২৯) গ্রন্থে দাহ্সাম এর জীবনীতে বলেছেন ঃ দাহ্সাম ইবনু কুররান বর্ণনা করেছেন নিমরান ইবনু জারিয়াহ হতে তার পিতা থেকে নাবী ﷺ সূত্রে ঃ "তিনি ﷺ দুই কানের জন্য নতুন করে পানি নিতেন।" ইবনু মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি দাহ্সামের অবস্থা ও নিমরানের জাহালাতের কারণে সহীহ নয়।

[৬০] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা (হরফ-রা)। তিনি তার সম্পর্কে আরো বলেছেন ঃ সে শিয়া। দেখুন, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (১/ক্বাফ ২/৪৫৮), তাহযীবুত তাহযীব (৩/২৪১) আল- মীযানুল ই'তিদাল (২/৪০)। ইবনু মাজাহতে তার শুধু একটি হাদীস আছে।

Contents

আল-কুরাযী। উপনাম আবূ ইয়াহইয়া আল-মাদানী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট।"[৬১]

৩১। (السري بن اسماعيل الهمداني الكوفي) আস্ সিররী ইবনু ইসমাঈল আল-হামদানী আল-কূফী। শা'বীর চাচাতো ভাই। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৬২]

৩২। (سعاد بن سليمان الجعفي) সু'আদ ইবনু সুলাইমান আল-জু'ফী। তাকে আত্‌তামীমী বলা হয়। সে কুফাবাসী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে দুর্বল।"[৬৩]

৩৩। (سعيد بن خالد بن أبي طويل) সা'ঈদ ইবনু খালিদ ইবনু আবূ ত্বাবীল। তিনি আনাস ও অন্যদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। সে আনাস সূত্রে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে।"[৬৪]

৩৪। (سعيد بن سنان) সা'ঈদ ইবনু সিনান। উপনাম আবূ মাহদী আল-হানাফী। তাকে কিনদী আল-হিমসীও বলা হয় (মৃত্যু ১৬৩ বা ১৬৮ হিজরী সনে)। ইবনু আবূ হাতিম বলেন, আমি তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহকে জিজ্ঞেস করলে তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন ঃ সে দুর্বল।[৬৫]

৩৫। (سعيد بن الجبار الزبيدي) সা'ঈদ ইবনুল জাব্বার আয-যুবাইদী। উপনাম আবূ 'উসমান। তাকে আবূ উসায়ম ইবনু আবূ সা'ঈদ আল-হিমসীও বলা হয়। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৬৬]

৩৬। (سلام بن مسلم) সাল্লাম ইবনু মুসলিম। উপনাম আবূ সুলাইমান। তাকে আবূ আইয়ুবও বলা হয়। আবার আবূ 'আবদুল্লাহ সাল্লাম আত্-ত্বাবীল মাদায়িনীও বলা হয় (মৃত্যু ১৭৭ হিঃ)। আল্লামা বারজায়ী বলেন, আমি আবূ যুরআহ'র নিকট সাল্লাম আত্-ত্বাবীল এর একটি হাদীস উল্লেখ করলাম। তার কথা উল্লেখের ফলে তিনি আশ্চর্যের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালেন, মনে হচ্ছিল সাল্লাম তার কাছে এমন

---

[৬১] দেখুন আবূ যু'রআহ প্রণীত কিতাবুয্ যু'আফা ..পাতা (১০-আলিফ), অনুরূপ আল- মীযানুল ই'তিদাল (২/৭৮), খাতীব তার তারীখ গ্রন্থে (৮/৪৫২) বর্ণনা করেছেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট এবং মুনকার।" আল্লামা মিয্‌যীও অনুরূপ নাক্বল করেছেন, যেমন রয়েছে তাহযীবুত তাহযীব (২/৩৩৩), আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (১/ক্বাফ ২/৫৯৭)। তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ "সে শক্তিশালী নয়।"

[৬২] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা -(হরফ - মীন)।

[৬৩] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা পাতা (১৫ - আলিফ)

[৬৪] আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা পাতা (৩ - আলিফ)। ইমাম যাহাবী আল- মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে (২/১৩২) সংক্ষেপে বলেছেন ঃ "আবূ যুর'আহ ও অন্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন।" আল্লামা মিয্‌যী বলেছেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।" দেখুন ঃ তাহযীবুত তাহযীব (৪/২০)।

[৬৫] দেখুন ঃ আল-জার্‌হ ওয়াত তা'দীল (২/ক্বাফ ১/২৮-২৯), অনুরূপ তাহযীবুত তাহযীব (৪/৪৭), আবূ যুর'আহ তা উল্লেখ করেছেন আসমাউয যু'আফা (হরফ - সীন)।

[৬৬] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয্ যু'আফা -(হরফ - সীন)। ইবনু মাজাহ তার কেবল একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন রোযাদারের সুরমা ব্যবহার প্রসঙ্গে। দেখুন ঃ সুনানু ইবনে মাজাহ (১/৫৩৬)।

অবস্থানের লোক যার নাম উল্লেখ করাটাও তার অপছন্দ। আমাদের কিতাবে কাবীসাহ হতে[৬৭] সাল্লাম সূত্রের একটি হাদীস অতিক্রম হলে তিনি আমাদেরকে তা ছুঁড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, সাল্লাম আমাদের জন্য কিছুই করতে পারে না।[৬৮]

৩৭। (أبي بكر الهذلي البصرى) আবূ বাক্র হাযলী আল-বাসরী। তার নাম সুলামী ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু সুলামী। বলা হয়, তার নাম হল রাওহ, যিনি হুমাইদ ইবনু 'আবদুর রহমান আল-হুমাইরীর বোনের ছেলে (মৃত্যু ১৬৭ হিঃ)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে দুর্বল"।[৬৯]

৩৮। (سليمان بن عطاء بن قيس) সুলাইমান ইবনু 'আত্বা ইবনু ক্বায়স । উপনাম আবূ 'আমর আল-জাযারী (মৃত্যু ১৯০-২০০ হিঃ মধ্যবর্তী সময়ে)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেছেন ঃ "সে মুনকারুলী হাদীস।"[৭০]

৩৯। (سليمان بن يسير) সুলাইমান ইবনু ইয়াসীর। তাকে ইবনু আসীর এবং ইবনু কাসম আন-নাখায়ীও বলা হয়। উপনাম আবূ সাব্বাহ আল-কুফী। ইবরাহীম আন-নাখায়ীর মুক্তদাস। আল্লামা বারজায়ী বলেন ঃ "আমি বললাম ঃ সুলাইমান ইবনু ইয়াসীর? তিনি বললেন ঃ মুনকারুল হাদীস। শু'বাহ তার সুত্রে বর্ণনা করেছেন।[৭১] আমি বললাম ঃ শু'বাহ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, শু'বাহ, আবূ মালিহ হতে, আর মূসা ইবনু আবূ কাসীর[৭২] ইব্‌রাহীম হতে[৭৩] । আমি বললাম, সে সুলাইমান ইবনু ইয়াসীর কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।"[৭৪]

---

[৬৭] (আঈন) কুবাইসা ইবনু 'উকবাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সুফইয়ান ইবনু 'উক্ববাহ। তিনি নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী। সুফইয়ান সাওরী সূত্রে তার বহু হাদীস আছে। দেখুন ঃ তাহযীবুত তাহযীব (৮/৩১৭-৩১৯)।

[৬৮] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা .. পাতা (২২ - বা -) ইবনু আবূ হাতিম আল-জারহ ওয়াত্ তা'দীল গ্রন্থে (২/ক্বাফ ১/২৬০) আবূ যুর'আহ হতে নাক্বল করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।" আর তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে (৪/২৮১-২৮২) সংক্ষেপে রয়েছে "দুর্বল।" অনুরূপ আল- মীযানুল ই'তিদাল (২/১৭৫)।

[৬৯] দেখুন ঃ তাহযীবুত তাহযীব (১২/৪৫-৪৬), আবূ যুর'আহ তা উল্লেখ করেছেন আসমাউয যু'আফা (হরফ - সীন), এবং আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (২/ক্বাফ ১/৩১৪)।

[৭০] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা.. পাতা (-৪ - বা-), তাহযীবুত তাহযীব (৪/২১১), আবূ যুর'আহ তা উল্লেখ করেছেন আসমাউয যু'আফা (হরফ - সীন-)।

[৭১] শু'বাহ, তিনি হলেন, ইবনুল হাজ্জাজ ইবনু আল ওয়ারদ। সাওরী বলেছেন ঃ তিনি হলেন আমীরুল মু'মিনীন ফীল হাদীস (মৃত্যু ১৬০ হিঃ)। দেখুন ঃ তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ (১/১৯৩)।

[৭২] (বা খা সীন)। মুসা ইবনু আবূ কাসীর। আনসারীদের মুক্তদাস। বলা হয়, সে হামাদানী, আবূ সাব্বাহ আল কুফী। আবার বলা হয় ওয়াসীত্বী, যিনি বড় মূসা হিসেবে পরিচিত। আবূ যুর'আহ তাকে দুর্বল বলেছেন এই বলে ঃ (كان يرى القدر)। দেখুন- তাহযীবুত তাহযীব (১০/৩৬৭)।

[৭৩] (আঈন) ইব্‌রাহীম ইবনু ইয়াযীদ ইবনু ক্বায়স ইবনু আলওয়াদ নাখায়ী, আবূ ইমরান আল-কুফী। তিনি নির্ভরযোগ্য, তবে বেশি মুরসাল বর্ণনা করতেন (মৃত্যু ৯৬ হিঃ)। দেখুন- তাহযীবুত তাহযীব (১/১৭৭-১৭৮)

[৭৪] দেখুন- আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয্ যু'আফা পাতা (১১ - আলিফ-)। ইবনু আবূ হাতিম আল-জারহ ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে (২/ক্বাফ ১/১৫০) বলেন ঃ "আমি আবূ যুর'আহকে বলতে শুনেছি ঃ সুলাইমান ইবনু ইয়াসার হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট ও দুর্বল।" অনুরূপ দেখুন তাহযীবুত তাহযীব (৪/২৩০)।

Contents

(৪০) (صالح بن عبد الله بن صالح العامري) সালিহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু সালিহ আল-'আমিরী। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৭৫]

(৪১) (طلحة بن زيد القرشي) ত্বালহাহ্ ইবনু যায়দ আল-কুরাশী। উপনাম আবূ মিসকীন। তাকে আবূ মুহাম্মাদ আর-রাক্বীও বলা হয়। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফায় উল্লেখ করেছেন।[৭৬]

(৪২) (طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي) ত্বালহাহ্ ইবনু 'আম্র ইবনু 'উসমান আল-হাদরামী আল-মাক্কী (মৃত্যু ১৫২ হিঃ)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে দুর্বল।"[৭৭]

৪৩। (عاءذ الله المجاشعي) 'আয়িযুল্লাহ আল-মুজাশিয়ী'। উপনাম আবূ মু'আয। আবূ যুর'আহ তার উল্লেখ করেছেন আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে।[৭৮]

৪৪। (عاصم بن عمرو) 'আসিম ইবনু 'আম্র। তাকে ইবনু 'আওফ আল-বাজালী আল-কুফী বলা হয়। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৭৯]

৪৫। (عباد بن كثير) 'আব্বাদ ইবনু কাসীর, রমলী ফালাসত্বীনী আশ-শামী। ১৭০ হিজরীর পর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট।"[৮০]

৪৬। (عباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد الله بن حنظلة بن رافع) 'আব্বাস ইবনুল ফায্ল ইবনু 'আম্র ইবনু 'উবায়দ ইবনু হানযালাহ ইবনু রাফি', আল-আনসারী আল-ওয়াক্বীফী। উপনাম আবুল ফায্ল আল-বাসরী (মৃত্যু ১৮৬ হিঃ)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "তাকে সত্যবাদী বলা হতো না।"[৮১]

---

[৭৫] আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা (হরফ - সোয়াদ)। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে যু'আফা সাগীর গ্রন্থে বলেছেন ঃ "মুনকারুল হাদীস।"

[৭৬] দেখুন আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা (হরফ - ত্বোয়া-)।

[৭৭] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (২/ক্বাফ ১/৪৭৮), তাহযীবুত তাহযীব (৫/২৪), আল-মীযানুল ই'তিদাল (২/৩৪২), আসমউয যু'আফা লি ইবনুল জাওযী, অনুরূপ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা (হরফ - ত্বোয়া-)।

[৭৮] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয্ যু'আফা (হরফ - আঈন)। 'উক্বাইলী যু'আফা গ্রন্থে তার উল্লেখ করে ইবনু মাজাহতে বর্ণিত তার নিম্নোক্ত হাদীস তুলে ধরেন-"নিশ্চয় প্রত্যেক পশমের বিনিময়ে নেকি রয়েছে"-অধ্যায় কুরবানী। দেখুন, সুনানু ইবনে মাজাহ (২/১০৪৫)।

[৭৯] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা (হরফ - আঈন)। ইবনু আবূ হাতিম বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ "সত্যবাদী, ইমাম বুখারী তাকে কিতাবুয যু'আফাতে লিপিবদ্ধ করেছেন।" দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (ত/ক্বাফ ১/৩৪) তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ "তার হাদীস (গ্রহণযোগ্য নয়) প্রমাণিত নয়।"

[৮০] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা .. পাতা (৭) এবং দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৩/ক্বাফ ১/৮৫), তাহযীবুত তাহযীব (৫/১০২)। আল- মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে (২/৩৭০) তার সূত্রে "দুর্বল" কথাটি নাক্বল করা হয়েছে। অনুরূপ রয়েছে ইবনুল জাওযীর আসমাউয যু'আফা কিতাবের দুটি স্থানে, আরো উল্লেখ করেছেন পাতা (৩৩ - বা-) ও (৩৯ - বা) ঃ এবং তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

[৮১] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা .. পাভা (১৫ - বা), আল-জারহ ওয়াভ তা'দীল (৩/ক্বাফ ১/২১৩), তাহযীবুত তাহযীব (৫/১২৬) এবং ইবনুল জাওযীর আসমাউয্ যু'আফা গ্রন্থ। অনুরভাবে আবূ যুর'আহ তা উল্লেখ করেছেন যু'আফা হরফ (আঈন)।

৪৭। (عبد الأعلى بن أعين الكوفي) 'আবদুল আ'লা ইবনু আ'য়ুন আল-কুফী। বানু শায়বানের মুক্তদাস। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।"[৮২]

৪৮। (عبد الأعلى بن أبي المساور) 'আবদুল আ'লা ইবনু আবূ মুসাবির। আয্-যুহরী গোত্রের মুক্তদাস। উপনাম মাসউদ আল-জার্‌রার আল-কুফী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে খুবই দুর্বল।"[৮৩]

৪৯। (عبد الله بن الحسين بن عطاء بن يسار) 'আবদুল্লাহ ইবনুল হুসাইন ইবনু 'আত্বা ইবনু ইয়াসার, আল-হিলালী আল-মাদানী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে দুর্বল।"[৮৪]

৫০। (عبد الله بن خراش بن حريث) 'আবদুল্লাহ ইবনু খিরাশ ইবনু হুরাইস, শায়বানী আল-হাওশাবী। উপনাম আবূ জা'ফর আল-কুফী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে মুনকারুল হাদীস। সে আওয়াম সূত্রে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে।"[৮৫]

৫১। (عبد الله بن دينار البهراني) 'আবদুল্লাহ ইবনু দীনার আল-বাহরানী। তাকে আল-আসদীও বলা হয়। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ তিনি একজন শায়খ, তবে প্রায়ই মুনকার হাদীস বর্ণনা করে থাকেন (شيخ ربما أنكر)।[৮৬]

৫২। (عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي) 'আবদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ ইবনু সুলাইমান ইবনু সাম'আত আল-মাখযুমী। উপনাম আবূ 'আবদুর রহমান আল-মাদানী। ইবনু আবূ হাতিম বলেন, "আবূ যুর'আহ আমাদের উপর ইবনু সাম'আনের হাদীস পাঠ করা হতে বিরত থেকেছেন এবং বলেছেন ঃ সে কিছুই না।"[৮৭]

---

[৮২] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা .. পাতা (২ - আলিফ), তাহযীবুত তাহযীব (৬/৯৩)।

[৮৩] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা .. পাতা (২ - আলিফ), অনুরূপ দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৩/ক্বাফ ১/২৭) এবং তাহযীবুত তাহযীব (৬/৯৮)।

[৮৪] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা পাতা (১৯ - আলিফ) আল-জারহ ওয়াত তাদীল (২/ক্বাফ ২/৩৫), অনুরূপ ইবনুল জাওযীর আসমাউয যু'আফা ও আল-মীযানুল ই'তিদাল (২/৪০৮) এবং তাহযীবুত তাহযীব (৫/১৮৭)।

[৮৫] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা .. পাতা (১২ - আলিফ), তিনি তার সম্পর্কে আরো বলেছেন ঃ "সে কিছুই না, হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।" দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (২/ক্বাফ ২/৪৬), তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে (৫/১৯৮) রয়েছে ঃ "সে কিছুই না, দুর্বল।" আর আল-মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে (২/৪১৩) সংক্ষেপে কেবল রয়েছে ঃ "সে কিছুই না।" অনুরূপ ইবনুল জাওযীর আসমাউয যু'আফা।

[৮৬] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা .. পাতা (২ - বা), এবং তাহযীবুত্ তাহযীব (৫/২০৩)।

[৮৭] দেখুন ঃ আল-জার্‌হ ওয়াত তা'দীল (২/ক্বাফ ২/৬২), তাহযীবুত তাহযীব (৫/২২০-২২১), আবূ যুর'আহ তার সানাদে ইমাম মালিকের দিকে সম্পৃক্ত করে বলেন, "তিনি ইবনু সাম'আনকে মিথ্যাবাদী বলেছেন।" আর আবূ যুর'আহ তার উল্লেখ করেছেন আসমাউয যু'আফা হরফ (আঈন)।

৫৩। (عبد الله بن عامر) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির, আল-আসলামী। উপনাম আবূ 'আমির আল-মাদানী (মৃত্যু ১৫১ হিঃ)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।"[৮৮]

৫৪। (عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر الليثي) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল 'আযীয ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির আল-লাইসী। উপনাম আবূ 'আবদুল 'আযীয। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।"[৮৯]

৫৫। (عبد الله بن محمد العدوي التيمي) 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-'আদাতী আত্ তাইমী। ইমাম আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৯০]

৫৬। (عبد الله بن محرر العامري الجزري) 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাররার আল-'আমিরী আল-জাযারী। তিনি জাযীরার কাযী (মৃত্যু ১৫০-১৬০ হিঃ এর মাঝামঝি সময়ে)। ইবনু আবূ হাতিম বলেন, আমি আবূ যুর'আহকে তার ব্যপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, আমরা তার হাদীস পাঠ হতে বিরত থাকি এবং তার হাদীস তার উপর ছুঁড়ে মারি।"[৯১]

৫৭। (عبد الله بن ميسرة أبو ليلى الحارثي) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাইসারাহ আবূ লায়লাহ আল-হারিসী আল-কুফী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেছেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট।"[৯২]

৫৮। (عبد الله بن نافع العدوي)'আবদুল্লাহ ইবনু নাফি' আল-'আদাতী। ইবনু 'উমারের মুক্তদাস (মৃত্যুঃ ১৫৪ হিঃ)। আবূ যুর'আহ তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ "সে মুনকারুল হাদীস।"[৯৩]

৫৯। (عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت الأنصاري) 'আবদুর রহমান ইবনু সাবিত ইবনু সামিত আল-আনসারী। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৯৪]

---

[৮৮] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (২/ক্বাফ ২/১২৩) এবং তাহযীবুত তাহযীব (৫/২৭৫)।

[৮৯] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা .. পাতা (৪ - বা), আর আল-জারহ ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে (২/ক্বাফ ২/১০৩) রয়েছে তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ "সে শক্তিশালী নয়।" অনুরূপ তাহযীবুত তাহযীব (৫/৩০১), আল-মীযানুল ই'তিদাল (২/৪৫৫), আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব (৪/৫৭৩)।

[৯০] দেখুন ঃ কিতাবুয যু'আফা হরফ (আঈন)। ইবনু হিব্বান মাজরুহীন গ্রন্থে (২/৯) বলেছেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় খুবই মুনকার। তার বর্ণিত হাদীস প্রমাণযোগ্য হাদীস বলে প্রমাণিত নয় এবং তার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা নয়। তার খবর দ্বারা দলিল গ্রহণ বৈধ নয়।"

[৯১] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (২/ক্বাফ ২/১৭৬)। তাহযীবুত তাহযীব (৫/৩৮৯) গ্রন্থে রয়েছে, ইবনু মাজাহতে তার কেবল একটি হাদীস রয়েছে।

[৯২] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয্ যু'আফা .. পাতা (১০ - বা), আল-জারহ ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে রয়েছে (২/ক্বাফ ২/১৭৮) ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট, হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।"

[৯৩] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা হরফ (আঈন)।

[৯৪] দেখুন ঃ মাসদারুস সাবিক। ইবনু আবূ হাতিম আল-জারহ ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে (২/ক্বাফ ২/২১৯) বলেছেন ঃ আমি আমার পিতাকে তাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ সে আমার নিকট মুনকারুল হাদীস নয়। আমি বললাম ঃ ইমাম বুখারী তাকে স্বীয় যু'আফা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তিনি বললেন ঃ "তার হাদীস লিখা হত, তার হাদীসে সমস্যা নেই ..।"

৬০। (عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري)'আবদুর রহমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনু হাফস্ ইবনু 'আসিম আল-'উমরী। তার সম্পর্কে ইবনু আবূ হাতিম বলেন, তার ব্যাপারে আবূ যুর'আহকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় মাতরূক। তার হাদীস মুসনাদে ইবনু উমার-এ পাঠ করা বর্জন করা হয়েছে। তা আমাদের উপর পাঠ করা হয় না।"[৯৫]

৬১।(عبد الرحيم بن زيد بن الحواري) 'আবদুর রহীম ইবনু যায়দ ইবনু হিওয়ারী 'উমরী, আল-বাসরী। উপনাম আবূ যায়দ (মৃত্যু ১৮৪ হিঃ)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে নিকৃষ্ট, হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।"[৯৬]

৬২।(عبد السلام بن أبي الجنود المدني) 'আবদুস সালাম ইবনু আবুল জুনূদ আল-মাদানী। তিনি যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবূ হাতিম বলেন ঃ তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ "দুর্বল, তার হাদীস আমাদের উপর পাঠ করা হয় না।"[৯৭]

৬৩। (عبد السلام بن صالح بن سليمان بن أيوب بن ميسرة) 'আবদুস সালাম ইবনু সালিহ ইবনু সুলাইমান ইবনু আইয়ূব ইবনু মাইসারাহ। কুরাশী গোত্রের মুক্তদাস। উপনাম আবূ সল্‌ত আল হারূবী। ইবনু আবূ হাতিম বলেন ঃ "আবূ যুর'আহ আবূ সল্‌ত এর হাদীস নিক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন আমি তার থেকে বর্ণনা করি না এবং তার উপর আমি সন্তুষ্ট নই।"[৯৮]

৬৪। (عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب الحمصى) 'আবদুল 'আযীয ইবনু 'উবাইদুল্লাহ ইবনু হামযাহ ইবনু সুহায়ব আল-হিম্‌সী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।"[৯৯]

---

[৯৫] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (২/ক্বাফ ২/২৫৩), তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে (৬/২১৪) কেবল এতটুকু রয়েছে ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় মাতরূক, তার হাদীস পাঠ বর্জন করা হয়েছে।" আর ইবনুল জাওযীর আসমাউস যু'আফা গ্রন্থে সংক্ষেপে বলা হয়েছে ঃ "সে মাতরূক।" ইবনু মাজাহতে ঈদাইন অধ্যায়ে তার কেবল একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

[৯৬] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (২/ক্বাফ ২/৩৪০), তাহযীবুত তাহযীব (৬/৩০৫), ইমাম যাহাবী আল-মীযানুল ই'তিদাল (২/৬০৫) গ্রন্থে কেবল এটুকু বলা যথেষ্ট মনে করেছেন যে ঃ "সে নিকৃষ্ট।" অনুরূপ রয়েছে ইবনুল জাওযীর আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে।

[৯৭] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৩/ক্বাফ ১/৪৫), তাহযীবুত তাহযীব (৬/৩১৫)।

[৯৮] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৩/ক্বাফ ১/৪৮), তাহযীবুত তাহযীব (৬/৩২১)। ইমাম যাহাবী আল মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে (২/৬১৫) সংক্ষেপে তার উল্লেখ করেছেন। ইবনু মাজাহতে তার এই হাদীস রয়েছে ঃ" ঈমান হল মৌখিক স্বীকৃতির নাম।" সে হাদীস জাল করণে সন্দেহভাজন। অনুরূপ আছে তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে।

[৯৯] আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা .. পাতা (২০ - আলিফ)। তিনি তার সম্পর্কে আরো বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় মুযতারিব ও নিকৃষ্ট।" তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে আরো রয়েছে (৯৬/৩৪৮-৩৪৯) ঃ "সে কুফা ও মাদীনাহবাসীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে। সে আমার নিকট আশ্চর্যকর দুর্বল, মুনকারুল হাদীস, তার হাদীস অস্বীকার করা হত। সে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে।"

৬৫। (عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي الواسطي) 'আবদুল মালিক ইবনু হুসায়ন আবূ মালিক আন্-নাখারী আল-ওয়াসিত্বী। তাকে 'উবাদাহ ইবনু হুসায়নও বলা হয়। তিনি আবূ যার হিসেবে পরিচিত। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।"[১০০]

৬৬। (عبد الملك بن قدامة بن ابراهيم بن محمد بن حاطب الجمعي) 'আবদুল মালিক ইবনু কুদামাহ ইবনু ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাত্বিব আল-জামাহী (মৃত্যু ১৬০-১৭০ হিঃ এর মধ্যবর্তী সময়ে)। তার সর্ম্পকে আবূ যুর'আহ বলেছেন ঃ "সে মুনকারুল হাদীস।"[১০১]

৬৭। (عبد الواحد بن قيس السلمي أبو حمزة الدمشقي الأفطس) 'আবদুল ওয়াহিদ ইবনু ক্বায়স আস-সুলামী আবূ হামযাহ আদ-দামেস্কী আল-আফত্বাস। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।"[১০২]

৬৮। (عبيد الله بن أبي حميد غالب) 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ হুমায়দ গালিব আল-হাজলী। উপনাম আবুল খাত্তাব আল-বাসরী। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১০৩]

৬৯। (عبيد الله القاسم الأسدي التيمي الكوفي) 'উবায়দ ইবনু ক্বাসিম আল-আসাদী আত্ তাইমী আল-কুফী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট।"[১০৪]

৭০। (عبيدة بن ميمون التيمي الرقاشي) 'উবাইদাহ ইবনু মাইমুন আত্ তাইমী আর-রাক্বাশী। উপনাম আবূ 'উবাইদাহ আল-খায্যার আল-বাসরী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।"[১০৫]

---

[১০০] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (২/ক্বাফ ২/৩৪৭), তাহযীবুত তাহযীব (১২/২১৯)। ইমাম যাহাবী আল-মীযানুল ই'তিদাল (২/৬৫৩) গ্রন্থে সংক্ষেপে কেবল "দুর্বল" বলেছেন। অনুরূপ ইবনুল জাওযীর আসমাউয যু'আফা।

[১০১] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা পাতা (৪ - বা -)।

[১০২] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা হরফ- (আঈন)। ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে মাজরুহীন গ্রন্থে (২/৫৪) বলেছেন ঃ "সে ঐ লোকদের অর্ন্তভুক্ত যারা মাশহুরদের সূত্রে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনায় একক হয়ে গেছে। অতএব যেখানে সে নির্তরযোগ্যদের বিপরীত করেছে সেখানে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না... ।"

[১০৩] দেখুন ঃ আবূ যুবাআহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা (হরফ আঈন)। ইবনু হিব্বান মাজরুহীন গ্রন্থে (২/৬৫) বলেছেন, "তিনি ছিলেন সানাদ সমূহ পরিবর্তনকারী, তিনি এমন কিছু নিয়ে আসতেন যাতে সন্দেহ থাকত যে, সেটি তার হাতের তৈরী বর্ণনা এবং পরিবর্তিত। অতএব তাকে বর্জন করাই সঠিক।"

[১০৪] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা পাতা (১৬ - বা -)। ইবনু আবূ হাতিম আল-জারহ ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে (২/ক্বাফ ২/৪১২) বলেন, আমি আবূ যুর'আহকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "সে কুফী, বাস্রায় এসে সে এমন হাদীস বর্ণনা করেছে যা মুনকার, সুতরাং তার থেকে বর্ণনা করা অনুচিত।"

তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে (৭/৭৩) রয়েছে, আল্লামা মিযযী আবূ যুর'আহ সূত্রে নাক্বল করে বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট, সে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে, তাই তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা উচিত হবে না।" ইবনুল জাওযী আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে কেবল তার এতটুকু বক্তব্য পেশ করেছেন ঃ "তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা অনুচিত।" অনুরূপ আল-মীযানুল ই'তিদাল (৩/২১), তারীখে বাগদাদ (১১/৯৪)।

[১০৫] দেখুন ঃ তাহযীবুত তাহযীব (৭/৮৮)।

Contents

৭১। (عثمان بن مطر الشيباني) 'উসমান ইবনু মাত্বর আশ-শায়বানী। উপনাম আবুল ফাযল। তাকে আবূ 'আলী আল-বাসরীও বলা হয়। ইবনু আবূ হাতিম বলেন, আবূ যুর'আহকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ "আমার কাছে তার চেয়ে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ প্রিয়। ফলে আমি বললাম ঃ তার ব্যাপার আপনার মতামত কি? তিনি বলেন ঃ সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।"[১০৬]

৭২। (عدي بن الفضل التيمي) 'আদী ইবনুল ফাযল আত-তাইমী। উপনাম আবূ হাতিম আল বাসরী (মৃত্যু ১৭১ হিজরী)। ইবনু আবূ হাতিম বলেন ঃ "আবূ যুর'আহ 'আদী ইবনুল ফায্ল এর হাদীস বর্জন করেছেন। সেটা তার কিতাবে ছিল, 'আবদুল ওয়াহিদ ইবনু গিয়াস হতে তার সূত্রে। তিনি আমাদের উপর তা পাঠ করেননি এবং তিনি বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়।"[১০৭]

৭৩। (علي بن الحزور الكوفي) 'আলী ইবনুল হাযাওয়ার আল-কূফী (মৃত্যু ১৩০-১৪০ হিজরী এর মাঝামাঝি সময়ে)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট।"[১০৮]

৭৪। (على بن ظبيان بن هلال بن قتادة الكوفي) 'আলী ইবনু যাবইয়ান ইবনু হিলাল ইবনু ক্বাতাদাহ আল-কুফী আবুল হাসান (মৃত্যু ১৭২ হিজরী)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় খুবই নিকৃষ্ট।"[১০৯]

৭৫। (عمر بن حبيب بن محمد بن مجالد العدوي البصري) 'উমার ইবনু হাবীব ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুজালিদ আল-আদাভী আল-বাসরী আল-কাযী (মৃত্যু ২০৬ হিজরী অথবা ২০৭ হিজরী সনে)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে শক্তিশালী নয়।"[১১০]

৭৬। (عمر بن شبيب بن عمر المسلي المذحجي أبو حفص الكوفي) 'উমার ইবনু শাবীব ইবনু 'উমার আল-মাসলী আল মাযহাজী আবূ হাফ্স আল-কুফী (মৃত্যু ২০২ হিজরী)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট।"[১১১]

---

[১০৬] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৩/ক্বাফ ১/১৭০)। তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে (৭/১৫৪-১৫৫) রয়েছে, আবূ যুর'আহ বলেছেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।" ইবনুল জাওযী আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে বলেছেন ঃ "আবূ যুর'আহ তাকে দুর্বল বলেছেন।"

[১০৭] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৩/ক্বাফ/২/৪), অনুরূপ তাহযীবুত তাহযীব (৭/১৭০), এবং তাতে রয়েছে ইবনু মাজাহ দাড়িয়ে প্রস্রাব করা নিষেধ সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[১০৮] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা পাতা (১১-আলিফ)। ইবনু মাঈন বলেছেন, "তার থেকে বর্ণনা করা কারোর জন্য হালাল নয়।" দেখুন আল-মীযানুল ই'তিদাল (৩/১১৮), তাহযীবুত তাহযীব (৭/২৯৬)।

[১০৯] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা পাতা (৭ আলিফ), তারীখে বাগদাদ (১১/৪৪৫), তাহযীবুত তাহযীব (৭/৩৪২) এবং ইবনুল জাওযীর আসমাউয্ যু'আফা। ইবনু আদী তার কতক হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন, "দুর্বল, তার হাদীসে শিথিলতা রয়েছে।" দেখুন তাহযীবুত তাহযীব (৭/৩৪২), আল-মীযানুল ই'তিদাল (৩/১৩৪)।

[১১০] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা পাতা (৭ আলিফ), তাহযীবুত তাহযীব (৭/৪৩২), তারীখে বাগদাদ (১১/২০০)।

[১১১] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা পাতা (১১ -আলিফ), অনুরূপ ইবনুল জাওযীর আসমাউয্ যু'আফা এবং তারীখে বাগদাদ (১১/১৯৫)। আল-জারহ ওয়াত তা'দীলে (৩/ক্বাফ ১/১১৫) তার বক্তব্য নাক্বল করা হয়েছে ঃ "সে হাদীসে শিথিল।" আল- মীযানুল ই'তিদাল (৩/২০৪) গ্রন্থে সংক্ষেপে শুধু বলা হয়েছে ঃ "শিথিল।" তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে (৭/৪৬২) রয়েছে আবূ যুর'আহ বলেন, "হাদীস বর্ণনায় শিথিল, এবং পুনরায় বলেছেন, হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট।"

Contents

৭৭। (عمر بن صبهان) 'উমার ইবনু সাবহান। বলা হয় 'উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সাবহাব আল-আসলামী আবূ জা'ফার আল-মাদানী (মৃত্যু ১৫৭ হিজরী)। আবূ যুর'আহ তাকে উল্লেখ করেছেন আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে।[১১২]

৭৮। (عمر بن قيس المكي أبو جعفر) 'উমার ইবনু ক্বায়স আল-মাক্কী আবূ জা'ফার। তিনি সানদাল হিসেবে পরিচিত। প্রায় ১৬০ হিজরী পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় শিথিল।"[১১৩]

৭৯। (عمرو بن حصين) 'আম্র ইবনুল হুসায়ন, আল-'উক্বাইলী আল-বাহিলী। উপনাম আবূ 'উসমান আল-বাসরী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট"।[১১৪]

৮০। (عمرو بن خالد) 'আম্র ইবনু খালিদ। উপনাম আবূ খালিদ আর-কুরাশী কুফী (মৃত্যু ১১০-১২০ হিঃ এর মধ্যে)। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১১৫]

৮১। (عمرو بن عثمان بن سيار الكلبي) 'আম্র ইবনু 'উসমান ইবনু সাইয়ার আল-কালবী। উপনাম আবূ 'উমার আর্-রাক্বী (মৃত্যু ২১৯ বা ২১৭ হিজরী সনে)। বারজায়ী আবূ যুর'আহর নিকট তার কথা উল্লেখ করলে "তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি তার দোষ বর্ণনা করেন"।[১১৬]

৮২। (عون بن عمارة العبدي) 'আওন ইবনু 'উমারাহ আল 'আবদী। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ আল-বাসরী (মৃত্যু ২১২ হিজরী)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে মুনকারুল হাদীস।"[১১৭]

---

[১১২] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবু যু'আফা– হরফ (আঈন), এবং তার সূত্রে ইবনু আবূ হাতিম আল-জারহ ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে (৩/ক্বাফ ১/১১৬) 'উমার ইবনু সাবহান এর জীবনীতে তার বক্তব্য নাক্বল করেছেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।" আর (৩/ক্বাফ ১/১৩২)-তে 'উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সাবহান এর জীবনীতে তার এ বক্তব্য নাক্বল করেছেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট।" তাহযীবুত তাহযীব (৭/৪৬৪) গ্রন্থে তার উভয় বক্তব্যই উল্লেখ রয়েছে। আল-মীযানুল ই'তিদাল (৩/২২০) গ্রন্থে কেবল তার 'নিকৃষ্ট' হওয়ার কথাটি ইবনুল জাওযী 'উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সাবহান এর জীবনীতে তার সূত্রে তুলে ধরেছেন। তার বক্তব্য হল, "সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট।"

[১১৩] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৩/ক্বাফ ১/১৩০), অনুরূপ তাহযীবুত তাহযীব (৭/৪৯০১)।

[১১৪] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা পাতা (১৭-আলিফ), তাহযীবুত তাহযীব (৮/২১১)। ইমাম যাহাবী আল-মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে (৩/২৫৩) সংক্ষেপে তার বক্তব্য উল্লেখ করেছেন ঃ "সে নিকৃষ্ট।"

[১১৫] দেখুন, আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা হরফ (আঈন)। ইবনু আবূ হাতিম আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৩/ক্বাফ-১/২৩০) গ্রন্থে বলেন, তার সম্পর্কে আমি আবূ যুর'আহকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সে ছিল ওয়াসিত্বী। সে হাদীস জাল করত। আমাদের উপর তার হাদীস পড়া হয় না। তোমরা তার হাদীস তার উপর ছুঁড়ে মারো। তাহযীবুত তাহযীব (৮/২৭) গ্রন্থে সংক্ষেপে "সে হাদীস জাল করত" কথাটি আছে। অনুরূপ ইবনুল জাওযীর আসমাউয যু'আফা।

[১১৬] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা পাতা (৩- আলিফ)।

[১১৭] দেখুন, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৩/ক্বাফ- ১/৩৮৮), তাহযীবুত তাহযীব (৮/১৭৩)।

Contents

৮৩। (عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الأنصاري المدني) ঈসা ইবনু ‘আবদুর রহমান ইবনু ফারওয়াতাহ আনসারী আল-মাদানী। তার সম্পর্কে আবূ যুর‘আহ বলেন, “সে শক্তিশালী নয়।”[১১৮]

৮৪। (الفضل بن عيسى بن ابان الرقاشي) আল-ফায্ল ইবনু ‘ঈসা ইবনু আবান আর-রাক্বাশী। উপনাম আবূ ‘ঈসা আল-বাসরী। তার সম্পর্কে আবূ যুর‘আহ বলেন ঃ “তিনি শায়খ, সালিহ। তবে তিনি দুর্বল এবং কাদ্‌রিয়্যাহ সম্প্রদায়ভুক্ত।”[১১৯]

৮৫। (الفضل بن مبشر الأنصاري) আল-ফাযল ইবনু মুবাশ্‌শির আল-আনসারী। উপনাম আবূ বাক্‌র আল-মাদানী। তার সম্পর্কে আবূ যুর‘আহ বলেন ঃ “সে শিথিল”।[১২০]

৮৬। (القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص أبو الخطاب العمري المدني) আল-ক্বাসিম ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ইবনু হাফ্‌স আবুল খাত্তাব আল-‘উম্‌রী আল-মাদানী (মৃত্যু ১৫০-১৬০ হিজরী এর মধ্যবর্তী সময়ে)। তার সম্পর্কে আবূ যুর‘আহ বলেন ঃ “দুর্বল, তার কোন কিছুই সুগঠিত নয়, সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক এবং মুনকার”।[১২১]

৮৭। (كثير بن سليم الضبي) কাসীর ইবনু সুলাইম আয-যাব্বী। উপনাম আবূ সালামাহ আল-মাদায়িনী (মৃত্যু ১৭০ হিজরী)। তার সম্পর্কে আবূ যুর‘আহ বলেন ঃ “সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।”[১২২]

৮৮। (مبارك بن سحيم) মুবারক ইবনু সুহাইম। তাকে ইবনু ‘আবদুল্লাহ বলা হয়। উপনাম আবূ সাহীম আল-বুনানী আল-বাসরী। তার সম্পর্কে আবূ যুর‘আহ বলেন, “সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট, মুনকারুল হাদীস। অতঃপর বলেছেন, তার একটিও সহীহ হাদীস আছে বলে আমার জানা নেই..।”[১২৩]

৮৯। (مبشر بن عبيد، القرشي) মুবাশ্‌শির ইবনু ‘উবায়দ আল-কুরাশী। উপনাম আবূ হাফস্‌ আল-হিমসী কুফী। তার সম্পর্কে আবূ যুর‘আহ বলেন ঃ “আমার নিকট সে মিথ্যাবাদী।”[১২৪]

---

[১১৮] দেখুন ঃ তাহযীবুত তাহযীব (৮/২১৮), আল-মীযানুল ই‘তিদাল (৩/৩১৭)। তিনি তার সম্পর্কে যু‘আফা গ্রন্থে পাতা (২- আলিফ) বলেছেন, “সে দুর্বল।”

[১১৯] দেখুন ঃ আবূ যুর‘আহ প্রণীত কিতাবুয যু‘আফা পাতা (৩-বা)।

[১২০] দেখুন, আল-জারহ ওয়াত তা‘দীল (৩/ক্বাফ ২/৬৭) এবং তাহযীবুত তাহযীব (৮/২৮৫)। আবূ যুর‘আহ একে উল্লেখ করেছেন আসমাউয যুআফা হরফ (ফা)।

[১২১] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা‘দীল (৩/ক্বাফ ২/১১২), তাহযীবুত তাহযীব (৮/৩২১)। ইবনুল জাওযীর আসমাউয যু‘আফা গ্রন্থে কেবল এটুকু বক্তব্য রয়েছে ঃ “তার কোন কিছুই সুগঠিত নয়, সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক।”

[১২২] দেখুন ঃ আবূ যুর‘আহ প্রণীত কিতাবুয যু‘আফা পাতা (২০ আলিফ), ইবনু আবূ হাতিম আবূ যুর‘আহ’র সূত্রে নাক্বল করে আল-জারহ ওয়াত তা‘দীল (১/ক্বাফ ২/১৫২) গ্রন্থে বলেছেন ঃ “সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট।” অনুরূপ তাহযীবুত তাহযীব (৮/৪১৬), এবং ইবনুল জাওযীর আসমাউয যু‘আফা। ইমাম যাহাবী আল- মীযানুল ই‘তিদাল গ্রন্থে (৩/০৫) তার বক্তব্য সংক্ষেপে এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, “সে নিকৃষ্ট।”

[১২৩] দেখুন ঃ আবূ যুর‘আহ প্রণীত কিতাবুয যু‘আফা পাতা (১৭ আলিফ), আল-জারহ ওয়াত তা‘দীল (৪/ক্বাফ ১/৩৪১), তাহযীবুত তাহযীব (১০/২৭), আল-মীযানুল ই‘তিদাল (৩/৪৩০), ইবনুল জাওযীর আসমাউয যু‘আফা, এবং আবূ যুর‘আহ এর আসমাউয যু‘আফা হরফ (মীম)।

[১২৪] দেখুন ঃ আবূ যুর‘আহ প্রণীত কিতাবুয যু‘আফা পাতা (২- আলিফ)

Contents

৯০। (محمد بن الحارث بن زياد الهاشمي الحارثي البصري) মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস ইবনু যিয়াদ আল-হাশিমী আল-হারিসী আল-বাসরী। ইবনু আবূ হাতিম বলেন ঃ "আবূ যুর'আহ তার হাদীস বর্জন করেছেন এবং আমাদের উপর কিতাবু শুফ'আতে তার বর্ণনা পড়ানো হতো না।"[১২৫]

৯১। (محمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي الطحان) মুহাম্মাদ ইবনু খালিদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রহমান আল-ওয়াসিত্বী আত্‌ত্বাহান (মৃত্যু ১৫০-২৪০ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে মন্দ লোক।"[১২৬]

৯২। (محمد بن داب المدني) মুহাম্মাদ ইবনু দাব আল-মাদানী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। তাকে মিথ্যাবাদী বলা হতো।"[১২৭]

৯৩। (محمد بن ذكوان الأزدي الطاحي) মুহাম্মাদ ইবনু জাকওয়ান আল-আযদী আত্‌ত্বাহী। জাহ্‌যামী গোত্রের মুক্তদাস। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১২৮]

৯৪। (محمد بن مروان بن قدامة العقيلي) মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান ইবনু কুদামাহ আল-'উক্বাইলী। উপনাম আবূ বাক্‌র, আল-বাসরী আল-'আজলী। তার ব্যাপারে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে আমার নিকট গ্রহণযোগ্যতার পর্যায় পরে না।"[১২৯]

৯৫। (محمد بن عبيد الله بن أبو رافع الكوفي) মুহাম্মাদ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ রাফি' আল-কূফী। হাশিমী গোত্রের মুক্তদাস। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফাতে উল্লেখ করেছেন।[১৩০]

---

[১২৫] আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৩ক্বাফ ২/২৩১), তাহযীবুত তাহযীব (৯/১০৫), এবং মীযানুল ই'তিদাল (৩/৫০৪-৫০৪)।

[১২৬] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা পাতা (৩৩-আলিফ)। ইবনু আবূ হাতিম বলেন, আমি আবূ যুর'আহকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আমি তার থেকে হাদীস বর্ণনা করি না এবং আমাদের উপর তার হাদীস পাঠ করা হয় না...।" অনুরূপ রয়েছে তাহযীবুত তাহযীব (৯/১৪১-১৪২)। ইমাম যাহাবী আল-মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে (৩/৫৩৩) তার বক্তব্য সংক্ষেপে এটুকু বলেছেন ঃ "সে দুর্বল।"

[১২৭] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৩/ক্বাফ ২/২৫০), তাহযীবুত তাহযীব (৯/১৫৩), আল- মীযানুল ই'তিদাল (৩/৫৪০)। ইবনুল জাওযী আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে তার বক্তব্য সংক্ষেপে বলেছেন, "তাকে মিথ্যাবাদী বলা হতো।"

[১২৮] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা হরফ-(মীমা)। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ "সে মুনকারুল হাদীস।" ইমাম নাসায়ী বলেন ঃ "সে নির্ভরযোগ্য নয়, তার হাদীস লিখা হতো না।" দেখুন, আল- মীযানুল ই'তিদাল (৩/৫৪২)।

[১২৯] দেখুন ঃ আর-জারহ ওয়াত তা'দীল (৪/ক্বাফ১/৮৬), তাহযীবুত তাহযীব (৯/৪৩৭)। ইমাম যাহাবী আল-মীযানুল ই'তিদাল (৪/৩৩) গ্রন্থে সংক্ষেপে কেবল এটুকু বলেছেন ঃ "সে গ্রহণযোগ্যতার পর্যায় পরে না" অনুরূপ রয়েছে ইবনুল জাওযীর আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে। আবূ দাউদ বলেছেন, "সে সত্যবাদী।" ইমাম আহমাদ বলেছেন, "সে শিথিল।" যেমন রয়েছে আল-মীযানুল ই'তিদাল ও তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে।

[১৩০] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা হরফ (মীম)। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ সে মুনকারুল হাদীস।" দেখুন ঃ তাহযীবুত তাহযীব (৯/৩২১), আল-মীযানুল ই'তিদাল (৩/৬৩৫), খুলাসাহ তাহযীবুল কামাল (২/৪৩৪)।

৯৬। (محمد بن عمر بن واقد) মুহাম্মাদ ইবনু 'উমার ইবনু ওয়াক্বিদ, আল-ওয়াক্বীদী। আসলামী গোত্রের মুক্তদাস। উপনাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-মাদানী (মৃত্যু ২০৭ হিজরী)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন, "জনগণ তার হাদীস বর্জন করেছে।"[১৩১]

৯৭। (محمد بن عون) মুহাম্মাদ ইবনু 'আওন। উপনাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-খুরাসানী (মৃত্যু ১৪০-১৫০ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ননায় দুর্বল, শক্তিশালী নয়।"[১৩২]

৯৮। (محمد بن الفرات التميمي أبو علي الكوفي) মুহাম্মাদ ইবনু ফার্‌রাত আত্‌ তামীমী আবূ 'আলী আল-কুফী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে মুনকারুল হাদীস।"[১৩৩]

৯৯। (محمد بن كريب بن أبي مسلم الهاشمي) মুহাম্মাদ ইবনু কুরায়ব ইবনু আবূ মুসলিম আল-হাশিমী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে মুনকারুল হাদীস।"[১৩৪]

১০০। (مسلمة بن علي بن خلف الخشني أبو سعيد الدمشقي) মাসলামাহ ইবনু 'আলী ইবনু খালফ আল-খুশানী আবূ সা'ঈদ দামেস্কী (মৃত্যু ১৯০ হিজরী)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে মুনকারুর হাদীস।"[১৩৫]

১০১। (مروان بن سالم الغفاري أبو عبد الله الشامي الجزري) মারওয়ান ইবনু সালিম আল-গিফারী আবূ 'আবদুল্লাহ আশ-শামী আল-জাযারী। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৩৬]

---

[১৩১] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা। পাতা (১৭-আলিফ)। আল-জারহ ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে (৪/ক্বাফ ২১) রয়েছে ইবনু আবূ হাতিম বলেন, আমি আবূ যুর'আহকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "সে দুর্বল। আমি বললাম, তার হাদীস লিখা হয় কি? তিনি বললেন,... লোকেরা তার হাদীস বর্জন করেছেন।" তাহযীবুত তাহযীব (৯/৩৬৭) গ্রন্থে তার বক্তব্য কেবল এটুকু এসেছে ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক।" দেখুন, তারীখে বাগদাদ (৩/১৪)। আবূ যুর'আহ তাকে অন্যত্রও দুর্বল বলেছেন।

[১৩২] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (১/ক্বাফ১/৪৭), তাহযীবুত তাহযীব (৯/৩৮৪), আবূ যুর'আহ প্রণীত আসমাউয যু'আফা হরফ (মীম)।

[১৩৩] দেখুন ঃ আবূ যুব'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা.. পাতা(১৩-আলিফ)। আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৪/ ক্বাফ ১/৬০) গ্রন্থে আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যুর'আহ সূত্রে নাক্বল করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।" অনুরূপ তাহযীবুত তাহযীব (৯/৩৯৭)।

[১৩৪] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা পাতা (১১-বা)। তিনি তার সম্পর্কে আরো বলেছেন ঃ "সে শিথিল বা নরমপন্থী।" দেখুন আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৪/ক্বাফ ১/৬৮), তাহযীবুত তাহযীব (৯/৪২০)।

[১৩৫] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৪/ক্বাফ ১/২১৮), এবং তাহযীবুত তাহযীব (১০/১৪৬)।

[১৩৬] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যুআফা হরফ (মীম)। ইবনু আবূ হাতিম তার সম্পর্কে স্বীয় পিতাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় খুবই মুনকার। হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। তার প্রতিষ্ঠিত কোন হাদীস নেই। আমি বললাম, তার হাদীস বর্জন করা হতো কি? তিনি বললেন, তার হাদীস লিখা হতো না।" দেখুন, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৪/ক্বাফ ১/২৭৫)।

১০২। (مطر بن ميمون المحاربي أبي خالد الكوفي) মাত্বার ইবনু মাইমূন আল-মুহারীবী আবূ খালিদ আল-কুফী। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৩৭]

১০৩। (مطرح بن يزيد الأسدي الكناني) মুত্বরিহ্ ইবনু ইয়াযীদ আল-আসাদী আল-কিনানী। উপনাম আবুল মিহলাব আল-কুফী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।"[১৩৮]

১০৪। (مطهر بن الهيثم الطىء البصري) মুত্বাহহার ইবনু হাইসাম আত্‌ত্বায়ী আল-বাসরী (মৃত্যু ২০০ হিজরীর শেষ দিকে)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে মুনকারুল হাদীস।"[১৩৯]

১০৫। (معبد الجهني البصري) মা'বাদ আল-জুহানী আল-বাসরী। বলা হয়, সে হল ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু হুকাইম। নিহত হয় ৮০ হিজরী সনে। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৪০]

১০৬।(معلي بن عبد الرحمن الواسطي) মু'আল্লা ইবনু 'আবদুর রহমান আল-ওয়াসিত্বী। তার ব্যাপারে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট।"[১৪১]

১০৭। (معلي بن الهلال بن مؤيد الحضرمي) মু'আল্লা ইবনু হিলাল ইবনু মুয়াইয়াদ আল-হাদরামী। তাকে আল-জু'ফী বলা হয়। উপনাম আবূ 'আবদুল্লাহ আত্-ত্বাহান আল-কুফী। আবূ যুর'আহকে জিজ্ঞেস করা হল, তার উপর কিসের আরোপ ছিল? তিনি বললেন, মিথ্যাবাদিতার।[১৪২]

---

[১৩৭] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা হরফ (মীম)। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান মাজরুহীন (৩/৫) গ্রন্থে বলেছেন, "সে প্রমাণযোগ্যদের সূত্র দিয়ে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করত। তার থেকে বর্ণনা করা হালাল নয়।"

[১৩৮] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৪/ক্বাফ ১/৪০৯), তাহযীবুত তাহযীব (১০/১৭১)।

[১৩৯] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা। পাতা (২- আলিফ)।

[১৪০] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীভ কিতাবুয যু'আফা হরফ (মীম), তাহযীবুত তাহযীব (১০/২২৫-২২৬)। মা'বাদ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম বাসরাতে তাক্বদীর সম্পর্কে কথা বলেন।

[১৪১] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা পাতা (৮- আরিফ), খাতীব তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে (১৩/১৮৮) বর্ণনা করেন যে, তাব ব্যাপারে আবূ যুর'আহ বলেছেন ঃ "সে হাদীসে বহিস্কৃত (জাহিবুল হাদীস)।" অনুরূপ রয়েছে তাহযীবুত তাহযীব (১০/২৩৮), আল-মীযানুল ই'তিদাল (৪/১৪৯), এবং ইবনুল জাওযীর আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে।

[১৪২] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৪/ক্বাফ/১/৩৩২), তাহযীবুত তাহযীব (১০/২৪২)। ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে মাজরুহীন গ্রন্থে (৩/১৬-১৭) বলেছেন, "সে প্রমাণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্যদের সূত্র দিয়ে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করত। সে ছিল মূর্খ, লিখতে পারতো না। সে শীয়া মনোভাবাপন্ন ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীদের গালি দিত। তাব এরূপ অবস্থার কারণে তার থেকে বর্ণনা করা হালাল হবে না। আর বিস্ময় সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ ব্যাতীত তার হাদীস লিখা যাবে না।"

১০৮। (مهران بن أبي عمر العطار ابو عبد الله الرازي) মিহরান ইবনু আবূ 'উমার আল-'আত্তার আবূ 'আবদুল্লাহ্ আর-রাযী। আবূ যুর'আহ তাকে উল্লেখ করেছেন আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে।[১৪৩]

১০৯। (نصر بن حماد بن عجلان البجلي) নাস্‌র ইবনু হাম্মাদ ইবনু 'আজলান আল-বাজালী। উপনাম আবুল হারিস আল-হাফিযুল বাসরী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "তার হাদীস লিখা হতো না।"[১৪৪]

১১০। (نصر بن محمد بن سليمان بن أبي ضمرة السلمي) নাস্‌র ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান ইবনু আবূ যামরাহ আস-সুলামী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ আমি তার থেকে বর্ণনা করি না এবং একবাক্যে তার হাদীসকে তার উপর ছুঁড়ে মারার আদেশ করি।[১৪৫]

১১১। (هشل بن سعيد بن وردان) নাহশাল ইবনু সা'ঈদ ইবনু ওয়ারদান। উপনাম আবূ সা'ঈদ আল-খুরাসানী। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৪৬]

১১২। (هارون بن هارون بن عبد الله بن محرز القرشي التيمي) হারূন ইবনু হারূন ইবনু 'আবদুল্লাহ মুহাররায আল-কুরাশী আত্-তাইমী। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৪৭]

১১৩। (هلال بن زيد بن يسار بن بولا البصري) হিলাল ইবনু যায়দ ইবনু ইয়াসার বাওলা আল-বাসরী। আবূ যুর'আহ তাকে আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৪৮]

---

[১৪৩] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা হরফ (মীম)। ইমাম বুখারী বলেছেন, "তার হাদীসে উল্ট-পালট রয়েছে।" ইমাম নাসাঈ বলেন, "সে শক্তিশালী নয়।" ইব্রাহীম ফাররাও তাকে দুর্বল বলেছেন। আর আবূ হাতিম ও ইবনু মাঈন বলেছেন, "নির্ভরযোগ্য।" দেখুন, আল-মীযানুল ই'তিদাল (৪/১৯৬), তাহযীবুত তাহযীব (১০/৩২৭)।

[১৪৪] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৪/ক্বাফ ১/৪৭০), তাহযীবুত তাহযীব (১০/৪২৬)।

[১৪৫] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা পাতা (৩১- বা)। আবূ হাতিম বলেন ঃ "আমি তাকে পেয়েছি, কিন্তু তাব থেকে লিখি নাই। সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, তাকে সত্যবাদী বলা হতো না।" দেখুন, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল। (৪/ক্বাফ ১/৪৭১)

[১৪৬] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৪/ক্বাফ ১/৪৯৬) এবং তাহযীবুত তাহযীব (১০/৪৭৯)।

[১৪৭] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা (হরফ– হা)। ইবনু হিব্বান তাব সম্পর্কে মাজরুহীন গ্রন্থে (৩/৯৪) বলেছেন ঃ "সে প্রমাণযোগ্যদের সূত্র দিয়ে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করত। তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা জায়িয নয়। কেবল পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য ছাড়া তাব থেকে বর্ণনা করাও যাবে না।"

[১৪৮] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা (হরফ– হা)। ইবনু হিব্বান তাব সম্পর্কে মাজরুহীন গ্রন্থে (৩/৮৭) বলেছেন, "তার অবস্থার কারণে তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না এবং পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য ছাড়া তার হাদীস উল্লেখ করা যাবে না।"

১১৪। (يحي بن راشد المازني) ইয়াহইয়া ইবনু রাশিদ আল-মাযিনী। উপনাম আবূ সা'ঈদ আল-বাসরী। তার সম্পর্কে আবূ যুব'আহ বলেন ঃ তিনি শায়খ, তবে হাদীস বর্ণনায় শিথিল।"[১৪৯]

১১৫। (يحي بن كثير) ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর। উপনাম আবূ নাস্‌র সাহিবুল বাসরী। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।"[১৫০]

১১৬। (يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل) ইয়াযীদ ইবনু 'আবদুল মালিক ইবনুল মুগীরাহ ইবনু নাওফিল। উপনাম আবুল মুগীরাহ আল-মাদানী (মৃত্যু ১৬৭ হিজরী)। আবূ যুর'আহ তাকে উল্লেখ করেছেন আসমাউয যু'আফা গ্রন্থে।[১৫১]

১১৭। (يعقوب بن حميد بن كاسب المدني) ইয়াকূব ইবনু হুমায়দ ইবনু কাসীব আল-মাদানী (মৃত্যু ১৪০ বা ১৪১ হিঃ)। ইবনু আবূ হাতিম বলেন, আমি আবূ যুর'আহকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি স্বীয় মাথা নাড়লেন। আমি বললাম, সে কি হাদীসে সত্যবাদী ছিল? তিনি বললেন, এই শর্তের ভিত্তিতে। তিনি পুনরায় ইয়াকূব বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে বলেন, ইবনু কাসিবের হাদীস আমার মনে স্থান পায় না।[১৫২]

১১৮। (يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك الزهري) ইয়াকূব ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'ঈসা ইবনু 'আবদুল মালিক আয-যুহরী (মৃত্যু ২১৩ হিঃ)। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট।"[১৫৩]

---

[১৪৯] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৪/ক্বাফ ২/১৪৩), তাহযীবুত তাহযীব (১১/২০৭), আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব (৪/৭৯), এবং মীযানুল ই'তিদাল (৪/৩৭৩)।

[১৫০] দেখুন ঃ আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৪/ ক্বাফ ২/১৮৩)। তাহযীবুত তাহযীব (১১/২৬৭) গ্রন্থে রয়েছে- তিনি তার ব্যাপারে বলেছেন ঃ "সে দুর্বল।"

[১৫১] দেখুন ঃ আবূ যুর'আহ প্রণীত কিতাবুয যু'আফা (হরফ– ইয়া)। আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৪/ক্বাফ ২/২৭৯) গ্রন্থে ইবনু আবূ হাতিম তার সূত্রে এ বক্তব্য নাক্বল করেছেন যে, "সে মুনকারুল হাদীস।" আর অন্য পাণ্ডুলিপিতে তিনি বলেছেন, "সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, হাদীস বর্ণনায় খুবই মুনকার।" তাহযীবুত তাহযীব (১১/৩৪৮) গ্রন্থে রয়েছে আবূ যুর'আহ বলেছেন, "স হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। পুনরায় বলেছেন, হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট এবং তার ব্যাপারে কঠোর সমালোচনা আছে।" আবূ যুর'আহর কিতাবুয যু'আফা গ্রন্থেও অনুরূপ রয়েছে (পাতা ৮- বা-)। আল-মীযানুল ই'তিদাল (৪/৪৩৩) গ্রন্থে কেবল "দুর্বল" কথাটি রয়েছে ।

[১৫২] আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৪/ ক্বাফ- ২/২০৬), তাহযীবুত তাহযীব (১১/৩৮৩), ইমাম যাহাবী আল-মীযানুল ই'তিদাল (৪/৪৫০) গ্রন্থে কেবল এটুকু বলেছেন, আবূ যুর'আহকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি স্বীয় মাথা নাড়লেন। ।

[১৫৩] দেখুন আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (৪/ক্বাফ- ২/২১৫), তাহযীবুত তাহযীব (১১/৩৯৭)। আবূ যুর'আহ কিতাবুয যু'আফার অন্যত্র (৩০- আলিফ) বলেছেন ঃ "সে মুনকারুল হাদীস।"

Contents

১১৯। (يوسف بن خالد بن عمير السمتي) ইউসুফ ইবনু খালিদ ইবনু ‘উমায়র আস-সিমতী। উপনাম খালিদ আল-বাসরী। (মৃত্যু ১৮৯ বা ১৯০ হিজরী সনে)। তার সম্পর্কে আবূ যুর‘আহ বলেন ঃ “সে হাদীসে বহিষ্কৃত। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলতেন, সে একজন মিথ্যাবাদী।”[১৫৪]

১২০। (يوسف بن محمد بن المنكدر التيمي) ইউসূফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির আত-তাইমী। তার সম্পর্কে আবূ যুর‘আহ বলেন ঃ “সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট।”[১৫৫]

১২১। (يوسف بن ميمون القرشي المخزومي الكوفي) ইউসুফ ইবনু মাইমূন আল-কুরাশী আল-মাখযুমী আল-কুফী। উপনাম আবূ খুযাইমাহ আস-সাব্বাগ। তার সম্পর্কে আবূ যুর‘আহ বলেন ঃ “সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট।”[১৫৬]

১২২। (أبو بكر العنسي) আবূ বাক্‌র আল-‘আনাসী, তিনি বর্ণনা করেছেন আবূ কুবাইল আল-মু‘আফিরী হতে (মৃত্যু ২৫৬ হিজরী সনে)। তার সম্পর্কে আবূ যুর‘আহ বলেন ঃ “সে মুনকারুল হাদীস।”[১৫৭]

১২৩। (أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة بن أبي رهم العامري المدني) আবূ বাক্‌র ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবূ সাবরাহ ইবনু আবূ রাহম আল-আমিরী আল-মাদানী (মৃত্যু ১৬২ হিজরী)। আবূ যুর‘আহ তাকে উল্লেখ করেছেন আসমাউয যু‘আফা গ্রন্থে।[১৫৮]

---

[১৫৪] দেখুন ঃ আবূ যুর‘আহ প্রণীত কিতাবুয যু‘আফা পাতা (৭- আলিফ)। ইবনু আবূ হাতিম আবূ যুর‘আহ সূত্রে নাক্বল করে বলেন, তিনি বলেছেন ঃ “সে হাদীস বর্ণনা থেকে বহিস্কৃত, হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, তার হাদীস নিক্ষেপ কর। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলতেন, তাকে মিথ্যাবাদী বলা হতো।” দেখুন, আল-জারহ ওয়াত তা‘দীল (৪/ ক্বাফ ২/২২২), তাহযীবুত তাহযীব (১১/৪১২)।

[১৫৫] দেখুন ঃ আবূ যুর‘আহ প্রণীত কিতাবুয যু‘আফা পাতা (৮- বা)। ইবনু আবূ হাতিম আল-জারহ ওয়াত তা‘দীল (৪/ ক্বাফ- ২/২২৯) গ্রন্থে আবূ যুর‘আহ হতে নাক্বল করে বলেন, তিনি বলেছেন ঃ “সে সালিহ, তার ভাই মুনকাদির থেকে তার বর্ণনার পরিমাণ কম।” অনুরূপ আছে তাহযীবুত তাহযীব (১১/৪২২)। আল-মীযানুল ই‘তিদাল (৪/৪৭২) গ্রন্থে রয়েছে, তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ “সালিহুল হাদীস।” তার এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তিনি ইবাদাত, তাকওয়া এ সবের দিক দিয়ে সালিহ, কিন্তু হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। এ বক্তব্যকে দৃঢ় করছে আবূ যুর‘আহ সূত্রে আল্লামা বারজায়ীর উদ্ধৃতি। আরো দৃঢ় করছে তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বানের বক্তব্য। তিনি বলেছেন ঃ “তিনি হিফযে উদাসীন ছিলেন। তিনি এমন কিছু নিয়ে আসতেন বা সন্দেহজনক। অতএব তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বাতিল।” দেখুন, তাহযীবুত তাহযীব (১১/৪১৩), মাজরুহীন (৩/১৩৫-১৩৬)।

[১৫৬] দেখুন ঃ আবূ যুরআহে প্রণীত কিতাবুয যু‘আফা। পাতা (১৩- আলিফ), তাহযীবুত তাহযীব (১১/৪২৬)। আবূ যুর‘আহ তার উল্লেখ করেছেন আসমাউয যু‘আফা গ্রন্থে। তিনি অন্যত্র পাতা (৩০- আলিফ) আরো উল্লেখ করেছেন ঃ “সে হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট।”

[১৫৭] দেখুন ঃ আবূ যুর‘আহ প্রণীত কিতাবুয যু‘আফা পাতা (৬- বা)। তাহযীবুত তাহযীব (১২/২৯৪৪) গ্রন্থে তার থেকে নাক্বল করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ “সে দুর্বল, হাদীস বর্ণনায় মুনকার।”

[১৫৮] দেখুন ঃ আবূ যুর‘আহ প্রণীত কিতাবুয যু‘আফা আল-কুনা-তে। ইবনু হিব্বান মাজরুহীন (৩/১৪৭) গ্রন্থে বলেছেন ঃ “সে প্রমাণযোগ্যদের সূত্র দিয়ে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করে। তার হাদীস লেখা ও তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল তাকে মিথ্যাবাদী বলতেন।”

Contents

১২৪। (أبو زيد) আবূ যায়দ। তিনি আবূ মুগীরাহ হতে ইবনু আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন বিদ'আতীর আমল গ্রহণ করা হতে।" তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "আমি আবূ যায়দকে চিনি না এবং আবূ মুগীরাহকেও চিনি না।"[১৫৯]

১২৫। (أبو سعد الساعدي) আবূ সা'দ আস্-সাঈদী, আনাস সূত্রে। তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহ বলেন, "সে মাজহুল (অজ্ঞাত)।"[১৬০]

আল-হামদুলিল্লাহ তাম্মাত বিল খাইর

---

[১৫৯] দেখুন ঃ তাহযীবুত তাহযীব (১২/১০৩)।

[১৬০] দেখুন ঃ তাহযীবুত তাহযীব (১২/১০৬)। ইবনু হিব্বান মাজরুহীন (৩/১৫৭) গ্রন্থে বলেছেন ঃ "সে অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব, সে আনাস ইবনু মালিক থেকে এমন মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে যাতে আনাস অন্তর্ভুক্তই নন। তার এরূপ অবস্থার কারণে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়িয হবে না।"

Contents

পরিশিষ্ট ঃ (২)

আল্লামা মুহাম্মাদ রশীদ নু'মানী (রহঃ)-এর

(ما تمس اليه الحاجة لـــمن يطالع سنن ابن ماجة)

শীর্ষক গ্রন্থ হতে

"আল্লামা ইবনুল জাওযী'র 'আল-মাওযু'আত' গ্রন্থে বর্ণিত (ইবনু মাজাহ্‌র) হাদীসসমূহ"- শীর্ষক অনুচ্ছেদ

অনুবাদ

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ
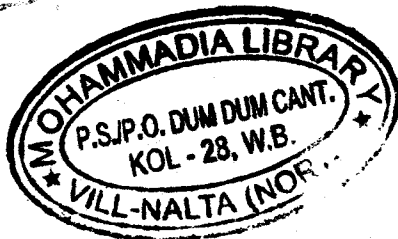
سياق الاحاديث التى ادرجها ابن الجوزى فى المضوعات

আল্লামা ইবনুল জাওযী'র 'আল-মাওযু'আত' গ্রন্থে বর্ণিত (ইবনু মাজাহ্‌র) হাদীসসমূহ

এক ঃ অনুচ্ছেদ- ঈমান প্রসঙ্গ

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ صَالِحٍ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالأَرْكَانِ " . قَالَ أَبُو الصَّلْتِ لَوْ قُرِئَ هَذَا الإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَرَأَ .

'আলী ইবনু আবী তালিব ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঈমান হচ্ছে অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও দীনী বিধানসমূহ কার্যে পরিণত করণের নাম। আবূ সাল্‌ত বলেন ঃ এ সানাদ যদি কোন পাগলের উপর পড়া হয়, তবে সে সুস্থ হয়ে যাবে।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ "হাদীসটি বানোয়াট। সানাদে আবূ সাল্‌ত 'আবদুস সালাম ইবনু সালিহ সন্দেহভাজন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।" ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, সে রাফেযী, খবীস। ঈমান হচ্ছে মৌখিক স্বীকৃতি- এ সম্পর্কিত হাদীসটি জাল করণে সে সন্দেহভাজন।" 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে ইবনু হাজারের বক্তব্য হচ্ছে ঃ আবুল হাসান (দারাকুতনী) বলেছেন, ঈমান হলো মৌখিক স্বীকৃতি- এ মর্মে হাদীসটি সে বর্ণনা করেছে। সে এই হাদীসটি জাল করণে সন্দেহভাজন। তার থেকে হাদীসটি যে চুরি করেছে, কেবল সেই তার থেকে এটি বর্ণনা করেছে। আর সে এই হাদীসের প্রথম দিকেই আছে।" আল্লামা দামায়রী 'আদ্‌ দীবাজাহ' গ্রন্থে বলেছেন ঃ এটি বানোয়াট। অনুরূপ বলেছেন ইবনু রাজাব যুবাইরী ইবনু মাজাহ'র উপর তার শরাহ গ্রন্থে। প্রত্যেকেই এতে ইবনুল জাওযীর অনুসরণ করেছেন। আল্লামা সিন্দি বলেছেন ঃ 'আয্‌-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে রয়েছে ঃ এই হাদীসের সানাদ দুর্বল। কারণ সানাদে বর্ণনাকারী আবূ সাল্‌ত এর দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, সঠিক কথা হলো, বর্ণনাটি বানোয়াট নয়। আর আবূ সাল্‌তকে ইবনু মাঈন সিকাহ বলেছেন, সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লামা মিয্‌যী 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে এই হাদীসের মুতাবি'আত উল্লেখ করেছেন।"

আল্লামা মুহাম্মাদ 'আবদুর রশীদ নু'মানী বলেন, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য তাই, যা দারাকুতনী বলেছেন। কেননা দুই হাফিয তথা ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইবনু হাজার তাঁর থেকে নাক্বল করেছেন, তার বক্তব্যের বিরোধীতা বা অস্বীকার করেননি।

দুই ঃ অনুচ্ছেদ- 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব ؓ-এর ফাযীলাত

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَأَخُو رَسُولِهِ ﷺ وَأَنَا الصِّدِّيقُ الأَكْبَرُ، لاَ يَقُولُهَا بَعْدِي إِلاَّ كَذَّابٌ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ .

'আব্বাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আলী ﷺ বলেছেন ঃ আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূলের ভাই। আমি সিদ্দীকে আকবার (সবচেয়ে বড় সত্যবাদী) আমার পরে একমাত্র মিথ্যাবাদীই এরূপ বলতে পারে। লোকেদের মাঝে আমি সাত বছর বয়সের পূর্বে সলাত আদায় করেছি।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ "হাদীসটি বানোয়াট। এর মুসীবত হচ্ছে সানাদের 'আব্বাদ। আর সানাদের মিনহালকে শু'বাহ বর্জন করেছেন।" ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে 'আব্বাদ এর জীবনীতে বলেছেন ঃ "এটি আলী (রাযিঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ।" আল্লামা সুয়ূতী 'আত-তা'আক্কুবাত 'আলাল মাওযু'আত' গ্রন্থে বলেছেন ঃ এটি বর্ণনা করেছেন নাসায়ী 'খাসায়িস' এবং হাকিম। ইমাম হাকিম বলেছেন, এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। কিন্তু ইমাম যাহাবী তার বিরোধিতা করেছেন। কেননা আব্বাদ দুর্বল।

আল্লামা মুহাম্মাদ 'আবদুর রশীদ নু'মানী বলেন, ইমাম যাহাবী 'আত-তালখীস' গ্রন্থে প্রমাণ দিয়েছেন এভাবে ঃ "তিনি (হাকিম) যেমনটি বলেছেন বর্ণনাটি তেমন নয়। বর্ণনাটি বুখারী ও মুসলিম এ দু'জনের কোন একজনের শর্তেও নেই এবং বর্ণনাটি সহীহও নয়। বরং বাতিল। অতএব চিন্তা করুন, সানাদের 'আব্বাদকে ইবনুল মাদীনী দুর্বল বলেছেন।"

তিন ঃ অনুচ্ছেদ- 'আব্বাস ইবনু 'আব্দিল মুত্তালিব (রাযি.)-এর ফাযীলাত

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً فَمَنْزِلِي وَمَنْزِلُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تِجَاهَيْنِ وَالْعَبَّاسُ بَيْنَنَا مُؤْمِنٌ بَيْنَ خَلِيلَيْنِ " .

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়েছেন, যেমনটি বন্ধু বানিয়েছিলেন ইব্‌রাহীম ('আ.)-কে। ক্বিয়ামাতের দিন জান্নাতের মধ্যে আমার ও ইব্‌রাহীম ('আ.)-এর অবস্থান মুখোমুখী হবে। আর 'আব্বাস ﷺ আমাদের দুই বন্ধুর মাঝে একজন মু'মিন হিসাবে অবস্থান করবে।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ "হাদীসটি বানোয়াট। উক্বাইলী বলেছেন ঃ সানাদের 'আবদুল ওয়াহাব হাদীস বর্ণনায় মাতরুক এবং নির্ভরযোগ্যদের থেকে এই হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। সে এবং তার অনুরূপ কেউ ছাড়া এর কোন তাবে' নেই। ইবনু 'আদী' বলেছেন, এই হাদীসটি 'আবদুল ওয়াহাবের দ্বারা জানা গেছে। তার থেকে এটি বাহিলী চুরি করেছে। সে ছিল হাদীস চোর। সে সিকাহ বর্ণনাকারীদের সূত্রে বাতিল হাদীসাবলী বর্ণনা করে থাকে।" আল্লামা সিন্দি এর তা'লীকে বলেছেন ঃ "আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে রয়েছে ঃ এর সানাদ দুর্বল। কারণ সানাদের 'আবদুল ওয়াহাব সকলের ঐক্যমতে দুর্বল। বরং তার সম্পর্কে আবূ দাউদ বলেছেন, সে হাদীস জাল করত। ইমাম হাকিম বলেছেন, সে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করে। এছাড়া তার শায়খ শেষ বয়সে সংমিশ্রণ করত। ইবনু রাজাব বলেছেন, ইবনু মাজাহ এতে একক হয়ে গেছেন। আর এটি বানোয়াট। কেননা এটা 'আবদুল ওয়াহাব এর মুসিবত বিশেষ।"

চার ঃ অনুচ্ছেদ- জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় যা অস্বীকার করে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ

Contents

سطع لهم نور فرفعوا رءوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة . قال وذلك قول الله {سلام قولا من رب رحيم} قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم " .

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতীরা তাদের নি'আমাত উপভোগে নিমগ্ন থাকবে, হঠাৎ তাদের সম্মুখে একটি নূর বিচ্ছুরিত হবে। তখন তারা তাদের মাথা উত্তোলন করে দেখতে পাবে যে, তাদের রব তাদের উপর দিক দিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তিনি বলছেন ঃ হে জান্নাতবাসী! "আস্‌সালামু "আলাইকুম" (তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এটাই হলো আল্লাহর উল্লেখিত বাণীর তাৎপর্য– "পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে সালাম, শান্তি"– (সূরা ৩৬ ঃ ৫৮)। তিনি বলেন ঃ এরপর আল্লাহ তা"আলা তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন এবং তারাও তাঁর প্রতি দৃষ্টি দিবে। এ সময় জান্নাতীরা জান্নাতের কোন নি'মাতের দিকেই ফিরে তাকাবে না, যতক্ষণ তারা আল্লাহর সাক্ষাতে মশগুল থাকবে। পরিশেষে তাদের মাঝে পর্দা পড়ে যাবে এবং তাদের প্রতি তাঁর নূর ও বারাকাত তাদের আবাসস্থলে অবশিষ্ট থাকবে।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ "হাদীসটি বানোয়াট। সানাদে ফায্‌ল মন্দ লোক।" আল্লামা সুয়ূতী এটি 'আল-লায়লী আল-মাসনূ'আহ' গ্রন্থে তিন্ন সানাদে আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। যা ইবনু নাজ্জার তার 'তারীখ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে সুলাইমান ইবনু আবী কারীমাহ রয়েছে। ইবনু 'আদী বলেছেন, সবগুলো হাদীস মুনকার। আল্লামা সিন্দি বলেছেন, 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে রয়েছে ঃ এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদে রাক্বাশী সকলের ঐকমত্যে দুর্বল।

পাঁচ ঃ অনুচ্ছেদ- 'ইল্‌ম দ্বারা উপকৃত হওয়া ও তদনুযায়ী 'আমাল করা

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ الْبَصْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ " وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ قَالَ " أُعِدَّ لِلْقُرَّاءِ الْمُرَائِينَ بِأَعْمَالِهِمْ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَزُورُونَ الأُمَرَاءَ " . قَالَ الْمُحَارِبِيُّ الْجَوَرَةَ .

আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা 'জুব্বুল হুয্‌ন' হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! 'জুব্বুল হুয্‌ন' আবার কি? তিনি বললেন ঃ জাহান্নামের একটি উপত্যকা, যা হতে রক্ষার জন্য জাহান্নাম দৈনিক চারশ' বার আশ্রয় প্রার্থনা করে। বলা হলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! তাতে কারা প্রবেশ করবে? তিনি বললেন ঃ তা ঐ সব ক্বারীর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যারা মানুষকে দেখানোর উদ্দেশে কাজ করে থাকে। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ক্বারী তারাই, যারা শাসক শ্রেণীর সান্নিধ্যে আসে।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ "এর সানাদে 'আম্মার ইবনু সাইফ যাব্বী মাতরূক এবং তার শায়খ আবূ মু'আব এর অবস্থাও অনুরূপ।" ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেছেন ঃ আবূ মু'আয, সঠিক হলো আবূ মাআন বাসরী, তাকে চেনা যায়নি। তার সূত্রে 'আম্মার ইবনু সাইফ একক হয়ে গেছেন। "আল্লামা সুয়ূতী 'আত-তা'আক্কুবাত' গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'আম্মারকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন আহমাদ এবং আজলী। ইয়াহইয়া বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী। আর তাকে দুর্বল বলেছেন, আবূ যুর'আহ এবং আবূ হাতিম। ইমাম যাহাবী বলেছেন কুফাতে তার চেয়ে উত্তম লোক নেই। আবূ দাউদ বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য ছিল। অতএব তার ব্যাপারে এরূপ বিশেষণ বর্ণিত না হলে তার হাদীসটিকে বানোয়াট বলে হুকুম দেয়া যেত। বরং হাসান হবে যখন তার তাবে হাদীস বর্ণিত হবে। আর ইবনু 'আব্বাস সূত্রে এর শাহিদ বর্ণনা রয়েছে, যেদিকে ইমাম দায়লামী ইঙ্গিত করেছেন।"

আল্লামা মুহাম্মাদ রশিদ নু'মানী বলেন, তিরমিযীও সেটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন গরীব।

ছয় ঃ অনুচ্ছেদ- রমাযান মাসে রাতের কিয়াম (তারাবীহর সলাত)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَدَثَانِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ لِسُلَيْمَانَ يَا بُنَىَّ لاَ تُكْثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ الرَّجُلَ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ একদা সুলাইমান ইবনু দাউদ ('আ.)-এর মা সুলাইমানকে বললেন ঃ হে বৎস! তুমি রাতে বেশি ঘুমাবে না, কেননা রাতের অধিক নিদ্রা মানুষকে ক্বিয়ামাতের দিন ফকীর বানিয়ে ছাড়বে।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী এটি মাওযুআত গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ "বর্ণনাটি সহীহ নয়। সানাদে ইউসুফ মাতরূক।" আল্লামা সুয়ূতী 'আত-তাআক্কুবাত' গ্রন্থে বলেছেন, আমার বক্তব্য হচ্ছে নাসায়ী যেমনটি বলেছেন। আর আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে সালিহুল হাদীস। ইবনু 'আদী বলেছেন, আমি আশা করি, তার দ্বারা কোন সমস্যা নেই। ইমাম নাসায়ীর বক্তব্য অনুযায়ী সে দুর্বল। আর আবূ যুর'আহ ও ইবনু 'আদীর বক্তব্য অনুযায়ী সে হাসান। প্রত্যেকের বক্তব্যের মুতাবি'আত পাওয়া গেছে।"

আল্লামা মুহাম্মাদ রশীদ নু'মানী বলেন, আল্লামা সুয়ূতী 'আল-লায়ালী' গ্রন্থে মুতাবি'আত এর উল্লেখ করেছেন। আর আল্লামা সিন্দি বলেছেন, 'আয্-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে রয়েছে ঃ এই সানাদে সুনাইদ ইবনু দাউদ এবং তার শায়খ ইউসুফ ইবনু মুহাম্মাদ দু'জনেই দুর্বল।

সাত ঃ অনুচ্ছেদ-ঐ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُوسَى أَبُو يَزِيدَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ " .

জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতের বেলায় অধিক সলাত আদায় করে, দিনে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ "আল্লামা উক্বাইলী বলেছেন, এটি বাতিল, এর কোনই ভিত্তি নেই। কোন সিকাহ এর মুতাবি'আত বর্ণনা করেছেন বলে প্রমাণ নেই।" ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ এই হাদীসটি সাবিতের বর্ণনা ছাড়া জানা যায় না। আর সে একজন সালিহ ব্যক্তি।

আল্লামা মুহাম্মাদ রশীদ নু'মানী বলেন, অনুরূপ বলেছেন হাকিম আবূ 'আবদুল্লাহ তার 'আল-মাদখাল ফী উসমূলিল হাদীস' গ্রন্থে।

আট ঃ অনুচ্ছেদ- সলাতুল হাজাত (বিশেষ প্রয়োজনে সলাত)

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ، عَنْ فَائِد بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيِّ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ " مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّه أَوْ إِلَى أَحَد منْ خَلْقه فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَليمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّه رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجبَات رَحْمَتكَ وَعَزَائمَ مَغْفرَتكَ وَالْغَنِيمَةَ منْ كُلِّ برٍّ وَالسَّلاَمَةَ منْ كُلِّ إِثْمٍ أَسْأَلُكَ أَلاَّ تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا لِي ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ منْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخرَة مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ " .

'আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা আসলামী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট বেরিয়ে এসে বললেন ঃ আল্লাহর কাছে কিংবা তাঁর কোন সৃষ্টির কাছে কারো কোন প্রয়োজন থাকলে সে যেন উযূ করে দু' রাক'আত সলাত আদায় করে নেয়, অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করে ঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَليمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّه رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجبَات رَحْمَتكَ وَعَزَائمَ مَغْفرَتكَ وَالْغَنِيمَةَ منْ كُلِّ برٍّ وَالسَّلاَمَةَ منْ كُلِّ إِثْمٍ أَسْأَلُكَ أَلاَّ تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا لِي

"পরম সহনশীল ও দয়ালু আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ পবিত্র, মহান আরশের প্রতিপালক। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার অবধারিত রহমাত, আপনার অফুরন্ত মাগফিরাত, প্রত্যেক ভালকাজের গানীমাত এবং যাবতীয় পাপেব কাজ হতে নিরাপত্তা চাইছি। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার যাবতীয় গুনাহ আপনি ক্ষমা করে দিন, আমার চিন্তা দূর করে দিন, আমার ঐ প্রয়োজন পূর্ণ করুন যাতে আপনি সন্তুষ্ট।" অতঃপর সে আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য প্রার্থনা করবে, কেননা আল্লাহ তা নির্ধারণ করে থাকেন।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী এটিকে মাওযু'আত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন ঃ "এর সানাদে ফায়িদ দুর্বল।" আল্লামা সুয়ূতী আত্-তা'আক্কুবাত' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটি গরীব। এর সানাদের সমালোচনা আছে। ফায়িদকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল বলা হয়েছে। হাদীসটি ইবনু মাজাহ এবং হাকিমও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ফায়িদ হাদীস বর্ণনায় মুস্তাক্বীম। এর শাহিদ বর্ণনা রয়েছে আনাস সূত্রে। যা ত্বাবারানী দু'আতে বর্ণনা করেছেন।"

Contents

আল্লামা রশীদ নু'মানী বলেন, হাকিম 'মুস্তাদরাক 'আলা সহীহাইন' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "ফায়িদ ইবনু 'আবদুর রহমান কুফীকে তাবেঈ গণ্য করা হয়। আমি দেখেছি, তার পরবর্তী একদল বলেছেন, সে হাদীসে মুস্তাক্বীম। কবে বুখারী ও মুসলিম তার থেকে বর্ণনা করেননি।" ইমাম যাহাবী 'আত-তালখীস' গ্রন্থে বক্তব্য সংযোজন করে বলেছেন, বরং সে মাতরূক।

নয় ঃ অনুচ্ছেদ– সলাতুত্ তাসবীহ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عِيسَى الْمَسْرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ " يَا عَمِّ أَلاَ أَحْبُوكَ أَلاَ أَنْفَعُكَ أَلاَ أَصِلُكَ " قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَهِيَ ثَلاَثُمِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَقُولُهَا فِي يَوْمٍ قَالَ " قُلْهَا فِي جُمُعَةٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ " . حَتَّى قَالَ " فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ " .

আবূ রাফি' (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আব্বাস (রাযি.)-কে বললেন ঃ হে চাচা! আমি কি আপনাকে দেব না, আমি কি আপনার উপকার করব না, আমি কি আপনার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবো না? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল। নাবী ﷺ বললেন ঃ আপনি চার রাক'আত সলাত আদায় করবেন। প্রত্যেক রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা ও অন্য একটি সূরাহ পাঠ করবেন। আর ক্বিরাআত শেষে রুকূ' করার পূর্বে পনেরবার এ দু'আ পাঠ করবেন ঃ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ الاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ "আল্লাহ পূতঃপবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ মহান।"

এরপর রুকূ' করবেন এবং উল্লেখিত দু'আ দশবার পাঠ করবেন। এরপর (রুকূ' হতে) মাথা উঠিয়ে উক্ত দু'আ দশবার পাঠ করবেন। এরপর সাজদাহ করবেন এবং দশবার পাঠ করবেন। তারপর মাথা উঠিয়ে উক্ত দু'আ দশবার পাঠ করবেন। পুনরায় সাজদাহ্য় গিয়ে দশবজার পাঠ করবেন। দাঁড়ানোর পূর্বে দশবার উক্ত দু'আ পাঠ করবেন। এভাবে প্রতি রাক'আতে হবে পঁচাত্তরবার, আর চার রাক'আতে হবে তিনশতবার। আপনার গুনাহ যদি বালুর স্তুপ পরিমাণও হয়; আল্লাহ আপনার এ গুনাহ মাফ করে দিবেন।

'আব্বাস (রাযি.) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! যে ব্যক্তি প্রত্যহ এ 'আমাল করতে সমর্থ নয়, (সে কি করবে)? তিনি বললেন ঃ তাকে বলুন ঃ সে যেন তা সপ্তাহে একদিন আদায় করে, এতেও যদি সক্ষম

না হয়, তাহলে সে যেন তা মাসে একবার আদায় করে। অবশেষে তিনি বললেন ঃ বছরে একবার হলেও সে যেন তা আদায় করে।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী 'মাওযুআত' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করে বলেছেন ঃ "সানাদে মুসা ইবনু 'উবাইদাহ দুর্বল। ইয়াহইয়া বলেছেন, সে কিছুই না।" আল্লামা সুয়ূতী 'আত-তাআক্কুবাত' গ্রন্থে বলেছেন ঃ হাফিয (ইবনু হাজার) বলেছেন, হাদীসটির দোষ হচ্ছে মুসা ইবনু 'উবাইদাহ- এ মর্মে ইবনুল জাওযীর বক্তব্যটি প্রত্যাখাত। কেননা সে মিথ্যাবাদী নয়, এ সত্ত্বেও যে এর কোন শাওয়াহিদ বর্ণনা নেই।"

দশ ঃ অনুচ্ছেদ–ঐ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ أَلاَ أَمْنَحُكَ أَلاَ أَحْبُوكَ أَلاَ أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ وَسِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ عَشْرُ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ قُلْتَ وَأَنْتَ قَائِمٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً " .

ইবনু 'আব্বাস (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব (রাযি.)-কে বললেন ঃ হে 'আব্বাস! হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে দিব না, আমি কি আপনাকে প্রদান করব না, আমি কি আপনাকে দান করব না? আমি কি আপনাকে দশটি স্বভাব সম্পর্কে অবহিত করব না, যদি আপনি এগুলো করেন, তবে আল্লাহ আপনার আগের-পরের, নতুন-পুরাতন, ভুলক্রমে বা স্বেচ্ছায়, ছোট-বড়, গোপন-প্রকাশ্য, সব ধরনের গুনাহ মাফ করে দিবেন!

দশটি স্বভাব হলো ঃ আপনি চার রাক'আত সলাত আদায় করবেন। প্রতি রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা ও অন্য একটি সূরাহ পাঠ করবেন, প্রথম রাক'আতের ক্বিরাআত শেষে আপনি দাঁড়িয়ে পনেরবার বলবেন ঃ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

"আল্লাহ পূতঃপবিত্র সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান।"

এরপর আপনি রুকূ‘ করা অবস্থায় এ দু‘আ পাঠ করবেন। এরপর আপনি আপনার মাথা রুকূ‘ হতে উঠিয়ে এটি দশবার বলবেন। অতঃপর আপনি সাজদাহ্রত অবস্থায় এ দু‘আ দশবার বলবেন। এরপর আপনি সাজদাহ হতে মাথা উঠিয়ে এটি দশবার বলবেন। তারপর আবার সাজদাহ্য় গিয়ে এটি দশবার বলবেন। তারপর আপনি সাজদাহ থেকে মাথা উঠিয়ে এ দু‘আ দশবার বলবেন। আর এভাবে প্রতি রাক‘আতে পঁচাত্তরবার হলো। এভাবে আপনি চার রাক‘আত সলাত আদায় করবেন। আপনি সমর্থ হলে প্রত্যেহ একবার এ সলাত আদায় করবেন, আর যদি আপনি সক্ষম না হন তবে মাসে একবার, এতেও সক্ষম না হলে, আপনি আপনার জীবনে একবার এ সলাত আদায় করবেন।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী ‘মাওযুআত’ গ্রন্থে বলেছেন ঃ “এটি প্রমাণিত নয়। আমাদের নিকট মুসা ইবনু ‘আবদুল ‘আযীয অজ্ঞাত ব্যক্তি।” হাফিয ইবনু হাজার ইবনু ‘আব্বাসের হাদীসটি ‘আল-খিসালুল মুকফিরাহ’ গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেছেন, এর সানাদের ব্যক্তিবর্গের দ্বারা কোন সমস্যা নেই। সানাদের ইকরিমাহ দ্বারা বুখারী দলীল গ্রহণ করেছেন এবং হাকাম সত্যবাদী। আর মুসা ইবনু ‘আবদুল ‘আযীয সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেছেন, আমি তাতে কোন সমস্যা দেখি না। ইমাম নাসায়ী অনুরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন। অতএব এই সানাদটি হাসানের শর্তে আছে। কেননা এর শাওয়াহিদ বর্ণনা রয়েছে যা একে মজবুত করে দেয়। আর ইবনুল জাওযী এটিকে মাওযু‘আত গ্রন্থে বর্ণনা করে সন্দেহই করেছেন এবং তার বক্তব্য- সানাদের মুসা অজ্ঞাত- তাতে অসুবিধা সৃষ্টি করবে না। কেননা তাকে তো ইবনুল মাঈন ও নাসায়ী নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তাই তাদের পরবর্তী কারোর দ্বারা তার অবস্থা অজ্ঞাত বলায় তার কোন সমস্যা হবে না। এমনটিই রয়েছে সুয়ূতীর ‘আল-লায়ালী ‘আল-মাযনূ‘আহ’ গ্রন্থে।

এগার ঃ অনুচ্ছেদ–বিলাপ করা নিষেধ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُتْبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ .

ইবনু ‘উমার (রাযি) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন যে জানাযার সাথে বিলাপকারিণী মহিলা থাকবে।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী এটি মাওযু‘আত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনু ক্বীরাত্ব সানাদে ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু ‘উমার হতে, নাফি‘ থেকে ইবনু ‘উমার সূত্রে এই শব্দে ঃ

(نهي رسول الله ﷺ ان تتبع جنازة فيها صارخة)

যেমন রয়েছে ‘আল-লায়ালী’ গ্রন্থে। আল্লামা সুয়ূতী ‘আত-তা‘আক্কুবাত’ গ্রন্থে বলেছেন ঃ “হাদীসটি ইবনু আবী শায়বাহ মুসান্নাফ কিতাবে বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

(نهينا ان تتبع جنازة فيها رانة)

তিনি ‘আল-লায়ালী’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, এটি ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন শাহর ইবনু হাওশাব সানাদে ইবনু ‘উমার হতে মারফুভাবে।”

বার ঃ অনুচ্ছেদ- বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দানের পুরস্কার

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ " .

'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক কোন বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দেয়, তার জন্য রয়েছে অনুরূপ সাওয়াব।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ "এতে 'আলী ইবনু 'আসিম, মুহম্মাদ ইবনু সূক্বাহ এর সূত্রে একক হয়ে গেছেন। তাকে মিথ্যাবদী বলেছেন শো'বা, ইয়াহইয়া এবং ইয়াযীদ ইবনু হারূন।"

আল্লামা সিন্দি এর তা'লীকে বলেছেন ঃ সালাহুল আলায়ী বলেছেন, এটি ইব্রাহীম ইবনু মুসলিম খাওয়ারিযিমী বর্ণনা করেছেন ওয়াকী হতে, তিনি ক্বায়স ইবনু রাবীঈ হতে মুহাম্মাদ ইবনু সূক্বাহ সূত্রে। ইব্রাহীম ইবনু মুসলিমকে ইবনু হিব্বান সিকাত-এ উল্লেখ করেছেন এবং তার ব্যাপারে কেউ সমালোচনা করেননি। আর ক্বায়স ইবনু রাবীঈ সত্যবাদী, তবে সমালোচিত। কিন্তু তার হাদীসটি দৃঢ়তা যোগাচ্ছে 'আলী ইবনু আসিমের বর্ণনার। তিনি তার বর্ণনা এনেছেন দুর্বল এবং নিকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, বানোয়াট হওয়া তো দূরের কথা।

তের ঃ অনুচ্ছেদ- যে ব্যক্তি গরীব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْهُذَيْلُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ " .

ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ গরীব অবস্থায় মৃত্যুবরণ শাহাদতের অন্তর্ভুক্ত।

তাহক্বীক্ব ঃ আল্লামা সিন্দি এর তা'লীকে বলেছেন ঃ আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, এই হাদীসটি ইবনুল জাওযী 'মাওযুআত' গ্রন্থে এনেছেন ভিন্ন সানাদে 'আবদুল 'আযীয হতে। হাফিয ইবনু হাজার তাখরীজে বলেছেন, ইবনু মাজাহ'র সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদে হুসাইন হাদীস বর্ণনায় মুনকার। 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে রয়েছে ঃ এই সানাদের হুসাইন ইবনু হাযম সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, মুনকারুল হাদীস। ইবনু 'আদী বলেছেন, হাদীসটি প্রতিষ্ঠিত নয়। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে খুবই মুনকারুল হাদীস। ইবনু মাঈন বলেছেন, এই হাদীসটি মুনকার ....।"

আল্লামা মুহাম্মাদ রশীদ নু'মানী বলেন, সুয়ূতী 'আত-তাআক্কুবাত' গ্রন্থে হাদীসটি এ শব্দে বর্ণনা করেছেন ঃ (موت الغريب شهادة)। কিন্তু তিনি হাদীসটিকে ইবনু মাজাহর দিকে সম্পৃক্ত করেননি।

চৌদ্দ ঃ অনুচ্ছেদ- যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ " .

আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় মারা গেল, সেতো শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করল। তাকে ক্বরের ফিতনা হতে রক্ষা করা হবে এবং তার জন্য সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাত হতে রিয্ক সরবরাহ করা হবে।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ "এর সানাদে ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া আসলামী মাতরূক।" আল্লামা সুয়ূতী 'আল-তা'আক্কুবাত' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "শাফিঈ তাকে সিকাহ বলতেন। আর এর ব্যাপারে সঠিক কথা হল, বর্ণনাটি বানোয়াট নয়। ইমাম দারাকুতনী বর্ননা করেছেন যে, ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ তার সূত্রের ইবনু জুরাইজের এই হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন, আমি তাকে বর্ণনা করেছি "যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) পাহারারত অবস্থায় মারা গেল" অথচ সে আমার সূত্রে বর্ণনা করেছে "যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় মারা গেল"। অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেছেন, হাদীসটি হবে "যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) পাহারারত অবস্থায় মারা গেল" অতএব হাদীসটি মু'আল্লাল ও মুসাহ্‌হাফ এর শ্রেণীভুক্ত।

পনের ঃ অনুচ্ছেদ- কুমারী মহিলা বিয়ে করা

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ ".

আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক, সে যেন স্বাধীন নারী বিয়ে করে।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ এতে সাল্লাম ইবনু সাওয়ার মুনকারুল হাদীস এবং কাসীর ইবনু সুলাইম মিথ্যুক।" যাওয়ায়িদে রয়েছে ঃ "কাসীর ইবনু সুলাইম এর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। আর সানাদে সাল্লাম হচ্ছে ইবনু সুলাইমান ইবনু সাওয়ার। ইবনু 'আদী বলেছেন, তার মুনকার হাদীসাবলী রয়েছে। উক্বাইলী বলেছেন, তার হাদীসে মুনকার আছে।" এ বক্তব্য আল্লামা সিন্দি তার তা'লীকে নাক্বল করেছেন।

ষোল ঃ অনুচ্ছেদ- ব্যবসায় সাবধানতা অবলম্বন

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رِفَاعَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ بُكْرَةً فَنَادَاهُمْ " يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ " . فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ قَالَ " إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ ".

রিফা'আহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। তিনি দেখলেন, লোকজন সকালে বেচাকেনা করছে। ফলে তিনি তাদেরকে এই বলে আহ্বান করলেন ঃ হে ব্যবসায়ী দল! তারা তখন চোখ তুলে ও ঘাড় উঁচু করে তাকালো, তখন তিনি বললেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে পাপাচারীদের সঙ্গে উঠানো হবে। অবশ্য তাদের কথা ভিন্ন, যারা আল্লাহকে ভয় করে, সততার সঙ্গে ব্যবসা করে এবং সত্য কথা বলে।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী এটি বর্ণনা করেছেন 'মাওযুআত' গ্রন্থে ইবনু 'আব্বাস সূত্রে এই শব্দে ঃ
(ان النبي صلى الله عليه و سلم اتى على جماعة من التجار فقال يا معشر التجار فاستجابوا و مدوا اعناقهم فقال ان الله باعثكم يوم القيامة فجارا الا من صدق و صلى و ادى الامانة)

ইবনু হিব্বান বলেছেন, এই হাদীসের কোন বিশুদ্ধ মূল নেই, যে দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়। সুয়ূতী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। তা কয়েকটি সানাদে বর্ণিত হয়েছে, যা বর্ণনা করেছেন দারিমী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, হাকিম, ত্বাবারানী, জিয়া মাকদেসী 'মুখতারাহ' গ্রন্থে ইসমাইল ইবনু 'উবাইদ ইবনে রিফা'আহ সানাদে তার পিতা হতে তার দাদা সূত্রে। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। হাকিম বলেছেন, সানাদ সহীহ। অতঃপয় তিনি রিফা'আহর উল্লিখিত হাদীসটি উপস্থাপন করেন।

সতের ঃ অনুচ্ছেদ- অংশিদারিত্ব ও মুযারবাহ ব্যবসা

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ثَلاَثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ " .

সুহায়ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তিনটি জিনিসে বরকত রয়েছে ঃ (তা হলো) নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়, মুকারাযা এবং গমের সঙ্গে যব মিশানো-অবশ্য ঘরের জন্য কিন্তু বিক্রির উদ্দেশে নয়।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ " এটি বানোয়াট। এর সানাদে 'আবদুর রহীম ইবনু দাউদ অজ্ঞাত ব্যক্তি।" আল্লামা সিন্দি তার তা'লীকে বলেছেন ঃ "যাওয়ায়িদে এসেছে, এর সানাদে সালিহ অজ্ঞাত ব্যক্তি। আর 'আবদুর রহীম ইবনু দাউদ সম্পর্কে উক্বাইলী বলেছেন, তার হাদীস অসংরক্ষিত। এছাড়া সানাদের নাসর ইবনু ক্বাসিম সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীস মাজহুল। আল্লাহই সঠিক জ্ঞাত।" ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "কতিপয় তাবিঈর সূত্রে 'আবদুর রহীমকে চেনা যায়নি। সুনান ইবনু মাজাহতে তার বর্ণিত হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।"

আঠার ঃ অনুচ্ছেদ- চতুষ্পদ জন্তু প্রতিপালন

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الأَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ وَأَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ وَقَالَ " عِنْدَ اتِّخَاذِ الأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ يَأْذَنُ اللَّهُ بِهَلاَكِ الْقُرَى".

আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ধনীদেরকে বকরী পালনের এবং গরীবদেরকে মুরগী পালনের নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ ধনীরা মুরগী পালন করলে আল্লাহ সেই জনপদ ধবংস করার অনুমতি দিয়ে দেন।

তাহক্বীক্ব ঃ আল্লামা সিন্দি তার তা'লীকে বলেছেন ঃ "যাওয়ায়িদে এসেছে, তার সানাদে 'আলী ইবনু 'উরওয়াহকে হাদীস বিশারদগণ বর্জন করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে হাদীস জাল করত। আর সানাদে 'আবদুর রহমান অজ্ঞাত ব্যক্তি। হাদীসের মাতান ইবনুল জাওযী 'মাওযুআত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।"

আল্লামা মুহাম্মাদ রশীদ নু'মানী বলেন, ইবনুল জাওযী এটিকে তালিকা ভুক্ত করেছেন 'আলী ইবনু 'উরওয়াহ সানাদে ইবনু জুরাইজ হতে 'আত্বা থেকে ইবনু 'আব্বাস সূত্রে। আর তিনি বলেছেন, এটি বিশুদ্ধ নয়। 'আলী ইবনু 'উরওয়াহ হাদীস জালকারী। অনুরূপ রয়েছে 'আল-লায়ালী' গ্রন্থে।

Contents

উনিশ ঃ অনুচ্ছেদ- মুসলিমরা তিনটি বিষয়ে যৌথ অংশীদার

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ " . قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ قَالَ " يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْطَى نَارًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا . فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحُ وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لاَ يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا".

'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ কোন্ জিনিস হতে নিষেধ করা জায়িয নয়? তিনি বললেন ঃ পানি, লবণ এবং আগুন। 'আয়িশাহ ﵂ বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা এ বিষয়ে অবহিত আছি, কিন্তু লবণ এবং আগুন হতে নিষেধ করা যাবে না কেন? তিনি বললেন ঃ হে হুমাইরাহ (সুন্দরী)! কেউ আগুন দান করলে, ঐ আগুন দিয়ে যা পাকানো হবে সে যেন সবগুলিই সদাক্বাহ করল, আর কেউ লবণ দিলে, ঐ লবণ যতখানি সুস্বাদু করবে যে যেন তার সবকিছুই সদাক্বাহ করল। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে, এমন স্থানে পানি পান করায় যেখানে পানি পাওয়া যায় তাহলে সে যেন একটি গোলাম আযাদ করল, আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে এমন স্থানে পানি পান করালো যেখানে পানি নেই তাহলে সে যেন তাকে জীবিত করল।

তাহক্বীক্ব ঃ আল্লামা সিন্দি তার তা'লীকে বলেছেন ঃ "এই হাদীসটি ইবনুল জাওযী তার 'মাওযু'আত' গ্রন্থে বর্ণনা করে এটিকে 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জুদ'আন এর কারণে দোষযুক্ত বলেছেন। যাওয়ায়িদে রয়েছে ঃ সানাদের 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জুদ'আনের দুর্বলতার কারণে এই সানাদটি দুর্বল।"

বিশ ঃ অনুচ্ছেদ- কোন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার ব্যাপার কঠোর হুঁশিয়ারী

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا **يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ**، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ " .

আবূ হুরাইরাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সামান্য কথার দ্বারা কোন মু'মিনকে হত্যার ব্যাপারে সহযোগিতা করবে সে মহান আল্লাহর সঙ্গে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে (কপালে) লিখা থাকবে– "আল্লাহর রহমাত হতে বঞ্চিত"।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ "সানাদের ইয়াযীদ মাতরূক। ইমাম আহমাদ বলেছেন, এই হাদীসটি সহীহ নয়। ইবনু হিব্বান বলেছেন, এই হাদীসটি বানোয়াট। নির্ভরযোগ্যদের সানাদ থেকে এর কোন মৌলিকত্বই নেই।"

আল্লামা সিন্দি তার তা'লীকে বলেছেন ঃ "যাওয়ায়িদে এসেছে ঃ এর সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ দুর্বল। এমনকি বলা হয়, হাদীসটি যেন বানোয়াট।" ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে ইয়াযীদ এর জীবনীতে বলেছেন ঃ বাতিল, বানোয়াট।

Contents

একুশ ঃ অনুচ্ছেদ- ওয়াসিয়্যাতে যুল্‌ম করা

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي حَلْبَسٍ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ أَبِي خُلَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى وَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ ".

কুর্‌রাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কারো মৃত্যু এসে গেলে তখন সে ওয়াসিয়্যাত করবে, আর তার ওয়াসিয়্যাত হতে হবে আল্লাহর কিতাব অনুপাতে। তবেই সেটা তার জীবনে ছেড়ে যাওয়া যাকাতের কাফ্‌ফারা হবে।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী এটিকে 'মাওযু'আত' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন ইয়াকুব ইবনু মুহাম্মাদ সানাদে ....মু'আবিয়াহ ইবনু কুররাহ হতে তার পিতা সূত্রে, এবং তিনি বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। ইয়াকুব ইবনু মুহাম্মাদ যাহরী لا يساوى شيأ।"

আল্লামা সুয়ূতী 'আল-লায়ালী' গ্রন্থে বলেছেন, ইয়াকুবের কি হয়েছে, আর এই হাদীসটির কি ঘটেছে? হাদীসটি তো ত্বাবারানীও বর্ণনা করেছেন 'আবদান ইবনু মুহাম্মাদ মারূযী হতে ... 'আবদুল্লাহ ইবনু উসমাহ থেকে।"

আল্লামা সিন্দি তার তা'লীকে বলেছেন ঃ "যাওয়ায়িদে এসেছে, এর সানাদে বাক্বিয়্যাহ ইবনু ওয়ালিদ একজন মুদাল্লিস। সে এটিকে আন আন শব্দে বর্ণনা করেছে। এছাড়া তার শায়খ 'আবদুল জালীস অজ্ঞাতদের একজন।"

বাইশ ঃ অনুচ্ছেদ- দায়লামের বিবরণ ও কাযবীনের ফাযীলাত

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الآفَاقُ وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا قَزْوِينُ مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَبٍ عَلَيْهِ زَبَرْجَدَةٌ خَضْرَاءُ عَلَيْهَا قُبَّةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ عَلَى كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ " .

আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ শীঘ্রই তোমরা কয়েকটি রাজ্য জয় করবে এবং অচিরেই তোমরা এমন একটি শহর বিজয় করবে, যাকে কাযবীন নামে অভিহিত করা হবে। যে ব্যক্তি সেখানে চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ রাত (যুদ্ধের উদ্দেশে) অবস্থান করবে তার জন্য জান্নাতে একটি সোনার স্তম্ভ হবে, যার উপর থাকবে সবুজ যবরজাদ পাথর, তার উপর থাকবে লাল ইয়াকুত পাথরের গম্বুজ। তাতে সত্তর হাজার সোনার দরজা থাকবে। প্রতিটি দরজায় থাকবে একজন করে সুনয়না স্ত্রী হুর।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ "এটি বানোয়াট। সানাদে দাউদ হাদীস জাল করণে সন্দেহতাজন এবং রাবীঈ দুর্বল, আর ইয়াযীদ মাতরূক।" আল্লামা সুয়ূতী 'আত-তাআক্কুবাত' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "আল্লামা মিয্‌যী 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসটি মুনকার। এটি দাউদের বর্ণনা ছাড়া জানা যায় না। আর মুনকার হলো যঈফের একটি প্রকার।"

আল্লাআ সিন্দি তার তা'লীকে বলেছেন ঃ "যাওয়ায়িদে এসেছে, এই সানাদটি ধারাবাহিকতাবে কয়েকজন দুর্বল বর্ণনাকারীর কারণে দুর্বল। যেমন ইয়াযীদ ইবনু আবান রাক্বাশী, রাবিঈ ইবনু সাবিহ এবং দাউদ ইবনু মুহাব্বার, এরা

সবাই দুর্বল। ইবনুল জাওযী হাদীসটি 'মাওযু'আত' গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, এই হাদীসটি নিঃসন্দেহে বানোয়াট।" তিনি বলেন, আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ইবনু মাজাহ স্বজ্ঞানে কিভাবে এই হাদীসটিকে তার সুনান গ্রন্থে উল্লেখ করা হালাল মনে করলেন এবং এ ব্যাপারে কিছুই বলেন না।" ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে দাউদ ইবনু মুহাব্বার এর জীবনীতে বলেছেন ঃ "ইবনু মাজাহ তার সুনান গ্রন্থের মর্যাদা ভুলণ্ঠিত করেছেন এই বানোয়াট হাদীসটিকে তাতে অন্তর্ভুক্ত করে।"

তেইশ ঃ অনুচ্ছেদ- 'আরাফাতের দু'আ

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا لأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَأُجِيبَ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلاَ الظَّالِمَ فَإِنِّي آخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ . قَالَ " أَىْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُومَ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ " . فَلَمْ يُجَبْ عَشِيَّتَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأُجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ . قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ . فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ قَالَ " إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اسْتَجَابَ دُعَائِي وَغَفَرَ لأُمَّتِي أَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْثُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ " .

'আব্বাস ইবনু মিরদাস সালামী বলেন, তাঁর পিতা (কিনানাহ) তাঁকে তাঁর পিতার ('আব্বাস) সূত্রে অবহিত করেছেন ঃ নাবী ﷺ আরাফাতে তৃতীয় প্রহরে তাঁর উম্মাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দু'আ করেন। উত্তরে তাঁকে জানানো হল ঃ আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম, তবে যালিম ছাড়া। কারণ আমি অবশ্যই তার উপর অত্যাচারিতের বদলা নিব। নাবী ﷺ বলেন ঃ হে পালনকর্তা! আপনি ইচ্ছা করলে অত্যাচারিতকে জান্নাত দিতে এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু রাত পর্যন্ত এর কোন উত্তর এলো না। ভোরে তিনি ﷺ মুযদালিফাতে আবার দু'আ করলেন। এবার তাঁর দু'আ কবূল হল। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী ﷺ হেসে ফেললেন অথবা মুচকি হাসলেন। আবূ বাক্‌র رضي الله عنه ও 'উমার رضي الله عنه তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি এমন মুহূর্তে কখনও হাসেননি, তাহলে কিসে আপনাকে হাসালো? আল্লাহ আপনাকে হাসিমুখে রাখুন। তিনি ﷺ বলেন ঃ আল্লাহর শত্রু ইবলিশ যখন জানলো মহান আল্লাহ আমার দু'আ কবূল করেছেন এবং আমার উম্মাতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন সে মাটি নিয়ে নিজ মাথায় ঢালতে ঢালতে বলতে লাগল- হায় সর্বনাশ, হায় সর্বনাশ। তখন তার অস্থিরতার প্রত্যক্ষ আমাকে হাসিয়েছে।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী এটিকে 'মাওযুআত' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বলেছেন ঃ "সানাদের কিনানাহ মুনকারুল হাদীস।" আল্লামা সিন্দি তার তা'লীকে বলেছেন ঃ "যাওয়ায়িদে এসেছে, এর সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু কিনানাহ রয়েছে। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ "তার হাদীস বিশুদ্ধ নয়।" আমি তার দোষ-গুণ বর্ণনা করতে কাউকে দেখিনি। আল্লামা সুয়ূতী 'আত-তা'আক্কুবাত 'আলা মাওযুআত' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী এই হাদীস সম্পর্কে ইবনুল জাওযীর মতকে রদ করণার্থে একটি পান্ডুলিপি রচনা করেছেন। যার নাম দিয়েছেন 'কুওয়াতুল হুজ্জাজ ফী 'উমুমি মাগফিরাতিল হাজ্জ'। তিনি সেখানে 'আল-ক্বাওলুল মুসাদ্দাদ' অনুচ্ছেদে যে আলোচনা করেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো ঃ 'আব্বাসের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন 'আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ যাওয়ায়িদে মুসনাদে, এবং ইবনু মাজাহ ও বায়হাকী তার সুনান গ্রন্থে। জিয়া মাকদেসী আল-মুখতারাহ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

আবূ দাউদ এর অংশ বিশেষ বর্ণনা করেছেন । তিনি যেটির ব্যাপারে নীরব থাকেন সেটি তার নিকট সালিহ। আর **সানাদের কিনানাহকে ইবনু হিব্বান** সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং তাকে মিথ্যাবাদীতায় সন্দেহভাজন বলেননি। তার **হাদীসটি ভিন্ন সানাদেও বর্ণিত হয়েছে।** তার বর্ণনাটি শায নয় বরং ইমাম তিরমিযীর নিকট তা মুসলিমের শর্তে হাসান। আর ইমাম বায়হাকী বলেছেন, এই হাদীসটির বহু শাহিদ বর্ণনা আছে।"

চব্বিশ ঃ অনুচ্ছেদ- মাছ ও টিড্ডি শিকার প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلاَثَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ قَالَ " اللَّهُمَّ أَهْلِكْ كِبَارَهُ وَاقْتُلْ صِغَارَهُ وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ وَاقْطَعْ دَابِرَهُ وَخُذْ بِأَفْوَاهِهَا عَنْ مَعَايِشِنَا وَأَرْزَاقِنَا إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَدْعُو عَلَى جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ اللَّهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ قَالَ " إِنَّ الْجَرَادَ نَثْرَةُ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ " . قَالَ هَاشِمٌ قَالَ زِيَادٌ فَحَدَّثَنِي مَنْ رَأَى الْحُوتَ يَنْثُرُهُ .

জাবির ও আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন টিড্ডির ব্যাপারে বদদু'আ করতেন, তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ! বড় টিড্ডিগুলো ধ্বংস কর, ছোটগুলো হত্যা কর, এর ডিমগুলো নষ্ট কর, তার মূলোৎপাটন কর এবং তার মুখ বন্ধ করে দাও আমাদের কৃষিজ উৎপাদন হতে ও আমাদের জীবিকা হতে। আপনিই তো দু'আ শ্রবণকারী। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর একদল সৈনিক উৎখাতের জন্য আপনি কীভাবে বদদু'আ করলেন? তিনি বললেন ঃ সমুদ্রে মাছের হাঁচি থেকে টিড্ডি নির্গত হয়।

হাশিম (রহ.) বলেন, যিয়াদ (রহ.) বলেছেন ঃ আমাদেরকে এমন ব্যক্তি এই কথা বলেছেন, যিনি মাছকে হাঁচি দিয়ে টিড্ডি বের করতে দেখেছেন।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী এটি 'মাওযুআত' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন ঃ " এটি বিশুদ্ধ নয়, সানাদে মূসা মাতরূক।" আল্লামা সুয়ূতী এটি উল্লেখ করেছেন 'আল-লায়ালী মাসনূ'আহ' গ্রন্থে।

পঁচিশ ঃ অনুচ্ছেদ- গোশ্‌ত

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلاَّلُ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي مَشْجَعَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ " .

আবূ দারদা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দুনিয়ার অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসীদের খাদ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খাদ্য হচ্ছে গোশ্‌ত।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ " এটি বিশুদ্ধ নয়। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সুলাইমান ইবনু আত্বা, মাসলামাহ সূত্রে বানোয়াট জিনিসসমূহ বর্ণনা করে। আমি জানি না সংমিশ্রণ তার থেকে ঘটেছে নাকি মাসলামাহ

থেকে।" আল্লামা সিন্দি বলেছেন ঃ "যাওয়ায়িদে এসেছে, এর সানাদে আবূ মুশজি'আহ ও তার ভাতিজা মাসলামাহ'র দোষ-গুণ বর্ণনা করতে কাউকে দেখেনি। সানাদে সুলাইমান ইবনু আত্বা দুর্বল। আমি বলি, ইমাম তিরমিযী বলেছেন, তাকে হাদীস জাল করণে সন্দেহ করা হত।" আল্লামা সুয়ূতী 'আল-লায়ালী' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন, এই মাতানটি বানোয়াট হওয়ার হুকুম আমার নিকট স্পষ্ট হয়নি। কেননা মাসলামাহ নির্দোষ, আর সুলাইমান ইবনু 'আত্বা দুর্বল। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।"

ছাব্বিশ ঃ অনুচ্ছেদ- ভিজা ও শুকনো খেজুর একত্রে মিশিয়ে খাওয়া

حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَف حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّد بْنِ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ كُلُوا الْخَلَقَ بِالْجَدِيد فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ وَيَقُولُ بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ " .

'আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তাজা খেজুর শুকনা খেজুরের সাথে খাও এবং পুরাতন খেজুর নতুন খেজুরের সাথে খাও। কেননা এতে শয়তান রাগান্বিত হয় এবং বলে, আদাম সন্তান বেঁচে থাকলো, এমনকি পুরাতন ফল নতুন ফলের সাথে ভক্ষণ করল।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ "দারাকুতনী বলেছেন, এতে আবূ যাকীর (ইয়াহইয়া) হিশাম সূত্রে একক হয়ে গেছেন। উক্বাইলী বলেছেন, তাকে অনুসরণ করা যায় না এবং এই হাদীস ছাড়া তাকে চেনাও যায় না। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে সানাদসমূহ পরিবর্তন করে থাকে এবং অনির্ভরযোগ্যভাবে মুরসাল বর্ণনাগুলোকে মারফূ করে ফেলে। অতএব তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। তিনি এই হাদীস বর্ণনা করে বলেন, এর কোনই ভিত্তি নেই।" ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ "এটা হচ্ছে আবূ যাকীর সম্পর্কে ইবনু হিব্বানের নিন্দাসূচক বক্তব্য। মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে তার থেকে বর্ণনা করেছেন।"

আল্লামা সিন্দি বলেছেন ঃ "যাওয়ায়িদে এসেছে, এর সানাদের আবূ যাকীর ইয়াহইয়া ইবনু মুহাম্মাদকে ইবনু মাঈন ও অন্যরা দুর্বল বলেছেন। আর ইবনু 'আদী বলেছেন, তার চারটি হাদীস বাদে অন্যান্য হাদীস মুস্তাক্বীম। আমি বলি, তিনি এক বাক্যে এই হাদীসকে তার ঐ চারটির মধ্যে গণ্য করেছেন। আর ইমাম নাসায়ী বলেছেন, এই হাদীসটি মুনকার।"

আল্লামা সুয়ূতী 'আত-তা'আক্কুবাত 'আলা মাওযুআত' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "ইমাম যাহাবী তার মুখতাসারে বলেছেন, এই হাদীসটি মুনকার। এমনটিই বলেছেন অন্যান্য হাফিযগণ। আর মুনকার হচ্ছে যঈফের একটি প্রকার, যা মাওযু নয়।

সাতাইশ ঃ অনুচ্ছেদ- ফালুদা

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ السُّلَمِيُّ أَبُو الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَوَّلُ مَا سَمِعْنَا بِالْفَالُوذَجِ، أَنَّ جِبْرِيلَ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ تُفْتَحُ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ فَيُفَاضُ عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الْفَالُوذَجَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " وَمَا الْفَالُوذَجُ " . قَالَ يَخْلِطُونَ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ جَمِيعًا . فَشَهَقَ النَّبِيُّ ﷺ لِذَلِكَ شَهْقَةً.

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সর্বপ্রথম ফালুদার নাম শুনতে পাই তখন, যখন জিবরীল ('আ.) নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন ঃ আপনার উম্মাত অনেক দেশ জয় করবে এবং

Contents

অঢেল সম্পদ তাদের হস্তগত হবে। এমনকি তারা ফালুদা খাবে। নাবী ﷺ বললেন ঃ ফালুদা আবার কী? তিনি বলেন ঃ তারা ঘি ও মধু একত্রে মিশাবে। এ কথা শুনে নাবী ﷺ কান্নার মত আওয়াজ করলেন।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ "এটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই। সানাদের 'উসমান ইবনু ইয়াহইয়া হাদ্‌রামী সম্পর্কে ইমাম আযদী বলেছেন, তার হাদীস লিখা হতো না, এবং সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু তালহাকে ইবনু মাঈন দুর্বল বলেছেন। আর ইবনু 'আয়্যাশের বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিশক্তি পরিবর্তন হয়ে যায়।" আল্লামা সিন্দি বলেছেন ঃ "যাওয়ায়িদে এসেছে, এর সানাদে 'উসমান ইবনু ইয়াহইয়া রয়েছে, তার মাঝে কোন দোষ আছে বলে আমি জানি না। মুহাম্মাদ ইবনু ত্বালহাকে আমি চিনি না। আর 'আবদুল ওয়াহাব সম্পর্কে আবূ দাউদ বলেছেন, সে হাদীস জাল করে। ইমাম হাকিম বলেছেন, সে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করে।"

হাফিয ইবনু হাজার 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে বলেছেন ঃ ..সানাদে 'আবদুল ওয়াহাব হাদীস বর্ণনায় খুবই মুনকার। তার অনুসরণ করেছেন মুসাইয়িব ইবনু ওয়াযিহ....।

আঠাইশ ঃ অনুচ্ছেদ- তোমার যা খেতে ইচ্ছা হয়, তখন তাই খাওয়া অপচয়

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ " .

আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমার যখন যা খেতে ইচ্ছা হয়, তখনই তা খাওয়াটা অপচয়।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ "এটি বিশুদ্ধ নয়। সানাদে ইয়াহইয়া মুনকারুল হাদীস, অনুরূপ নূহ।" আল্লামা সিন্দি **বলেছেন ঃ "যাওয়ায়িদে রয়েছে এই সানাদটি দুর্বল।** কেননা সানাদে নূহ ইবনু জাকওয়ান সকলের ঐক্যমতে দুর্বল। **আর দামায়রী বলেছেন, এটা এমন হাদীস** যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।"

আল্লামা মুহাম্মাদ রশীদ নু'মানী **বলেন, ইয়াহইয়া** তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত। কেননা সে তাতে একা হয়ে যায়নি, যেমন আপনি প্রত্যক্ষ করছেন।

উনত্রিশ ঃ অনুচ্ছেদ- মধু

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلاَثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلاَءِ " .

আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক প্রতি মাসে তিনদিন সকাল বেলায় মধু চেটে খাবে তাকে কোন বড় ধরনের বিপদ (রোগ) আক্রান্ত করবে না।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী 'মাওযু'আত' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "এর সানাদে যুবাইর ইবনু সা'ঈদ হাশিমী রয়েছে। সে কিছুই না।" আল্লামা সুয়ূতী 'আত-তা'আক্কুবাত' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "আমি বলি, তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন আবূ যুর'আহ ও ইমাম আহমাদ। আর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী তার 'তারীখ', ইবনু মাজাহ, বাইহাক্বী 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে এবং ভিন্ন সানাদে আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন আবূ শায়খ ইবনু হাইয়ান তার 'আস-সাওয়াব' গ্রন্থে।"

ত্রিশ ঃ অনুচ্ছেদ- কোন কোন দিন রক্ত মোক্ষণ করা যায়

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ يَا نَافِعُ قَدْ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ فَالْتَمِسْ لِي حَجَّامًا وَاجْعَلْهُ رَفِيقًا إِنِ اسْتَطَعْتَ وَلاَ تَجْعَلْهُ شَيْخًا كَبِيرًا وَلاَ صَبِيًّا صَغِيرًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَفِي الْحِفْظِ فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ تَحَرِّيًا وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالثُّلاَثَاءِ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَافَى اللَّهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلاَءِ وَضَرَبَهُ بِالْبَلاَءِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَبْدُو جُذَامٌ وَلاَ بَرَصٌ إِلاَّ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ " .

ইবনু 'উমার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে নাফি'! আমার রক্ত চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, অতএব আমার জন্য একজন রক্তমোক্ষণকারী খুঁজো। সম্ভব হলে এমন কাউকে নিয়ে আসো যে আমার প্রতি সদয় হবে। তবে বেশি বয়োঃবদ্ধ বা অল্প বয়স্ক আনবে না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ বাসিমুখে রক্তমোক্ষণ করানো ভাল। কারণ তাতে নিরাময় ও বারাকাত রয়েছে, এবং তা আক্বল ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে। অতএব আল্লাহর বারকাত লাভের উদ্দেশে তোমরা বৃহস্পতিবার রক্তমোক্ষণ করাও, এবং বুধ, শুক্র, শনি ও রবিবারে রক্তমোক্ষণ করা হতে বিরত থাক। তোমরা সোম এবং মোঙ্গলবার রক্তমোক্ষণ করাবে, কারণ সেটা এমন দিন, যেদিন আল্লাহ আইয়ূব (আ)-কে রোগমুক্ত করেছেন। আর তাকে অসুস্থ করেছিলেন বুধবার দিন। কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগ বুধবারের দিনে অথবা রাতে শুরু হয়ে থাকে।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ "এতে 'উসমান ইবনু মাত্বার রয়েছে। সে প্রমাণযোগ্যদের সূত্র দিয়ে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করে।" আল্লামা সুয়ূতী 'আত-তা'আক্কুবাত' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "এটি ইবনু মাজাহ তার সানাদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে তাতে একক হয়ে যায়নি। হাদীসটি ইবনু মাজাহ এবং হাকিম ভিন্ন সানাদেও বর্ণনা করেছেন ইবনু উমার সূত্রে।"

একত্রিশ ঃ অনুচ্ছেদ- ক্বিয়ামাতের নিদর্শনাবলী

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الآيَاتُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ " .

আবূ ক্বাতাদাহ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের (ছোট) নিদর্শনসমূহ দু'শত বছর পরে প্রকাশ পাবে।

আল্লামা সিন্দি তার তা'লীকে বলেছেন ঃ "যাওয়ায়িদে এসেছে, এর সানাদে 'আওন ইবনু আল-আবদী দুর্বল। আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, এই হাদীসটি ইবনুল জাওযী 'মাওযু'আত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস কাদীমী সানাদে 'আওন হতে, এবং বলেছেন, এই হাদীসটি বানোয়াট, সানাদে 'আওন এবং ইবনু মুসান্না দু'জনই দুর্বল। তবে কাদীমী এতে সন্দেহভাজন। আমি বলি, স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তার তাবে' (অনুসরণ) করা হয়েছে, যেমনটি আপনি

প্রত্যক্ষ করেছেন (অর্থাৎ মুসান্নাফের বর্ণনায়)। হাদীসটি হাকিম মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন ভিন্ন সানাদে **'আওন হতে এবং বলেছেন, সহীহ**। কিন্তু ইমাম যাহাবী তার তালখীসে বক্তব্য সংযোজন করে বলেছেন, সানাদের **'আওনকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল** বলেছেন। আর ইবনু কাসীর বলেছেন, এই হাদীসটি সহীহ নয়।"

বত্রিশ ঃ অনুচ্ছেদ–ঐ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ قَالَ أُمَّتِي عَلَى خَمْسِ طَبَقَاتٍ....الحديث.

আনাস ﷺ হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি **বলেছেন, আমার উম্মাত পাঁচ ভাগে বিভক্ত** হবে... হাদীস।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী এটিকে **'মাওযু'আত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, 'আব্বাদ ইবনু 'আবদুস সামাদ সানাদে** আনাস সূত্রে এবং **বলেছেন ঃ "এর কোনই ভিত্তি নেই। এতে 'আব্বাদ সন্দেহভাজন, মুনকারুল হাদীস।" আল্লামা সুয়ূতী 'আত-তা'আক্কুবাত' গ্রন্থে বলেছেন ঃ** "আনাসের হাদীসটি ইবনু মাজাহ দু'টি ভিন্ন সানাদে বর্ণনা করেছেন আনাস সূত্রে। অতএব 'আব্বাদ সম্পর্কিত অভিযোগ বিলীন হয়ে গেল।"

তেত্রিশ ঃ অনুচ্ছেদ–দরিদ্রদের সাথে উঠা-বসা করা

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الْمُبَارَكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ أَحِبُّوا الْمَسَاكِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ " اللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ " .

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযি) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা মিস্‌কীনদের ভালবাসবে। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর দু'আতে বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ! আমাকে মিস্‌কীন হিসেবে বাচিঁয়ে রাখুন, মিস্‌কীন হিসেবে আমার মৃত্যু দান করুন, এবং মিস্‌কীনদের দলভুক্ত করে আমাকে হাশরের ময়দানে উত্থিত করুন।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ "বর্ণনাটি সহীহ নয়। সানাদে আবূ মুবারক অজ্ঞাত এবং ইয়াযীদ মাতরূক।" আল্লামা সিন্দি বলেছেন ঃ "যাওয়ায়িদ রয়েছে, আবূ মুবারকের নাম জানা যায়নি, সে অজ্ঞাত ব্যক্তি। আর ইয়াযীদ ইবনু সিনান আত্‌তায়মী আবূ ফারওয়াতাহ দুর্বল। হাদীসটিকে হাকিম সহীহ বলেছেন। আর ইবনুল জাওযী এটিকে 'মাওযু'আত' গ্রন্থে গণ্য করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, হাফিয সালাহউদ্দীন ইবনুল 'আলা বলেছেন, হাদীসটির সানাদ দুর্বল। কিন্তু এর উপর বানোয়াট বলে হুকুম দেয়া যায় না। আবুল মুবারককে যদিও তিরমিযী অজ্ঞাত বলেছেন, কিন্তু ইবনু হিব্বান তার পরিচয় দিয়েছেন এবং তাকে সিকাত এ উল্লেখ করেছেন। আর সানাদে ইয়াযীদ ইবনু সিনান সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেছেন, সে কিছুই না। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মাকারিবুল হাদীস (হাদীসের কাছাকাছি)। এছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ। আল্লামা আলায়ী বলেছেন, এর সকল সানাদাবলীর সার্বিক বিবেচনায় এটি শেষ পর্যন্ত সহীহ'র স্তরে উপনীত হয়েছে। আর হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন, ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন। কেননা এর শাহিদ বর্ণনা আছে। আল্লামা যারাক্বশী বলেছেন, ইবনুল জাওযী এটিকে বানোয়াট বলে হুকুম দিয়ে মন্দ কাজ করেছেন। আত্বা হতে আবূ সা'ঈদ সূত্রে এর ভিন্ন সানাদ রয়েছে। যা বর্ণনা করেছেন হাকিম, এবং তিনি সেটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তালখীসে তার মতকে সমর্থন করেছেন।" আল্লামা সিন্দি প্রদত্ত বক্তব্যের সারসংক্ষেপ এ পর্যন্তই সমাপ্ত।

চৌত্রিশ ঃ অনুচ্ছেদ- সম্পদশালীদের প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ، مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَيْلاَنَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي وَعَلِمَ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ - فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ وَعَجِّلْ لَهُ الْقَضَاءَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي وَلَمْ يُصَدِّقْنِي وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ عُمْرَهُ " .

‘আম্‌র ইবনু গাইলান আস-সাক্বাফী ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! যে আমার প্রতি ঈমান এনেছে, আমাকে সত্য (নাবী) বলে মেনে নিয়েছে এবং আপনার নিকট হতে আমি যা নিয়ে আগমন করেছি তাকে সত্য জেনেছে, আপনি তার ধন ও সন্তান কমিয়ে দিন, আপনার সাক্ষ্য তার জন্য প্রিয় বানিয়ে দিন এবং তাকে তাড়াতাড়ি মৃত্যু দিন। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনেনি, আমাকে সত্য বলে মানেনি এবং আমি আপনার নিকট হতে যা নিয়ে আগমন করেছি তাকে অসত্য জেনেছে, আপনি তার ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি করে দিন এবং আয়ু বাড়িয়ে দিন।

তাহক্বীক্ব ঃ আল্লামা সিন্দি তার তা'লীকে বলেছেন ঃ “এই হাদীসটি ইবনুল জাওযী ‘মাওযু‘আত’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং নুফাই'এর কারণে একে দোষযুক্ত বলেছেন। কেননা সে মাভরূক। এটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিভ আছে এবং ইবনু মাসউদ সূত্রে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে। যা খাতীব তার ‘তারীখে’ বর্ণনা করেছেন।”

ইবনু মাজাহ্‌তে এগুলো ছাড়াও অন্যান্য এমন কিছু হাদীস রয়েছে যেগুলোকে কতিপয় হাফিয জাল ও বাতিল বলে হুকুম দিয়েছেন। তন্মধ্যে-

(১) অনুচ্ছেদ- ঈমান প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نِزَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " صِنْفَانِ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ لَيْسَ لَهُمَا فِي الإِسْلاَمِ نَصِيبٌ الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ "

ইবনু ‘আব্বাস ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এই উম্মাতের দু'টি সম্প্রদায়ের জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই। তারা হচ্ছে ঃ মুরজিয়াহ এবং কাদ্‌রিয়্যাহ।

তাহক্বীক্ব ঃ ইবনু ‘আদী বলেছেন ঃ ‘আলী ও তার পিতার এই বর্ণনা মুহাদ্দিসগণ প্রত্যাখান করেছেন। ইমাম যাহাবী ‘আল-মীযান’ গ্রন্থে ‘আলী ইবনু নিযার এর জীবনীতে এটি উল্লেখ করেছেন। হাফিয সিরাজুদ্দীন কাযভীনী এই হাদীসের সমালোচনা করেছেন এবং তিনি এটিকে বানোয়াট হাদীস মনে করেছেন। তার এ মতকে প্রত্যাখান করেছেন হাফিয সালাহউদ্দীন আলায়ী, অতঃপর ইবনু হাজার আসকালানী এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, বর্ণনাটি বানোয়াট হওয়া থেকে দূরে এবং হাসানের কাছাকাছি। তাঁরা দু'জন তাঁদের দৃষ্টি বর্ণনাটির একাধিক সানাদের উপর নিবন্ধ করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটি হাসান গরীব।

Contents

(২) অনুচ্ছেদ-'উমার (রাযি.)-এর ফাযীলাত

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ، أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " **أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ** عُمَرُ وَأَوَّلُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ".

উবাই ইবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে তাঁর সঙ্গে মুসাফাহা করেছেন, তিনি হলেন 'উমার ﷺ। আর যে লোক প্রথমে তাঁকে সালাম দিবে এবং যে লোক প্রথমে তাঁর হাত ধরবে (বাই'আত করবে) এ কাজ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

তাহক্বীক্ব ঃ ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে দাউদের জীবনীতে বলেছেন ঃ "এটি খুবই মুনকার।" হাদীসটি হাকিম তার মুস্তাদরাকে ভিন্ন সানাদে বর্ণনা করেছেন সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব হতে। কিন্তু ইমাম যাহাবী তার 'তালখীস মুস্তাদরাক' গ্রন্থে বলেছেন ঃ " এটি বানোয়াট, এর সানাদে মিথ্যুক রয়েছে।" আর হাফিয ইমামদুদ্দীন ইবনু কাসীর 'জামিউল মাসানীদ' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "এই হাদীসটি খুবই মুনকার এবং বানোয়াট হওয়ার নিকটবর্তী। এতে মুসিবত এসেছে দাউদ ইবনু আত্বা থেকে।" অনুরূপ রয়েছে আল্লামা সিন্দির তা'লীকে।

(৩) অনুচ্ছেদ- রোগী দেখতে যাওয়া প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ **لاَ يَعُودُ مَرِيضًا إِلاَّ بَعْدَ ثَلاَثٍ** .

আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ তিন দিন পর অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন।

তাহক্বীক্ব ঃ ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে মাসলামাহ্র জীবনীতে এই হাদীসটি উল্লেখের পর বলেছেন ঃ "আবূ হাতিম বলেছেন ঃ বাতিল, বানোয়াট।" আল্লামা সিন্দি তার তা'লীকে বলেছেন ঃ "যাওয়ায়িদে এসেছে, এর সানাদে মাসলামাহ ইবনু 'আলী রয়েছে। তাব সম্পর্কে ইমাম বুখারী, আবূ হাতিম ও আবূ যুর'আহ বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। তার মুনকারের একটি হচ্ছে এই হাদীসটি। আবূ হাতিম বলেছেন, এটি মুনকার, বাতিল।"

(৪) অনুচ্ছেদ- আল্লাহর পথে পাহারা দেয়ার ফাযীলাত

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صُبْحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ عِبَادَةِ مِائَةِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَعْظَمُ أَجْرًا - أُرَاهُ قَالَ - مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا فَإِنْ رَدَّهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ سَالِمًا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ أَلْفَ سَنَةٍ وَتُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَيُجْرَى لَهُ أَجْرُ الرِّبَاطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .

উবাই ইবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রমাযান ব্যতীত অন্য মাসে সাওয়াবের উদ্দেশে আল্লাহর পথে মুসলিমদের সীমান্তে একদিন প্রস্তুত থাকা একশত বছরের 'ইবাদাত-সাওম পালন এবং সলাত আদায় করা হতেও অধিক পুণ্যের কাজ। আর রমাযান মাসে সাওয়াবের আশায় আল্লাহর পথে মুসলিমদের সীমান্তে একদিন প্রস্তুত থাকা আল্লাহর নিকট অতি উত্তম ও অধিক পুণ্যের কাজ। তিনি বলেছেন ঃ এক হাজার বছরের 'ইবাদাত-সাওম পালন এবং সলাত আদায় করা হতেও। অতঃপর আল্লাহ যদি তাকে সুস্থ নিরাপদে তার পরিবারের নিকট ফিরিয়ে আনেন, তাহলে এক হাজার বছর পর্যন্ত তার কোন গুনাহ লিখা হবে না। তার জন্য সাওয়াব লিখা হবে এবং ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর পথে প্রস্তুতি থাকার নেকি লিপিবদ্ধ হতে থাকবে।

তাহক্বীক্ব ঃ আল্লামা সিন্দি তার তা'লীকে বলেছেন ঃ "সুয়ূতী বলেন, হাফিয যাকিউদ্দীন মুনযিরী 'আত-তারগীব' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "বানোয়াট হওয়ায় নিদর্শনাবলীর তালিকা এই হাদীসে রয়েছে। 'উমার ইবনু সাবীহ এর বর্ণনা দ্বারা দলীল দেয়া যায় না। আর হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর 'জামিউল মাসানীদ' গ্রন্থে বলেছেন ঃ **হাদীসটি বানোয়াট।** কেননা এটি 'উমার ইবনু সাবীহ এর বর্ণনা। সে মিথ্যাবাদীদের একজন এবং হাদীস জালকারী হিসাবে পরিচিত।"

(৫) অনুচ্ছেদ- আল্লাহর পথে পাহারা এবং তাকবীর দেয়ার ফাযীলাত

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَبِي الطَّوِيلِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " حَرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ فِي أَهْلِهِ أَلْفَ سَنَةٍ السَّنَةُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا وَالْيَوْمُ كَأَلْفِ سَنَةٍ " .

আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথে একরাত পাহারা দেয়া কোন ব্যক্তির স্বীয় পরিবারের নিকট অবস্থান করে এক হাজার বছর সাওম পালন এবং সলাত আদায় করা হতেও উত্তম। এক বছর হচ্ছে তিনশ' ষাট দিনে, যার প্রতিটি দিন এক হাজার বছরের সমান।

তাহক্বীক্ব ঃ ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে সা'ঈদ ইবনু খালিদ এর জীবনীতে বলেছেন ঃ "এই 'ইবারতটি আশ্চর্যজনক! যদি এটি সহীহ হয় তাহলে এর সমগ্র ফাযিলাতের পরিমান দাঁড়ায় তিনশত হাজার হাজার বছর ও ষাট হাজার হাজার বছরের সমান। সানাদের এই সা'ঈদ সম্পর্কে হাকিম আবূ 'আবদুল্লাহ বলেছেন, সে আনাস সূত্রে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করে।"

(৬) অনুচ্ছেদ- সারিয়্যাহ প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْعَامِلِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لأَكْثَمَ بْنِ الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ " يَا أَكْثَمُ اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ وَتَكْرُمْ عَلَى رُفَقَائِكَ يَا أَكْثَمُ خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ " .

আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ আকসাম ইবনু জাওন খুযাঈ ﷺ-কে বলেন ঃ হে আকসাম! তুমি তোমার গোত্র ব্যতিরেকে অন্য গোত্রের সঙ্গে মিশে জিহাদ কর, এতে করে তোমার চরিত্র সুন্দর হবে। তুমি তোমার বন্ধুদের সম্মান করবে। হে আকসাম! উত্তম বন্ধু হচ্ছে চারজন। উত্তম সারিয়্যাহ হচ্ছে চারশ' সৈন্যের এবং উত্তম সৈন্যদল হচ্ছে যাতে চার হাজার সৈন্য আছে। আর বার হাজার সৈন্য সংখ্যা কম হবার কারণে কক্ষনো পরাজিত হবে না।

তাহক্বীক্ব ঃ আল্লামা সিন্দি তার তা'লীকে বলেছেন ঃ "[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] মালিক ইবনু মুহাম্মাদ সান'আনী ও আবূ সালামাহ 'আমিলী দু'জনেই দুর্বল। [illegible] [illegible] [illegible], ইবনু [illegible] [illegible] [illegible], আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি 'আমিলী মাতরূক এবং হাদীসটি বাতিল।"

(৭) অনুচ্ছেদ- চিঠিতে মাটি মেশানো

[illegible] بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ، أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي [illegible] عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " تَرِّبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا إِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكٌ " .

জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের চিঠিতে [illegible] [illegible], [illegible] তার অধিক সফলতার কারণ। কেননা মাটি হচ্ছে বারাকাতময়।

তাহক্বীক্ব ঃ আল্লামা সিন্দি তার তা'লীকে বলেছেন ঃ "আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, এটি ঐ হাদীসসমূহের একটি যাকে হাফিয সিরাজুদ্দীন কাযভীনী 'আল-মাসাবীহ' গ্রন্থে প্রত্যাখান করেছেন এবং ভেবেছেন বর্ণনাটি বানোয়াট। হাফিয সালাহউদ্দীন বলেছেন, ... হাদীসটি দুর্বল, মুনকার। এর আরেকটি সানাদ রয়েছে যা উল্লেখ করেছেন ইবনু আবূ হাতিম 'আল-ইলাল' গ্রন্থে বাক্বিয়্যাহ এর বর্ণনা থেকে ইবনু জুরাইজ হতে, তিনি আত্বা হতে ইবনু 'আব্বাস সূত্রে মারফূভাবে। তিনি আবূ হাতিম সূত্রে উল্লেখ করেন যে, তিনি বলেছেন, এই সানাদটি বাতিল। আর হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন, এবং হাদীসটি বায়হাকী বর্ণনা করেছেন 'উমার ইবনু আবী 'উমার সানাদে। বলা হয়, ইনি হচ্ছেন আবূ আহমাদ [illegible], আবার বলা হয়, তিনি অন্য কেউ। আর হাদীসটি তার নিকট বর্ণিত হয়েছে বাক্বিয়্যাহ ইবনু ওয়ালিদ হতে। তাহলে তিনি একবার বলেছেন আবূ আহমাদ ইবনু 'আলী হতে, আরেকবার বলেছেন 'উমার ইবনু আবী 'উমার হতে। এই দু' অবস্থায় সম্ভাবনা রয়েছে হাদীসটি বানোয়াট হওয়ার, যেহেতু দু' সানাদে মত বিরোধ রয়েছে।"

ইবনু হাজারের 'আত্-তাহযীব' গ্রন্থে আবূ আহমাদ ইবনু 'আলী আল কালায়ী দামেস্কীর জীনবীতে রয়েছে ঃ "আবূ ত্বালিব বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে ইয়াযীদ ইবনু হারূন এর বাক্বিয়্যাহ ইবনু ওয়ালীদ থেকে আবূ আহমাদ হতে জাবির সূত্রের চিঠিপত্রে মাটি মেশানো সম্পর্কিত হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। ফলে তিনি বললেন, এটি মুনকার।

আল্লামা মুহাম্মাদ রশীদ নু'মানী বলেন, বাক্বিয়্যাহ'র শায়খ আবূ আহমাদ দামেস্কী অজ্ঞাত।

আল্লামা মুহাম্মাদ রশীদ নু'মানী বলেন ঃ অতএব এগুলো হচ্ছে স্বল্প সময়ের মধ্যে আমার সংকলিত এমন কতিপয় হাদীস যেগুলোকে কতিপয় হাফিয বানোয়াট বলে হুকুম দিয়েছেন। এছাড়াও ইবনু মাজাহতে অধিক সংখ্যক দুর্বল হাদীস রয়েছে। সেগুলোর কতক হাদীস অপর কতক হাদীসের চেয়ে খুবই দুর্বল। 'আলিমগণের কেউ যদি এ পর্যায়ের হাদীসগুলো একত্রিত করেন, তাহলে তা একটি চমৎকার পাণ্ডুলিপিতে পরিণত হবে।

Contents

সার্বিকভাবে ইমাম ইবনু মাজাহ মিথ্যাবাদীতার সন্দেহভাজন ও হাদীস চোর ব্যক্তিদের সূত্রে অসংখ্য হাদীস বর্ণনায় একক হয়ে গেছেন। যেগুলোকে বাতিল ও বর্জিত বলে হুকুম দেয়া হয়েছে। সেজন্য 'আলিমগণ স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ ইবনু মাজাহর হাদীস দিয়ে দলিল পেশ করা যাবে না যতক্ষণ না তা কোন নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত হয়।

হাফিয সাখাবী 'ফাতহুল মুগীস' গ্রন্থে বলেন ঃ "যে ব্যক্তি সুনান গ্রন্থের হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করতে চাইবে-বিশেষ করে সুনান ইবনু মাজাহ, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ও মুসান্নাফ 'আব্দুর রায্যাক এর হাদীস দ্বারা, যেগুলোর ব্যাপারে কঠোর বক্তব্য এসেছে এবং কোন মুসনাদ গ্রন্থের হাদীস দ্বারা, যেহেতু তারা তা সংকলনের ক্ষেত্রে সহীহর শর্ত দেননি, বিশেষত হাসানের শর্তও নয়, অতএব এসব গ্রন্থের হাদীস দ্বারা দলিল পেশকারী যদি সহীহ ও দুর্বল চেনার ব্যাপারে শিথিলপন্থী হন, তাহলে হাদীসটির সানাদ মুত্তাসিল কিনা তা না জেনে এবং সানাদের বর্ণনাকারীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ না করে সুনান গ্রন্থের হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করা উচিত হবে না। যেমনিভাবে তার জন্য উচিত হবে না ঐসব বিষয়ে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে পরিক্ষা ব্যতীত মুসনাদ গ্রন্থের হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করা। আর দলিল পেশকারী যদি শিথিলপন্থী না হন এবং শিথিলপন্থীদের থেকে হাদীস গ্রহণ না করেন, তাহলে এ ব্যাপারে পথ হচ্ছে, তাকে হাদীসটির প্রতি নজর দিতে হবে। যদি দেখা যায়, হাদীস বিশারদ ইমামগণের কেউ হাদীসটিকে সহীহ অথবা হাসান বলেছেন তখন তিনি তা মেনে নিতে পারেন। কিন্তু এরূপ না হলে তিনি যেন হাদীসটির দ্বারা দলিল পেশ না করেন। যদি করেন তবে তিনি রাতের অন্ধকারে কাঠ সংগ্রহকারীর মতই হয়ে যাবেন। তিনি হয়ত অজান্তেই বাতিল হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করবেন।"

আল-হামদুলিল্লাহ তাম্মাত বিল খাইর

Contents
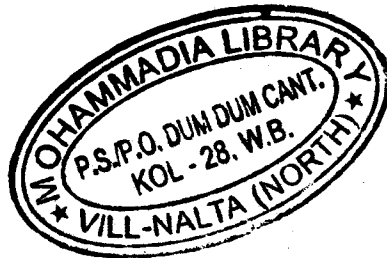
ضعيف
سنن ابن ماجه

تحقيق

محمد ناصر الدين الألبانى

المترجم الى اللغة البنغالية

أحسن الله بن ثناء الله

إكاديمية الشيخ الأباني